Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুন্নাহ সমগ্র-১

সবার ওপরে ঈমান

শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী

বায়ান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুন্নাহ সমগ্র

নবি ﷺ-এর সকল হাদীস একসঙ্গে, পুনরাবৃত্তি বাদে

১

সবার ওপরে ঈমান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবার ওপরে ঈমান

জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবার ওপরে ঈমান

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১

প্রথম সংস্করণ:
মুহাররম ১৪৪২ হিজরি/ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক:
• আলাদা বই.কম • রকমারি.কম • ওয়াফি লাইফ

মূল্য: ৬৩৪ টাকা

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan/

Shobar Upore Īmān (Īmān: First of All), A collection of the Prophetic Traditions relating to Īmān incorporated in famous Hadith Books compiled, translated and annotated by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2021.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবি ﷺ বলেন,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

“আল্লাহ ওই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শোনার পর তা বোঝে, সংরক্ষণ করে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়৷ হতে পারে, কেউ দ্বীনের গভীর জ্ঞান বহন করে এমন কারও কাছে নিয়ে যাবে, যে তার চেয়ে বেশি সমঝদার।” (তিরমিযি ২৬৫৮, সহীহ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিষয়সূচি

ভূমিকা ২২

সুন্নাহর অপরিহার্যতা ২২

হাদীসের মৌলিক গ্রন্থাবলির বৈশিষ্ট্য ২৪

হাদীসের সংকলন-গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ২৫

হাদীসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন-গ্রন্থ ২৫

কেন এই নতুন সংকলন? ২৭

যেসব গ্রন্থের সকল হাদীস একত্র করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৩০

সংকলন-পদ্ধতি ৩১

হুবহু অনুবাদের ক্ষেত্রে হাদীস-নির্বাচন-পদ্ধতি ৩১

হাদীসের মান-নির্ধারণ ৩১

বইটি পড়ার পদ্ধতি ৩২

মূলপাঠ ও পাদটীকা ৩২

তথ্যসূত্র ৩৩

ইনডেক্স বা নির্ঘণ্ট ৩৪

সবার ওপরে ঈমান ৩৫

ঈমান ও ইসলামের পরিচয় ৩৬

ঈমান ও ইসলাম: আস্থা ও আত্মসমর্পণ ৩৬

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক: একটি অন্তরে, আরেকটি প্রকাশ্যে ৩৬

প্রত্যেকের জন্ম ইসলাম নিয়ে, পরে তাকে বিপথগামী করা হয় ৩৮

প্রশ্নোত্তরে ঈমান, ইসলাম ও ইহ্সানের ব্যাখ্যা এবং কিয়ামাতের আলামত ৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উমর ﷺ-এর বিবরণী ৪১
আবূ হুরায়রা ও আবূ যার ﷺ-এর বিবরণী ৪৫
ঈমান, ইসলাম ও দ্বীনের পরিধি ৪৮
ইসলাম, ঈমান, হিজরত ও জিহাদের পরিচয় ৪৮
ইসলামের পাঁচটি খুঁটি: তাওহীদ, নামাজ, যাকাত, রোযা ও হজ ৫০
প্রথমে তাগূতকে প্রত্যাখ্যান, তারপর আল্লাহর ওপর ঈমান ৫১
ইসলামের রক্ষাকবচ, মজবুত রশি ও বন্ধন-রজ্জু..৫২
বানূ আমির গোত্রের একব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাব ৫৩
উমর ﷺ-এর জবাবে ঈমানের বিভিন্ন দিক ৫৪
দিমাম ইবনু সা'লাবা ﷺ-এর প্রশ্নে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় ৫৫
নবি ﷺ-এর সঙ্গে এক বেদুইনের প্রশ্নোত্তরে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় ৫৬
নবি ﷺ-এর সঙ্গে দিমাম ইবনু সা'লাবা ﷺ-এর আরেকটি প্রশ্নোত্তর-পর্ব ৫৮
বাহ্য ইবনু হাকীমের দাদার প্রশ্নের জবাবে ইসলামের কিছু নিদর্শন ৬০
ঈমানের নিদর্শন ৬১
ইসলামের কিছু চিহ্ন ও নিদর্শন ৬২
আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল ও ইসলামকে দ্বীন মানার নাম ঈমান ..৬৩
স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা চাই ৬৪
সর্বোত্তম ঈমান হলো—আমি যেখানেই থাকি, আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন ৬৫
প্রশ্নের মুখোমুখি হলে ঈমানের ব্যাপারে নিঃসংশয় থাকা চাই ৬৫
প্রশ্নের মুখোমুখি না হলে নিজেকে 'মুমিন' বলে পরিচয় দেওয়া অনুচিত ৬৫
ফেরেশতাদের ঈমানের সঙ্গে নিজের ঈমানের তুলনা করা অনুচিত ৬৫
রাগ, সন্তুষ্টি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে ঈমানের দাবি ৬৬

ঈমানের মহত্ত্ব ৬৭
ঈমান ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না ৬৭
সরিষার দানা বা অণু পরিমাণ ঈমান থাকলেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে ৬৭
জান্নাতে যেতে হলে যেসব বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি ৬৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৭১
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা কী বোঝায়? ৭১
মানুষ কাকে কাকে 'ইলাহ্' হিসেবে মানে? ৭৩
কামনারূপী ইলাহ্ ৭৩
ইলাহ্ ও রবের আসনে নেতা.. ৭৩
মনগড়া ইলাহ্দের অসারতা ৭৬
ঈমানের সর্বোত্তম শাখা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা ৭৭
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সঙ্গে কথা-কাজে সঠিক পথ অনুসরণ করতে হবে ...৭৭
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ওপর অটল থেকে মারা গেলে জান্নাতের ওয়াদা ৭৯
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার ভিত্তিতে জাহান্নাম হারাম ৮০
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়াই কি মুক্তির জন্য যথেষ্ট?....................৮৩
এক সফরে নবি ﷺ-এর ভাষণ ৮৪
যেসব হাদীসে এক-দুটি কাজের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে মূলনীতি ৮৪
আল্লাহর উলূহিয়াতের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জান্নাত: বিষয়টি উমর ؓ যেভাবে বুঝেছেন ৮৫
এ-তত্ত্ব প্রচার করতে গেলে আবূ হুরায়রা ؓ-কে উমর ؓ-এর বাধা ৮৫
আবূ বকর ؓ-কে উমর ؓ-এর বাধা ৮৬
আবূ মূসা ؓ-কে রাসূল ﷺ-এর কাছে ফেরত পাঠানো.. ৮৭
মুআয ؓ-কে বাধা প্রদান ৮৮
বিলাল ؓ-এর কথার পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ-এর মন্তব্য ৮৮
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য হতে হবে ইখলাস বা নিষ্ঠার সঙ্গে ৮৯
ইখলাস বা নিষ্ঠার মানে কী? ৮৯
মৃত্যুর সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেওয়া ৮৯
সেই সাক্ষ্য হতে হবে অন্তর থেকে ৯০
তাওহীদের পাশাপাশি রিসালাতের সাক্ষ্য: হাস্সান ؓ-এর একটি কবিতা ৯০
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য হতে হবে সন্দেহমুক্ত ৯১
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সম্পর্কে বিশেষ বৈঠকে নবি ﷺ-এর ঘোষণা ৯৩
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ভিত্তিতে রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ লাভ..................৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জান্নাতের চাবি ৯৪
তবে, দাঁত-ছাড়া-চাবি নিয়ে গেলে জান্নাতের দরজা খোলা হবে না ৯৪
দাঁত দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে ৯৫
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব করে ৯৫
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৯৬
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' গোনাহগার ব্যক্তিরও উপকারে আসবে ৯৮
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ভিত্তিতে জানমাল সুরক্ষিত থাকবে, আর বিচারের দায়িত্ব আল্লাহর ৯৮
কিছু বিপথগামী লোকের দ্বারা এ বিধান লঙ্ঘন ৯৮
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অনুসারীদের কাফির ঘোষণার বিধিনিষেধ ৯৯
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর চেয়ে ভারী কিছুই নেই ১০১

বান্দা ও আল্লাহ পরস্পরের অধিকার ১০৩
আল্লাহর অধিকারে মনোযোগী না হলে, বান্দার অধিকারে দৃষ্টি দেওয়া হয় না ১০৬

জান্নাতে যাওয়ার কিছু আমল ১০৭
হালাল-হারাম মেনে চলা ১০৭
হালাল-হারাম নির্ধারণের এখতিয়ার আল্লাহর ১০৭
আখিরাতে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, যারা তাঁকে দুনিয়ায় অভিভাবক মানে..১১৩
আল্লাহ, ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে মেনে সন্তুষ্ট থাকার পুরস্কার জান্নাত ১১৪
আর জিহাদের জন্য জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এক শ স্তর ১১৪
ওহিকে সত্য হিসেবে মেনে না নেওয়ার পরিণতি জাহান্নাম ১১৫
তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর জন্য জাহান্নাম হারাম ১১৫

ইসলামের বিভিন্ন ফরজ বিধান ১১৬
নামাজ, রোযা ও যাকাতের গুরুত্ব ১২১
নামাজ পড়ার উত্তম সময় ১২২
নামাজ আদায়ের সময় এবং ওজুর মহত্ত্ব ১২৪
যাকাত দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি ও আত্মশুদ্ধির মর্মকথা ১২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চারটি কাজের আদেশ ও চারটি বিষয়ে নিষেধ ১২৯
পানপাত্র-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা পরবর্তীকালে শিথিল করা হয়েছে ১৩২

মুমিনের শর্তাবলি ১৩৩
চারটি বিষয় মেনে না নিলে মুমিন হওয়া যায় না ১৩৩
কেউ মুমিন কি না, তা যাচাই করার জন্য কিছু প্রশ্ন ১৩৩
ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য ১৩৫
আল্লাহর ওলি কারা? ১৩৫
মুমিনদের তিনটি ভাগ ১৩৬
ঈমানের সারনির্যাস বা মৌলিক গুণের অধিকারী হওয়ার উপায় ১৩৬
ঈমানের আনন্দ অন্তরে ঢুকলে, মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকে না ১৩৯
ঈমানের স্বাদ পেতে হলে তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা চাই ১৪০
ঈমানের মিষ্টতা প্রসঙ্গে ইবনু মাসউদ ﷺ-এর বক্তব্য ১৪০

লজ্জাবোধ ও ঈমান ১৪১
লজ্জা ঈমানের অংশ আর অশ্লীলতা অসভ্যতার অংশ ১৪১
লজ্জা ইসলামের বিধান আর অশ্লীলতা ঘৃণ্য স্বভাব ১৪১
লাজুকতার জন্য কাউকে তিরস্কার করা অনুচিত ১৪১
লজ্জা ও কমকথা ঈমানের শাখা, অসভ্যতা ও বাচালতা মুনাফিকির শাখা ১৪২
লজ্জা ও কমকথা মানুষকে জান্নাতের কাছাকাছি নিয়ে যায় ১৪২
লজ্জা ও ঈমান একসঙ্গে লাগানো, একটি গেলে অপরটিও চলে যায় ১৪২

ধৈর্য ও ঈমান ১৪৪
ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক, আর ইয়াকীন হলো পুরো ঈমান ১৪৪
ইয়াকীন দুর্বল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নবি ﷺ-এর আশঙ্কা ১৪৪

ঈমান ও সত্যবাদিতা ১৪৫
পরস্পর-বিপরীত দুটি বিষয় অন্তরে একসঙ্গে থাকে না ১৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সত্যবাদিতা ঈমানের দিকে ধাবিত করে, আর ঈমানের পরিণতি জান্নাত ১৪৫
মুমিনের স্বভাবের মধ্যে মিথ্যা ও প্রতারণা নেই ১৪৬
মিথ্যা ছাড়ার আগ পর্যন্ত ঈমানে পূর্ণতা আসে না ১৪৬

ঈমান যেভাবে পূর্ণতা পায় ১৪৭
ঈমানের পূর্ণতার জন্য কিছু নিয়মকানুন আছে ১৪৭
পূর্ণাঙ্গ ঈমানের কিছু নিদর্শন ১৪৭
সুবিচার করা, সালাম দেওয়া, দানখয়রাত করা ১৪৭
উত্তম আচরণ ১৪৭
আল্লাহর ভয় ও ধৈর্য ১৪৮
কোমল ব্যবহার ও মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা ১৪৯
বিপদকে নিয়ামাত মনে করা ও নামাজের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকা ১৪৯
ভালোবাসা, ঘৃণা, দান, বঞ্চনা—সবই আল্লাহর উদ্দেশে হওয়া ১৫০

ঈমানের সঙ্গে আমলের সম্পর্ক ১৫৮
ফাতিমা ও আব্বাস ﵁-এর প্রতি নবি ﷺ-এর নির্দেশ ১৫৮
ঈমানের সঙ্গে যেসব কাজকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ১৫৯
রাসূল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ১৫৯
মানুষকে নিরাপদ রাখা ১৬৩
খাবার খাওয়ানো ও সালাম দেওয়া ১৬৪
আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলা, ভালো কথা বলা নতুবা চুপ থাকা, প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ১৬৪
নিয়মিত মাসজিদে যাওয়া ১৬৬
মুসলিমকে হত্যা না করা, জিহাদ চলমান রাখা ও তাকদীরে ঈমান রাখা ১৬৬
নিজের জন্য যা পছন্দ, অপরের জন্য তা-ই পছন্দ করা ১৬৬
সাহাবিদের কর্মকাণ্ডের ওপর এ শিক্ষার প্রভাব ১৬৭
আনসার সাহাবিদের ভালোবাসা ১৬৮
আলি ﵁-কে ভালোবাসা ১৬৯
খারাপ বিশ্বাস লালন করে খারাপ কাজ করা সবচেয়ে বড়ো মুসিবত ১৬৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমানের ফলাফল ১৭১
ঈমানের ফল নিরাপত্তা ১৭১
নিরাপত্তা-লাভের শর্তাবলি উল্লেখ করে নবি ﷺ-এর ফরমান ১৭৫
তাবূক অঞ্চলে ১৭৫
ওমানে ১৭৬
খুযাআ গোত্রের প্রতি ১৭৬
হামদানের জনতার উদ্দেশে ১৭৮
ফুজাইয়ি' আমিরি ও তার অনুসারীদের প্রতি ১৭৯
আল্লাহর কাছে মুমিনের মর্যাদা ১৮০
কাউকে ইসলাম-গ্রহণ করানোর মহত্ত্ব ১৮৩
আন্তরিকভাবে ইসলাম-গ্রহণ করলে পেছনের গোনাহ মাফ ১৮৩
ইসলাম-গ্রহণ করলে আগের ভালো কাজের প্রতিদান পাওয়া যাবে ১৮৬
তবে, ইসলাম-গ্রহণের পর কাজ হতে হবে সুন্দর ১৯০
ইসলামের বিধান সুন্দরভাবে পালন করলে সাত শ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান ১৯১
মুসলিম ও কাফিরের যৌথ বিষয়ে মুসলিম অধিক হকদার ১৯১
ঈমানের ভিত্তিতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ফেরত প্রদান ১৯১
অপরাধ না করলে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না ১৯২
নওমুসলিমের অধিকার ও দায়দায়িত্ব সমান ১৯২
শর্তসাপেক্ষে ইসলাম গ্রহণ করলেও যাকাত দিতে হবে ১৯৩
যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ যদি ঈমানের স্বীকৃতি দেয় ১৯৩

বাইআত বা আনুগত্যের শপথ ২০৫
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে ২০৫
আহলুল আমর বা শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে শপথ ২০৫
শাসকের আনুগত্য কুরআন-সুন্নাহ সাপেক্ষ: ইবনু উমর ﵁-এর উদাহরণ ২০৬
স্পষ্ট কুফরের ক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয় ২০৬
ইমাম নববির ব্যাখ্যা ২০৭
শাসক যদি কুফরে লিপ্ত হয় ২০৭
শাসক যদি কুফরে লিপ্ত না হয়ে, শুধু ফাসিকি, জুলুম ও অধিকার-বঞ্চনা—এসব অপরাধে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লিপ্ত হয় ২০৭
সাহাবিগণ যেসব বিষয়ে বাইআত নিয়েছেন ২০৭
শির্ক, চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, অপবাদ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হওয়া ২০৭
কালিমা, নামাজ, যাকাত, হজ, রোযা ও জিহাদ ২০৯
তাকদীরের ভালো-মন্দ মেনে নেওয়া ২১০
মানুষের কাছে কোনোকিছু না-চাওয়া ২১১
ঈমান, ইসলাম ও জিহাদ ২১১
নারীদের কাছ থেকে শপথ নেওয়ার ধরন ২১২
নারীদের কাছ থেকে শপথ নেওয়ার সময় নবি ﷺ তাদের স্পর্শ করেননি ২১২
মুহাজির নারীদের বাইআত নেওয়ার সময় যা বলতে হতো ২১৪
নাবালকের শপথ ২১৫
নবি ﷺ নাবালকের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নেননি ২১৫
নাবালকের শপথের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ২১৫
হুদাইবিয়ার দিন শপথগ্রহণ ২১৫

বিদায় হজের ভাষণ ২১৬
মক্কায় ছোটোখাটো বিষয়ে শয়তানের আনুগত্য-প্রসঙ্গ ২১৭
ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ ২১৮

দ্বীন মেনে চলার কিছু নিয়মকানুন ২২১
আল্লাহর কাছে যে ধরনের দ্বীন অধিক পছন্দের ২২১
সত্য ও উদার দ্বীন ২২১
যে দ্বীনদারি অধিক স্থায়ী ২২১
দ্বীনের কিছু মৌলিক বিষয় ২২২
দ্বীন-পালন হতে হবে কপটতামুক্ত ২২৬
দ্বীন মানার ক্ষেত্রে সহজ-পথ অনুসরণ করা উত্তম ২৩০
অনর্থক কঠোরতা নিন্দনীয় ২৩৫
নম্রতার মহত্ত্ব ২৩৮
দ্বীনি দাওয়াতের ক্রমধারা ২৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত, তারপর অন্যান্য আমলের ২৩৯
দ্বীন নিরাপদ রাখতে হলে সন্দেহযুক্ত বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে ২৪০
যা-কিছু মনে খটকা সৃষ্টি করে, তা বাদ দেওয়ার নির্দেশ ২৪৩
অন্তরে আগে ঢুকে ঈমান, তারপর কুরআন ২৪৪
আল্লাহর সামনে মানুষের চেয়ে অন্যান্য মাখলূক বেশি অনুগত ২৪৪
কিয়ামাতের বিভীষিকার সামনে সারাজীবনের সমস্ত নেক আমলও তুচ্ছ ২৪৪

মুমিনের উদাহরণ ২৪৬
একজন মুমিন এক হাজার সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কল্যাণময় ২৪৬
খেজুরগাছের মতো মুমিনের সবকিছুই উপকারী ২৪৬
মুমিনের দৃঢ়তা খেজুরগাছের সঙ্গে তুলনীয় ২৪৬
প্রাচুর্য ও দুঃখদুর্দশা উভয়টিই মুমিনের জন্য কল্যাণকর ২৪৮
মুমিন ও মুশরিকের পরিণতি এবং বিভিন্ন কাজের উদাহরণ ২৪৮
মুমিন যেন আতর-বিক্রেতা ২৫০
মুমিন ও অবাধ্য লোকের তুলনামূলক চিত্র ২৫০
মহৎ বনাম প্রতারক ২৫০
সুস্বাদু ফল ও আতর-বিক্রেতা বনাম তিতা ফল ও কামারের হাপর ২৫০

ঈমান ও মুনাফিকি ২৫৩
মুমিন ও মুনাফিক: দোলায়মান শস্যক্ষেত বনাম দেবদারু গাছ ২৫৩
মুমিন ও মুনাফিকের নিয়ত ও কাজের পার্থক্য ২৫৩
মুমিন, কাফির ও মুনাফিকের কলবের উদাহরণ ২৫৪
মুনাফিকের কিছু আলামত ২৫৫
অভিশাপ, লুটপাট, খেয়ানত, নামাজ ও মাসজিদের প্রতি অনীহা, অহংকার, নিষ্ঠুরতা, অতিরিক্ত ঘুম ও হইহুল্লোড় ২৫৫
মিথ্যাবাদিতা, খেয়ানত, ওয়াদা-ভঙ্গ ২৫৫
অন্তরে মুনাফিকি মূলত ওয়াদা-ভঙ্গ ও মিথ্যাবাদিতার শাস্তি ২৫৬
মুনাফিক যেভাবে মিথ্যাবাদিতা, খেয়ানত ও ওয়াদা-ভঙ্গ করে ২৫৭
মুনাফিক পিতার সঙ্গে ভালো আচরণ করার জন্য সাহাবির প্রতি নির্দেশ ২৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ﷺ হুযাইফা رضي الله عنه-কে কয়েকজন মুনাফিকের নাম বলেছিলেন ২৫৮
কয়েকজন মুনাফিকের নাম উল্লেখ করে তাকওয়ার পথে চলার নির্দেশ ২৫৯
নবি ﷺ-এর ওপর মুনাফিকদের হামলার চেষ্টা ২৫৯
নবি ﷺ যে-কারণে মুনাফিকদের হত্যা করেননি ২৬১
হামলা-চেষ্টায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের পরিচয় ২৬২
এক মুনাফিককে হত্যা করার জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি-প্রার্থনা ২৬৩
রাসূল ﷺ কয়েকজনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ২৬৪
রাসূল ﷺ-এর মজলিসে এক অভিশপ্ত ব্যক্তির প্রবেশ ২৬৫
রাসূল ﷺ কোনও মুমিনকে বদদুআ দিলে, সেটি তার জন্য পরিশুদ্ধি-স্বরূপ ২৬৫
কয়েকজন সাহাবি মৃত্যুর পর নবি ﷺ-এর সাক্ষাৎ পাবে না ২৬৬
এ-কথা শোনার পর উমর رضي الله عنه-এর প্রতিক্রিয়া ২৬৬
আবদুর রহমান ইবনু আউফ رضي الله عنه-এর শঙ্কা ২৬৬
সাহাবিদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক ২৬৭
এক সাহাবি সম্পর্কে ইবনু আব্বাস رضي الله عنه-এর মন্তব্য ২৬৮
সিফ্ফীন যুদ্ধের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আম্মার ইবনু ইয়াসির رضي الله عنه-এর মন্তব্য ২৬৮
কিছু লোক মুমিন না হয়েও আযান দেবে এবং নামাজ কায়েম করবে ২৬৮
একটি গোত্রের ইসলাম-ত্যাগের ব্যাপারে উমর رضي الله عنه-এর আশঙ্কা ২৬৮
মুনাফিকির ব্যাপারে আতঙ্কে থাকে মুমিন, আর নিশ্চিন্ত থাকে মুনাফিক ২৬৯
ঈমান বা কুফর—যে অবস্থায় মৃত্যু, সে-অবস্থায় পুনরুত্থান ২৬৯

সীরাতে মুস্তাকীমের উদাহরণ ২৭১
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه-এর ব্যাখ্যায় সীরাতে মুস্তাকীম ২৭২

নবি ﷺ-এর ইসরা বা মি'রাজের রাতে সফর ২৭৪
বক্ষ বিদীর্ণকরণ ও আকাশে আরোহণ ২৯১
ইসরা'য় নবি ﷺ যা দেখলেন ২৯৫
বাইতুল মাকদিসে নবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ২৯৫
সুদখোরের পরিণতি ও মহাকাশের ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতার কারণ ২৯৭
ফিরআউনের মেয়ের সেবিকার সুঘ্রাণ ২৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবি ﷺ-এর একটি স্বপ্ন ৩০০
নবি ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছিলেন? ৩০৬
আয়িশা ﷺ-এর ভিন্ন মত ৩০৭
ইসরা থেকে ফেরার পর নবি ﷺ-কে মক্কার মুশরিকদের পরীক্ষা ৩১০

অদৃশ্য জগতের কিছু কথা ৩১৫
আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য ৩১৫
আল্লাহ তাআলার পর্দা ৩১৫
আল্লাহ তাআলার নূর বা আলোকরশ্মির প্রখরতা ৩১৫
আল্লাহ তাআলা ঘুমান না ৩১৭
তাঁর আসন মহাকাশ ও পৃথিবী বেষ্টন করে রেখেছে ৩১৮
মহাকাশ ও পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় ৩১৮
জাতির উত্থান-পতন আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ৩২০
আল্লাহ সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন.. ৩২০
সন্তান ও জীবিকা তাঁর নিয়ন্ত্রণে ৩২১
মহাবিশ্বের বিশালতা ৩২২
ফেরেশতাদের কিছু পরিচয় ৩২৪
বিশাল আকৃতি ৩২৪
শয়তান পরিচিতি ৩২৬
ইবলীসের বার্তাবাহক, খাবার, ফাঁদ, ঘোষক, মাসজিদ ও অন্যান্য বিষয় ৩২৬
শির্ক ও খুনখারাবির জন্য ইবলীস তার চেলাকে মুকুট পরিয়ে দেয় ৩২৭
আর পথভ্রষ্ট করতে ব্যর্থ হলে ইবলীস তার চেলাকে শূলিতে চড়ায় ৩২৮
পরিবারে ভাঙন-ধরানো ইবলীসের প্রিয় কাজ ৩২৮
কোনও কোনও অলৌকিক ঘটনা শয়তানের কারসাজি ৩২৯
মুমিনের পেছনে লেগে থেকে শয়তান ক্লান্ত হয়ে পড়ে ৩৩০

জাহিলি যুগের লোকদের পরিণতি ৩৩১
নবি ﷺ-এর মায়ের অবস্থান ৩৩১
নবি ﷺ-এর পিতার অবস্থান ৩৩৫
জাহিলি যুগে মারা-যাওয়া আরও কয়েকজনের পরিণতি ৩৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরবে মূর্তিপূজার প্রবর্তক আবু খুযাআ ৩৩৫
আবু তালিব ৩৩৫
আবু তালিব মৃত্যুর সময়ও ইসলাম গ্রহণ করেননি ৩৩৫
তবে, নবি ﷺ-এর সঙ্গে সুসম্পর্কের ওসীলায় তার শাস্তি কিছুটা কমানো হয়েছে ৩৩৭
হাতিম তাঈ ৩৩৮
আমির দব্বি ৩৩৮
কবি ইমরাউল কাইস ৩৩৯
হিশাম ইবনুল মুগীরা...৩৩৯
হুছাইন ইবনু উবাইদ ৩৪০
এক বেদুইনের পিতা ৩৪০
মুলাইকা ৩৪১
অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যারা মারা যায় তাদের পরিণতি ৩৪২
নেককার সন্তান মুশরিক পিতার কোনও উপকারে আসবে না ৩৪২

কবীরা গোনাহ ৩৪৪
আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা-ই কবীরা গোনাহ ৩৪৪
কবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ৩৪৪
কবীরা গোনাহ এড়িয়ে চলার বিনিময় জান্নাত ৩৪৪
রাসূল ﷺ-এর যুগের অনেক ধ্বংসাত্মক গোনাহকে আজকাল তুচ্ছ মনে করা হয় ৩৪৫
যেসব কাজ কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত ৩৪৫
শির্ক, খুন, সুদখোরি, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ, জিহাদের সময় পলায়ন, অপবাদ আরোপ, মুসলিম পিতামাতার অবাধ্যতা ও কা'বার সম্মানহানি ৩৪৫
অন্যায় লড়াইয়ে খুনি ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী ৩৪৬
ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেওয়া, আত্মসাৎ করা ৩৪৭
হিজরত করার পর আবার বেদুইন-জীবনে ফিরে যাওয়া ৩৪৮
রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা ৩৪৯
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, চুরি করা ৩৫০
মদপান করা ৩৫০
মিথ্যা কথা বলা ৩৫১
জমির সীমানা পরিবর্তন, অন্ধকে ভুলপথে চালানো, সমকামিতা ৩৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাদুবিদ্যা, মুমিনদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা ৩৫৩
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ৩৫৪
আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে করা ৩৫৪
মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অপরের অধিকার কেড়ে নেওয়া ৩৫৪
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি মানুষকে না-দেওয়া ৩৫৫
মুসলিমদের জামাআত ত্যাগ করা, মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সৌন্দর্য-প্রদর্শন করা, অহংকার করা ৩৫৫
আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা ৩৫৬
কথা-কাজে নোংরামি ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া ৩৫৬
কৃপণতা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, আত্মগৌরব ও আত্মতুষ্টি ৩৫৭

শির্ক ৩৫৯
শির্কের বিভীষিকা ৩৫৯
শির্ক এক মহা জুলুম ৩৫৯
শির্কের পরিণাম জাহান্নাম ৩৫৯
শির্ক-সহ আরও চারটি কাজের কোনও কাফফারা হয় না ৩৬১
শির্ক থাকলে কোনও ভালো কাজ উপকারে আসবে না ৩৬২
শির্ক, পিতামাতার অবাধ্যতা ও জিহাদ থেকে পলায়ন—এ তিনটির সঙ্গে কোনও আমল উপকারে আসবে না ৩৬২
শির্ক, নামাজ, যাকাত ও কুরআনের উপমা ৩৬২
শির্কমুক্ত থাকার সুফল ৩৬৭
শির্কমুক্ত অবস্থায় মারা গেলে জান্নাতের সুসংবাদ ৩৬৭
শির্ক ও নিষিদ্ধ খুনখারাবি থেকে বিরত থাকার প্রতিদান জান্নাত ৩৭২
শির্ক থেকে মুক্ত থাকার উপায় ৩৭২
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া ৩৭২

ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেসব কারণে ৩৭৪
কালিমায়ে শাহাদাত, নামাজ ও রোযা ছেড়ে দেওয়া ৩৭৪
যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানানো ৩৭৪
নিজের বংশধারা অস্বীকার করা ৩৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা ৩৭৯
অহংকার করা ৩৭৯
কারণ, অহংকার আল্লাহর চাদর ৩৭৯
অহংকারের বিভিন্ন ধরন ৩৮০
সত্যকে নির্বুদ্ধিতা মনে করা ও মানুষকে খাটো করে দেখা ৩৮০
অহংকার লালন করা কিংবা দম্ভ প্রকাশ করে চলাফেরা করা ৩৮১
দুর্বল ব্যক্তিও মনের ভেতর অহংকার লালন করতে পারে ৩৮১
অহংকার থেকে বাঁচার উপায় ৩৮২
পশমি কাপড় পরিধান, দুধ দোহন ও অধীনস্থদের সঙ্গে খাবার গ্রহণ ৩৮২
বোঝা বহন করা ৩৮৩
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ৩৮৩
মুসলিমকে গালি দেওয়া, তার সঙ্গে লড়াই করা, তার সম্পদ হরণ করা ৩৮৫
আমানতের খেয়ানত করা ও কথা দিয়ে কথা না রাখা ৩৮৫
চুরি, ব্যভিচার, মদপান, ডাকাতি ও খেয়ানত করা ৩৮৭
এসব অপরাধ করার সময় ঈমান সঙ্গে থাকে না.....................................৩৮৭
ব্যভিচারের সময় ঈমান মেঘমালার মতো ঝুলতে থাকে ৩৮৯
এসব অপরাধ করার সময় ঈমান না-থাকার তাৎপর্য ৩৯০
আলি ﵁-এর ব্যাখ্যা ৩৯০
মুহাম্মাদ ইবনু আলি ﵁-এর উদাহরণ ৩৯১
লোকদেখানো ভালো কাজ করা ৩৯১
কৃপণতা ৩৯২
কুৎসা রটানো ও হিংসা করা ৩৯২
ধোঁকা ও প্রতারণা ৩৯২

ঈমানের পরিচর্যা ৩৯৩
ঈমানের কমতি অনুভূত হলে ৩৯৩
ভাবতে হবে আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে, আল্লাহর সত্তা নিয়ে নয় ৩৯৩
আল্লাহর সত্তা বা ঈমানের কোনও বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে ৩৯৪
ঈমান নবায়ন করা জরুরি ৩৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমান নবায়নের উপায় ৩৯৮
ঈমানের ওপর অটল থাকার জন্য নবি ﷺ-এর নির্দেশ ৩৯৯
আল্লাহর গোলামি করে যেতে হবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৩৯৯
গুরাবা বা অচিন লোকদের জন্য সুসংবাদ! ৪০০

গ্রন্থপঞ্জি ৪০৩

যেসব গ্রন্থের সকল হাদীস একত্র করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ...৪০৪

ইনডেক্স/ নির্ঘণ্ট ৪১২

মূল গ্রন্থাবলির যেসব হাদীস অনুবাদ করা হলো ৪১৩

রিজাল-গ্রন্থাবলির যেসব হাদীস অনুবাদ করা হলো....................... ৪৪১

সংকলন-গ্রন্থাবলির যেসব হাদীস অনুবাদ করা হলো ৪৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভূমিকা

প্রশংসা সবই আল্লাহর—যিনি মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন, কুরআন শেখানো ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, আর কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানকে প্রজন্ম-পরম্পরায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য উম্মাহর সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের বেছে নিয়েছেন। শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি তাঁর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনের মাধ্যমে আসমানি শিক্ষা সুচারুরূপে উম্মাহর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ, সকল সাহাবি ও তাঁদের অনুসারীদের ওপর।

সুন্নাহর অপরিহার্যতা

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব কেবল কুরআন "পাঠ করে শোনানো"র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কুরআন "শিক্ষা দেওয়া"ও ছিল তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾
>
> "এ-তো মুমিনদের ওপর আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি যে, তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতগুলো পাঠ করে শোনান এবং কুরআন ও হিকমাহ শিক্ষা দেন; এর আগে তারা ছিল স্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত।"
>
> (সূরা আল ইমরান ৩:১৬৪)।

কোনও বই "পাঠ করে শোনানো" মানে—বইয়ের বাক্যগুলো স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ করে শুনিয়ে দেওয়া; এর সঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনও অপরিহার্য সম্পর্ক নেই। অপরদিকে, কোনও বই "শিক্ষা দেওয়া"র মানে হলো—ওই বইয়ের বাক্যগুলো পড়ে শোনানো, মূল তাৎপর্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা, এবং পর্যাপ্ত উদাহরণের মাধ্যমে বইয়ের জটিল জায়গাগুলো ব্যাখ্যা করে দেওয়া।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

যে-শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কোনও একটি বই "শেখানো"র জন্য, তিনি যদি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে বইটি শুধু পাঠ করে শুনিয়ে দিয়ে চলে আসেন, তা হলে তিনি "শেখানো"র দায়িত্ব পালন করেননি, বড়জোর এটুকু বলা যায়—তিনি বইটি "পড়ে শুনিয়েছেন"।

আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরআন শুধু "পড়ে শুনিয়ে" ক্ষান্ত থাকেননি, তা "শেখানোর" দায়িত্বও পালন করেছেন সুচারুভাবে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরআনের এ-আয়াত 'পাঠ করে শুনিয়েছেন'—

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

"এ-হলো আমার সরল পথ, এ-পথে চলো। আর অন্যান্য পথে চলো না, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের এ-নির্দেশনা দিচ্ছেন, যাতে তোমরা তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো।" (সূরা আল-আনআম ৬:১৫৩)।

উপরিউক্ত আয়াতটি 'পড়ে শোনানো'র পাশাপাশি, নবি ﷺ উপমার মাধ্যমে কীভাবে এর মর্ম 'শিক্ষা দিয়েছিলেন'—তা নিচের তিনটি হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

[১] নাওয়াস ইবনু সামআন আনসারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ একটি উদাহরণ দিয়েছেন: একটি সরল পথ, পথের দুপাশে দুটি দেওয়াল, দেওয়াল-দুটিতে অনেকগুলো খোলা দরজা, দরজাগুলোর ওপর ঢিলেঢালা পর্দা ঝুলছে। রাস্তার দরজার সামনে একজন ডেকে বলছে—'লোকসকল! তোমরা সবাই সরল-পথে ঢুকো, এদিক-সেদিক যেয়ো না!' আর আরেকজন ডাকছে পথের ওপর থেকে। কেউ যখন সেসব দরজার কোনও একটি খোলার চিন্তা মাথায় আনে, তখন (সেই আহ্বানকারী) বলে—'সাবধান! এটা খুলো না; এটা খুললে তুমি এর ভেতর ঢুকে পড়বে!' সরল পথটি হলো ইসলাম, দেওয়াল-দুটি আল্লাহর বেঁধে-দেওয়া সীমারেখা, খোলা দরজাগুলো হলো সেসব বিষয় যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন, রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে আহ্বানকারী হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন), আর রাস্তার ওপর থেকে আহ্বানকারী হলো আল্লাহর নিযুক্ত উপদেশদাতা, যা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে দেওয়া আছে।" ' (আহমাদ ৪/১৮২-১৮৩ (১৭৬৩৪), সহীহ)।

[২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের হাতে একটি রেখা টেনে বলেন, "এ-হলো আল্লাহর দেওয়া সরল পথ।" এরপর ওই রেখার ডানে ও বামে রেখা[১] টেনে বলেন, "এ-হলো বহু পথ; এখানকার প্রত্যেকটি পথে একটি করে শয়তান আছে, যে ওই পথে চলার জন্য (লোকদের) ডাকছে।" এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ

[১] خُطُوطًا "বেশকিছু রেখা" (আহমাদ ৪১৪২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেন: وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "এ-হলো আমার সরল পথ, এ-পথে চলো। আর অন্যান্য পথে চলো না, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের এ-নির্দেশনা দিচ্ছেন, যাতে তোমরা তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো।" (সূরা আল-আনআম ৬:১৫৩)' (আহমাদ ১/৪৬৫ (৪৪৩৭), হাসান)।

[৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ؓ থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, "সরল পথ কোনটি?" জবাবে তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ সরল পথের একপ্রান্তে আমাদের রেখে গিয়েছেন, পথটির অপর প্রান্ত জান্নাতে গিয়ে পৌঁছেছে। তার ডানদিকে অনেকগুলো পথ, বামদিকেও অনেকগুলো পথ, সেখানে কিছু লোক (দাঁড়িয়ে) আছে, তারা আশেপাশের পথিকদের (ওইসব পথে যাওয়ার জন্য) ডাকছে। যে-ব্যক্তি ওইসব পথ ধরবে, সেগুলো তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে; আর যে-ব্যক্তি সরল পথে চলবে, এই পথ তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।" এরপর ইবনু মাসঊদ ؓ পাঠ করেন: ﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ "এ-হলো আমার সরল পথ, এ-পথে চলো। আর অন্যান্য পথে চলো না, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের এ-নির্দেশনা দিচ্ছেন, যাতে তোমরা তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো।" (সূরা আল-আনআম ৬:১৫৩)' (আহমাদ ১/৪৩৫ (৪১৪২), ইসনাদটি হাসান)।

হাদীসের মৌলিক গ্রন্থাবলির বৈশিষ্ট্য

জ্ঞানের যে-শাখায় নবি ﷺ-এর এসব শিক্ষা স্থান পেয়েছে, তার নাম সুন্নাহ বা হাদীস। সহীফা বা পুস্তিকা আকারে সুন্নাহ লিখে রাখার কাজ নবি ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। সাহাবিদের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এ জ্ঞান হাসিল করেন তাবিয়িগণ। নিজস্ব সনদের ভিত্তিতে সুন্নাহ-সংকলনের কাজ হিজরি প্রথম শতক থেকে শুরু হয়ে, একটানা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে। কীর্তিমান হাদীসবিশারদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রচিত হয় হাদীসের শতাধিক মৌলিক গ্রন্থ।[১]

হাদীসের মৌলিক গ্রন্থাবলিতে আনুমানিক চার লক্ষাধিক হাদীস স্থান পেয়েছে। এ বিপুলসংখ্যক হাদীসের ব্যাপারে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার: (১) লক্ষ লক্ষ হাদীস মানে নবি ﷺ-এর লক্ষ লক্ষ আলাদা বক্তব্য নয়; কারণ, হাদীসবিশারদগণ সংখ্যা গণনা করেন সনদের ভিত্তিতে, অর্থাৎ নবি ﷺ-এর কোনও একটি বক্তব্য পঞ্চাশটি বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হলে, মুহাদ্দিসদের গণনায় এখানে পঞ্চাশটি হাদীস রয়েছে, কিন্তু মতন বা মূলপাঠ বিবেচনায় এখানে হাদীস রয়েছে একটি। (২) হাদীস-গ্রন্থাবলির আরেকটি দিক হলো তাকরার বা পুনরাবৃত্তি—প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় একই

[১] হাদীসের মৌলিক গ্রন্থাবলির তালিকা এ-বইয়ের শেষের দিকে ইনডেক্স বা নির্ঘণ্ট অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাদীস বারবার উল্লেখ করা হয়, কখনও হুবহু, আবার কখনও সামান্য কিছু শব্দের হেরফের-সহ।

হাদীসের সংকলন-গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা

বিপুলসংখ্যক সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস ও হাদীসের মূলপাঠের পুনরাবৃত্তি—এ-দুটির ফলে হাদীসের মৌলিক গ্রন্থাবলির পরিধি এত বিশাল আকার ধারণ করেছে যে—সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা—বিশেষজ্ঞদের জন্যও এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এ-বিষয়টিকে সামনে রেখে অল্প পরিসরে হাদীসের অধিক পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার কাজ শুরু হয়েছিল হিজরি পঞ্চম শতকের শেষের দিকে।

হাদীসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন-গ্রন্থ

হাদীসের মৌলিক গ্রন্থাবলি থেকে দীর্ঘ সনদ ও পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে 'মাসাবীহুস সুন্নাহ' নামে ইমাম বাগাবি (মৃত্যু ৫১৬ হিজরি) একটি গ্রন্থ সংকলন করেন, পরবর্তী সময়ে এর ওপর ভিত্তি করে খতীব তাবরীযি (মৃত্যু ৭৪১ হিজরি) রচনা করেন 'মিশকাতুল মাসাবীহ'। ইমাম রযীন ইবনু মুআবিয়া (মৃত্যু ৫৩৫ হিজরি) 'তাজরীদুস সিহাহ আস-সিত্তা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে হাদীসের ছয়টি গ্রন্থের হাদীস একত্র করেন; এর ওপর ভিত্তি করে ইমাম ইবনুল আসীর (মৃত্যু ৬০৬ হিজরি) তার 'জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। ইমাম ইবনুল জাওযি (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি) তার 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থে বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি ও আহমাদ—চারটি গ্রন্থের হাদীস একত্র করেছেন। 'আল-মুনতাকা মিন আখবারিল মুসতফা/ মুনতাকাল আখবার' শিরোনামে মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়্যা (মৃত্যু ৬৫২ হিজরি) একটি বিশেষায়িত হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন, পরবর্তী সময়ে ইমাম শাওকানি (মৃত্যু ১২৫০ হিজরি) 'নাইলুল আওতার' শিরোনামে এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। একই সময়ে আবদুল আযীম মুনযিরি (মৃত্যু ৬৫৬ হিজরি) রচনা করেছেন 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব'। অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইমাম ইবনু কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি) তার 'জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান' গ্রন্থে বুখারি, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বাযযার, আবূ ইয়া'লা ও তাবারানি (আল-কাবীর)—এ দশটি গ্রন্থের হাদীস একত্র করার চেষ্টা করেছেন; তবে গ্রন্থটিকে ফিকহের অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত না করে, সাজানো হয়েছে মুসনাদ-পদ্ধতিতে।

মুসনাদ গ্রন্থাবলির বিন্যাস বর্ণনাকারী-ভিত্তিক হওয়ায়, বিধিবিধান জানার ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থের ব্যবহার সহজ নয়, অথচ এসব গ্রন্থে হাদীসের অনেক বাড়তি তথ্য রয়েছে, যা সুনান গ্রন্থাবলিতে নেই। মুসনাদ গ্রন্থাবলির সেসব বাড়তি তথ্য ফিকহের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিন্যাস করার ক্ষেত্রে অষ্টম শতকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন ইমাম নূরুদ্দীন হাইসামি, যিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইরাকি'র ছাত্র ও ইবনু হাজার আসকালানি'র শিক্ষক। হাদীসের ছয়টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অতিরিক্ত যেসব হাদীস আহমাদ, আবূ ইয়া'লা, বাযযার ও তাবারানি'র তিনটি মু'জাম গ্রন্থে রয়েছে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেসব অতিরিক্ত হাদীস নিয়ে ইমাম হাইসামি (মৃত্যু ৮০৭ হিজরি) রচনা করেছেন 'মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মামবাউল ফাওয়াইদ'।

ইবনু হাজার আসকালানি (মৃত্যু ৮৫২ হিজরি) তার 'আল-মাতালিবুল আলিয়া ফী যাওয়াইদিল মাসানীদিস সামানিয়া' গ্রন্থে তায়ালিসি, মুসাদ্দাদ, হুমাইদি, ইবনু আবী শাইবা, আদানি, আবদ ইবনু হুমাইদ, আহমাদ ইবনু মুনাইয়ি ও হারিস ইবনু আবী উসামার মুসনাদ গ্রন্থের অতিরিক্ত হাদীসগুলো সংকলন করেছেন। একই সময়ে শিহাবুদ্দীন বূসীরি (মৃত্যু ৮৪০ হিজরি) তার 'ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা ফী যাওয়াইদিল মাসানীদিল আশারা' গ্রন্থে সংকলন করেছেন তায়ালিসি, মুসাদ্দাদ, হুমাইদি, ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াই, ইবনু আবী শাইবা, আদানি, আবদ ইবনু হুমাইদ, হারিস ইবনু আবী উসামা, আহমাদ ইবনু মুনাইয়ি ও আবূ ইয়া'লা'র মুসনাদ গ্রন্থাবলির অতিরিক্ত হাদীস। শিরোনাম বিবেচনায় গ্রন্থদুটিকে সংকলন-গ্রন্থ মনে হলেও, একদিক দিয়ে এগুলো মৌলিক হাদীসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য; কারণ মুসাদ্দাদ, আদানি, আহমাদ ইবনু মুনাইয়ি ও হারিস ইবনু আবী উসামার মুসনাদ গ্রন্থাবলির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এখনও অনাবিষ্কৃত থাকায়, এসব ক্ষেত্রে আসকালানি ও বূসীরির গ্রন্থদুটির ওপরই নির্ভর করতে হয়।

নবম শতকে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি رحمه الله (মৃত্যু ৯১১ হিজরি) নবি ﷺ-এর সকল হাদীস একত্র করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ-উদ্দেশে তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেন: 'আল-জামিউস সগীর' ও 'আল-জামিউল কাবীর'। ইমাম সুয়ূতি رحمه الله নবি ﷺ-এর উক্তিগুলোকে বর্ণানুক্রম অনুযায়ী আর বিবরণীমূলক হাদীসগুলোকে মুসনাদ অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন। সুয়ূতির গ্রন্থের ভিত্তিতে আলি মুত্তাকী হিনদি (মৃত্যু ৯৭৫ হিজরি) সংকলন করেছেন 'কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ্‌আল'। সুয়ূতি নবি ﷺ-এর সকল হাদীস একত্র করার উদ্যোগ নিলেও, তার গ্রন্থদুটিতে বেশকিছু হাদীস বাদ পড়ে গিয়েছিল। আবদুর রঊফ মুনাবি (মৃত্যু ১০৩১ হিজরি) তার 'আল-জামিউল আযহার ফী হাদীসিন নাবিয়্যিল আনওয়ার' আর ইউসুফ নাবাহানি (মৃত্যু ১৩৫০ হিজরি) তার 'আল-ফাতহুল কাবীর ফী দম্মিয যিয়াদাত ইলাল জামিইস সগীর'-এর মাধ্যমে সুয়ূতি رحمه الله-এর গ্রন্থাবলির ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করেছেন।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—ইমাম ইবনুল আসীর তার 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের হাদীস সংকলন করেছেন, আর ইমাম হাইসামি তার 'মাজমাউয যাওয়াইদ' গ্রন্থে সেসব হাদীস সংকলন করেছেন যা সেই ছয়টি গ্রন্থের হাদীসের অতিরিক্ত। উভয় গ্রন্থের বাছাইকৃত হাদীসের ভিত্তিতে শামসুদ্দীন মাগরিবি (মৃত্যু ১০৯৪ হিজরি) সংকলন করেছেন 'জামউল ফাওয়াইদ মিন জামিইল উসূল ও মাজমাইয যাওয়াইদ'।

গত শতকে মাওলানা আশরাফ আলি থানভি'র নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা জাফার আহমাদ উসমানি (মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরি) রচনা করেন 'ই'লাউস সুনান'। এটি ফিকহের অধ্যায়ভিত্তিক হাদীসের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক বিশাল সংকলন।

এই শতকে হাদীস-সংকলনের ক্ষেত্রে তিনজনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি (মৃত্যু ১৪২০ হিজরি) 'সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা' নামে সহীহ হাদীসের আর 'সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দঈফা' নামে ত্রুটিযুক্ত হাদীসের সংকলন তৈরি করেছেন। শাইখ জিয়াউর রহমান আজমি (মৃত্যু ১৪৪১ হিজরি) রচনা করেছেন 'আল-জামিউল কামিল ফিল হাদীসিস সহীহিশ শামিল', এ-গ্রন্থে তিনি সকল সহীহ হাদীস একত্র করার চেষ্টা করেছেন। আর শাইখ সালিহ আহমাদ শামি 'জামিউল উসূলিত তিসআ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন নয়টি গ্রন্থের হাদীস।

কেন এই নতুন সংকলন?

উপরিউক্ত গ্রন্থাবলি হাদীসশাস্ত্রের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। তারপরও দীর্ঘদিন যাবৎ এমন এক সংকলন-গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে, যেখানে প্রত্যেকটি হাদীসের পর এর-সঙ্গে-সংশ্লিষ্ট সকল বাড়তি অংশ—যা বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থের অসংখ্য জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে—একজায়গায় উল্লেখ করে দেওয়া হবে, যাতে একজন পাঠক একনজরে সেই হাদীসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখে নিতে পারেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

"নুমান ইবনু বশীর ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

"হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, আর দুয়ের মাঝখানে আছে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় যেগুলো অনেক মানুষের কাছে অজানা। যে-ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো এড়িয়ে চলে, সে তার দ্বীন ও সম্মান নিরাপদ করে নেয়; আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে জড়িত হয়, তার উদাহরণ হলো সেই রাখালের মতো যে আরেকজনের সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, যেখানে তার ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। মনে রাখবে, প্রত্যেক রাজার একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে, আর দুনিয়াতে আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার নিষিদ্ধ বিষয়গুলো। মনে রাখবে, দেহের ভেতর এক টুকরো মাংস আছে, যা সংশোধিত হলে পুরো দেহ সংশোধিত হয়ে যায়, আর সেটা নষ্ট হলে পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবে, সেটা হলো কল্ব বা অন্তর।" ' "

উপরিউক্ত হাদীসটি ত্রিশটিরও বেশি মৌলিক হাদীসগ্রন্থে ষাটটিরও বেশি জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও হুবহু একই শব্দে, আবার কোথাও বাড়তি শব্দ-সহ। হাদীসটির মর্ম বোঝার জন্য সেসব বাড়তি শব্দ অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান অবস্থায় সেসব বাড়তি শব্দ জানতে হলে ত্রিশটিরও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেশি মৌলিক হাদীসগ্রন্থের যাটটিরও বেশি জায়গা খুলে দেখতে হবে; কাজটি একদিকে যেমন কষ্টকর, অন্যদিকে দীর্ঘ সময়সাপেক্ষও বটে। সেসব বাড়তি শব্দ এ-হাদীসের সংশ্লিষ্ট জায়গায় যুক্ত করে দেওয়ার পর হাদীসটির রূপ দাঁড়ায় এমন:

> 'নুমান ইবনু বশীর ﵁ [১]বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি[২]—
>
> الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.
>
> "হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, আর দুয়ের মাঝখানে[৩] আছে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় যেগুলো অনেক মানুষের কাছে অজানা[৪]।
>
> যে-ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো[৫] এড়িয়ে চলে, [৬]সে তার দ্বীন ও সম্মান নিরাপদ করে নেয়[৭],

---

[১] 'হিম্স এলাকায় জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে' (মুসলিম ৪০২৭/১০৮ (...))।

[২] 'এ-কথা বলার সময় নুমান ﵁ তার দু আঙুল দিয়ে দু কানের দিকে ইশারা করেন।' (মুসলিম ৪০১৪/১০৭ (১৫৯৯)); শা'বি বলেন, 'আমি যখন নুমান ইবনু বশীর ﵁-কে বলতে শুনতাম—"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি", তখন আমার মনে হতো (ভবিষ্যতে) আর কাউকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ-কথা বলতে শুনব না—"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি"!' (আহমাদ ৪/২৭৪ (১৮৪১২))।

[৩] بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ "হালাল ও হারামের মাঝখানে" (আহমাদ ৪/২৬৯ (১৮০৬৮))।

[৪] لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ "অনেক মানুষ জানে না—সেগুলো হালাল, নাকি হারাম" (আহমাদ ৪/২৬৯ (১৮০৬৮))।

[৫] الشُّبُهَاتِ "সংশয়যুক্ত বিষয়গুলো" (মুসলিম ৪০১৪/১০৭ (১৫৯৯))।

[৬] فِيهِ "সে-ক্ষেত্রে" (আহমাদ ৪/২৭০ (১৮০৭৪))।

[৭] فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، فَقَدْ سَلِمَ "যে-ব্যক্তি নিজের দ্বীন ও সম্মান নিরাপদ রাখার জন্য সেসব বিষয় বাদ দেয়, সে নিরাপদ হয়ে যায়" (তিরমিযি ১২০৫); مَنْ تَوَقَّاهُنَّ كُنَّ وِقَاءً لِدِينِهِ "যে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকে, সেগুলো হবে তার দ্বীনের সুরক্ষাদাতা" (মুসনাদু আবী ইয়া'লা ৩/২১৩ (১৬৫০)); مَنْ تَرَكَهَا كَانَ أَوْفَى لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ "যে সেগুলো ছেড়ে দেয়, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে অধিক সুরক্ষা দেয়" (তারীখু বাগদাদ ১/৭০); مَتَى يَدَعْهُنَّ الْمَرْءُ، يَكُونُ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ "কেউ যখন সেগুলো ছেড়ে দেবে, তখন সে অত্যন্ত মজবুতভাবে নিজের সম্মান ও দ্বীন নিরাপদ করে নিতে পারবে" (তবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ৫১১); فَمَنِ اسْتَبْرَأَهُنَّ فَهُوَ أَسْلَمُ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ "যে সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, সে তার দ্বীন ও সম্মানের ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ" (হিলইয়া ৪/২৬৯-২৭০); فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ كَانَ حَرِيًّا أَنْ لَا يَقَعَ فِي الشُّبْهَةِ "যে সংশয়যুক্ত জিনিসগুলো বাদ দেয়, সে তার দ্বীনকে নিরাপদ করে নেয় (আর ভবিষ্যতে) সংশয়যুক্ত জিনিসে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে সে হবে উপযুক্ত ব্যক্তি" (বাযযার ৮/২২১ (৩২৭১)); فَمَنِ اتَّقَاهَا كَانَ أَنْزَهَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ "যে সেগুলো এড়িয়ে চলে, সে তার দ্বীন ও সম্মানের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে জড়িত হয়[১],[২] তার উদাহরণ হলো[৩] সেই রাখালের মতো যে আরেকজনের সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, যেখানে তার[৪] ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে[৫]।[৬]

মনে রাখবে, প্রত্যেক রাজার একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে, আর[৭] দুনিয়াতে আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার নিষিদ্ধ বিষয়গুলো[৮]।

মনে রাখবে, দেহের ভেতর[৯] এক টুকরো মাংস আছে, যা সংশোধিত হলে পুরো দেহ সংশোধিত হয়ে যায়, আর সেটা নষ্ট হলে পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবে, সেটা হলো

ক্ষেত্রে অধিক পরিচ্ছন্ন" (তবারানি, আওসাত ২/১৫৮ (২৮৮৮)); وَمَنِ اجْتَنَبَهُنَّ فَهُوَ أَوْفَرُ لِدِينِهِ "যে সেগুলো বর্জন করে, তার দ্বীন অধিক পূর্ণাঙ্গ" (তবারানি, কবীর ১০/৪০৪-৪০৫ (১০৮২৪)); فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَتَرْنَ مِنْهُ "যে সংশয়যুক্ত বিষয়গুলো এড়িয়ে চলে, সেগুলো (একপর্যায়ে) তার আড়ালে চলে যায়" (বামাহরমুযি, আমসালুল হাদীস ৩, দ্বিতীয় অংশ)।

[১] مَنْ قَارَبَهَا "যে সেগুলোর কাছে যায়" (তবীবু বাগদাদ ১/৭০)।

[২] وَاقَعَ الْحَرَامَ "সে হারামে লিপ্ত হবে" (আহমাদ ৪/২৭০ ১৮৩৭৪)); يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ "তার হারামে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে" (আহমাদ ৪/২৬৯ (১৮৩৬৮)); يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْكَبَائِرَ "ক'দিন বাদে সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে" (আবূ ইয়া'লা ৩/২১০ (১৬৫৩)); فَهُوَ قَمِينٌ أَنْ يَأْثَمَ "সে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত" (তবারানি, কবীর ১০/৪০৪-৪০৫ (১০৮২৪))।

[৩] وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا "এ-বিষয়ে আমি তোমাদের একটি উদাহরণ দিচ্ছি" (আবূ দাউদ ৩৩২৯)।

[৪] وَهُوَ لَا يَشْعُرُ "অবচেতন মনে" (তবারানি, আওসাত ২/১৫৮ (২৮৮৮))।

[৫] مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ "যে-ব্যক্তি সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তার সেখানে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে" (বুখারি ২০৫১); مَنْ أَرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ "যে-ব্যক্তি সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, সেখানে অনায়াসে ঢুকে পড়ার ব্যাপারে সে অধিক উপযুক্ত" (আহমাদ ৪/২৬৭ (১৮৩৪৭)); وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ "আর যে-ব্যক্তি সংশয়যুক্ত কাজে লিপ্ত হয়, তার ভেতর (হারামে লিপ্ত হওয়ার) স্পর্ধা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে" (আবূ দাউদ ৩৩২৯)।

[৬] الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ "হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দুয়ের মাঝখানে আছে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয়। যে-ব্যক্তি গোনাহের সন্দেহযুক্ত বিষয় ছেড়ে দেয়, সে সুস্পষ্ট হারামগুলো আরও বেশি ছাড়বে। আর যে-ব্যক্তি গোনাহের সন্দেহযুক্ত বিষয়ে জড়িত হওয়ার স্পর্ধা দেখায়, তার সুস্পষ্ট হারামগুলোতেও জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।" (বুখারি ২০৫১)।

[৭] إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى "আল্লাহ একটি সংরক্ষিত এলাকা নির্ধারণ করেছেন" (আবূ দাউদ ৩৩২৯)।

[৮] الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ "গোনাহের কাজগুলো আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা" (বুখারি ২০৫১); وَإِنَّ الْحَرَامَ حِمَى اللَّهِ الَّذِي حَرَّمَ عَلَى عِبَادِهِ "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর যা হারাম করেছেন, সেগুলো তাঁর সংরক্ষিত এলাকা" (তহাবি, শারহু মুশকিল ২/২২০ (৭৫১))।

[৯] فِي الْإِنْسَانِ "মানুষের ভেতর" (আহমাদ ৪/২৭০ (১৮৩৭৪)); فِي ابْنِ آدَمَ "আদম-সন্তানের ভেতর" (তায়ালিসি ৮২৫)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

কল্‌ব বা অন্তর।[১]" '

বুখারি ৫২, ২০৫১; মুসলিম ৪০৯৪/১০৭ (১৫৯৯), ৪০৯৫ (...), ৪০৯৬ (...), ৪০৯৭/১০৮ (...); আবু দাউদ ৩৩২৯, ৩৩৩০; তিরমিযি ১২০৫; নাসায়ি ৪৪৫৩, ৫৭১০; ইবনু মাজাহ্‌ ৩৯৮৪; আহমাদ ৪/২৬৭ (১৮৩৪৭), ৪/২৬৯ (১৮৩৬৮), ৪/২৭০ (১৮৩৭৪), ৪/২৭১ (১৮৩৮৪), ৪/২৭৪ (১৮৪১২), ৪/২৭৫ (১৮৪১৮); দারিমি ২৫৬০; নাসায়ি, কুবরা ৫২০০, ৫২১৯, ৫৯৯৭, ৬০৪০; হুমাইদি ২/৪৬৮–৪৬৯ (৯৪৩), ২/৪৭৩ (৯৪৭); আবদুর রাযযাক ১১/২২১ (২০৩৭৬); ইবনু আবী শাইবা ৬/৫৬০–৫৬১ (২২৪৩৫); তায়ালিসি ৮২৫; তহাভি, মুশকিল ১/৩২২–৩২৩; তহাভি, শারহু মুশকিল ২/২১৯ (৭৪৯), ২/২১৯–২২০ (৭৫০), ২/২২০ (৭৫১, ৭৫২); আবু ইয়া'লা ৩/২১৩ (১৬৫৩); ইবনুল জারূদ ৫৫৫; বাযযার ৮/২১৯ (৩২৬৮), ৮/২২০ (৩২৬৯), ৮/২২০–২২১ (৩২৭০), ৮/২২১ (৩২৭১), ৮/২২৩ (৩২৭৩), ৮/২২৩ (৩২৭৪), ৮/২২৪ (৩২৭৬), ৮/২২৪ (৩২৭৭); তাবারানি, সগীর ৩২; তাবারানি, কাবীর ২/৩৯৪–৩৯৫ (৭৭২৯); তাবারানি, আওসাত ১/৪৭০ (১৭৩৫), ১/৬১৭ (২২৬৪), ২/৫০ (২৪৭২), ২/১৫৮ (২৮৬৮), ৫/৩৯৪–৩৯৫ (৭৭২৯); হিল্‌ইয়া ৪/২৬৯–২৭০, ৪/৩৩৬, ১০/৪০৪–৪০৫ (১০৮২৪); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়ীন ৫১১; ইবনু হিব্বান ২/৪৯৭ (৭২১); আবুশ শাইখ, আমসাল ১২১, ২৬০; রামাহুরমুযি, ৫/১০৫; মুসনাদুশ শিহাব ১/১২৭ (১০২৯), ১/১২৮ (১০৩০); তারীখু বাগদাদ ৯/৭০; আবুশ শাইখ, আমসাল ৩ (দ্বিতীয় অংশ); উকাইলি ২/২৫২–২৫৩; বাইহাকি, কুবরা ৫/২৬৪ (১০৪৯৮), ৫/২৬৪ (১০৪৯৯), ৫/৩৩৪ (১০৯১৮), ৫/৩৩৪ (১০৯১৯); বাইহাকি, শুআব ৫/৫০ (৫৭৪০), ৫/৫০ (৫৭৪১), ৫/৫১ (৫৭৪২); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ২০৩১; মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৭৩ (৬৩৬৬, ৬৩৬৭, ৬৩৬৮)।

উপরিউক্ত হাদীসে টীকা-সংযোজনের সময় সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে, ষাটটিরও বেশি হাদীসে নবি ﷺ-এর যেসব শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর একটিও যেন বাদ না পড়ে। এর ফলে আশা করা যায়, টীকা-সহ মাত্র দু পৃষ্ঠা পড়ার মাধ্যমে একজন পাঠক উপরিউক্ত হাদীসের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেয়ে যাবেন। ষাটটি হাদীসকে একের পর এক উল্লেখ করা হলে, তাতে বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠা লেগে যেত। আর তাছাড়া, একই হাদীসের এত বেশি পুনরাবৃত্তির ফলে, কোন বর্ণনায় ঠিক কতটুকু তথ্য বাড়তি এসেছে তা শনাক্ত করা একজন পাঠকের জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়ত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—উপরিউক্ত হাদীসের বিন্যাস অনুসরণ করা হলে, চার লক্ষাধিক হাদীসের বাড়তি তথ্যকে আনুমানিক পঁচিশ-তিরিশ হাজার হাদীসের মূলপাঠের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব।

যেসব গ্রন্থের সকল হাদীস একত্র করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে

নবি ﷺ-এর হাদীসসমূহের পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১১৪টি মৌলিক হাদীসগ্রন্থ, ১৪টি রিজাল-গ্রন্থ ও ২২টি সংকলন-গ্রন্থ—মোট ১৫০টি গ্রন্থ—বাছাই করা হয়েছে। এসব গ্রন্থের বিস্তারিত তালিকা এ-বইয়ের শেষের দিকে 'গ্রন্থপঞ্জি' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের এ-পূর্ণাঙ্গ সংকলনটির নাম দেওয়া হয়েছে 'جَامِعُ السُّنَّةِ জামিউস সুন্নাহ'। বাংলায় এর নাম রাখা হয়েছে **'সুন্নাহ সমগ্র'**। গ্রন্থটি রচনার কাজ চলছে আরবি ভাষায়। আরবিতে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রস্তুত হয়ে গেলে, দ্রুত ওই অংশের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে

---

[১] إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْغَةً إِذَا سَلِمَتْ وَصَحَّتْ، سَلِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَصَحَّ، وَإِذَا سَقِمَتْ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَفَسَدَ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ "মানুষের ভেতর এক টুকরো মাংস আছে, যা ত্রুটিমুক্ত ও সুস্থ হলে পুরো দেহ ত্রুটিমুক্ত ও সুস্থ হয়ে যায়, আর সেটা অসুস্থ হলে পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে রাখবে, সেটা হলো কল্‌ব বা অন্তর।" (আহমাদ ৪/২৭৪ (১৮৪১২))।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এ-মুহূর্তে প্রকাশ করা হচ্ছে ঈমান-সংক্রান্ত হাদীসের সংকলন **"সবার ওপরে ঈমান"**। অন্যান্য বিষয়ের হাদীসগুলো ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে ভবিষ্যতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে, ইন শা আল্লাহ।

"সবার ওপরে ঈমান" গ্রন্থে ৪৬৯টি হাদীসের মূলপাঠ হুবহু অনুবাদ করা হয়েছে, আর এগুলোর পাদটীকায় যুক্ত হয়েছে ৩৫১৫টি হাদীসের বাড়তি শব্দাবলি। সংকলন-গ্রন্থাবলির যেসব হাদীস এ-গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো-সহ অনূদিত হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪৬২। **জামিউল উসূল, মাজমাউয যাওয়াইদ ও জামউল ফাওয়াইদ—এ-তিনটি গ্রন্থের ঈমান অধ্যায়ের সকল হাদীস এ-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।**

সংকলন-পদ্ধতি

হুবহু অনুবাদের ক্ষেত্রে হাদীস-নির্বাচন-পদ্ধতি

একই হাদীসের অনেকগুলো বর্ণনা থাকলে, কোনটিকে বইয়ের মূল অংশে হুবহু অনুবাদ করা হবে, আর কোনগুলোকে টীকায় যুক্ত করা হবে—তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনুল জাওযি ﵀ (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি)-এর নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা তিনি 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থে প্রয়োগ করেছিলেন। 'জামিউল মাসানীদ'-এর ভূমিকার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, وَآتِي بِالْحَدِيثِ بِأَتَمِّ أَلْفَاظِهِ وَأَجْوَدِهَا فِي أَيِّهَا كَانَ "আমি সেই হাদীসটি উল্লেখ করব, যার শব্দগুলো অধিক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক উপকারী, তা যে-গ্রন্থেই থাকুক।"[১] এ-নীতিকে সামনে রেখে অধিক অর্থবোধক ও অধিক তথ্যসমৃদ্ধ হাদীসটিকে হুবহু অনুবাদ করে, অন্যগুলোর বাড়তি তথ্য প্রাসঙ্গিক অংশের পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাদটীকার সংখ্যা কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছে।

হাদীসের মান-নির্ধারণ

যে-হাদীসটি হুবহু অনুবাদ করা হয়েছে, সেটির পাশে মুহাদ্দিসদের মূল্যায়ন উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারি ও মুসলিমের হাদীসগুলো 'সহীহ' হিসেবে গৃহীত হওয়ায়, এগুলোর পর আর 'সহীহ' লেখা হয়নি। অন্যান্য গ্রন্থের হাদীস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইমাম হাইসামি, শুআইব আরনাউত ও হুসাইন সালীম আসাদ দারানি প্রমুখ হাদীস-বিশেষজ্ঞদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত, ইমাম হাইসামির মতামত নেওয়া হয়েছে মাজমাউয যাওয়াইদ-এর সংশ্লিষ্ট হাদীস-পরবর্তী মন্তব্য থেকে। শুআইব আরনাউতের মতামতের উৎস হলো ইমাম আহমাদের মুসনাদ, ইবনু হিব্বানের সহীহ ও তহাভির শারহু মুশকিলিল আসার—এসব গ্রন্থের রিসালা সংস্করণের টীকা। আর দারানির মন্তব্য নেওয়া হয়েছে হাইসামি'র মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থের দারুল মিনহাজ সংস্করণ, আবূ ইয়া'লা'র মুসনাদ গ্রন্থের দারুল মামুন সংস্করণ ও হুমাইদির মুসনাদ গ্রন্থের

---

[১] ইবনুল জাওযি, জামিউল মাসানীদ ১/৫, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, রিয়াদ, ১৪২৬ হি.।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভূমিকা

দারুস সিম্মান সংস্করণ থেকে।

বইটি পড়ার পদ্ধতি

মূলপাঠ ও পাদটীকা

প্রায় প্রত্যেকটি হাদীসে বিপুল সংখ্যক পাদটীকা যুক্ত হওয়ায়, এ-বই থেকে সর্বোচ্চ উপকার পেতে হলে প্রত্যেকটি হাদীস দুবার পড়তে হবে: প্রথমবার পড়তে হবে শুধু মূলপাঠটুকু। দ্বিতীয়বার মূলপাঠ পড়ার সময় পাদটীকা নম্বরগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে—যেখানে পাদটীকা নম্বর দেওয়া হয়েছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাদটীকায় গিয়ে বাড়তি তথ্যটুকু পড়ে নিতে হবে, তারপর মূলপাঠের সংশ্লিষ্ট জায়গায় ফিরে এসে সামনের দিকে পড়তে হবে। একটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো:

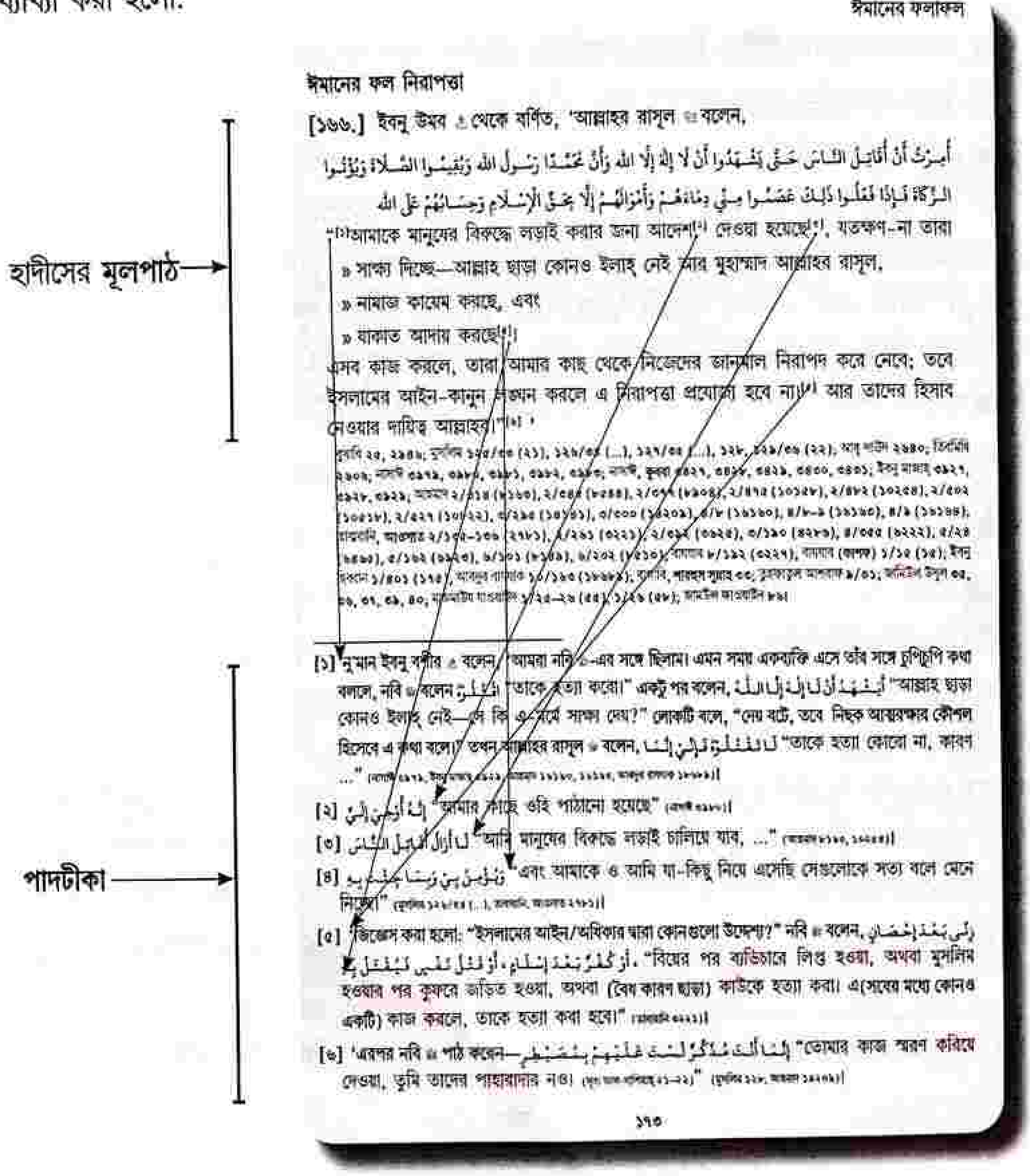

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তথ্যসূত্র

প্রতিটি হাদীসের পরপরই বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্যসূত্রে সর্বপ্রথম যে হাদীস-নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, মূলপাঠে সেটির হুবহু অনুবাদ করা হয়েছে, আর তথ্যসূত্রের বাদবাকি নম্বরের হাদীসগুলোতে যত বাড়তি তথ্য ছিল তা সব ওই হাদীসের সংশ্লিষ্ট অংশের পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। নিচের চিত্রটি দেখুন:

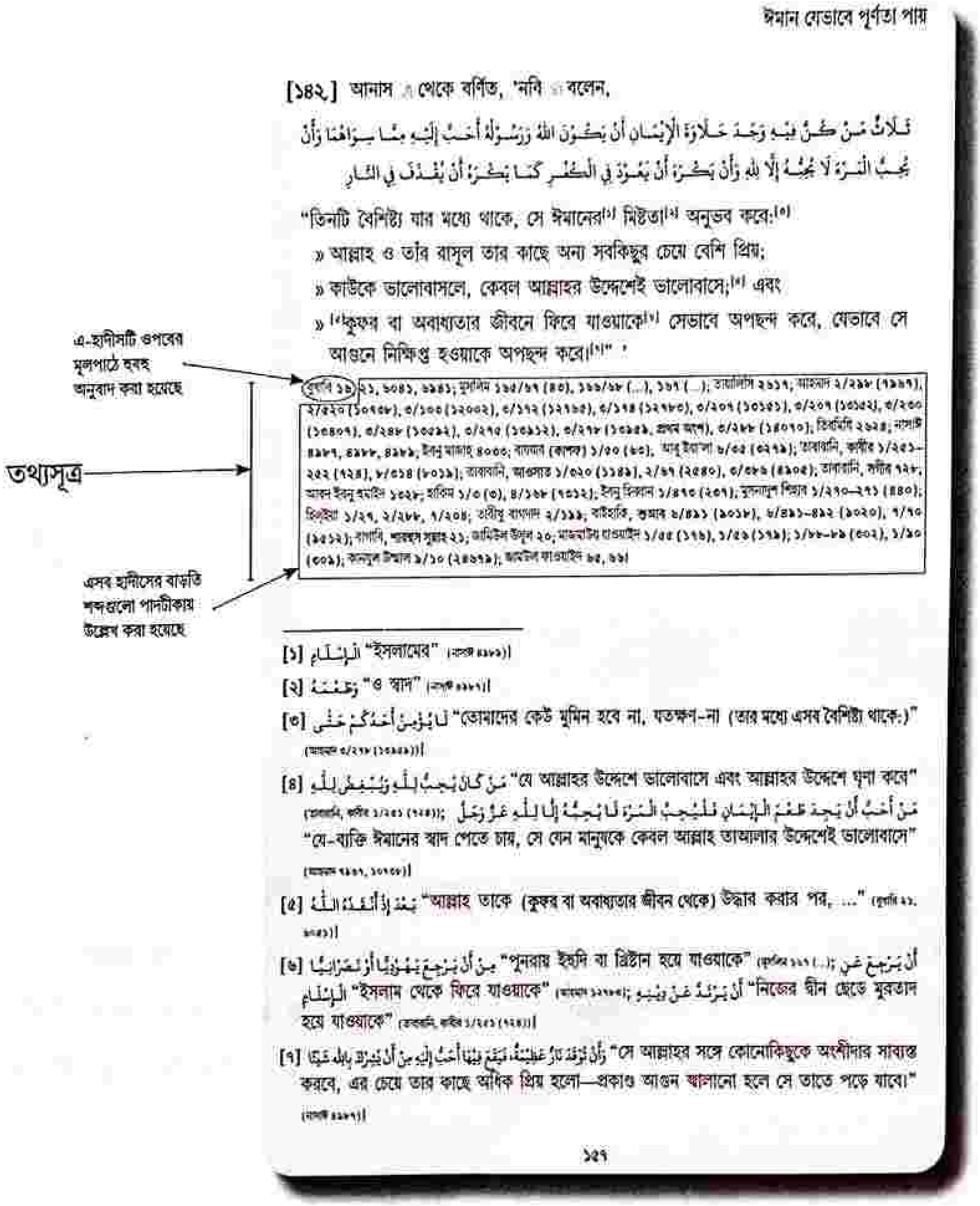
ঈমান যেভাবে পূর্ণতা পায়

[১৪২] আনাস থেকে বর্ণিত, "নবি বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

"তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের[১] মিষ্টতা[২] অনুভব করে:[৩]

» আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়;

» কাউকে ভালোবাসলে, কেবল আল্লাহর উদ্দেশেই ভালোবাসে;[৪] এবং

» [৫]কুফর বা অবাধ্যতার জীবনে ফিরে যাওয়াকে[৬] সেভাবে অপছন্দ করে, যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।[৭]" ,

বুখারি ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; মুসলিম ১৬৫/৬৭ (৪৩), ১৬৬/৬৮ (...), ১৬৭ (...); তায়ালিসি ২১১৭; আহমাদ ২/২৯৮ (৭৯৬৭), ২/৫২০ (১০৭৫৮), ৩/১০৩ (১২০০২), ৩/১১২ (১২১৬৫), ৩/১১৪ (১২৭৮০), ৩/২০৭ (১৩১৫১), ৩/২০৭ (১৩১৫২), ৩/২৩০ (১৩৪০৭), ৩/২৪৮ (১৩৫৯২), ৩/২৭৫ (১৩৯১২), ৩/২৭৮ (১৩৯৫৯, প্রথম অংশ), ৩/২৮৮ (১৪০৭০); তিরমিযি ২৬২৪; নাসায়ি ৪৯৮৭, ৪৯৮৮, ৪৯৮৯; ইবনু মাজাহ ৪০৩৩; বাযযার (কাশফ) ১/৩০ (৬৩); আবু ইয়া'লা ৬/৫৫ (৩২৭৯); তাবারানি, কাবীর ১/২৫১–২৫২ (৭২৪), ৮/৩১৪ (৮০১৯); তাবারানি, আওসাত ১/৩২৩ (১১৪৯), ২/৬৭ (২৫৪৩), ৩/৩৮৯ (৪১০৫); তাবারানি, সগির ৭২৮; আবদ ইবনু হুমাইদ ১৩২৮; হাকিম ১/৩ (৩), ৪/১৬৮ (৭৩১২); ইবনু হিব্বান ১/৪৭৩ (২৩৭); মুসনাদুশ শিহাব ১/২৭০–২৭১ (৪৪০); হিলইয়া ১/২৭, ২/২৮৮, ৭/২০৪; তারীখু বাগদাদ ২/১১৯; বাইহাকি, শুআব ২/৪১১ (১০১৮), ৬/৪১১–৪১২ (১০২৩), ৭/৭০ (৯৫১২); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ২১; জামিউল উসুল ২০; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৫ (১৭৬), ১/৫৬ (১৭৯); ১/৮৮–৮৯ (৩০২), ১/৯০ (৩০৯); কানযুল উম্মাল ১/১০ (২৪৬৭৯); জামউল ফাওয়াইদ ৬৫, ৬৬।

[১] الْإِسْلَامِ "ইসলামের" (নাসায়ি ৪৯৮৯)।

[২] وَطَعْمَهُ "ও স্বাদ" (নাসায়ি ৪৯৮৭)।

[৩] لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى "তোমাদের কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ-না (তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য থাকে:)" (আহমাদ ৩/২৭৮ (১৩৯৫৯))।

[৪] مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِلهِ وَيُبْغِضُ لِلهِ "যে আল্লাহর উদ্দেশে ভালোবাসে এবং আল্লাহর উদ্দেশে ঘৃণা করে" (তাবারানি, কাবীর ১/২৫১ (৭২৪)); مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ "যে-ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে চায়, সে যেন মানুষকে কেবল আল্লাহ তাআলার উদ্দেশেই ভালোবাসে" (আহমাদ ৭৯৬৭, ১০৭৫৮)।

[৫] بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ "আল্লাহ তাকে (কুফর বা অবাধ্যতার জীবন থেকে) উদ্ধার করার পর, ..." (বুখারি ২১, ৬০৪১)।

[৬] مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا "পুনরায় ইহুদি বা খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়াকে" (মুসলিম ১৬৭ (...)); أَنْ يَرْجِعَ عَنِ الْإِسْلَامِ "ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়াকে" (আহমাদ ১২৭৮০); أَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ "নিজের দ্বীন ছেড়ে মুরতাদ হয়ে যাওয়াকে" (তাবারানি, কাবীর ১/২৫১ (৭২৪))।

[৭] وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا "সে আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে, এর চেয়ে তার কাছে অধিক প্রিয় হলো—প্রকাণ্ড আগুন জ্বালানো হলে সে তাতে পড়ে যাবে।" (নাসায়ি ৪৯৮৭)।

১২৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইনডেক্স বা নির্ঘণ্ট

বইয়ের একেবারে শেষে স্থান পেয়েছে একটি সূক্ষ্ম ইনডেক্স বা নির্ঘণ্ট, যাকে এ-বইয়ের প্রাণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কোন হাদীসগ্রন্থের কোন কোন হাদীস এ-বইয়ের কোথায় কোথায় স্থান পেয়েছে—এসব তথ্য নির্ঘণ্ট অংশে প্রত্যেকটি হাদীসগ্রন্থের শিরোনামের পর হাদীস-নম্বরের ক্রমধারা অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। একজন পাঠক প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থের কোনও নির্দিষ্ট হাদীস সম্পর্কে জানতে চাইলে, এ-গ্রন্থের নির্ঘণ্ট অংশ থেকে তিনি তা সহজে খুঁজে নিতে পারবেন। নিচে ইনডেক্সের একটি নমুনা দেওয়া হলো:

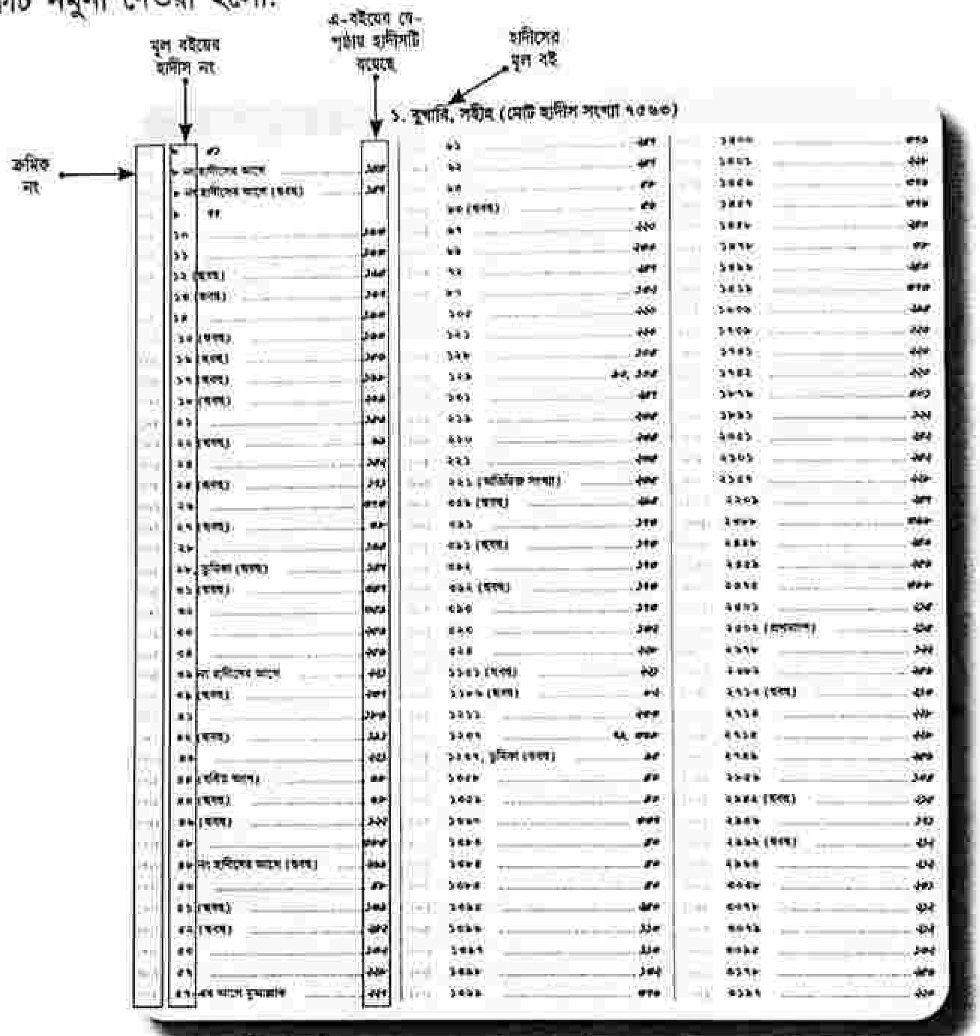

হাদীসের অনুবাদ ও অন্যান্য তথ্য নির্ভুলভাবে তুলে ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সমঝদার পাঠকের চোখে কোনও ভুল বা অসংগতি ধরা পড়লে, আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্নাহর আলোকে আলোকিত জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন, আমীন!

জিয়াউর রহমান মুন্সী

২৮ রজব, ১৪৪২ হিজরি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবার ওপরে ঈমান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমান ও ইসলামের পরিচয়

ঈমান ও ইসলাম: আস্থা ও আত্মসমর্পণ

ঈমান শব্দের মূলে রয়েছে 'আমন', যার অর্থ নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বাস ইত্যাদি। ব্যুৎপত্তিগতভাবে ঈমান মানে 'কোনোকিছুকে নিরাপদ রাখা', 'কারও ওপর আস্থা বা বিশ্বাস রাখা'। পারিভাষিক অর্থে, ঈমান হলো নবি ﷺ-এর ওপর আল্লাহ যা-কিছু নাযিল করেছেন, তার ওপর আস্থা রাখা, তাকে মেনে নেওয়া। এর বিপরীত শব্দ 'কুফর', যার অর্থ প্রত্যাখ্যান করা, অবাধ্যতার পথ বেছে নেওয়া ইত্যাদি। নিচের আয়াতে ঈমান ও কুফর শব্দদুটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"মানবজাতি! রাসূল তোমাদের কাছে মহাসত্য নিয়ে এসেছেন। তোমরা (একে) মেনে নাও, সেটি হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর যদি অবাধ্যতার পথ বেছে নাও, তা হলে (জেনে রেখো) মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে সবই আল্লাহর; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আন-নিসা ৪:১৭০)।

অপরদিকে, ইসলাম শব্দের মূলে রয়েছে 'সিল্‌ম', যার অর্থ আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا

"তোমাদের ইলাহ্ একজনই। তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করো।" (সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩৪)

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক: একটি অন্তরে, আরেকটি প্রকাশ্যে

ঈমান ও ইসলাম শব্দদুটি অনেকসময় সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও কখনও অন্তরে নিখাদ বিশ্বাস বোঝাতে ঈমান, আর বিধিবিধানের বাহ্যিক আনুগত্য বোঝাতে ইসলাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামের বিজয়াভিযান অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার পর একদল বেদুইন ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর মদীনায় এসে তারা এমনভাবে কথা বলতে থাকে, যেন ঈমান আনার মাধ্যমে তারা নবি ﷺ-এর ওপর বিরাট দয়া করেছে! তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে—তারা ঈমান আনেনি, বরং ইসলাম গ্রহণ করেছে; অর্থাৎ তারা অন্তর থেকে ইসলামের সত্যতা মেনে নেয়নি, বরং আপাতত ইসলামের বাহ্যিক বিধিবিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। আল্লাহ বলেন—

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"বেদুইনরা বলেছে—'আমরা ঈমান এনেছি'। তুমি বলে দাও—'তোমরা ঈমান আনোনি, বরং বলো "আমরা আত্মসমর্পণ করেছি", ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে ঢোকেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তা হলে তিনি তোমাদের কোনও কাজ বৃথা যেতে দেবেন না; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

মুমিন তো তারা—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে, তারপর কোনও সন্দেহ পোষণ করেনি, আর নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে; তারাই (নিজেদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী।

(এদের) বলো—তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন শেখাচ্ছো? অথচ মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ জানেন; আল্লাহ সবকিছুর জ্ঞান রাখেন।

তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার ওপর দয়া করার কথা বলছে। বলে দাও—'তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার ওপর দয়া করার কথা বলো না; আল্লাহই বরং ঈমানের রাস্তা দেখিয়ে তোমাদের ওপর দয়া করেছেন, যদি তোমরা (নিজেদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাকো। আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী; তোমাদের কর্মকাণ্ডের ওপর আল্লাহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন।" (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৪-১৮)।

[১.] আনাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ، وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ

"ইসলাম (-এর নিদর্শন) থাকে প্রকাশ্যে, আর ঈমান থাকে অন্তরে।" '

এরপর হাত দিয়ে নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন—

التَّقْوَى هَهُنَا، التَّقْوَى هَهُنَا

"তাকওয়া (আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলার ইচ্ছা) এখানে, তাকওয়া এখানে।" '

আবু ইয়া'লা ৫/৩০১-৩০২ (২৯২৩), ইসনাদটি হাসান (দারানি); কানযুল উম্মাল ১/২৭ (১১), ১/৩৩ (৪৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫২ (১৬১)।

[২.] সাদ (ইবনু আবী ওয়াক্কাস) ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ একদল লোককে কিছু দিলেন। সাদ ﷺ তখন সেখানে বসা। আল্লাহর রাসূল ﷺ (সেই দান থেকে) এমন একজনকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাদ দিলেন[১], যিনি ছিলেন আমার কাছে সেসব লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তখন আমি বললাম[২], "আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুকের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেন? শপথ আল্লাহর, আমি তো তাকে মুমিন মনে করি[৩]।" নবি ﷺ বলেন, أَوْ مُسْلِمًا "অথবা মুসলিম।" আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকি। এরপর তার সম্পর্কে আমার ভালোভাবে জানাশোনা থাকায়, আমার কথা পুনরায় বলি—"আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুকের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেন? শপথ আল্লাহর, আমি তো তাকে মুমিন মনে করি।" নবি ﷺ বলেন, أَوْ مُسْلِمًا "অথবা মুসলিম।" এরপর তার সম্পর্কে আমার ভালোভাবে জানাশোনা থাকায়, আমার কথা পুনরায় বললে আল্লাহর রাসূল ﷺও তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেন। এরপর তিনি বলেন—

يَا سَعْدُ، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ

"[৪]সাদ! আমি একজনকে কিছু দিই, অথচ অন্যজন আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয়[৫]; এ-আশঙ্কায় যে—(ওই ব্যক্তিকে কিছু না দিলে, সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না, আর পরিণামে) আল্লাহ তাকে [৬]উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" '

বুখারি ২৭, ১৪৭৮; মুসলিম ৩৭৮/২৩৬ (১৫০), ৩৭৯/২৩৭ (...), ৩৮০ (...), ৩৮১ (...), ২৪৩৩/১৩১ (১৫০), ২৪৩৪ (...), ২৪৩৫ (...); আহমাদ ১/১৭৬ (১৫২২), ১/১৮২ (১৫৭৯)।

প্রত্যেকের জন্ম ইসলাম নিয়ে, পরে তাকে বিপথগামী করা হয়

মানুষ সৃষ্টির পর আত্মার জগতে থাকতেই, তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—তারা আল্লাহকে রব (অবশ্যমান্য অধিপতি) হিসেবে স্বীকার করে কি না। তখন সবাই একযোগে বলেছিল, 'অবশ্যই!' আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার এ সহজাত প্রকৃতি বা ফিতরাত নিয়েই প্রত্যেকটি মানবসন্তান দুনিয়ায় আসে। পরে, নানা প্রতিকূল পরিবেশ তাকে বিপথগামী করে তোলে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ

---

[১] 'নবি ﷺ একদল লোককে কিছু দিলেন, আর তাদের একজনকে কিছুই দিলেন না' (আহমাদ ১/১৭৬ (১৫২২)); 'একদল লোক নবি ﷺ-এর কাছে এসে কিছু চাইলে, তিনি তাদের একজনকে বাদে বাকিদের দেন' (আহমাদ ১/১৮২ (১৫৭৯))।

[২] 'আমি উঠে গিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে চুপিচুপি বললাম' (বুখারি ১৪৭৮)।

[৩] "আল্লাহর নবি! আপনি অমুক ও অমুককে দিলেন, আর অমুককে কিছুই দেননি, অথচ সে মুমিন" (আহমাদ ১/১৭৬ (১৫২২)); "আল্লাহর রাসূল! অমুককে দিন, কারণ সে মুমিন" (মুসলিম ৩৭৮/২৩৬ (১৫০))।

[৪] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার ঘাড় ও কাঁধের মাঝখানে নিজের হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করে বলেন, أَقِتَالًا أَيْ سَعْدُ!؟ "সাদ! তুমি কি আমার সঙ্গে (বাক)যুদ্ধে নেমেছ?" ' (মুসলিম ৩৮১ (...))।

[৫] إِنِّي لَأُعْطِي رِجَالًا وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ فَلَا أُعْطِيهِ شَيْئًا "আমি কিছু লোককে দিই, আর এমন কাউকে বাদ দিই যে কিনা তাদের মধ্যে আমার কাছে বেশি প্রিয়; তাকে আমি কিছুই দিই না" (আহমাদ ১/১৭৬ (১৫২২))।

[৬] عَلَى وَجْهِهِ "তার চেহারার ওপর" (বুখারি ১৪৭৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ

"স্মরণ করো সে-সময়ের কথা, যখন তোমার রব আদম-সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের (বের করে) নিলেন। এরপর তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নিলেন—'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বলল—'অবশ্যই! আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' যাতে কিয়ামাতের দিন আবার বলে না বসো—'আমরা তো এ-ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম!' " (সূরা আল-আ'রাফ ১৭২)।

[৩.] আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল বলেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا

"প্রত্যেকটি সন্তানই আল্লাহর দ্বীন[১] নিয়ে জন্মগ্রহণ করে[২], এরপর তার বাপ-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান[৩] বানায়;[৪] যেমন, পশু[৫] থেকে পশু[৬] জন্ম নেয়, তোমরা নিজেরা সেসব পশুর অঙ্গচ্ছেদ করার আগে কি সেগুলোতে কোনও অঙ্গচ্ছেদ[৭] দেখতে পাও?[৮]"

---

[১] মূলে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফিতরাত' শব্দ, যার অর্থ সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি; ইবনু আব্বাস -এর মতে, পারিভাষিকভাবে এটি 'আল্লাহর দ্বীন' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, কারণ আল্লাহর দ্বীনের পরিপন্থি যা আছে তা সবই বিকৃতি ও সুস্থ প্রকৃতির বিরোধী। (বাগাবি, মাআলিমুত তানযীল, দার ইবনি হাযম, ২০১৪, পৃ. ১০০৬; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ১/১৮৩)।

[২] مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ/يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ "প্রত্যেক সন্তানই এ-আদর্শ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যতক্ষণ-না সে কথা বলা শুরু করছে" (মুসলিম ৬৭৫৯ (...); আহমাদ ৭৪৪৫)।

[৩] وَيُشَرِّكَانِهِ "মুশরিক" (মুসলিম ৬৭৫৮/২৩ (...)); আহমাদ ৭৪৪৫); أَوْ يُمَجِّسَانِهِ "অথবা অগ্নি-উপাসক" (বুখারি ১৩৫৮)।

[৪] حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ اللَّذَانِ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ "এরপর তার বাপ-মা-ই হলো সেসব ব্যক্তি, যারা তাকে ইহুদি বা খ্রিষ্টান বানায়" (আহমাদ ৮২১২); فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا "আর বাপ-মা মুসলিম হলে, সন্তানও হয় মুসলিম। মায়ের পেট থেকে জন্ম-নেওয়া প্রত্যেক মানুষকে শয়তান তার দু পার্শ্বদেশে আঘাত করে, ব্যতিক্রম ছিল কেবল মারইয়াম ও তাঁর ছেলে (ঈসা)" (মুসলিম ৬৭৬১/২৫ (...))।

[৫] الْإِبِلُ "উট" (মুসলিম ৬৭৫৫/২২ (২৬৫৮)); আহমাদ ৮১৭৯)।

[৬] بَهِيمَةً جَمْعَاءَ "পূর্ণাঙ্গ পশু" (বুখারি ১৩৫৮)।

[৭] জাহিলি যুগের লোকেরা পশুর অঙ্গচ্ছেদ করে সেটিকে দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দিত (দেখুন: আল-কুরআন, সূরা আল-মাইদাহ ৫:১০৩)। নবি এ তুলনার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন—পশু যেমন জন্মের সময় পূর্ণাঙ্গ দেহ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু পরবর্তীকালে লোকেরা তার অঙ্গচ্ছেদ করে; অনুরূপভাবে মানুষও আল্লাহর দ্বীন ইসলাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তার পরিবার তাকে ভিন্ন দ্বীনে দীক্ষিত করে।

[৮] مِثْلَ الْأَنْعَامِ تُنْتَجُ صِحَاحًا، فَيُبَتِّكُونَ آذَانَهَا "ঠিক যেমন চতুষ্পদ জন্তু, এরা জন্ম নেয় সুস্থ অবস্থায়, পরবর্তী সময়ে এদের কান কেটে দেওয়া হয়" (আহমাদ ৭৭১৫)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১]সাহাবিগণ বলেন, "আল্লাহর রাসূল! যারা ছোটো অবস্থায় মারা যায়,[২] তাদের ব্যাপারে আপনার কী মত?[৩]" নবি ﷺ বলেন,[৪]

اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

"তারা (বেঁচে থাকলে) কী করতে থাকত, সে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন[৫]।" '

বুখারি ৬৫৯৯, ৬৬০০, ১৩৫৮, ১৩৫৯, ১৩৮৩, ১৩৮৪, ১৩৮৫, ৪৭৭৫, ৬৫৯৮; মুসলিম ৬৭৫৫/২২ (২৬৫৮), ৬৭৫৬ (...), ৬৭৫৭ (...), ৬৭৫৮/২৩ (...), ৬৭৫৯ (...), ৬৭৬০/২৪ (...), ৬৭৬১/২৫ (...), ৬৭৬২/২৬ (২৬৫৯), ৬৭৬৩ (...), ৬৭৬৪/২৭ (...), ৬৭৬৫/২৮ (২৬৬০); মালিক ৫৮২; আহমাদ ১/২১৫ (১৮৪৫), ১/৩২৮ (৩০৩৪), ১/৩৪১ (৩১৬৫), ১/৩৫৮ (৩৩৬৭), ২/২৩৩ (৭১৮১), ২/২৪৪ (৭৩২৫), ২/২৫৩ (৭৪৪৩), ২/২৫৩ (৭৪৪৪), ২/২৫৩ (৭৪৪৫), ২/২৫৯ (৭৫২০), ২/২৬৮ (৭৬৩৭), ২/২৭৫ (৭৭১২), ২/২৮২ (৭৭৯৫), ২/৩১৫ (৮১৭৯), ২/৩৪৬–৩৪৭ (৮৫৬২), ২/৩৯৩ (৯১০২), ২/৩৯৩ (৯১০৩); আবূ দাউদ ৪৭১১, ৪৭১২, ৪৭১৪; তিরমিযি ২১৩৮; জামিউল উসূল ৫৬; জামউল ফাওয়াইদ ১০২, ১০৩।

নাবালক শিশুদের পরকাল সম্পর্কে যে বিষয়টি মনে রাখা উচিত তা হলো—আল্লাহ তাআলা কারও কাছে বার্তা না পৌঁছিয়ে কাউকে শাস্তি দেন না এবং একজনের গোনাহের দায়ভার আরেকজনকে বহন করতে হয় না।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না; আর রাসূল পাঠানোর আগে আমি শাস্তি দিই না।" (সূরা আল-ইসরা ১৭:১৫)

ইসলামের এ নীতিগুলো নাবালকদের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। অতএব, এখানে নবি ﷺ যা

---

[১] 'এরপর আবূ হুরায়রা ؓ বলেন, "তোমরা চাইলে (এ আয়াত) পড়তে পারো:" ' (মুসলিম ৬৭৫৫/২২ (২৬৫৮)); আহমাদ ৭৭১২); এরপর আবূ হুরায়রা ؓ পাঠ করেন: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا "আল্লাহর দেওয়া সুস্থ প্রকৃতি (অনুসরণ করো), যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রূম ৩০:৩০)।

[২] "তাকে ইহুদি-খ্রিষ্টান বানানোর আগেই যদি সে মারা যায়" (মুসলিম ৬৭৫৮/২৩ (...))।

[৩] "তা হলে কী হবে?" (আহমাদ ৭৪৪৫)।

[৪] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যারা ছোটোবেলায় মারা যায়। জবাবে তিনি বলেন, ...' (মুসলিম ৬৭৬৪/২৭ (...), ৬৭৬৫/২৮ (২৬৬০); বুখারি ৬৫৯৮; আহমাদ ৩০৩৪, ৩১৬৫)।

[৫] إِذْ خَلَقَهُمْ "যেহেতু তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন" (মুসলিম ৬৭৬৫/২৮ (২৬৬০); বুখারি ১৩৮৩; আহমাদ ৩০৩৪, ৩১৬৫); خَلَقَهُمُ اللَّهُ حِينَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "যখন তাদের সৃষ্টি করার ছিল, তখন আল্লাহই তো তাদের সৃষ্টি করেছেন, অতএব তিনিই ভালো জানেন তারা কী করতে থাকত" (আহমাদ ৩৩৬৭)। 'আয়িশা ؓ বলেন, আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের ছোটো ছোটো বাচ্চাদের কী হবে (যারা শিশুকালে মারা যায়)?" নবি ﷺ বলেন, مِنْ آبَائِهِمْ "তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত।" আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! কোনও আমল না করেই?" তিনি বলেন, اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "তারা কী আমল করতে থাকত, তা আল্লাহ ভালো জানেন।" আমি বলি "হে আল্লাহর রাসূল! তা হলে মুশরিকদের বাচ্চাদের কী হবে?" তিনি বলেন, مِنْ آبَائِهِمْ "তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত।" আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! কোনও আমল না করেই?" তিনি বলেন, اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "তারা কী আমল করতে থাকত, তা আল্লাহ ভালো জানেন।" (আবূ দাউদ ৪৭১২, সহীহ লি গাইরিহী)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো—তাদের পরকাল নিয়ে আমাদের মূল্যায়ন করার প্রয়োজন নেই; বিষয়টি আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত, তিনি কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করবেন না।[১]

আবূ সালামা ﷺ-এর মেয়ের নাম ছিল বাররা, যার অর্থ 'আল্লাহর অনুগত, পবিত্র'; নবি ﷺ তার নাম পরিবর্তন করতে বলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন,

لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ

> "তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে ঘোষণা কোরো না; তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল, তা আল্লাহ ভালো জানেন।"

এরপর তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় যাইনাব।[২]

তাই আরেকজনের আত্মিক ও পরকালীন বিষয়াবলি নিজেরা বিচার না করে আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করা উচিত।

প্রশ্নোত্তরে ঈমান, ইসলাম ও ইহ্সানের ব্যাখ্যা এবং কিয়ামাতের আলামত

উমর ﷺ-এর বিবরণী

[৪.] ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়া'মার ﷺ বলেন, 'বসরায় সর্বপ্রথম তাকদীর নিয়ে কথা তোলেন[৩] মা'বাদ জুহানি।[৪] এরপর[৫] আমি ও হুমাইদ ইবনু আব্দির রহমান (হিম্ইয়ারি) হজ্জ বা উমরার উদ্দেশে রওয়ানা হই। আমরা [৬]বলি—নবি ﷺ-এর কোনও সাহাবির সঙ্গে আমাদের দেখা হলে, এ লোকগুলো তাকদীর সম্পর্কে যা বলছে সে-সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করব। সৌভাগ্যক্রমে আবদুল্লাহ

---

[১] ফাতহুল বারী, ১৩৮৩–১৩৮৫ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

[২] মুসলিম ৫৬০৯/১৯ (...)।

[৩] অর্থাৎ, তাকদীরকে অস্বীকার করেন। (আবদুল কাদির আরনাউত, জামিউল উসূলের টীকা, ১/১৩৮)।

[৪] আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবিদের জীবদ্দশায় সর্বপ্রথম তাকদীর নিয়ে কথা তোলেন মা'বাদ জুহানি। তিনি ইমরান ইবনু হুছাইন, মুআবিয়া, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমর ﷺ-সহ আরও অনেক সাহাবি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কাতাদা ও মালিক ইবনু দীনার-সহ আরও অনেক বিদ্বান। হাদীসশাস্ত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন ও আবূ হাতিম তাকে 'বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য' আখ্যায়িত করেছেন। তাকদীর প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন 'কাদার (free will বা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবাদ)'-এর প্রবক্তা। তার ব্যাপারে হাসান বসরি বলেছিলেন, 'মা'বাদ জুহানির ব্যাপারে সাবধান! সে নিজে পথভ্রষ্ট, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।' তাউস বলেছিলেন, 'তোমরা মা'বাদের বক্তব্যের ব্যাপারে সতর্ক থেকো, কারণ সে হলো কাদারি (স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রবক্তা)।' ইবনুল আশআছের সঙ্গে বিদ্রোহে জড়িত থাকার দরুন ৮০ হিজরিতে হাজ্জাজ তাকে হত্যা করেন। (দেখুন: যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, রিসালাহ সংস্করণ, ৪/১৮২–১৮৭)।

[৫] 'তাকদীরের ব্যাপারে মা'বাদ তার বক্তব্য তুলে ধরলে, আমাদের কাছে তা খারাপ লাগে। তখন' (মুসলিম ৯৪/২ (...))।

[৬] 'মদীনায় এসে' (তিরমিযি ২৬১০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

ইবনু উমর ﵁-এর সঙ্গে [১]আমাদের দেখা হয়ে যায়। তিনি তখন মাসজিদে ঢুকছেন। আমরা তাকে দু'দিক থেকে ঘিরে ধরি; একজন তার ডানদিক থেকে, অপরজন বাম দিক থেকে। মনে হলো, কথা বলার দায়িত্ব আমার সঙ্গী আমার ওপর ন্যস্ত করতে যাচ্ছে। তখন আমি বলি,

"আবূ আব্দির রহমান! আমাদের ওদিকে একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা কুরআন পাঠ করে এবং জ্ঞানের পেছনে লেগে থাকে। (এরপর তিনি তাদের অবস্থা তুলে ধরেন।) আর তাদের দাবি—তাকদীর বলে কিছু নেই, সবকিছুই নতুন ও আনকোরা, আগে থেকে কিছুই লেখা নেই।[২]"

এসব শুনে ইবনু উমর ﵁ বলেন,

"সেসব লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হলে তুমি তাদের বলে দেবে—আমি তাদের ব্যাপারে দায়মুক্ত, তারাও আমার ব্যাপারে দায়মুক্ত।[৩] শপথ সেই সত্তার, যাঁর নামে আবদুল্লাহ ইবনু উমর শপথ নেয়! তাদের কারও কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, আর সে তা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে, আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ-না সে তাকদীরের[৪] ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।"

এরপর তিনি বলেন, "আমার পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব আমাকে বলেছেন—

'আমরা একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে বসা। এমন-সময় আচমকা একব্যক্তি এসে হাজির। পরনের পোশাক ধবধবে সাদা, চুল লিকলিকে কালো,[৫] শরীরে সফরের কোনও ছাপ নেই, [৬]আমাদের কেউ তাকে চিনতেও পারছে না! [৭]একপর্যায়ে লোকটি নবি ﷺ-এর কাছে গিয়ে বসে। এরপর তার হাঁটু-দুটি নবি ﷺ-এর দু হাঁটুর সঙ্গে লাগায় এবং তার হাতের তালু-দুটি তাঁর রানের ওপর রাখে। এরপর বলে, "মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানান।" নবি ﷺ বলেন,

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"ইসলাম হলো—

---

[১] 'মাসজিদের বাহিরে' (তিরমিযি ২৬১০)।

[২] "আমরা দিগ্-দিগন্তে সফর করি; সেখানে এমন কিছু লোকের দেখা পাই, যারা বলে—তাকদীর বলে কিছু নেই।" (আহমাদ ৩৭৪)।

[৩] 'এ কথাটি ইবনু উমর ﵁ তিনবার বলেছিলেন' (আহমাদ ১৮৪)।

[৪] "ভালো-মন্দ সবটুকুর" (তিরমিযি ২৬১০)।

[৫] 'সুন্দর চেহারা ও সুন্দর চুলবিশিষ্ট' (আহমাদ ১৮৪)।

[৬] '(লোকটির পরিচয় জানার জন্য) সাহাবিগণ পরস্পরের দিকে তাকান।' (আহমাদ ১৮৪)।

[৭] 'তখন তিনি বলেন, "আস-সালামু আলাইকুম! আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার কাছে আসতে পারি?" নবি ﷺ বলেন, أُدْنُهْ "আসুন"। তিনি খানিকটা অগ্রসর হয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন...' (তাবারানি, কাবীর ১২/৪৩০–৪৩১ (১৩৫৮১))।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» তুমি [১]সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর [২]রাসূল,
» নামাজ কায়েম রাখবে,
» যাকাত আদায় করবে,
» রমজান মাসে রোযা রাখবে, এবং
» আল্লাহর ঘরে পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে[৩]।"

লোকটি বলে, "আপনি সত্য বলেছেন।" তার কথায় আমরা বিস্মিত হই—সে প্রশ্নও করছে, আবার সত্যায়নও করছে![৪] এরপর সে বলে, "তাহলে আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন।" নবি ﷺ বলেন,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

"(ঈমান হলো—)
» তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর (পাঠানো) কিতাব ও রাসূল এবং পরকালকে[৫] সত্য বলে মেনে নেবে, এবং
» তাকদীরকে সত্য হিসেবে মানবে, ভালো হোক আর মন্দ হোক[৬]।"

সে বলে, "আপনি সত্য বলেছেন। আমাকে ইহ্সান[৭] সম্পর্কে কিছু বলুন।" নবি ﷺ বলেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"(ইহ্সান বা আন্তরিকতা হলো—)
» তুমি এমনভাবে আল্লাহর গোলামি করবে,[৮] যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ;
» আর যদি তাঁকে দেখার পর্যায়ে না হও, তাহলে (মনে রেখো) তিনি তোমাকে নিশ্চিত দেখছেন!"

---

[১] أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لِلّٰهِ وَ "নিজেকে আল্লাহর কাছে পুরোপুরি সোপর্দ করবে এবং" (আহমাদ ১৭১৬৭, ১৭৫০১)।

[২] عَبْدُهُ "তাঁর বান্দা ও" (আহমাদ ১/৩১৯ (২৯২৪))।

[৩] وَالْإِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ "এবং শরীর অপবিত্র হলে গোসল করা" (আহমাদ ৩৭৪; আবু দাউদ ৪৬৯৭)।

[৪] "আমরা এমন কাউকে দেখিনি, যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ লোকের চেয়ে বেশি সম্মান দেখিয়েছে। লোকটি যেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে (ইসলামের বিভিন্ন বিষয়) শেখাচ্ছিলেন।" (আহমাদ ৩৭৪)।

[৫] অর্থাৎ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ 'মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে' (আহমাদ ১৮৪)।

[৬] وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ "হোক তা মিঠা কিংবা তিতা" (নাসাঈ, কুবরা ৫৮৫২)। অর্থাৎ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ "তাকদীরের পুরো বিষয়টিকে।" (আহমাদ ১৮৪)।

[৭] ইহ্সান শব্দটি এখানে ইখলাস বা আন্তরিকতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা না থাকলে ঈমান ও ইসলাম শুদ্ধ বলে গণ্য হয় না (খাত্তাবির উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ১/২৪১)।

[৮] تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ "আল্লাহকে এমনভাবে ভয় পাবে, যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ" (নাসাঈ, কুবরা ৫৯২২); অর্থাৎ أَنْ تَعْمَلَ لِلّٰهِ "(সকল) কাজ করবে আল্লাহর উদ্দেশে।" (আহমাদ ১৮৪)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে বলে, "কিয়ামাত সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন।" নবি ﷺ বলেন,

مَا الْمَسْـئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ

"এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশি জানেন না।[১]"

সে বলে, "তাহলে আমাকে এর কিছু আলামত বলে দিন।" নবি ﷺ বলেন,

أَنْ تَـلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّـاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ

"(কিছু আলামত হলো—)

» দাসীর গর্ভে জন্ম নেবে তার মহিলা-মনিব, আর

» তুমি দেখবে—পায়ে জুতা নেই, পরনে (পর্যাপ্ত) কাপড় নেই[২] এমন কিছু ভেড়ার রাখাল উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করার জন্য প্রতিযোগিতায় নামছে!"

এরপর লোকটি চলে যায়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর[৩] নবি ﷺ বলেন, يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ "উমর! তুমি কি জানো, [৪]প্রশ্নকারী কে ছিলেন?" আমি বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন, فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ "তিনি ছিলেন জিবরীল! তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন[৫] শেখানোর জন্য এসেছিলেন![৬]" ' " '

মুসলিম ৯৩/১ (৮), ৯৪/২ (...), ৯৫/৩ (...), ৯৬/৪ (...); আহমাদ ১/২৭ (১৮৪), ১/২৮ (১৯১), ১/৫১-৫২ (৩৬৭), ১/৫২ (৩৬৮); ১/৫২-৫৩ (৩৭৪); ১/৩১৯ (২৯২৪); ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ১২৩; আবূ দাউদ ৪৬৯৫, ৪৬৯৭; তিরমিযি ২৬১০; নাসাঈ ৪৯৯০; নাসাঈ, কুবরা ৫৮৫২; তাবারানি, কাবীর ১২/৪৩০-৪৩১ (১৩৫৮১); জামিউল উসূল ২; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৮-৩৯ (১১৩), ১/৪০-৪১ (১১৬); জামউল ফাওয়াইদ ৩৬, ৩৭ (প্রথমাংশ)।

---

[১] وَلَٰكِنْ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ "তবে তুমি চাইলে, আমি সেটি (অর্থাৎ সময়ক্ষণের বিষয়টি) বাদ দিয়ে এর নিদর্শনগুলো তোমাকে বলতে পারি।" (আহমাদ ১/৩১৯ (২৯২৪))।

[২] الْعَالَةَ "দারিদ্র্যপীড়িত" (আহমাদ ১৮৪); الْجِيَاعَ "অভুক্ত" (আহমাদ ১/৩১৯ (২৯২৪))।

[৩] 'তিন(দিন) পর আমার সঙ্গে নবি ﷺ-এর দেখা হলে' (তিরমিযি ২৬১০); 'দু-তিনদিন যাওয়ার পর' (আহমাদ ১৮৪)।

[৪] عَنْ كَذَا وَكَذَا "অমুক অমুক বিষয়ে" (আহমাদ ১৮৪)।

[৫] مَعَالِمَ دِينِكُمْ "তোমাদের দ্বীনের বড়ো বড়ো নিদর্শনগুলো" (আহমাদ ১৯১); مَنَاسِكَ دِينِكُمْ "তোমাদের দ্বীনের রীতিনীতি" (তাবারানি, কাবীর ১২/৪৩০-৪৩১ (১৩৫৮১))।

[৬] هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا "ইনি জিবরীল! তোমরা কোনও প্রশ্ন না করায় তিনি এসেছিলেন, যাতে তোমরা শিখতে পার।" (মুসলিম ৯৯/৭ (১০)); আবূ আমির আশআরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ তিনবার সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র!) বলার পর বলেন, هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا جَاءَنِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْمَرَّةَ "ইনি জিবরীল! তিনি এসেছিলেন লোকদেরকে তাদের দ্বীন শেখাতে। শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তিনি আমার কাছে যখনই এসেছেন, তখনই আমি তাকে চিনতে পেরেছি, তবে এবার এর ব্যতিক্রম হলো।" (আহমাদ ১৭১৬৭ (শেষাংশ); তাবারানি ১২/৪৩০ (১৩৫৮১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

আবু হুরায়রা ও আবু যার ﷺ-এর বিবরণী

[৫.] আবু হুরায়রা ও আবু যার ﷺ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের মধ্যে বসতেন। ফলে কোনও অচেনা লোক এসে জিজ্ঞেস করার আগে বুঝতে পারত না—তাদের মধ্যে কে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল)। তাই আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে দাবি জানাই যে, আমরা তাঁর জন্য একটি আসন বানিয়ে দিতে চাই, যাতে তাঁর কাছে কোনও অচেনা লোক এলে তাঁকে চিনতে পারে। এরপর আমরা তাঁর জন্য মাটির একটি ঢিবি বানিয়ে দিলে, তিনি সেটার ওপর বসতেন।

একদিন আমরা বসে আছি। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর আসনে বসা। [১]এমন-সময় সর্বোত্তম সুগন্ধিমাখা ও অত্যন্ত সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট একব্যক্তি[২] আসেন, দেখে মনে হলো তার কাপড়ে কখনও ময়লা লাগেনি। লোকটি উপস্থিত জনতার এক প্রান্ত থেকে সালাম দিয়ে বলেন, "মুহাম্মাদ! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!" নবি ﷺ তার সালামের জবাব দেওয়ার পর লোকটি বলে, "মুহাম্মাদ! আমি কি কাছে আসতে পারি?" নবি ﷺ বলেন, اُدْنُهْ "কাছে আসুন!" তিনি বেশ কয়েকবার বলতে থাকেন, "আমি কি কাছে আসতে পারি?" নবি ﷺ বলেন, اُدْنُهْ "কাছে আসুন!"

একপর্যায়ে তিনি এসে[৩] আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দু হাঁটুর ওপর তার হাত রেখে বলেন, "মুহাম্মাদ! আমাকে বলুন, ইসলাম কী?" নবি ﷺ বলেন,

الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ

"ইসলাম হলো—

» তুমি আল্লাহর গোলামি করবে, তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করবে না,

» [৪]নামাজ কায়েম রাখবে,

» [৫]যাকাত আদায় করবে,

» বাইতুল্লাহর হজ করবে, এবং

» রমজান মাসে রোযা রাখবে।"

---

[১] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, سَلُونِي "আমাকে প্রশ্ন করো।" কিন্তু তারা তাঁকে এতটা ভয় করতেন যে, তাঁকে প্রশ্ন করতে পারছিলেন না।' (মুসলিম ৯৯/৭ (১০))।

[২] 'জিবরীল' (বুখারি ৫০); 'জিবরীল ছদ্মবেশে তাঁর কাছে এলে, তিনি তাকে মুসলিমদের একজন হিসেবে ধরে নেন' (আহমাদ ১৭১৬৭); 'গায়ের-রঙ-বদলে-যাওয়া এক মুসাফিরের বেশে একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে আসেন।' (বাযযার (কাশফ) ১/২১–২২ (২৪))।

[৩] 'তাঁর হাঁটুর পাশে বসে' (মুসলিম ৯৯/৭ (১০))।

[৪] الْمَفْرُوضَةَ। "ফরজ" (মুসলিম ৯৭/৫ (৯))।

[৫] الْمَفْرُوضَةَ। "ফরজ" (মুসলিম ৯৭/৫ (৯))।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

তিনি বলেন, "এসব করলে বোঝা যাবে, আমি (আল্লাহর সামনে) আত্মসমর্পণ করেছি?" নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ![১]" তিনি বলেন, "আপনার কথা সত্য।" লোকটির "আপনার কথা সত্য"—এ কথা শুনে বিষয়টি আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়।[২]

তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ! আমাকে বলুন, ঈমান কী?" নবি ﷺ বলেন,

الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَالْكِتَابِ، وَالنَّبِيِّينَ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ

"(ঈমান হলো—)

» আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, গ্রন্থ[৩] ও নবিগণকে সত্য বলে মেনে নেওয়া,[৪] এবং

» তাকদীরের প্রতি[৫] বিশ্বাস রাখা।"[৬]

তিনি বলেন, "এসব করলে বোঝা যাবে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি?" নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ![৭]" তিনি বলেন, "আপনার কথা সত্য।"

তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ! আমাকে বলুন, ইহ্সান বা আন্তরিকতা কী?" নবি ﷺ বলেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"(ইহ্সান বা আন্তরিকতা হলো—) তুমি এমনভাবে আল্লাহর গোলামি করবে[৮], যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; যদি তুমি তাঁকে দেখার পর্যায়ে না হও, তাহলে তিনি তোমাকে নিশ্চিত দেখছেন!"

---

[১] إِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ "এসব করলে (বোঝা যাবে), তুমি আত্মসমর্পণ করেছ" (আহমাদ ১/৩১৯ (২৯২৪))।

[২] অর্থাৎ, 'তার কথায় আমরা বিস্মিত হই—তিনি প্রশ্নও করছেন, আবার সত্যায়নও করছেন!' (মুসলিম ১০/১ (৮))।

[৩] وَلِقَائِهِ "ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ" (মুসলিম ১৭/৫ (৯))।

[৪] وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ "এবং (মৃত্যু)-পরবর্তী পুনরুজ্জীবনকে সত্য বলে মেনে নেওয়া" (মুসলিম ১৭/৫ (৯))।

[৫] وَالْقَدَرِ كُلِّهِ "এবং তাকদীরের সবটুকুর প্রতি" (নাসায়ি ৪৯৯০)।

[৬] أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ "(এসব বিষয়কে) সত্য বলে মেনে নেওয়ার নাম ঈমান—আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবি, মৃত্যু, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, দাঁড়িপাল্লা, এবং তাকদীরের পুরো বিষয়টি, ভালো-মন্দ যাই হোক।" (আহমাদ ১৭১৬৭, ১৭৫০২)।

[৭] إِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ "এসব করলে (বোঝা যাবে), তুমি ঈমান এনেছ" (আহমাদ ১/৩১৯ (২৯২৪))।

[৮] أَنْ تَخْشَى اللهَ "তুমি আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে" (মুসলিম ১১/৭ (১০))।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১]তিনি বলেন, "আপনার কথা সত্য।" [২]এরপর বলেন, "মুহাম্মাদ! আমাকে বলুন, (মহাপ্রলয়ের) চূড়ান্ত সময় কখন?" নবি মাথা নুইয়ে রাখেন, তার প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলে, নবি কোনও জবাব দেননি। তিনি আবারও প্রশ্ন করলে, নবি কোনও জবাব দেননি। এরপর মাথা তুলে বলেন,

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا، إِذَا رَأَيْتَ الرِّعَاءَ الْبُهْمَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا، خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ:

"এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তিনি জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে বেশি জানেন না; তবে এর কিছু আলামত আছে, যা দিয়ে তা চেনা যাবে[৩]; যখন দেখবে—

» ছাগল-ভেড়ার রাখালরা উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করার জন্য প্রতিযোগিতায় নামছে,

» যখন বস্ত্রহীন ও খালি-পায়ে-থাকা[৪] লোকজন দেশের শাসক[৫] হয়ে গিয়েছে, এবং

» নারী জন্ম দিচ্ছে তার মনিবকে[৬]।

পাঁচটি বিষয়ের সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে:[৭]

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

"আল্লাহর কাছেই আছে (কিয়ামাতের) চূড়ান্ত সময়ক্ষণের জ্ঞান। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই

---

[১] 'তিনি বলেন, "এরূপ করলে বোঝা যাবে, আমি আন্তরিকতার সঙ্গে আমল করেছি?" নবি বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ!" (আহমাদ ১৭১৬৭, ১৭৫০২)।

[২] 'আল্লাহর রাসূল তাকে যে জবাব দিচ্ছেন, আমরা তা শুনতে পাই; কিন্তু তিনি যার সঙ্গে কথা বলছেন তাকে দেখা যাচ্ছিল না, তার কথাও শোনা যাচ্ছিল না' (আহমাদ ১৭১৬৭, ১৭৫০২)।

[৩] وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا "তবে আমি তোমাকে এর কিছু আলামত বলে দিচ্ছি" (মুসলিম ১/২ (১)); 'তখন প্রশ্নকারী বলেন, "আল্লাহর রাসূল! আপনি চাইলে আমি আপনাকে দুটি আলামতের কথা বলতে পারি, যা কিয়ামাতের আগে ঘটবে।" নবি বলেন, حَدِّثْنِي "আমাকে বলুন (তা হলে)।" তখন তিনি বলেন, "যখন দেখবেন—দাসী তার মনিবকে জন্ম দিচ্ছে, প্রাসাদের মালিকরা প্রাসাদ-নির্মাণে প্রতিযোগিতায় নামছে এবং পায়ে-জুতা-নেই-এমন অভাবী লোকেরা মানুষের নেতা হয়ে গিয়েছে।" এরপর তিনি জানতে চান, "আল্লাহর রাসূল! এ লোকগুলো কারা (হবে)?" নবি বলেন, الْعَرِيبُ "বেদুইনরা।" ' (আহমাদ ১৭১৬৭)।

[৪] الصُّمَّ الْبُكْمَ "বধির ও বোবা" (মুসলিম ১১/৭ (১০))।

[৫] رُؤُوسَ النَّاسِ "মানুষের নেতা" (মুসলিম ১৭/৫ (১))।

[৬] بَعْلَهَا "তার কর্তাকে" (মুসলিম ১৮/৫ (...))।

[৭] سُبْحَانَ اللهِ، خَمْسٌ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র)! পাঁচটি বিষয় গাইব বা অদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না:" (আহমাদ ১৭১৬৭, ১৭৫০২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জানেন মাতৃগর্ভে কী (লালিত হচ্ছে)। কোনও প্রাণসত্তা জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কোনও ব্যক্তির জানা নেই তার মৃত্যু হবে কোন জমিনে। আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন। (সূরা লুকমান ৩১:৩৪)"

এরপর নবি ﷺ বলেন,

لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ هُدًى وَبَشِيرًا، مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ، وَإِنَّهُ لَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ

"না; শপথ সেই সত্তার, যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা হিসেবে! (কিয়ামাতের সময়ক্ষণ)-এর ব্যাপারে আমি তোমাদের কারও চেয়ে বেশি কিছু জানি না।[১] আর তিনি ছিলেন জিবরাঈল, দিহ্‌ইয়া কালবি'র রূপ ধরে এসেছিলেন।" '

নাসাঈ ৪৯৯১; বুখারি ৫০, ৪৭৭৭; মুসলিম ৯৭/৫ (৯), ৯৮/৬ (...), ৯৯/৭ (১০); আবূ দাউদ ৪৬৯৮; ইবনু মাজাহ ৬৪, ৪০৪৪; আহমাদ ১/৩১৯ (২৯২৪), ২/৩২৪–৩২৫ (৯১২৮), ২/৪২৬ (৯৫০১), ৪/১২৯ (১৭১৬৭) ৪/১৬৪ (১৭৫০২); বাযযার (কাশফ) ১/২০ (২২), ১/২১ (২৩), ১/২১–২২ (২৪); কানযুল উম্মাল ১/৩২ (৩৯); জামিউল উসূল ৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৮–৩৯ (১১৩), ১/৩৯–৪০ (১১৪), ১/৪০ (১১৫); জামউল ফাওয়াইদ ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩।

ঈমান, ইসলাম ও দ্বীনের পরিধি

উপরিউক্ত হাদীসে নবি ﷺ প্রকাশ্য আমলগুলোকে 'ইসলাম', আর চিন্তা-বিশ্বাসকে 'ঈমান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এটা এজন্য নয় যে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিংবা চিন্তা-বিশ্বাস ইসলামের অংশ নয়; কারণ, কিছু কিছু হাদীসে বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও ঈমানকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন নবি ﷺ বলেছেন, لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ "যার আমানতদারি নেই, তার ঈমান নেই।"[২] আসলে ইসলাম ও ঈমান শব্দদুটি অনেকক্ষেত্রে সমার্থবোধক, একটির জায়গায় অপরটি ব্যবহৃত হয়। তবে ঈমান, ইসলাম ও ইহ্‌সান-সহ আরও অনেক বিষয়কে শামিল করার মতো ব্যাপক শব্দ হলো 'দ্বীন'। তাই এ হাদীসের শেষের দিকে নবি ﷺ বলেছেন, "তিনি ছিলেন জিবরীল! তোমাদেরকে তোমাদের 'দ্বীন' শেখানোর জন্য এসেছিলেন!"[৩]

ইসলাম, ঈমান, হিজরত ও জিহাদের পরিচয়

[৬.] আমর ইবনু আবাসা رضي الله عنه বলেন, 'একব্যক্তি বলল, "আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী?" নবি ﷺ বললেন,

---

[১] 'এরপর লোকটি চলে যায়। তখন নবি ﷺ বলেন, رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ "লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো।" [الْتَمِسُوهُ "লোকটিকে খুঁজে বের করো।" (আহমাদ ৩৭৪)] তারা তাকে ফিরিয়ে আনতে যান, কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি। তখন নবি ﷺ বলেন ...' (মুসলিম ৯৯/৭ (১০))।

[২] তাবারানি, কাবীর ১০/২৮০ (১০৫৫৩), ইসনাদে দু'জন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত, তবে এর 'শাহিদ' রয়েছে। (মাজমাউয যাওয়াইদ ১৮৮ নং হাদীসের টীকা)।

[৩] বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ১/৪৩ (২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ

"(ইসলাম হলো—) [১]তোমার অন্তরের আত্মসমর্পণ এবং তোমার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমদের নিরাপদ থাকা।"

সে বলল, "ইসলামের কোন কাজটি সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বললেন, الْإِيمَانُ। "ঈমান।" সে বলল, "ঈমান কী?" নবি ﷺ বললেন,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

"(ঈমান হলো—) আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ,[২] তাঁর রাসূলগণ ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে সত্য বলে মেনে নেওয়া।"

সে বলল, "ঈমানের কোন কাজটি সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বলেন, الْهِجْرَةُ। "হিজরত।" সে বলল, "হিজরত কী?" নবি ﷺ বললেন,

أَنْ تَهْجُرَ السُّوءَ

"যা-কিছু খারাপ তা ত্যাগ করা।"

সে বলল, "কোন ধরনের হিজরত সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বলেন, الْجِهَادُ। "জিহাদ।" সে বলল, "জিহাদ কী?" নবি ﷺ বললেন,

أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ

"(যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফিরদের মুখোমুখি হলে, তাদের সঙ্গে লড়াই করা।"

সে বলল, "জিহাদের কোন দিকটি সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বললেন,

مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وأُهْرِيقَ دَمُهُ

"যার তেজি ঘোড়া (শত্রুর আঘাতে) অচেতন হয়ে পড়ে এবং যার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়।"[৩]'

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ২০০, ২১০, বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); আবদুর রাযযাক ১১/১২৭ (২০১০৭); আহমাদ ৪/১১৪ (১৭০২৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৯ (২০০), ১/৬০ (২১০)।

---

[১] لِلّٰهِ "আল্লাহর (বিধিনিষেধের) কাছে" (আবদুর রাযযাক ১১/১২৭ (২০১০৭))।

[২] وَكُتُبِهِ "তাঁর (নাযিল-করা) গ্রন্থাবলি" (আবদুর রাযযাক ১১/১২৭ (২০১০৭))।

[৩] নবি ﷺ বলেন, ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ "এরপর দুটি কাজ আছে যা অন্যান্য কাজের চেয়ে উত্তম, তবে যে-ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করবে (সে-ও উত্তম বলে বিবেচিত হবে): ত্রুটিমুক্ত হজ অথবা উমরা।" (আবদুর রাযযাক ১১/১২৭ (২০১০৭); 'জিজ্ঞেস করা হলো—"নামাজের কোন অংশটি অধিক উত্তম?" নবি ﷺ বলেন, طُولُ الْقُنُوتِ "দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা" (তাবারানি, কাবীর (অনাবিষ্কৃত খণ্ড)-এর বরাতে মাজমাউয যাওয়াইদ)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৭.] ইবনু উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَشْرَفُ الْإِيْمَانِ أَنْ يَأْمَنَكَ النَّاسُ، وَأَشْرَفُ الْإِسْلَامِ أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، وَأَشْرَفُ الْهِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ، وَأَشْرَفُ الْجِهَادِ أَنْ تُقْتَلَ وَتُعْقَرَ فَرَسُكَ

"মানুষ তোমার কাছে নিরাপদ থাকবে—এটি শ্রেষ্ঠ ঈমান;
তোমার জিহ্বা ও হাত থেকে মানুষ সুরক্ষিত থাকবে—এটি শ্রেষ্ঠ ইসলাম;
তুমি যাবতীয় খারাপ কাজ ছেড়ে দেবে—এটি শ্রেষ্ঠ হিজরত; আর
(লড়াইয়ে) তোমাকে হত্যা করা হবে আর তোমার ঘোড়া অচেতন হয়ে পড়বে—এটি শ্রেষ্ঠ জিহাদ[১]।" '

তাবারানি, সগীর ১০, এটি মুনাব্বিহ ইবনু উসমান এককভাবে বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ৬৫৫, ৬৭১; কানযুল উম্মাল ১/৩৭ (৬২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬০ (২০৮)।

ইসলামের পাঁচটি খুঁটি: তাওহীদ, নামাজ, যাকাত, রোযা ও হজ

[৮.] ইবনু উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,[২]

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ

"ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের ওপর:

» আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা,[৩]

» নামাজ কায়েম রাখা,

» যাকাত দেওয়া,

» রমজানের রোযা রাখা ও

---

[১] وَأَشْرَفُ الزُّهْدِ أَنْ يَسْكُنَ قَلْبُكَ عَلَى مَا رُزِقْتَ، وَإِنَّ أَشْرَفَ مَا تَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةُ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا "তোমাকে যে জীবনোপকরণ দেওয়া হয়েছে তাতে তোমার অন্তর প্রশান্ত থাকবে—এটি শ্রেষ্ঠ দুনিয়া-বিরাগ, আর তুমি আল্লাহর কাছে যা চাইবে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা" (ইবনু নাজ্জারের তারীখ গ্রন্থের বরাতে কানযুল উম্মাল ১/৩৭ (৬২))।

[২] তাউস ﵀ বলেন, 'একব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵄-কে বলেন, "আপনি যুদ্ধে যাবেন না?" জবাবে ইবনু উমর ﵄ বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি ..." ' (মুসলিম ১৬ (১১৪); বুখারি ৮, ৪৫১৩, ৪৫১৪)। [উল্লেখ্য, তখন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵄ ও উমাইয়াদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছিল (বুখারি ৪৫১৩)। আর প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি ছিলেন ইয়াযীদ ইবনু বিশর সাকসাকি (বুখারি, তারীখ ৮/৩২২ (৩১৭১))।]

[৩] অর্থাৎ أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُوْنَهُ "একমাত্র আল্লাহর গোলামি করা আর তাঁর বিপরীতে অন্য সকলের কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা" (মুসলিম ১১২/২০ (...)); شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক" (মুসলিম ১১৩/২১ (...); বুখারি ৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» হজ করা।"[১]

একব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, "(ক্রমধারাটি কি এমন নয়—) হজ করা ও রমজানের রোযা রাখা?" ইবনু উমর ﷺ বলেন, "না; (বরং) রমজানের রোযা রাখা ও হজ করা। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে এভাবে শুনেছি।" '

মুসলিম ১১১/১৯ (১৬), ১১২/২০ (...), ১১৩/২১ (...), ১১৪/২২ (...); বুখারি ৮; তিরমিযি ২৬০৯; নাসাঈ ৫০০১; আহমাদ ২/২৬ (৪৭৯৮), ২/১২০ (৬০১৫), ২/১৪৩ (৬৩০১), ৪/৩৬৩ (১৯২২০), ৪/৩৬৪ (১৯২২৬); আবু ইয়া'লা ১৩/৪৮৯ (৭৫০২), ১৩/৪৯৬ (৭৫০৭); তাবারানি, কাবীর ২/৩২৬ (২৩৬৩), ১২/৩০৯ (১৩২০৩), ১২/৪১২ (১৩৫১৮); তাবারানি, আওসাত ৪/৩৬৭ (৬২৬৪), ৫/৪৫ (৬৫৩৩); তাবারানি, সগীর ৭৮২; জামিউল উসূল ১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৭ (১৩৮); জামেউল ফাওয়াইদ ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫।

প্রথমে তাগূতকে প্রত্যাখ্যান, তারপর আল্লাহর ওপর ঈমান

উপরিউক্ত হাদীসে নবি ﷺ তাওহীদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে—أَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُوْنَهُ "একমাত্র আল্লাহর গোলামি করা ও তাঁর বিপরীতে অন্যদের (কর্তৃত্ব) প্রত্যাখ্যান করা" (মুসলিম ১১২/২০ (...))। আল্লাহকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার সঙ্গে অন্য আল্লাহ-বিরোধীদের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করার সম্পর্ক প্রসঙ্গে, আয়াতুল কুরসির পর আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

"সুতরাং যে-ব্যক্তি তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহকে মেনে নেয়, সে যেন মজবুত রশি আঁকড়ে ধরল, যা কখনও ছিঁড়বে না।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:২৫৬)

[৯.] যিয়াদ ইবনু নুআইম হাদ্‌রামি ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِنَّ جَمِيْعًا : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ

"আল্লাহ তাআলা ইসলামে চারটি কাজ ফরজ করেছেন; যে-ব্যক্তি (কিয়ামাতের দিন) তিনটি নিয়ে আসবে, সেগুলো তার কোনও উপকারে আসবে না, যতক্ষণ-না সে সবগুলো নিয়ে হাজির হবে:

» নামাজ;

» যাকাত;

» রমজান মাসের রোযা; এবং

» বাইতুল্লাহ'র হজ।" '

আহমাদ ৪/২০০–২০১ (১৭৭৮৯), ইসনাদে ইবনু লাহীআ আছেন (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১৩৯; উসদুল গবাহ্ ২/২৭৪, ৪/১৩৭; আত-তারগীব ১/৩৮৪; কানযুল উম্মাল ১/৩০ (৩৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৭ (১৩৯)।

[১] 'তখন একব্যক্তি তাঁকে বলে, "এবং (আরেকটি খুঁটি হলো) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ?" ইবনু উমর ﷺ বলেন, "জিহাদ একটি ভালো কাজ, (তবে) আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের এভাবে বলেছেন।" ' (আহমাদ ২/২৬ (৪৭৯৮), সনদটিতে বিচ্ছিন্নতা ও একজন বর্ণনাকারীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকায় ইসনাদটি দঈফ)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১০.] আবুদ দারদা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوْئِهِنَّ وَرُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ

"যে-ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে পাঁচটি বিষয় নিয়ে আসবে, সে জান্নাতে যাবে; (অর্থাৎ) যে-ব্যক্তি—

» যথাযথ ওজু, রুকূ, সাজদার মাধ্যমে সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের প্রতি যত্নবান থাকে;
» রমজান মাসে রোযা রাখে;
» সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহ'র হজ করে;
» খুশিমনে যাকাত দেয়; ও
» আমানত আদায় করে।" '

লোকজন জিজ্ঞেস করে, "আবুদ দারদা! আমানত আদায় মানে কী?" তিনি বলেন, "অপবিত্র হলে গোসল করা।"

আবু দাউদ ৪২৯, ইসনাদটি ত্রুটিযুক্ত; তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১৪০, ইসনাদটি জাইয়িদ (হাইসামি); তাবারানি, সগীর ৭৭২; হিলইয়া ২/২৩৪; আত-তারগীব ১/২৪৬, ১/৫১৬; তুহফাতুল আশরাফ ৮/২২১ (১০৯৩০); কানযুল উম্মাল ১৫/৮৮৭ (৪৩৫১৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৭ (১৪০)।

ইসলামের রক্ষাকবচ, মজবুত রশি ও বন্ধন-রজ্জু

[১১.] আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলে—"আল্লাহর রাসূল! কোন কোন বিষয় এ দ্বীনের জন্য রক্ষাকবচ, মজবুত রশি ও বন্ধন-রজ্জুর কাজ করে?"

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

أَخْلِصُوْا عِبَادَةَ اللهِ تَعَالَى ، وَأَقِيْمُوْا خَمْسَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ ، تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

» "একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার গোলামি করবে;
» তোমাদের পাঁচ (ওয়াক্ত নামাজ) কায়েম রাখবে;
» খুশিমনে তোমাদের সম্পদের যাকাত দেবে; এবং
» তোমাদের (রমজান) মাসে রোযা রাখবে।

তা হলে তোমাদের রবের জান্নাতে যেতে পারবে।" '

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১২৭, বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনু মারসাদ আবুদ দারদা থেকে হাদীস শোনেননি (হাইসামি); হিলইয়া ৫/১৬৬; কানযুল উম্মাল ৩/২৩ (৫২৫৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৫ (১২৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বানূ আমির গোত্রের একব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাব

[১২] বানূ আমির গোত্রের একব্যক্তি থেকে বর্ণিত, 'তিনি নবি ﷺ-এর কাছে অনুমতি চেয়ে বলেন,[১] "আমি কি ঢুকব?" তখন নবি ﷺ তাঁর খাদিমকে বলেন,

أُخْرُجِيْ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْاِسْتِئْذَانَ، فَقُوْلِيْ لَهُ: فَلْيَقُلْ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟

"সে অনুমতি চাওয়ার আদবকায়দা জানে না, তুমি তার কাছে গিয়ে[২] তাকে এভাবে বলতে বলো—'আস-সালামু আলাইকুম! আমি কি আসতে পারি?' "

নবি ﷺ-এর এ কথা শুনে আমি বলি—

"আস-সালামু আলাইকুম! আমি কি আসতে পারি?"

তিনি অনুমতি দিলে, আমি ভেতরে গিয়ে বলি—

"আপনি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আমাদের কাছে কী নিয়ে এসেছেন?"

নবি ﷺ বলেন,

لَمْ آتِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، أَتَيْتُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنْ تَدَعُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَأَنْ تُصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَأَنْ تَصُوْمُوْا مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا، وَأَنْ تَحُجُّوْا الْبَيْتَ، وَأَنْ تَأْخُذُوْا مِنْ أَمْوَالِ أَغْنِيَائِكُمْ فَتَرُدُّوْهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ

"আমি তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছি, তাতে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ; আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি (এসব বার্তা)—

» তোমরা একমাত্র আল্লাহর গোলামি করবে, যাঁর কোনও অংশীদার নেই;
» লাত ও উয্যাকে[৩] ত্যাগ করবে;
» দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে;
» বছরে একমাস রোযা রাখবে;
» বাইতুল্লাহ'র হজ করবে; এবং
» তোমাদের ধনীদের সম্পদ থেকে (যাকাত) নিয়ে তোমাদের গরিবদের কাছে ফিরিয়ে দেবে।"

তিনি বলেন,

"এমন কোনও জ্ঞান বাকি আছে কি, যা আপনি জানেন না?"

নবি ﷺ বলেন,

---

[১] 'নবি ﷺ একটি ঘরের ভেতর থাকাকালে বানূ আমিরের একব্যক্তি অনুমতি চেয়ে বলেন—' (আবূ দাঊদ ৫১৭৭)।

[২] فَعَلِّمْهُ الْاِسْتِئْذَانَ "তাকে অনুমতি চাওয়ার নিয়ম শিখিয়ে দাও" (আবূ দাঊদ ৫১৭৭)।

[৩] জাহিলি আরবদের দুই দেবতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قَدْ عَلِمَ اللهُ خَيْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ الْخَمْسَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"কল্যাণময় জ্ঞানের অধিকারী হলেন আল্লাহ। যেসব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে নেই, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে এ পাঁচটি বিষয়:

» 'আল্লাহর কাছেই আছে (কিয়ামাতের) চূড়ান্ত সময়ক্ষণের জ্ঞান;

» তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন;

» তিনি জানেন মাতৃগর্ভে কী আছে;

» কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে; এবং

» কোনও ব্যক্তির জানা নেই তার মৃত্যু হবে কোন জমিনে।

আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।' (সূরা লুকমান ৩১:৩৪)" '

আহমাদ ৫/৩৬৮–৩৬৯ (২৩১২৭), বর্ণনাকারীদের সকলেই বিশ্বস্ত ইমাম (হাইসামি); বুখারি, মুফরাদ ১০৮৪; আবু দাউদ ৫১৭৭, ৫১৭৮, ৫১৭৯; নাসাঈ, কুবরা ১০০৭৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪২–৪৩ (১২১)।

উমর ﵁-এর জবাবে ঈমানের বিভিন্ন দিক

[১৩.] ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ উমর ﵁-এর কাছে আসেন। তাঁর পাশে ছিল কয়েকজন সাহাবি। তখন নবি ﷺ বলেন,

أَمُؤْمِنُوْنَ أَنْتُمْ

"তোমরা কি মুমিন?"

তারা চুপ করে থাকেন। তিনবার এরূপ ঘটে। শেষের বার উমর ﵁ বলেন, "হ্যাঁ![১]

» আপনি আমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন আমরা তা সত্য বলে মানি,

» প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রশংসা করি,

» বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধরি,[২] এবং

» আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিই।"

জবাব শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مُؤْمِنُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

---

[১] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, وَمَا ذَاكَ "কীসের ভিত্তিতে (বলছো)?" উমর ﵁ বলেন ...' (তাবারানি, কবীর ১১/১৫০ (১১৩৩১))।

[২] "আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখি" (তাবারানি, কবীর ১১/১৫৩ (১১৩৩৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"কা'বার মালিকের শপথ! (তোমরা) মুমিন!" '

তাবারানি, আওসাত ৬/৪৬৭ (৯৪২৭), ইবনু হিব্বানের মতে বর্ণনাকারী ইউসুফ ইবনু মাইমুন 'বিশ্বস্ত', অধিকাংশের মতে 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ১১/১৫৩ (১১৩৩৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৪–৫৫ (১৭২)।

দিমাম ইবনু সা'লাবা ﵁-এর প্রশ্নে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়

[১৪.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, 'আমরা নবি ﷺ-এর সঙ্গে মাসজিদে বসে আছি, এমন-সময় একব্যক্তি উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে মাসজিদে ঢুকে। এরপর উষ্ট্রীটিকে বসিয়ে এর সামনের পা বেঁধে দেয়। তারপর সাহাবিদের জিজ্ঞেস করে, "আপনাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে[১]?" নবি ﷺ তখন তাদের মাঝখানে ডান হাতের কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বসে আছেন। আমরা বলি, "ডান হাতের কনুইয়ের ওপর ভর-দেওয়া এ ফর্সা ব্যক্তিই (হলেন মুহাম্মাদ ﷺ)।"

তখন লোকটি নবি ﷺ-কে বলে, "আবদুল মুত্তালিবের সন্তান!"

নবি ﷺ বলেন, قَدْ أَجَبْتُكَ "আমি তোমার কথার জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।"

লোকটি নবি ﷺ-কে বলে, "[২]আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব; প্রশ্নগুলো হবে কিছুটা রুক্ষ ও কর্কশ, (দয়া করে) আমার ওপর রাগ করবেন না!"

নবি ﷺ বলেন, سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ "তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করো।"

লোকটি বলে, "আমি আপনাকে আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি—আল্লাহ কি আপনাকে সকল মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন?"

নবি ﷺ বলেন, اَللّٰهُمَّ نَعَمْ "অবশ্যই!"

লোকটি জিজ্ঞেস করে, "আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি—আল্লাহ কি আপনাকে দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন?"

নবি ﷺ বলেন, اَللّٰهُمَّ نَعَمْ "নিশ্চয়ই!"

লোকটি জিজ্ঞেস করে, "আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি—আল্লাহ কি আপনাকে বছরের[৩] এ (রমজান) মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন?"

নবি ﷺ বলেন, اَللّٰهُمَّ نَعَمْ "অবশ্যই!"

লোকটি জিজ্ঞেস করে, "আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি—আল্লাহ কি আমাদের ধনীদের কাছ থেকে এ সদাকা (যাকাত) আদায় করে, আমাদের গরিবদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন?"

---

[১] "যিনি আল্লাহর দূত" (আহমাদ ১২৭১৯)।

[২] "মুহাম্মাদ!" (আহমাদ ১২৭১৯)।

[৩] "বারো মাসের মধ্যে" (নাসাঈ ২০৯৪)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবি ﷺ বলেন, اَللّٰهُمَّ نَعَمْ "নিঃসন্দেহে!"

তখন লোকটি বলে,

"আপনি যা নিয়ে এসেছেন, আমি তা সত্য হিসেবে মেনে নিলাম[১]। আমি হলাম আমার গোত্রের দূত, যারা আমার পেছনে রয়েছে। আমি দিমাম ইবনু সা'লাবা—বানূ সাদ ইবনি বকর গোত্রের এক ভাই।" '

বুখারি ৬৩; আহমাদ ৩/১৬৮ (১২৭১৯); আবূ দাউদ ৪৮৬; আবূ আওয়ানা, মুসনাদ ১/২–৩; ইবনু মান্দাহ, ঈমান ১২৯; তিরমিযি ৬১৯; নাসাঈ ২০৯২, ২০৯৩, ২০৯৪; নাসাঈ, কুবরা ২৪১৩, ২৪১৪, ২৪১৫; তায়ালিসি ২৪৪৯; বাযযার ১৫/১৮২ (৮৫৫৫); জামিউল উসূল ৪ (১ম বর্ণনা), ৬; জামউল ফাওয়াইদ ৪৫।

নবি ﷺ-এর সঙ্গে এক বেদুইনের প্রশ্নোত্তরে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়

[১৫.] আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে (বিনা প্রয়োজনে) কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করতে কুরআনে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল।[২] তাই কোনও বুদ্ধিমান বেদুইন এসে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলে, আমরা মুগ্ধ হয়ে তা শুনতাম।[৩]

একবার এক বেদুইন এসে[৪] বলে, "মুহাম্মাদ! আপনার দূত এসে আমাদের বলল—আপনার দাবি, আল্লাহ আপনাকে বার্তাবাহক নিযুক্ত করেছেন।"

নবি ﷺ বলেন, صَدَقَ "সে সত্য বলেছে।"

বেদুইন জানতে চায়, "তাহলে আকাশ সৃষ্টি করেছেন কে?"

নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ।"

সে জিজ্ঞেস করে, "পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?"

নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ।"

সে প্রশ্ন করে, "এ পাহাড়গুলো কে স্থাপন করেছেন এবং এর ভেতরের বিষয়গুলো কে সৃষ্টি

---

[১] "এবং (তা) সত্যায়ন করলাম" (নাসাঈ ২০৯৪)।

[২] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ "যারা ঈমান এনেছ! এমনসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দিলে তোমাদের খারাপ লাগবে। আর কুরআন নাযিলের যুগে যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো, তা হলে তোমাদের সামনে সেগুলো প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। তোমাদের আগের লোকজন সেসব জানতে চেয়েছিল; এরপর তারা সেসব বিষয়ে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে।" (সূরা আল-মাইদাহ ৫:১০১–১০২)।

[৩] 'আমরা মন থেকে চাইতাম, আমরা যখন নবি ﷺ-এর কাছে থাকি তখন যেন কোনও বুদ্ধিমান বেদুইন এসে তাঁকে প্রশ্ন করে' (তিরমিযি ৬১৯)।

[৪] 'নবি ﷺ-এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে' (তিরমিযি ৬১৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন?"

নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ।"

[১]তখন সে বলে, "তাহলে যিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন,[২] পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন[৩] এবং এ পাহাড়গুলো স্থাপন করেছেন,[৪] তাঁর কসম (দিয়ে জিজ্ঞেস করছি)—আল্লাহ কি আপনাকে বার্তাবাহক নিযুক্ত করেছেন?"

নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ!"

সে বলে, "আপনার দূত বলল, দিন-রাতে আমাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ।"

নবি ﷺ বলেন, صَدَقَ "সে সত্য বলেছে।"

সে বলে, "শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে বার্তাবাহক নিযুক্ত করেছেন, আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?"

নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ!"

সে বলে, "আপনার দূত বলল, আমাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ।"

নবি ﷺ বলেন, صَدَقَ "সে সত্য বলেছে।"

সে বলে, "শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে বার্তাবাহক নিযুক্ত করেছেন, আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?"

নবি ﷺ বলেন, "হ্যাঁ!"

সে বলে, "আপনার দূত বলল, আমাদের [৫]বছরে রমজান মাসে রোযা রাখা আমাদের ওপর ফরজ।"

নবি ﷺ বলেন, صَدَقَ "সে সত্য বলেছে।"

সে বলে, "শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে বার্তাবাহক নিযুক্ত করেছেন, আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?"

নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ!"

সে বলে, "আপনার দূত বলল, আমাদের মধ্যে যারা (কাবা)ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের ওপর হজ ফরজ।"

---

[১] 'সে প্রশ্ন করে, "এর মধ্যে রকমারি কল্যাণ কে সৃষ্টি করেছেন?" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ।" ' (নাসাঈ ২০৯১)।
[২] 'আকাশকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছেন' (তিরমিযি ৬১৯)।
[৩] 'পৃথিবীকে সমতল করে দিয়েছেন' (তিরমিযি ৬১৯)।
[৪] "এবং এর মধ্যে রকমারি কল্যাণ সৃষ্টি করেছেন" (নাসাঈ ২০৯১)।
[৫] "প্রত্যেক" (নাসাঈ ২০৯১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবি ﷺ বলেন, صَدَقَ "সে সত্য বলেছে।"

এরপর সে চলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিয়ে বলে,

"শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন! আমি এগুলোর ওপর কিছু বাড়াব না, এখান থেকে কমাবও না।"

[1]তখন নবি ﷺ বলেন,

لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ

"যদি সে সত্য বলে থাকে, তাহলে সে নিশ্চিত জান্নাতে যাবে।" '

মুসলিম ১০২/১০ (১২), ১০৩/১১ (...); বুখারি ৬৩; আবূ দাউদ ৪৮৬; তিরমিযি ৬১৯; নাসায়ি ২০৯১; নাসায়ি, কুবরা ২৪১২; ইবনু মাজাহ্ ১৪০২; আহমাদ ৩/১৪৩ (১২৪৫৭), ৩/১৯৩ (১৩০১১); দারিমি ৬৬৮, ৬৬৯; জামিউল উসূল ৪ (২য় বর্ণনা); জামউল ফাওয়াইদ ৪৬, ৪৭।

নবি ﷺ-এর সঙ্গে দিমাম ইবনু সা'লাবা ﵁-এর আরেকটি প্রশ্নোত্তর-পর্ব

[১৬.] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'বানূ সা'দ ইবনি বকর গোত্র দিমাম ইবনু সা'লাবাকে (তাদের) প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে পাঠায়। সে এসে মাসজিদের দরজার সামনে তার বাহনটিকে বসিয়ে এর সামনের পা বেঁধে ফেলে। এরপর মাসজিদে ঢুকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন তাঁর সাহাবিদের মধ্যে বসে আছেন। দিমাম ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ; ঘন চুল-ও দুই বিনুনি-বিশিষ্ট। সে এগিয়ে গিয়ে সাহাবিদের-মধ্যে-থাকা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, "তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান কে?" আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ "আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।"

সে বলে, "মুহাম্মাদ?"

নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ!"

এরপর সে বলে, "আবদুল মুত্তালিবের সন্তান! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব; প্রশ্নগুলো হবে কর্কশ ও রুক্ষ, সুতরাং কিছু মনে করবেন না।"

নবি ﷺ বলেন, لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي فَسَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ "আমি কিছু মনে করব না, তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করো।"

সে বলে, "আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি আপনার ইলাহ্, আপনার আগের লোকদের ইলাহ্ এবং আপনার পরের লোকদের ইলাহ্—আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের কাছে বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়েছেন?"

নবি ﷺ বলেন, اَللّٰهُمَّ نَعَمْ "অবশ্যই।"

সে বলে,

"আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি আপনার ইলাহ্, আপনার আগের

[১] 'এ কথা বলে সে উঠে যায়' (তিরমিযি ৬১৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লোকদের ইলাহ্ এবং আপনার পরের লোকদের ইলাহ্—আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের এ নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন যে,

» আমরা কেবল তাঁরই গোলামি করব,

» তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করব না এবং

» আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁর সঙ্গে অন্যান্য যেসব শরীকের গোলামি করত, আমরা সেগুলো পরিত্যাগ করব?"

নবি ﷺ বলেন, اَللّٰهُمَّ نَعَمْ "অবশ্যই।"

সে বলে,

"আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি আপনার ইলাহ্, আপনার আগের লোকদের ইলাহ্ এবং আপনার পরের লোকদের ইলাহ্—আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমরা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি?"

নবি ﷺ বলেন, اَللّٰهُمَّ نَعَمْ "অবশ্যই।"

এরপর সে ইসলামের ফরজসমূহ একটি একটি করে উল্লেখ করতে থাকে: যাকাত, রোযা, হজ ও ইসলামের সকল বিধিবিধান। প্রত্যেকটি ফরজের ব্যাপারে সে নবি ﷺ-কে সেভাবে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেভাবে সে আগের বিষয়গুলোতে কসম দিয়েছে। পরিশেষে সে বলে ওঠে—

"তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।[১] আমি অচিরেই এসব ফরজ আদায় করব এবং আপনি আমাকে যা করতে নিষেধ করেছেন তা পরিহার করব; বেশিও করব না, কমও করব না।"

এরপর সে তার উটের কাছে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। তার চলে যাওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

"দুই বিনুনি-বিশিষ্ট লোকটি যদি সত্য বলে থাকে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে।"

সে তার উটের কাছে এসে এর বাঁধন খুলে দেয়। এরপর (তার গোত্রের উদ্দেশে) বেরিয়ে পড়ে। গোত্রের কাছে পৌঁছুলে, তারা তার কাছে এসে সমবেত হয়। এরপর সর্বপ্রথম সে যা বলে তা হলো, "লাত ও উয্যা[২] অত্যন্ত নিকৃষ্ট!" তারা বলে ওঠে, "দিমাম! থামো! কুষ্ঠরোগ ও গোদরোগকে ভয় করো; ভয় করো পাগল হয়ে যাওয়াকে!" সে বলে,

"ধুর! শপথ আল্লাহর, এরা না কোনও ক্ষতি করতে পারে, আর না কোনও উপকার। আল্লাহ

---

[১] وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا وُقِيَ حَرَّ النَّارِ "আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—যে-ব্যক্তি অন্তর থেকে এ কথা বলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের উত্তাপ থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।" (বাযযার (কাশফ) ১/১০ (১১); আবূ ইয়া'লা ১/১৯৯–২০০ (২৩০), ইসনাদটি দুর্বল)।

[২] তৎকালীন আরবের মুশরিকদের দুটি দেবতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁর কাছে এমন এক কিতাব নাযিল করেছেন, যা দিয়ে তিনি তোমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে চান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তোমাদের যা করার আদেশ দিয়েছেন ও যা করতে নিষেধ করেছেন, তাঁর নিকট থেকে সেসব নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি।"

শপথ আল্লাহর! ওইদিন সন্ধ্যা নামার আগেই তার জনপদের নারী-পুরুষ সকলেই মুসলিম হয়ে যায়। আমরা কোনও গোত্রের এমন কোনও প্রতিনিধির কথা শুনিনি, যে দিমাম ইবনু সা'লাবার চেয়ে উত্তম।'

আহমাদ ১/২৬৪–২৬৫ (২৩৮০) হাদীসটি হাসান (আরনাউত), ১/২৫০ (২২৫৪), ১/২৬৫ (২৩৮১); তাবারানি, কাবীর ৮/৩৬৪–৩৬৫ (৮১৪৯); দারিমি ৬৭০; আবূ দাউদ ৪৮৭; বাযযার (কাশফ) ১/১৩ (১১); আবূ ইয়া'লা ১/১৯৯–২০০ (২৩০); জামিউল উসূল ৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭ (১৪); জামউল ফাওয়াইদ ৪৮।

বাহ্য ইবনু হাকীমের দাদার প্রশ্নের জবাবে ইসলামের কিছু নিদর্শন

[১৭.] বাহ্য ইবনু হাকীম তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি বললাম,

"আল্লাহর নবি! আপনার কাছে আসার আগে, (আমার) হাতে যতগুলো আঙুল আছে ততবার শপথ নিয়েছিলাম—আপনার কাছেও আসব না, আপনার দ্বীনও মানব না! আমি এমন ব্যক্তি,[১] যে কিছুই বোঝে না, শুধু তাই বোঝে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শেখান। আমি আল্লাহ তাআলার সত্তার শপথ দিয়ে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি—আপনার রব আপনাকে কী দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন?"

নবি ﷺ বলেন, بِالْإِسْلَامِ "[২]ইসলাম দিয়ে।" আমি জিজ্ঞেস করি, "ইসলামের নিদর্শনগুলো কী?" নবি ﷺ বলেন,

أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ

"(ইসলামের নিদর্শনগুলো হলো)

» [৩]তুমি বলবে—আমি আমার নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছি এবং (আল্লাহ-বিরোধী সকল শক্তির সঙ্গে) আমার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি;

---

[১] "আমি এসেছি এমন এক ব্যক্তি হিসেবে ..." (আহমাদ ২০০৩৭)।

[২] "আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন ..." (আহমাদ ২০০১১)।

[৩] أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلّٰهِ، وَأَنْ تُوَجِّهَ وَجْهَكَ لِلّٰهِ "তোমার অন্তরকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে, তোমার চেহারাকে একমাত্র আল্লাহমুখী রাখবে" (ইবনু হিব্বান ১৬০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» তারপর [১]নামাজ কায়েম রাখবে;

» [২]যাকাত আদায় করবে;

» (আর মনে রাখবে—) প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের নিকট পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, তারা পরস্পরের সহযোগী দু' ভাই;

» কোনও মুশরিক যদি ইসলাম গ্রহণ করে,[৩] তা হলে আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনও কাজ[৪] গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ-না[৫] সে মুশরিকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিমদের সঙ্গে যুক্ত হয়[৬]।" '

নাসাঈ ২৫৬৮, ২৪৩৬, হাসান; ইবনু মাজাহ্ ২৫৩৬; আহমাদ ৪/৪৪৬ (২০০১১ প্রথমাংশ); ৫/৪ (২০০৩৭ প্রথমাংশ); নাসাঈ, কুবরা ২২২৭, ২৩৬০; ইবনু হিব্বান ১/৩৭৬–৩৭৭ (১৬০); জামিউল উসূল ১৬; জামউল ফাওয়াইদ ৫৫।

ঈমানের নিদর্শন

[১৮.] আবূ উমামা ﷺ বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে, "গোনাহ কী?" নবি ﷺ বলেন,

إِذَا حَكَّ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ

"যখন কোনোকিছু তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে, (গোনাহ মনে করে) সেটি ছেড়ে দাও।"

সে বলে, "তা হলে ঈমান কী?" নবি ﷺ বলেন,

إِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

"যখন

» তোমার খারাপ কাজ তোমার কাছে খারাপ লাগে, আর

» তোমার ভালো কাজ তোমাকে মুগ্ধ করে,

তখন তুমি মুমিন[৭]।" '

---

[১] الْمَكْتُوبَةَ "ফরজ" (ইবনু হিব্বান ১৬০)।

[২] الْمَفْرُوضَةَ "ফরজ" (ইবনু হিব্বান ১৬০)।

[৩] مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ "কোনও মুশরিক যদি ইসলাম গ্রহণের পর শির্কে লিপ্ত হয়" (ইবনু মাজাহ ২৫৩৬)।

[৪] تَوْبَةً "তাওবা বা ফিরে আসা" (ইবনু হিব্বান ১৬০)।

[৫] নাসাঈ'র মূলপাঠে أَوْ শব্দ থাকলেও, ইবনু মাজাহ্'র পাঠে حَتَّى শব্দ রয়েছে, যার অর্থ 'যতক্ষণ-না'।

[৬] لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ "যে-ব্যক্তি ইসলামে আসার পর শির্ক করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন না" (আহমাদ ২০০১১; ইবনু হিব্বান ১৬০)।

[৭] مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَكَرِهَهَا حِينَ يَعْمَلُ وَعَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ "যে-ব্যক্তি কোনও খারাপ কাজ করে এবং তা করার সময় অপছন্দ করে, আর কোনও ভালো কাজ করে খুশি হয়—সে মুমিন" (হাকিম ১/১৩ (৩২), ১/৫৪ (১৭৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহমাদ ৫/২৫১ (২২১৫৯) সহীহ (আরনাউত), ১/১৮ (১১৪, শেষ বাক্য), ৪/৩৯৮ (১৯৫৬৫), ৫/২৫২ (২২১৬৫), ৫/২৫৫–২৫৬ (২২১৯৯); আবদুর রায্যাক ১১/১২৬ (২০১০৪); বাযযার (কাশফ) ১/৫৯ (৭৯); ইবনু মানদাহ ১০৮৭ (শেষ বাক্য), ১০৮৮, ১০৮৯; তাবারানি, কাবীর ৮/১৩৮ (৭৫৪০); তাবারানি, আওসাত ১/৪৫১ (১৬৫৯, শেষ বাক্য), ৫/৩২১ (৭৪৭৪); ইবনু হিব্বান ১/৪০২ (১৭৬); হাকিম ১/১৩–১৪ (৩২), ১/১৪ (৩৩), ১/১৪ (৩৪), ১/১৪ (৩৫), ১/৫৪ (১৭৭), ২/১৩ (২১৭১); বাইহাকি, শুআব ৫/৩৭১ (৬৯৮৯), ৫/৩৭১ (৬৯৯০), ৫/৩৭১ (৬৯৯১), ৫/৩৭১–৩৭২ (৬৯৯৩); আবদ ইবনু হুমাইদ ৫৫৯; মুসনাদুশ শিহাব ১/২৪৮ (৪০০), ১/২৪৮–২৪৯ (৪০১), ১/২৪৯ (৪০২), ১/২৪৯ (৪০৩), ১/২৪৯–২৫০ (৪০৪, শেষ বাক্য); কানযুল উম্মাল ১/১৪৪ (৭০০), ১/১৬১ (৮০৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৬ (২৮৭, ২৮৮, ২৮৯); জামিউল ফাওয়াইদ ৫৮।

[১৯.] আয়িশা ﵂ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَإِذَا أَسَاؤُوْا اسْتَغْفَرُوْا

"হে আল্লাহ! আমাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করো—যারা ভালো কাজ করলে খুশি হয় আর খারাপ কাজ করলে মাফ চায়।" '

বাইহাকি, শুআবুল ঈমান ৫/৩৭১ (৬৯৯২)।

ইসলামের কিছু চিহ্ন ও নিদর্শন

[২০.] আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوًى وَعَلَامَاتٍ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، وَرَأْسُهُ وَجِمَاعُهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَتَمَامُ الْوُضُوْءِ

"রাস্তায় যেমন বাতিঘর (lighthouse) থাকে, তেমনিভাবে ইসলামেরও কিছু পথনির্দেশক চিহ্ন (signpost) ও নিদর্শন আছে; এর চূড়া ও সমষ্টি হলো—

» এ-মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল;

» নামাজ কায়েম করা;

» যাকাত আদায় করা; ও

» পরিপূর্ণভাবে ওজু করা।" '

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১১২, সনদের ব্যাপারে হাইসামি কোনও মন্তব্য করেননি; হাকিম ১/২০–২১ (৫২), সহীহ; হিলইয়া ৫/২১৭–২১৮; কানযুল উম্মাল ১/২৭ (২০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৮ (১১২)।

[২১.] ইবনু উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

خَمْسٌ مِنَ الْإِيْمَانِ، مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَلَا إِيْمَانَ لَهُ: التَّسْلِيْمُ لِأَمْرِ اللهِ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ، وَالتَّفْوِيْضُ إِلَى أَمْرِ اللهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى

"পাঁচটি বিষয় ঈমানের অন্তর্ভুক্ত; যার মধ্যে এসবের কোনোটি নেই, তার ঈমান নেই:

» আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করা;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা;
» আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে সবকিছু ন্যস্ত করা;
» আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা; এবং
» মুসিবতে পড়া মাত্রই ধৈর্যধারণ করা।"

وَلَمْ يَطْعَمِ امْرُؤٌ حَقِيقَةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

"কোনও ব্যক্তি ইসলামের আসল প্রকৃতির স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ-না তার কাছে লোকজন নিজেদের জানমালের ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করে।"

তখন একজন বলল, "আল্লাহর রাসূল! ঈমানের কোন কাজটি সর্বোত্তম।" নবি ﷺ বলেন—

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"যার জিহ্বা ও হাত(-এর অনিষ্ট) থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।"

عَلَامَاتٌ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحُكْمُ بِكِتَابِ اللهِ، وَطَاعَةُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَالتَّسْلِيمُ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ

"রাস্তার বাতিঘর (lighthouse)-এর মতো (ইসলামের) কিছু চিহ্ন আছে:
» এ-মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;
» নামাজ কায়েম রাখা;
» যাকাত আদায় করা;
» আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করা;
» উম্মি (লেখাপড়ার-সঙ্গে-সম্পর্কহীন জাতির) নবির আনুগত্য করা; এবং
» আদম-সন্তানদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের সালাম দেওয়া।" '

বাযযার ১২/১৫-১৬ (৫৩৮০), বর্ণনাসূত্রে সাঈদ ইবনু সিনান রয়েছেন যাকে দিয়ে প্রমাণ পেশ করা হয় না (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ১/২৫ (২৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৬ (১৮৩); কানযুল উম্মাল ১/৩৭ (৬৮)।

আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল ও ইসলামকে দ্বীন মানার নাম ঈমান

[২২] ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يَقُولَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

"ঈমানের ব্যাপারে একজন ব্যক্তির এ কথাই যথেষ্ট—
» আল্লাহকে রব,
» মুহাম্মাদ ﷺ-কে (আল্লাহর) রাসূল ও
» ইসলামকে জীবনব্যবস্থা
হিসেবে মেনে আমি সন্তুষ্ট।" '

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাবারানি, আওসাত ৫/৩২১ (৭৪৭২), মুহাম্মাদ ইবনু উমাইরকে ইবনু হিব্বান বিশ্বস্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/২৫ (৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৩ (১৬৩)।

স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা চাই

[২৩.] উবাদা ইবনুস সামিত ﵁ বলেন, 'একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "আল্লাহর নবি! কোন কাজটি সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বলেন—

الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَتَصْدِيقٌ بِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ

"আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, (কাজের মাধ্যমে) এর সত্যতার প্রমাণ দেওয়া ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা[১]।"

লোকটি বলে, "আল্লাহর রাসূল! আমি এর চেয়ে সহজ কিছু চাচ্ছি!" নবি ﷺ বলেন—

السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ

"উদারতা ও ধৈর্য।"

লোকটি বলে, "আল্লাহর রাসূল! আমি এর চেয়ে সহজ কিছু চাচ্ছি!" নবি ﷺ বলেন—

لَا تَتَّهِمِ اللهَ فِي شَيْءٍ قَضَى لَكَ بِهِ

"আল্লাহ তোমার জন্য যে ফায়সালা করেন, সে-ব্যাপারে আল্লাহকে দোষারোপ কোরো না।" '

আহমাদ ৫/৩১৮-৩১৯ (২২৭১৭), বর্ণনাসূত্রে ইবনু লাহীআ আছেন (হাইসামি), হাসান লিশ শাওয়াহিদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে (আরনাউত); ইতহাফুল খিয়ারা ১/৪৭ (১), ১/৪৭-৪৮ (২); কানযুল উম্মাল ৫/৭১২ (৮৫৪০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৯ (২০২)।

[২৪.] আমর ইবনুল আস ﵁ বলেন, 'একব্যক্তি বলল, "আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি সর্বোত্তম?" তিনি বলেন—

إِيمَانٌ بِاللهِ، وَتَصْدِيقٌ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ

"আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, (কাজের মাধ্যমে একে) সত্যে পরিণত করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও নিষ্কলুষ হজ আদায় করা।"

লোকটি বলল, "আল্লাহর রাসূল! আপনি তো অনেক কাজের কথা বললেন!" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

فَلِينُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ الطَّعَامِ، وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

"তা হলে (এসব গুণ অর্জন করো—) কোমল কথা, খাবার বিতরণ, উদারতা ও সুন্দর আচরণ।"

লোকটি বলল, "আমি মাত্র একটি কথা চাচ্ছি।" আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বলেন—

---

[১] وَحَجٌّ مَبْرُورٌ "এবং কলুষমুক্ত হজ আদায় করা" (ইতহাফুল খিয়ারা ১/৪৭-৪৮ (২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اِذْهَبْ فَلَا تَتَّهِمِ اللهَ عَلَى نَفْسِكَ

"যাও, (আল্লাহর কোনও ফায়সালা) তোমার স্বার্থের বিপরীতে গেলে আল্লাহকে দোষারোপ কোরো না।" '

আহমাদ ৪/২০৪ (১৭৮১৪), বর্ণনাকারী রিশদীন ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি), হাসান লিশ শাওয়াহিদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে (আরনাউত); মাজমাউয যাওইয়াইদ ১/৫৯-৬০ (২০৩)।

সর্বোত্তম ঈমান হলো—আমি যেখানেই থাকি, আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন

[২৫.] উবাদা ইবনুস সামিত ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ أَفْضَلَ الْإِيْمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ

"তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন—এটি জানা থাকা হলো সর্বোত্তম ঈমান।" '

তাবারানি, আওসাত ৬/২৮৭ (৮৭৯৬), ইসনাদটি হাসান (দারানি); তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ২০৫; কানযুল উম্মাল ১/১৬৭ (১৩৩৯, ১৩৪০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬০ (২০৫)।

প্রশ্নের মুখোমুখি হলে ঈমানের ব্যাপারে নিঃসংশয় থাকা চাই

[২৬.] আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ আনসারি ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ: أَمُؤْمِنٌ ؟ فَلَا يَشُكَّ

"তোমাদের কাউকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি কি মুমিন?', তখন সে যেন (তার ঈমানের ব্যাপারে) কোনও সংশয়ে না ভোগে।" '

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১৭৩; নাসাঈ ও আবু হাতিমের মতে বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু বাদীল 'বিশ্বস্ত', অন্যদের মতে দুর্বল (হাইসামি); হিলইয়া ৭/২৩৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৫ (১৭৩)।

প্রশ্নের মুখোমুখি না হলে নিজেকে 'মুমিন' বলে পরিচয় দেওয়া অনুচিত

[২৭.] আলকামা বলেন, 'একব্যক্তি আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) ﵁-এর কাছে বলে, "আমি মুমিন।" তখন আবদুল্লাহ বলেন, "(ঈমানের ব্যাপারে এত নিশ্চিত হলে, এটাও) বলে দাও—'আমি জান্নাতী'! কিন্তু আমরা (এভাবে) বলি—'আমরা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি'।" '

তাবারানি, কাবীর ৯/১৭৩ (৮৭৯২), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৫ (১৭৪)।

ফেরেশতাদের ঈমানের সঙ্গে নিজের ঈমানের তুলনা করা অনুচিত

[২৮.] আয়িশা ﵂ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ (কখনও) এমন কথা বলতেন না যে, অমুক ব্যক্তি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিবরীল ও মীকাঈল ﷺ-এর ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত[১]।'

তাবারানি, আওসাত ৫/৪৬ (৬৫৩৮), বর্ণনাসূত্রের হাসান ইবনু আবী জাফর পরিত্যাজ্য ও অপ্রামাণ্য (হাইসামি); তাবারি, তাহযীবুল আসার ২/৬৮১–৬৮২ (১০২৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৪ (২২৯)।

রাগ, সন্তুষ্টি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে ঈমানের দাবি

[২৯.] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْإِيمَانِ : مَنْ إِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِي بَاطِلٍ ، وَمَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ ، وَمَنْ إِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ

"তিনটি বিষয় ঈমানের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত:

» রাগান্বিত হলে, তার রাগ তাকে অন্যায়ের সীমানায় প্রবেশ করায় না;

» সন্তুষ্ট হলে, তার সন্তুষ্টি তাকে সত্য থেকে বের করে দেয় না; আর

» ক্ষমতা পেলে, যা তার প্রাপ্য নয় তা সে নেয় না।" '

তাবারানি, সগীর ১৬৪, ইসনাদটি ভীষণ ত্রুটিযুক্ত (দারানি), মুসনাদুল ফিরদাউস ২/৮৭ (২৪৬৬); কানযুল উম্মাল ১৫/৮১১ (৪৩২২৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৮–৫৯ (১৯৮)।

---

[১] 'আমার ঈমান জিবরীল ও মীকাইল ﷺ-এর ঈমানের মতো' (তাবারি, তাহযীব ২/৬৮১–৬৮২ (১০২৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমানের মহত্ত্ব

ঈমান ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না

[৩০.] আবুয যুবাইর ﷺ বলেন, '(যুদ্ধে) একব্যক্তি নিহত হওয়ার পর, তার প্রসঙ্গে সুহাইম ﷺ যে ঘোষণা শুনিয়েছিলেন—সে-সম্পর্কে আমি জাবির ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, "আমরা হুনাইনে থাকাকালে নবি ﷺ সুহাইম ﷺ-কে লোকজনের মধ্যে এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যে—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ

'মুমিন ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না।'

কেউ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল, (অথবা) তিনি কাউকে হত্যা করেছিলেন—মর্মে আমার জানা নেই।'

আহমাদ ৩/৩৪৯ (১৪৭৬৪), ইসনাদটি হাসান (হাইসামি), ৩/৩৪৯ (১৪৭৬৩); উসদুল গবাহ্ ২/৩২৭; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৩ (১৬৪)।

সরিষার দানা বা অণু পরিমাণ ঈমান থাকলেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে

[৩১.] আবূ সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ[১] ঈমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।"

আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, 'কারও সন্দেহ হলে, সে যেন পাঠ করে—

إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

'আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না।' (সূরা আন-নিসা ৪:৪০)'

তিরমিযি ২৫৯৮, হাসান সহীহ; আহমাদ ৩/১৬–১৭ (১১১২৭, মাঝখানের অংশবিশেষ), ৩/৯৪ (১১৮৯৮, মাঝখানের অংশবিশেষ); বুখারি ৭৪৩৯ (দীর্ঘ বিবরণীর অংশবিশেষ); মুসলিম ৪৫৪/৩০২ (১৮৩, দীর্ঘ বিবরণীর অংশবিশেষ); জামেউল ফাওয়াইদ ৫।

[৩২.] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন—

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ

"যে-ব্যক্তি বলে 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই' এবং তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ

---

[১] مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ "সরিষার দানা পরিমাণ" (আহমাদ ৩/১৬–১৭ (১১১২৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কল্যাণ[১] থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে[২];
[৩]যে-ব্যক্তি বলে 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই' এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ কল্যাণ থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে; আর
[৪]যে-ব্যক্তি বলে 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই' এবং তার অন্তরে একটি অণু[৫] পরিমাণ কল্যাণ থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে[৬]।"[৭]

বুখারি ৪৪, ৪৪ (বর্ধিত অংশ); মুসলিম ৪৭৮/৩২৫ (...); আহমাদ ৩/১১৬ (১২১৫৩, শোবাহ্‌ে), ৩/১৭৩ (১২৭৭২), ৩/২৭৬ (১৩৯২৮), ৩/২৭৬ (১৩৯২৯); ইবনু আবী শাইবা ১১/৩০–৩১ (৩১০২৪); ইবনু হিব্বান ১৬/৫২৮–৫২৯ (৭৪৮৪); ইবনু খুযাইমা, আত-তাওহীদ ২/৭০০ (৪৪৫), ২/৭০০ (৪৪৬), ২/৭০১ (৪৪৭), ২/৭০২ (৪৪৭); তায়ালিসি ২০৭৮; তিরমিযি ২৫৯৩; ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২; আবূ ইয়া'লা ৫/২৭০ (২৮৮৯), ৫/৩০৫ (২৯২৭), ৫/৩৩১ (২৯৫৫), ৫/৩৩২ (২৯৫৬), ৫/৩৩২ (২৯৫৭), ৫/৩৪৩ (২৯৭৭), ৫/৩৫০–৩৫১ (২৯৯৩), ৬/৩০–৩১ (৩২৭৩); ইবনু মানদাহ্, আল-ঈমান ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২।

[৩৩.] আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً؟

"জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর[৮] আল্লাহ তাআলা বলবেন, '[৯]যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে (জাহান্নাম থেকে) বের করো।' তখন

---

[১] مِنْ إِيمَانٍ "ঈমান" (বুখারি ৪৪ (বর্ধিত অংশ))।

[২] أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ "আল্লাহ তাআলা বলবেন, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো" (আহমাদ ৩/২৭৬ (১৩৯২৮))।

[৩] 'নবি ﷺ দ্বিতীয়বার বলেন' (ইবনু আবী শাইবা ১১/৩০–৩১ (৩১০২৪)); ثُمَّ "তারপর" (মুসলিম ৪৭৮/৩২৫ (...))।

[৪] ثُمَّ "তারপর" (মুসলিম ৪৭৮/৩২৫ (...))।

[৫] ذُرَةً "একটি ভুট্টা" (তায়ালিসি ২০৭৮)।

[৬] أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً "যে-ব্যক্তি বলেছে 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই' এবং তার অন্তরে একটি ক্ষুদ্র কীট পরিমাণ কল্যাণ ছিল, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো" (আহমাদ ৩/২৭৬ (১৩৯২৯))।

[৭] (বর্ণনাকারী) সাঈদকে বলা হলো, "আবুন নাদর! এদের কি জাহান্নামে ঢুকানোর পর বের করা হবে?" তিনি বলেন, "তোমরা কি আরব নও? ঢুকার পরই তো বের হওয়ার প্রশ্ন আসে, নাকি?" (আবূ ইয়া'লা ৫/৩৫০–৩৫১ (২৯৯৩))।

[৮] يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ "যারা জান্নাতের উপযুক্ত আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন—আল্লাহ যাকে চাইবেন তাকে নিজ অনুগ্রহের ভিত্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর যারা জাহান্নামের উপযুক্ত তিনি তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তারপর" (মুসলিম ৪৫৭/৩০৪ (১৮৪))।

[৯] انْظُرُوا "দেখো," (মুসলিম ৪৫৭/৩০৪ (১৮৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের বের করা হবে। ইতোমধ্যে তারা কালো হয়ে যাওয়ায়[১], তাদেরকে নাহরুল হায়াত বা জীবন-নদীতে ফেলা হবে। এরপর তারা গজিয়ে ওঠবে, ঠিক যেভাবে প্রবল স্রোতধারার পাশে[২] শস্যদানা থেকে চারা[৩] গজায়। তুমি কি দেখনি, সেগুলো কেমন হলুদ রঙ ও প্যাঁচানো অবস্থা নিয়ে বেরিয়ে আসে?" '

বুখারি ২২, ৬৫৬০; মুসলিম ৪৫৭/৩০৪ (১৮৪), ৪৫৮/৩০৫ (...); আহমাদ ৩/৫৬ (১১৫৩৩)।

জান্নাতে যেতে হলে যেসব বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি

[৩৪.] উবাদাহ্[৪] ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

مَـنْ شَـهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْـدَهُ لَا شَرِيـكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَنَّ عِيـسَى عَبْـدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ وَكَلِمَتُـهُ أَلْقَاهَـا إِلَى مَرْيَـمَ وَرُوحٌ مِنْـهُ، وَالْجَنَّـةُ حَـقٌّ وَالنَّـارُ حَـقٌّ، أَدْخَلَـهُ اللهُ الْجَنَّـةَ عَلَى مَـا كَانَ مِـنَ الْعَمَـلِ

"যে-ব্যক্তি [৫]সাক্ষ্য দেয়—[৬]

» আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই;

» মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল[৭];

» ঈসা ﷺ আল্লাহর বান্দা,[৮] রাসূল, তাঁর ওয়াদা বা কথার বাস্তবায়ন[৯]—যা তিনি তা মারইয়াম ﷺ-কে দিয়েছিলেন—ও তাঁর তরফ থেকে একটি রূহ;

» জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য,

---

[১] قَدِ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا "পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়ায়" (বুখারি ৬৫৬০)।

[২] فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "প্লাবনবাহিত পলিমাটিতে" (বুখারি ৬৫৬০); حَمِيئَةٍ "উষ্ণ জায়গায়" (মুসলিম ৪৫৭/৩০৪ (১৮৪))।

[৩] الْغُثَاءَةُ "ফেনা" (মুসলিম ৪৫৭/৩০৪ (১৮৪))।

[৪] ইবনুস সামিত (মুসলিম ১৪০/৪৬ (২৮)।

[৫] أَطَاعَ بِهَا قَلْبُهُ، وَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ "অনুগত অন্তর ও বিনয়ী মুখে" (তাবরানি, আওসাত, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৪)।

[৬] مَنْ قَالَ أَشْهَدُ "যে-ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—" (মুসলিম ১৪০/৪৬ (২৮))।

[৭] حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ "আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন" (তাবরানি, আওসাত, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৪)।

[৮] وَابْنُ أَمَتِهِ "ও তাঁর দাসীর ছেলে" (মুসলিম ১৪০/৪৬ (২৮))।

[৯] আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লামের মতে, বাক্যটি ছিল كُنْ "হও!", আর অমনি তিনি অস্তিত্ব লাভ করেছেন। (বুখারি, ৩৪৩৫ নং হাদীসের আগে)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা তাকে তার কর্মকাণ্ড অনুযায়ী[১] (উপযুক্ত) জান্নাতে[২] প্রবেশ করাবেন।"

বুখারি ৩৪৩৫; মুসলিম ১৪০/৪৬ (২৮), ১৪১ (...); আহমাদ ৫/৩১৩–৩১৪ (২২৬৭৫), ৫/৩১৪ (২২৬৭৬); তাবারানি, আওসাত, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২১ (৩৪), অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ বর্ণনাসূত্রের একজন ত্রুটিযুক্ত; কানযুল উম্মাল ১/৬১ (২০৭); জামউল ফাওয়াইদ ১–২।

যে-কয়টি হাদীসে আকীদার অনেকগুলো বিষয় একসঙ্গে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে উপরিউক্ত হাদীসটি অন্যতম। এখানে এমনকিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে, যার মানদণ্ডে বিচার করলে কোনও কাফির সম্প্রদায়ই টিকে না। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এসব মৌলিক বিষয়ে কোনো-না-কোনো গোমরাহি রয়েছে। (ইমাম নববি'র উদ্ধৃতি দিয়ে আসকালানি, ফাতহুল বারী ১০/২২২)।

---

[১] অথবা "তার আমল যা-ই হোক না কেন।" উভয় অর্থই সঠিক (ইবনু হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারী ১০/২২৩)।

[২] مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيُّهَا شَاءَ "জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে সে চাইবে" (বুখারি ৩৪৩৫-এর বর্ধিত অংশ)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দ্বারা কী বোঝায়?

জান্নাতে যেতে হলে সর্বপ্রথম সাক্ষ্য দিতে হবে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/ আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই। আরবিতে ‘ইলাহ্’ শব্দের প্রতিশব্দ ‘মা'বূদ’, অর্থাৎ যার ‘ইবাদাত’ করা হয়; আর ‘ইবাদাত’ মানে ‘দাসত্ব করা’, ‘নতিস্বীকার করা’, ‘বিনয় ও নম্রতা-সহ কারও আনুগত্য করা’;[১] এসব দিক বিবেচনায় ‘ইলাহ্’ শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—‘যার দাসত্ব করা হয়’, ‘নতশিরে যার আনুগত্য করা হয়।’ প্রখ্যাত ভাষাবিদ আবুল হাইসাম (মৃত্যু ২৭৬ হি.) বলেন,

> لَا يَكُونُ إِلٰهًا حَتّٰى يَكُونَ مَعْبُودًا وَحَتّٰى يَكُونَ لِعَابِدِهِ خَالِقًا وَرَازِقًا وَمُدَبِّرًا وَعَلَيْهِ مُقْتَدِرًا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ فَلَيْسَ بِإِلٰهٍ وَإِنْ عُبِدَ ظُلْمًا بَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ وَمُتَعَبَّدٌ
>
> “কেউ ইলাহ্ হতে পারে না, যতক্ষণ-না তার দাসত্ব করা হয় এবং যতক্ষণ-না তিনি তার দাসত্বকারীর স্রষ্টা, জীবনোপকরণদাতা, নিয়ন্ত্রক ও তার ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। যার মধ্যে এসব গুণ নেই, সে জুলুমের মাধ্যমে (অন্যদের) দাসত্ব লাভ করলেও সে কোনও ইলাহ্ নয়, বরং সে হলো একটি সৃষ্টজীব যার দাসত্ব স্বীকার করানো হচ্ছে।” (আবু মানসুর, তাহযীবুল লুগাহ, দারুল মারিফা, বৈরুত (১৪২২ হি.), ১/১১০)।
>
> كُلُّ مَا اتُّخِذَ مَعْبُودًا إِلٰهٌ عِنْدَ مُتَّخِذِهِ
>
> “যার দাসত্ব করা হয়, দাসত্বকারীর জন্য সে-ই ইলাহ্।” (ইবনু সীদা, আল-মুহকাম ওয়াল মুহীতুল আযম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (১৪২১ হি.), ৪/৩৫৮)।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/ আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই”-এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনু জারীর তাবারি বলেন—

> لَا رَبَّ لِلْعَالَمِينَ غَيْرُهُ وَلَا مُسْتَوْجِبَ عَلَى الْعِبَادِ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ فَهُمْ خَلْقُهُ وَالْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِهِمْ طَاعَتُهُ وَالْانْقِيَادُ لِأَمْرِهِ وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْآلِهَةِ وَهَجْرُ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ
>
> ‘তিনিই মহাবিশ্বের একমাত্র অধিপতি; তিনি ছাড়া মানুষের দাসত্ব-লাভের অধিকার আর কারও

---

[১] প্রাচীন যুগের মুফাস্সির ও আরবি-ভাষাবিদগণ ‘ইবাদাত’ শব্দের অর্থ লিখেছেন: ১. বিনম্র আনুগত্য (সমার্থ. الطَّاعَةُ مَعَ الْخُضُوعِ) (মাআনিল কুরআন (যাজ্জাজ), তাহযীব); বিনয় ও নম্রতা-সহ আনুগত্য (সমার্থ. الطَّاعَةُ مَعَ تَذَلُّلٍ وَخُضُوعٍ) (মাআনিল কুরআন (নাহ্হাস))। ২. আনুগত্য; মেনে চলা (সমার্থ. طَاعَةٌ) (সিহাহ, কামুস)। ৩. নতিস্বীকার; নির্দেশ বাস্তবায়ন; আনুগত্য; বিনয় (সমার্থ. اَلْخُضُوعُ ، الْاِنْقِيَادُ ، الطَّاعَةُ ، الذِّلَّةُ) (সালাবি, আল-কাশ্ফ ওয়াল বায়ান ১:১১৭)। ৪. আনুগত্যের মাধ্যমে বিনীত আত্মসমর্পণ করা (সমার্থ. الْاِسْتِكَانَةُ وَالْخُضُوعُ بِالطَّاعَةِ) (তাবারি, তাফসীর ১:২৭১)। ৫. আনুগত্যের ক্ষেত্রে কষ্ট বরদাশত করার জন্য সাধনা করা (সমার্থ. رِيَاضَةُ النَّفْسِ عَلَى حَمْلِ الْمَشَاقِّ فِي الطَّاعَةِ) (সালাবি, আল-কাশ্ফ ওয়াল বায়ান ১:১১৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেই; তাঁকে বাদে সবাই তাঁর সৃষ্টি; তাদের সকলের ওপর আবশ্যক হলো—তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা, তাঁকে ছাড়া অন্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ও ইলাহের দাসত্ব ত্যাগ করা এবং মূর্তি ও প্রতিমা বর্জন করা।' (তাবারি, তাফসীর ১/৮২৮)।

فَإِنَّهُ خَبَرٌ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَخْبَرَ عِبَادَهُ أَنَّ الْأُلُوهَةَ خَاصَّةٌ بِهِ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ وَأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ وَلَا تَجُوزُ إِلَّا لَهُ لِانْفِرَادِهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَتَوَحُّدِهِ بِالْأُلُوهِيَّةِ وَأَنَّ كُلَّ مَا دُونَهُ فَمِلْكُهُ وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ فَخَلْقُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي سُلْطَانِهِ وَمُلْكِهِ احْتِجَاجًا مِنْهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ إِذْ كَانَ كَذَلِكَ فَغَيْرُ جَائِزَةٍ لَهُمْ عِبَادَةُ غَيْرِهِ وَلَا إِشْرَاكُ أَحَدٍ مَعَهُ فِي سُلْطَانِهِ إِذْ كَانَ كُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ فَمِلْكُهُ وَكُلُّ مُعَظَّمٍ غَيْرِهِ فَخَلْقُهُ وَعَلَى الْمَمْلُوكِ إِفْرَادُ الطَّاعَةِ لِمَالِكِهِ وَصَرْفُ خِدْمَتِهِ إِلَى مَوْلَاهُ وَرَازِقِهِ ... مُقِيمًا عَلَى عِبَادَةِ وَثَنٍ أَوْ صَنَمٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ إِنْسِيٍّ أَوْ مَلَكٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ بَنُو آدَمَ مُقِيمَةً عَلَى عِبَادَتِهَا وَإِلَاهَتِهَا وَمُتَّخِذَهُ دُونَ مَالِكِهِ وَخَالِقِهِ إِلَهًا وَرَبًّا أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى ضَلَالَةٍ وَمُنْعَزِلٌ عَنِ الْمَحَجَّةِ وَرَاكِبٌ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُسْتَقِيمَةِ بِصَرْفِهِ الْعِبَادَةَ إِلَى غَيْرِهِ وَلَا أَحَدَ لَهُ الْأُلُوهَةُ غَيْرُهُ

'এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি সংবাদ। তিনি তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন—ইলাহ্ হওয়া তাঁর জন্য নির্ধারিত, তিনি ছাড়া অন্য কোনও ইলাহ্ ও প্রতিদ্বন্দ্বীর এ অধিকার নেই; দাসত্ব-লাভ শুধু তাঁর জন্যই মানানসই, এটি কেবল তাঁর জন্যই বৈধ, কারণ একমাত্র তিনিই রব ও তিনিই ইলাহ্, অন্য সবাই তাঁর মালিকানাধীন, অন্য সবাই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও শাসন-কর্তৃত্বে কোনও অংশীদার নেই। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এ মর্মে প্রমাণ পেশ করছেন যে, বাস্তবতা যেহেতু এমনই, সেহেতু তাঁকে ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব করা কিংবা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় অন্য কাউকে অংশীদার বানিয়ে দেওয়া মানুষের জন্য বৈধ নয়, কারণ তাঁকে বাদে অন্য যাদের দাসত্ব করা হয়, তারা সবাই তাঁর মালিকানাধীন, তাঁকে বাদে অন্য যাদের সম্মান করা হয়, তারা সবাই তাঁর সৃষ্টি; আর গোলামের উচিত একমাত্র তার মনিবের আনুগত্য করা এবং নিজের অভিভাবক ও জীবনোপকরণদাতার উদ্দেশে নিজের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা ... এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সেসব লোকের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছেন যারা মূর্তি, প্রতিমা, সূর্য, চন্দ্র, মানুষ, ফেরেশতা প্রভৃতির দাসত্ব করে এবং নিজেদের মালিক ও স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে এদেরকে ইলাহ্ ও রব হিসেবে মেনে নেয়। মানুষ ভুলপথে পা বাড়াচ্ছে, সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে এবং ভারসাম্যহীন পথে এগিয়ে চলছে—এসবের কারণ হলো তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের দাসত্ব করছে, অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব-লাভের অধিকার নেই।' (তাবারি, তাফসীর ৩/৮১)।

نَفَى أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَسْتَحِقُّ الْعُبُودَةَ غَيْرَ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ

'অন্য কেউ আনুগত্য-লাভের অধিকারী হতে পারে—আল্লাহ তাআলা তা নাকচ করে দিয়েছেন; আনুগত্য-লাভ কেবল তাঁরই অধিকার, যাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোনও ভাগীদার নেই।' (তাবারি, তাফসীর ৩/১৪২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَيْسَ لِلْخَلْقِ مَعْبُوْدٌ يَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِمُ الْعِبَادَةَ بِمُلْكِهِ إِيَّاهُمْ إِلَّا مَعْبُوْدَكَ الَّذِي تَعْبُدُهُ

'সৃষ্টিকুলের জন্য এমন কোনও মা'বূদ নেই, যে তাদের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে দাসত্ব দাবি করতে পারে, একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন মা'বূদ যাঁর দাসত্ব তুমি করে চলেছ।' (তাবারি, তাফসীর ৩/২৪৪)।

لَا رَبَّ لِلْعَالَمِيْنَ غَيْرُهُ، وَلَا مُسْتَوْجِبَ عَلَى الْعِبَادِ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ فَهُمْ خَلْقُهُ، وَالْوَاجِبُ عَلَى جَمِيْعِهِمْ طَاعَتُهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْآلِهَةِ، وَهَجْرُ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ

'তিনিই মহাবিশ্বে একমাত্র অধিপতি, মানুষের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক দাসত্ব-লাভের অধিকার কেবল তাঁরই, তিনি ছাড়া অন্য সবাই তাঁর সৃষ্টি; তাদের সকলের দায়িত্ব হলো—তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা, তাঁকে ছাড়া অন্য যাদেরকে ইলাহ্ ও তাঁর সমকক্ষ মনে করা হয় তাদের দাসত্ব বাদ দেওয়া, এবং মূর্তি ও প্রতিমা ত্যাগ করা।' (তাবারি, তাফসীর ১/৭৪৬)।

মানুষ কাকে কাকে 'ইলাহ্' হিসেবে মানে?

একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ্ মানতে হবে; তাঁকে বাদ দিয়ে অথবা তাঁর সঙ্গে অন্য কোনও ইলাহের দাসত্ব করা যাবে না। অনেকের ধারণা, শুধু মূর্তিপূজা করলেই বুঝি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ্ হিসেবে মানা হয়। বাস্তবে, মূর্তি ও নিষ্প্রাণ বস্তুর পূজা ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে কাউকে ইলাহ্ হিসেবে মানা যেতে পারে। কুরআনে এর কয়েকটি ধরন উল্লেখ করা হয়েছে:

কামনারূপী ইলাহ্

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

"তুমি কি তার বিষয়টি ভেবে দেখেছ, যে কিনা নিজের কামনাকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে?" (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৪৩; সূরা আল-জাসিয়াহ ৪৫:২৩)

অর্থাৎ এরা আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে, নিজেদের মন যা চায় তারই অনুসরণ করে।

ইলাহ্ ও রবের আসনে নেতা

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে বলা হয়েছে

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের গুরু-সন্ন্যাসী ও মারইয়াম-পুত্র মাসীহ্-কে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে, অথচ এদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এরা যেন শুধু একজন ইলাহ্'র দাসত্ব করে। এরা যে শির্ক করছে, তা থেকে আল্লাহ মুক্ত।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৩১)

আয়াতটির মর্ম ইমাম ইবনু জারীর তাবারি (মৃত্যু ৩১০ হি.) বুঝেছেন এভাবে:

سَادَةً لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ ، يُطِيْعُوْنَهُمْ فِيْ مَعَاصِي اللهِ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (গুরু-সন্ন্যাসীদেরকে) নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল; যেসব কাজে আল্লাহর অবাধ্যতা হয়, সেসব ক্ষেত্রে তারা তাদের আনুগত্য করত।" (তাবারি, তাফসীর ৫/৮৬৩)।

গুরু-সন্ন্যাসীদের সামনে অবনত না হয়েও, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা কীভাবে তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছিল, কীভাবে তারা তাদের ইবাদাত করার দায়ে অভিযুক্ত হলো, রব ও ইলাহের তাৎপর্য কী এবং শির্ক কীভাবে হয়—এসব বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে নিচের হাদীস ও আসারগুলোতে:

'আদি ইবনু হাতিম[১] ﵁ বলেন, "আমি নবি ﷺ-এর কাছে এসে দেখি, তিনি সূরা আত-তাওবাহ্-এর (উপরিউক্ত) ৩১ নং আয়াত পাঠ করছেন। পাঠ-শেষে তিনি বলেন,

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

'মনে রেখো—এরা যে তাদের (গুরু-সন্ন্যাসীদের) সামনে অবনত হয়ে থাকত, তা কিন্তু নয়; বরং তারা এদের জন্য কোনোকিছুকে বৈধ ঘোষণা করলে, এরা সেটাকে বৈধ হিসেবে মেনে নিত, আর তারা এদের জন্য কোনোকিছু অবৈধ করে দিলে, এরা সেটাকে অবৈধ হিসেবে মানত।' " ' (তিরমিযি ৩০৯২; তাবারি; মাজমুআতুত তাওহীদ)।

অপর এক বর্ণনায় আদি ইবনু হাতিম ﵁ বলেন,

'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তাদের ইবাদাত করতাম না!" এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ বলেন,

أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ

"আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তারা সেটা অবৈধ ঘোষণা করলে তোমরা সেটাকে অবৈধ হিসেবে মেনে নিতে, আবার আল্লাহ যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন তারা সেটা বৈধ বললে তোমরা সেটাকে বৈধ হিসেবে মানতে—বিষয়টা এমন নয়?"

আমি বলি, "অবশ্যই!" রাসূল ﷺ বলেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ "সেটিই হলো তাদের ইবাদাত।" '

আবুল বাখতারি ﵀ বলেন,

انْطَلَقُوا إِلَى حَلَالِ اللهِ فَجَعَلُوهُ حَرَامًا، وَانْطَلَقُوا إِلَى حَرَامِ اللهِ فَجَعَلُوهُ حَلَالًا، فَأَطَاعُوهُمْ فِي ذٰلِكَ. فَجَعَلَ اللهُ طَاعَتَهُمْ عِبَادَتَهُمْ، وَلَوْ قَالُوا لَهُمْ: اعْبُدُونَا. لَمْ يَفْعَلُوا.

"আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তারা গিয়ে সেটাকে অবৈধ করে ফেলতেন, আবার আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তারা গিয়ে সেটাকে বৈধ করে ফেলতেন, আর লোকজন সে-বিষয়ে তাদের কথা মেনে নিত। আল্লাহ তাদের এ মেনে-নেওয়াকে তাদের ইবাদাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; তারা যদি অনুসারীদের (স্পষ্ট ভাষায়) বলতেন—'আমাদের ইবাদাত করো', তা হলে তারা তা করত না।" (তাবারি ৫/৮৬৫ (১৬৬৪৬))।

---

[১] বিখ্যাত দাতা হাতিম তাঈ ছিলেন তাঁর পিতা। পারিবারিকভাবে তারা ছিলেন খ্রিষ্টান। পরবর্তী পর্যায়ে আদি ইবনু হাতিম রাসূল ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুযাইফা ﷺ বলেন,

لَمْ يَعْبُدُوْهُمْ ، وَلٰكِنَّهُمْ أَطَاعُوْهُمْ فِي الْمَعَاصِيْ

"এরা তাদের সামনে অবনত হয়ে থাকেনি বটে, কিন্তু (আল্লাহর) বিধান-লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এরা তাদের আনুগত্য করেছিল।" (তাবারি ৫/৮৬৬ (১৬৬৬২))।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন,

زَيَّنُوْا لَهُمْ طَاعَتَهُمْ . لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَسْجُدُوْا لَهُمْ ، وَلٰكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ ، فَأَطَاعُوْهُمْ ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذٰلِكَ أَرْبَابًا

"তারা এদের আনুগত্যকে সুশোভিত করে দেখিয়েছিল। তারা তাদের সাজদা করার জন্য অনুসারীদের নির্দেশ দেয়নি, বরং আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের জন্য এদের নির্দেশ দিয়েছিল, আর এরা তাদের নির্দেশ পালন করেছে; এজন্য আল্লাহ তাদেরকে 'রব' নামে অভিহিত করেছেন।" (তাবারি ৫/৮৬২ (১৬৬৬৯, ১৬৬৭০))।

হুযাইফা ﷺ-কে উপরিউক্ত আয়াতের রুবূবিয়্যাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَصُوْمُوْنَ لَهُمْ ، وَلَا يُصَلُّوْنَ لَهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوْهُ ، وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحَلَّهُ اللهُ لَهُمْ حَرَّمُوْهُ ، فَتِلْكَ كَانَتْ رُبُوْبِيَّتَهُمْ

"মনে রাখবে—এরা তাদের উদ্দেশে রোযা রাখত না, তাদের জন্য নামাজও পড়ত না; কিন্তু তারা এদের জন্য কোনোকিছু বৈধ ঘোষণা করলে এরা সেটাকে বৈধ বলে মানত, আর আল্লাহ এদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন এমনকিছু এদের জন্য অবৈধ করলে, এরা সেটাকে অবৈধ হিসেবে মানত। এটিই ছিল তাদের রুবূবিয়্যাত বা কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ।" (তাবারি ৫/৮৬২ (১৬৬৬৫))।

হাসান বসরি ﷺ বলেন,

اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا فِي الطَّاعَةِ

"আনুগত্যের ক্ষেত্রে এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের গুরু-সন্ন্যাসীদের 'রব' বানিয়ে নিয়েছিল।" (তাবারি ৫/৮৬২ (১৬৬৬৮))।

আবূ বকর ﷺ-এর সময় ইসলাম-গ্রহণ-করা প্রখ্যাত তাবিয়ি আবুল আলিয়াহ্ সম্পর্কে রবী ইবনু আনাস বলেন,

قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ : كَيْفَ كَانَتِ الرُّبُوْبِيَّةُ الَّتِيْ كَانَتْ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ؟ قَالَ : قَالُوْا : مَا أَمَرُوْنَا بِهِ ائْتَمَرْنَا ، وَمَا نَهَوْنَا عَنْهُ انْتَهَيْنَا ؛ لِقَوْلِهِمْ . وَهُمْ يَجِدُوْنَ فِيْ كِتَابِ اللهِ مَا أُمِرُوْا بِهِ وَمَا نُهُوْا عَنْهُ ، فَاسْتَنْصَحُوْا الرِّجَالَ ، وَنَبَذُوْا كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ

'আমি আবুল আলিয়াহ্-কে জিজ্ঞেস করি, "বানূ ইসরাঈলের লোকজন কীভাবে (তাদের গুরু-সন্ন্যাসীদের) রব বানিয়ে নিয়েছিল।" তিনি বলেন, "এরা বলেছিল—তারা যে-কাজের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আদেশ দেবেন আমরা তা পালন করব, আর যে-কাজ করতে নিষেধ করবেন আমরা তা বর্জন করব। এরা গুরু-সন্ন্যাসীদের কথাকে ভিত্তি বানিয়েছিল, অথচ এদের করণীয়-বর্জনীয় কী এরা তা আল্লাহর কিতাবে পেত; এরা আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ছুড়ে ফেলে, মানুষকে কল্যাণের মানদণ্ডে পরিণত করেছিল।" ' (তাবারি ৫/৮৬৫ (১৬৬৫১))।

মনগড়া ইলাহ্দের অসারতা

[৩৫.] মুজাহিদ ؒ থেকে বর্ণিত, 'আমার অভিভাবক (সাইব ইবনু আবিস সাইব ؓ) আমাকে বলেছেন, "আমার পরিবারের লোকজন আমাকে একপাত্র দুধ ও মাখন দিয়ে তাদের দেবতাদের উদ্দেশে পাঠালে, আমি সেগুলো নিয়ে যাই। সেখান থেকে কিছু খেতে আমার ভয় হয়[১], তাই সেগুলো রেখে দিই। এমন সময় এক কুকুর এসে দুধ পান করে, মাখন খেয়ে ফেলে, আর মূর্তির[২] ওপর প্রস্রাব করে দেয়।" '

তাবারানি, কাবীর ৭/১৩৯ (৬৬১৭), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); দারিমি ৩ (প্রথম অংশ); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৫ (৪৫৭)।

[৩৬.] মুজাহিদ ؒ থেকে বর্ণিত, তার অভিভাবক (সাইব ইবনু আবিস সাইব ؓ) তাকে বলেছেন যে, জাহিলি যুগে কা'বা নির্মাণকারীদের একজন ছিলেন তিনি। তিনি বলেন,

'আমার একটি পাথর ছিল, যেটিকে আমি নিজের হাতে খোদাই করে বিশেষ আকৃতি দিয়েছিলাম। মহামহিম আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি সেটির ইবাদাত করতাম। আমার খুবই প্রিয় দই এনে সেটির ওপর ঢেলে দিতাম। পরে কুকুর এসে তা চেটে খেয়ে নিত, তারপর পেছনের পা উঁচিয়ে প্রস্রাব করে দিত।

কা'বা নির্মাণ করতে করতে আমরা হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে যাই। প্রথমে সেটি কারও নজরে পড়েনি। পরে দেখা গেল, সেটি আমাদের (অন্যান্য) পাথরের মাঝখানে পড়ে রয়েছে, অনেকটা মানুষের মাথার মতো, তাতে মানুষের চেহারাও দেখা যায়। তখন কুরাইশদের একটি গোত্র বলে ওঠে, "এটি আমরা স্থাপন করব।" অন্যরা বলল, "আমরা এটি স্থাপন করব।" পরিশেষে তারা বলে, "তোমরা একজন সালিশ নিয়োগ করো।" এরা বলে, "এ-পথ দিয়ে প্রথম যে আসবে, সে-ই সালিশ।" কিছুক্ষণ পর নবি ﷺ এলে তারা বলে, "তোমাদের কাছে আল-আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) চলে এসেছে!" তারা নবি ﷺ-কে (বিষয়টি) জানালে, তিনি হাজরে আসওয়াদকে একটি কাপড়ে রেখে তাদের গোত্রগুলোকে ডাকেন। তারা এসে নবি ﷺ-এর সঙ্গে কাপড়ের বিভিন্ন প্রান্ত ধরে। এরপর নবি ﷺ সেটি (যথাস্থানে) স্থাপন করেন।'

আহমাদ ৩/৪২৫ (১৫৫০৪), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৫ (৪৫৮)।

---

[১] "দেবতাদের ভয়ে আমি সেখান থেকে কিছু খাইনি" (দারিমি ৩)।

[২] "সেটি ছিল ইসাফ ও নাইলা'র মূর্তি" (দারিমি ৩)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমানের সর্বোত্তম শাখা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা

[৩৭.] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

"ঈমানের শাখা সত্তরের বা ষাটের অধিক[১]; এর সর্বোত্তম[২] শাখা হলো এ কথা বলা—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু[৩] সরিয়ে দেওয়া; লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" '

মুসলিম ১৫৩/৫৮ (...), ১৫২/৫৭ (৩৫); বুখারি ৯; নাসাঈ ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬; আহমাদ ২/৩৭৯ (৮৯২৬), ২/৪১৪ (৯৩৬১), ২/৪৪২ (৯৭১০), ২/৪৪৫ (৯৭৪৮); আবূ দাউদ ৪৬৭৬; তিরমিযি ২৬১৪; ইবনু মাজাহ্ ৫৭; তাবারানি, আওসাত ৫/১৭২ (৬৯৬২), ৬/৩৪৫ (৯০০৪); জামিউল উসূল ১৯; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৬–৩৭ (১০৪); জামউল ফাওয়াইদ ৬০, ৬১, ৬২।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সঙ্গে কথা-কাজে সঠিক পথ অনুসরণ করতে হবে

[৩৮.] রিফাআ ইবনু আরাবা জুহানি ﵁ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে (মক্কা থেকে) আসছি। কাদীদ[৪] এলাকায় আসার পর, আমাদের কিছু লোক নিজেদের পরিবার-পরিজনদের কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইতে থাকে। রাসূল ﷺ তাদের অনুমতি দেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করে বলেন,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُونُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللهِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ

"কিছু লোকের হলো কী? গাছের যে অংশটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছাকাছি, তা তাদের কাছে অন্য অংশের তুলনায় অধিক ঘৃণ্য!" (অর্থাৎ রাসূল ﷺ যে দিকে যাচ্ছেন, তা তাদের পছন্দ হচ্ছে না, তারা অন্যদিকে যাচ্ছে)।

এ কথা শোনার পর সাহাবিদের সবাইকে কাঁদতে দেখা যায়। তখন একব্যক্তি বলেন, "এর পর যে-ব্যক্তি (চলে-যাওয়ার জন্য) অনুমতি চাইবে, সে নিশ্চিত নির্বোধ[৫]।"[৬] তখন নবি ﷺ আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করেন।[৭] বলেন,

---

[১] أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ "চৌষট্টিটি" (আহমাদ ৮৯২৬)।

[২] أَرْفَعُ / أَعْلَا "সর্বোচ্চ" (তাবারানি, আওসাত ৬৯৬২, ৯০০৪)।

[৩] الْعَظْمِ "হাড়গোড়" (আবূ দাউদ ৪৬৭৬)।

[৪] 'কুদাইদ' অথবা 'আরাফা' (আহমাদ ৪/১৬ (১৬২১৭, ১৬২১৮))।

[৫] 'হতভাগা' (বাযযার (কাশফ) ৪/২০৬ (৩৫৪৩))।

[৬] '(তখন) আবূ বকর ﵁ বলেন, "এরপর যে-ব্যক্তি (চলে-যাওয়ার জন্য) আপনার কাছে অনুমতি চাইবে, আমার বিবেচনায় সে একটা নিশ্চিত নির্বোধ" ' (আহমাদ ৪/১৬ (১৬২১৬); ইবনু হিব্বান ২১২)।

[৭] 'নবি ﷺ শপথ করলে বলতেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ "শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ!" (ইবনু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

أَشْـهَدُ عِنْـدَ اللهِ لَا يَمُـوتُ عَبْـدٌ يَشْـهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُـولُ اللهِ صِدْقًا مِـنْ قَلْبِـهِ، ثُـمَّ يُسَـدِّدُ إِلَّا سُـلِكَ فِي الْجَنَّـةِ

"আমি আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি—যে বান্দা

» সাক্ষ্য দেয় এবং অন্তর দিয়ে সত্যায়ন করে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর আমি আল্লাহর বার্তাবাহক, এরপর

» কথা-কাজে সঠিক পথ অনুসরণ করে,

সে মারা গেলে তাকে অবশ্যই জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।"

এরপর নবি ﷺ বলেন,

وَقَـدْ وَعَـدَنِي رَبِّي عَـزَّ وَجَـلَّ أَنْ يُدْخِـلَ مِـنْ أُمَّـتِي (الجنـة) سَـبْعِينَ أَلْفًـا لَا حِسَـابَ عَلَيْهِـمْ وَلَا عَـذَابَ، وَإِنِّي لَأَرْجُـو أَنْ (لَا) يَدْخُلُوهَـا حَـتَّى تَبَـوَّءُوا أَنْتُـمْ، وَمَـنْ صَلَـحَ مِـنْ آبَائِكُـمْ وَأَزْوَاجِكُـمْ وَذُرِّيَّاتِكُـمْ مَسَـاكِنَ فِي الْجَنَّـةِ

"আমার মহান রব আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন—তিনি আমার উম্মাহর সত্তর হাজার লোককে (জান্নাতে) ঢুকাবেন, যাদের না হবে কোনও হিসাব আর না হবে কোনও শাস্তি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তোমরা এবং তোমাদের সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষ, স্ত্রী ও সন্তানরা জান্নাতে বাসস্থান খুঁজে নেওয়ার আগে, সেসব লোক সেখানে ঢুকবে না।"

এরপর তিনি বলেন,

إِذَا مَـضَى نِصْـفُ اللَّيْـلِ (أَوْ ثُلُثَـا اللَّيْـلِ) يَـنْزِلُ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ إِلَى السَّـمَاءِ الدُّنْيَـا فَيَقُـولُ لَا أَسْـأَلُ عَـنْ عِبَـادِي أَحَـدًا غَـيْرِي مَـنْ ذَا يَسْـتَغْفِرُنِي فَأَغْفِـرَ لَهُ مَـنِ الَّذِي يَدْعُـوْنِي فَأَسْـتَجِيبَ لَهُ مَـنْ ذَا الَّذِي يَسْـأَلُنِي فَأُعْطِيَـهُ حَـتَّى يَنْفَجِـرَ الصُّبْـحُ

"[১]রাতের [২]অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে, আল্লাহ তাআলা নিকটতম আকাশে এসে বলেন,

'আমার বান্দাদের সম্পর্কে অন্য কারও কাছে জানতে চাইব না।[৩] এমন কে আছে, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কে আছে, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। এমন কে আছে, যে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে সেটি দেবো।'

হিব্বান ২১২)।

[১] إِنَّ اللَّـهَ يُمْـهِلُ حَـتَّى "আল্লাহ তাআলা অবকাশ দেন। এরপর ..." (ইবনু মাজাহ ১৩৬৭)।

[২] ثُلُـثُ "এক-তৃতীয়াংশ" (তাবারানি, কাবির ৫/৫১ (৪৫৫৭, ৪৫৫৮))।

[৩] لَا يَسْـأَلُنَّ عِبَـادِي غَـيْرِي "আমার বান্দারা আমার কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে কিছু চাইবে না।" (ইবনু মাজাহ ১৩৬৭)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

সুবহে-সাদিক পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।" '

আহমাদ ৪/১৬ (১৬২১৫) ইসনাদটি সহীহ, ৪/১৬ (১৬২১৬), ৪/১৬ (১৬২১৭), ৪/১৬ (১৬২১৮); তায়ালিসি ১০৮৭, ১০৮৮; বাযযার (কাশফ) ৪/২০৬ (৩২৪৩); ইবনু মাজাহ, ১০৮৭, ৪২৮৫; নাসায়ি, কুবরা ১০২৬৬; নাসায়ি, আমালুল ইয়াওম ৪৭৫; তাবারানি, কাবীর ৫/৪৯–৫০ (৪৫৫৬), ৫/৫০–৫১ (৪৫৫৭), ৫/৫১ (৪৫৫৮), ৫/৫১–৫২ (৪৫৫৯), ৫/৫২ (৪৫৬০); ইবনু খুযাইমা, আত-তাওহীদ ১/৩১২–৩১৫ (৩৭); ইবনু হিব্বান ১/৪৪৪–৪৪৫ (২১২); ইবনু হিব্বান (মাওয়ারিদ) ৯; হিলইয়া ৬/২৮৬; বাইহাকি, শুআব ১/৩৬৪ (৪০৪); কানযুল উম্মাল ১০/৪৭৭ (৩০১৪৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২০–২১ (২৯); জামেউল ফাওয়াইদ ২৬।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ওপর অটল থেকে মারা গেলে জান্নাতের ওয়াদা

[৩৯.] আবূ যার ؓ থেকে বর্ণিত, 'আমি নবি ﷺ-এর কাছে এসে দেখি, তিনি একটি সাদা কাপড় গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। পরে আবার আসি; তখনও তিনি ঘুমুচ্ছেন। এরপর আবার আসি; ততক্ষণে তিনি জেগে উঠেছেন। আমি তাঁর পাশে বসলে তিনি বলেন,

مَـا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে-বান্দা বলবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং এর ওপর মারা যাবে,[১] সে জান্নাতে যাবেই।"

আমি বলি, 'ব্যভিচার করলেও? চুরি করলেও?' তিনি বলেন, وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ "ব্যভিচার করলেও, চুরি করলেও।" আমি বলি, 'ব্যভিচার করলেও? চুরি করলেও?' তিনি বলেন, وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ "ব্যভিচার করলেও, চুরি করলেও।" এভাবে আমি তিনবার বলি। চতুর্থবার নবি ﷺ বলেন, عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ "আবূ যারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও!" '

এরপর আবূ যার ؓ এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসেন, 'আবূ যারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও।'

মুসলিম ২৭৩/১৫৪ (...); আহমাদ ৫/১৬৬ (২১৪৬৬); ৬/৪৪২ (২৭৪৯১); বুখারি ৫৮২৭, ১২৩৭; তিরমিযি ২৬৪৪ (সংক্ষেপে); নাসায়ি, আমালুল ইয়াওম ১১২৪, ১১২৫, ১১২৬, ১১২৭; তাবারানি, কাবীর ২২/৩১৩ (৭৯০); তাবারানি, আওসাত ২/১৭৬ (২৯৩২); বাযযার (দ্রষ্টব্য: কাশফুল আসতার) ১/১১ (৫); ইবনু খুযাইমা, কিতাবুত তাওহীদ ২/৮১৪ (৫৩৬); ইবনু হিব্বান (দ্রষ্টব্য: মাওয়ারিদ) ১০; বুখারি, আত-তারীখ ৮/৬৫; হিলইয়া ১/২২৬; উসদুল গবাহ্ ৬/১৬৯; আল-ইসাবা ১১/১৯৭; তুহফাতুল আশরাফ ৮/২২২ (১০৯৩৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৬ (৮), ১/১৮ (২২); জামেউল ফাওয়াইদ ১৫।

[৪০.] আবূ ওয়াইল ؓ বলেন, আমাকে বলা হয়েছে—'তালহা ؓ-এর সঙ্গে আবূ বকর ؓ-এর দেখা হলে, আবূ বকর ؓ বলেন "ব্যাপার কী? আপনাকে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে যে!" তালহা ؓ বলেন,

"একটি কথার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছিলাম যে, তা (জান্নাত) অবধারিত করে দেয়। কিন্তু সে-সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না!"

আবূ বকর ؓ বলেন, "আমি জানি, কথাটি কী।" তালহা ؓ জানতে চান, "কী সেটি?" আবূ বকর

---

[১] অর্থাৎ আল্লাহর উলূহিয়্যাত বা দাসত্ব লাভের অধিকারের কথা মুখে একবার স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, মৃত্যু পর্যন্ত এর ওপর অটল থাকা জরুরি। স্বয়ং রাসূল ﷺ-কেও আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ "পরম নিশ্চায়ক বস্তু (অর্থাৎ, মৃত্যু) আসার আগ পর্যন্ত তোমার রবের গোলামি করতে থাকো।" (সূরা আল-হিজর ১৫:৯৯)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ﷺ বলেন, "কথাটি হলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই।" '
আবূ ইয়া'লা ১/৯৯ (১০২), বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে সনদটি বিচ্ছিন্ন (হাইসামি); আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/৪৮ (২৮৪২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৫ (৩)।

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার ভিত্তিতে জাহান্নাম হারাম

[৪১.] [১]সুনাবিহি ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি উবাদাহ্ ইবনুস সামিত ﵁-এর কাছে যাই। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমি কেঁদে ফেললে তিনি বলেন,

"থামো! কাঁদছো কেন? শপথ আল্লাহর, আমি শহীদের মর্যাদা পেলে অবশ্যই তোমার অনুকূলে সাক্ষ্য দেবো, সুপারিশের সুযোগ পেলে তোমার জন্য সুপারিশ করব এবং সামর্থ্য থাকলে তোমার উপকার করব। শপথ আল্লাহর, তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে এমন যে-হাদীসই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি, তা তোমাদের বলে দিয়েছি, তবে একটি হাদীস তার ব্যতিক্রম। আমি আমার জীবনের শেষপ্রান্তে উপস্থিত, আজ তোমাদের ওই হাদীসটি বলব। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়—

» আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর

» মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বার্তাবাহক,

আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন[২]।' " '
মুসলিম ১৪২/৪৭ (২৯); তিরমিযি ২৬৩৮; আহমাদ ৫/৩১৮ (২২৭১১), ৫/৩১৮ (২২৭১২); জামউল ফাওয়াইদ ৩।

[৪২.] ইবনু শিহাব থেকে বর্ণিত, 'মাহমূদ ইবনুর রবী ﵁ আমাকে জানিয়েছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কথা তার মনে আছে। তার মনে আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের ঘরের ভেতরের একটি কুয়ো থেকে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে তার চেহারায় নিক্ষেপ করেছিলেন। তার দাবি, তিনি নবি ﷺ-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি ইতবান ইবনু মালিক আনসারি ﵁-কে বলতে শুনেছেন—

"আমি বানূ সুলাইম গোত্রে আমার লোকদের নামাজে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের মাঝখানে ছিল একটি উপত্যকা; বৃষ্টি নামলে ওই উপত্যকা অতিক্রম করে তাদের মাসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়ে যেত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলি, "আমি চোখে ভালো দেখতে পাই না। বৃষ্টি নামলে আমার ও আমার লোকদের মাঝখানের উপত্যকাটি প্লাবিত হয়ে যায়; তখন সেটি অতিক্রম করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আমার একান্ত ইচ্ছা—আপনি এসে আমার ঘরের এক জায়গায় নামাজ আদায় করুন; ওই জায়গায় আমি ভবিষ্যতে

---

[১] আবদুর রহমান (তিরমিযি ২৬৩৮)।

[২] حَرَّمَ عَلَى النَّارِ "তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেওয়া হবে" (আহমাদ ৫/৩১৮ (২২৭১১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নামাজ আদায় করব!" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, سَأَفْعَلُ "আমি শীঘ্রই যাব।"

(পরদিন) সকালে সূর্য ওপরে উঠে যাওয়ার পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ ও আবু বকর ﷺ আমার কাছে আসেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ (ঘরে ঢুকার জন্য) অনুমতি চাইলে, আমি তাঁকে অনুমতি দিই। أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ "তোমার ঘরে কোথায় নামাজ আদায় করলে তুমি খুশি হও?"—এ কথা জিজ্ঞেস করার আগে তিনি বসেননি। যেখানে নামাজ আদায় করা হলে আমি খুশি হই, ওই জায়গাটি আমি তাঁকে দেখিয়ে দিই। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ উঠে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললে, আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাই। তিনি দু' রাকআত নামাজ আদায় করে সালাম ফেরান। তাঁর সালাম ফেরানোর সময় আমরাও সালাম ফেরাই।[১] এরপর আমি নবি ﷺ-কে খাযীর[২] খাওয়ার জন্য রেখে দিই; খাবারটি তাঁর জন্যই বানানো হচ্ছিল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার ঘরে আছেন—এ সংবাদ শুনতে পেয়ে এলাকাবাসীদের কয়েকজন ছুটে আসেন। একপর্যায়ে ঘরের ভেতর বহু লোক জড়ো হয়। তখন তাদের একজন বলেন, "মালিক (ইবনুদ দুখশুম)-এর কী হলো? তাকে দেখছি না যে!" জবাবে তাদের একজন বলেন, "সে তো একটা মুনাফিক (ভণ্ড); সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পছন্দ করে না।" এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

لَا تَقُلْ ذَاكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ

"অমন কথা বলো না! তুমি কি দেখছ না, সে বলেছে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই)? সে তো এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাচ্ছে।"

তখন ওই লোকটি বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তবে, আমরা তো তাকে কেবল মুনাফিকদের ভালোবাসতে ও তাদের পক্ষে কথা বলতে দেখি!" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ

"যে-ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে বলে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই), আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।" '

মাহমূদ ইবনুর রবী বলেন, 'আমি একদল লোকের সামনে এ ঘটনার কথা বলি; তাদের একজন

---

[১] মাহমূদ ইবনুর রবী ﷺ থেকে বর্ণিত, 'অন্ধ অবস্থায় ইতবান ইবনু মালিক ﷺ তার গোত্রের লোকদের ইমামতি করতেন। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলেছিলেন, "সেখানে অন্ধকার, বৃষ্টি ও প্লাবন দেখা দেয়। আর আমি চোখে ভালো দেখতে পাই না। তাই আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার ঘরে এক জায়গায় নামাজ আদায় করুন; আমি সেটিকে নামাজের জায়গা বানিয়ে নেব।" এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ এসে বলেন, أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ "তোমার জন্য কোন জায়গায় নামাজ আদায় করলে তুমি খুশি হবে?" তিনি ঘরের একটি জায়গা দেখিয়ে দিলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ সেখানে নামাজ আদায় করেন।' (নাসায়ি ৭৮৮, ৮৪৪, ১৩২৭, সহীহ)।

[২] যবের গুঁড়া ও মাংসের ঝোলের মিশ্রণে তৈরি এক বিশেষ খাবার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবি আবু আইয়ুব (আনসারি)। ঘটনাটি বলেছিলাম ওই যুদ্ধের সময়, যে যুদ্ধে আবু আইয়ুব ইন্তেকাল করেছিলেন, আর তখন রোমান এলাকায় তাদের দলপতি ছিলেন ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়া। আবু আইয়ুব বর্ণনাটিকে প্রত্যাখ্যান করে আমার মুখের ওপর বলেন,

> "শপথ আল্লাহর! আমার মনে হয় না—তুমি যা বললে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তা কখনও বলেছেন!"

বিষয়টি আমার কাছে খুব খারাপ লাগে। তখন আমি আল্লাহর নামে শপথ করি—আল্লাহ যদি আমাকে এ যুদ্ধে নিরাপদ রাখেন, তা হলে এ যুদ্ধ থেকে ফিরে ইতবান ইবনু মালিককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব, যদি তাকে তার গোত্রের মাসজিদে জীবিত অবস্থায় পাই।

এরপর যুদ্ধ থেকে ফিরে হজ বা উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে সফরে নেমে পড়ি। মদীনায় এসে বানু সুলাইম গোত্রের কাছে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি ইতবান ؓ বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, চোখে দেখতে পান না। তিনি নিজের লোকদের নামাজে ইমামতি করছেন। নামাজ শেষ করে সালাম ফেরালে, আমি তাকে সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিই। এরপর তাকে ওই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে তা সেভাবে শুনিয়ে দেন, যেভাবে তিনি আমাকে প্রথমবার শুনিয়েছিলেন!" '

১১বুখারি২৪; ১৪মুসলিম (৩৩), ১৫০/৫৫ (...), ১৪৯৬/২৬৩ (৩৩), ১৪৯৭/২৬৪ (...), ১৪৯৮/২৬৫ (...); আহমাদ ২/৩৭৩ (৮৮৫৮), ৪/৪৩–৪৪ (১৬৪৮১), ৪/৪৪ (১৬৪৮২); জামউল্‌যুগ্যওয়াইদ

[৪৩.] আবদুর রহমান ইবনু আউফ ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْمُسْلِمَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ مُنْذُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى أَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنْ وَافَى اللهَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا، أَوْ بِاسْتِغْفَارٍ صَادِقًا، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ

"একজন মুসলিম মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তার মহান রবের সামনে দাঁড়ানো পর্যন্ত আল্লাহর নিরাপত্তা-বেষ্টনিতে থাকে। সে যদি সত্যিকার অর্থে সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্য আর কেউ নেই, অথবা সে যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর কাছে মাফ চায়, তা হলে জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির ফায়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়।"

(বাযযার কাশফুল আসতার) ১/১৪ (১২), আবু সালামা তার পিতা আবদুর রহমান থেকে শোনেননি (হাইসামি); কানযুল উম্মাল (৩০১); মাজমাউয যাওয়াইদ ২ (৩৫)।

[৪৪.] উসমান ইবনু আফ্‌ফান ؓ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ

"আমি এমন একটি বাক্য জানি, যা কোনও বান্দা অন্তর থেকে সত্য জেনে বললে , তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেওয়া হবে ।"

---

[১] فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ "এরপর এর ওপর অটল থেকে মারা যেতে" [illegible] ১/৪৫৪ (২০৪))।

[২] (বাক্যটি হলো) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই" [illegible] ৭২ (২৪২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ তাকে বলেন,

"বাক্যটি কী, আপনাকে বলব? সেটি হলো নিষ্ঠার বাক্য, যা আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন; সেটি হলো তাকওয়ার বাক্য, যা আল্লাহর নবি ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় তাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলেন; এ বিষয়ের সাক্ষ্য যে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই।" '

১মুসনাদ (৪৪৭), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত); ইবনু খুযাইমা (২০৪); ১/হাকিম ২৪২); ২ ইবনু ..., আত্-তাওহীদ ২/৭৭৪ (৫০০), ২/৭৯৪ (৫১৯); ...৬৪০), ২/১৪ (৬৪১), ২/১৪–১৫ (৬৪২); , নাসাঈ আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইলা ১০৯৮–১১০২; মাজমাউয যাওয়াইদ)।

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়াই কি মুক্তির জন্য যথেষ্ট?

উপরিউক্ত হাদীসের মানে এ নয় যে—শুধু সাক্ষ্য দিলেই জাহান্নাম থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, আর কোনও বিধান পালন করতে হবে না। হাদীসবিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

» ইমাম যুহ্রি ﵀-কে এর তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এটি ইসলামের শুরুর দিকে প্রযোজ্য ছিল, যখন ফরজ বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধ নাযিল হয়নি।' (তিরমিযি ২৬৩৮)।

» কোনও কোনও বিদ্বানের মতে এর অর্থ হলো—যারা তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বকে মেনে নেয়, তারা জান্নাতে যাবে; অর্থাৎ গোনাহের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করলেও, সেখানে তাদের চিরস্থায়ীভাবে রাখা হবে না। ইবনু মাসউদ, আবূ যার, ইমরান ইবনু হুছাইন, জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ, ইবনু আব্বাস, আবূ সাঈদ খুদরি ও আনাস ﵃ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন,

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

"তাওহীদবাদীদের কিছু লোক জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযি ২৬৩৮)।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়ার মানে শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয়, বরং এ সাক্ষ্যের ফলে যেসব দায়িত্ব পালন অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সেগুলোর প্রতি যত্নবান থাকাও সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম তহাভি (মৃত্যু ৩২১ হি.) বলেন—

إذَا كَانَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَدْ قَالَهَا عَارِفًا بِمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِهَا فَقَدْ قَالَهَا وَهُوَ عَارِفٌ بِمَقَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِمَا يَرْجُوهُ أَهْلُهَا عِنْدَ خَوْفِهِمْ خِلَافَهُ وَالْخُرُوجَ عَنْ أَمْرِهِ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার দরুন যেসব বিষয় জরুরি হয়ে পড়ে, সেগুলো জেনেবুঝে যখন কেউ এ-কথা বলে, তখন এর মানে দাঁড়ায়—আল্লাহ তাআলার মর্যাদা কী, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁর আদেশের বাইরে গেলে কী পরিণতির আশঙ্কা রয়েছে এগুলো জেনেবুঝেই সে এ-কথা বলেছে।" (তহাভি, শারহু মুশকিল ১০/১৬৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক সফরে নবি ﷺ-এর ভাষণ

[৪৫.] [১]সুহাইল ইবনুল বাইদা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক সফরে আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি ছিলাম তাঁর পেছনে[২]। তখন [৩]আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, يَا سُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ "সুহাইল ইবনুল বাইদা!" ' তিনি উচ্চ আওয়াজে দু-তিনবার[৪] ডাক দেন। তাঁর প্রত্যেকটি ডাকে সুহাইল সাড়া দেন।[৫] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কণ্ঠ শুনে[৬] লোকজনের ধারণা হয়, তিনি তাদের চাচ্ছেন[৭]। ফলে তাঁর সামনের লোকদের আটকে দেওয়া হয়,[৮] আর পেছনের লোকেরা এসে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন। লোকজন সমবেত হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়[৯]—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, [১০]আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন এবং তার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দেবেন।" '

আহমাদ ৩/৪৫১ (১৫৭৩৮) সহীহ লি-গাইরিহী, ৩/৪৫১ (১৫৭৩৯), ৩/৪৬৬–৪৬৭ (১৫৮৩৯), ৩/৪৬৭ (১৫৮৪০); আবদ ইবনু হুমাইদ, আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদ ৪৭২; ইবনু আবী আসিম, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী ২/১৩৪–১৩৫ (৮৫৪); তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর ৬/২১০ (৬০৩৩), ৬/২১০ (৬০৩৪); ইবনু হিব্বান ১/৪২৮ (১৯৯); মাওয়ারিদুয যমআন ৩; হাকিম ৩/৬৩০ (৬৬৪৬); আল-ইসাবা ৪/২৮৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৫–১৬ (৬); কানযুল উম্মাল ১/৬৪ (২৩২); জামউল ফাওয়াইদ ৪।

যেসব হাদীসে এক–দুটি কাজের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে মূলনীতি

যেসব হাদীসে এক–দুটি কাজের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেসব হাদীসের তাৎপর্য বোঝার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনু হিব্বান একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন:

هٰذَا خَبَرٌ خَرَجَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ وَهُوَ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ فُصُوْلِ السُّنَنِ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا كَانَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَكُلُّ خِطَابٍ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا وُجُوْدُ حَالَةٍ مِنْ أَجْلِهَا ذُكِرَ مَا لَمْ تُذْكَرْ

---

[১] বানূ আব্‌দিদ দার গোত্রের (আহমাদ ৩/৪৫১ (১৫৭৩৯))।

[২] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উটের ওপর, পেছনের সহ-আরোহী হিসেবে' (তাবারানি, কাবীর ৬০৩৩)।

[৩] 'এক রাতে' (আহমাদ ৩/৪৬৬–৪৬৭ (১৫৮৩৯))।

[৪] 'বেশ কয়েকবার' (আহমাদ ৩/৪৬৬–৪৬৭ (১৫৮৩৯))।

[৫] 'সুহাইল বলেন, "জি, আমি হাজির!" ' (তাবারানি, কাবীর ৬০৩৩)।

[৬] 'আওয়াজ শুনে আমাদের পেছনের ও সামনের লোকজন সমবেত হন' (আহমাদ ৩/৪৬৬–৪৬৭ (১৫৮৩৯))।

[৭] 'তিনি কোনও একটি বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন' (আহমাদ ৩/৪৬৬–৪৬৭ (১৫৮৩৯))।

[৮] 'ফলে তাঁর সামনের লোকজন বসে যান' (তাবারানি, কাবীর ৬০৩৪)।

[৯] قَالَ "বলে" (আহমাদ ৩/৪৬৬–৪৬৭ (১৫৮৩৯))।

[১০] بِهَا "এর বিনিময়ে" (আহমাদ ৩/৪৬৬–৪৬৭ (১৫৮৩৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

تِلْكَ الْحَالَةُ مَعَ ذٰلِكَ الْخَبَرِ وَالثَّانِي أَسْئِلَةٌ سُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ فَأَجَابَ عَنْهَا بِأَجْوِبَةٍ فَرُوِيَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْأَجْوِبَةُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْأَسْئِلَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ هٰذَا نَعْتَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ دُوْنَ أَنْ يُضَمَّ مُجْمَلُهُ إِلَى مُفَسَّرِهِ وَمُخْتَصَرُهُ إِلَى مُتَقَصَّاهُ

"নবি ﷺ-এর এ ভাষণটি একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়েছে। এটি সেই শ্রেণির হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, যার ব্যাপারে আমি 'ফুসূলুস সুনান' গ্রন্থে আলোচনা করেছি। নবি ﷺ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনও ভাষণ দিলে, এর বিধান সর্বাবস্থায় প্রয়োগ করা বৈধ নয়। নবি ﷺ-এর বিশেষ-পরিস্থিতিতে-দেওয়া ভাষণগুলো দু ধরনের: (১) একটি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যার দরুন নবি ﷺ সেই কথাটি বলেছিলেন, তবে হাদীসের এ বর্ণনায় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়নি; (২) নবি ﷺ-কে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার জবাব তিনি দিয়েছেন, কিন্তু হাদীসের বর্ণনায় নবি ﷺ-এর জবাবগুলো উল্লেখ করা হলেও প্রশ্নগুলো উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং, ঘটনা এরূপ হয়ে থাকলে, সেই হাদীসের বিধান সর্বাবস্থায় প্রয়োগ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ-না সংক্ষিপ্ত বিবরণীর সেই হাদীসটিকে সেসব হাদীসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে, যেখানে এর বিস্তৃত রূপ উল্লেখ করা হয়েছে।" (ইবনু হিব্বান, সহীহ, বাইতুল আফকার সংস্করণ, পৃ. ৮২-৮৩)।

আল্লাহর উলূহিয়াতের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জান্নাত: বিষয়টি উমর ﷺ যেভাবে বুঝেছেন

এ-তত্ত্ব প্রচার করতে গেলে আবূ হুরায়রা ﷺ-কে উমর ﷺ-এর বাধা

[৪৬.] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পাশে আমরা একদল লোক বসা। সঙ্গে আছেন আবূ বকর ও উমর। একপর্যায়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের সামনে থেকে উঠে যান। অনেকক্ষণ পরও তিনি ফিরে আসেননি! আমরা ভয় পেয়ে যাই—একলা পেয়ে তাঁর ওপর কেউ আক্রমণ করে বসল না তো! আমাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় আমরা উঠে যাই। সর্বপ্রথম আমি আঁতকে উঠি; তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। একপর্যায়ে বানুন নাজ্জারের আনসারদের একটি প্রাচীর-বেষ্টিত বাগানের কাছে আসি। চারপাশে চক্কর দিয়ে দেখি (ভেতরে ঢুকার) কোনও রাস্তা পাওয়া যায় কি না। না, কোনও রাস্তা পেলাম না। হঠাৎ নজরে পড়ে—বাইরের একটি কুয়ো থেকে পানির একটি স্রোতধারা দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। খ্যাঁকশিয়ালের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিই। এরপর ভেতরে ঢুকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে যাই। তিনি বলেন, أَبُو هُرَيْرَةَ "আবূ হুরায়রা?" আমি বলি, 'হ্যাঁ! হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি জিজ্ঞেস করেন, مَا شَأْنُكَ "তোমার কী অবস্থা?" বলি—'আপনি আমাদের সামনে ছিলেন। তারপর যে উঠে এলেন, আর তো ফিরলেন না! তাই আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, একলা পেয়ে কেউ আপনার ক্ষতি করে বসল কি না! আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সর্বপ্রথম আমি আঁতকে উঠেছিলাম। তাই এই দেওয়ালের কাছে আসি। এরপর খ্যাঁকশিয়ালের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। এসব লোক (অর্থাৎ অন্যান্য সাহাবি) আমার পেছনে আছেন।' তিনি বলেন, أَبُو هُرَيْرَةَ "আবূ হুরায়রা!" (এ কথা বলে) তিনি তাঁর জুতা-দুটি আমাকে দেন। তারপর বলেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ

"আমার এই জুতা-জোড়া নিয়ে যাও। এ দেওয়ালের ওপাশে যাকে দেখবে—অন্তরে অটল বিশ্বাস রেখে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও।"

আমার সঙ্গে প্রথমে দেখা হয় উমরের। তিনি বলেন, 'এই জুতা-জোড়া কী (জন্য)?' আমি বলি, 'এগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জুতা। তিনি আমাকে এগুলো দিয়ে পাঠিয়েছেন; যাকে দেখব অন্তরে অটল বিশ্বাস রেখে সাক্ষ্য দিচ্ছে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবো!' এ কথা শুনে উমর আমার বুকে এত জোরে ধাক্কা দেন যে, আমি নিতম্বের ওপর পড়ে যাই। তিনি বলেন, 'আবূ হুরায়রা! ফিরে যাও!' আমি কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে যাই। উমর আমার পিছু পিছু আসেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ "আবূ হুরায়রা! তোমার কী হলো?" আমি বলি, 'আমার সঙ্গে উমরের দেখা হলে আমি তাকে তাই বলি, যা বলার জন্য আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। কথা শুনে তিনি আমার বুকে এত জোরে ধাক্কা দেন যে, আমি নিতম্বের ওপর পড়ে যাই। তারপর বলেন, 'ফিরে যাও।' ' আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ "উমর! তুমি এ কাজ করেছ কেন?" তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আপনি কি আবূ হুরায়রাকে আপনার জুতা-জোড়া দিয়ে এজন্য পাঠিয়েছেন, যাকে দেখবে—অন্তরে অটল বিশ্বাস রেখে সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তাকে সে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দেবে?' তিনি বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ।" উমর বলেন, 'এমনটি করবেন না; আমার আশঙ্কা হচ্ছে, লোকজন এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে; বরং তাদেরকে আমল করার জন্য ছেড়ে দিন!' এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, فَخَلِّهِمْ "তাহলে তাদের ছেড়ে দাও।"[1]

মুসলিম ১৪৭/৫২ (মাজমাউয যাওয়াইদ ৮১।

আবূ বকর ﷺ-কে উমর ﷺ-এর বাধা

[৪৭.] আবূ বকর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,

اُخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যাও! মানুষের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও—যে-ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই', তার জন্য জান্নাত অবধারিত।"

আমি বেরিয়ে পড়ি। উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি বলেন "আবূ বকর! আপনার কী খবর?" আমি বলি,

---

[১] فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوا "তাদের ছেড়ে দাও, তারা আমল করুক" (আহমাদ ৫/২৫২ (২২০২৮), সহীহ)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন, মানুষের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও—যে-ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে "আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই", তার জন্য জান্নাত অবধারিত।'

উমর ؓ বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে যান, কারণ আমার আশঙ্কা হচ্ছে—লোকজন এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে।"

আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে গেলে, তিনি জিজ্ঞেস করেন—

مَا ذَا رَدَّكَ

"ফিরে এলে কেন?"

আমি নবি ﷺ-কে উমর ؓ-এর মন্তব্যটি জানালে, তিনি বলেন—

صَدَقَ

"তার কথা সত্য।"

আবূ ইয়া'লা ১/১০০-১০১ (১০৫), ইসনাদের একজন বর্ণনাকারী মাতরূক/পরিত্যাজ্য (হাইসামি; যাওয়াইদ ১/৩২); উম্মাল ১/২৯১ (১৪০৭)।

আবূ মূসা ؓ-কে রাসূল ﷺ-এর কাছে ফেরত পাঠানো

[৪৮.] আবূ মূসা ؓ থেকে বর্ণিত, 'আমার গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে আমি নবি ﷺ-এর কাছে আসি। আমাদের দেখে নবি ﷺ বলেন,

أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"সুসংবাদ লও এবং তোমাদের পেছনের লোকদের সুসংবাদ দাও! যে-ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে[১] সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

লোকদের এ সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আমরা নবি ﷺ-এর কাছ থেকে বেরিয়ে আসি।[২] উমরের সঙ্গে দেখা হলে, তিনি আমাদের নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলেন,

'হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো লোকেরা এর ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে, কাজ করবে না!'[৩]

এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ চুপ থাকেন।'

---

[১] অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য থেকে যেসব দায়দায়িত্ব আসে, সেগুলো পালন করে (তহাভি, শারহু মুশকিল ১০/১৬৯)।

[২] 'তারা বেরিয়ে এসে লোকদের এ সুসংবাদ দিতে থাকেন' (আহমাদ ৪/৪১১ (১৯৬৮৯))।

[৩] 'তারা উমর ؓ-কে এ সুসংবাদ দিলে, তিনি তাদের ফিরিয়ে দেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করেন, مَنْ رَدَّكُمْ "কে তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে?" তারা বলেন, 'উমর।' রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করেন, لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَا عُمَرُ "উমর, তুমি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছ কেন?" উমর বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো লোকেরা এর ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে, কাজ করবে না!' (আহমাদ ৪/৪১১ (১৯৬৮৯); তহাভি, শারহু মুশকিল ১০/১৬৮ (৪০০৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহমাদ ৪/৪০২ (১৯৫৯৭), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি), ৪/৪১১ (১৯৬৮৯), সহীহ; তহাভি, শারহু মুশকিল ১০/১৬৮ (৪০০৩); তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৭; কানযুল উম্মাল ১/৪৭–৪৮ (১৩১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৬ (৭); জামউল ফাওয়াইদ ৯।

মুআয ﷺ-কে বাধা প্রদান

[৪৯.] আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, কোনও একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে-ব্যক্তি বলবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।"

এ কথা শুনে মুআয ﷺ বাইরে গিয়ে লোকদের এ সুসংবাদ দেওয়ার জন্য নবি ﷺ-এর কাছে অনুমতি চান। নবি ﷺ তাকে অনুমতি দিলে, তিনি খুশিমনে দ্রুত বেরিয়ে পড়েন। উমর ﷺ-এর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলেন, 'তোমার কী অবস্থা?' তিনি তাকে বিষয়টি জানালে, উমর ﷺ বলেন, 'যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকুন, তাড়াহুড়া করবেন না!' এরপর তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর নবি! সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনিই সর্বোত্তম। (তবে) এ কথা শুনলে তো লোকেরা এর ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে, আমল (কাজ) করবে না!' নবি ﷺ বলেন, فَرُدَّهُ "তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনো।" এরপর তিনি তাকে ফেরত আনেন।'

বাযযার (দ্রষ্টব্য: কাশফুল আসতার) ১/১২ (৮), হাইসামির মতে একজন বর্ণনাকারী দুর্বল, ইবনু হাজার আসকালানির মতে (ফাতহুল বারী, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা সংস্করণ, ১/২২৭) ইসনাদটি হাসান; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭ (১৫); জামউল ফাওয়াইদ ১০।

বিলাল ﷺ-এর কথার পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ-এর মন্তব্য

[৫০.] বিলাল ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

يَا بِلَالُ نَادِ فِي النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ شَهْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمٍ أَوْ سَاعَةٍ

"বিলাল! মানুষের মধ্যে এ ঘোষণা দিয়ে দাও—যে-ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর কিংবা এক মাস অথবা এক জুমুআ অথবা একদিন অথবা কিছুক্ষণ পূর্বে বলে[১], 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

বিলাল বলেন, 'তাহলে তো লোকেরা এর ওপরই নির্ভর করে বসে থাকবে!' তিনি বলেন, وَإِنْ اتَّكَلُوا। "নির্ভর করে বসে থাকলেও।"[২] '

তাবারানি, কাবীর ১/৩৬৬ (১১২৩), স্মৃতিশক্তি ভালো না থাকায় একজন বর্ণনাকারী ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); বাযযার ১/২৭৬ (১৭৪); কাশফুল আসতার ১/১৩ (১১); ইবনু খুযাইমা, আত-তাওহীদ ২/৮০৩–৮০৪ (৫২৭); কানযুল উম্মাল ১/৬৪ (২৩১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৬–১৭ (১১), ১/১৮ (১৯); জামউল ফাওয়াইদ ১১–১২।

---

[১] تَشْهَدُ "সাক্ষ্য দেয়" (বাযযার ১/২৭৬ (১৭৪))।

[২] 'এর পরিপ্রেক্ষিতে উমর ﷺ বলেন, 'তাহলে তো এরা এর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে বসে থাকবে!' নবি ﷺ বলেন, دَعْهُمْ يَتَّكِلُوا "তাদের নির্ভর করে বসে থাকতে দাও!" ' (বাযযার ১/২৭৬ (১৭৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য হতে হবে ইখলাস বা নিষ্ঠার সঙ্গে

[৫১.] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন—

مَـنْ شَـهِدَ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُـوْلُ اللهِ مُخْلِصًـا بِهِمَـا، وَصَلَّـى وَصَـامَ وَأَدَّى الـزَّكَاةَ وَحَـجَّ الْبَيْـتَ، حَرَّمَـهُ اللهُ عَلَى النَّـارِ

"যে-ব্যক্তি

» নিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহর বার্তাবাহক;

» [১]নামাজ আদায় করে;

» রোযা রাখে;

» যাকাত দেয়; এবং

» (কা'বা) ঘরের হজ করে,

আল্লাহ তাকে[২] জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।" '

তাবারানি, আওসাত ১/৪০৮ (১৪৯৬), বর্ণনাকারী আলি ইবনু মাসআদা-কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন 'বিশ্বস্ত' আখ্যা দিয়েছেন, তবে নাসাঈ'র মতে তিনি 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি), ১/৪০৮ (১৪৯৫); কানযুল উম্মাল ১/৫৯ (১৯৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪২ (১২০), ১/৪৯ (১৪৫)।

ইখলাস বা নিষ্ঠার মানে কী?

[৫২.] যাইদ ইবনু আরকাম ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,

مَـنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে-ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে বলবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, সে জান্নাতে যাবে।"

জিজ্ঞেস করা হলো, "ইখলাস বা নিষ্ঠার সঙ্গে বলার মানে কী?" নবি ﷺ বললেন,

أَنْ تَحْجُـزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আল্লাহ তাআলা যা-কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।" '

তাবারানি, আওসাত ১/৩৪০ (১২৩৫), বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল; তাবারানি, কাবীর ৫/১৯৭ (৫০৭৪); বাযযার (কাশফ) ১/১১–১২ (৭); কানযুল উম্মাল ১/৬১ (২০৫); আত-তারগীব ২/৪১৪ (৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭ (১৬), ১/১৮ (১৮)।

মৃত্যুর সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেওয়া

[৫৩.] যাইদ ইবনু খালিদ জুহানি ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন, যাতে লোকদের এ-মর্মে সুসংবাদ দিয়ে দিই—

مَنْ مَاتَ يَشْـهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ

---

[১] الصَّـلَوَاتِ الْـخَمْـسَ "পাঁচ ওয়াক্ত" (তাবারানি, আওসাত ১৪৯৫)।

[২] وَجْـهَـهُ "তার চেহারাকে" (তাবারানি, আওসাত ১৪৯৫)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

“যে-ব্যক্তি মৃত্যুর সময় এ সাক্ষ্য দেবে—‘আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই ’, তার জন্য রয়েছে জান্নাত ।” [২] ’

তাবারানি , কাবীর ৫/২৫৪ (৫২৬২), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হুইসামি); ১৩৬/৪৩ (২৬); , সহীহ; আমালুল ইয়াওম ১১১০, ১১১; আহমাদ; ১/৬৫ (৪৬৪), ১/৬৯ (৪৯৮), ৩/১৩১ (); যাওয়াইদ ১/১৮ (২০)। [হাদীসের ভাষ্যটি মাজমাউয যাওয়াইদ থেকে নেওয়া।]

সেই সাক্ষ্য হতে হবে অন্তর থেকে

[৫৪.] হিস্সান ইবনুল কাহিল ﷺ বলেন, ‘আমি বসরার জামে মাসজিদে ঢুকে এক বুড়ো লোকের পাশে বসি, যার মাথার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। লোকটি বলেন,

“মুআয ইবনু জাবাল ﷺ আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، يَرْجِعُ ذَاكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا

‘যে-ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অন্তরে সংশয়-মুক্ত বিশ্বাস নিয়ে এ-মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্, আর আমি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাকে এ ওসীলায় মাফ করে দেবেন।’ ”

আমি তাকে বলি, “আপনি কি এটি মুআয ﷺ থেকে শুনেছেন?” এমন প্রশ্ন শুনে লোকজন আমার সঙ্গে অত্যন্ত রুক্ষ ব্যবহার করতে যাচ্ছিল। তখন তিনি বলেন,

“তার সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করো না, তাকে ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, আমি এটি মুআয ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে শুনেছি।”

আমি তাদের কোনও একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, “ইনি কে?” সে বলল, “ইনি আবদুর রহমান ইবনু সামুরা।” ’

আহমাদ ৫/২২৯ (২১৯৯৮), সহীহ।

তাওহীদের পাশাপাশি রিসালাতের সাক্ষ্য: হাস্সান ﷺ-এর একটি কবিতা

[৫৫.] হাবীব ইবনু আবী সাবিত ﷺ বলেন, ‘হাস্সান ইবনু সাবিত ﷺ নবি ﷺ-এর সামনে কয়েকটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেন:

شَهِدْتُ بِإِذْنِ اللهِ أَنَّ مُحَمَّدًا ... رَسُولُ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ مِنْ عَلُ

وَأَنَّ أَبَا يَحْيَى وَيَحْيَى كِلَاهُمَا ... لَهُ عَمَلٌ فِي دِينِهِ مُتَقَبَّلُ

وَأَنَّ أَخَا الْأَحْقَافِ إِذْ قَامَ فِيهِمْ ... يَقُولُ بِذَاتِ اللهِ فِيهِمْ وَيَعْدِلُ

---

[১] رَسُولُ اللهِ ... “মুহাম্মাদ আল্লাহর বার্তাবাহক” (তাবারানি, সগীর ৭০৩)।

[২] دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ “আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই—এ-কথা জেনে যে মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে” (মুসলিম ১৩৬/৪৩ (২৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ
তাঁর বার্তাবাহক, যিনি আছেন মহাকাশের ঊর্ধ্বে, অনেক ঊর্ধ্বে।
ইয়াহ্ইয়ার পিতা ও ইয়াহ্ইয়া ﷺ উভয়েই এমন,
যাদের রয়েছে দ্বীনের ক্ষেত্রে কবুলযোগ্য আমল।
আহ্কাফ জনগোষ্ঠীর ভাই (হূদ ﷺ) দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে,
ঘোষণা করেছিলেন আল্লাহর (অবিনশ্বর) সত্তার কথা, আর করেছেন সুবিচার।"

তখন নবি ﷺ বলেন;আমিও (এরূপ সাক্ষ্য।দিচ্ছি) '
আবু ইয়া'লা ৫/৬১ (২৬৫৩), মুরসাল (মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৪ (৪৩)।

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য হতে হবে সন্দেহমুক্ত

[৫৬.] আবু হুরায়রা অথবা আবু সাঈদ ﷺ বলেন: 'তাবূক যুদ্ধের সময় সাহাবিগণ প্রচণ্ড ক্ষুধার কবলে পড়েন। তখন[১] তারা বলেন,

"আল্লাহর রাসূল! [২]আপনি অনুমতি দিলে আমাদের উটগুলো জবাই করে খেতে পারি এবং চর্বিগুলো জমা করে রাখতে পারি।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,"اِفْعَلُوْا (করো)" [৩]তখন উমর ﷺ এসে বলেন,

"আল্লাহর রাসূল! এ কাজ করলে বাহনের সংখ্যা কমে যাবে! [৪]আপনি বরং তাদের বলুন, তারা যেন নিজেদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যগুলো নিয়ে আসে। এরপর তাতে বরকতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ তাতে বরকত দেবেন।[৫]"

নবি ﷺ বলেন;"ঠিক আছে।" এরপর[৬] তিনি একখণ্ড চামড়া আনার নির্দেশ দেন। তা এনে

---

[১] 'আমরা বলি, "আল্লাহর রাসূল! শত্রুবাহিনী উপস্থিত! তাদের পেট ভরা, কিন্তু আমাদের লোকজন ক্ষুধার্ত।" ' (আবু ইয়া'লা ১/১৯৯ (২৩০))।

[২] "আমরা কি আমাদের উটগুলো জবাই করে লোকদের খাওয়াব না?" (আবু ইয়া'লা ১/১৯৯ (২৩০))।

[৩] 'আমরা নবি ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। লোকজনের রসদ ফুরিয়ে এলে, কেউ কেউ নিজেদের বাহন (উট) জবাই করতে উদ্যত হন।' (মুসলিম ১৩৮/৪৪ (২৭)); 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বাধীন এক যুদ্ধে মুসলিমদের রসদ ফুরিয়ে আসে। খাবারের প্রয়োজন দেখা দিলে তারা উট জবাইয়ের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি চান। নবি ﷺ তাদের অনুমতি দেন।' (আহমাদ ২/৪২১-৪২২ (৯৪৪৬))।

[৪] 'নবি ﷺ বলেন, فَمَا تَرَى يَا عُمَرُ "উমর! তা হলে তোমার কী মত?" উমর ﷺ বলেন, ...' (তাবারানি, কাবীর ১/২১১-২১২ (৫৭৫))।

[৫] "উটগুলো তাদের বহন করে শত্রুবাহিনীর কাছে নিয়ে যাবে। তারা এগুলো জবাই করে ফেলবে? আল্লাহর রাসূল! [তা হলে তো আগামীকাল আমাদের শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে পায়ে হেঁটে, ক্ষুধার্ত অবস্থায়! (আহমাদ ৩/৪১৭-৪১৮ (১৫৪৪৯))] আপনি বরং (তাদের) অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসার জন্য বলুন, এরপর তাতে বরকতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন!" (আহমাদ ২/৪২১-৪২২ (৯৪৪৬))।

[৬] 'নবি ﷺ বলেন, مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ طَعَامٍ فَلْيَجِئْ بِهِ "যার কাছে অবশিষ্ট খাবার আছে, সে যেন তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিছানো হলে, অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যগুলো আনতে বলেন। কেউ নিয়ে আসে একমুঠ যব, কেউ আনে একমুঠ খেজুর, আবার কেউ আনে রুটির ওপরের শক্ত অংশ।[১] এভাবে চামড়ার অল্প একটু অংশে তা জমা হয়।[২]

[৩]এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সেগুলোতে বরকতের দুআ করে বলেন,

خُذُوْا فِيْ أَوْعِيَتِكُمْ

"তোমাদের পাত্রগুলোতে (এগুলো) ভরে নাও[৪]।"

তারা নিজেদের পাত্রে সেগুলো নেওয়ার পর, সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি পাত্রই তারা ভরে ফেলেন।[৫] এরপর সবাই পেটভরে খাওয়ার পরও কিছু[৬] খাবার উদ্বৃত্ত ছিল।[৭] তখন [৮]আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর আমি[৯] আল্লাহর রাসূল। কোনও বান্দা যদি কোনও সন্দেহ-সংশয় না রেখে এ দুটি বাক্য নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হয়[১০],

---

নিয়ে আসে।" ' (আবূ ইয়া'লা ১/১৯৯ (২০০))।

[১] 'তাদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ পরিমাণ এনেছিলেন, তিনি এনেছিলেন এক সা' খেজুর' (আহমাদ ৩/৪১৭–৪১৮ (১৫৪৪৯))।

[২] 'পুরো বাহিনীর মধ্যে থাকা খাবারের পরিমাণ ছিল বিশ সা'-এর একটু বেশি।' (আবূ ইয়া'লা ১/১৯৯ (২০০))।

[৩] 'তখন যার কাছে গম ছিল তিনি গম নিয়ে আসেন, আর যার কাছে খেজুর ছিল তিনি নিয়ে আসেন খেজুর।' মুজাহিদ বলেন, 'যার কাছে খেজুরের বিচি ছিল, তিনি নিয়ে আসেন খেজুরের বিচি।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'খেজুরের বিচি দিয়ে তারা কী করতেন?' তিনি বলেন, 'তারা তা চোষার পর পানি পান করতেন।' (মুসলিম ১০৮/৪৪ (২৭))।

[৪] وَلَا تَنْتَهِبُوْا; "তবে কাড়াকাড়ি করবে না" (আবূ ইয়া'লা ১/১৯৯ (২০০))।

[৫] 'কেউ কেউ জামার হাতা বেঁধে তাতে (খাবার) ভরে নেয়' (আবূ ইয়া'লা ১/১৯৯ (২০০))।

[৬] 'বিপুল পরিমাণ' (আহমাদ ২/৪২১–৪২২ (৯৪৪৬)); 'আগের মতোই' (আহমাদ ৩/৪১৭–৪১৮ (১৫৪৪৯)); 'সবাই নেওয়ার পর দেখা গেল, খাবারের পরিমাণ শুরুতে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গিয়েছে' (আবূ ইয়া'লা ১/১৯৯ (২০০))।

[৭] 'এরপর নবি ﷺ একটি পাত্র আনতে বলেন। পাত্রটি তাঁর সামনে রাখা হলে, তিনি পানি আনার নির্দেশ দেন। এরপর তাতে পানি ঢেলে হালকা থুতু ছিটান। এরপর কিছু পাঠ করে তাতে নিজের কনিষ্ঠ আঙুল ঢুকিয়ে দেন। শপথ আল্লাহর! আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম—আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আঙুলগুলো থেকে পানির ঝরনাধারা ছুটছে! এরপর নবি ﷺ-এর আদেশমতো লোকজন এসে পানি পান করে, অন্যদের পান করায় এবং নিজেদের পাত্রগুলোতে পানি ভর্তি করে নেয়।' (তাবারানি, কাবীর ১/২১১–২১২ (৫৭৫))।

[৮] 'এ দৃশ্য দেখে আল্লাহর রাসূল হাসি দেন। সেই হাসিতে তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। এরপর ...' (আহমাদ ৩/৪১৭–৪১৮ (১৫৪৪৯))।

[৯] عَبْدُ اللّٰهِ وَ "আল্লাহর গোলাম ও" (আহমাদ ২/৪২১–৪২২ (৯৪৪৬))।

[১০] إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ "সে জান্নাতে যাবে।" (মুসলিম ১০৮/৪৪ (২৭)); إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ "সে জান্নাতে যাবে, তার অবস্থা যাই হোক না কেন" (তাবারানি, কাবীর ১/২১১–২১২ (৫৭৫)); إِلَّا حُجِبَتْ عَنْهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর তাকে জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে—এমনটি হবে না।" '

মুসলিম ১৩৯/৪৫ (...), ১৩৮/৪৪ (২৭); আহমাদ ২/৪২১–৪২২ (৯৪৬৬), ৩/১১ (১১০৮০), ৩/৪১৭–৪১৮ (১৫৪৪৯); নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম ১১৪০; তাবারানি, কাবীর ১/২১১–২১২ (৫৭৫); তাবারানি, আওসাত ১/৩০–৩১ (৬৩); ইবনু হিব্বান ১/৪৫৪–৪৫৫ (২২১); আবু ইয়া'লা ১/১৯৯ (২৩০), ২/৪১১–৪১২ (১১৯৯); হাকিম ২/৬১৮–৬১৯ (৪২৩৪); ইবনু মানদাহ, কিতাবুল ঈমান ৩৬; বাইহাকি, দালাইল ৬/১২১; উসদুল গাবাহ ৬/২৩১; তুহফাতুল আশরাফ ৬/২৩৬ (১২০৭৩); কানযুল উম্মাল ১/৪৯ (১৩৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৯–২০ (২৮)।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সম্পর্কে বিশেষ বৈঠকে নবি ﷺ-এর ঘোষণা

[৫৭.] ইয়া'লা ইবনু শাদ্দাদ رحمه الله বলেন, আবু শাদ্দাদ ইবনু আউস رضي الله عنه (এটি) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আর উবাদা ইবনুস সামিত رضي الله عنه উপস্থিত থেকে তা সত্যায়ন করেছেন। আবু শাদ্দাদ رضي الله عنه বলেন, 'আমরা নবি ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তিনি বলেন, هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ "তোমাদের মধ্যে বহিরাগত কেউ আছে?" অর্থাৎ, আহলুল কিতাব (ইহুদি-খ্রিষ্টান)-দের কেউ আছে কি না। আমরা বললাম, "না, আল্লাহর রাসূল!" তখন তিনি দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"তোমরা হাত তুলে বলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া দাসত্ব-লাভের অধিকারী কেউ নেই)।"

আমরা হাত তুলে কিছুক্ষণ রাখি। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ হাত নামিয়ে বলেন,

الْحَمْدُ لِلهِ ، اللَّهُمَّ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ ، وَأَمَرْتَنِي بِهَا ، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

"প্রশংসা সবই আল্লাহর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এ বাক্য দিয়ে পাঠিয়েছ, আমাকে এর আদেশ দিয়েছ, আমাকে এর ভিত্তিতে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছ, তুমি ওয়াদার ব্যতিক্রম করো না।"

এরপর বলেন,

أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ

"সুসংবাদ লও! আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।" '

আহমাদ ৪/১২৪ (১৭১২১), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ১/১৩ (১০); তাবারানি, কাবীর ৭/৩৪৭ (৭১৬৩); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১১০৪; হাকিম ১/৫০১ (১৮৪৪); আত-তারগীব ২/৪১৫; কানযুল উম্মাল ১/৪৯ (১৩৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৮–১৯ (২৩)।

"কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুনকে তার কাছ থেকে দূরে রাখা হবে" (আহমাদ ৩/৪১৭–৪১৮ (১৫৪৪৯)); إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ حَرَّ النَّارِ "আল্লাহ তাকে জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সুরক্ষিত রাখবেন" (আবু ইয়া'লা ১/১৯৯ (২৩০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ভিত্তিতে রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ লাভ

[৫৮.] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, আমি জিজ্ঞেস করি, 'আল্লাহর রাসূল! কিয়ামাতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সবচেয়ে সৌভাগ্যবান?' তিনি বলেন,

لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ

"আবূ হুরায়রা! হাদীসের[1] প্রতি তোমার যে আগ্রহ দেখেছি তা থেকে মনে হলো, এ বিষয়ে তোমার আগে কেউ প্রশ্ন করবে না! কিয়ামাতের দিন আমার সুপারিশ লাভের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে সৌভাগ্যবান, যে অন্তর থেকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বলে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই) [২]।"

৬৫ বুখারি ৯৯; আহমাদ ২/৩০৭ (৮০৭০), ২/৩৭৩ (৮৮৫৮), ২/৫১৮ (১০৭১৩); জামউস সহীহাইন

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জান্নাতের চাবি

[৫৯.] মুআয ইবনু জাবাল ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন,

مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"জান্নাতের চাবি হলো এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই।"

৫ আহমাদ (২২১০২), বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল (আরনাউত); কাশফুল আসতার ১/৯ (২); হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/১৩৫৬; আত-তারগীব ২/৪১৬ (১৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৬ (১০)।

তবে, দাঁত-ছাড়া-চাবি নিয়ে গেলে জান্নাতের দরজা খোলা হবে না

[৬০.] ওয়াহ্‌ব ইবনু মুনাব্বিহ ؒ-কে বলা হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও

---

[১] عَلَى الْعِلْمِ "জ্ঞানের প্রতি" ২/৩০৭ (৮০৭০), ২/৫১৮ (১০৭১৩)।

[২] আবূ হুরায়রা ؓ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "সুপারিশের ব্যাপারে আপনার রব আপনাকে কী জবাব দিলেন?" নবি ﷺ বলেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِي، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَمَا يُهِمُّنِي مِنَ انْقِصَافِهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِي، وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا، يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! জ্ঞানের প্রতি তোমার যে আগ্রহ দেখেছি, তা থেকে মনে হলো—আমার উম্মাহর মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম এ-বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! জান্নাতের দরজার সামনে তাদের যে প্রচণ্ড ভিড় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তা আমার কাছে আমার সুপারিশের পূর্ণতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ (চিন্তাময়)। আমার সুপারিশ তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/ আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত-লাভের অধিকারী কেউ নেই', (পরম নিষ্ঠার মানে হলো—) সে মুখে যা বলছে তার অন্তরে তা-ই আছে, আর অন্তরে যা আছে তা-ই সে মুখে প্রকাশ করছে।" আহমাদ ২/৩০৭ (৮০৭০), ইসনাদটি হাসান পর্যায়ের।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইলাহ্ নেই)—এটি কি জান্নাতের চাবি নয়?' তিনি বলেন, 'অবশ্যই! তবে দাঁত ছাড়া কিন্তু কোনও চাবি হয় না! তুমি যদি দাঁতবিশিষ্ট চাবি নিয়ে আসো, তাহলে তোমার জন্য (জান্নাতের দরজা) খোলা হবে, নতুবা তোমার জন্য খোলা হবে না।'

, ১২কুশকিভূমিকা; বুখারি, ১/১৪৫৯(২৬১); আবু নুআইম, ৪/হিলইয়া জানাইজ হয়ওয়াহিদ

দাঁত দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে

জান্নাতের দরজা খুলতে হলে দাঁতবিশিষ্ট চাবি লাগবে। উপরিউক্ত হাদীসে 'দাঁত' দ্বারা ইসলামের বিধিনিষেধগুলো অনুসরণের কথা বোঝানো হয়েছে।[১]

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব করে

[৬১.] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ বলেন, '(আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকাল ও আবু বকর ﷺ খলীফা মনোনীত হওয়ার পর) আমি উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ-কে তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশে বলতে শুনেছি—

"ব্যাপার কী? [২]আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর থেকে আপনার চেহারা ধূলিমলিন ও মাথার চুল উশকোখুশকো দেখতে পাচ্ছি। তালহা! সম্ভবত আপনার চাচাতো ভাই (আবু বকর ﷺ)-এর নেতৃত্বগ্রহণ আপনার কাছে ভালো লাগেনি!"

[৩]তালহা ﷺ বলেন,

"আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! [৪]আপনাদের মধ্যে আমারই এ ধরনের অনুভূতি না হওয়ার কথা সবচেয়ে বেশি। (আমার দুশ্চিন্তার কারণ হলো—) আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছিলাম:

إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ إِلَّا وَجَدَ رُوحَهُ لَهَا رَوْحًا حِينَ تَخْرُجُ مِنْ جَسَدِهِ، وَكَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আমি এমন একটি বাক্য জানি, কোনও ব্যক্তি যদি তা মৃত্যুর সময় বলে, তা[৫]হলে সে দেখতে পাবে—তার আত্মা দেহ থেকে বের হওয়ার সময় ওই বাক্যের জন্য সতেজতা অনুভব করছে, আর কিয়ামতের[৬]দিন সেটি হবে তার জন্য (স্বরূপ্রা) ।'

---

[১] ফাত্হুল বারী।

[২] "আপনাকে দুঃখভারাক্রান্ত মনে হচ্ছে যে!" (আহমাদ ১/১৬১ (১৩৮৬))।

[৩] 'তালহা বলেন, "না।" এরপর আবু বকর ﷺ-এর প্রশংসা করে ...' (আহমাদ ১/১৬১ (১৩৮৬))।

[৪] "তাঁর কর্তৃত্ব-গ্রহণে আমার কষ্ট পাওয়ায় কোনও কারণ নেই।" (আহমাদ ১/১৬১ (১৩৮৬))।

[৫] فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ، وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ "আল্লাহ অবশ্যই তার দুঃখ ভুলিয়ে দেবেন, আর (চেহারার) রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।" ১/১৬১ (১৩৮৬))।

[৬] فِي صَحِيفَتِهِ "তার আমলনামায়" ১/৩৭ (২৫২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাক্যটি সম্পর্কে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে পারিনি, আর তিনিও আমাকে সেটি জানাননি।[১] এ চিন্তাই এখন আমার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে।"

উমর رضي الله عنه বলেন, "বাক্যটি আমি জানি!" তালহা رضي الله عنه বলেন, "প্রশংসা সবই আল্লাহর! কী সেটি?" উমর رضي الله عنه বলেন,

"সেটি ওই বাক্য যা তিনি তার চাচাকে বলেছিলেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই)।[২]"

তালহা رضي الله عنه বলেন, "আপনার কথা সত্য।[৩]" '

আহমাদ ১/২৮ (১৮৭), সহীহ বি তুরকিহী; ১/১৬১ (১৩৮৪), ১/১৬১ (১৩৮৬) ইসনাদটি সহীহ, ১/৩৭ (২৫২); আবূ ইয়া'লা ২/২২-২৩ (৬৫৫); জামেউল ফাওয়াইদ ২৩।

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

[৬২] উসমান ইবনু আফফান رضي الله عنه বলেন, 'নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের পর, নবি ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে কয়েকজন এতটাই শোকাহত হয়ে পড়েন যে, তাদের আশেপাশে কী হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা ছিলেন বেখবর। তাদের একজন ছিলাম আমি। আমি একটি ছোটো দুর্গের ছায়ায় বসে আছি, এমন সময় উমর رضي الله عنه আমার পাশ দিয়ে যান এবং আমাকে সালাম দেন। কিন্তু আমি টেরই পাইনি যে, তিনি পাশ দিয়ে গিয়েছেন এবং সালাম দিয়েছেন। উমর رضي الله عنه চলে যান। এরপর তিনি আবূ বকর رضي الله عنه-এর কাছে গিয়ে বলেন,

"কী আশ্চর্য! আমি উসমানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না!"

আবূ বকর ইতোমধ্যে খলীফা মনোনীত হয়েছেন। উমর ও আবূ বকর رضي الله عنهما উভয়ে এসে সালাম দেন। এরপর আবূ বকর رضي الله عنه বলেন,

"আপনার ভাই উমর এসে বললেন—তিনি আপনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিয়েছেন, কিন্তু আপনি তার সালামের জবাব দেননি। এ কাজ করার কারণ কী?"

আমি বলি, "আমি এ কাজ করিনি।" তখন উমর আমাকে বলেন, "শপথ আল্লাহর! আপনি এ কাজ করেছেন। বানূ উমাইয়া! এটা মূলত আপনাদের অহংকারের ফল!" আমি বলি,

"শপথ আল্লাহর! আমি তো টেরই পাইনি যে, আপনি পাশ দিয়ে গিয়েছেন এবং সালাম

---

[১] "নিছক সুযোগ-সামর্থ্যের অভাবে তাঁকে ওই বাক্যটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না; একপর্যায়ে তিনি ইন্তেকাল করলেন!" (আহমাদ ১/১৬১ (১৩৮৬))।

[২] "নবি ﷺ তাঁর চাচাকে (মৃত্যুর সময়) এ বাক্য পাঠ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই); এর চেয়ে মহান কোনও বাক্যের কথা কি আপনি জানেন?" (আহমাদ ১/১৬১ (১৩৮৪, ১৩৮৬))।

[৩] "সেটিই! শপথ আল্লাহর, সেটিই!" (আহমাদ ১/১৬১ (১৩৮৬)); "আমার চোখের সামনে থেকে যেন পর্দা সরে গেল! আপনার কথাই সত্য; তিনি যদি এর চেয়েও মহান কোনও বাক্যের কথা জানতেন, তা হলে সেটিরই আদেশ দিতেন।" (আহমাদ ১/৩৭ (২৫২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিয়েছেন।"

আবূ বকর বলেন,

"উসমান সত্য বলেছে। আপনি সম্ভবত কোনও বিষয়ে দুশ্চিন্তা করছিলেন, যার ফলে এটি টের পাননি।"

আমি বলি, "হ্যাঁ!" তিনি বলেন, "কী নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলেন?"[১]

আমি বলি,

"মুক্তির উপায় কী—এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার আগেই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি ﷺ-কে নিয়ে গেলেন![২]"

আবূ বকর বলেন, "আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।" তখন আমি তাঁর উদ্দেশে দাঁড়িয়ে[৩] বলি, "আপনি আমার কাছে আমার পিতা-মাতার মতোই সম্মানের পাত্র! আপনিই এ প্রশ্ন করার অধিক যোগ্য ব্যক্তি![৪]" আবূ বকর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—"আল্লাহর রাসূল! মুক্তি লাভের উপায় কী?"[৫] তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন,

مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ

'আমি আমার চাচার সামনে যে বাক্য পেশ করেছিলাম, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,[৬] যে-ব্যক্তি ওই বাক্য আমার কাছ থেকে গ্রহণ করে, সেটিই হবে তার মুক্তির উপায়।'[৭] " '

---

[১] '(জবাবে) উসমান ﵁ বলেন, "শয়তান একান্তে এসে আমার মনে এমন কিছু (সংশয়) সৃষ্টি করতে লাগল, দুনিয়ার সবকিছু আমাকে দিয়ে দিলেও যা প্রকাশ করা আমার পছন্দ নয়। শয়তান আমার মনে এ সংশয় সৃষ্টি করার পর, আমি নিজে নিজে বলি—হায়! আমি যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, শয়তান আমাদের মনে যে-কথার উদয় ঘটায় তা থেকে মুক্তির উপায় কী?" আবূ বকর ﵁ বলেন, "শপথ আল্লাহর! আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এ অনুযোগ পেশ করেছিলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—শয়তান আমাদের মনে যে-কথার উদয় ঘটায় তা থেকে মুক্তির উপায় কী? জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন—يُنْجِيكُمْ مِنْ ذٰلِكَ أَنْ تَقُولُوا مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ عَمِّي عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَفْعَلْ "আমার চাচাকে মৃত্যুর সময় যে-কথা বলতে বলেছিলাম অথচ তিনি তা বলেননি, সে কথাই তোমাদেরকে এ-ক্ষেত্রে মুক্তি দেবে।" ' (আবূ ইয়া'লা ১/১২১-১২২ (১৩০))।

[২] "আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করব—শয়তান আমাদের মধ্যে যে উপদ্রব সৃষ্টি করবে, তা থেকে মুক্তির উপায় কী?" (আহমাদ ১/৭-৮ (৩৭))।

[৩] 'তাকে আলিঙ্গন করে' (আবূ ইয়া'লা ১/২৩ (৯))।

[৪] "(নবি ﷺ কী বলেছিলেন) তা আমাকে একটু জানান।" (বাযযার (কাশফুল আসতার) ১/৮ (১))।

[৫] 'এ উম্মাহর মুক্তি কীসে?' (তাবারানি, আওসাত ২৮৩৯)।

[৬] অর্থাৎ, شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ "এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল" (তাবারানি, আওসাত ৩/১৭৪ (২৮৩৯))।

[৭] فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي أَرَدْتُ عَلَيْهَا عَمِّي فَأَبَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ "(এ উম্মাহর মুক্তি নিহিত) সেই কথার মধ্যে, যা আমি আমার চাচার সামনে পেশ করেছিলাম, কিন্তু তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহমাদ ১/৬ (২০) মারফূ' অংশটুকু সহীহ বিশ-শাওয়াহিদ; একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে যুহরি তাকে বিশ্বস্ত আখ্যায়িত করেছেন (হাইসামি); ১/৬ (২৪), ১/৭–৮ (৩৭); আবূ ইয়া'লা ১/২০–২১ (৯), ১/২১–২২ (১০), ১/২৮ (১৯), ১/১২১–১২২ (১৩৩); আবদুর রাযযাক ১১/২৮৫–২৮৬ (২০৫৫৪); বাযযার (কাশফ) ১/৮ (১); তাবারানি, আওসাত ২/১৫০ (২৮৩৯); ইবনু আদি ৪/১৫৫৮; ইতহাফ ১/৪৯ (৫), ১/৫৩–৫৪ (১৫), ১/৫৫–৫৬ (১৭); কানযুল উম্মাল ১/৫২ (১৬০), ১/৫৯ (১৯৪), ১/২৯০ (১৪০৪), ১/২৯১ (১৪০৬), ১/২৯২ (১৪১০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৪ (১), ১/১৫ (২), ১/৩২ (৮১), ১/৩৩ (৮৫); জামউল ফাওয়াইদ ২৪।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' গোনাহগার ব্যক্তিরও উপকারে আসবে

[৬৩.] আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ، وَلَوْ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ الْعَذَابُ

"যে-ব্যক্তি বলবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তার জীবনের কোনও একদিন সেটি তার উপকারে আসবে, শাস্তি ভোগ করার পরে হলেও।" '

তাবারানি, সগীর ৩৯৩; তাবারানি, আওসাত ২/৩৪২ (৩৪৮৬), বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); আবদুর রাযযাক ৩/৩৮৭ (৬০৪৫); বাযযার ১/১০ (৩); বাইহাকি, শুআব ১/১০৯ (৯৭), ১/১০৯–১১০ (৯৮), ১/১১০ (৯৯); হিলইয়া ৫/৪৬; কানযুল উম্মাল ১/৪১৮ (১৭৭৮); আত-তারগীব ২/৪১৪ (৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭ (১৩); আলবানি, আস-সহীহা ১৯৩২।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ভিত্তিতে জানমাল সুরক্ষিত থাকবে, আর বিচারের দায়িত্ব আল্লাহর

[৬৪.] ইয়াদ আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةٌ عَلَى اللهِ كَرِيمَةٌ، لَهَا عِنْدَ اللهِ مَكَانٌ، مَنْ قَالَهَا صَادِقًا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ،
وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَهُ، وَأَحْرَزَتْ مَالَهُ، وَلَقِيَ اللهَ غَدًا فَحَاسَبَهُ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া দাসত্ব-লাভের অধিকারী কেউ নেই)—এমন এক বাক্য যা আল্লাহর কাছে সম্মানিত, আল্লাহর কাছে এর একটি মর্যাদা আছে—

» যে সত্যনিষ্ঠ হয়ে এটি বলে, আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন;

» আর যে মিথ্যা মনে করে এটি বলে, এ বাক্য তার প্রাণ বাঁচাবে ও সম্পদের সুরক্ষা দেবে, এরপর আগামীকাল আল্লাহর সঙ্গে তার দেখা হবে, তখন তিনি তার হিসাব নেবেন।" '

বাযযার (কাশফ) ১/১০ (৪), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); উসদুল গবাহ ৪/৩২১–৩২২; আল-ইসাবা ৭/১৯০; কানযুল উম্মাল ১/৬৩–৬৪ (২২৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৬ (৫৬); জামউল ফাওয়াইদ ২৮।

কিছু বিপথগামী লোকের দ্বারা এ বিধান লঙ্ঘন

[৬৫.] হুমাইদ ইবনু হিলাল ﵀ বলেন, 'উবাদা ইবনু কুর্স লাইসি ﵁ কোনও এক যুদ্ধে বেশ

তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বার্তাবাহক" (তাবারানি, আওসাত ৩/১৭৪ (২৮৩৯)); مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَهُوَ لَهُ نَجَاةٌ "যে-ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই, তা হলে সেটি হবে তার মুক্তির উপায়" (আবূ ইয়া'লা ১/২৮ (১১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুদিন অবস্থান করেন। ফেরার পথে আহ্ওয়ায[1] এলাকার কাছাকাছি এসে আযানের আওয়াজ শুনতে পান। তখন তিনি বলেন,

"শপথ আল্লাহর! দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমদের সঙ্গে জামাআতে নামাজ পড়তে পারিনি!"

এ-কথা বলে নামাজের উদ্দেশে সেদিকে রওয়ানা দেন, যেদিক থেকে আযানের আওয়াজ এসেছিল। গিয়ে দেখেন—সেখানে আয্রাকিরা[2] অবস্থান করছে। তারা উবাদা ﷺ-কে বলে, "আল্লাহর দুশমন! এখানে এসেছেন কেন?" তিনি বলেন, "তোমরা কি আমার (দ্বীনি) ভাই নও?" তারা বলে, "আপনি শয়তানের ভাই! আমরা আপনাকে হত্যা করব।" উবাদা ﷺ বলেন,

"আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার যেটুকুতে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তোমরা কি সেটুকুতে আমার প্রতি সন্তুষ্ট নও?"

তারা বলে,

"নবি ﷺ আপনার কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন?"

উবাদা ﷺ বলেন,

"আমি কাফির অবস্থায় নবি ﷺ-এর কাছে এসে সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই আর তিনি আল্লাহর রাসূল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমাকে (পাকড়াও না করে) ছেড়ে দেন।"

এরপর আয্রাকিরা তাকে ধরে হত্যা করে।'

তাবারানি, আওসাত ৬/২১৬–২১৭ (৮৫৫৯), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); আল-ইসাবা ৫/৩২৪–৩২৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৬ (৫৭)।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অনুসারীদের কাফির ঘোষণার বিধিনিষেধ

[৬৬.] ইবনু উমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ، فَمَنْ أَكْفَرَ أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَهُوَ إِلَى الْكُفْرِ أَقْرَبُ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অনুসারীদের কোনও গোনাহের দরুন কাফির আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকো; যে-ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অনুসারীদের কাফির আখ্যায়িত করে, তার অবস্থান কুফরের অধিক কাছাকাছি।" '

তাবারানি, কাবীর ১২/২৭২ (১৩০৮৯), আলি ইবনু যাইদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন দাহ্হাক ইবনু হুমরা, দুজনের প্রামাণিকতা নিয়ে মতবিরোধ আছে (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ৩/৬৩৫ (৮২৭০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৬ (৪০৫)।

[৬৭.] আনাস ইবনু মালিক ﷺ-এর ব্যাপারে ইয়াযীদ রক্কাসি বলেন, 'আমি [3]বললাম, "আবূ

---

[১] বর্তমান ইরানের একটি এলাকা, এর পশ্চিমে রয়েছে ইরাকের বসরা।

[২] এরা ছিল খারিজিদের একটি উপদল, নাফি ইবনুল আযরাক-এর অনুসারী।

[৩] "তাকে" (আসকালানি, মাতালিব ৩/৯৫ (২১৭৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হামযা, কিছু লোক আমাদের বিরুদ্ধে কুফর ও শির্কের সাক্ষ্য দিচ্ছে।" আনাস ﵁ বলেন, "এরা সৃষ্টিকুল ও বিশ্বজগতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।" '

আবু ইয়া'লা, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৪১৪, বর্ণনাসূত্রে ইয়াযীদ রকাসি আছেন, অধিকাংশের মতে তিনি ত্রুটিযুক্ত, তবে আবু আহমাদ ইবনু আদি'র মতে বিশ্বস্ত (হাইসামি); আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/৯৫ (২৯৭৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৭ (৪১৪)।

[৬৮.] আবু সুফ্ইয়ান বলেন, 'আমি জাবির ﵁-কে (কিছু বিষয়) জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি মক্কার পাশে বানু ফিহরের এলাকায় থাকতেন। একব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি কিবলার অনুসারী কাউকে মুশরিক বলতেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহর আশ্রয় চাই!" প্রশ্ন শুনে তিনি আঁতকে ওঠেন। লোকটি বলল, "আপনারা কি আপনাদের কাউকে কাফির বলতেন?" তিনি বললেন, "না।" '

আবু ইয়া'লা ৪/২০৭ (২৩১৭), ইসনাদটি সহীহ (দারানি); তাবারানি, আওসাত ৫/২৮৭ (৭৩৫৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৭ (৪১৫)।

[৬৯.] আলি ও জাবির ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَلَاثَةٍ: أَهْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ، وَلَا تَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ بِشِرْكٍ، وَمَعْرِفَةُ الْمَقَادِيرِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا مِنَ اللهِ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مُنْذُ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ إِلَى آخِرِ عِصَابَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ

"ইসলামের ভিত্তি তিনটি (মূলনীতি)'র ওপর:

» যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অনুসারী, তাদেরকে কোনও গোনাহের দরুন তোমরা কাফির আখ্যায়িত করবে না, তাদের বিরুদ্ধে শির্কের সাক্ষ্য দেবে না;

» জেনে রাখবে—তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত; আর

» জিহাদ চলতে থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত—আল্লাহ যেদিন মুহাম্মাদ ﷺ-কে (রাসূল হিসেবে) পাঠিয়েছেন, সেদিন থেকে নিয়ে মুসলিমদের সর্বশেষ দল পর্যন্ত; জালিমের জুলুম অথবা সুবিচারকারীর সুবিচার কোনোকিছুই একে বাতিল করতে পারবে না।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/৩৩৭-৩৩৮ (৪৭৭৫), বর্ণনাসূত্রের ইসমাঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া তাইমি ত্রুটিযুক্ত, তার বিরুদ্ধে (হাদীস জাল করার) অভিযোগ আছে (দারানি); কানযুল উম্মাল ১/২৭৭ (১৩৭০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৬ (৪১০, ৪১১)।

[৭০.] আবু সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন—

لَنْ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا دَخَلَ فِيهِ

"একজন ব্যক্তি যেসব বিষয় মেনে নিয়ে ঈমানে ঢুকে, সেগুলো অস্বীকার করার আগ-পর্যন্ত সে ঈমান থেকে কিছুতেই বের হবে না।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/২৩২ (৪৪৩৩), বর্ণনাসূত্রের ইসমাঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া তাইমি ত্রুটিযুক্ত, তার বিরুদ্ধে (হাদীস জাল করার) অভিযোগ আছে (দারানি); কানযুল উম্মাল ১/৯১ (৩৮৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৬ (৪১২)।

[৭১.] আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا تُكَفِّرُوْا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِكُمْ بِذَنْبٍ وَإِنْ عَمِلُوْا بِالْكَبَائِرِ وَصَلُّوْا مَعَ كُلِّ إِمَامٍ، وَجَاهَدُوْا مَعَ كُلِّ أَمِيْرٍ

"তোমাদের কিবলা অনুসরণ করে—এমন কাউকে গোনাহের দরুন কাফির আখ্যায়িত কোরো না, যদি তারা

» কবীরা গোনাহ করে, আবার

» প্রত্যেক ইমামের সঙ্গে নামাজ আদায় করে এবং

» প্রত্যেক নেতার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করে।" '

তাবারানি, আওসাত ২/১৫১ (২৮৪৪), বর্ণনাসূত্রের আলি ইবনু আবী সারাহ ত্রুটিযুক্ত ও তার হাদীস পরিত্যাজ্য (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/২১৫ (১০৭৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৬-১০৭ (৪১৩)।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর চেয়ে ভারী কিছুই নেই

[৭২.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ لَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ تعالى: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَيَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ আমার উম্মাহর একজনকে সকল সৃষ্টির সামনে আলাদা করে নেবেন। তারপর তার সামনে নিরানব্বইটি নথি ছড়িয়ে দেবেন, প্রত্যেকটি খাতা দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর বিস্তৃত হবে। এরপর

আল্লাহ বলবেন: 'তুমি কি এখানকার কোনোকিছু অস্বীকার করো? আমার নিযুক্ত সংরক্ষক লেখকগণ কি তোমার প্রতি কোনও জুলুম করেছে?'

সে বলবে: 'না, রব আমার!'

আল্লাহ বলবেন: 'তোমার কি কোনও অজুহাত আছে?'[১]

সে বলবে: 'না, রব আমার!'

আল্লাহ বলবেন: 'কেন নয়? অবশ্যই! আমার কাছে তোমার একটি ভালো কাজ জমা আছে! আজ তোমার প্রতি কোনও জুলুম করা হবে না।'

---

[১] 'حَسَنَةٌ "তোমার কি কোনও ভালো কাজ আছে?" সে ভয় পেয়ে বলবে, "না।" ' (আহমাদ ২/২১৩ (৬৯৯৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

এরপর একটি কার্ড বের হবে, যার মধ্যে থাকবে—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক।

তখন আল্লাহ বলবেন: 'তোমার দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসো।'

সে বলবে: 'মনিব আমার! এসব খাতার বিপরীতে এ কার্ডের কী গুরুত্ব আছে?'

আল্লাহ বলবেন: 'তোমার প্রতি কোনও জুলুম করা হবে না।'

এরপর খাতাগুলো এক পাল্লায় আর কার্ডটি অপর পাল্লায় রাখা হবে। তখন খাতাগুলো হালকা আর কার্ডটি ভারী হয়ে যাবে। কোনোকিছুই আল্লাহর নামের চেয়ে বেশি ভারী হবে না!" '

তিরমিযি ২৬৩৯, হাসান গরীব; আহমাদ ২/২১৩ (৬৯৯৪); ইবনু মাজাহ্ ৪৩০০; হাকিম ১/৬ (৯), মুসলিমের শর্তে সহীহ; জামেউল ফাওয়াইদ ৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner
Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বান্দা ও আল্লাহ পরস্পরের অধিকার

[৭৩.] মুআয ইবনু জাবাল ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একটি গাধার পিঠে[১] আমি ছিলাম নবি ﷺ-এর সহ-আরোহী। আমার ও তাঁর মাঝখানে গদির শেষভাগটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একপর্যায়ে তিনি বলেন, يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ "মুআয ইবনু জাবাল!"

আমি বলি, 'আপনার খেদমতে হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!' এরপর কিছুক্ষণ চলার পর বলেন, يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ "মুআয ইবনু জাবাল!" আমি বলি, 'আপনার খেদমতে হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!' এরপর কিছুক্ষণ চলার পর বলেন, يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ "মুআয ইবনু জাবাল!" আমি বলি, 'আপনার খেদমতে হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!' এরপর কিছুক্ষণ চলার পর বলেন,

هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ

"তুমি কি জানো—বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার কী?"

আমি বলি, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি বলেন, فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا "বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার হলো—তারা তাঁর দাসত্ব করবে এবং কোনোকিছুকে তাঁর অংশীদার বানাবে না।"

এরপর কিছুক্ষণ চলার পর বলেন, يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ "মুআয ইবনু জাবাল!" আমি বলি, 'আপনার খেদমতে হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!' নবি ﷺ বলেন,

هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ

"তুমি কি জানো—বান্দারা ওই কাজ (অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব) করলে, আল্লাহর কাছে তাদের অধিকার কী?"

আমি বলি, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি বলেন, أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ "[২]তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না।[৩]" '

মুসলিম ১৪৩/৪৮ (৩০), ১৪৪/৪৯ (...), ১৪৫/৫০ (...), ১৪৬/৫১ (...), ১৪৮/৫৩ (৩২); আহমাদ ৩/১৫৭ (১২৬০৬), ৫/২২৮

---

[১] 'যার নাম ছিল উফাইর' (মুসলিম ১৪৪/৪৯ (...))।

[২] مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا "যারা তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করে না" (মুসলিম ১৪৪/৪৯ (...))।

[৩] يَغْفِرَ لَهُمْ "তাদের ক্ষমা করে দেবেন" (বাযযার (কাশফ) ১/১৭ (১৭)); وَأَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ "এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন" (আবূ ইয়া'লা ২০৬–২০৭ (৪২৩৯)); আমি বলি, 'আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের (এ) সুসংবাদ দেবো না?' তিনি বলেন, لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا "তাদের সুসংবাদ দিয়ো না! দিলে, তারা এর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে বসে থাকবে।" (মুসলিম ১৪৪/৪৯ (...)); لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا "না, আমার আশঙ্কা হচ্ছে—এরা এর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে বসে থাকবে।" (বুখারি ১২৯); নবি ﷺ বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ "কোনও বান্দা যদি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(২১৯৯১), ৫/২২৮ (২১৯৯৩), ৫/২২৮ (২১৯৯৪), ৫/২২৮ (২১৯৯৫), ৫/২২৯–২৩০ (২২০০৪), ৫/২৩০ (২২০০৬), ৫/২৩২ (২২০২৮), ৫/২৩৪ (২২০৩৯), ৫/২৩৪ (২২০৪০), ৫/২৩৪ (২২০৪১), ৫/২৩৬ (২২০৫৮), ৫/২৩৮ (২২০৭৩), ৫/২৪২ (২২০৯৬), ৫/২৪২ (২২০৯৭), ৫/২৪২ (২২০৯৮); বাযযার (কাশফ) ১/১৭ (১৭), ১/১৭–১৮ (১৮); আবু ইয়া'লা ৭/২৩৬–২৩৭ (৪২৩৯); বুখারি ১২৮, ১২৯, ২৮৫৬, ৫৯৬৭, ৬২৬৭, ৬৫০০, ৭৩৭৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫০ (১৫০, ১৫১); জামউল ফাওয়াইদ ১৩।

[৭৪.] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ নিজের রবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

أَرْبَعُ خِصَالٍ، وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِي، وَوَاحِدَةٌ لَكَ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي، فَأَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدُنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ عَلَيَّ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ جَزَيْتُكَ بِهِ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنِي فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي فَارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ

"[১]চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি আমার, একটি তোমার, একটি আমার ও তোমার মধ্যকার, আর একটি তোমার ও আমার বান্দাদের মধ্যকার।

» আমার অধিকার হলো—তুমি আমার গোলামি করবে, আমার সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করবে না;

» আমার কাছে তোমার অধিকার হলো—তুমি যে ভালো কাজই করবে,[২] আমি তোমাকে এর প্রতিদান দেবো[৩];

» তোমার ও আমার মধ্যকার বিষয়টি হলো—তুমি আমাকে ডাকবে, তাতে সাড়া দেওয়ার

সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর গোলাম ও বার্তাবাহক, তা হলে আল্লাহ অবশ্যই (তাকে) জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।" মুআয ﷺ বলেন, "আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ সংবাদ দেবো না, যাতে তারা খুশি হতে পারে?" তিনি বলেন, إِذًا يَتَّكِلُوا "সুসংবাদ দিলে, তারা এর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে বসে থাকবে।" (জ্ঞান লুকিয়ে রাখার) গোনাহের ভয়ে মুআয ﷺ তাঁর ইন্তেকালের সময় এটি বলে দিয়েছেন। (মুসলিম ১৪৮/৫৫ (৩২))। নবি ﷺ বলেন, مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ "যে-ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে যে, সে আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছু শরীক করেনি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছে এবং রমজানের রোযা রেখেছে—তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।" আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি (এ) সুসংবাদ লোকদের দেবো না?" তিনি বলেন, دَعْهُمْ يَعْمَلُوا "তাদের ছেড়ে দাও, তারা আমল করুক।" (আহমাদ ৫/২৩২ (২২০২৮), সহীহ)।

[১] يَا ابْنَ آدَمَ "ওহে আদম-সন্তান!" (বাযযার ৬১১০)।

[২] فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مِنْ عَمَلٍ "তুমি যা-ই করবে অথবা যে কাজই করবে" (বাযযার ৬১১০)।

[৩] فَإِنْ أَغْفِرْ، فَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "আর আমি যদি ক্ষমা করে দিই, তা হলে আমি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু;" (তবারানি, কবীর ৬/২৫৩ (৬১৩৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দায়িত্ব হবে আমার[১]; আর

» তোমার ও আমার বান্দাদের মধ্যকার বিষয়টি হলো, তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তা তাদের জন্যও পছন্দ করবে।" '

আবূ ইয়া'লা ৫/১৪৩ ২৭৫৭, একজন বর্ণনাকারী দুর্বল (হাইসামি); বাযযার ১৩/২১৬ (৬৬৯৩); কাশফুল আসতার ১/১৮ (১৯); তাবারানি, কাবীর ৬/২৫৩ (৬১৩৭); বাইহাকি, শুআব ৭/৫১৮ (১১১৮৬); কানযুল উম্মাল ২/৬৭ (৩১৪৯), ১৫/৮৭৮ (৪৩৪৮৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫১ (১৫২, ১৫৩); জামেউল ফাওয়াইদ ৪৪।

[৭৫.] আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, 'আমি[২] আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার একব্যক্তির খেজুর বাগানে হাঁটছিলাম। তখন নবি ﷺ বলেন—

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! هَلَكَ الْمُكْثِرُونَ ،

"আবূ হুরায়রা! ধনীদের ধ্বংস অনিবার্য;[৩]"

(এরপর) নবি ﷺ তাঁর হাতের তালু-দুটি ডানে-বামে ও সামনের দিকে প্রসারিত করে বলেন—

إِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

"তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা এভাবে এভাবে এভাবে (ইসলামের নির্দেশিত পথে) [৪]খরচ করে; আর এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই অল্প।"

এরপর কিছুক্ষণ হাঁটার পর নবি ﷺ বলেন—

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟

"আবূ হুরায়রা! আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি ভান্ডারের সন্ধান দেবো না?"

আমি বলি, "অবশ্যই, আল্লাহর রাসূল!" তিনি বলেন,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ

[৫]"[৬]আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই, আর আল্লাহর কাছ থেকে (পালিয়ে)

---

[১] فَبِنْكَ الدُّعَاءُ وَالْمَسْأَلَةُ وَعَلَيَّ الْإِسْتِجَابَةُ وَالْإِعْطَاءُ "তোমার কাজ হবে (আমাকে) ডাকা ও (আমার কাছে) চাওয়া, আর আমার দায়িত্ব হবে সাড়া দেওয়া ও (কাঙ্ক্ষিত বস্তু) প্রদান করা" (তাবারানি, কাবীর ৬/২৫৩ (৬১৩৭))।

[২] 'আমরা' (হাকিম ১/৫১৭ (১৩০১))।

[৩] إِنَّ الْمُكْثِرِينَ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "ধনীরা কিয়ামাতের দিন হবে অধিক নিঃস্ব;" (আহমাদ ২/৫২৫ (১০৭৯৫); الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ "অধিক প্রাচুর্যের অধিকারীরা হবে অধিক অধঃপতিত" (আহমাদ ২/৩৪০ (৮৪৮২), ২/৪২৮ (৯৫২৬))।

[৪] بِالْمَالِ "সম্পদ" (আহমাদ ২/৫২৫ (১০৭৯৫))।

[৫] تَقُولُ "তুমি বলবে—" (আবদুর রাযযাক ১১/২৮০ (২০৫৪৭))।

[৬] الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ "সমুন্নত ও মহান" (আবদুর রাযযাক ১১/২৮০ (২০৫৪৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোথাও আশ্রয়[1] পাওয়া যায় না, তিনিই একমাত্র আশ্রয়স্থল।"

এরপর কিছুক্ষণ হাঁটার পর নবি ﷺ বলেন—

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللهِ، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى النَّاسِ؟

"আবূ হুরায়রা! তুমি কি জানো—আল্লাহর কাছে মানুষের অধিকার কী আর মানুষের কাছে আল্লাহর অধিকার কী?"

আমি বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ বলেন—

فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

"মানুষের কাছে আল্লাহর অধিকার হলো—তারা তাঁর গোলামি করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরিক করবে না; তারা যদি সেটা মেনে চলে, তা হলে আল্লাহর কাছে তাদের অধিকার হলো—তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না।" '

আহমাদ ২/৩০৯ (৮০৮৫), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি), ২/৩৪০ (৮৪৮২), ২/৪২৮ (৯৫২৬), ২/৫২৫ (১০৭৯৫); আবদুর রাযযাক ১১/২৮৩ (২০৫৪৭); ইবনু মাজাহ ৪১৩১; হাকিম ১/৫১৭ (১৯০১); বায়যার (কাশফ) ৪/১৬ (৩০৮৮), ৪/১৬ (৩০৮৯); আত-তারগীব ৪/১৮৫; কানযুল উম্মাল ৩/৭৩০ (৮৫৯৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫০ (১৪৯)।

আল্লাহর অধিকারে মনোযোগী না হলে, বান্দার অধিকারে দৃষ্টি দেওয়া হয় না

[৭৬.] ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي

"আল্লাহ তাআলা বলেন—আমার বান্দা আমার অধিকার আদায়ে দৃষ্টি দেওয়ার আগ-পর্যন্ত, আমি আমার বান্দার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিই না।" '

তাবারানি, কাবীর ১২/২১২ (১২৯২২), একজন বর্ণনাকারী পরিত্যাজ্য এবং তাকে বিশ্বস্ত আখ্যায়িত করতে কাউকে দেখিনি (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ১/১৬৫ (৫৩৬); কানযুল উম্মাল ১৫/৭৯৯ (৪৩১৭২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫১ (১৫৪)।

[১] وَلَا مَنْجَى "ও রেহাই" (হাকিম ১/৫১৭ (১৯০১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জান্নাতে যাওয়ার কিছু আমল

হালাল-হারাম মেনে চলা

[৭৭.] জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, '[১]একব্যক্তি[২] আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে,
"[৩]এ-বিষয়ে আপনার কী মত? আমি যদি—

» ফরজ নামাজগুলো আদায় করি,

» রমজানের রোযা রাখি,

» হারামকে হারাম মেনে চলি,

» হালালকে হালাল মেনে চলি, আর

» এর চেয়ে বেশি কিছু না করি

—আমি কি জান্নাতে যেতে পারব?"

নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ!" সে বলে, "শপথ আল্লাহর! আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না।" '
মুসলিম ১১০/১৮ (...), ১০৮/১৬ (১৫), ১০৯/১৭ (...); আহমাদ ৩/৩১৬ (১৪৩৯৪), ৩/৩৪৮ (১৪৭৪৭); আবূ ইয়া'লা ৩/৪৪৫ (১৯৪০), ৪/১৯৫ (২২৯৫); আবূ আওয়ানা ৫, ৬; ইবনু মানদাহ, আল-ঈমান ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯; ইবনু কানি, মু'জামুস সাহাবা ৩/১৪৫–১৪৬।

উপরিউক্ত হাদীসে অন্যান্য ফরজ বিধানগুলোর কথা উল্লেখ করা না হলেও, সেগুলো এর মধ্যে চলে আসে, কারণ যে-কোনও ফরজ বিধান লঙ্ঘন করা হারাম; আর এখানে হারামকে হারাম মেনে চলার কথা বলা আছে। (ইমাম সিনদি'র বরাতে শুআইব আরনাউত, ইমাম আহমাদের মুসনাদ গ্রন্থের টীকা ২২/২৯১।) এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন: এ-হাদীসে প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি নুমান ইবনু কওকাল, যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন; তখনও পর্যন্ত ইসলামের অনেক বিধান ফরজ করা হয়নি।

হালাল-হারাম নির্ধারণের এখতিয়ার আল্লাহর

উপরিউক্ত হাদীসে হালাল-হারাম মেনে চললে, জান্নাতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে—কোনোকিছুকে হালাল বা হারাম ঘোষণার এখতিয়ার আল্লাহর; তাঁর বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে কোনোকিছুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা শুধু গোনাহের কাজই নয়, বরং আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারে অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى

---

[১] 'আনসার সাহাবিদের' (ইবনু মানদাহ, ঈমান ১৩৭)।

[২] 'নুমান ইবনু কওকাল' (মুসলিম ১০৮/১৬ (১৫))।

[৩] "আল্লাহর রাসূল!" (মুসলিম ১০৮/১৬ (১৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اللّٰـهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

"বলো—আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব জীবনোপকরণ পাঠালেন, সেগুলো থেকে তোমরা নিজেরা কোনোটাকে হারাম আর কোনোটাকে হালাল বানিয়ে নিয়েছ; (এর পরিণতি) ভেবে দেখেছ? বলো—আল্লাহ কি তোমাদের (এ-কাজের) অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর নামে মিথ্যাচার করছো?" (সূরা ইউনুস ১০:৫৯)।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰـهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰـهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

"এটা হালাল আর এটা হারাম—এভাবে তোমাদের মুখের জোরে মিথ্যাচার করো না, সেটা হবে আল্লাহর নামে তোমাদের মিথ্যা রটনার শামিল; যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না।" (সূরা আন-নাহল ১৬:১১৬)।

[৭৮.] মুআয ইবনু জাবাল ﷺ বলেন, 'এক সফরে আমি ছিলাম নবি ﷺ-এর সঙ্গে। একদিন সফর চলাকালে আমি তাঁর কাছাকাছি হয়ে গেলে, আমি বলি "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।" নবি ﷺ বলেন,

لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ الله عليه، تَعْبُدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ

"তুমি আমার কাছে একটি বিরাট বিষয় জানতে চেয়েছ! তবে আল্লাহ যার জন্য বিষয়টি সহজ করে দেন, সেটি তার জন্য অত্যন্ত সহজ; (বিষয়টি হলো)—

» তুমি আল্লাহর দাসত্ব করবে;

» তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না;

» নামাজ কায়েম রাখবে;

» যাকাত দেবে;

» রমজান মাসে রোযা রাখবে; এবং

» (আল্লাহর) ঘরের হজ করবে।"

এরপর তিনি বলেন, أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ "আমি কি তোমাকে কল্যাণের কী কী দরজা আছে তা বলে দেবো না?" আমি বলি, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" নবি ﷺ বলেন,

الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ شعار الصالحين

» "রোযা ঢালস্বরূপ;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» যাকাত ও দান গোনাহকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে, যেভাবে আগুন নিভিয়ে দেয় পানিকে; আর

» গভীর রাতে নামাজ আদায়

—এগুলো হলো সৎলোকদের নিদর্শন।"

এরপর নবি ﷺ আল্লাহ তাআলার এ বাণী পাঠ করেন:

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

"তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে ভয় ও আশা নিয়ে আর আমি তাদের যেসব জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারপর কেউ জানে না তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে তাদের চোখের শীতলতার কী সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে!" (সূরা আস-সাজদাহ্ ৩২:১৬–১৭)

তারপর নবি ﷺ বলেন, أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ "আমি কি তোমাকে দ্বীনের মূল, খুঁটি ও চূড়া কোনটি—তা বলে দেবো না?" আমি বলি, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" নবি ﷺ বলেন,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

» "দ্বীনের মূল হলো ইসলাম বা আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ,

» এর খুঁটি হলো নামাজ, আর

» এর চূড়া হলো জিহাদ।"

এরপর তিনি বলেন, أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ "আমি কি তোমাকে বলব না, এর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে কোন জিনিস?" আমি বলি, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" নবি ﷺ নিজের জিহ্বা ধরে বলেন, كُفَّ عَلَيْكَ هَٰذَا "এটাকে নিয়ন্ত্রণে রেখো।" আমি বলি, "হে আল্লাহর নবি! আমাদের কথার জন্য কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?" তিনি বলেন,

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟!

"মুআয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে কান্নাকাটি করুক![১] যে-জিনিসটি মানুষকে মুখের ওপর অথবা নাকের ওপর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, তা কি তাদের জিহ্বার ফসল ছাড়া অন্য কিছু?" '
তিরমিযি ২৬১৬, হাসান সহীহ; আহমাদ ৫/২৩১ (২২০১৬); নাসাঈ, কুবরা ১১৩৩০; ইবনু মাজাহ ৩৯৭৩; জামিউল ফাওয়াইদ ২৯।

[১] এটি একটি আরবি প্রবাদবাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ; বাংলায় এর কাছাকাছি অর্থ হয়—'আফসোস! কী যে বলো!' ইত্যাদি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৭৯.] আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি বলে,[১] "আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"[২] তখন লোকজন বলে ওঠে, "ওর কী হয়েছে? ওর কী হয়েছে?"[৩] আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, أَرَبٌ مَا لَهُ "সে তার একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে।" এরপর [৪]নবি ﷺ বলেন, (তোমার কাজ হলো—)

تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا

» তুমি আল্লাহর গোলামি করবে,

» তাঁর সঙ্গে কোনোকিছু শরীক করবে না,

» [৫]নামাজ কায়েম করবে,

» [৬]যাকাত দেবে, এবং

» আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে[৭]।

(এবার) এটি[৮] ছাড়ো!" [৯]'

বুখারি ৫৯৮৩, ৫৯৮২, ১৩৯৬, ১৩৯৭; মুসলিম ১০৪/১২ (১৩), ১০৫/১৩ (...), ১০৬/১৪ (...), ১০৭/১৫ (১৪); নাসাঈ ৪৬৮; নাসাঈ, কুবরা ৩২৫; আহমাদ ২/৩৪২–৩৪৩ (৮৫১৫), ৫/৪১৭ (২৩৫৩৮), ৫/৪১৮ (২৩৫৫০); জামউল ফাওয়াইদ ৩০।

[৮০.] মুগীরা তার পিতা আবদুল্লাহ ইয়াশ্কুরি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'কয়েকটি

---

[১] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক সফরে থাকাকালে, এক বেদুইন এসে তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম অথবা গলার দড়ি ধরে বলে' (মুসলিম ১০৪/১২ (১৩))।

[২] "যা আমাকে জান্নাতের কাছাকাছি নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে" (মুসলিম ১০৪/১২ (১৩), ১০৬/১৪ (...)); "যে-কাজ করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব" (বুখারি ১৩৯৭)।

[৩] 'নবি ﷺ সম্ভবত তখন সওয়ারির ওপর ছিলেন' (আহমাদ ৫/৪১৮ (২৩৫৫০))। তাই "ওর কী হয়েছে?" বলার মাধ্যমে সাহাবিগণ বোঝাতে চেয়েছেন, এটি তো প্রশ্ন করার উপযুক্ত সময় নয়।

[৪] 'তখন নবি ﷺ থেমে যান। এরপর তাঁর সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বলেন, لَقَدْ وُفِّقَ "তাকে (সত্য চেনার) তাওফীক দেওয়া হয়েছে" অথবা لَقَدْ هُدِيَ "তাকে সঠিক পথ দেখানো হয়েছে।" সেই বেদুইন বলে, 'কী বললেন?' সে একই কথা পুনরায় বললে, নবি ﷺ বলেন ...' (মুসলিম ১০৪/১২ (১৩))।

[৫] الْمَكْتُوبَةَ "ফরজ" (বুখারি ১৩৯৭)।

[৬] الْمَفْرُوضَةَ "ফরজ" (বুখারি ১৩৯৭)।

[৭] وَتَصُومُ رَمَضَانَ "এবং রমজান মাসে রোযা রাখবে" (মুসলিম ১০৭/১৫ (১৪))।

[৮] "উষ্ট্রীটি" (মুসলিম ১০৪/১২ (১৩))।

[৯] 'সে বলে, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি কখনও এর মধ্যে কিছু বাড়াব না, আর তা থেকে কিছু কমাবও না" ' (মুসলিম ১০৭/১৫ (১৪); বুখারি ১৩৯৭); 'লোকটি চলে যাওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ "তাকে যেসব আদেশ দেওয়া হলো, সেগুলো আঁকড়ে ধরে থাকলে সে জান্নাতে যাবে।" (মুসলিম ১০৬/১৪ (...)); مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا "জান্নাতী কোনও লোক দেখতে যার মন চায়, সে যেন একে দেখে নেয়।" (মুসলিম ১০৭/১৫ (১৪); বুখারি ১৩৯৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খচ্চর[১] সংগ্রহ করার জন্য আমি [২]কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হই। বাজারে পৌঁছে দেখি—বাজার ততক্ষণে ভেঙে গিয়েছে। তখন আমার এক সঙ্গীকে বলি, "চলো মাসজিদে যাই।" [৩]তখন সেখানে ছিল খেজুরপট্টি। [৪]সেখানে গিয়ে দেখি, ইবনুল মুনতাফিক নামে কাইস গোত্রের একব্যক্তি বলছেন—

"আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ও আকার-আকৃতি বলে দেওয়া হয়েছিল।[৫] এরপর [৬]মক্কায় তাঁর খোঁজ নিলে আমাকে জানানো হলো—'তিনি মিনায় আছেন।' মিনায় তাঁর খোঁজ নিলে আমাকে বলা বলো—'তিনি আরাফাতে আছেন।' [৭]সেখানে গিয়ে ভিড় ঠেলে নবি ﷺ-এর সামনে যাওয়ার পর আমাকে বলা হলো—

'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও!'

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

دَعُوا الرَّجُلَ أَرَبٌ مَا لَهُ

'লোকটিকে ছেড়ে দাও, সম্ভবত তার কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে।'

এরপর আমি ভিড় ঠেলে তাঁর খুব কাছাকাছি চলে যাই। তারপর আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাহনের লাগাম ধরলে, আমাদের বাহন-দুটির ঘাড়[৮] পরস্পরের সঙ্গে টক্কর খায়। তাতেও নবি ﷺ আমাকে কিছু বলেননি/আমার ওপর কোনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। আমি বলি,

'দুটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই—

» কোন কাজ আমাকে জাহান্নাম থেকে[৯] মুক্তি দেবে?

» আর কোন কাজ আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে?'[১০]

---

[১] 'জুতা' (তাবারানি, কাবীর ১৯/২০৯ (৪৭৩))।

[২] 'সকালবেলা আমার এক সঙ্গীকে নিয়ে' (তাবারানি, কাবীর ১৯/২০৯ (৪৭৩))।

[৩] '(এরপর) আমি মাসজিদে ঢুকি। সেটি তখন সবেমাত্র তৈরি হয়েছে।' (আহমাদ ৩/ ৪৭২ (১৫৮৮৩), ৬/৩৮৩–৩৮৪ (২৭১৫৪))।

[৪] 'মাসজিদের দেওয়াল ছিল বেলেমাটির।' (আহমাদ ৩/ ৪৭২ (১৫৮৮৩))।

[৫] "এক প্রয়োজনে সকালবেলা বের হয়ে দেখি—বাজারে একদল লোক সমবেত হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি—একব্যক্তি তাদের সামনে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিবরণ ও তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করছে।" (আহমাদ ৫/৩৭২–৩৭৩ (২৩১৬৪))।

[৬] "আল্লাহর রাসূল ﷺ বিদায় হজ করছেন—এ সংবাদ পেয়ে আমি আমার উটগুলো থেকে সওয়ার-হওয়ার-উপযুক্ত একটি উট খুঁজে বের করে রওয়ানা হই।" (আহমাদ ৩/ ৪৭২ (১৫৮৮৩), ৬/৩৮৩–৩৮৪ (২৭১৫৪))।

[৭] "এরপর নবি ﷺ-এর (দেখা পাওয়ার) জন্য আরাফাতের রাস্তায় বসে থাকি/অবস্থান গ্রহণ করি। একপর্যায়ে একদল আরোহী নজরে পড়ে। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর (আকার-আকৃতির) যে বিবরণী সংগ্রহ করেছিলাম, তা থেকে চিনতে পারি—আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের মধ্যে আছেন।" (আহমাদ ৩/ ৪৭২ (১৫৮৮৩), ৬/৩৮৩–৩৮৪ (২৭১৫৪))।

[৮] "মাথা" (আহমাদ ৩/ ৪৭২ (১৫৮৮৩))।

[৯] 'আল্লাহর শাস্তি থেকে' (তাবারানি, কাবীর ১৯/২১০ (৪৭৪))।

[১০] "আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—أَوَ ذَلِكَ أَعْمَلْتَكَ 'উত্তর জানতে পারলে তুমি তা মেনে চলবে?' আমি বলি, 'জি।' " (আহমাদ ৫/৩৭২–৩৭৩ (২৩১৬৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূল ﷺ [১]আকাশের দিকে তাকান। তারপর মাথা নামিয়ে আমার দিকে চেহারা ঘুরিয়ে বলেন,

لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ، لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَأَطْوَلْتَ، فَأَعْقِلْ عَنِّي إِذًا: اعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ، وَمَا تُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ بِكَ النَّاسُ، فَافْعَلْهُ بِهِمْ، وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْكَ النَّاسُ فَذَرِ النَّاسَ مِنْهُ

"তোমার প্রশ্নটি (আকারে) সংক্ষিপ্ত হলেও, (গুরুত্ব বিবেচনায়) সেটি বিশাল ও বেশ দীর্ঘ। সুতরাং আমার কাছ থেকে এগুলো ভালোভাবে বুঝে নাও—

» আল্লাহর গোলামি করবে,

» [২]তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করবে না;

» ফরজ নামাজ কায়েম রাখবে[৩];

» ফরজ যাকাত আদায় করবে;

» [৪]রমজান মাসে রোযা রাখবে;

» লোকজন তোমার সঙ্গে যে-আচরণ করলে তুমি পছন্দ করবে, তাদের সঙ্গে সে-আচরণ করবে;

» আর লোকজন তোমার সঙ্গে যে-আচরণ করলে তুমি অপছন্দ করবে, তাদের সঙ্গে সে-আচরণ করবে না।'

এরপর তিনি বলেন,

خَلِّ سَبِيلَ الرَّاحِلَةِ

'(এবার) [৫]বাহনটির জন্য রাস্তা খালি করো।' " '

আহমাদ ৬/৩৮৩ (২৭১৫৩), বর্ণনাসূত্রে আবদুল্লাহ ইয়াশকুরি আছেন, যার কাছ থেকে তার ছেলে মুগীরা ছাড়া অন্য কাউকে বর্ণনা করতে দেখিনি (হাইসামি), ৩/৪৭২ (১৫৮৮৩), ৩/৪৭২ (১৫৮৮৪), ৩/৪৭২–৪৭৩ (১৫৮৮৫), ৪/৭৬–৭৭ (১৬৭০৫), ৫/৩৭২–৩৭৩ (২৩১৬৪), ৬/৩৮৩–৩৮৪ (২৭১৫৪), ৬/৩৮৪ (২৭১৫৫); তাবারানি, কাবীর ৬/৪৯–৫০ (৫৪৭৮), ৮/৩১–৩২ (৭২৮৪) ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনের মতে বর্ণনাকারী কযাআ ইবনু সুওয়াইদ 'বিশ্বস্ত', তবে বুখারির মতে 'ত্রুটিযুক্ত', ১৯/২০৯–২১০ (৪৭৩), ১৯/২১০ (৪৭৪), ১৯/২১০ (৪৭৫), ১৯/২১১ (৪৭৬), ১৯/৪৪০–৪৪১ (১০৬৯); বাইহাকি, শুআব ৭/৫০১–৫০২ (১১১৩২), ৭/৫০২ (১১১৩৩), ৭/৫০৩ (১১১৩৪); উসদুল গবাহ ৩/১৪, ৬/৩৪৭; আল-ইসাবা ৩/১৩১–১৩২, ৬/২২৬; কানযুল উম্মাল ১/২৮০ (১৩৭৯), ১৫/৯৪৩ (৪৩৬২৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৩ (১২২, ১২৩), ১/৪৩–৪৪ (১২৪), ১/৪৪–৪৫ (১২৬), ১/৪৮ (১৪২)।

---

[১] "কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে" (তাবারানি, কাবীর ৬/৪৯–৫০ (৫৪৭৮))।

[২] اتَّقِ اللَّهَ "আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলবে;" (আহমাদ ৬/৩৮৩–৩৮৪ (২৭১৫৪))।

[৩] تُصَلِّي الْخَمْسَ "পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে" (তাবারানি, কাবীর ১৯/৪৪০–৪৪১ (১০৬৯))।

[৪] وَتَحُجُّ الْبَيْتَ "বাইতুল্লাহ'র হজ করবে;" (আহমাদ ৬/৩৮৩–৩৮৪ (২৭১৫৪); وَاعْتَمِرْ "এবং উমরা করবে" (তাবারানি, কাবীর ১৯/২১০ (৪৭৪))।

[৫] خَلِّ زِمَامَ النَّاقَةِ "উটের লাগাম ছাড়ো" (আহমাদ ৫/৩৭২–৩৭৩ (২৩১৬৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আখিরাতে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, যারা তাঁকে দুনিয়ায় অভিভাবক মানে

[৮১.] শাইবা খুদরি ﷺ বলেন, 'আমরা উমর ইবনু আব্‌দিল আযীয ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন আয়িশা ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উরওয়া ইবনুয যুবাইর ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ الثَّلَاثَةُ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ وَلَا يَتَوَلَّى اللهَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ مَعَهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَسْتُرُ اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"তিনটি বিষয় আমি হলফ করে বলতে পারি:[১]

» ইসলামে যার কোনও অংশ আছে, আল্লাহ তাকে ওই ব্যক্তির মতো বানাবেন না, যার ইসলামে কোনও অংশ নেই, আর ইসলামের অংশ হলো তিনটি—নামাজ, রোযা ও যাকাত;

» কোনও বান্দা দুনিয়ায় আল্লাহকে অভিভাবক মানলে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহই হবেন তার অভিভাবক; এবং

» কেউ কোনও জাতিকে পছন্দ করলে, আল্লাহ তাকে ওই জাতির সঙ্গেই রাখবেন[২]।

আর চতুর্থ এ বিষয়টির ব্যাপারে যদি আমি হলফ করি, তা হলে দৃঢ়ভাবে আশা করি আমার কোনও গোনাহ হবে না—

» আল্লাহ যদি কোনও বান্দাকে[৩] দুনিয়ায় আড়াল করে রাখেন, কিয়ামাতের দিন(ও) আল্লাহ তাকে[৪] আড়াল করে রাখবেন।"

এ হাদীস শুনে উমর ইবনু আব্‌দিল আযীয ﷺ বলেন, "কাউকে যদি উরওয়া'র মতো আয়িশা ﷺ-এর মাধ্যমে নবি ﷺ সম্পর্কে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শোনো, তা হলে তা সংরক্ষণ করে রেখো।" '

আহমাদ ৬/১৪৫ (২৫১২১), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি), ৬/১৬০ (২৫২৭১); আবু ইয়ালা ৮/৪৯–৫০ (৪৫৬৬), ৮/৫০ (৪৫৬৭); আব্দুর রাযযাক ১১/১৯৯ (২০৩১৮); তাবারানি, কাবির ৮/৩১৫ (৮০২৩), ৯/১৭৫–১৭৬ (৮৭৯৯), ৯/১৭৬ (৮৮০০); তহাভি, মুশকিল ৩/৫০; তুহফাতুল আশরাফ ১২/৮ (১৬৩৪৬); হাকিম ১/১৯ (৪৯), ৪/৩৮৪ (৮১৬১); বাইহাকি, শুআব ৬/৪৮৯ (৯০১২), ৬/৪৯০ (৯০১৪); আত-তারগীব ১/২৪৪–২৪৫, ৫১৭–৫১৮; কানযুল উম্মাল ১৫/৮৬০ (৪৩৪২২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৭ (১০৬,

---

[১] ثَلَاثٌ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِنَّ لَبَرَرْتُ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ "তিনটি বিষয় আছে এমন, যেগুলোর ব্যাপারে আমি শপথ করে বললে তা হবে সত্য শপথ, আর চতুর্থ বিষয়টিও যদি শপথ করে বলি, তা হলে আশা করি আমার কোনও গোনাহ হবে না।" (তাবারানি, কাবির ৮/৩১৫ (৮০২৩))।

[২] إِلَّا جَاءَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কিয়ামাতের দিন সে তাদের সঙ্গেই উপস্থিত হবে" (আহমাদ ২৫২৭১); إِلَّا بَعَثَهُ مَعَهُمْ "(কিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তাকে তাদের সঙ্গে ওঠাবেন" (তাবারানি, কাবির ৮/৩১৫ (৮০২৩))।

[৩] ذَنْبًا "(বান্দার) গোনাহকে" (আহমাদ ২৫২৭১)।

[৪] অর্থাৎ তার গোনাহকে (আহমাদ ২৫২৭১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০৭, ১০৮); জামউল ফাওয়াইদ ৬৪।

আল্লাহ, ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে মেনে সন্তুষ্ট থাকার পুরস্কার জান্নাত

[৮২.] ইমরান ইবনু হুছাইন ؓ বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস বলব না, যা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শোনার পর কাউকে বলিনি? কাউকে না বলার পেছনে এ আশঙ্কা কাজ করছিল—লোকজন আবার এর ওপর নির্ভর করে কাজ বাদ দিয়ে বসে থাকে কিনা! আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিজের হাত দিয়ে (বুকের) চামড়ার দিকে ইশারা করে বলতে শুনেছি,

مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ رَبُّهُ وَأَنِّي نَبِيُّهُ مُوقِنًا مِنْ قَلْبِهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

"যে-ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস-সহ জানে—আল্লাহ তার রব (অধিপতি) আর আমি তাঁর নবি, আল্লাহ তাকে[১] জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।" '

বাযযার ৯/৩৭–৩৮ (৩৫৫৫), বাযযারের মতে বর্ণনাকারীর মধ্যে কোনও সমস্যা নেই; বাযযার (কাশফ) ১/১৫ (১৪); তাবারানি, কাবীর ১৮/১২৪ (২৫৩); ইবনু খুযাইমা, আত-তাওহীদ ২/৮২২ (৫৪২); হিল্ইয়া ৬/১৮২; তারীখু বাগদাদ ১১/৩০৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৯ (২৫), ১/২২ (৩৬); জামউল ফাওয়াইদ ২৭।

[৮৩.] আবূ সাঈদ খুদরি ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে ব্যক্তি বলে—আল্লাহকে রব (অধিপতি), ইসলামকে দ্বীন (জীবনবিধান) আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল (বার্তাবাহক) হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।" '

আবূ দাউদ ১৫২৯, সহীহ; আহমাদ ৩/১৪ (১১১০২); মুসলিম ৪৮৭৯/১১৬ (১৮৮৪); জামউল ফাওয়াইদ ৬।

আর জিহাদের জন্য জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এক শ স্তর

'নবি ﷺ-এর উপরিউক্ত কথা শুনে আবূ সাঈদ খুদরি ؓ চমকে গিয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কথাটি আমাকে আরেকবার শোনান।" নবি ﷺ তা আরেকবার শোনান। এরপর তিনি বলেন,

وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِئَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"(ওই তিনটির সঙ্গে) আরেকটি বিষয় আছে, যার মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা জান্নাতে এক শ স্তর বাড়ানো হয়, প্রতি দু স্তরের মর্যাদার মধ্যে ব্যবধান হলো আসমান-জমিনের ব্যবধানের মতো।" আবূ সাঈদ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কী সেটি?" রাসূল ﷺ বলেন,

اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ!" ' (মুসলিম ১৮৮৪ (শেষাংশ))।

আহমাদের বর্ণনা অনুযায়ী, উপরিউক্ত তিনটি বিষয় উল্লেখ করার পর রাসূল ﷺ বলেন,

يَا أَبَا سَعِيدٍ وَالرَّابِعَةُ لَهَا مِنَ الْفَضْلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

---

[১] لَحْمَهُ "তার মাংসকে" (তাবারানি, কাবীর ১৮/১২৪ (২৫৩)); جِلْدَهُ "তার চামড়াকে" (বাযযার ৯/৩৭–৩৮ (৩৫৫৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আবূ সাঈদ! চতুর্থ বিষয়টির মর্যাদা আসমান ও জমিনের মাঝখানের ব্যবধানের মতো, আর সেটি হলো—আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।" (আহমাদ ৩/১৪ (১১১০২), সহীহ)।

ওহিকে সত্য হিসেবে মেনে না নেওয়ার পরিণতি জাহান্নাম

[৮৪.] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

"শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এ উম্মাহর কোনও ইহুদি বা খ্রিষ্টান[১] যদি আমার সম্পর্কে শুনতে পায়, তারপর আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাকে সত্য হিসেবে মেনে না নিয়ে মারা যায়, তাহলে সে নির্ঘাত জাহান্নামবাসী হবে।" '

মুসলিম ৩৮৬/২৪০ (১৫৩); আহমাদ ২/৩১৭ (৮২০৩), ২/৩৫০ (৮৬০৯); জামিউল ফাওয়াইদ ২০।

তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর জন্য জাহান্নাম হারাম

[৮৫.] নাওফাল ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন, আমরা আনাস ﵁-এর কাছে গিয়ে বলি, "আমাদের এমন কিছু বলুন, যা আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন। (এর পরিপ্রেক্ষিতে) আনাস ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَيْهِ : إِيمَانٌ بِاللهِ ، وَحُبُّ اللهِ ، وَأَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ فَيُحْرَقَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ

"যার মধ্যে তিনটি (বৈশিষ্ট্য) থাকবে, তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামকে তার জন্য হারাম করে দেওয়া হবে:

» আল্লাহর প্রতি ঈমান;

» আল্লাহর ভালোবাসা; এবং

» (এমন অনুভূতি জাগ্রত থাকা যে,) কুফর বা আল্লাহর অবাধ্যতার জীবনে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভস্মীভূত হওয়া তার কাছে অধিক পছন্দের।" '

আহমাদ ৩/১১৩-১১৪ (১২১২২), ইসনাদটি জাইয়্যিদ (দারানি); আবূ ইয়া'লা ৭/২৬৬ (৪২৮২); হিলইয়া ৮/৩৯০; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৫ (১৭৮)।

---

[১] أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ "এ উম্মাহর কোনও ব্যক্তি অথবা কোনও ইহুদি কিংবা কোনও খ্রিষ্টান" (আহমাদ ২/৩১৭ (৮২০৩), সহীহ)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামের বিভিন্ন ফরজ বিধান

[৮৬.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন—

مَنْ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ، كَانَ عَبْدَ لِلهِ حَقًّا، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا كَانَ عَدُوًّا لِلهِ حَقًّا

"যে-ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোযা ও ফরজ গোসল আদায়—এসব আমল নিয়ে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে আল্লাহর যথার্থ বান্দা হিসেবে গণ্য হবে; আর যে এসবে কোনও কমতি করবে, সে আল্লাহর যথার্থ শত্রু হিসেবে বিবেচিত হবে।" '

তাবারানি, কাবীর ১৪/৮৮ (১৪৭০১), ইবনু আদি'র মতে বর্ণনাকারী হাজ্জাজ 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৫ (১২৮)।

[৮৭.] জারীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বলেন—

تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لِلنَّاسِ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ

"তুমি

» এ-মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল;

» নামাজ কায়েম রাখবে;

» যাকাত দেবে;

» রমজান মাসে রোযা রাখবে;

» (কাবা)ঘরের হজ করবে; এবং

» নিজের জন্য যা পছন্দ করো, মানুষের জন্য তা পছন্দ করবে, আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করো, মানুষের জন্য তা অপছন্দ করবে।" '

তাবারানি, কাবীর ২/৩১৮-৩১৯ (২৩২৭), ইসনাদে হাজ্জাজ ইবনু আরতাআ রয়েছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/২৭৯ (১৩৭৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৫ (১২৯)।

[৮৮.] আবূ মালিক আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا بَعْدَ إِذْ آمَنَ بِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَأَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে-ব্যক্তি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করে না;

» ফরজ নামাজ কায়েম রাখে;

» ফরজ যাকাত আদায় করে;

» রমজান মাসে রোযা রাখে;

» (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম) শোনে ও মানে; এবং

» এর ওপর মারা যায়,

তার জন্য জান্নাত অবধারিত।" '

তাবারানি, কবীর ৩/৩৩২–৩৩৩ (৩৪৪৩), বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/৮২ (৩৩৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৫ (১৩০)।

[৮৯.] হাকীম ইবনু মুআবিয়া ﵁ সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি নবি ﷺ–এর কাছে এসে বলেন, "আল্লাহর রাসূল! আমাদের রব আপনাকে কী (বার্তা) দিয়ে পাঠিয়েছেন?" জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ مِنْ مُسْلِمٍ حَرَامٌ . يَا حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، هٰذَا دِيْنُكَ ، أَيْنَمَا تَكُنْ ، يَكْفِكَ

"তুমি

» আল্লাহর গোলামি করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনও শির্ক করবে না;

» নামাজ কায়েম রাখবে;

» যাকাত দেবে; এবং

» (মনে রাখবে) প্রত্যেক মুসলিম(–এর জান–মাল–সম্মান হরণ) অপর মুসলিমের জন্য হারাম।

হাকীম ইবনু মুআবিয়া! এ হলো তোমার দ্বীন। তুমি যেখানেই থাকো, তা তোমার জন্য যথেষ্ট।" '

তাবারানি, কাবীর ৩/২৩২ (৩১৪৭), বর্ণনাকারী সাফার ইবনু নাসীর 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); আল-ইসতিআব ৩/৫৯–৬০; উসদুল গবাহ ২/৪৮; আল-ইসাবা ২/২৮০; কানযুল উম্মাল ১/৩৪ (৪৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৫ (১৩১)।

[৯০.] ইবনু আব্বাস ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ رَمَضَانَ وَقَرَى الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে–ব্যক্তি

» নামাজ কায়েম রাখে;

» যাকাত দেয়;

» বাইতুল্লাহ'র হজ করে;

» রমজান মাসে রোযা রাখে; এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» মেহমানকে আপ্যায়ন করে,

সে জান্নাতে যাবে।" '

তাবারানি, কাবীর ১২/১৩৬–১৩৭ (১২৬৯২), বর্ণনাকারী হুবাইয়িব ইবনু হাবীব 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); ইবনু আদি, আল-কামিল ২/৮২১; বাইহাকি, শুআব ৭/৯২–৯৩ (৯৫৯৩), ৭/৯৩ (৯৫৯৪); কানযুল উম্মাল ১৫/৮৮৮ (৪৩৫১৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৫–৪৬ (১৩২)।

[৯১.] সামুরা ইবনু জুনদুব ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَحُجُّوا، وَاعْتَمِرُوا، وَاسْتَقِيمُوا، يُسْتَقَمْ بِكُمْ

"তোমরা

» নামাজ কায়েম রাখো;

» যাকাত দাও;

» হজ করো;

» উমরা করো; এবং

» (ইসলামের বিধিনিষেধের) আনুগত্যে অটল থাকো,

তা হলে তোমাদের সঠিক পথে রাখা হবে।" '

তাবারানি, সগীর ১৩৬, বর্ণনাকারী ইমরান কাত্তানকে বুখারি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আহমাদ ও ইবনু হিব্বানের মতে তিনি 'বিশ্বস্ত', অন্যদের মতে 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ১/৫৫৩ (২০০৪); তাবারানি, কাবীর ৭/২১৬ (৬৮৯৭); আত-তারগীব ১/৫২৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৬ (১৩৩)।

[৯২.] আবূ উমামা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

سِتٌّ مَنْ جَاءَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَاءَ وَلَهُ عَهْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُولُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَدْ كَانَ يَعْمَلُ بِيْ: الزَّكَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالْحَجُّ وَالصِّيَامُ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ

"ছয়টি বিষয় আছে; যে-ব্যক্তি সেগুলোর একটি নিয়ে (আল্লাহর কাছে) হাজির হবে, কিয়ামাতের দিন সেটি তার জন্য প্রতিশ্রুতির কাজ করবে; সেগুলোর প্রত্যেকটি বলবে—সে সুচারুরূপে আমার কাজটি করেছে। (বিষয় ছয়টি হলো:)

» যাকাত;

» নামাজ;

» হজ;

» রোযা;

» আমানতের দায়িত্ব পালন; এবং

» আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।" '

তাবারানি, কাবীর ৮/৩০৫ (৭৯৯৩), এমন কাউকে দেখিনি যিনি বর্ণনাকারী ইউনুস ইবনু আবী হাসমা'র কথা উল্লেখ করেছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১৫/৮৯৪–৮৯৫ (৪৩৫৩৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৬ (১৩৪)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৯৩.] আবূ উমামা ﵁ বলেন, 'ইশার নামাজের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের এ-মর্মে আদেশ দেন—

أُحْشُدُوا لِلصَّلَاةِ غَدًا، فَإِنَّ لِي إِلَيْكُمْ حَاجَةً

"আগামীকাল নামাজের জন্য সবাই সমবেত হবে, তোমাদের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।"

এ কথা শুনে তাদের কিছু লোক বলেন,

"অমুক! তুমি খেয়াল রাখবে—আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ভাষণের শুরুতে কোন কথাটি বলেন। তুমি খুব কাছাকাছি থাকবে, যাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ভাষণের কোনও অংশ বাদ না পড়ে।"

তাদের নিয়ে নামাজ আদায় শেষে নবি ﷺ বলেন,

حَشَدْتُمْ كَمَا أَمَرْتُكُمْ

"তোমাদের সবাইকে আসতে বলেছিলাম। সবাই এসেছ?"

তারা বলেন, "হ্যাঁ! আল্লাহর রাসূল!" নবি ﷺ বলেন,

أُعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، هَلْ عَقَلْتُمْ هٰذِهِ؟ هَلْ عَقَلْتُمْ هٰذِهِ؟ هَلْ عَقَلْتُمْ هٰذِهِ؟

"তোমরা তোমাদের রবের গোলামি করবে, আর তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরিক করবে না। কথাটি বুঝতে পেরেছ? কথাটি বুঝতে পেরেছ? কথাটি বুঝতে পেরেছ?"

তারা বলেন, "হ্যাঁ!" নবি ﷺ বলেন,

أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، هَلْ عَقَلْتُمْ هٰذِهِ؟ هَلْ عَقَلْتُمْ هٰذِهِ؟ هَلْ عَقَلْتُمْ هٰذِهِ؟

"তোমরা নামাজ কায়েম রাখবে এবং যাকাত দেবে। তোমরা নামাজ কায়েম রাখবে এবং যাকাত দেবে। তোমরা নামাজ কায়েম রাখবে এবং যাকাত দেবে। কথাটি বুঝতে পেরেছ? কথাটি বুঝতে পেরেছ? কথাটি বুঝতে পেরেছ?"

তারা বলেন, "হ্যাঁ!" নবি ﷺ বলেন,

إِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، إِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، إِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، هَلْ عَقَلْتُمْ هٰذِهِ؟ هَلْ عَقَلْتُمْ هٰذِهِ؟ هَلْ عَقَلْتُمْ هٰذِهِ؟

"তোমরা (ইসলামের বিধিনিষেধ) শুনবে এবং মানবে। তোমরা (ইসলামের বিধিনিষেধ) শুনবে এবং মানবে। তোমরা (ইসলামের বিধিনিষেধ) শুনবে এবং মানবে। কথাটি বুঝতে পেরেছ? কথাটি বুঝতে পেরেছ? কথাটি বুঝতে পেরেছ?"

তারা বলেন "হ্যাঁ!" আমাদের মনে হলো—নবি ﷺ আমাদেরকে (দ্বীনের) সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একসঙ্গে বলে দিয়েছেন।'

তাবারানি, কাবীর ৮/১৮৯–১৯০ (৭৬৭৮), বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনু ইবরাহীমকে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আবূ হাতিম 'বিশ্বস্ত' আখ্যা দিয়েছেন, আর নাসাঈ ও আবূ দাউদের মতে তিনি 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৬ (১৩৫)।

[৯৪.] আমর ইবনু মুররা জুহানি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কুদাআ গোত্রের একব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলেন,

"আমি যদি

» সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল;

» পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি;

» রমজান মাসে রোযা রাখি ও রাতে জেগে থাকি; আর

» যাকাত দিই,

তা হলে কী হবে?[১]"

জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ مَاتَ عَلٰى هٰذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّـهَدَاءِ

"এর ওপর (অটল থেকে) কেউ মারা গেলে, সে সিদ্দীক ও শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" '

বাযযার (কাশফ) ১/২২–২৩ (২৫), ইসনাদটি হাসান অথবা সহীহ (হাইসামি); ইবনু হিব্বান ৮/২২৩–২২৪ (৩৪৩৮); ইবনু হিব্বান (মাওয়ারিদ) ১৯; ইবনু খুযাইমা ২২১২; তারীখু দিমাশক ৪৬/৩৩৮; আত-তারগীব ১/২৩৬ (১১), ১/৫৩৩–৫৩৪ (১৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৬ (১৩৬)।

[৯৫.] মুআয ইবনু জাবাল ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَـنْ صَـامَ رَمَضَـانَ ، وَصَـلَّى الصَّلَـوَاتِ ، وَحَـجَّ الْبَيْـتَ إِلَّا كَانَ حَقًّـا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِـرَ لَهُ ، إِنْ هَاجَـرَ فِي سَـبِيْلِ اللهِ ، أَوْ مَكَـثَ بِأَرْضِـهِ الَّـتِي وُلِدَ بِهَـا

"যে-ব্যক্তি

» রমজান মাসে রোযা রাখে;

» নামাজগুলো আদায় করে; এবং

» (কাবা)ঘরের হজ করে"

'যাকাতের কথা নবি ﷺ উল্লেখ করেছিলেন কি না, তা আমার মনে নেই।'

"সে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করুক, অথবা নিজের জন্মভূমিতে অবস্থান করুক—(উভয়াবস্থায়) তাকে মাফ করে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়।"

(এ কথা শুনে) মুআয ﵁ বলেন, "আমি কি লোকদের এ সংবাদ দেবো না?" জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

---

[১] "তা হলে আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত হব?" (ইবনু হিব্বান ৩৪৩৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ، فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا، وَفَوْقَ ذَٰلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ

"লোকদের ছেড়ে দাও, তারা আমল করুক। কারণ, জান্নাতে এক শ স্তর আছে, প্রতি দু স্তরের মাঝখানের ব্যবধান আসমান ও জমিনের মাঝখানের ব্যবধানের সমান[১]। ফিরদাউস হলো সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে প্রশস্ত জান্নাত, এর ওপর রয়েছে রহমানের আরশ, জান্নাতের ঝরনাগুলোর উৎস সেখানে। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে, তখন ফিরদাউস চাইবে।" '

তিরমিযি ২৫৩০, সহীহ; আহমাদ ৫/২৪০–২৪১ (২২০৮৭); বাযযার (কাশফ) ১/২৩ (২৬); কানযুল উম্মাল ৮/৪৮১ (২৩৭২৬), ১৫/৮২৮ (৪৩২৯৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৬–৪৭ (১৩৭)।

নামাজ, রোযা ও যাকাতের গুরুত্ব

[৯৬.] তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ ﵁ বলেন, 'নাজ্‌দ এলাকার এক অধিবাসী[২] আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসে। তার মাথার চুল ছিল অপরিপাটি। আমরা তার উচ্চ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী বলছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। একপর্যায়ে কাছে এলে বুঝতে পারি—সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

"দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ (আদায় করতে হবে)।"

লোকটি জিজ্ঞেস করে, "এর বাইরে আমার ওপর আর কোনও ফরজ (নামাজ) আছে কি?"

নবি ﷺ বলেন, لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ "না, তবে নফল হিসেবে পড়তে পারবে।" এরপর নবি ﷺ বলেন,

وَصِيَامُ رَمَضَانَ

"রমজানের রোযা (রাখতে হবে)।"

লোকটি জানতে চায়, "এর বাইরে আমার ওপর আর কোনও ফরজ (রোযা) আছে কি?" নবি ﷺ বলেন, لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ "না, তবে নফল রোযা রাখতে পারবে।"

এরপর নবি ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললে, সে জিজ্ঞেস করে, "এর বাইরে আমার ওপর আর কোনও ফরজ (দান) আছে কি?"

নবি ﷺ বলেন, لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ "না, তবে নফল হিসেবে দান করতে পারবে।"

---

[১] مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِئَةُ سَنَةٍ "উভয় স্তরের মাঝখানে(র ব্যবধান) এক শ বছরের (পথ)" (আহমাদ ৫/২৪০–২৪১ (২২০৮৭))।

[২] তিনি ছিলেন দিমাম ইবনু সা'লাবা ﵁।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১]এরপর লোকটি এ কথা বলে চলে যায়, "শপথ আল্লাহর! আমি এর বেশিও করব না, কমও করব না।"[২]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

"তার কথা সত্য হলে সে সফল হবে[৩]।" '

বুখারি ৪৬, ১৮৯১, ২৬৭৮, ৬৯৫৬; মুসলিম ১০০/৮ (১১), ১০১/৯ (...); মুওয়াত্তা ৪৩৫; আহমাদ ১/১৬২ (১৩৯০); আবু দাউদ ৩৯১, ৩২৫২; নাসাঈ ৪৫৮, ২০৯০, ৫০২৮; নাসাঈ, কুবরা ৩১৫, ২৪১১; দারিমি ১৬০৪; জামিউল উসূল ৭; জামউল ফাওয়াইদ ৪৯।

নামাজ পড়ার উত্তম সময়

[৯৭.] আমর ইবনু আবাসা رضي الله عنه বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলি, "আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে আর কারা এ দ্বীনের ওপর অবিচল আছে?"

তিনি বলেন, حُرٌّ وَعَبْدٌ "একজন স্বাধীন আর একজন কৃতদাস।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "ইসলাম কী?"

তিনি বলেন, طِيبُ الْكَلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ "ভালো কথা বলা ও খাবার খাওয়ানো।"

আমি জানতে চাই, "ঈমান কী?[৪]"

তিনি বলেন, الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ "ধৈর্য ও সহনশীলতা।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "ইসলামে কোন (ব্যক্তি)টি সবচেয়ে উত্তম?"

তিনি বলেন, مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।"

আমি বলি, "ঈমানের কোন কাজটি সর্বোত্তম?"

তিনি বলেন, خُلُقٌ حَسَنٌ "সুন্দর আচরণ।"

আমি জানতে চাই, "নামাজের কোন অংশটি সর্বোত্তম?"

তিনি বলেন, طُولُ الْقُنُوتِ "দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "কোন ধরনের ত্যাগ (হিজরত) সর্বোত্তম?"

তিনি বলেন, أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ "যা-কিছু তোমার মহান অধিপতির অপছন্দ, তা ত্যাগ করা।"

---

[১] 'এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে ইসলামের বিধিবিধানগুলো জানিয়ে দেন' (বুখারি ৬৯৫৬)।

[২] "শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন! আমি নফল কিছু করব না এবং আল্লাহ যা-কিছু আমার ওপর ফরজ করেছেন তাতে কোনও কমতি করব না" (বুখারি ১৮৯১)।

[৩] 'অথবা دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ "তার কথা সত্য হলে সে জান্নাতে যাবে" ' (বুখারি ১৮৯১)।

[৪] "ঈমানের কোন অংশটি সর্বোত্তম?" (আসকালানি, মাতালিব ৩/১৪১ (৩১২২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি বলি, "কোন ধরনের জিহাদ সর্বোত্তম?"

তিনি বলেন, مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وأُهْرِيقَ دَمُهُ "যার তেজি ঘোড়া (শত্রুর আঘাতে) অচেতন হয়ে পড়ে এবং যার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়।"

আমি জানতে চাই, "কোন সময়টি উত্তম?"

তিনি বলেন,

جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ -فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ، فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَ كَذٰلِكَ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ، فَإِذَا مَالَتْ، فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ أَوْ تَغِيبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا

» "রাতের শেষভাগ। তখন থেকে ফজর শুরু হওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় করলে তা লিখে রাখা হয় এবং তার সাক্ষী রাখা হয়।

» ফজরের সময়ক্ষণ শুরু হলে, ফজরের নামাজ আদায়ের আগ পর্যন্ত কেবল দু রাকআত নামাজ আদায় করা যাবে।

» ফজরের নামাজ আদায় হলে, সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত (অন্য) নামাজ আদায় থেকে বিরত থেকো।

» সূর্য ওঠা শুরু হলে, ওপরে-উঠে-যাওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় থেকে বিরত থেকো, কারণ এটি শয়তানের দু শিঙের মাঝখান দিয়ে উদিত হয় আর কাফিররা তখন এর উদ্দেশে প্রার্থনা করে।

» সূর্য ওপরে উঠে যাওয়ার পর থেকে ছায়া দণ্ডায়মান বর্শার সমান হওয়ার আগ পর্যন্ত, নামাজ আদায় করলে তা লিখে রাখা হয় এবং তার সাক্ষী রাখা হয়।

» ওই অবস্থা থেকে নিয়ে সূর্য ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত নামাজ আদায় থেকে বিরত থেকো।

» সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত, নামাজ আদায় করলে তা লিখে রাখা হয় এবং তার সাক্ষী রাখা হয়।

» সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নামাজ আদায় থেকে বিরত থেকো, কারণ তা শয়তানের দু শিঙের মাঝখান দিয়ে অস্তমিত বা অদৃশ্য হয় আর কাফিররা (তখন) এর উদ্দেশে প্রার্থনা করে।" '

আহমাদ ৪/৩৮৫ (১৯৪৩৫), ইসনাদটি হসান (দারানি); তাবারানি, আত-তিওয়াল ২৫/২১৪ (১১); তাবারানি, আওসাত ১/৫৭৩ (২১০৬);

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু ইয়া'লা ৩/৩৮০ (১৮৫৪); বাইহাকি, শুআব ৭/১২২ (৯৭১১); আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/১৫১ (৩১২২); কানযুল উম্মাল ১/২৮৭ (১৩৯২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৪ (১৬৮), ১/৫৬ (১৮০), ১/৫৯ (১৯৯), ১/৬০–৬১ (২১১); জামউল ফাওয়াইদ ৮৪।

নামাজ আদায়ের সময় এবং ওজুর মহত্ত্ব

[৯৮.] আবু উমামা[১] ﷺ থেকে বর্ণিত,[২] আমর ইবনু আবাসা ﷺ বলেন, 'জাহিলি যুগেও আমার মনে হচ্ছিল—লোকজন পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়ে আছে, এদের আচার-অনুষ্ঠানের কোনও ভিত্তি নেই, এরা মূর্তিপূজা করে! এক পর্যায়ে শুনলাম, মক্কায় একব্যক্তি নানা বিষয়ে আগাম সংবাদ দিচ্ছেন।[৩] অতঃপর আমি আমার সওয়ারিতে চড়ে[৪] তাঁর কাছে আসি।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন গোপনে কার্যক্রম চালাচ্ছেন; তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত। মক্কায় অতি সাধারণ বেশে ঘুরাফেরা করে, একপর্যায়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলি,[৫] 'আপনি কী?' তিনি বলেন,

أَنَا نَبِيٌّ

"আমি নবি[৬]।"

আমি জিজ্ঞেস করি, 'নবি কী?'[৭] তিনি বলেন,[৮]

أَرْسَلَنِي اللهُ

"আল্লাহ আমাকে (মানুষের কাছে) পাঠিয়েছেন।"

---

[১] বাহিলি (আহমাদ ১৭০১১)।

[২] 'তিনি বলেন, "আমর ইবনু আবাসা! আপনি তো বুদ্ধিমান, আল্লাহ-প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ও বানু সুলাইম গোত্রের একজন। কীসের ভিত্তিতে আপনি দাবি করছেন যে, আপনি ছিলেন ইসলামের এক চতুর্থাংশ?" ' (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৩] 'আমার এসব কথা শুনে একব্যক্তি বলল—"আমর! মক্কায় একব্যক্তি তোমার মতোই কথা বলছেন।' (উসদুল গবাহ ৪/২৫১–২৫২))।

[৪] 'মক্কায়' (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৫] 'তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হই। (মক্কায় পৌঁছার পর) আমাকে জানানো হলো—তিনি গোপনে কার্যক্রম চালাচ্ছেন; রাতের বেলা তিনি যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, তখনই কেবল আমি তাঁর নাগাল পাব। এ কথা শুনে আমি কা'বা ও এর পর্দার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ি। নবি ﷺ-এর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-ধ্বনিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন তাঁর কাছে গিয়ে বলি ...' (উসদুল গবাহ ৪/২৫১–২৫২)।

[৬] نَبِيُّ اللهِ "আল্লাহর নবি" (আহমাদ ১৭০১৯); رَسُولُ اللهِ "আল্লাহর বার্তাবাহক" (উসদুল গবাহ ৪/২৫১–২৫২)।

[৭] 'আল্লাহর নবি মানে কী?' (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৮] رَسُولُ اللهِ "আল্লাহর বার্তাবাহক।" [আমি বলি, 'আপনাকে কে পাঠিয়েছে?' তিনি বলেন, اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "আল্লাহ তাআলা।" (আহমাদ ১৭০১৬)] আমি বলি, 'আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন?' তিনি বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ!" (আহমাদ ১৭০১১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি জানতে চাই, 'তিনি আপনাকে কী (বার্তা) দিয়ে পাঠিয়েছেন?' তিনি বলেন,

أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْئٌ

"তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন—

» আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে,[১]

» মূর্তি ভাঙতে, এবং

» [২]আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করতে, যেন তাঁর সঙ্গে কোনোকিছু শরীক করা না হয়।"

[৩]জিজ্ঞেস করি, 'আপনার সঙ্গে এ দ্বীনের অনুসারী আর কে আছে?'[৪] তিনি বলেন,

حُرٌّ وَعَبْدٌ

"একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন ক্রীতদাস।"

সে-সময় আবূ বকর ও [৫]বিলাল ﷺ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। আমি বলি, [৬]'আমি আপনার অনুসারী হব।' [৭]তিনি বলেন,

إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذٰلِكَ يَوْمَكَ هٰذَا أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ وَلٰكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي

"এ-মুহূর্তে তুমি তা বরদাশত করতে পারবে না; তুমি কি আমার ও অন্যদের অবস্থা দেখছো না?[৮]তুমি বরং তোমার পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যাও;[৯] যখন শুনবে আমি জয়লাভ

---

[১] وَتُحْقَنَ الدِّمَاءُ وَتُؤْمَنَ السُّبُلُ "খুনখারাবি বন্ধ করতে, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে," (আহমাদ ১৭০১৬)।

[২] بِأَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ "আল্লাহর দাসত্ব করতে" (উসদুল গাবাহ ৪/২৫১-২৫২)।

[৩] 'আমি বলি, "তিনি আপনাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা তো অত্যন্ত চমৎকার! আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনার প্রতি ঈমান আনলাম, আপনাকে সত্য বলে মেনে নিলাম।" ' (আহমাদ ১৭০১৬)।

[৪] 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে আর কারা কারা ইসলাম গ্রহণ করেছে?' (আহমাদ ১৭০১৮)।

[৫] 'আবূ বকর ﷺ-এর আযাদকৃত দাস' (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৬] 'আপনার হাত বাড়ান, আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেব।' নবি ﷺ হাত বাড়ালে আমি তাঁর কাছে ইসলামের ব্যাপারে শপথবদ্ধ হই। তখন দেখতে পাই—আমি হলাম ইসলামের (অনুসারীদের) এক চতুর্থাংশ। (উসদুল গাবাহ ৪/২৫১-২৫২)।

[৭] 'আমি কি আপনার সঙ্গে থেকে যাব, নাকি আপনার ভিন্ন কোনও মত আছে?' (আহমাদ ১৭০১৬)।

[৮] قَدْ تَرَى كَرَاهَةَ النَّاسِ لِمَا جِئْتُ بِهِ "তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো—আমি যে বার্তা নিয়ে এসেছি, লোকজন তা কতটা অপছন্দ করছে।" (আহমাদ ১৭০১৬)।

[৯] فَامْكُثْ فِي أَهْلِكَ "তুমি বরং তোমার পরিবারের লোকদের সঙ্গে থাকো" (আহমাদ ১৭০১৬); حَتَّى يُمَكِّنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ "যতক্ষণ-না আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছেন" (আহমাদ ১৭০২৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছি,[১] তখন আমার কাছে চলে এসো[২]।"

আমি [৩]আমার পরিবারের নিকট ফিরে আসি।

সেখানে থাকাকালেই আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করেন। আমি প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর রাখতে থাকি। তিনি মদীনায় আসার পর আমি লোকদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। একপর্যায়ে ইয়াস্‌রিব (অর্থাৎ মদীনা) থেকে একদল লোক আমার নিকট এলে, আমি জানতে চাই—'মদীনায় আসা এই লোকটির খবর কী?'[৪] তারা বলল,

'(তাঁর অনুসারী হওয়ার জন্য) লোকজন তাঁর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে; তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।'

আমি [৫]মদীনায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে চিনতে পারছেন?' তিনি বলেন,

نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ

"হ্যাঁ! তুমিই তো আমার সঙ্গে মক্কায় দেখা করেছিলে!"[৬]

আমি বলি, 'জি হ্যাঁ!' তারপর বলি, 'হে আল্লাহর নবি! আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন, অথচ আমি জানি না—এমন কিছু বিষয় আমাকে জানান[৭]। আমাকে নামাজ সম্পর্কে কিছু বলুন।'[৮] তিনি বলেন,

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى

---

[১] فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِي قَدْ خَرَجْتُ مَخْرَجِي "যখন তোমরা শুনতে পাবে, আমি (মক্কা থেকে) চূড়ান্তভাবে বেরিয়ে পড়েছি" (আহমাদ ১৭০১৯)।

[২] فَالْحَقْ بِي "তখন আমার সঙ্গে যোগ দিয়ো" (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৩] 'ইসলাম গ্রহণ করে' (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৪] 'মক্কা থেকে তোমাদের কাছে যে লোকটি এসেছিলেন, তাঁর কী খবর?' (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৫] 'আমার বাহনে চড়ে' (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৬] أَلَسْتَ أَنْتَ الَّذِي أَتَيْتَنِي بِمَكَّةَ "তুমি কি ওই ব্যক্তি নও, যে মক্কায় আমার কাছে গিয়েছিলে?" (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৭] 'শেখান' (আহমাদ ১৭০১৯)।

[৮] (আমি জিজ্ঞেস করি) 'কোনও সময় কি এমন আছে, যা অন্য সময়ের চেয়ে উত্তম?' নবি ﷺ বলেন, جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَفْضَلُ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ "রাতের শেষভাগ হলো উত্তম সময়, সে সময় (নামাজ আদায় করলে) ফেরেশতারা পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকে এবং তা কবুল হয়; এ অবস্থা চলতে থাকে ফজরের নামাজ আদায় করা পর্যন্ত।" (আহমাদ ১৭০১৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ؛ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

"ভোরের নামাজ আদায় কোরো। এরপর সূর্য উদিত হয়ে ওপরে ওঠা পর্যন্ত নামাজ আদায় করা থেকে বিরত থেকো;[১] কারণ উদয়ের সময় এটি শয়তানের দু শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়, আর তখন কাফিররা একে সাজদা করে।

এরপর থেকে[২] নামাজ আদায় কোরো, কারণ তখনকার নামাজের সময় ফেরেশতারা সাক্ষী ও পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকে। (নামাজ আদায় কোরো) যতক্ষণ-না বল্লমের ছায়া উধাও হয়ে যাচ্ছে।[৩]

এরপর (ভরদুপুরে) নামাজ আদায় থেকে বিরত থেকো; কারণ তখন জাহান্নামের আগুনে ইন্ধন জোগানো হয়।

তারপর ছায়া বাড়তে শুরু করলে,[৪] নামাজ আদায় কোরো; কারণ তখনকার নামাজের সময় ফেরেশতারা সাক্ষী ও পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকে।

এরপর আসরের নামাজ আদায় করার পর, সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকো; কারণ শয়তানের দু শিংয়ের মাঝখান দিয়ে সূর্য অস্তমিত হয়, আর তখন কাফিররা একে সাজদা করে।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবি! এবার আমাকে ওজু সম্পর্কে কিছু বলুন।' তিনি বলেন,

مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا

---

[১] فَإِذَا طَلَعَتْ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ "সূর্য উদিত হলে নামাজ আদায় কোরো না, যতক্ষণ-না তা ওপরে উঠে যাচ্ছে" (আহমাদ ১৭০১৪, ১৭০১৬); ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَا دَامَتْ كَالْحَجَفَةِ حَتَّى تَنْتَشِرَ "সূর্য উদিত হওয়ার পর যতক্ষণ এটি গোল থালা/ ঢালের মতো থাকছে, ততক্ষণ নামাজ আদায় থেকে বিরত থেকো, যতক্ষণ-না এর আলোকচ্ছটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে" (আহমাদ ১৭০১৮)।

[২] فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ "যখন সূর্য এক বল্লম অথবা দু বল্লম পরিমাণ ওপরে উঠে যায়, তখন থেকে" (আহমাদ ১৭০১৬)।

[৩] حَتَّى يَسْتَوِيَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ "যতক্ষণ-না খুঁটি ও তার ছায়া পরস্পরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে" (আহমাদ ১৭০১৮)। অর্থাৎ ঠিক দুপুরবেলা পর্যন্ত।

[৪] فَإِذَا زَالَتْ "সূর্য ঢলে পড়লে" (আহমাদ ১৭০১৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلهِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"তোমাদের কেউ যখন ওজুর পানি এনে মুখ ধোয়, নাকে পানি দেয় আর কুলি করে, তখন তার চেহারা, মুখ ও নাকের ছিদ্রের গোনাহগুলো ঝরে যায়। তারপর সে যখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক চেহারা ধৌত করে, তখন তার চেহারার গোনাহসমূহ দাড়ির প্রান্তভাগ দিয়ে পানির সঙ্গে ঝরে পড়ে। তারপর কনুই পর্যন্ত দু হাত ধৌত করার সময়, দু হাতের গোনাহগুলো আঙুলের পানির সঙ্গে ঝরে পড়ে; তারপর মাথা মাসাহ্ করার সময় মাথার গোনাহ চুলের প্রান্তভাগ দিয়ে পানির সঙ্গে ঝরে যায়। তারপর যখন টাখনু পর্যন্ত দু পা ধৌত করে, তখন দু পায়ের গোনাহ আঙ্গুলের পানির সঙ্গে ঝরে যায়। তারপর যখন দাঁড়িয়ে [১]নামাজ আদায় করে, আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি প্রকাশ করে, যথাযথভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করে, এবং আল্লাহর জন্য অন্তর খালি করে, তখন সে এমনভাবে গোনাহমুক্ত হয়ে যায়, যেভাবে সে জন্মের দিন গোনাহমুক্ত ছিল।"

আমর ইবনু আবাসা ﵁ এ হাদীসটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবি আবু উমামা ﵁-এর কাছে বর্ণনা করলে, আবু উমামা ﵁ তাকে বলেন,

"আমর ইবনু আবাসা! আপনি কী বলছেন, তা ভেবে দেখুন।[২] এক কাজের জন্যই একজনকে এ (বিরাট) প্রতিদান দেওয়া হবে?"

জবাবে আমর ﵁ বলেন,

"আবু উমামা! আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, হাড়গুলো নরম হয়ে গিয়েছে, মৃত্যুর সময়ক্ষণও ঘনিয়ে এসেছে; এমতাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে মিথ্যা বলার তো আমার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে এটি একবার বা দুবার অথবা তিনবার" এভাবে তিনি সাত পর্যন্ত গণনা করেন "না শুনতাম, তা হলে এটি কখনও বর্ণনা করতাম না; বাস্তবতা হলো, আমি নবি ﷺ-এর কাছ থেকে এটি এর চেয়েও বেশি বার শুনেছি।"

মুসলিম ১৯৩০/২৯৪ (৮৩২); আহমাদ ৪/১১১ (১৭০১৪), ৪/১১১ (১৭০১৬), ৪/১১১–১১২ (১৭০১৮), ৪/১১২ (১৭০১৯), ৪/১১৪ (১৭০২৮); উসদুল গবাহ্ ৪/২৫১–২৫২।

যাকাত দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি ও আত্মশুদ্ধির মর্মকথা

[৯৯.] আবদুল্লাহ ইবনু মুআবিয়া গাদিরি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وعلم أنه لا إله إلا الله، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَا يعطى الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ

[১] رَكْعَتَيْنِ "দু রাকআত" (আহমাদ ১৭০১৯)।

[২] "আপনি কি এটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন?" (আহমাদ ১৭০১৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ

"যে-ব্যক্তি তিনটি কাজ করবে, সে অবশ্যই ঈমানের স্বাদ পাবে:

» যে-ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে;

» ভালোভাবে জেনে নেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই; এবং

» প্রতি বছর খুশিমনে ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে নিজের সম্পদের যাকাত দেবে—(ওই যাকাতে) কোনও বুড়ো বা ত্রুটিযুক্ত বা রোগা অথবা দুধ-দেয়-না-এমন নিম্নমানের পশু দেবে না, বরং তোমাদের মাঝারি মানের সম্পদ দেবে; কারণ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে সর্বোত্তম সম্পদ চাননি, আবার সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস দেওয়ার নির্দেশ দেননি[১]।" '

আবু দাউদ ১৫৮২, সহীহ; ইবনু সাদ, আত-তবাকাত ৭/৪২১; বুখারি, তারীখ ৫/৩১-৩২ (৫৪); তাবারানি, সগীর ৫৫৫; ইবনু আবী আসিম, আল-আহাদ ২/৩০০ (১০৬২); বাইহাকি, কুবরা ৪/৯৫-৯৬ (৭৩৫১); জামিউল উসূল ১৫; জামউল ফাওয়াইদ ৫৪; আলবানি, আস-সহীহাহ ১০৪৬।

চারটি কাজের আদেশ ও চারটি বিষয়ে নিষেধ

[১০০.] কাতাদা ﷺ বলেন, 'আবদুল কাইসের যে প্রতিনিধিদল আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসেছিল, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এমন একব্যক্তি আমাদের কাছে এ বিবরণী তুলে ধরেছেন।' সাঈদ ইবনু আবী আরূবা বলেন, কাতাদা ﷺ এ বিবরণীতে আবূ নাদ্‌রা'র নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ-এর সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন।

'আবদুল কাইসের কিছু লোক আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলেন,[২]

"আল্লাহর নবি! আমরা রবীআ গোত্রের লোক। [৩]আপনার ও আমাদের মাঝখানে কাফির মুদার

---

[১] وَزَكَّى نَفْسَهُ "এবং যে-ব্যক্তি নিজেকে শুদ্ধ করে নেবে।" একব্যক্তি বলল, "নিজেকে শুদ্ধ করার মানে কী?" নবি বললেন, أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ "এ-কথা ভালোভাবে জেনে নেওয়া যে—সে যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গে আছেন।" ' (তাবারানি, সগীর ৫৫৫)।

[২] আবূ জামরা বলেন, 'আমি ইবনু আব্বাস ﷺ-কে বললাম, আমার একটি মাটির পাত্র আছে, যার মধ্যে আমার জন্য নাবীয তৈরি করা হয়। মিষ্টি থাকতে থাকতেই আমি সেই পাত্র থেকে তা পান করি। একটু বেশি পরিমাণে পান করে গণমজলিসে দীর্ঘক্ষণ বসলে, আমার আশঙ্কা হয় আমি (মাতাল হিসেবে) ধরা পড়ব। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, ...' (বুখারি ৪৩৬৮); 'ইবনু আব্বাস ﷺ কথা বললে আমি তা লোকদের জন্য তরজমা করে দিতাম। একবার তাঁর কাছে এক মহিলা এসে মাটির-পাত্রে-তৈরি-করা নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন,' (মুসলিম ১১৬/২৪ (...)); 'আবদুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদল [যাদের একজন ছিলেন বানূ আসারের ভাই আশাজ' (আহমাদ ৩৪০৬)] নবি ﷺ-এর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ "এই লোকদের পরিচয় কী?" বা "এই প্রতিনিধিদল কারা?" তারা বলেন, "আমরা রবীআ গোত্রের।" নবি ﷺ বলেন, مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ أَوْ بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى "ওহে লোকজন/ প্রতিনিধিদল, স্বাগতম তোমাদের! তোমরা অপদস্থ হবে না, লজ্জিতও হবে না।" তারা বলেন' (বুখারি ৫৩)।

[৩] "আমরা আপনার কাছে অনেক দূর থেকে আসি" (বুখারি ৮৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোত্র রয়েছে[১]; (এজন্য) নিষিদ্ধ মাস[২] ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদের (কিছু) [৩]নির্দেশ দিন,[৪] যা আমাদের-পেছনে-থাকা লোকদের জানিয়ে দেবো এবং যার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারব; তা হলে আমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকব।"

[৫]এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ

"আমি তোমাদের চারটি বিষয়ে আদেশ দিচ্ছি, আর চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি।

» [৬]তোমরা আল্লাহর গোলামি কোরো, [৭]তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক কোরো না;[৮]

» নামাজ কায়েম রেখো;

» যাকাত দিয়ো;

» রমজানে রোযা পালন কোরো; এবং

» যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাঁচভাগের একভাগ[৯] (জমা) দিয়ো।

[১০]আর তোমাদের চারটি (পাত্রের) বিষয়ে নিষেধ করছি:

» দুব্বা (লাউ বা মিষ্টিকুমড়ার খোলসের পানপাত্র);

---

[১] 'বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে' (মুসলিম ১১৫/২৩ (১৭))।

[২] তৎকালীন আরবের লোকজন বছরের চারটি মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ মনে করত।

[৩] "চূড়ান্ত" (বুখারি ৫৩)।

[৪] "যা আমরা মেনে চলব এবং তা মেনে চলার জন্য আমাদের পেছনের লোকদের আহ্বান জানাব" (মুসলিম ১১৫/২৩ (১৭))।

[৫] 'তারা নবি ﷺ-এর কাছে (বৈধ ও অবৈধ) পানীয়ের ব্যাপারে(ও) জানতে চান।' (বুখারি ৫৩)।

[৬] الْإِيمَانِ بِاللهِ "আল্লাহর ওপর ঈমান আনা"। [নবি জিজ্ঞেস করেন, أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ "তোমরা কি জানো, আল্লাহর ওপর ঈমান আনার মানে কী?" তারা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" (আবু দাউদ ৪৬৭৭)] এরপর বিষয়টি তাদের জন্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নবি ﷺ বলেন, شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ "(আল্লাহর ওপর ঈমান আনার মানে হলো)এ-মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত লাভের অধিকারী কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।" (মুসলিম ১১৫/২৩ (১৭))।

[৭] لَا شَرِيكَ لَهُ "তাঁর কোনও অংশীদার নেই" (বুখারি ৭২৬৬)।

[৮] 'এটি চারটি আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়' (আহমাদ ১১১৭৫)।

[৯] এ সম্পদ কোন কোন খাতে খরচ হবে, তা জানার জন্য দেখুন: সূরা আল-আনফাল ৮:৪১।

[১০] 'তারা বলেন, "আল্লাহর নবি! আল্লাহ আমাদেরকে আপনার জন্য কুরবান করুন! কোন কোন পানীয় (পান করা) আমাদের জন্য সঠিক হবে?" এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, ...' (মুসলিম ১২০/২৮ (...))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» হানতাম (সবুজ রঙের প্রলেপ দেওয়া পানপাত্র);
» মুযাফ্ফাত (বার্নিশকৃত পানপাত্র); ও
» নাকীর (গাছের মুড়া গর্ত করে বানানো পানপাত্র)[১]।

তারা বলেন, "আল্লাহর নবি! আপনি নাকীর সম্পর্কে কী জানেন?"[২] নবি ﷺ বলেন,

بَلَى، جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ/مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ/إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ

"ভালোভাবেই জানি! এটা একটা গাছের মুড়া, যেখানে তোমরা গর্ত করে[৩] খেজুর/ছোটো ছোটো খেজুর নিক্ষেপ করো, এরপর তাতে পানি ঢালো;[৪] বুদ্বুদ থেমে গেলে তোমরা তা পান করো, এরপর তোমাদের/তাদের কেউ কেউ তার জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভাইকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে।"

তাদের মধ্যে একজন ছিল এমন, যার গায়ে এ-ধরনের আঘাত লেগেছিল। তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে শরমের দরুন আমি তা ঢেকে রাখছিলাম।" তখন আমি বললাম, "আল্লাহর রাসূল! তা হলে আমরা কোন পাত্রে পান করব?"

فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا

"চামড়ার পানপাত্র থেকে (পান কোরো), যেগুলোর মুখ বাঁধা থাকে[৫]।"

---

[১] وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا انْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ "আর আমি তোমাদের চার ধরনের নাবীয (পান করতে) নিষেধ করছি, যা তৈরি করা হয় দুব্বা, নাকীর, হানতাম ও মুযাফ্ফাত নামক পাত্রে" (বুখারি ৪৩৬৮; মুসলিম ১৭ (১১৭)); وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ "তোমরা দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফ্ফাত—এসব পাত্রে পান কোরো না" (বুখারি ৬১৭৬); أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ "আমি তোমাদেরকে এসব (পাত্র থেকে পান করার) ব্যাপারে নিষেধ করছি: নাকীর, মুকাইয়ার, হানতাম, দুব্বা ও সেসব চামড়ার পাত্র যেগুলোর মুখ ওপর দিয়ে কাটা থাকে" (আবু দাউদ ৩৬৯৩)।

[২] "আল্লাহ আমাদেরকে আপনার জন্য কুরবান করুন! আপনি কি জানেন, নাকীর কী?" (মুসলিম ১২০/২৮ (...))।

[৩] يُنْقَرُ وَسَطُهُ "যার মাঝখানে গর্ত করা হয়" (মুসলিম ১২০/২৮ (...))।

[৪] وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ، أَوِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ "এরপর তাতে খেজুর অথবা ছোটো ছোটো খেজুর ও পানি মেশাও" (মুসলিম ১১৯/২৭ (...))।

[৫] وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى "তোমাদের উচিত এমন পাত্র থেকে পান করা, যার মুখ বন্ধ করা থাকে" (মুসলিম ১২০/২৮ (...)); عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا "তোমাদের উচিত চামড়ার পানপাত্র থেকে পান করা, যেগুলোর মুখ বাঁধা থাকে" ' (আহমাদ ৩৪০৬; আবু দাউদ ৩৬৯৪; মুসলিম ১৮ (১১৮)); وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ "বরং তোমার চামড়ার পানপাত্র থেকে পান করবে, আর (পান শেষে) এর মুখ বন্ধ করে রাখবে" (আবু দাউদ ৩৬৯৩); انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ، وَأَوْكِهِ، وَاشْرَبْهُ حُلْوًا طَيِّبًا "তোমার চামড়ার পানপাত্রে নাবীয বানিয়ে এর মুখ বন্ধ করে দেবে, এরপর মিষ্টি ও পবিত্র থাকতে থাকতেই তা পান করবে" (আহমাদ ১০৫৭৩)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১]তারা বলেন, "আল্লাহর রাসূল! আমাদের এলাকায় প্রচুর ইঁদুর; সেখানে চামড়ার পানপাত্র বেশিদিন টেকে না।" জবাবে আল্লাহর নবি ﷺ বলেন,

وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ

"ইঁদুর কেটে ফেললেও, ইঁদুর কেটে ফেললেও, ইঁদুর কেটে ফেললেও!"

(সে-সময়) আল্লাহর নবি ﷺ আবদুল কাইসের আশাজ ؓ-কে বলেছিলেন,

إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ

"তোমার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা আল্লাহর পছন্দ: ধৈর্য ও বিচক্ষণতা।" '

মুসলিম ১১৮/২৬ (১৮), ১১৫/২৩ (১৭), ১১৬/২৪ (...), ১১৭/২৫ (...), ১১৯/২৭ (...), ১২০/২৮ (...); বুখারি ৫৩, ৮৭, ৫২৩, ১৩৯৮, ৩০৯৫, ৩৫১০, ৪৩৬৮, ৪৩৬৯, ৬১৭৬, ৭২৬৬, ৭৫৫৬; আবু দাউদ ৩৬৯২, ৩৬৯৩, ৩৬৯৪, ৩৬৯৫, ৩৬৯৬, ৩৬৯৭, ৩৬৯৮, ৩৬৯৯, ৩৭০০, ৩৭০১, ৩৭০২, ৪৬৭৭; তিরমিযি ২৬১১; নাসাঈ ৫০৩১, ৫৬৯২; নাসাঈ, কুবরা ৫১৮২; আহমাদ ১/২২৮ (২০২০), ১/৩৬১ (৩৪০৬), ২/৪৯১ (১০৩৭৩), ৩/২২–২৩ (১১১৭৫), ৩/৫৭ (১১৫৪৪); জামিউল উসূল ৮; জামউল ফাওয়াইদ ৫০।

পানপাত্র-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা পরবর্তীকালে শিথিল করা হয়েছে

হানতাম, দুব্বা, নাকীর, ও মুযাফ্‌ফাত বা মুকাইয়ার হলো বিশেষ ধরনের কিছু পাত্র যেগুলোতে মদ বানানো হতো। শুরুর দিকে মদের পাশাপাশি এসব পাত্রের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে যখন মুসলিমদের মনে মদের নিষেধাজ্ঞা ভালোভাবে গেঁথে যায়, তখন নবি ﷺ এসব পাত্র ব্যবহারের বৈধতা দেন। নবি ﷺ বলেন,

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"কিছু কিছু পাত্রে নাবীয তৈরি করতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। মনে রাখবে, পাত্র নিজে থেকে কোনোকিছুকে হারাম করে না; (মূলত) হারাম হলো প্রত্যেক নেশা-সৃষ্টিকারী বস্তু।" (ইবনু মাজাহ ৩৪০৬, সহীহ)।

---

[১] 'তখন একব্যক্তি বলে, "আল্লাহর রাসূল! আমাকে (অল্প) এটুকুন পরিমাণ অনুমতি দিন!" নবি ﷺ বলেন, إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ "তোমাকে (অল্প) এটুকুর অনুমতি দিলে, তুমি সেটাকে এ পরিমাণ বানাবে।" (বর্ণনাকারী) হিশাম তার হাত অল্প একটু প্রসারিত করে দেখান। তারপর নবি ﷺ বলেন, إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ "এরপর তুমি সেটাকে এ পরিমাণ বানিয়ে ছাড়বে।" বর্ণনাকারী এবার তার হাতটিকে আরেকটু প্রসারিত করে দেখান।' (আহমাদ ১০৩৭৩)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুমিনের শর্তাবলি

চারটি বিষয় মেনে না নিলে মুমিন হওয়া যায় না

[১০১.] আলি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، ويؤمن بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ

"কোনও বান্দা [১]মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়কে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে:

» এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই,[২] আর আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি আমাকে মহাসত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন;

» মৃত্যুর ওপর বিশ্বাস;

» মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে সত্য বলে স্বীকার করা;

» তাকদীর বা নিয়তিকে মেনে নেওয়া।" '

তিরমিযি ২১৪৫, সহীহ; ইবনু মাজাহ্ ৮১; আহমাদ ১/৯৭ (৭৫৮), ১/১৩৩ (১১১২); হাকিম ১/৩২-৩৩ (৯০), ১/৩৩ (৯২); জামিউল উসূল ৯; জামউল ফাওয়াইদ ৫১।

কেউ মুমিন কি না, তা যাচাই করার জন্য কিছু প্রশ্ন

[১০২.] শারীদ ইবনু সুওয়াইদ ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলি, "আমার মা তার পক্ষ থেকে একটি [৩]দাসী মুক্ত করে দেওয়ার জন্য অসিয়ত করেছিলেন। আমার কাছে এক [৪]নূবিয়া[৫] দাসী আছে। তাকে মুক্ত করে দিলে, সেটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে?"

[৬]নবি ﷺ বলেন, إِئْتِنِي بِهَا "তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।"

---

[১] لَنْ "কখনও" (আহমাদ ১১১২)।

[২] وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ "তিনি একক, তাঁর কোনও ভাগীদার নেই" (ইবনু মাজাহ ৮১)।

[৩] "মুমিন" (আহমাদ ১৭৯৪৫)।

[৪] "কৃষ্ণাঙ্গী" (আহমাদ ১৭৯৪৫); "অনারব" (আহমাদ ৭৯০৬)।

[৫] প্রাচীন মিশরের পার্শ্ববর্তী একটি এলাকার নাম নূবা; সেখানকার লোকজন গাভির পূজা করত (জামিউল উসূল ১/১৫২, টীকা)।

[৬] মুআবিয়া ইবনুল হাকাম সুলামি ﵁ বলেন, 'আমার এক দাসী উহুদ ও জাওয়ানিয়্যা এলাকার সামনের অংশে আমার মেষ চরাত। একদিন গিয়ে দেখি, নেকড়ে তার মেষের পাল থেকে একটি মেষ নিয়ে গিয়েছে। আমিও একজন মানুষ; অন্যান্য মানুষ যেভাবে রেগে যায়, আমিও সেভাবে রেগে গিয়েছিলাম। তবে (এর প্রতিক্রিয়ায়) আমি তাকে একটা থাপ্পড় মারি। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এলে, তিনি আমার সামনে বিষয়টির বিভীষিকা তুলে ধরেন। আমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি তাকে নিয়ে এলে,[১] নবি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, مَنْ رَبُّكِ "তোমার রব কে?" সে [২]জবাব দেয়, "আল্লাহ।"[৩] তিনি বলেন, مَنْ أَنَا "আমি কে?" সে বলে,[৪] "আপনি আল্লাহর রাসূল।"[৫] নবি ﷺ বলেন, أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ "তাকে মুক্ত করে দাও, সে মুমিন নারী।" '

নাসাঈ ৩৬৫৩, হাসান; ১২১৮ (শেষাংশ); মুসলিম ১১৯৯/৩৩ (৫৩৭, শেষাংশ); আহমাদ ২/২৯১ (৭৯০৬), ৪/২২২ (১৭৯৪৫), ৪/৩৮৮ (১৯৪৫৫), ৪/৩৮৯ (১৯৪৬৬), ৫/৪৪৭ (২৩৭৬২), ৫/৪৪৮ (২৩৭৬৭ শেষাংশ); আবূ দাউদ ৯৩০ (শেষাংশে), ৩২৮২, ৩২৮৩, ৩২৮৪; নাসাঈ, কুবরা ৫৬১, ১১৪২, ৬৪৪৭; তাবারানি, আওসাত ২/৮২ (২৫৯৮); বাযযার (কাশফ) ১/২৮–২৯ (৩৭), ১/২৯ (৩৮); আত-তামহীদ ৯/১১৫; কানযুল উম্মাল ১০/৩৩৩ (২৯৬৮৭); জামিউল উসূল ১১, ১২, ১৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৩–২৪ (৪২); জামউল ফাওয়াইদ ৫২।

[১০৩.] উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ ؓ থেকে বর্ণিত, 'আনসারদের একব্যক্তি তার এক কৃষ্ণাঙ্গী দাসী নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি মুমিন দাসী মুক্ত করতে হবে। আপনি যদি তাকে মুমিন মনে করতেন, তা হলে তাকে মুক্ত করে দিতাম।" এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেই দাসীকে বলেন,

أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"তুমি কি এ-মর্মে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই?"

সে বলে, "হ্যাঁ!" নবি ﷺ বলেন,

أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

"তুমি কি এ-মর্মে সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বার্তাবাহক?"

সে বলে, "হ্যাঁ!" নবি ﷺ বলেন,

أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

"মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ব্যাপারে তোমার কি নিশ্চিত বিশ্বাস আছে?"

সে বলে, "হ্যাঁ!" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

أَعْتِقْهَا

বলি, "আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে আযাদ করে দেবো না?" ...' (মুসলিম ১১৯৯/৩৩ (৫৩৭, শেষাংশ); আবূ দাউদ ৯৩০, ৩২৮২)।

[১] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি একটি কৃষ্ণাঙ্গী দাসী নিয়ে নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, "আমাকে একটি মুমিন দাসী আযাদ করতে হবে।" তখন নবি ﷺ সেই দাসীটিকে বলেন ...' (তাবারানি, আওসাত ২৫৯৮)।

[২] 'সে আকাশের দিকে ইশারা করে ...' (তাবারানি, আওসাত ২৫৯৮)।

[৩] 'নবি ﷺ বলেন, أَيْنَ اللهُ "আল্লাহ কোথায়?" সে বলে, "আকাশে" ' (আবূ দাউদ ৯৮০, ৩২৮২; মুসলিম ৫৩৭ (১১৯৯); আহমাদ ২৩৭৬২, ২৩৭৬৭); 'সে তার তর্জনী বা শাহাদাৎ আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে' (আহমাদ ৭৯০৬; আবূ দাউদ ৩২৮৪)।

[৪] 'সে তার হাত দিয়ে জমিনের দিকে ইশারা করে বলে ...' (তাবারানি, আওসাত ২৫৯৮)।

[৫] 'জবাবে দাসীটি আঙুল দিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও আকাশের দিকে ইশারা করে; অর্থাৎ, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন ...' (আহমাদ ৭৯০৬; আবূ দাউদ ৩২৮৪)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

“তাকে মুক্ত করে দাও।” ’

মালিক ১৫৪৪, মুরসাল; আহমাদ ৩/৪৫১–৪৫২ (১৫৭৪৩); আবদুর রাযযাক ৯/১৭৫ (১৬৮১৪), মাওসূল, তবে আনসার সাহাবির নাম উল্লেখ করা হয়নি; তাবারানি, আওসাত ২/৮২ (২৫৯৮); বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৩৮৮ (১৫৩৬৩), ১০/৫৭ (২০০০৮), ১০/৫৭ (২০০০৯), ১০/৫৭ (২০০১০); জামিউল উসূল ১০; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৩ (৪১)।

ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য

[১০৪.] আবদুল্লাহ ﷸ বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيِّ

“মুমিন (অপরকে) অপমান করে না, অভিশাপ দেয় না, অশ্লীল কথা বলে না, নোংরা কাজ করে না।” ’

তিরমিযি ১৯৭৭, হাসান; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮ (৩০৯৭৪); আহমাদ ১/৪০৪–৪০৫ (৩৮৩৯), ১/৪১৬ (৩৯৪৮); বাযযার (কাশফ) ১/৬৮ (১০১); তাবারানি, কাবীর ১০/২৫৫–২৫৬ (১০৪৮৩); ইবনু হিব্বান ১/৪২১ (১৯২); হাকিম ১/১২ (২৯), ১/১২ (৩০), ১/১২–১৩ (৩১); বাইহাকি, কুবরা ১০/১৯৩ (২০৮৩১), ১০/২৪৩ (২১১৮০); বাইহাকি, শুআব ৪/২৯৩ (৫১৪৯), ৪/২৯৩ (৫১৫০); বুখারি, মুফরাদ ৩১২, ৩৩২; আবূ ইয়া'লা ৯/২০ (৫০৮৮), ৯/২৫০ (৫৩৬৯), ৯/২৫৮ (৫৩৭৯); তারীখু বাগদাদ ৫/৩৩৯; হিলইয়া ৪/২৩৫, ৫/৫৮; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৫৫৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৭ (৩৪৯)।

আল্লাহর ওলি কারা?

[১০৫.] আমর ইবনুল জামূহ ﷸ থেকে বর্ণিত, ‘তিনি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

لَا يَحِقُّ الْعَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلّٰهِ وَيُبْغِضَ لِلّٰهِ فَإِذَا أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ مِنَ اللّٰهِ وَإِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ

“বান্দা সুস্পষ্ট ঈমানের অধিকারী[১] হয় না, যতক্ষণ-না তার ভালোবাসা ও ঘৃণা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে হয়। যখন তার ভালোবাসা ও ঘৃণা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে হয়, তখন সে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের অধিকারী হয়।[২] (আর আল্লাহ বলেন,) আমার বান্দাদের মধ্যে তারাই আমার ওলি (বন্ধু) আর আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে তারাই আমার কাছে প্রিয়—

» আমার স্মরণের সময় যাদের স্মরণ করা হয় এবং

» যাদের স্মরণের সময় আমাকে স্মরণ করা হয়।” ’

আহমাদ ৩/৪৩০ (১৫৫৪৯), বর্ণনাসূত্রে রিশদীন ইবনু সাদ আছেন, (সূত্রটি) বিচ্ছিন্ন, ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ১/১৯৪–১৯৫ (৬৫১); কানযুল উম্মাল ১/৪১ (৯৮), ১/৪২ (৯৯, ১০০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৮ (১৯৩), ১/৮৯ (৩০৪, ৩০৫); জামেউল ফাওয়াইদ ৭৪।

---

[১] حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ “ঈমানের মৌলিক গুণের অধিকারী” (তাবারানি, আওসাত ১/১৯৪–১৯৫ (৬৫১)।

[২] فَإِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ “এরূপ করার মাধ্যমে সে ঈমানের মৌলিক গুণের অধিকারী হয়ে ওঠে” (তাবারানি, আওসাত ১/১৯৪–১৯২ (৬৫১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুমিনদের তিনটি ভাগ

[১০৬.] আবু সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

الْمُؤْمِنُوْنَ فِي الدُّنْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ : الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا ، وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَالَّذِيْ يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ الَّذِيْ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى طَمَعٍ تَرَكَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

"দুনিয়ায় মুমিনদের তিনটি ভাগ রয়েছে:

» যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে নিয়েছে, এরপর কোনও সংশয়ে ভোগে না, এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে;

» যার কাছ থেকে লোকজন নিজেদের জানমালের নিরাপত্তা পায়; এরপর

» যারা (নিষিদ্ধ) প্রলোভনের মুখোমুখি হলে, আল্লাহ তাআলার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে তা ত্যাগ করে।" '

আহমাদ ৩/৮ (১১০৫০), বর্ণনাকারী দারাজ কারও মতে বিশ্বস্ত আবার কারও মতে ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/১৬৫ (৮২৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫২–৫৩ (১৬২), ১/৬৩–৬৪ (২২৭)।

ঈমানের সারনির্যাস বা মৌলিক গুণের অধিকারী হওয়ার উপায়

[১০৭.] আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ

"[১]কোনও বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের মৌলিক গুণের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ-না সে ভালোভাবে জেনে নিচ্ছে যে—

» (ভালো-মন্দ) যা-কিছু তাকে স্পর্শ করেছে, তা তাকে স্পর্শ না-করার মতো ছিল না, আর

» যা-কিছু তাকে স্পর্শ করেনি, তা তাকে স্পর্শ করার মতো ছিল না।" '

বাযযার (কাশফ) ১/২৭ (৩৩), ইসনাদটি হাসান (বাযযার); আহমাদ ৬/৪৪১–৪৪২ (২৭৪৯০); ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ২৪৬; মুসনাদুশ শিহাব ২/৬৪ (৮৯০), ২/৬৪ (৮৯১); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ২২১৪; ইবনু আসাকির ১৪/৪২; কানযুল উম্মাল ১/৪২ (১০২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৮ (১৯২)।

[১০৮.] হারিস ইবনু মালিক আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেলে, রাসূল ﷺ তাকে বলেন, كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ "হারিস! তোমার সকাল কাটল কীভাবে?" তিনি বলেন, "আমার সকাল কেটেছে সত্যিকার মুমিন হিসেবে।" নবি ﷺ বলেন,

---

[১] لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ "সবকিছুরই একটি মৌলিক তাৎপর্য থাকে; আর" (আহমাদ ৬/৪৪১–৪৪২ (২৭৪৯০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَانْظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيْمَانِكَ

"তুমি কী বলছো, ভেবে দেখ! কারণ, প্রত্যেকটি কথার একটি মৌলিক তাৎপর্য থাকে; তোমার ঈমানের মৌলিক তাৎপর্য কী?"

তিনি বলেন,

"আমার অন্তর দুনিয়া-বিমুখ হয়ে গিয়েছে, আমি রাত কাটাই না-ঘুমিয়ে, দিন কাটাই তৃষ্ণার্ত অবস্থায়, আমি যেন আমার রবের আরশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছি জান্নাতবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে, আর যেন দেখতে পাচ্ছি জাহান্নামবাসীরা দুঃখবেদনায় চিৎকার করছে!"

নবি ﷺ তিনবার বলেন, يَا حَارِثُ عَرَفْتَ فَالْزَمْ "হারিস! তুমি চিনতে পেরেছ! সুতরাং (তা) আঁকড়ে ধরে থাকো।[১]" ›

তাবারানি, কাবীর ৩/৩০২ (৩৩৬৭), বর্ণনাসূত্রে ইবনু লাহীআ-সহ এমন বর্ণনাকারী আছেন যার সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন (হাইসামি); কাশফুল আসতার ১/২৬ (৩২), বর্ণনাসূত্রে ইউসুফ ইবনু আত্নিয়্যা আছেন, যার কথাকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয় না (হাইসামি); আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ ১১/১২৯ (২০১১৪); ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১১/৪২–৪৩ (৩১০৬৪); বাইহাকি, শুআব ৭/৩৬৩ (১০৫৯১), ৭/৩৬৩ (১০৫৯২); আবদ ইবনু হুমাইদ ৪৪৫; মুসনাদুশ শিহাব ২/১২৭ (১০২৮); উসদুল গবাহ ১/১১৪; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৭ (১৯০, ১৯১); কানযুল উম্মাল ১৩/৩৫১–৩৫৪ (৩৬৯৮৮, ৩৬৯৮৯, ৩৬৯৯০, ৩৬৯৯১); জামউল ফাওয়াইদ ১১৩।

[১০৯.] আনাস ইবনু মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, 'মুআয ইবনু জাবাল ؓ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গেলে তিনি বলেন—

كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا مُعَاذُ؟

"মুআয! তোমার সকাল কীভাবে কাটল?"

মুআয ؓ বলেন, "আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানদার হিসেবে।" নবি ﷺ বলেন—

إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ مِصْدَاقًا وَلِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً فَمَا مِصْدَاقُ مَا تَقُولُ؟

"প্রত্যেক কথার সমর্থনে একটি প্রমাণ থাকে, আর প্রত্যেক সত্যের থাকে একটি মৌলিক তাৎপর্য। তুমি যা বলছো, তার প্রমাণ কী?"

মুআয ؓ বলেন—

يَا نَبِيَّ اللهِ مَا أَصْبَحْتُ صَبَاحًا قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُمْسِي، وَمَا أَمْسَيْتُ مَسَاءً قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُصْبِحُ، وَلَا خَطَوْتُ خَطْوَةً إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَتْبَعُهَا أُخْرَى؛ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كُلِّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا مَعَهَا نَبِيُّ وَأَوْثَانُهَا الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُقُوبَةِ أَهْلِ النَّارِ وَثَوَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

[১] مُؤْمِنٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ "(সে) মুমিন। আল্লাহ তার অন্তরকে আলোকিত করে দিন!" (বাযযার (কাশফুল আসতার) ১/২৬ (৩২); نُوِّرَ قَلْبُهُ "তার অন্তরকে আলোকিত করে দেওয়া হয়েছে" (আবদুর রাযযাক ১১/১২৯ (২০১১৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আল্লাহর নবি! প্রত্যেক সকালে আমার মনে হয়েছে, আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচব না; প্রত্যেক সন্ধ্যায় মনে হয়েছে আমি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকব না; প্রত্যেকবার পা ফেলার সময় মনে হয়েছে পরের বার পা ফেলতে পারব না; আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—হাঁটু-গেড়ে-বসে-থাকা প্রত্যেকটি জাতিকে হিসাবের জন্য ডাকা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে আছেন একজন নবি ও তাদের মূর্তিগুলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেগুলোর ইবাদাত করা হতো; আর আমার চোখে ভেসে ওঠছে—জাহান্নামীদের শাস্তি ও জান্নাতীদের প্রতিদান।"

নবি ﷺ বলেন—عَرَفْتَ فَالْزَمْ "তুমি (ঈমানের মৌলিক তাৎপর্য) বুঝতে পেরেছ; অতএব তা আঁকড়ে ধরে থাকো।" '

আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/২৪২।

[১১০.] আবূ রযীন উকাইলি ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলি, "আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ মৃতদের কীভাবে জীবিত করবেন?"

নবি ﷺ বলেন,

أَمَا مَرَرْتَ بِأَرْضٍ مِنْ أَرْضِكَ مُجْدِبَةٍ ، ثُمَّ مَرَرْتَ بِهَا مُخْصِبَةً؟

"তোমার কোনও জমি যখন সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়, তখন এর পাশ দিয়ে গিয়েছ? তারপর যখন (পানি পেয়ে আবার) উর্বর হয়ে ওঠে, তখন এর পাশ দিয়ে গিয়েছ?"[১]

তিনি বলেন "হ্যাঁ!" নবি ﷺ বলেন—

كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ

"(মানুষের মৃত্যুর পর) পুনরুজ্জীবনের বিষয়টিও তেমনই।"

তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী?" নবি ﷺ বলেন—

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، وَأَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ تُحْرَقَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللهِ ، وَأَنْ تُحِبَّ غَيْرَ ذِي نَسَبٍ لَا تُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا كُنْتَ كَذٰلِكَ فَقَدْ دَخَلَ حُبُّ الْإِيْمَانِ فِي قَلْبِكَ ، كَمَا دَخَلَ حُبُّ الْمَاءِ لِلظَّمْآنِ فِي الْيَوْمِ الْقَائِظِ

"(ঈমান হলো—)

» তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার

---

[১] أَمَا مَرَرْتَ بِوَادٍ مُمْحِلٍ ، ثُمَّ مَرَرْتَ بِهِ خَضِرًا ، ثُمَّ تَمُرُّ بِهِ خَضِرًا "তুমি কি কোনও উপত্যকার পাশ দিয়ে গিয়েছ, যখন তা শুকনো অবস্থায় পড়ে থাকে? তারপর এর পাশ দিয়ে গিয়েছ, যখন তা (পানি পেয়ে) উর্বর হয়ে ওঠে? (বর্ণনাকারী) ইবনু জা'ফারের ভাষ্য অনুযায়ী, "তারপর এর পাশ দিয়ে গিয়েছ, যখন তা সবুজে ভরে ওঠে?" (আহমাদ ৪/১২ (১৬১৯৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক;

» তোমার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হবেন সবার চেয়ে বেশি প্রিয়;

» তুমি আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করবে—এর চেয়ে তোমার কাছে বেশি প্রিয় হবে তোমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া; এবং

» একেবারে সাধারণ পর্যায়ের[১] মানুষকে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে ভালোবাসবে।

তোমার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য থাকলে বুঝবে—ঈমানের ভালোবাসা তোমার অন্তরে ঢুকেছে, ঠিক যেভাবে প্রচণ্ড গরমের দিন ভীষণ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ভেতর পানির ভালোবাসা ঢুকে পড়ে।"

আমি বলি, "আল্লাহর রাসূল! কীভাবে বুঝব আমি মুমিন?" নবি ﷺ বলেন—

مَا مِنْ أُمَّتِي أَوْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدٌ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ، وَأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَازِيهِ بِهَا خَيْرًا، وَلَا يَعْمَلُ سَيِّئَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا سَيِّئَةٌ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ إِلَّا هُوَ إِلَّا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"আমার উম্মাহর—অথবা এ উম্মাহর—কোনও ব্যক্তি যদি

» ভালো কাজ করার পর বুঝতে পারে যে—কাজটি ভালো এবং আল্লাহ তাআলা তাকে এর জন্য উত্তম প্রতিদান দেবেন, এবং

» কোনও খারাপ কাজ করার পর বুঝতে পারে যে—কাজটি খারাপ, এর জন্য সে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চায় এবং জানে যে তিনি ছাড়া আর কেউ (গোনাহ) মাফ করতে পারে না,

তা হলে সে মুমিন।" '

আহমাদ ৪/১১–১২ (১৬১৯৪), ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আবু হাতিমের মতে বর্ণনাকারী সুলাইমান ইবনু মুসা 'বিশ্বস্ত', অন্যদের মতে 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি), ৪/১২ (১৬১৯৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৩–৫৪ (১৬৭); কানযুল উম্মাল ১/১৬০ (৮০০), ১১/১০৪ (৩০৮০৬)।

ঈমানের আনন্দ অন্তরে ঢুকলে, মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকে না

[১১১.] ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আবূ সুফ্ইয়ান আমাকে জানিয়েছেন যে, (বাইজান্টাইন সম্রাট) হিরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন—

"আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীদের) সংখ্যা কি বাড়ছে, নাকি কমছে? তুমি বললে, তাদের সংখ্যা বাড়ছে। ঈমানের বিষয়টি এমনই হয়ে থাকে, যতক্ষণ-না তা পূর্ণতা পাচ্ছে। আর তোমার কাছে জানতে চাইলাম, দ্বীনে ঢুকার পর কেউ এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে দ্বীন ছাড়ছে কি না। তুমি বললে, না। ঈমানের বিষয়টি এমনই; যখন এর আনন্দ কারও অন্তরে ঢুকে, তখন সে দ্বীনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকে না।" '

বুখারি ৫১।

---

[১] আক্ষরিক অর্থ "বংশপরিচয় অভিজাত নয় এমন"।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমানের স্বাদ পেতে হলে তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা চাই

[১১২.] আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

"সে-ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে,

» যে আল্লাহকে রব,

» ইসলামকে দ্বীন ও

» মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল[১]

হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট হয়েছে।" '

মুসলিম ১৫১/৫৬ (৩৪); আহমাদ ১/২০৮ (১৭৭৮), ১/২০৮ (১৭৭৯); তিরমিযি ২৬২৩; জামিউল উসূল ১৪; জামউল ফাওয়াইদ ৫৩।

ঈমানের মিষ্টতা প্রসঙ্গে ইবনু মাসউদ ﵁-এর বক্তব্য

[১১৩.] কাতাদা ﵀ থেকে বর্ণিত, 'ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَجِدُ لَهُنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ تَرْكُ الْمِرَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْكَذِبِ فِي الْمُزَاحَةِ وَيَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ

"কারও মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকলে, সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে:

» সত্যের ব্যাপারে তর্কবাজি ছেড়ে দেওয়া;

» হাসিঠাট্টার ক্ষেত্রেও মিথ্যা এড়িয়ে চলা; এবং

» এ বিষয়টি জেনে নেওয়া যে—তাকে যা-কিছু স্পর্শ করেছে, এর কোনোটিই তাকে স্পর্শ না-করার মতো ছিল না, আর যা-কিছু তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, এর কোনোটিই তার পাওয়ার মতো ছিল না।" '

তাবারানি, কাবীর ৯/১৭৩ (৮৭৯০), ইসনাদের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে সনদটি বিচ্ছিন্ন (দারানি); আবদুর রাযযাক ১১/১১৮ (২০০৮২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৫ (১৭৭); জামউল ফাওয়াইদ ৬৭।

---

[১] نَبِيًّا "নবি" (আহমাদ ১৭৭৯; তিরমিযি ২৬২৩)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লজ্জাবোধ ও ঈমান

লজ্জা ঈমানের অংশ আর অশ্লীলতা অসভ্যতার অংশ

[১১৪.] আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

الْحَيَـاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَـانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ

"লজ্জা ঈমানের অংশ, আর ঈমানের স্থান জান্নাতে; অশ্লীলতা অসভ্যতার অংশ, আর অসভ্যতার স্থান জাহান্নামে।" '

আহমাদ ২/৫০১ (১০৫১২), হাদীসটি সহীহ (আরনাউত); তিরমিযি ২০০৯; ইবনু মাজাহ ৪১৮৪; আবূ ইয়া'লা ১৩/৪৮৮ (৭৫০১); তাবারানি, কাবীর ১৮/১৭৮ (৪০৯); তাবারানি, আওসাত ৪/১৬ (৫০৫৫), ৬/২৩০ (৮৬০৭); তাবারানি, সগীর ১০৯১; ইবনু হিব্বান ২/৩৭২–৩৭৩ (৬০৮), ২/৩৭৪ (৬০৯); হাকিম ১/৫২ (১৭১), ১/৫২–৫৩ (১৭২); মুসনাদুশ শিহাব ১/৫০–৫১ (২৭); বুখারি, মুফরাদ ১৩১৪; তহাভি, মুশকিল ৪/২৩৭–২৩৮; তহাভি, শারহু মুশকিল ৮/২৩৪ (৩২০৬); বাইহাকি, শুআব ৬/১৩৩ (৭৭০৭), ৬/১৩৩–১৩৪ (৭৭০৮), ৬/১৩৪ (৭৭০৯), ৬/১৩৪ (৭৭১০); তারীখু বাগদাদ ৪/৩৩৮, ৬/১৯২; হিল্‌ইয়া ৩/৫৯–৬০, ৩/৬০; আত-তারগীব ৩/৩৯৮ (৫); আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/৬৩ (২৮৮৫); কানযুল উম্মাল ৩/১২২ (৫৭৬৩, ৫৭৬৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯১ (৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১)।

লজ্জা ইসলামের বিধান আর অশ্লীলতা ঘৃণ্য স্বভাব

[১১৫.] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ বলেন, 'কিছু লোক তাদের এক সঙ্গীকে নিয়ে আল্লাহর নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "আল্লাহর নবি! লজ্জাবোধ আমাদের এ-সঙ্গীকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।" এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন—

إِنَّ الْـــحَيَاءَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ الْبَذَاءَ مِنْ لُؤْمِ الْمَرْءِ

"লজ্জাবোধ ইসলামের একটি বিধান, আর অশ্লীলতা মানুষের একটি ঘৃণ্য স্বভাব।" '

তাবারানি, কাবীর ১০/২৬৩ (১০৫০৬), ইসনাদটি হাসান (দারানি); বুখারি, তারীখ ১/২২৮; আত-তারগীব ৩/৩৯৭ (১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯১–৯২ (৩২২)।

লাজুকতার জন্য কাউকে তিরস্কার করা অনুচিত

[১১৬.] আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ আনসারদের একব্যক্তির পাশ দিয়ে গেলেন, যাকে লজ্জার কারণে তিরস্কার করা হচ্ছিল। (তিরস্কারকারী) বলছিলেন, "তোমার লজ্জা অনেক বেশি!" একপর্যায়ে তিনি যেন বলতে চাচ্ছিলেন, "লজ্জার কারণেই তোমার (এত) ক্ষতি হয়েছে!" তখন [১]আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

"তাকে ছেড়ে দাও, লজ্জা তো ঈমানের অংশ।" '

---

[১] 'একব্যক্তি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে (তিরস্কারের ভঙ্গিতে) উপদেশ দিচ্ছিল। তা শুনে' (মুসলিম ১৫৪/৫৯(৩৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুখারি ৬১১৮, ২৪; মুসলিম ১৫৪/৫৯ (৩৬), ১৫৫ (...); আবু দাউদ ৪৭৯৫; তিরমিযি ২৬১৫; নাসাঈ ৫০৩৩; ইবনু মাজাহ ৫৮; মালিক ১৭৩৫; আহমাদ ২/৯ (৪৫৫৪), ২/৫৬ (৫১৮৩), ২/১৪৭ (৬৩৪১); আবদুর রাযযাক ১১/১৪২ (২০১৪৬); আবু ইয়া'লা ৯/৩০২ (৫৪২৪); তাবারানি, সগীর ৭৪৪; তাবারানি, আওসাত ৩/৩৯৮ (৪৯৩২); ইবনু হিব্বান ২/৩৭৪–৩৭৫ (৬১০); হুমাইদি ২/১৫৯ (৬৩৮); আবদ ইবনু হুমাইদ ৭২৫; বুখারি, মুফরাদ ৬০২; ইবনু মানদাহ, আল-ঈমান ১৭৪, ১৭৫; হিল্‌ইয়া ৬/৩৫২; মুসনাদুশ শিহাব ১/১২৪ (১৫৫), ১/১২৪ (১৫৬); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৫৯৪; কানযুল উম্মাল ৩/১২৩ (৫৭৮২)।

লজ্জা ও কমকথা ঈমানের শাখা, অসভ্যতা ও বাচালতা মুনাফিকির শাখা

[১১৭.] আবূ উমামা বাহিলি ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ

"লজ্জাবোধ ও অল্প কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা, আর অশ্লীলতা ও বেশি কথা বলা[১] মুনাফিকির দুটি শাখা।" '

হাকিম ১/৮–৯ (১৭), বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ (হাকিম), ১/৫২ (১৭০); ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১১/৪৪ (৩১০৬৭); আহমাদ ৫/২৬৯ (২২৩১২); তিরমিযি ২০২৭; বাইহাকি, শুআব ৬/১৩৩ (৭৭০৬); আত-তারগীব ৩/৩৯৮ (৬)।

লজ্জা ও কমকথা মানুষকে জান্নাতের কাছাকাছি নিয়ে যায়

[১১৮.] আবূ উমামা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعِيَّ مِنَ الْإِيمَانِ، وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدَانِ مِنَ النَّارِ. وَالْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدَانِ مِنَ الْجَنَّةِ

"লজ্জাবোধ ও কমকথা ঈমানের অংশ, এ দুটি বৈশিষ্ট্য জান্নাতের কাছে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। আর অশ্লীলতা ও অশালীনতা শয়তানের কাজ, এ দুটি বৈশিষ্ট্য জাহান্নামের কাছে নিয়ে যাবে এবং জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।" '

তখন এক বেদুইন আবূ উমামা ﵁-কে বলেন,

'আমরা তো কবিতায় বলে থাকি—কমকথা বলা নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন।'

আবূ উমামা ﵁ বলেন,

'তুমি দেখছো—আমি বলছি "আল্লাহর রাসূল বলেছেন", আর তুমি কিনা তোমার নষ্ট কবিতার মাধ্যমে (বাচালতাকে) ভালো বলতে চাও!'

তাবারানি, কাবীর ৮/১১৪ (৭৪৮১), বর্ণনাসূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান উক্কাসি ত্রুটিযুক্ত, অপ্রামাণ্য (হাইসামি); আত-তারগীব ৩/৩৯৮ (৬); কানযুল উম্মাল ৩/১২১ (৫৭৭৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯২ (৩২৩)।

লজ্জা ও ঈমান একসঙ্গে লাগানো, একটি গেলে অপরটিও চলে যায়

[১১৯.] আবূ মূসা আশআরি ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

---

[১] اَلْجَفَاءُ "অসভ্যতা ও রুক্ষতা" (হাকিম ১/৫২ (১৭০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ مَقْرُونَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا جَمِيعًا

"লজ্জা ও ঈমান একসঙ্গে থাকে, আর (মানুষ থেকে) বিচ্ছিন্ন হলেও দুটি একসঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/২৪৩–২৪৪ (৪৪৭১), এটি কেবল মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদা কুমাসি'র একক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (হাইসামি); তাবারানি, সগীর ৬২২; তারীখু বাগদাদ ১০/৯৫; কানযুল উম্মাল ৩/১২১ ৫৭৫৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯২ (৩২৪)।

[১২০.] ইবনু উমর ﷺ বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন—

الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ

"লজ্জা ও ঈমান একসঙ্গে লাগানো[১]; [২]একটিকে উঠিয়ে নিলে, অপরটিও ওঠানো হয়ে যায়[৩]।" '

হাকিম ১/২২ (৫৮), হাদীসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ; তাবারানি, আওসাত ৬/১৪৭ (৮৩১৩); ইবনু আদি ৭/২৬১৮; হিলইয়া ৪/২৯৭; বাইহাকি, শুআব ৬/১৪০ (৭৭২৫), ৬/১৪০ (৭৭২৬), ৬/১৪০ (৭৭২৭); আত-তারগীব ৩/৪০০ (১১); কানযুল উম্মাল ৩/১২১ (৫৭৫৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯২ (৩২৫)।

---

[১] فِي قَرَنٍ "একই রশিতে বাঁধা" (তাবারানি, আওসাত ৬/১৪৭ (৮৩১৩)); فِي طَلَقٍ "একই শিকলে বাঁধা" (বাইহাকি, শুআব ৬/১৪০ (৭৭২৫))।

[২] مِنَ الْعَبْدِ "বান্দার কাছ থেকে" (বাইহাকি, শুআব ৬/১৪০ (৭৭২৫))।

[৩] فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ "একটিকে টেনে নেওয়া হলে, অপরটি তার পেছনে পেছনে চলে যায়" (তাবারানি, আওসাত ৬/১৪৭ (৮৩১৩); বাইহাকি, শুআব ৬/১৪০ (৭৭২৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুমিনের স্বভাবের মধ্যে মিথ্যা ও প্রতারণা নেই

[১২৫.] আবূ উমামা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا، إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ

"সব বৈশিষ্ট্য মুমিনের[১] স্বভাব-প্রকৃতিতে আছে, নেই কেবল প্রতারণা ও মিথ্যা।" '

আহমাদ ৫/২৫২ (২২১৭০), আ'মাশ ও আবূ উমামার মাঝখানে বর্ণনাসূত্রটি বিচ্ছিন্ন (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ১/৬৯ (১০২), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); আবূ ইয়া'লা ২/৬৭–৬৮ (৭১১); তাবারানি, কাবীর ৯/২০৭ (৮৯০৯), ১৩/১৪০ (১৩৮১৫); ইবনু আবী শাইবা ৮/৪০৪ (২৬১১৭), ১১/১৮ (৩০৯৭৫); ইবনু আবী শাইবা, আল-ঈমান ৮০, ৮১, ৮২; ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ৮২৮; ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ১১৪, ১১৫; বাইহাকি, কুবরা ১০/১৯৭ (২০৮৬৫), ১০/১৯৭ (২০৮৬৬); বাইহাকি, শুআব ৪/২০৭ (৪৮০৯), ৪/২০৭ (৪৮১০), ৪/২০৭ (৪৮১১); ইবনু আদি ১/৪৪, ৪/১৬৩০; মুসনাদুশ শিহাব ১/৩৪৪ (৫৮৯), ১/৩৪৪ (৫৯০), ১/৩৪৫ (৫৯১); আত-তারগীব ৩/৫৯৪–৫৯৫ (২১), ৩/৫৯৫ (২২); কানযুল উম্মাল ১/১৬৬ (৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪), ১/১৬৭ (৮৩৫, ৮৩৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯২ (৩২৯, ৩৩০), ১/৯৩ (৩৩১), ১/৯৩ (৩৩৩)।

মিথ্যা ছাড়ার আগ পর্যন্ত ঈমানে পূর্ণতা আসে না

[১২৬.] আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَالْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا

"বান্দা পূর্ণাঙ্গ মুমিন হয় না[২], যতক্ষণ-না সে—

» হাসিঠাট্টার ক্ষেত্রেও মিথ্যা ছেড়ে দেয় এবং

» সত্যবাদী[৩] হওয়ার পরও তর্ক বাদ দেয়।" '

আহমাদ ২/৩৫২–৩৫৩ (৮৬৩০), ইসনাদটি সহীহ (দারানি), ২/৩৬৪ (৮৭৬৬); তাবারানি, আওসাত ৪/৩০ (৫১০৩); হিলইয়া ৫/১৭৬; আত-তারগীব ৩/৫৯৪ (১৯, ২০); কানযুল উম্মাল ৩/৬২৪ (৮২২৯), ৩/৬৪৬ (৮৩১৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯২ (৩২৭, ৩২৮)।

---

[১] ابْنُ آدَمَ "আদম-সন্তানের" (বাইহাকি, শুআব ৪/২০৭ (৪৮১০))।

[২] لَا يَبْلُغُ الْمَرْءُ صَرِيحَ الْإِيمَانِ "মানুষ বিশুদ্ধ ঈমানের স্তরে পৌঁছুয় না" (হিলইয়া ৫/১৭৬))।

[৩] وَهُوَ صَادِقٌ مُحِقٌّ "সত্যবাদী, হকদার" (হিলইয়া ৫/১৭৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমান যেভাবে পূর্ণতা পায়

ঈমানের পূর্ণতার জন্য কিছু নিয়মকানুন আছে

[১২৭.] উমর ইবনু আবদিল আযীয ﵀ আদি ইবনু আদির উদ্দেশে (একটি চিঠিতে) লিখেন,

إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ. فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ

“ঈমানের কিছু বাধ্যবাধকতা, কিছু বিধিনিষেধ, কিছু সীমারেখা ও কিছু রীতিনীতি আছে। যে এগুলো পুরোপুরি পালন করে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়; আর যে এগুলো পুরো করে না, তার ঈমান পূর্ণতা পায় না।

আমি বেঁচে থাকলে সেগুলো তোমাদের খুলে বলব, ফলে তোমরা তা জানতে পারবে, আর মারা গেলে তোমাদের সাহচর্যের জন্য আমি উদ্‌গ্রীব নই।”

বুখারি, ৮ নং হাদীসের আগে; বাইহাকি, শুআব ১/৭৮ (৫৯)।

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের কিছু নিদর্শন

সুবিচার করা, সালাম দেওয়া, দানখয়রাত করা

[১২৮.] আম্মার ﵁ বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ

“যে-ব্যক্তি তিনটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করল, সে যেন পুরো ঈমানের সমাহার ঘটাল:

» মন থেকে সুবিচার করা;

» সবাইকে সালাম দেওয়া; এবং

» আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যেও দান করা।” ’

বুখারি, ২৮, ভূমিকা, বাযযার ৪/২৩২ (১৩৯৬); বাযযার (কাশফ) ১/২৫ (৩০), এখানে এটিকে নবি ﷺ-এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; আবদুর রাযযাক ১০/৩৮৬ (১৯৪৩৯); ইবনু আবী শাইবা ১১/৪৭–৪৮ (৩১০৮০); তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১৮৫; হিলইয়া ১/১৪১; ইবনু হিব্বান, রওদাতুল উকালা, পৃ. ৭৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৬ (১৮৪), ১/৫৭ (১৮৫); কানযুল উম্মাল ১/৪০ (৮৮, ৮৯), ১৫/৮১২ (৪৩২২৯); জামউল ফাওয়াইদ ৬৮।

উত্তম আচরণ

[১২৯.] উমাইর ইবনু কাতাদা ﵁ থেকে বর্ণিত, ‘একব্যক্তি বলে, “আল্লাহর রাসূল! নামাজের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোন অংশটি সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বলেন, طُوْلُ الْقُنُوْتِ "দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।" লোকটি বলে, "কোন ধরনের দান সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বলেন, جُهْدُ الْمُقِلِّ "অল্প সম্পদের অধিকারী লোকের কষ্টের দান।" লোকটি বলে, "মুমিনদের মধ্যে কার ঈমান অধিক পূর্ণাঙ্গ?" নবি ﷺ বলেন, أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا "তাদের মধ্যে যার আচরণ অধিক সুন্দর।" '

তাবারানি, কাবীর ১৭/৪৮ (১০৩), ইসনাদটি হাসান (দারানি); তাবারানি, আওসাত ৬/৯৪ (৮১২৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৮ (১৯৪)।

[১৩০.] জাবির ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"মুমিনদের মধ্যে তার ঈমান অধিক পূর্ণাঙ্গ, যার আচরণ অধিক সুন্দর[১]।" '

বাযযার (কাশফ) ১/২৭ (৩৪), ইসনাদটি সহীহ (দারানি); তাবারানি, আওসাত ৩/২২৯ (৪৪২০); কানযুল উম্মাল ৩/১৫ (৫২০২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৮ (১৯৫)।

[১৩১.] আনাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, —

إِنَّ أَكْمَلَ النَّاسِ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

"মানুষের মধ্যে তার ঈমান অধিক পূর্ণাঙ্গ, যার আচরণ অধিক সুন্দর; আর (মর্যাদার দিক দিয়ে) সুন্দর আচরণ রোযা ও নামাজের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।" '

বাযযার ১/২৭ (৩৫), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); আবূ ইয়া'লা ৭/১৮৪ (৪১৬৬); আল-মাতালিবুল আলিয়া ২/৩৮৮ (২৫৪১); কানযুল উম্মাল ৩/১২ (৫১৮৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৮ (১৯৬)।

আল্লাহর ভয় ও ধৈর্য

[১৩২.] আনাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ اسْتَوْجَبَ الثَّوَابَ وَاسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ خُلُقٌ يَعِيْشُ بِهِ فِي النَّاسِ وَوَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ وَحِلْمٌ يَرُدُّهُ عَنْ جَهْلِ الْجَاهِلِ

"তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে, সে অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে এবং তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেবে:

» উত্তম আচরণ, মানুষের সঙ্গে আচরণের সময় যার প্রতিফলন সে ঘটায়;

» আল্লাহভীতি, যা তাকে আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমা অতিক্রম করা থেকে বাধা দিয়ে থাকে; এবং

» ধৈর্য, যা তাকে মূর্খের মূর্খতা(সুলভ আচরণ) থেকে ফিরিয়ে রাখে।" '

বাযযার (দ্রষ্টব্য: কাশফুল আসতার) ১/২৬ (৩১), বাযযারের মতে বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু সুলাইমান তার কয়েকটি হাদীসে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি (হাইসামি); আত-তারগীব ২/৫৬০ (১০); কানযুল উম্মাল ১৫/৮০৯ (৪৩২১৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৭ (১৮৬); জামেউল ফাওয়াইদ ৬৯।

---

[১] وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ "আর তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম" (তাবারানি, আওসাত ৪৪২০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোমল ব্যবহার ও মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা

[১৩৩.] আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّؤُوْنَ أَكْنَافًا، الَّذِيْنَ يَأْلَفُوْنَ وَيُؤْلَفُوْنَ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ

"মুমিনদের মধ্যে তাদের ঈমান অধিক পূর্ণাঙ্গ—

» যাদের আচরণ অধিক সুন্দর,

» ব্যবহার কোমল,

» যারা অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে এবং যাদের সঙ্গে অন্যরাও সুসম্পর্ক বজায় রাখে।

যে-ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে না এবং যার সঙ্গে অন্যরাও সুসম্পর্ক বজায় রাখে না—সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/২২৯ (৪৪২২), ইসনাদটি হাসান (দারানি); বাইহাকি, শুআব ৬/২৩২ (৭৯৮৩); কানযুল উম্মাল ৩/১২ (৫১৭৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৮ (১৯৭)।

বিপদকে নিয়ামাত মনে করা ও নামাজের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকা

[১৩৪.] ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مُسْتَكْمِلِ الْإِيْمَانِ مَنْ لَمْ يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً وَالرَّخَاءَ مُصِيْبَةً

"সে-ব্যক্তির ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়, যে বিপদকে নিয়ামাত আর আরামদায়ক অবস্থাকে মুসিবত মনে করে না।"

তারা বললেন, "আল্লাহর রাসূল, কীভাবে?" তিনি বললেন—

لِأَنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتْبَعُهُ إِلَّا الرَّخَاءُ، وَكَذٰلِكَ الرَّخَاءُ لَا تَتْبَعُهُ إِلَّا الْمُصِيْبَةُ

"কারণ, বিপদের পর আসে আরাম, আর একইভাবে আরামের পর আসে মুসিবত।"

وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مُسْتَكْمِلِ الْإِيْمَانِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ غَمٍّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ صَلَاةٍ

"সে-ব্যক্তির ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়, যে নামাজ শুরু করার আগ-পর্যন্ত পেরেশানিতে থাকে না।"

তারা বললেন, "আল্লাহর রাসূল, কেন?" তিনি বললেন—

لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِيْ رَبَّهُ وَإِذَا كَانَ فِيْ غَيْرِ صَلَاةٍ إِنَّمَا يُنَاجِيْ ابْنَ آدَمَ

"কারণ, নামাজ আদায়ের সময় ব্যক্তি তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে, আর নামাজের বাইরে তার আলাপ হয় আদম-সন্তানের সঙ্গে।" '

তাবারানি, কাবীর ১১/৩২ (১০৯৪৯), বর্ণনাসূত্রে আবদুল আযীয ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া মাদানি আছে, যার ব্যাপারে বুখারি বলেন—সে হাদীস জাল করত (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/১৬৬ (৭২৯), ৩/৩৩৫ (৬৮১০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৬–৯৭ (৩৪৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসা, ঘৃণা, দান, বঞ্চনা—সবই আল্লাহর উদ্দেশে হওয়া

[১৩৫.] আবু উমামা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَـنْ أَحَـبَّ لِلهِ وَأَبْغَـضَ لِلهِ وَأَعْطَـى لِلهِ وَمَنَـعَ لِلهِ فَقَـدِ اسْـتَكْمَلَ الْإِيْمَـانَ وَإِنَّ مِـنْ أَقْرَبِكُـمْ إِلَيَّ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَحَاسِـنَكُمْ أَخْلَاقًـا

"যে-ব্যক্তি

» আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে ভালোবাসে,
» আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে ঘৃণা করে,
» আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে দান করে, এবং
» আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে বঞ্চিত করে[১]

—সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করে নিল। তোমাদের মধ্যে যার আচরণ অধিক সুন্দর, কিয়ামাতের দিন সে থাকবে আমার অধিক নিকটে।" '

তাবারানি, কাবীর ৮/২০৮ (৭৭৩৭), ৮/২০৮ (৭৬১৩), দুটি সনদের একটির বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি ৮/২৪); তাবারানি, আওসাত ৬/৩৬৩ (৯০৮৩); আবু দাউদ ৪৬৮১, সহীহ; তিরমিযি ২৫২১; আহমাদ ৩/৪৩৮ (১৫৬১৭), ৩/৪৪০ (১৫৬৩৮); বাইহাকি, শুআব ৬/৪৯২ (৯০২১); ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্‌ক ১৭/১৬৮; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৪৬৯; জামিউল উসূল ২৪, ২৫; কানযুল উম্মাল ৯/১০ (৩৪৬৭৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯০ (৩১১); জামিউল ফাওয়াইদ ৭২।

[১৩৬.] ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন, "ঈমানের একটি দিক হলো—একজন ব্যক্তি তার ভাইকে একমাত্র আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে ভালোবাসবে।"

তাবারানি, কাবীর ৯/১৯৩ (৮৮৬০), বর্ণনাসূত্রে ইসহাক দাবারি আছেন, আবদুর রাযযাক ও ইসহাকের মাঝখানে সূত্রটি বিচ্ছিন্ন (হাইসামি); আবদুর রাযযাক ১১/২০১ (২০৩২৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯০ (৩১২)।

[১৩৭.] মুজাহিদ ﵀ ইবনু উমর ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন। 'তিনি আমাকে বলেছেন—

أَحِبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغِضْ فِي اللهِ، وَوَالِ فِي اللهِ، وَعَادِ فِي اللهِ، فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللهِ إِلَّا بِذَلِكَ، وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ - وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ - حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، وَصَارَتْ مُؤَاخَاةُ النَّاسِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، وَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَنْ أَهْلِهِ شَيْئًا

"আল্লাহর উদ্দেশে ভালোবাসবে, আল্লাহর উদ্দেশে ঘৃণা করবে, আল্লাহর উদ্দেশে বন্ধুত্ব করবে, আর আল্লাহর উদ্দেশে শত্রুতা করবে; কারণ এর মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর বন্ধুত্ব/অভিভাবকত্ব লাভ করা যায়।

কোনও ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না—তার নামাজ-রোযার পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন—যতক্ষণ-না সে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে।

---

[১] وَأَنْكَحَ لِلهِ تَعَالَى "এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে (অধীনস্থদের) বিয়ে দিয়ে দেয়" (আহমাদ ১৫৬১৭, ১৫৬৩৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ দুনিয়াকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, অথচ এ-ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ ব্যক্তির কোনও উপকারে আসবে না।”

ইবনু উমর ﷺ আমাকে বলেন—

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ، فَإِنَّكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا

“সকাল হলে মনে মনে বিকালের পরিকল্পনায় মেতে ওঠো না[১], আর সন্ধ্যায় উপনীত হলে মনে মনে সকালের পরিকল্পনা করো না[২]।
অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে কাজে লাগাও, আর মৃত্যুর আগে কাজে লাগাও জীবনকে; কারণ, আবদুল্লাহ ইবনু উমর! তুমি জানো না, আগামীকাল তোমার নাম কী হবে (জীবিত, নাকি মৃত)।” ’

তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার শরীরের অংশবিশেষ[৩] ধরে বলেছিলেন—

كُنْ فِي الدُّنْيَا غَرِيبًا أَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُوْرِ

“দুনিয়ায় অচেনা মানুষ অথবা মুসাফিরের মতো থেকো, আর নিজেকে কবরবাসীদের[৪] একজন হিসেবে গণনা কোরো।” ’

তাবারানি, কাবীর ১২/৪১৭ (১৩৫৩৭), বর্ণনাসূত্রের লাইস ইবনু আবী সুলাইম অধিকাংশের মতে ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); বুখারি ৬৪১৬; তিরমিযি ২৩৩৩; আহমাদ ২/২৪ (৪৭৬৪); ইবনু আদি ২/৬৬১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯০ (৩১৩)।

[১৩৮.] মুআয (ইবনু আনাস জুহানি) ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সর্বোত্তম ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, নবি ﷺ বলেন—

أَفْضَلُ الْإِيْمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ ، وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ

“সর্বোত্তম ঈমান হলো—

» তুমি আল্লাহর উদ্দেশে ভালোবাসবে;
» আল্লাহর উদ্দেশে ঘৃণা করবে; আর
» তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকরের কাজে লাগিয়ে রাখবে।”

তিনি বলেন, “আল্লাহর রাসূল! আর কী?” নবি ﷺ বলেন—

وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ ، وَأَنْ تَقُوْلَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ

---

[১] ‘বিকালের অপেক্ষায় থেকো না’ (বুখারি ৬৪১৬)।

[২] ‘সকালের অপেক্ষায় থেকো না’ (বুখারি ৬৪১৬)।

[৩] ‘আমার কাঁধ’ (বুখারি ৬৪১৬)।

[৪] فِي الْمَوْتَى “মৃতদের” (আহমাদ ২/২৪ (৪৭৬৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আর তুমি

» নিজের জন্য যা পছন্দ করো, (অপর) মানুষের জন্য তা পছন্দ করবে;

» নিজের জন্য যা অপছন্দ করো, তাদের জন্য তা অপছন্দ করবে; আর

» ভালো কথা বলবে, নতুবা চুপ থাকবে।" '

আহমাদ ৫/২৪৭ (২২১৩২), সহীহ লি গাইরিহী (আরনাউত), ৫/২৪৭ (২২১৩০); তাবারানি, কাবীর ২০/১৯১ (৪২৫), ২০/১৯১ (৪২৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬১ (২১২), ১/৮৯ (৩০৬)।

[১৩৯.] বারা ইবনু আযিব ﷺ বলেন, 'আমরা নবি ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। তখন তিনি বলেন—

أَيُّ عُرَى الإِسْلَامِ أَوْثَقُ

"[১]ইসলামের[২] কোন খুঁটিটি সবচেয়ে মজবুত?"

তারা বলেন, "নামাজ।" নবি ﷺ বলেন, حَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا "এটি একটি ভালো কাজ।[৩] তবে (আমি যেটি জিজ্ঞেস করেছি) এটি সেটি নয়।" তারা বলেন, "যাকাত।" নবি ﷺ বলেন, حَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا "এটি ভালো কাজ। তবে এটি সেটি নয়।" তারা বলেন, "রমজান মাসে রোযা।" নবি ﷺ বলেন, حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ "এটি ভালো কাজ। তবে এটি সেটি নয়।" তারা বলেন, "হজ।" নবি ﷺ বলেন, حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ "এটি ভালো কাজ। তবে এটি সেটি নয়।" তারা বলেন, "জিহাদ।" নবি ﷺ বলেন, حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ "এটি ভালো কাজ। তবে এটি সেটি নয়।" (পরিশেষে) নবি ﷺ বলেন[৪]—

إِنَّ أَوْسَطَ عُرَى الإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللهِ

"ঈমানের মধ্যবর্তী খুঁটি[৫] হলো—আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।" '

আহমাদ ৪/২৮৬ (১৮৫২৪), হাসান বিশ-শাওয়াহিদ (আরনাউত); তায়ালিসি ৭৮৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪১ (৩১০৫৯), সহীহ বিশ-শাওয়াহিদ (আওয়ামা), ১৩/২২৯ (৩৫৪৭৯); ইবনু আবী শাইবা, আল-ঈমান ১১০; রুয়ানি ৩৯৯; বাইহাকি, শুআব ১/৪৫–৪৬ (১৩), ১/৪৬ (১৪), ৭/৬৯–৭০ (৯৫১১); আত-তামহীদ ১১/২৬৬; আত-তারগীব ৪/২৪ (৩০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৯–৯০ (৩০৭)।

[১৪০.] আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন يَا ابْنَ مَسْعُودٍ "ইবনু মাসউদ!" আমি বলি, "হাজির!" তিনবারের পর নবি ﷺ বলেন—

هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ عُرَى الإِيمَانِ أَوْثَقُ؟

---

[১] أَتَدْرُونَ "তোমরা কি জানো?" (তায়ালিসি ৭৮৩)।

[২] الإِيمَانِ "ঈমানের?" (তায়ালিসি ৭৮৩)।

[৩] وَلَيْسَ بِذَلِكَ "তবে (আমি যেটি জিজ্ঞেস করেছি) এটি সেটি নয়।" (তায়ালিসি ৭৮৩)।

[৪] 'তারা ইসলামের বিভিন্ন বিধান উল্লেখ করলেন। যখন নবি ﷺ দেখলেন, তাদের কারোর উত্তর সঠিক হয়নি, তখন তিনি বলেন—' (বাইহাকি, শুআব ১৪)।

[৫] أَوْثَقَ عُرَى الإِيمَانِ "ঈমানের সবচেয়ে মজবুত খুঁটি" (তায়ালিসি ৭৮৩); إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الإِسْلَامِ "ইসলামের সবচেয়ে মজবুত খুঁটি" (আত-তামহীদ ১১/২৬৬)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"তোমরা কি জানো, ঈমানের কোন খুঁটিটি অধিক মজবুত?"

আমি বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

الْوَلَايَـةُ فِي اللهِ، وَالْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ

"(কাউকে) আল্লাহর উদ্দেশে বন্ধু বানানো, আল্লাহর উদ্দেশে ভালোবাসা ও আল্লাহর উদ্দেশে ঘৃণা করা।"

তিনি বলেন, يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ "ইবনু মাসঊদ!" আমি বলি, "আল্লাহর রাসূল, আমি হাজির।" তিনি বলেন—

أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ؟

"মুমিনদের মধ্যে কে সর্বোত্তম?"

আমি বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

إِذَا عَرَفُوْا دِيْنَهُمْ أَحْسَـنُهُمْ عَمَلًا

"যদি তাদের মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান থাকে, তখন তাদের মধ্যে যার আমল বা কাজ সবার চেয়ে সুন্দর (সে-ই সর্বোত্তম)[১]।"

এরপর তিনি বলেন—

يَا ابْنَ مَسْـعُوْدٍ، هَلْ تَدْرِي أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَعْلَمُ؟

"ইবনু মাসঊদ![২] তুমি কি জানো, মুমিনদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে?"

আমি বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

إِذَا اخْتَلَفُـوْا أَبْصَرُهُمْ بِالْحَـقِّ، وَإِنْ كَانَ فِيْ عَمَلِهِ تَقْصِيْرٌ، وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ زَحْفًا

"লোকজন যখন মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে"—এ-কথা বলার সময় তিনি তাঁর আঙুলগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে দেন—"তখন তাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি সত্য-উদ্‌ঘাটনে অধিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন[৩], যদিও তার আমলে কিছুটা ঘাটতি থাকে, যদিও তার চলার গতি কিছুটা মন্থর[৪]।"

এরপর তিনি বলেন—

يَـا ابْـنَ مَسْـعُوْدٍ، هَـلْ عَلِمْـتَ أَنَّ بَـنِي إِسْرَائِيـلَ افْتَرَقُـوا عَلَى اثْنَتَـيْنِ وَسَـبْعِيْنَ فِرْقَـةً، لَـمْ يَنْـجُ مِنْهَـا إِلَّا

---

[১] فَإِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ عَمَلًا إِذَا فَقِهُوا فِي دِينِهِمْ "মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যার কাজ সবার চেয়ে উত্তম, যদি তাদের মধ্যে দ্বীনের গভীর উপলব্ধিবোধ থাকে।" (তাবারানি, আওসাত ৩/২৪৬ (৪৪৭২))।

[২] 'আমি বলি, "আল্লাহর রাসূল, আমি হাজির!" তিনি বলেন—' (তাবারানি, কাবীর ১০/২৭১–২৭২ (১০৫৩১))।

[৩] أَعْلَمُهُمْ بِالْحَقِّ "সত্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী" (তায়ালিসি ৩৭৬)।

[৪] আক্ষরিক অর্থ "যদিও সে (শিশুদের মতো) নিতম্বের ওপর হেঁচড়ে চলে" (তাহযীবুল লুগাহ)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ثَلَاثُ فِرَقٍ،

فِرْقَةٌ أَقَامَتْ فِي الْمُلُوكِ وَالْجَبَابِرَةِ، فَدَعَتْ إِلَى دِينِ عِيسَى، فَأُخِذَتْ فَقُتِلَتْ بِالْمَنَاشِيرِ، وَحُرِّقَتْ بِالنِّيرَانِ، فَصَبَرَتْ حَتَّى لَحِقَتْ بِاللهِ،

ثُمَّ قَامَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ تَكُنْ لَهُمْ قُوَّةٌ، وَلَمْ تُطِقِ الْقِيَامَ بِالْقِسْطِ، فَلَحِقَتْ بِالْجِبَالِ، فَتَعَبَّدَتْ وَتَرَهَّبَتْ، وَهُمُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ فَقَالَ ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّـهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

وَفِرْقَةٌ مِنْهُمْ آمَنَتْ، فَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَصَدَّقُونِي، وَهُمُ الَّذِينَ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِي وَلَمْ يُصَدِّقُونِي، وَلَمْ يَرْعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، وَهُمُ الَّذِينَ فَسَّقَهُمُ اللهُ

"ইবনু মাসঊদ! তুমি কি জানো, বানূ ইসরাঈলের লোকজন[১] বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল? সেখান থেকে মাত্র তিনটি দল (পরকালীন) মুক্তি পেয়েছে[২]:

» [৩]একটি দল [৪]শাসক ও ক্ষমতাধরদের মধ্যে[৫] থেকে ঈসা ﷺ-এর দ্বীনের দিকে ডাকে; ফলে তাদের গ্রেফতার করে করাত দিয়ে হত্যা করা হয়, আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়; কিন্তু তারা ধৈর্য ধরে এবং একপর্যায়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়।

» তারপর আরেকটি দল দাঁড়িয়ে যায়, যাদের না ছিল [৬]কোনও শক্তি, আর না ছিল সত্যকে কায়েম রাখার কোনও সামর্থ্য[৭], ফলে তারা পাহাড়-পর্বতে চলে যায়, সেখানে গিয়ে

---

[১] مَنْ كَانَ قَبْلِي "আমার আগের লোকজন" (তাবারানি, কাবীর ১০/২৭১–২৭২ (১০৫৩১)); مَنْ كَانَ قَبْلَنَا "আমাদের আগের লোকজন" (হাকিম ২/৪৮০ (৩৭৯০))।

[২] وَهَلَكَ سَائِرُهُمْ "আর অন্য সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে" (তাবারানি, আওসাত ৩/২৪৬ (৪৪৭৯))।

[৩] فِرْقَةٌ آزَتِ الْمُلُوكَ، فَقَاتَلُوهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَدِينِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَأَخَذُوهُمْ فَقَتَلُوهُمْ وَقَطَعُوهُمْ بِالْمَنَاشِيرِ "একটি দল শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং নিজেদের দ্বীন ও ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ-এর দ্বীনের খাতিরে শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। ফলে শাসকরা তাদের গ্রেফতার করে হত্যা করে, করাত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে।" (তাবারানি, আওসাত ৩/২৪৬ (৪৪৭৯); তাবারানি, কাবীর ১০/২৭১–২৭২ (১০৫৩১))।

[৪] وَفِرْقَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَاقَةٌ بِمُوَازَاةِ الْمُلُوكِ فَ "শাসকদের মোকাবিলা করার শক্তি না থাকায়" (উকাইলি ৩/৪০৯)।

[৫] بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمِهِمْ "নিজেদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে" (উকাইলি ৩/৪০৯)।

[৬] بِمُوَازَاةِ الْمُلُوكِ "শাসকদের মোকাবিলা করার" (উকাইলি ৩/৪০৯)।

[৭] وَلَا بِأَنْ يُقِيمُوا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمِهِمْ فَيَدْعُونَهُمْ إِلَى دِينِ اللَّـهِ وَدِينِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ "আর না ছিল নিজেদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে, তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন ও ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ-এর দ্বীনের দিকে ডাকার কোনও সুযোগ" (উকাইলি ৩/৪০৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা উপাসনায় আত্মনিয়োগ করে বৈরাগী হয়ে যায়।[১] এসব লোকের কথাই উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন—

﴾আর বৈরাগ্যবাদের নীতি আমি তাদের ওপর বাধ্যতামূলক করে দিইনি, (বরং) তারা এটি আবিষ্কার করে নিয়েছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে, কিন্তু যথাযথভাবে এর হক আদায় করতে পারেনি। তারপর তাদের যেসব লোক ঈমান এনেছে, আমি তাদের প্রতিদান দিয়েছি; তবে তাদের অনেকেই অবাধ্যতার পথে চলতে আগ্রহী।﴿ (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২৭)।

» তাদের একটি দল ঈমানদার। তারাই আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আমাকে সত্যায়ন করেছে, আর এরাই যথাযথভাবে এর হক আদায় করতে পেরেছে। তবে তাদের অনেকেই অবাধ্যতার পথে চলতে আগ্রহী, আর তারাই আমার প্রতি ঈমান আনেনি, আমাকে সত্যায়ন করেনি, যথাযথভাবে এর হক আদায় করতে পারেনি, আর আল্লাহ এদেরকেই অবাধ্যতার পথে ধাবিত করে দিয়েছেন[২]।" '

তাবারানি, কাবীর ১০/২১১–২১২ (১০৩৫৭), এটি তাবারানি দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন, একটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে বুকাইর ইবনু মারুফ বাদে বাকি সবাই বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন; বুকাইরের মধ্যে কিছুটা ত্রুটি থাকলেও আহমাদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ তাকে 'বিশ্বস্ত' আখ্যায়িত করেছেন (হাইসামি ৭/২৬০–২৬১), সহীহ বিশ শাওয়াহিদ (আওয়ামা ৩১০৮৩), ১০/২৭১–২৭২ (১০৫৩১); তাবারানি, আওসাত ৩/২৪৬ (৪৪৭৯); তাবারানি, সগীর ৬২৪; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১১/৪১ (৩১০৫৯), ১১/৪১ (৩১০৬০), ১১/৪৮ (৩১০৮৩), ১৩/২২৯ (৩৫৪৭৯); ইবনু আবী শাইবা, আল-ঈমান ১৩৪; তায়ালিসি ৩৭৬; উকাইলি ৩/৪০৯; হাকিম ২/৪৮০ (৩৭৯০); হিলইয়া ৪/১৭৭; বাইহাকি, কুবরা ১০/২৩৩ (২১১১১); বাইহাকি, শুআব ৭/৬৮ (৯৫০৯), ৭/৬৯ (৯৫১০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯০ (৩১০)।

[১৪১.] আবূ যার ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বের হয়ে আমাদের কাছে এসে বলেন—

أَتَدْرُونَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟

"তোমরা কি জানো, আল্লাহর কাছে কোন কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়?"

একজন বলল, "নামাজ ও যাকাত।" আরেকজন বলল, "জিহাদ।" নবি ﷺ বলেন—

إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ الْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ

---

[১] وَفِرْقَةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ بِمُوَازَاةِ الْمُلُوكِ، وَلَا بِأَنْ يُقِيمُوا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ يَدْعُونَهُمْ إِلَى دِينِ اللهِ وَدِينِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، فَسَاحُوا فِي الْبِلَادِ وَتَرَهَّبُوا "আরেকটি দলের না ছিল শাসকদের মোকাবিলা করার সামর্থ্য, আর না তারা শাসকদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দ্বীন ও ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ-এর দ্বীনের দিকে তাদের ডাকতে পারছিল। ফলে তারা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৈরাগ্যবাদের নীতি গ্রহণ করে।" (তাবারানি, আওসাত ৩/২৪৬ (৪৪৭৯))।

[২] وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْنِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْهَالِكُونَ "আর যারা আমার অনুসরণ করে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।" (তাবারানি, আওসাত ৩/২৪৬ (৪৪৭৯)); فَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَصَدَّقُونِي وَالْفَاسِقُونَ الَّذِينَ كَذَّبُونِي وَجَحَدُونِي "অতএব, মুমিন তারা, যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছে ও আমাকে সত্যায়ন করেছে; আর ফাসিক তারা, যারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে ও প্রত্যাখ্যান করেছে।" (উকাইলি ৩/৪০৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়[১] কাজ হলো—আল্লাহর উদ্দেশে ভালোবাসা আর আল্লাহর উদ্দেশে ঘৃণা করা।" '

আহমাদ ৫/১৪৬ (২১৩০৩), হাসান লি-গাইরিহী (আরনাউত); আবূ দাউদ ৪৫৯৯; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯০ (৩০৮)।

[১৪২] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

"তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের[২] মিষ্টতা[৩] অনুভব করে:[৪]

» আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়;

» কাউকে ভালোবাসলে, কেবল আল্লাহর উদ্দেশেই ভালোবাসে;[৫] এবং

» [৬]কুফর বা অবাধ্যতার জীবনে ফিরে যাওয়াকে[৭] সেভাবে অপছন্দ করে, যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।[৮]" '

বুখারি ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; মুসলিম ১৬৫/৬৭ (৪৩), ১৬৬/৬৮ (...), ১৬৭ (...); তায়ালিসি ২৬১৭; আহমাদ ২/২৯৮ (৭৯৬৭), ২/৫২০ (১০৭৩৮), ৩/১০৩ (১২০০২), ৩/১৭২ (১২৭৬৫), ৩/১৭৪ (১২৭৮৩), ৩/২০৭ (১৩১৫১), ৩/২০৭ (১৩১৫২), ৩/২৩০ (১৩৪০৭), ৩/২৪৮ (১৩৫৯২), ৩/২৭৫ (১৩৯১২), ৩/২৭৮ (১৩৯৫৯, প্রথম অংশ), ৩/২৮৮ (১৪০৭০); তিরমিযি ২৬২৪; নাসাঈ ৪৯৮৭, ৪৯৮৮, ৪৯৮৯; ইবনু মাজাহ ৪০৩৩; বাযযার (কাশফ) ১/৫০ (৬৩); আবূ ইয়া'লা ৬/৩৫ (৩২৭৯); তাবারানি, কাবীর ১/২৫১–

---

[১] أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ "সর্বোত্তম কাজ" (আবূ দাউদ ৪৫৯৯)।

[২] الْإِسْلَامِ "ইসলামের" (নাসাঈ ৪৯৮৯)।

[৩] وَطَعْمَهُ "ও স্বাদ" (নাসাঈ ৪৯৮৭)।

[৪] لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى "তোমাদের কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ-না (তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য থাকে:)" (আহমাদ ৩/২৭৮ (১৩৯৫৯))।

[৫] مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِلَّهِ وَيُبْغِضُ لِلَّهِ "যে আল্লাহর উদ্দেশে ভালোবাসে এবং আল্লাহর উদ্দেশে ঘৃণা করে" (তাবারানি, কাবীর ১/২৫১ (৭২৪)); مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "যে-ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে চায়, সে যেন মানুষকে কেবল আল্লাহ তাআলার উদ্দেশেই ভালোবাসে" (আহমাদ ৭৯৬৭, ১০৭৩৮)।

[৬] بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ "আল্লাহ তাকে (কুফর বা অবাধ্যতার জীবন থেকে) উদ্ধার করার পর, ..." (বুখারি ২১, ৬০৪১)।

[৭] مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا "পুনরায় ইহুদি বা খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়াকে" (মুসলিম ১৬৭ (...)); أَنْ يَرْجِعَ عَنِ الْإِسْلَامِ "ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়াকে" (আহমাদ ১২৭৮৩); أَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ "নিজের দ্বীন ছেড়ে মুরতাদ হয়ে যাওয়াকে" (তাবারানি, কাবীর ১/২৫১ (৭২৪))।

[৮] وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا "সে আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে, এর চেয়ে তার কাছে অধিক প্রিয় হলো—প্রকাণ্ড আগুন জ্বালানো হলে সে তাতে পড়ে যাবে।" (নাসাঈ ৪৯৮৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৫২ (৭২৪), ৮/৩১৪ (৮০১৯); তাবারানি, আওসাত ১/৩২০ (১১৪৯), ২/৬৭ (২৫৪০), ৩/৩৮৬ (৪৯০৫); তাবারানি, সগীর ৭২৮; আবদ ইবনু হুমাইদ ১৩২৮; হাকিম ১/৩ (৩), ৪/১৬৮ (৭৩১২); ইবনু হিব্বান ১/৪৭৩ (২৩৭); মুসনাদুশ শিহাব ১/২৭০–২৭১ (৪৪০); হিলইয়া ১/২৭, ২/২৮৮, ৭/২০৪; তারীখু বাগদাদ ২/১৯৯; বাইহাকি, শুআব ৬/৪৯১ (৯০১৮), ৬/৪৯১–৪৯২ (৯০২০), ৭/৭০ (৯৫১২); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ২১; জামিউল উসূল ২০; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৫ (১৭৬), ১/৫৬ (১৭৯); ১/৮৮–৮৯ (৩০২), ১/৯০ (৩০৯); কানযুল উম্মাল ৯/১০ (২৪৬৭৯); জামউল ফাওয়াইদ ৬৫, ৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমানের সঙ্গে আমলের সম্পর্ক

[১৪৩.] আলি ইবনু আবী তালিব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ

"ঈমান হলো—

» অন্তর দিয়ে চেনা,

» মুখে স্বীকার করা, ও

» অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজ করার নাম।" '

ইবনু মাজাহ ৬৫; তাবারানি, আওসাত ৪/৩৬৪ (৬২৫৪)। একজন বর্ণনাকারী সর্বসম্মতভাবে দুর্বল। ইবনুল জাওযি'র মতে, এটি মাওদূ' (জাল); বাইহাকি, শুআব ১/৪৭–৪৮ (১৬); জামউল ফাওয়াইদ ৫৯।

[১৪৪.] ইবনু উমর ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

لَا يُقْبَلُ إِيمَانٌ بِلَا عَمَلٍ، وَلَا عَمَلٌ بِلَا إِيمَانٍ

"আমল ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না, আর ঈমান ছাড়া আমল গৃহীত হবে না।" '

তাবারানি, কাবীর ১৩/২০৩ (১৩৯১৮); ইসনাদের সাঈদ ইবনু যাকারিয়্যা'র বিশ্বস্ত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/৬৮ (২৬০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৫ (৯৬); জামউল ফাওয়াইদ ১০৫।

[১৪৫.] উসমান ইবনু সাহ্ল ইবনি হুনাইফ ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কা থেকে (হিজরত করে মদীনায়) আসার আগে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য লোকদের আহ্বান জানাতেন; আর তা ছিল মৌখিক স্বীকৃতির নাম, এর সঙ্গে আমলের কোনও সম্পর্ক ছিল না; তখন কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিসের দিকে। এরপর নবি ﷺ হিজরত করে আমাদের কাছে আসার পর, ফরজ বিধিবিধানগুলো অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা(র অবস্থা) ও সেখানকার মৌখিক স্বীকৃতির বিষয়কে রহিত করে দেয় মদীনা(র ফরজ বিধিবিধান), আর বাইতুল মাকদিসকে রহিত করে দেয় মহিমান্বিত বাইতুল্লাহ। এরপর ঈমান পরিণত হয় কথা ও কাজ উভয়ের সমষ্টিতে।'

তাবারানি, কাবীর ৯/১৯ (৮৩১২). ইসনাদে একদল লোক আমার অচেনা (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৫ (১৭৫)।

ফাতিমা ও আব্বাস ؓ-এর প্রতি নবি ﷺ-এর নির্দেশ

[১৪৬.] হুযাইফা ؓ বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর কাছে এসে দেখি—তাঁর ডানে আব্বাস ؓ বসে আছেন, আর বামে ফাতিমা ؓ। তখন তিনি বলেন—

يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْمَلِي لِلهِ خَيْرًا إِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মেয়ে ফাতিমা! আল্লাহর উদ্দেশে ভালো কিছু করো; আমি কিন্তু কিয়ামাতের দিন আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার কোনও উপকারে আসব না।"

এ-কথাটি তিনি তিনবার বলেন। তারপর তিনবার বলেন—

يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللهِ اِعْمَلْ لِلهِ خَيْرًا إِنِّيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব, আল্লাহর রাসূলের চাচা! আল্লাহর উদ্দেশে ভালো কিছু করুন; আমি কিন্তু কিয়ামাতের দিন আল্লাহর মোকাবিলায় আপনার কোনও উপকারে আসব না।"

তারপর বলেন— يَا حُذَيْفَةُ أُدْنُ "হুযাইফা! কাছে আসো।" কাছে গেলে তিনি বলেন, يَا حُذَيْفَةُ أُدْنُ "হুযাইফা! (আরও) কাছে আসো।" (আরও) কাছে যাওয়ার পর তিনি বলেন—

يَا حُذَيْفَةُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ وَآمَنَ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"হুযাইফা! যে-ব্যক্তি

» সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত-লাভের-যোগ্য আর কেউ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, এবং

» আমি যা-কিছু নিয়ে এসেছি তাকে সত্য বলে মেনে নেয়,

আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন, আর জান্নাত তার জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠবে।"

আমি বলি, "আল্লাহর রাসূল! এটা গোপন রাখব, নাকি প্রকাশ করে দেবো।" নবি বলেন, أَعْلِنْهُ "প্রকাশ করে দাও।" '

বাযযার (কাশফ) ১/২৪ (২৮); কানযুল উম্মাল ১৪/১৯ (৪৩৭৫৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৯–৫০ (১৪৮)।

ঈমানের সঙ্গে যেসব কাজকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে

রাসূল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা

[১৪৭.] আনাস ﵁ বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"[১]তোমাদের কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ-না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান[২] ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো।" '

[১] فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ!" (বুখারি ১৪)।

[২] أَهْلِهِ وَمَالِهِ "তার পরিবারের লোকজন ও ধনসম্পদ ..." (মুসলিম ১৬৮/৬৯ (৪৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুখারি ১৫, ১৪; মুসলিম ১৬৮/৬৯ (৪৪), ১৬৯/৭০ (...); নাসাঈ ৫০১৩, ৫০১৪, ৫০১৫; ইবনু মাজাহ ৬৭; আহমাদ ৩/১৭৭ (১২৮১৪), ৩/২০৭ (১৩১৫১, শেষাংশ), ৩/২৭৫ (১৩৯১১), ৩/২৭৮ (১৩৯৫৯, শেষাংশ); দারিমি ২৭৭১; তাবারানি, আওসাত ৬/৩০৫–৩০৬ (৮৮৫৯); আবু ইয়া'লা ৫/৩৮৭ (৩০৪৯), ৬/২৩ (৩২৫৮), ৭/৮ (৩৮৯৫); ইবনু হিব্বান ১/৪০৫–৪০৬ (১৭৯); ইবনু মানদাহ, কিতাবুল ঈমান ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ২২; জামিউল উসূল ২১, ২২; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৮ (২৯৮); জামউল ফাওয়াইদ ৭০।

[১৪৮.] আবূ লাইলা আনসারি ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ

"কোনও বান্দা মুমিন (বলে গণ্য) হবে না, যতক্ষণ-না

» আমি তার কাছে তার নিজের চেয়ে বেশি প্রিয়,

» আমার পরিবারের সদস্যগণ তার কাছে তার পরিবারের সদস্যদের চেয়ে বেশি প্রিয়,

» আমার নিকটাত্মীয়গণ তার কাছে তার নিকটাত্মীয়দের চেয়ে বেশি প্রিয় এবং

» আমার ব্যক্তিসত্তা তার কাছে তার ব্যক্তিসত্তার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে।" '

তাবারানি, আওসাত ৪/২২৩ (৫৭৯০), বর্ণনাসূত্রের মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান ইবনি আবী লাইলা স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ায় প্রামাণ্য নন (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ৭/৮৬ (৬৪১৬); কানযুল উম্মাল ১/৪১ (৯৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৮ (২৯৭); জামউল ফাওয়াইদ ৭৩।

[১৪৯.] আবদুল্লাহ ইবনু জাফর ﵁ বলেন, 'আব্বাস ﵁ [১]এসে বলেন—[২]

"আল্লাহর রাসূল! আমি কিছু লোকের কাছে আসি, তারা তখন কথাবার্তা বলছিল, আমাকে দেখে তারা চুপ হয়ে যায়;[৩] এর একমাত্র কারণ হলো, তারা আমাকে সহজভাবে নিতে পারেনি[৪]।"

---

[১] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে' (আহমাদ ১/২০৭ (১৭৭৩))।

[২] আবদুল মুত্তালিব ইবনু রবীআ বলেন, 'আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব রাগান্বিত অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসেন। আমি তখন তাঁর পাশে। তিনি বলেন, مَا أَغْضَبَكَ "আপনি রেগে আছেন কেন?" আব্বাস বলেন—' (তিরমিযি ৩৭৫৮; আহমাদ ৪/১৬৫ (১৭৫১৬))।

[৩] "আমরা বের হলে কুরাইশদের আলাপরত দেখি। আমাদের দেখলে তারা চুপ হয়ে যায়" (আহমাদ ১/২০৭–২০৮ (১৭৭৭)); "আমি কিছু লোকের কাছে গেলাম। তারা তখন কথা বলছিল। আমাকে দেখে তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং আমাকে উপেক্ষা করল" (হাকিম ৩/৫৯৮ (৬৪১৮, শেষাংশ)); "কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হলে হাসিখুশি থাকে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের চেহারা আর চেনা যায় না" (আহমাদ ১/২০৭ (১৭৭২); "কুরাইশদের সঙ্গে আমাদের কী হলো!" নবি ﷺ বলেন, مَا لَكَ وَلَهُمْ "তাদের সঙ্গে আপনার আবার কী হলো?" তাদের নিজেদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হলে তাদের চেহারা হাস্যোজ্জ্বল থাকে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়" (হাকিম ৩/৩৩৩ (৫৪৩২); তিরমিযি ৩৭৫৮)।

[৪] "তারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে" (তাবারানি, আওসাত ৫/৪০৫ (৭৭৬১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন[১]—

أَقَدْ فَعَلُوهَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُهُمْ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِحُبِّي، أَتَرْجُونَ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي وَلَا يَرْجُوهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

"তারা এ-কাজ করেছে? [২]শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না আমাকে ভালোবাসার দরুন তারা তোমাদের ভালবাসবে[৩]। [৪]আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের মনঃপূত না হলেও, আমার সুপারিশ নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে—তোমরা কি এ-আশা করছো?[৫]" '

তাবারানি, আওসাত ৩/২৯৯ (৪৬৪৭), বর্ণনাসূত্রের আসরাম ইবনু হাওশাবের বর্ণনা পরিত্যক্ত (হাইসামি), ৫/৪০৫ (৭৭৬১, শেয়াহেদ); তাবারানি, সগীর ১০৩৭; আহমাদ ১/২০৭ (১৭৭২), ১/২০৭ (১৭৭৩), ১/২০৭–২০৮ (১৭৭৭), ৪/১৬৫ (১৭৫১৫), ৪/১৬৫ (১৭৫১৬); তিরমিযি ৩৭৫৮, হাসান সহীহ; ইবনু মাজাহ ১৪০; নাসাঈ, কুবরা ৮১২০; হাকিম ৩/৩৩৩ (৫৪৩২), ৩/৫৬৮ (৬৪১৮, শেয়াহেদ); কানযুল উম্মাল ১২/৪১ (৩৩৯০৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৮ (২৯৯)।

[১৫০.] মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ أَحَبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ صَادِقًا غَيْرَ كَاذِبٍ، وَلَقِيَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَحَبَّهُمْ، وَكَانَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَهُ كَمَنْزِلَةِ

---

[১] 'এ-কথা শুনে নবি ﷺ ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন—' (আহমাদ ১/২০৭ (১৭৭২)); 'এ-কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ রেগে যান। আর তাঁর দু চোখের মাঝখানের শিরায় রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। এরপর তিনি বলেন—' (আহমাদ ১/২০৭–২০৮ (১৭৭৭), ৪/১৬৫ (১৭৫১৫)); 'এ-কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ এতটা রেগে যান যে, তাঁর চেহারা লাল হয়ে ওঠে। এরপর তিনি বলেন—' (তিরমিযি ৩৭৫৮); 'এ-কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ এতটা রেগে যান যে, তাঁর চেহারা লাল হয়ে ওঠে ও তাঁর দু চোখের মাঝখানের শিরায় রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। রেগে গেলে তাঁর (চেহারায়) রক্ত চলাচল বেড়ে যেত। রাগ চলে যাওয়ার পর তিনি বলেন—' (আহমাদ ৪/১৬৫ (১৭৫১৫))।

[২] مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ "কিছু লোকের কী হলো! এরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, আর আমার ঘরের সদস্যদের কাউকে দেখলে কথা বন্ধ করে দেয়!" (ইবনু মাজাহ ১৪০)।

[৩] لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "কারও অন্তরে ঈমান ঢুকবে না, যতক্ষণ-না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে তোমাদের ভালোবাসে" (আহমাদ ১/২০৭ (১৭৭২)); حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي "যতক্ষণ-না সে আল্লাহর খাতিরে ও আমার নিকটাত্মীয় হওয়ার খাতিরে তোমাদের ভালোবাসে" (আহমাদ ১/২০৭–২০৮ (১৭৭৭), ৪/১৬৫ (১৭৫১৫))।

[৪] 'তারপর তিনি বলেন, مَا بَالُ رِجَالٍ يُؤْذُونَنِي فِي الْعَبَّاسِ "কিছু লোকের কী হলো! তারা আব্বাসের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেয়!" ' (হাকিম ৩/৩৩৩ (৫৪৩২)); أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ "লোকসকল! যে আমার চাচাকে কষ্ট দেয়, সে মূলত আমাকে কষ্ট দেয়, কারণ ব্যক্তির চাচা ও পিতা উভয়ের মূল একই" (তিরমিযি ৩৭৫৮; আহমাদ ৪/১৬৫ (১৭৫১৬))।

[৫] أَيَرْجُونَ "তারা কি এ-আশা করছে?" (তাবারানি, আওসাত ৫/৪০৫ (৭৭৬১)); أَتَرْجُونَ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي وَلَا يَدْخُلُهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ "তোমরা কি মনে করছো—তারা আমার সুপারিশ নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে, আর আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা জান্নাতে যাবে না?" (তাবারানি, সগীর ১০৩৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

نَارٍ أُلْقِيَ فِيهَا - فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ / فَقَدْ بَلَغَ ذِرْوَةَ الْإِيمَانِ

"যে-ব্যক্তি

» আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যিই ভালোবাসে, যে-ভালোবাসার দাবিতে কোনও মিথ্যা নেই,

» মুমিনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাদের ভালোবাসে, এবং

» যার কাছে জাহিলিয়াতের বিষয়কে এমন এক আগুনের মতো মনে হয়, যেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে

—সে ঈমানের স্বাদ পেল/ ঈমানের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গেল।" '

তাবারানি, কাবীর ২০/২৫৭ (৬০৬), বর্ণনাসূত্রের শুরাইহ্ ইবনু উবাইদ বিশ্বস্ত, তবে মুদাল্লিস (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/২৬৬ (১৩৩৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৮ (৩০০)।

[১৫১.] আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

إِنَّ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حُرُمَاتٍ ثَلَاثَةً مَنْ حَفِظَهُنَّ حَفِظَ اللهُ لَهُ أَمْرَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ لَمْ يَحْفَظِ اللهُ لَهُ شَيْئًا

"আল্লাহ তাআলার (নির্ধারিত) তিনটি সম্মানের বিষয় আছে, যে-ব্যক্তি এগুলো(র সম্মান) সুরক্ষিত রাখে, আল্লাহ তার দ্বীন-দুনিয়ার বিষয়াদি সুরক্ষিত রাখবেন, আর যে-ব্যক্তি এগুলো নষ্ট করবে, আল্লাহ তার কিছুই সুরক্ষিত রাখবেন না।"

বলা হলো, "আল্লাহর রাসূল! কী সেগুলো?" তিনি বলেন—

حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ، وَحُرْمَتِي، وَحُرْمَةُ رَحِمِي

"ইসলামের সম্মান, আমার সম্মান ও আমার রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের সম্মান।" '

তাবারানি, আওসাত ১/৭৩ (২০৩), বর্ণনাসূত্রে ইবরাহীম ইবনু হাম্মাদ ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/৭৭ (৩০৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৮ (৩০১)।

[১৫২.] আনাস ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

حُبُّ قُرَيْشٍ إِيمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وَحُبُّ الْعَرَبِ إِيمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي

"কুরাইশদের ভালোবাসা ঈমান, তাদের ঘৃণা করা কুফর, আরবদের ভালোবাসা ঈমান, আর তাদের ঘৃণা করা কুফর; সুতরাং যে-ব্যক্তি আরবদের ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে আরবদের ঘৃণা করে, সে আমাকে ঘৃণা করল।" '

তাবারানি, আওসাত ২/৬৬ (২৫৩৭), আহমাদ, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও বাযযারের মতে, বর্ণনাসূত্রের হাইসাম ইবনু জাম্মাজ ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ১/৫১ (৬৪); উকাইলি ৪/৩৫৫; হিল্ইয়া ২/৩৩৩; কানযুল উম্মাল ১২/৪৪ (৩৩৯২৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৯ (৩০৩)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষকে নিরাপদ রাখা

[১৫৩.] আনাস ﷺ বলেন, [১]'আল্লাহর রাসূল[২] ﷺ বলেছেন—

الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ عَبْدٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"[৩]মুমিন তো সে, যার কাছে লোকজন[৪] নিরাপদ থাকে[৫]; মুসলিম[৬] তো সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা[৭] সুরক্ষিত থাকে;[৮] আর মুহাজির (ত্যাগী) তো সে, যে খারাপ কাজ ত্যাগ করে[৯]। শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোনও বান্দা জান্নাতে যাবে না, যার উপদ্রব-অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।" '

আবূ ইয়া'লা ৭/১৯৯ (৪১৮৭), সহীহ (দারানি), ৭/১৫ (৩৯০৯); বুখারি ১০, ১১, ৬৪৮৪; মুসলিম ১৬১/৬৪ (৪০), ১৬২/৬৫ (৪১), ১৬৩/৬৬ (৪২), ১৬৪; আহমাদ ২/১৫৯–১৬০ (৬৪৮৭ শেষের অংশবিশেষ), ২/১৬৩ (৬৫১৫), ২/২০৬ (৬৯২৫), ২/২১২ (৬৯৮২), ২/২১২ (৬৯৮৩), ২/২১৫ (৭০১৭), ২/৩৭৯ (৮৯৩১), ৩/১৫৪ (১২৫৬১), ৩/১৫৪ (১২৫৬২), ৩/৩৭২ (১৪৯৯৫), ৩/৩৯১ (১৫২১০ মাঝখানের অংশবিশেষ), ৩/৪৪০ (১৫৬৩৫), ৩/৪৪০ (১৫৬৪৪), ৬/২০ (২৩৯৫১), ৬/২১ (২৩৯৫৮), ৬/২২ (২৩৯৬৫), ৬/২২ (২৩৯৬৭); আবূ দাউদ ২৪৮১; তিরমিযি ২৫০৪, ২৬২৭, ২৬২৮; নাসাঈ ৪৯৯৫, ৪৯৯৬, ৪৯৯৯; নাসাঈ, কুবরা ৮৭০১; ইবনু মাজাহ ৩৯৩৪; দারিমি ২৭৪১, ২৭৪৫; বাযযার (কাশফ) ১/১৯ (২১), ২/৩৫ (১১৪৩ দ্বিতীয় ভাগ); তাবারানি, কাবীর

---

[১] 'একব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে, "মুসলিমদের মধ্যে কে সর্বোত্তম?" ' (মুসলিম ১৬১/৬৪ (৪০)); 'আবূ মূসা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করি—আল্লাহর রাসূল! ইসলামের কোন কাজটি সর্বোত্তম?' (মুসলিম ১৬৬/৬৬ (৪২)); আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, تَدْرُونَ مَنِ الْمُسْلِمُ؟ "তোমরা কি জানো, মুসলিম কে?" সাহাবিগণ বলেন "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ বলেন, ...। নবি ﷺ বলেন, تَدْرُونَ مَنِ الْمُؤْمِنُ "তোমরা কি জানো, মুমিন কে?" সাহাবিগণ বলেন "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ বলেন, ...' (আহমাদ ২/২০৬ (৬৯২৫), ২/২১৫ (৭০১৭))।

[২] 'বিদায় হজের সময়' (হাকিম ১/১০–১১ (২৪))।

[৩] أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ "আমি কি তোমাদের মুমিনের বৈশিষ্ট্য বলে দেবো না?" (হাকিম ১/১০–১১ (২৪))।

[৪] عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ "নিজেদের জানমালের ব্যাপারে" (আহমাদ ৬/২১ (২৩৯৫৮); হাকিম ১/১০–১১ (২৪))।

[৫] مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "যার কাছে মুসলিমরা নিজেদের জানমাল নিরাপদ বোধ করে" (তিরমিযি ২৬২৭); مَنْ أَمِنَهُ جَارُهُ وَلَا يَخَافُ بَوَائِقَهُ "যার কাছে তার প্রতিবেশী নিরাপদ বোধ করে এবং তার অত্যাচার-উপদ্রব থেকে শঙ্কামুক্ত থাকে" (আবূ ইয়া'লা ৭/১৫ (৩৯০৯))।

[৬] السَّالِمُ "সুরক্ষিত" (আহমাদ ৩/৪৪০ (১৫৬৪৪))।

[৭] النَّاسُ "লোকজন" (আহমাদ ৩/৪৪০ (১৫৬৩৫))।

[৮] وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ "মুজাহিদ তো সে, যে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করে" (আহমাদ ৬/২১ (২৩৯৫৮), ৬/২২ (২৩৯৬৭); ইবনু হিব্বান ১১/২০৩–২০৪ (৪৮৬২); হাকিম ১/১০–১১ (২৪))।

[৯] هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ "আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, তা ত্যাগ করে;" (বুখারি ১০); هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ "যাবতীয় গোনাহের কাজ ত্যাগ করে" (আহমাদ ৬/২১ (২৩৯৫৮); হাকিম ১/১০–১১ (২৪)); أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ "যা-কিছু তোমার রবের অপছন্দ, তা ত্যাগ করা" (আহমাদ ৬৪৮৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১/৩৬৯–৩৭০ (১১৩৭); ৮/৩১৫ (৮০২১), ২০/১৯৭ (৪৪৪); ইবনু হিব্বান ২/২৬৪ (৫১০), ১১/২০৩–২০৪ (৪৮৬২), ১৮/৩০৯ (৭৯৬); মাওয়ারিদুয যমআন ২৬; হাকিম ১/১০–১১ (২৪), ১/১১ (২৫); বাইহাকি, শুআব ৭/৪৯৯ (১১১২৩); জামিউল উসূল ২৬, ২৭, ২৮, ২৯; আত-তারগীব ৩/৩৫৩–৩৫৪ (১১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৪ (১৬৯, ১৭০, ১৭১), ১/৫৬ (১৮০, ১৮১, ১৮২); কানযুল উম্মাল ১/১৫০ (৭৪৮), ১/১৫০–১৫১ (৭৪৯); জামউল ফাওয়াইদ ৭৫, ৭৬।

[১৫৪.] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন—

لَا وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، لَا وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، لَا وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ

"শপথ আল্লাহর! না, সে-ব্যক্তি মুমিন নয়! শপথ আল্লাহর! না, সে-ব্যক্তি মুমিন নয়! শপথ আল্লাহর! না, সে-ব্যক্তি মুমিন নয়!"

সাহাবিগণ বললেন, "আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি?" নবি ﷺ বললেন—

جَارٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"[১]এমন প্রতিবেশী, যার উপদ্রব থেকে তার আশেপাশের লোকজন নিরাপদ থাকে না।"

জিজ্ঞেস করা হলো, "[২]তার উপদ্রব কী?" নবি ﷺ বললেন, شَرُّهُ "তার অনিষ্ট বা ক্ষতি।" '

আহমাদ ২/৩৩৬ (৮৪৩২), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), ২/২৮৮ (৭৮৭৮), ৪/৩১ (১৬৩৭২), ৬/৩৮৫ (২৭১৬২); বুখারি ৬০১৬; হাকিম ১/১০ (২১), ৪/১৬৫ (৭২৯৯); তাবারানি, কাবীর ২২/১৮৭ (৪৮৭)।

খাবার খাওয়ানো ও সালাম দেওয়া

[১৫৫.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে জানতে চায়, "ইসলামের কোন কাজটি সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বলেন,

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"খাবার খাওয়ানো ও চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেওয়া।" '

বুখারি ১২, ২৮, ৬২৩৬; মুসলিম ১৬০/৬৩ (৩৯); আবূ দাউদ ৫১৯৪; নাসাঈ ৫০০০; ইবনু মাজাহ ৩২৫৩; আহমাদ ২/১৬৯ (৬৫৮১); জামিউল উসূল ৩০; জামউল ফাওয়াইদ ৭৭।

আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলা, ভালো কথা বলা নতুবা চুপ থাকা, প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

[১৫৬.] নবি ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবি থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেছেন—[৩]

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ لِيَسْكُتْ

---

[১] الْجَارُ "প্রতিবেশী" (আহমাদ ২/২৮৮ (৭৮৭৮))।

[২] "আল্লাহর রাসূল!" (হাকিম ৪/১৬৫ (৭২৯৯))।

[৩] সাহাবি আবূ শুরাইহ খুযাঈ ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—' (আহমাদ ৪/৩১ (১৬৩৭০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» "যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলে আর তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে[১];

» [২]যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলে আর তার মেহমানকে সম্মান করে[৩]; আর

» যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলে আর সত্য[৪] কথা বলে, নতুবা যেন চুপ থাকে[৫]।" ¹

আহমাদ৫/২৪ (২০২৮৫), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), ২/১৭৪ (৬৬২১), ২/২৬৭ (৭৬২৬), ২/২৬৯ (৭৬৪৫), ২/৪৩৩ (৯৫৯৫), ২/৪৬৩ (৯৯৬৭), ২/৪৬৩ (৯৯৭০), ৪/৩১ (১৬৩৭০), ৫/৪১২ (২৩৪৯৬), ৬/৬৯ (২৪৪০৪), ৬/৩৮৪ (২৭১৫৯); বুখারি ৫১৮৫, ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫; মুসলিম ১৭৩/৭৪ (৪৭), ১৭৪/৭৫ (...), ১৭৫/৭৬ (...), ১৭৬/৭৭ (৪৮); আবু দাউদ ৫১৫৪; তিরমিযি২৫০০; নাসাঈ, কুবরা ১১৭৭৯, ১১৭৮০, ১১৭৮১, ১১৭৮২, ১১৭৮৩; ইবনু মাজাহ৩৬৭২, ৩৯৭১; দারিমি২০৬১; বুখারি, মুফরাদ ১০২; ইবনুল মুবারক, যুহ্দ ৩৬৮, ৩৭২; হান্নাদ, যুহ্দ ১০৫০, ১০৫১, ১১০৫; আবদুর রাযযাক১১/৭ (১৯৭৪৬); ইবনু আবী শাইবা ৮/৩৫৮ (২৫৯২৭); তায়ালিসি ৪/১০৬ (২৪৬৮); হুমাইদি২/১১৪ (৫৮৫); বাযযার (কাশফ) ২/৩৯০–৩৯১ (১৯২৫), ২/৩৯১ (১৯২৬), ২/৩৯১ (১৯২৭), ৪/২২০–২২১ (৩৫৭৫); আবু ইয়া'লা ১১/৮৫–৮৬ (৬২১৮, প্রথম অংশ); তাবারানি, কাবীর ৫/২৩৩ (৫১৮৭), ১০/৪১২–৪১৩ (১০৮৪৩), ১৪/৭৩ (১৪৬৭৭), ২২/১৯২ (৫০১); তাবারানি, মাকারিম ২১১–২৩৫; ত্বহাবি, শারহু মুশকিল ৭/২০৮ (২৭৭৪), ৭/২০৯ (২৭৭৫), ৭/২০৯–২১০ (২৭৭৬), ৭/২১০ (২৭৭৭, ২৭৭৮), ৭/২১১ (২৭৮১); ইবনু হিব্বান২/২৫৯ (৫০৬), ২/২৭৩–২৭৪ (৫১৬); ইবনু মানদাহ, ঈমান ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০৩; মুসনাদুশ শিহাব৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০; আবু আওয়ানা৯৪, ৯৫, ৯৬; ইবনু আবিদ দুনইয়া, মাকারিম ৩২৩, ৩২৪; ইবনু আবিদ দুনইয়া, আস-সামত ৪০, ৫৫৭, ৫৫৯; খারাইতি, মাকারিম ৯৯, ১৩৮; হাকিম৪/১৬৪ (৭২৯৭); বাইহাকি, কুবরা ৫/৬৮ (৯২৫১), ৮/১৬৪ (১৬৭৪১); বাইহাকি, শুআব ৪/২৩৫ (৪৯১২), ৭/৭৪ (৯৫৩০), ৭/৭৫ (৯৫৩২), ৭/৭৫ (৯৫৩৩), ৭/৮৯ (৯৫৮২), ৭/৮৯ (৯৫৮৩), ৭/৮৯ (৯৫৮৪); বাইহাকি, আদাব ৭৬; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ২৩০২, ৩০০১, ৪১২১; মাজমাউয যাওয়াইদ৮/১৬৬ (১৩৫৭৪), ৮/১৬৬–১৬৭ (১৩৫৭৫), ৮/১৬৭ (১৩৫৭৬), ৮/১৬৭ (১৩৫৭৭), ৮/১৭৬ (১৩৬৪৩), ৮/১৭৬ (১৩৬৪৪), ৮/১৭৬–১৭৭ (১৩৬৪৫), ৮/১৭৭ (১৩৬৪৬), ১০/৩০০ (১৮১০৬), ১০/৩০০–৩০১ (১৮১০৭)।

---

[১] فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ "সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়" (মুসলিম ১৭৪/৭৫ (...)); فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ "সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে" (মুসলিম ১৭৫/৭৬ (...)); 'কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন' (আহমাদ ৫/৪১২ (২৩৪৯৬)); فَلْيَحْفَظْ جَارَهُ "সে যেন তার প্রতিবেশীকে হেফাজত করে" (আহমাদ ২/১৭৪ (৬৬২১))।

[২] 'তিনি তিনবার বলেছেন' (আহমাদ ৫/৪১২ (২৩৪৯৬))।

[৩] فَلْيُحْسِنْ قِرَى ضَيْفِهِ "সে যেন তার মেহমানের জন্য উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করে।" সাহাবিগণ বললেন, "মেহমানের খাবার কতদিন?" নবি ﷺ বলেন, ثَلَاثَةٌ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَدَقَةٌ "তিন(দিন) ; এর পর মেহমানদারি করা হলে, তা সদাকা হিসেবে গণ্য।" (ইবনু মানদাহ, ঈমান ২৯৮); فَلْيُحْسِنْ قِرَى ضَيْفِهِ "সে যেন তার মেহমানকে সুন্দরভাবে আপ্যায়ন করে।" জিজ্ঞেস করা হলো, "আল্লাহর রাসূল! মেহমানের আপ্যায়ন কতদিন?" নবি ﷺ বলেন, ثَلَاثٌ [وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ/ ثَلَاثُ لَيَالٍ] فَمَا كَانَ بَعْدُ فَهُوَ صَدَقَةٌ "তিন [মেহমানদারি করতে হবে তিনদিন/ তিনরাত (বাযযার (কাশফ) ২/৩৯০–৩৯১ (১৯২৫); তাবারানি, কাবীর ৫/২৩৩ (৫১৮৭))]; এর পরের মেহমানদারি সদাকা হিসেবে গণ্য হবে।" (আবু ইয়া'লা ১১/৮৫–৮৬ (৬২১৮))।

[৪] خَيْرًا "কল্যাণজনক" (মুসলিম ১৭৩/৭৪ (৪৭))।

[৫] وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "আর যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে" (বুখারি ৬১৩৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়মিত মাসজিদে যাওয়া

[১৫৭.] আবূ সাঈদ ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾

"কাউকে নিয়মিত মাসজিদে আসতে দেখলে, তার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ো, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন—'আল্লাহর মাসজিদগুলো তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে, নামাজ কায়েম করে ও যাকাত দেয়।' (সূরা আত-তাওবাহ্ ৯:১৮)" '

তিরমিযি ২৬১৭, ৩০৯৩, হাসান গরীব; আহমাদ ৩/৬৮ (১১৬৫১), ৩/৭৬ (১১৭২৫) ইসনাদটি দুর্বল; ইবনু মাজাহ্ ৮০২, ইসনাদটি দুর্বল; দারিমি ১২৪৩; জামিউল উসূল ৩১; জামউল ফাওয়াইদ ৭৮।

মুসলিমকে হত্যা না করা, জিহাদ চলমান রাখা ও তাকদীরে ঈমান রাখা

[১৫৮.] আনাস ইবনু মালিক ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ

"ঈমানের মূলে রয়েছে তিনটি বিষয়:

» যে-ব্যক্তি বলে—'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই' তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা, কোনও গোনাহের দরুন তাকে কাফির সাব্যস্ত না করা ও কোনও আমলের দরুন তাকে ইসলাম থেকে বের করে না দেওয়া;

» জিহাদ চলমান থাকবে—যে-সময় আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন সে-সময় থেকে নিয়ে আমার উম্মাহর শেষ অংশটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করার আগ পর্যন্ত; কোনও জালিমের জুলুম অথবা ন্যায়পরায়ণের ন্যায়পরায়ণতা একে বাতিল করতে পারবে না; এবং

» তাকদীরের [১] ওপর ঈমান আনা।" '

আবূ দাউদ ২৫৩২, হাসান লি গাইরিহী; আবূ ইয়া'লা ৭/২৮৭ (৪৩১১), ৭/২৮৭–২৮৮ (৪৩১২); সাঈদ ইবনু মানসূর ২৩৬৭; বাইহাকি ৯/১৫৬ (১৮৫২৩); জামিউল উসূল ৩২; জামউল ফাওয়াইদ ৭৯।

নিজের জন্য যা পছন্দ, অপরের জন্য তা-ই পছন্দ করা

[১৫৯.] আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

---

[১] كُلِّهَا "সবটুকুর" (আবূ ইয়া'লা ৪৩১১, ৪৩১২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"[১]তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না[২], যতক্ষণ-না সে তার ভাইয়ের জন্য[৩] তা-ই[৪] পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" '

বুখারি ১৩; মুসলিম ১৭০/৭১ (৪৫), ১৭১/৭২ (...); নাসাঈ ৫০১৬, ৫০১৭, ৫০৩৯; তিরমিযি ২৫১৫; ইবনু মাজাহ ৬৬; আহমাদ ৩/১৭৬ (১২৮০১), ৩/২০৬ (১৩১৪৬), ৩/২৫১ (১৩৬২৯), ৩/২৭২ (১৩৮৭৪), ৩/২৭২ (১৩৮৭৫), ৩/২৭৮ (১৩৯৬৩), ৩/২৮৯ (১৪০৮২); দারিমি ২৭৭০; ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ৬৭৭; তায়ালিসি ২১১৬; আবু ইয়া'লা ৫/২৬৮ (২৮৮৭), ৫/৩২৭ (২৯৫০), ৫/৩৩৯ (২৯৬৭), ৫/৪০৭ (৩০৮১), ৫/৪৪৪ (৩১৫১), ৫/৪৫৮–৪৫৯ (৩১৮২), ৪/৪৫৯ (৩১৮৩), ৬/২৩ (৩২৫৭); ইবনু হিব্বান ১/৪৭০ (২৩৪), ১/৪৭১ (২৩৫); তাবারানি, সগীর ৭০০; তাবারানি, আওসাত ৬/১৪১ (৮২৯২), ৬/৩০৬ (৮৮৬১); মুসনাদুশ শিহাব ২/৬৩ (৮৮৮), ২/৬৩ (৮৮৯); ইবনু মানদাহ, আল-ঈমান ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৪৭৪; জামিউল উসূল ২৩; কানযুল উম্মাল ১/৪১ (৯৫); জামিউল ফাওয়াইদ ৭১; আলবানি, আস-সহীহা ৭৩।

সাহাবিদের কর্মকাণ্ডের ওপর এ শিক্ষার প্রভাব

[১৬০.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, 'আমি ও একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"বান্দা মুমিন হবে না, যতক্ষণ-না সে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"

এরপর আমি ও সেই ব্যক্তি বাজারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। সেখানে গিয়ে দেখি একটি পণ্য বিক্রি হচ্ছে। পণ্যের দাম কত, জিজ্ঞেস করলে বিক্রেতা জানান 'ত্রিশ'। সেই লোকটি (পণ্যটি) দেখে বলেন,

"আমি এটি চল্লিশ দিয়ে নেব।"

বিক্রেতা বলেন: "আমি তো আপনাকে এর চেয়ে কম মূল্যে তা দিতে চাচ্ছি; আপনার এ-কথা বলার কারণ কী?"

লোকটি পণ্যটি আরেকবার দেখে বলেন: "আমি এটি পঞ্চাশ দিয়ে নেব।"

বিক্রেতা বলেন: "আমি তো আপনাকে এর চেয়ে কম মূল্যে এটি দিতে চাচ্ছি; আপনার এ-কথা বলার কারণ কী?"

লোকটি বলেন: "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

---

[১] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ!" (মুসলিম ১৭১/৭২ (...))।

[২] لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ "বান্দা ঈমানের আসল তাৎপর্যে পৌঁছুতে পারবে না," (আবু ইয়া'লা ৫/৪০৭ (৩০৮০))।

[৩] لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ "তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য" (আহমাদ ১৩৬২৯); لِجَارِهِ "তার প্রতিবেশীর জন্য" (মুসলিম ১৭০/৭১ (৪৫)); لِأَخِيهِ وَلِجَارِهِ "তার ভাই ও প্রতিবেশীর জন্য" (আবু ইয়া'লা ৫/৪৫৮–৪৫৯ (৩১৮২)); لِلنَّاسِ "মানুষের জন্য" (আহমাদ ১৩৮৭৫)।

[৪] مِنَ الْخَيْرِ "সেই কল্যাণজনক জিনিসই" (নাসাঈ ৫০১৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'বান্দা মুমিন হবে না, যতক্ষণ-না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'

আর আমি দেখতে পাচ্ছি, এর মূল্য পঞ্চাশ হওয়ার উপযুক্ত।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৫২–৫৩ (৬৮), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৫ (৩৪২)।

আনসার সাহাবিদের ভালোবাসা

[১৬১.] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

"ঈমানের নিদর্শন আনসার সাহাবিদের ভালোবাসা, আর মুনাফিকির নিদর্শন আনসারদের ঘৃণা করা।[১]" '

বুখারি ১৭, ৩৭৮৪; মুসলিম ২৩৫/১২৮ (৭৪), ২৩৬ (...); আহমাদ ৩/১৩০ (১২৩১৬), ৩/১৩৪ (১২৩৬৯), ৩/২৪৯ (১৩৬০৭); নাসাঈ ৫০১৯; নাসাঈ, কুবরা ৮৩৩১; আবু ইয়া'লা ৭/১১০–১১১ (৪১৭৫), ৭/২৮৫–২৮৬ (৪৩০৮); বাইহাকি, শুআব ২/১৯১ (১৫১০); বাগাবি ৩৯৬৬।

[১৬২.] বারা (ইবনু আযিব) ﷺ বলেন, 'আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ. فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ

"মুমিন ছাড়া আর কেউ আনসারদের ভালোবাসবে না, আর মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ তাদের ঘৃণা করবে না। যে তাদের ভালোবাসবে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসবেন, আর যে তাদের ঘৃণা করবে, আল্লাহও তাদের ঘৃণা করবেন।" '

বুখারি ৩৭৮৩; মুসলিম ২৩৭/১২৯ (৭৫); আহমাদ ৪/২৮৩ (১৮৫০০)।

[১৬৩.] আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَهُمْ أَوْ شِعْبَهُمْ. الْأَنْصَارُ شِعَارِي، وَالنَّاسُ دِثَارِي

"আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান আছে এমন কেউ আনসারদের ঘৃণা করবে না। আমি

---

[১] حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ، فَمَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ "প্রত্যেক মুমিন ও মুনাফিকের (পার্থক্যকারী) নিদর্শন হলো আনসারদের ভালোবাসা; যে আনসারদের ভালোবাসে, সে মূলত আমাকে ভালোবাসে বলেই তাদের ভালোবাসে; আর যে তাদের ঘৃণা করে, সে মূলত আমাকে ঘৃণা করে বলেই তাদের ঘৃণা করে।" (আবু ইয়া'লা ৭/১১০–১১১ (৪১৭৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিজরত করে এসেছি, নতুবা আমি হতাম আনসারদেরই একজন। আনসাররা যদি চলার জন্য কোনও একটি উপত্যকা অথবা গিরিখাত বেছে নেয়, আমি তাদের উপত্যকা অথবা গিরিখাত দিয়ে যাব।[১] আনসাররা আমার বুকের-সঙ্গে-লাগানো জামা, আর অন্যান্য লোকজন আমার চাদর।"[২]'

আহমাদ ২/৪১৯ (৯৪৩৪), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), ২/৩১৫ (৮১৬৯), ২/৪১০ (৯৩০৯), ৩/৪৫ (১১৪০৭), ৩/৬৭ (১১৬৩৬); বুখারি ৩৭৭৯, ৭২৪৪; মুসলিম ২৩৮/১৩৩ (৭৬), ২৩৯ (৭৭)।

আলি ﵁-কে ভালোবাসা

[১৬৪.] আলি ﵁ বলেন, 'শপথ সেই সত্তার, যিনি শস্যদানা বিদীর্ণ করে চারা বের করে আনেন এবং মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত করেন। উম্মি নবি ﷺ আমাকে স্পষ্ট ওয়াদা দিয়ে বলেছেন যে, একমাত্র মুমিনই আমাকে ভালোবাসবে আর একমাত্র মুনাফিকই আমাকে ঘৃণা করবে[৩]।'

মুসলিম ২৪০/১৩১ (৭৮); আহমাদ ১/৮৪ (৬৪২), ১/৯৫ (৭৩১), ১/১২৮ (১০৬২); নাসাঈ ৫০১৮, ৫০২২; নাসাঈ, কুবরা ৮৪৩২, ৮৪৩৩।

খারাপ বিশ্বাস লালন করে খারাপ কাজ করা সবচেয়ে বড়ো মুসিবত

[১৬৫.] নুমান ইবনু বশীর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে তায়িফের কিছু আঙুর উপহার দেওয়া হলে, তিনি[৪] একটি থোকা আমাকে দিয়ে বলেন—اذْهَبْ بِهِ إِلَى أُمِّكَ। "এটা তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও[৫]।" কিন্তু [৬]আমি সেটি রাস্তাতেই খেয়ে ফেলি।[৭] তারপর[৮] তিনি বলেন, مَا فَعَلَ

---

[১] وَلَوْ يَنْدَفِعُ النَّاسُ فِي شُعْبَةٍ أَوْ فِي وَادٍ وَالْأَنْصَارُ فِي شُعْبَةٍ لَانْدَفَعْتُ مَعَ الْأَنْصَارِ فِي شِعْبِهِمْ "লোকজন যদি একটি গিরিখাত অথবা উপত্যকা দিয়ে যায়, আর আনসাররা যায় আরেকটি উপত্যকা দিয়ে, তা হলে আমি যাব আনসারদের সঙ্গে, তাদের উপত্যকা দিয়ে।" (আহমাদ ২/৩১৫ (৮১৬১))।

[২] আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আমার পিতামাতা (তাঁর জন্য) কুরবান হোক! আল্লাহর রাসূল ﷺ আনসারদের পাওনার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু দেননি; তারাই তো তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে, তাঁকে সাহায্য করেছে।' (বুখারি ৩৭৭৯)।

[৩] لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ "কেবল মুমিনই তোমাকে ভালোবাসবে, আর কেবল মুনাফিকই তোমাকে ঘৃণা করবে" (আহমাদ ১/৯৫ (৭৩১))।

[৪] 'আমাকে ডেকে' (ইবনু মাজাহ ৩৩৬৮)।

[৫] خُذْ هَذَا الْعُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ "লও, এই থোকাটি তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ো" (ইবনু মাজাহ ৩৩৬৮)।

[৬] 'সেটি তার কাছে পৌঁছানোর আগেই' (ইবনু মাজাহ ৩৩৬৮)।

[৭] উল্লেখ্য, নুমান ﵁ ছিলেন অল্পবয়স্ক সাহাবি। নবি ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের সময়, নুমান ﵁-এর বয়স ছিল দশ বছরের মতো (যাহাবি, সিয়ার ৩/৪১১-৪১২)।

[৮] 'কয়েক রাত যাওয়ার পর' (ইবনু মাজাহ ৩৩৬৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الْعُنْقُودُ؟ “থোকাটির কী হলো?[১]” আমি বলি, “[২]আমি খেয়ে ফেলেছি।” তখন তিনি আমাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ নামে অভিহিত করেন।’[৩]

ইয়াহ্সুবি বলেন, ‘নুমান ﵁ তার মিম্বারে উঠে বলতেন—

أَلَا إِنَّ الْبَلِيَّةَ كُلَّ الْبَلِيَّةِ: أَنْ تَعْمَلَ أَعْمَالَ السُّوءِ فِي إِيمَانِ السُّوءِ

“মনে রাখবে, শোচনীয় বিপর্যয় হলো খারাপ বিশ্বাস লালন করে খারাপ কাজ করা।” ’

তাবারানি, আওসাত ১/৫১৫ (১৮৯৯), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); ইবনু মাজাহ্ ৩৩৬৮; তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১৪৮৭; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৭ (৪১৭)।

---

[১] هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ “তোমার মাকে সেটি দিয়েছিলে তো?” (ইবনু মাজাহ্ ৩৩৬৮)।

[২] “না।” (ইবনু মাজাহ্ ৩৩৬৮)।

[৩] নুমান ইবনু বশীর ﵁ থেকে বর্ণিত, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে আঙুরের দুটি থোকা দিয়ে পাঠান; একটি তার জন্য, আর অপরটি তার মা ‘আমরার জন্য। পরে, ‘আমরার সঙ্গে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলেন, أَرْسَلْتُ لَكِ مَعَ النُّعْمَانِ بِقِطْفٍ مِنْ عِنَبٍ “আপনার জন্য নুমানের কাছে এক থোকা আঙুর পাঠিয়েছিলাম। (পেয়েছেন তো?)” তিনি বলেন, “না।” তখন নবি ﷺ নুমানের কলার পাকড়াও করে বলেন, يَا غُدَرُ “ওহে বিশ্বাসঘাতক!” ’ (তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১৪৮৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমানের ফলাফল

ঈমানের ফল নিরাপত্তা

[১৬৬.] ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

"[১]আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আদেশ[২] দেওয়া হয়েছে[৩], যতক্ষণ-না তারা

» সাক্ষ্য দিচ্ছে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল,

» নামাজ কায়েম করছে, এবং

» যাকাত আদায় করছে[৪]।

এসব কাজ করলে, তারা আমার কাছ থেকে নিজেদের জানমাল নিরাপদ করে নেবে; তবে ইসলামের আইন-কানুন লঙ্ঘন করলে এ নিরাপত্তা প্রযোজ্য হবে না।[৫] আর তাদের হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর।"[৬] '

বুখারি ২৫, ২৯৪৬; মুসলিম ১২৫/৩৩ (২১), ১২৬/৩৪ (...), ১২৭/৩৫ (...), ১২৮, ১২৯/৩৬ (২২); আবূ দাউদ ২৬৪০; তিরমিযি ২৬০৬; নাসাঈ ৩৯৭৯, ৩৯৮০, ৩৯৮১, ৩৯৮২, ৩৯৮৩; নাসাঈ, কুবরা ৩৪২৭, ৩৪২৮, ৩৪২৯, ৩৪৩০, ৩৪৩১; ইবনু মাজাহ্ ৩৯২৭, ৩৯২৮, ৩৯২৯; আহমাদ ২/৩১৪ (৮১৬৩), ২/৩৪৫ (৮৫৪৪), ২/৩৭৭ (৮৯০৪), ২/৪৭৫ (১০১৫৮), ২/৪৮২ (১০২৫৪), ২/৫০২ (১০৫১৮), ২/৫২৭ (১০৮২২), ৩/২৯৫ (১৪১৪১), ৩/৩০০ (১৪২০৯), ৪/৮ (১৬১৬০), ৪/৮–৯ (১৬১৬৩), ৪/৯ (১৬১৬৪);

---

[১] নু'মান ইবনু বশীর ﷺ বলেন, 'আমরা নবি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় একব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে চুপিচুপি কথা বললে, নবি ﷺ বলেন اقْتُلُوهُ। "তাকে হত্যা করো।" একটু পর বলেন, أَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই—সে কি এ-মর্মে সাক্ষ্য দেয়?" লোকটি বলে, "দেয় বটে, তবে নিছক আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে এ কথা বলে।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, لَا تَقْتُلُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا "তাকে হত্যা কোরো না, কারণ ..." (নাসাঈ ৩৯৭৯; ইবনু মাজাহ্ ৩৯২৯; আহমাদ ১৬১৬০, ১৬১৬৩; আবদুর রাযযাক ১৮৬৮২)।

[২] إِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ "আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে" (নাসাঈ ৩৯৮০)।

[৩] لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ "আমি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব, ..." (আহমাদ ৮১৬৩, ১০২৫৪)।

[৪] وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ "এবং আমাকে ও আমি যা-কিছু নিয়ে এসেছি সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে।" (মুসলিম ১২৬/৩৪ (...); তবারানি, আওসাত ২৭৮১)।

[৫] 'জিজ্ঞেস করা হলো: "ইসলামের আইন/অধিকার দ্বারা কোনগুলো উদ্দেশ্য?" নবি ﷺ বলেন, زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهِ "বিয়ের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, অথবা মুসলিম হওয়ার পর কুফরে জড়িত হওয়া, অথবা (বৈধ কারণ ছাড়া) কাউকে হত্যা করা। এ(সবের মধ্যে কোনও একটি) কাজ করলে, তাকে হত্যা করা হবে।" (তবারানি ৩২২১)।

[৬] 'এরপর নবি ﷺ পাঠ করেন—إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ "তোমার কাজ স্মরণ করিয়ে দেওয়া, তুমি তাদের পাহারাদার নও। (সূরা আল-গাশিয়াহ ২১–২২)" (মুসলিম ১২৮; আহমাদ ১৪২০৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাবারানি, আওসাত ২/১৩৫–১৩৬ (২৭৮১), ২/২৬১ (৩২২১), ২/৩৯২ (৩৬২৫), ৩/১৯০ (৪২৮৬), ৪/৩৫৫ (৬২২২), ৫/২৪ (৬৪৬৫), ৫/১৬২ (৬৯২৩), ৬/১০১ (৮১৪৯), ৬/২০২ (৮৫১০); বাযযার ৮/১৯২ (৩২২৭); বাযযার (কাশফ) ১/১৫ (১৫); ইবনু হিব্বান ১/৪০১ (১৭৫); আবদুর রাযযাক ১০/১৬৩ (১৮৬৮৯); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৩; তুহফাতুল আশরাফ ৯/৩১; জামিউল উসূল ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৫–২৬ (৫৫), ১/২৬ (৫৮); জামউল ফাওয়াইদ ৮৬।

উপরিউক্ত হাদীসে ঈমানের তিনটি শাখা উল্লেখ করা হয়েছে: কালিমায়ে শাহাদাৎ, নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায়। প্রথমটি সর্বাবস্থায় ফরজ, পরের দুটি বিশেষ বিশেষ সময়ে। এ তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধানগুলোও ঈমানের অংশ, যা অন্যান্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। (ইবনু হিব্বান ১/৪০২)।

[১৬৭.] আবূ মালিক আশ্‌জায়ি [সাদ] তার পিতা [তারিক ইবনু আশ্‌ইয়াম আশ্‌জায়ি ﵁] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

مَـنْ قَـالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَـابُهُ عَلَى اللهِ

"যে-ব্যক্তি

» বলে 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই'[১] এবং

» আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসবের ইবাদাত করা হয় সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে

—তার জানমাল (হরণ করা) অবৈধ, আর তার হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর।" '

মুসলিম ১৩০/৩৭ (২৩), ১৩১/৩৮ (...); আহমাদ ৩/৪৭২ (১৫৮৭৫), ৩/৪৭২ (১৫৮৭৮), ৬/৩৯৪ (২৭২১২), ৬/৩৯৪–৩৯৫ (২৭২১৩); জামিউল উসূল ৪২; জামউল ফাওয়াইদ ৮৩।

[১৬৮.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

أُمِـرْتُ أَنْ أُقَاتِـلَ النَّـاسَ حَـتّٰى يَقُوْلُـوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَـإِذَا قَالُوْهَـا وَصَلُّـوْا صَلَاتَنَـا، وَاسْـتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَـا، وَذَبَحُـوْا ذَبِيحَتَنَـا فَقَـدْ حَرُمَـتْ عَلَيْنَـا دِمَاؤُهُـمْ وَأَمْوَالُهُـمْ إِلَّا بِحَقِّهَـا وَحِسَـابُهُمْ عَلَى اللهِ

"আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের[২] সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ-না তারা বলছে[৩]—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/ আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই[৪]; যখন তারা

» এ কথা বলবে[৫],

» আমাদের মতো নামাজ আদায় করবে,

» আমাদের কিবলার অনুসরণ করবে, এবং

---

[১] مَنْ وَحَّدَ اللّٰهَ "যে-ব্যক্তি আল্লাহর এককত্বের ঘোষণা দেয়" (মুসলিম ১৩১/৩৮ (...); আহমাদ ১৫৮৭৫)।

[২] الْمُشْرِكِيْنَ "মুশরিকদের" (আবূ দাউদ ২৬৪২; নাসাঈ ৩৯৬৬)।

[৩] حَتّٰى يَشْهَدُوْا "যতক্ষণ-না তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে" (আহমাদ ১৩০৫৬)।

[৪] وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ "এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বার্তাবাহক" (আহমাদ ১৩০৫৬, ১৩০৪৮); وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক" (আবূ দাউদ ২৬৪১)।

[৫] فَإِذَا شَهِدُوْا "যখন তারা (এ) সাক্ষ্য দেবে" (আহমাদ ১৩০৫৬, ১৩০৪৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» আমাদের মতো পশু জবাই করবে[১],

[২]তখন তাদের জানমাল আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে,[৩] তবে তারা যদি ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করে তা হলে এ নিরাপত্তা প্রযোজ্য হবে না, আর তাদের হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।" '

বুখারি ৩৯২, ৩৯১; আহমাদ ৩/১৯৯ (১৩০৫৬), ৩/২২৪–২২৫ (১৩০৫৮); আবু দাউদ ২৬৪১, ২৬৪২; তিরমিযি ২৬০৮; নাসাঈ ৩৯৬৬, ৩৯৬৭, ৫০০৩; নাসাঈ, কুবরা ৩৪১৪, ৩৪১৫; বাযযার ১/৯৮ (৩৮); আবু ইয়া'লা ১/৬৯ (৬৮); তাবারানি, কাবীর ২/৩০৭ (২২৭৬), ৬/১০২ (৫৭৪৬), ১১/২০০ (১১৪৮৭), ৮/৩৮২ (৮১৯১); হাকিম ১/৩৮৬–৩৮৭; বাইহাকি, কুবরা ৭/৩–৪ (১৩২৪৪), ৭/৪ (১৩২৪৫), ৭/৪ (১৩২৪৬), ৭/৪ (১৩২৪৭), ৭/৪ (১৩২৪৮), ৮/১৭৬ (১৬৮০৮), ৮/১৭৬–১৭৭ (১৬৮০৯), ৮/১৭৭ (১৬৮১০), ৮/১৭৭ (১৬৮১১), ৮/১৭৭ (১৬৮১২), ৮/১৭৭ (১৬৮১৩); কানযুল উম্মাল ১/৮৭–৮৯ (৩৭০–৩৭৯); জামিউল উসূল ৩৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৪–২৫ (৪৭), ১/২৫ (৪৮, ৪৯, ৫০), ১/২৫ (৫২, ৫৩, ৫৪)।

[১৬৯.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ

"যে-ব্যক্তি

» আমাদের মতো নামাজ আদায় করে,

» আমাদের কিবলার অনুসরণ করে, এবং

» আমাদের জবাই-করা প্রাণীর মাংস খায়

—সে মুসলিম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত; সুতরাং তার নিরাপত্তা লঙ্ঘন করে তোমরা আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না।" '

বুখারি ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩; নাসাঈ ৪৯৯৭; তাবারানি, কাবীর ২/১৬২ (১৬৬৯); ১০/১৮৮–১৮৯ (১০২১১); জামিউল উসূল ১৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৮ (৬৫, ৬৬); জামউল ফাওয়াইদ ৫৭।

[১৭০.] জারীর ﵁ বলেন, 'আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ আমার কাছে ইবনু আব্বাস ও আসআছ ইবনু কাইস ﵁-কে পাঠান। তারা এসে বলেন,

"আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে সালাম জানিয়ে বলছেন—

---

[১] أَكَلَ ذَبِيحَتَنَا "আমাদের জবাই-করা প্রাণী(র) মাংস খায়" (বুখারি ৩৯১)।

[২] فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ "এসব কাজ করলে সে মুসলিম হিসেবে গণ্য, তার জন্য রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া নিরাপত্তা, সুতরাং তোমরা আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তা লঙ্ঘন করে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না।" (বুখারি ৩৯১)।

[৩] لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ "মুসলিমদের যেসব অধিকার রয়েছে, তারাও সেসব অধিকার পাবে, আর মুসলিমদের যেসব দায়দায়িত্ব রয়েছে, সেসব দায়দায়িত্ব তাদের ওপরও বর্তাবে" (আহমাদ ১৩০৫৬, সহীহ; আবু দাউদ ২৬৪১; তিরমিযি ২৬০৮; নাসাঈ ৩৯৬৭; ৫০০৩); فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ "এ কথা বলার মাধ্যমে তারা আমার কাছ থেকে নিজেদের জানমাল সুরক্ষিত করে নেবে।" (তাবারানি, কাবীর ২/৩০৭ (২২৭৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আপনি মুআবিয়া'র সঙ্গ ত্যাগ করেছেন—দেখে ভালো লাগল। এখন আমি আপনাকে সেই দায়িত্ব দিতে চাই, যে দায়িত্ব আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাকে দিয়েছিলেন।' "

এর পরিপ্রেক্ষিতে জারীর ؓ বলেন,

"আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে এ নির্দেশনা দিয়ে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন—

أُقَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَدًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই'—এ কথা বলার জন্য তাদের আহ্বান জানাব। এ কথা বললে তাদের জানমাল (হরণ) অবৈধ হয়ে যাবে। 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই'—এ-কথা-বলে এমন কারও বিরুদ্ধে লড়াই করব না।

আমরা (নবি ﷺ-এর) সেই নির্দেশনার দিকে ফিরে এসেছি।" '

তাবারানি, কাবীর ২/৩৩৪ (২৩৯২), ইসনাদটি হাসান।

[১৭১.] হাসান ؓ বলেন, 'একব্যক্তি যুবাইর ইবনুল আওয়াম ؓ-এর কাছে এসে বলে, "আমি কি আপনার পক্ষ থেকে আলিকে হত্যা করব না?" তিনি বলেন, "না।[১] আর তুমি তাকে হত্যা করবেই বা কীভাবে? তার সঙ্গে বিশাল বাহিনী[২] থাকে!" সে বলে, "আমি তার কাছাকাছি গিয়ে আচমকা আঘাত করে তাকে হত্যা করব।[৩]" তিনি বলেন, "না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ الْإِيمَانَ قَيْدُ الْفَتْكِ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ

'ঈমান আকস্মিক হত্যাকে লাগাম পরিয়ে রাখে। কোনও মুমিন আকস্মিক হত্যাকাণ্ড ঘটায় না।' " '

আহমাদ ১/১৬৬ (১৪২৬), সহীহ (আরনাউত), ১/১৬৬ (১৪২৭), ১/১৬৭ (১৪৩৩); আবদুর রাযযাক ৫/২৯৮–২৯৯ (৯৬৭৬), ৫/২৯৯ (৯৬৭৭); ইবনু আবী শাইবা ১৫/১২২–১২৩ (৩৮৫৯০), ১৫/২৭৯ (৩৮৫৯১); হাকিম ৪/৩৫২ (৮০৩৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৬ (৩৪৬)।

[১৭২.] মারওয়ান ইবনুল হাকাম বলেন, 'আমি মুআবিয়া ؓ-এর সঙ্গে [৪]আয়িশা ؓ-এর ঘরে ঢুকলে তিনি বলেন—

"মুআবিয়া! আপনি হুজর (ইবনু আদি) ও তার সঙ্গীদের হত্যা করেছেন, আর যা যা করার তা করেছেন। আপনার কি আশঙ্কা হয়নি—আমি আপনার জন্য কাউকে লুকিয়ে রাখব, যে মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকরের সঙ্গে মিলে আপনাকে হত্যা করবে?"

---

[১] "হ্যাঁ।" (আবদুর রাযযাক ৫/২৯৮–২৯৯ (৯৬৭৬))।

[২] "লোকজন" (আহমাদ ১/১৬৬ (১৪২৭))।

[৩] "আমি এমন এক ভাব ধরব, যাতে তিনি মনে করেন আমি তার পক্ষের লোক। এরপর তাকে হত্যা করব।" (আবদুর রাযযাক ৫/২৯৮–২৯৯ (৯৬৭৬))।

[৪] 'উম্মুল মুমিনীন' (হাকিম ৪/৩৫২–৩৫৩ (৮০৩৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি বলেন,

"না। আমি এক নিরাপদ ঘরে আছি।[১] আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

الْإِيْمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ

'ঈমান আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের লাগামস্বরূপ।[২]'

উম্মুল মুমিনীন! (বলুন) আপনার ব্যাপারে, আপনার বার্তাবাহকদের সঙ্গে এবং আপনার (আর্থিক) প্রয়োজন পূরণে আমার আচরণ কেমন?"

আয়িশা ؓ বলেন, "ভালো।" মুআবিয়া ؓ বলেন, "তা হলে আমার ও হুজরের বিষয়টি ছেড়ে দিন, যতক্ষণ-না আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে।[৩]" '

তাবারানি, কাবীর ১৯/৩১৯ (৭২৩), বর্ণনাসূত্রে আলি ইবনু যাইদ ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি), তবে এর সমর্থনে আবূ দাউদে একটি হাদীস আছে (সালাফি); আহমাদ ৪/৯২ (১৬৮৩২), সহীহ লি-গাইরিহী (আরনাউত); হাকিম ৪/৩৫২-৩৫৩ (৮০৩৮); মুসনাদুশ শিহাব ২/৫০-৫১ (৮৬৩); কানযুল উম্মাল ১/৯৩ (৪০৫), ১/১৪৩ (৬৯৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৬ (৩৪৭)।

নিরাপত্তা-লাভের শর্তাবলি উল্লেখ করে নবি ﷺ-এর ফরমান

তাবূক অঞ্চলে

[১৭৩.] মালিক ইবনু আহমার ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এসেছেন[৪]—এ সংবাদ তার কাছে পৌঁছুলে তিনি প্রতিনিধি-দল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি নবি ﷺ-কে এমন একটি চিঠি লিখে দিতে বলেন, যার মাধ্যমে তিনি (লোকদেরকে) ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে পারবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ তার জন্য চামড়ার একটি পত্রে লিখে দেন:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِمَالِكِ بْنِ أَحْمَرَ وَلِمَنِ اتَّبَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَمَانًا لَهُمْ مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاتَّبَعُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَجَانَبُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَأَدَّوُا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ الْغَارِمِيْنَ وَسَهْمَ كَذَا وَسَهْمَ كَذَا فَهُمْ آمِنُوْنَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে মালিক ইবনু আহমার ও তার মুসলিম অনুসারীদের উদ্দেশে একটি চিঠি। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা

» নামাজ আদায় করবে,

---

[১] "আমি এক নিরাপদ ঘরে থাকাবস্থায় আপনি এ-কাজ করতে পারবেন না" (আহমাদ ৪/৯২ (১৬৮৩২))।

[২] لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ "মুমিন আকস্মিক হত্যাকাণ্ড ঘটায় না।" (হাকিম ৪/৩৫২-৩৫৩ (৮০৩৮))।

[৩] "তা হলে আমাদের ও তাদের বিষয়টি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন, যতক্ষণ-না আমাদের মহান রবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে।" (আহমাদ ৪/৯২ (১৬৮৩২))।

[৪] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবূক এসে অবস্থান করছেন' (উসদুল গবাহ ৪৫১০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» যাকাত দেবে,
» মুসলিমদের অনুসরণ করবে,
» মুশরিকদের পরিহার করবে এবং
» যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ, ঋণগ্রস্তদের অংশ, অমুক অংশ ও অমুক অংশ আদায় করবে,

ততক্ষণ তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। তারা আল্লাহর-দেওয়া নিরাপত্তা-বলয় ও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর দেওয়া নিরাপত্তা-বলয়ে নিরাপদ থাকবে।" '

তাবারানি, আওসাত ৫/১৩২ (৬৮১৯); উসদুল গবা ৫/১৯, একজন বর্ণনাকারীর জীবনবৃত্তান্ত জানা নেই (হাইসামি); আল-ইসাবা ৯/৩৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৮–২৯ (৬৮); জামউল ফাওয়াইদ ১০৪।

ওমানে

[১৭৪.] ওমানের দামা এলাকার আবূ শাদ্দাদ নামে একব্যক্তি বলেন, 'ওমানবাসীদের উদ্দেশে আল্লাহর রাসূল ﷺ যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন, তা আমাদের কাছে পৌঁছুয়। (তাতে লেখা ছিল—)

سَلَامٌ، أَمَّا بَعْدُ، فَأَقِرُّوْا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، وَأَدُّوْا الزَّكَاةَ، وَخُطُّوْا الْمَسَاجِدَ وَإِلَّا غَزَوْتُكُمْ

"শান্তি (বর্ষিত হোক)! মূলকথায় আসি। তোমরা
» এ-মর্মে স্বীকৃতি দাও—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল,
» যাকাত আদায় করো এবং
» মাসজিদে যাও।

অন্যথায় আমি তোমাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাব।"

আমরা এমন কাউকে পাচ্ছিলাম না, যে আমাদের ওই ফরমানটি পড়ে শোনাবে। খুঁজতে খুঁজতে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে পেয়ে যাই। সে ওই ফরমানটি আমাদের পড়ে শোনায়।'

(বর্ণনাকারী বলেন) আমি আবূ শাদ্দাদকে জিজ্ঞেস করি, 'ওই সময় ওমানের গভর্নর কে ছিলেন?' তিনি বলেন, '(পারস্য-সম্রাট) খসরু'র নিযুক্ত এক ইসওয়ার, যার নাম ছিল সুবহায়ান।'

তাবারানি, আওসাত ৫/১৪০–১৪১ (৬৮৪৯), ইসনাদটি হাসান (দারানি); আল-ইসতীআব ১১/৩১৯; উসদুল গবাহ ৬/১৬৩; আল-ইসাবা ১১/১৯৯; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৯ (৬৯)।

খুযাআ গোত্রের প্রতি

[১৭৫.] আমর ইবনুল হামিক রা. বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি বাহিনী পাঠালে তারা বলেন, "আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের পাঠাচ্ছেন, অথচ আমাদের কাছে রসদ নেই, খাবার নেই, পথঘাটও আমাদের চেনা নেই!"

তখন নবি ﷺ বলেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

إِنَّكُمْ سَتَمُرُّوْنَ بِرَجُلٍ صَبِيْحِ الْوَجْهِ، يُطْعِمُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، وَيَسْقِيْكُمْ مِنَ الشَّرَابِ، وَيَدُلُّكُمْ عَلَى الطَّرِيْقِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"তোমরা সুন্দর-চেহারার একব্যক্তির পাশ দিয়ে যাবে, সে তোমাদের খাবার খাওয়াবে, পানীয় পান করাবে এবং রাস্তা দেখিয়ে দেবে; সে এক জান্নাতী লোক।"

(বাহিনীর) লোকজন আমার এখানে এসে আমার দিকে তাকিয়ে একে অপরকে ইশারা করতে থাকে। আমি বলি—

"আমার দিকে তাকিয়ে আপনারা একে অপরকে ইশারা করছেন; ব্যাপার কী?"

তারা বলেন,

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া সুসংবাদ লও! আল্লাহর রাসূল ﷺ যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন, তোমার মধ্যে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি।"

এরপর নবি ﷺ তাদের যা বলেছিলেন, সেসব বিষয় তারা আমাকে জানান। আমি তাদের পানাহার করাই, রসদের ব্যবস্থা করি এবং তাদের সঙ্গে বের হয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিই। তারপর আমার পরিবারের লোকজনের কাছে ফিরে এসে, আমার উটটি নিয়ে আসার জন্য তাদের নির্দেশ দিই। তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি।

সেখানে পৌঁছে বলি, "আপনি কীসের দিকে (লোকদের) ডাকছেন?" নবি ﷺ বলেন—

أَدْعُوْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"আমি তাদের ডাকছি, তারা যেন

» সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল,

» নামাজ কায়েম রাখে,

» যাকাত দেয়,

» (কা'বা) ঘরের হজ আদায় করে, এবং

» রমজান মাসে রোযা রাখে।"

আমি বলি,

"এসব বিষয়ে আপনার ডাকে সাড়া দিলে, আমাদের পরিবার-পরিজন ও জানমালের ব্যাপারে নিরাপত্তা পাব?"

নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ!" তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি। তারপর আমার গোত্রের কাছে ফিরে এসে আমার ইসলাম-গ্রহণের বিষয়টি তাদের জানাই। আমার হাতে তাদের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর আমি হিজরত করে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে আসি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একদিন নবি ﷺ-এর কাছে থাকাকালে তিনি আমাকে বলেন—

يَا عَمْرُو، هَلْ لَكَ أَنْ أُرِيَكَ آيَةَ الْجَنَّةِ، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَيَشْرَبُ الشَّرَابَ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ؟

"আমর! তুমি কি জান্নাতের নিদর্শন দেখতে চাও—যে কিনা পানাহার ও বাজারঘাট করছে?"

আমি বলি "অবশ্যই! আপনার জন্য আমার পিতা কুরবান হোক!" নবি ﷺ আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ-এর দিকে ইশারা করে বলেন—

هٰذَا وَقَوْمُهُ آيَةُ الْجَنَّةِ

"এ ব্যক্তি ও তার (অনুগত) লোকজন হলো জান্নাতের নিদর্শন।"

এরপর নবি ﷺ আমাকে বলেন—

يَا عَمْرُو، هَلْ لَكَ أَنْ أُرِيَكَ آيَةَ النَّارِ، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَيَشْرَبُ الشَّرَابَ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ؟

"আমর! তুমি কি জাহান্নামের নিদর্শন দেখতে চাও—যে কিনা পানাহার ও বাজারঘাট করছে?"

আমি বলি "অবশ্যই! আপনার জন্য আমার পিতা কুরবান হোক!" নবি ﷺ তখন এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করেন।

এর পর যখন (গৃহযুদ্ধের) গোলযোগ শুরু হলো, তখন আমি জাহান্নামের নিদর্শনের কাছ থেকে পালিয়ে জান্নাতের নিদর্শনের কাছে চলে আসি।

তুমি দেখবে—এর পর বানূ উমাইয়ার লোকজন আমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। আমি বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" শপথ আল্লাহর! আমি যদি গর্তের ভেতরের আরেকটি গর্তে থাকি, বানূ উমাইয়ার লোকজন আমাকে (সেখান থেকেও) বের করে এনে হত্যা করবে। এ কথাটি আমার প্রিয় বন্ধু আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন। ইসলামে(র ইতিহাসে) আমার মাথাটি হবে প্রথম মাথা, যা কেটে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় নেওয়া হবে।'

তাবারানি, আওসাত ৩/১২৯–১৩০ (৪০৮১), একজন বর্ণনাকারী ত্রুটিপূর্ণ আর দুজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে কেউ আলোচনা করেননি (হাইসামি); বুখারি, আত-তারীখ ৪/৩১১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৯–৩০ (৭০)।

হামদানের জনতার উদ্দেশে

[১৭৬.] উমাইর (যু মার্‌রান হামদানি) ﷺ বলেন, 'আমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এ ফরমানটি এসে পৌঁছয়:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرٍ ذِي مَرَّانٍ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ هَمْدَانَ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّنَا بَلَغَنَا إِسْلَامُكُمْ مَقْدَمَنَا مِنْ أَرْضِ الرُّومِ، فَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ هَدَاكُمْ بِهِدَايَتِهِ، وَإِنَّكُمْ إِذَا شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ، فَإِنَّ لَكُمْ ذِمَّةَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَعَلَى أَرْضِ الْقَوْمِ الَّذِينَ أَسْلَمْتُمْ عَلَيْهَا، سَهْلِهَا وَجِبَالِهَا، غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلا مُضَيَّقٍ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لأَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنَّ مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ قَدْ حَفِظَ الْغَيْبَ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ، وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، فَآمُرُكَ بِهِ خَيْرًا فَإِنَّهُ مَنْظُورٌ إِلَيْهِ قَوْمُهُ، وَلْيُحَيِّيكُمْ رَبُّكُمْ.

"করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহর বার্তাবাহক মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে উমাইর যু মার্‌রান ও হামদান এলাকার ইসলাম-গ্রহণকারী লোকদের প্রতি।

তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া আর কোনও ইলাহ্ নেই।

এবার মূলকথায় আসি। আমরা জানতে পেরেছি—আমরা রোমানদের এলাকা থেকে আসার পর তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ। সুসংবাদ তোমাদের! কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাঁর পথের দিশা দিয়েছেন। তোমরা যদি

» এ মর্মে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বার্তাবাহক,

» নামাজ কায়েম রাখো, এবং

» যাকাত দাও,

তা হলে তোমরা আল্লাহর নিরাপত্তা ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী হবে; এ সুরক্ষা প্রযোজ্য হবে তোমাদের নিজেদের জানমাল ও সেসব লোকের এলাকার ক্ষেত্রে, যাদের পক্ষ থেকে তোমরা আত্মসমর্পণ করেছ; সেখানকার সমতল ও পাহাড়ি—সব এলাকার ক্ষেত্রেই এ নিরাপত্তা প্রযোজ্য; তাদের ওপর কোনও ধরনের জুলুম করা হবে না; তাদের ওপর সংকীর্ণতা আরোপ করা হবে না।

মনে রাখবে—মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর ঘরের সদস্যদের জন্য যাকাত-গ্রহণ বৈধ নয়।

মালিক ইবনু মিরারা রাহাবি (যুদ্ধের) গোপনীয়তা রক্ষা করেছে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে এবং বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। তাই, তোমার প্রতি আমার নির্দেশ—তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে, কারণ তার গোত্রের লোকদের দৃষ্টি (এখন) তার ওপর নিবদ্ধ।

তোমাদের রব তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিন!" '

তাবারানি, কাবীর ১৭/৫০ (১০৭) বর্ণনাকারীদের সমালোচনা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কারও কোনও মন্তব্য দেখা যায়নি (হাইসামি); উসদুল গবাহ ৪/২৯৭; আল-ইসাবা ৭/২৮৮, ৯/৬৯; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩০ (৭১)।

ফুজাইয়ি' আমিরি ও তার অনুসারীদের প্রতি

[১৭৭.] আবূ নুআইম ؓ বলেন, 'আবদুল মালিক ইবনু আতা আল-আমিরি আল-বাক্কাঈ আমাদের সামনে একটি চিঠি বের করেন, যা নবি ﷺ তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেটি পাঠ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে না শুনিয়ে আমাদের বলেন, "এটা লিখো।" তার দাবি—ফুজাইয়ি' ﵁-এর মেয়ের ঘরের নাতি এ চিঠিটি তার কাছে বর্ণনা করেছেন। (তাতে লেখা ছিল:)

هَـذَا كِتَـابٌ مِـنْ مُحَمَّـدٍ رَسُـولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لِلْــفُجَيْعِ وَمَـنْ تَبِعَـهُ وَمَـنْ أَسْـلَمَ، وَأَقَـامَ الصَّـلَاةَ، وَآتَى الـزَّكَاةَ، وَأَطَـاعَ اللهَ وَرَسُـولَهُ، وَأَعْطَـى مِـنَ الْمَغْنَـمِ خُمُـسَ اللهِ، وَنَـصَرَ نَـبِيَّ اللهِ، وَأَشْـهَدَ عَلَى إِسْـلَامِهِ، وَفَـارَقَ الْمُشْرِكِـينَ، فَإِنَّـهُ آمِـنٌ بِأَمَـانِ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ، وَمُحَمَّـدٍ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ

"এটি আল্লাহর বার্তাবাহক ও নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে একটি ফরমান, যা পাঠানো হলো ফুজাইয়ি', তার অনুসারী ও সেসব লোকের উদ্দেশে যারা

» ইসলাম গ্রহণ করে,

» নামাজ কায়েম রাখে,

» যাকাত আদায় করে,

» আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে,

» যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাঁচভাগের একভাগ (রাষ্ট্রীয় তহবিলে) জমা দেয়,

» আল্লাহর নবিকে সাহায্য করে,

» নিজের ইসলামের ব্যাপারে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়, এবং

» মুশরিকদের পরিত্যাগ করে।

যে-ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করবে, সে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর দেওয়া নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।" '

তাবারানি, কাবীর ১৮/৩২১ (৮৩০), ইসনাদটিতে ইনকিতা' (নিরবচ্ছিন্নতার ঘাটতি) আছে (হাইসামি); উসদুল গবাহ্ ৪/৩৫০; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩০ (৭২)।

আল্লাহর কাছে মুমিনের মর্যাদা

[১৭৮.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ। "আল্লাহর কাছে কোনোকিছুই মুমিন ব্যক্তির চেয়ে বেশি সম্মানিত নয়।" '

তাবারানি, আওসাত ৪/৩১০ (৬০৮৪), বর্ণনাসূত্রের উবাইদুল্লাহ ইবনু তাম্মাম ভীষণ ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি), ৫/২৩৮ (৭১৯২), ৬/১৫৯–১৬০ (৮৩৫৬); তাবারানি, সগীর ৮৯৭; কানযুল উম্মাল ১/১৪৫ (৭১৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮১ (২৬৪)।

[১৭৯.] আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—قَالَ اللهُ: عَبْدِي الْمُؤْمِنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِي "আল্লাহ বলেন—আমার মুমিন বান্দা আমার কাছে আমার কোনও কোনও ফেরেশতার চেয়েও বেশি প্রিয়।[১]" '

---

[১] الْـمُؤْمِـنُ أَكْـرَمُ عَـلَـى الـلّـهِ مِـنَ الْـمَـلَائِـكَـةِ "মুমিন আল্লাহর কাছে ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক সম্মানিত" (বাইহাকি, শুআব ১/১৭৪ (১৫২)); وَالـلّـهِ لَـلْـمُؤْمِـنُ أَكْـرَمُ عَـلَـى الـلّـهِ مِـنَ الْـمَـلَائِـكَـةِ الَّـذِيْـنَ عِـنْـدَهُ "শপথ আল্লাহর! মুমিন আল্লাহর কাছে তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের চেয়েও অধিক সম্মানিত" (ইবনু আদি, ৭/২৭২১); لَـلْـمُؤْمِـنُ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাবারানি, আওসাত ৫/৭৯ (৬৬৩৪), বর্ণনাসূত্রের আবুল মাহযাম পরিত্যক্ত (হাইসামি); ইবনু মাজাহ্ ৩৯৪৭; তারীখু বাগদাদ ৪/৪৫; বাইহাকি, শুআব ১/১৭৪ (১৫২); ইবনু আদি ৭/২৭২১; মুসনাদুল ফিরদাউস ৪/১০৫ (৬৩৩১); কানযুল উম্মাল ১/১৪৫ (৭১২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮২ (২৬৯)।

[১৮০.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

مَا مِنْ شَيْءٍ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنِ ابْنِ آدَمَ

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে কোনোকিছুই আদম-সন্তানের চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী হবে না।"

বলা হলো "আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারাও নয়?" তিনি বলেন—

وَلَا الْمَلَائِكَةُ، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ مَجْبُورُونَ، بِمَنْزِلَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

"ফেরেশতারাও নয়। ফেরেশতারা স্বাধীন নয়, তাদের অবস্থা অনেকটা চন্দ্র-সূর্যের মতো।" '

তাবারানি, কাবীর ১৩/৫৯৪ (১৪৫০১), বর্ণনাসূত্রের উবাইদুল্লাহ ইবনু তাম্মাম ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); তারীখু বাগদাদ ৪/৪৫; বাইহাকি, শুআব ১/১৭৪ (১৫৩), ১/১৭৫ (১৫৪); মুসনাদুল ফিরদাউস ৪/১০৫ (৬৩৩১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮২ (২৬৮)।

[১৮১.] আমর ইবনু শুআইব ﵁ তার পিতার মাধ্যমে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'নবি ﷺ কা'বার দিকে তাকিয়ে বলেন—

لَقَدْ شَرَّفَكِ اللهُ وَكَرَّمَكِ وَعَظَّمَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ

"আল্লাহ তোমাকে সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তবে মুমিনের মর্যাদা তোমার চেয়ে বেশি।" '

তাবারানি, আওসাত ৪/২০৩ (৫৭১৯), আমর ইবনু শুআইব তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন (হাইসামি), ইসনাদটি হাসান (দারানি); কানযুল উম্মাল ১/১৬৪ (৮১৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮১ (২৬৫)।

[১৮২.] জাবির ﵁ বলেন, 'মক্কা-বিজয়ের সময় এর দিকে মুখ করে নবি ﷺ বলেন—

أَنْتِ حَرَامٌ، مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ! وَأَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ الْمُؤْمِنُ

"তুমি সম্মানিত! কী বিশাল তোমার সম্মান! কত সুবাসিত তোমার ঘ্রাণ! তবে, আল্লাহর কাছে মুমিনের সম্মান তোমার চেয়ে বেশি।" '

তাবারানি, আওসাত ১/২০৫ (৬৯৫), বর্ণনাসূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান আছে, সে মিথ্যুক ও জাল হাদীস রচনা করত (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮১-৮২ (২৬৫)।

[১৮৩.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ بَنِي آدَمَ الدُّنْيَا يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَ، وَنَحْنُ

أَكْرَمُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ "মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে তার কোনও কোনও ফেরেশতার চেয়েও বেশি সম্মানের অধিকারী" (ইবনু মাজাহ ৩৯৪৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَا نَأْكُلُ وَلَا نَلْهُو، فَكَمَا جَعَلْتَ لَهُمُ الدُّنْيَا، فَاجْعَلْ لَنَا الْآخِرَةَ، فَقَالَ: لَا أَجْعَلُ صَالِحَ ذُرِّيَّةِ مَنْ خَلَقْتُ بِيَدِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ: كُنْ، فَكَانَ

"ফেরেশতারা বললেন,
'রব আমাদের! আপনি আদম-সন্তানদের দুনিয়া দিয়েছেন, তারা সেখানে পানাহার করছে ও পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হচ্ছে, আর আমরা আপনার প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করছি, আমরা খাওয়াদাওয়া করি না, খেলতামাশায় লিপ্ত হই না; সুতরাং তাদের যেমন দুনিয়া দিয়েছেন, আমাদের সেভাবে পরকাল দিয়ে দিন।'
এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বললেন,
'যাকে (অর্থাৎ মানুষকে) আমি নিজের হাতে বানিয়েছি, তার সৎকর্মশীল সন্তানদেরকে আমি ওর (অর্থাৎ ফেরেশতার) দলভুক্ত করব না, যাকে আমি বলেছি "হও" আর অমনি সে হয়ে গিয়েছে।" '

তাবারানি, কাবীর ১৩/৬৫৮ (১৪৫৮৬), বর্ণনাসূত্রের ইবরাহীম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি খালিদ মিস্সীসি মিথ্যুক, পরিত্যক্ত (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ৪/৩৩৯ (৬১৭৩); কানযুল উম্মাল ১২/১৯২ (৩৪৬১৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮২ (২৬৯)।

[১৮৪.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলতেন—

إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَضَنُّ بِمَوْتِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِكَرِيمَةِ مَالِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَى فِرَاشِهِ

"তোমাদের কেউ উত্তম সম্পদ পাওয়ার জন্য যেরূপ উদ্গ্রীব, মহামহিম আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি উদ্গ্রীব, যতক্ষণ-না তার মৃত্যুশয্যায় তিনি তার জান কবজ করে নিচ্ছেন।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৩১ (৪২), বর্ণনাসূত্রে আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনি আনআম আছেন, যাকে আহমাদ ও অধিকাংশ বিদ্বান 'ত্রুটিযুক্ত' আখ্যায়িত করেছেন, তবে কেউ কেউ তাকে ইবনু লাহীআ'র ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮২ (২৭০)।

[১৮৫.] নবি ﷺ-এর এক সাহাবি থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন—

يُوشِكُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ

"কিছুদিন পর 'বাপ জঘন্য চরিত্রের, ছেলেও জঘন্য চরিত্রের'—এ-ধরনের লোকজন দুনিয়ায় রাজত্ব করবে; [১]তবে সর্বোত্তম মানুষ হলো সেই মুমিন, যার পিতা মুমিন, ছেলেও মুমিন।" '

আহমাদ ৫/৪৩০ (২৩৬৫১), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), বর্ণনাকারী উক্তিটিকে নবি ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ না করলেও, এটি নবি ﷺ-এর বক্তব্যের পর্যায়ভুক্ত, কারণ এ-ধরনের বক্তব্য নিজের মতামতের ভিত্তিতে দেওয়া হয় না (দারানি); তাবারানি, কাবীর ১৯/৮২ (১৬৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮২ (২৭১)।

[১৮৬.] আলকামা ﷺ বলেন, 'আমরা আয়িশা ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় আবু হুরায়রা ﷺ

[১] কা'ব ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো "কোন মানুষ সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বলেন ...' (তাবারানি ১৯/৮২ (১৬৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রবেশ করলে আয়িশা ﷺ বলেন, "আপনি কি এ-কথা বর্ণনা করছেন—এক মহিলা তার একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল, একে কোনও খাবার ও পানীয় দেয়নি, এর দরুন ওই মহিলাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে?" আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, "আমি এটি তাঁর—অর্থাৎ নবি ﷺ-এর—কাছ থেকে শুনেছি।" তখন আয়িশা ﷺ বলেন—

"আপনি কি জানেন, ওই মহিলা কী ছিল? ওই কর্মের পাশাপাশি সে ছিল এক কাফির। একটি বিড়ালের জন্য আল্লাহ মুমিনকে শাস্তি দেবেন—মহান আল্লাহর কাছে একজন মুমিনের সম্মান এর চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে কোনোকিছু বর্ণনা করার আগে দেখে নেবেন, আপনি কীভাবে বর্ণনা করছেন।" '

আহমাদ ২/৫১৯ (১০৭২৭), হাদীসটি সহীহ, ইসনাদটি হাসান (হাইসামি); ইবনু আসাকির ৬৭/৩৫১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৬ (৪৬২)।

কাউকে ইসলাম-গ্রহণ করানোর মহত্ত্ব

[১৮৭.] উকবা ইবনু আমির ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যার হাতে কোনও ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।" '

তাবারানি, কাবীর ১৭/২৮৫ (৭৮৬), বর্ণনাসূত্রের মুহাম্মাদ ইবনু মুআবিয়া নিশাপুরী ইমাম আহমাদের মতে 'বিশ্বস্ত', অধিকাংশের মতে 'ত্রুটিযুক্ত' আর ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনের মতে 'মহামিথ্যুক' (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ২/৩৬২-৩৬৩ (৩৫৪৬); তাবারানি, সগীর ৪৩৯; কানযুল উম্মাল ৪/৩০৬ (১০৬২৯); মুসনাদুশ শিহাব ১/২৮৮ (৪৭২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৪ (৩৩৮)।

আন্তরিকভাবে ইসলাম-গ্রহণ করলে পেছনের গোনাহ মাফ

[১৮৮.] আবুদ দারদা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—أَجِلُّوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ "আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করো[১], তা হলে তিনি তোমাদের মাফ করে দেবেন।" '

আহমাদ ৫/১৯৯ (২১৭৩৪), ইসনাদে আবুল আবরা'র পরিচয় জানা যায়নি (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ৫/১২৬ (৬৭৯৮); বুখারি, আত-তারীখ ৯/৬০; ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা ১/১১৪ (১৩০); হিলইয়া ১/২২৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩১ (৭৫)।

[১৮৯.] নুআইম ইবনু কা'নাব রিয়াহি ﷺ বলেন, 'আমি [২]আবূ যার ﷺ-এর কাছে এসে দেখি, তিনি নেই। তার স্ত্রীকে দেখে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, "তিনি তার জমিতে গিয়েছেন।" কিছুক্ষণ পর আবূ যার ﷺ দুটি উট হাঁকিয়ে—অথবা টেনে—নিয়ে আসেন, উটগুলোর একটির লালা আরেকটির পশ্চাদ্‌ভাগে পড়ছিল, প্রত্যেকটির কাঁধে একটি চামড়ার মশক। তিনি মশক-দুটি নামিয়ে রাখলে আমি বলি—

"আবূ যার! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের!"

---

[১] أَجِيْبُوا اللهَ "আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও" (ইতহাফ ১/১১৪ (১৩০))।

[২] 'রবাযা এলাকায়' (আহমাদ ৫/১৬৪ (২১৪৫৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবূ যার ﵁ বলেন,

“কী আশ্চর্য! এ দুটি (বিপরীতমুখী অনুভূতি) একত্র হলো কীভাবে?”

আমি বলি,

“জাহিলি যুগে আমি একটি কন্যাসন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছিলাম। একবার মনে আশা জাগল—আপনার সঙ্গে দেখা করলে আপনি আমাকে এ গোনাহ থেকে তাওবা ও মুক্তির রাস্তা বলে দেবেন! আবার এ আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল যে, আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনি বলে দেবেন—আমার জন্য তাওবার কোনও রাস্তা খোলা নেই!”

তিনি বলেন,

“এটা কি জাহিলি যুগের ঘটনা?”

আমি “হ্যাঁ” বললে, তিনি বলেন—

“পেছনে যা ঘটেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন!”

এরপর আমাকে কিছু খাবার দেওয়ার জন্য, মাথার ইশারায় তার স্ত্রীকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি তার কথায় কর্ণপাত করেননি। এরপর আবার নির্দেশ দেন, তিনি তাতেও সাড়া দেননি। একপর্যায়ে উভয়ের গলার আওয়াজ চড়া হয়ে ওঠে। তখন আবূ যার ﵁ বলেন—[১]

“পেছনেই পড়ে থাকো! তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের যা বলেছেন, তা তোমরা কখনও ডিঙাতে পারবে না!”

আমি বলি,

“তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাদের কী বলেছিলেন?”

তিনি বলেন (নবি ﷺ বলেছিলেন)—

الْمَرْأَةُ ضِلَعٌ ، فَإِنْ تَذْهَبْ تُقَوِّمُهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنْ تَدَعْهَا فَفِيهَا أَوَدٌ وَبُلْغَةٌ

“নারী হলো পাঁজর[২]; তাকে সোজা করতে গেলে ভেঙে ফেলবে[৩], আর একেবারে ছেড়ে দিয়ে রাখলে তার মধ্যে বক্রতা থেকে যাবে আর এভাবেই জীবন কেটে যাবে।”

এরপর তার স্ত্রী গিয়ে সারীদ[৪] নিয়ে আসেন; সম্ভবত সেটি ছিল মরুভূমির ঘুঘু পাখির মাংস দিয়ে তৈরি। এরপর তিনি বলেন,

---

[১] 'আবূ যার ﵁ (কোথাও থেকে) এসে কোনও এক বিষয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। সম্ভবত তার স্ত্রী তাকে পালটা জবাব দেন। তিনি আবার কথা বললে, তার স্ত্রী আবারও পালটা জবাব দেন। তখন তিনি বলেন ...' (আহমাদ ৫/১৬৪ (২১৪৫৫))।

[২] الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ “নারী হলো পাঁজরের মতো” (আহমাদ ৫/১৬৪ (২১৪৫৫); إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ “নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজর থেকে” (নাসাঈ, কুবরা ৯১০৭))।

[৩] فَإِنْ تُثْنِيْهَا انْكَسَرَتْ “ভাঁজ করতে গেলে, ভেঙে যাবে” (আহমাদ ৫/১৬৪ (২১৪৫৫))।

[৪] মাংস ও রুটির মিশ্রণে তৈরি স্যুপবিশেষ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"খান; আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আমি রোযা রেখেছি।"

এরপর তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যান। তার রুকূ ছিল সুন্দর, তবে তিনি কিছুটা তাড়াতাড়ি করছিলেন। তাকে দেখে মনে হলো—আমি পেটভরে খাচ্ছি, নাকি কোনোরকমে খেয়ে উঠে যাচ্ছি, এ নিয়ে তিনি পেরেশানিতে আছেন। এরপর তিনি এসে আমার সঙ্গে খাবারে হাত লাগান। এ দৃশ্য দেখে আমি বলে ওঠি—

"সাধারণ মানুষের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা ছিল—তারা আমার সঙ্গে মিথ্যা বলতে পারে; কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবেন—তা তো কখনও ভাবিনি!"

আবূ যার ﷺ বলেন,

"কী আশ্চর্য! আমার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার পর থেকে তো আমি আপনার সঙ্গে কোনও মিথ্যা কথা বলিনি!"

তিনি বলেন,

"আপনি কি আমাকে বলেননি যে, আপনি রোযা আছেন? এখন দেখছি আপনি খাবার খাচ্ছেন!"

আবূ যার ﷺ বলেন,

"অবশ্যই (বলেছি)! তবে এ মাসে আমি তিনদিন রোযা রেখেছি, যার প্রতিদান আমার জন্য আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। তাই (এখন) আপনার সঙ্গে খাবার খাওয়া আমার জন্য বৈধ।" '

আহমাদ ৫/১৫০–১৫১ (২১৩০৯), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি), ৫/১৬৪ (২১৪৫৪); নাসাঈ, কুবরা ৯১০৭; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩১ (৭৪)।

[১৯০.] আমর ইবনু আবাসা ﷺ বলেন, 'এক বুড়ো লোক তার লাঠির ওপর ভর করে নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলেন,

"আল্লাহর রাসূল! আমি অনেক বিশ্বাসভঙ্গ ও গোনাহের কাজ করেছি; আমার ক্ষমা হবে কি?"

নবি ﷺ বলেন,

أَلَسْتَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

"আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই—তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও না?

তিনি বলেন, "অবশ্যই! আমি আরও সাক্ষ্য দিই—আপনি আল্লাহর বার্তাবাহক।" নবি ﷺ বলেন,

قَدْ غُفِرَ لَكَ غَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ

"তোমার বিশ্বাসভঙ্গ ও গোনাহের কাজগুলো ইতোমধ্যে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।" '

আহমাদ ৪/৩৮৫ (১৯৪৩২), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে মাকহুল আমর ইবনু আবাসা থেকে সরাসরি শুনেছিল কি না তা আমার জানা নেই (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৭৮; ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা ১/৭০ (৪৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩২ (৭৮)।

[১৯১.] জারূদ আব্‌দি ﷺ বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর কাছে বাইআত বা শপথগ্রহণের জন্য এসে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাঁকে বলি, "আমি যদি আমার দ্বীন ছেড়ে আপনার দ্বীনে প্রবেশ করি, তা হলে আল্লাহ আমাকে পরকালে শাস্তি দেবেন না—বিষয়টা কি এমন?" নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ!" '

আবু ইয়া'লা ২/২১৯–২২০ (৯১৮), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ২/২৬৮ (২১২৬), ২/২৬৮ (২১২৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩২ (৭৯)।

ইসলাম-গ্রহণ করলে আগের ভালো কাজের প্রতিদান পাওয়া যাবে

[১৯২.] আবু সাঈদ খুদরি ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا

"বান্দা যখন আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবং (কর্মকাণ্ডের দ্বারা) তার আত্মসমর্পণ সুন্দর প্রমাণিত হয়, তখন

» তার পূর্বে-সম্পাদিত প্রত্যেকটি ভালো কাজ আল্লাহ লিখে রাখেন;

» তার পূর্বে-সম্পাদিত প্রত্যেকটি মন্দ কাজ মুছে দেওয়া হয়;

» এরপর প্রয়োগ করা হয় কিসাস বা সম-প্রতিদান-নীতি—ভালো কাজের প্রতিদান দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত, আর মন্দ কাজের প্রতিদান হবে ওই কাজের সমান, যতক্ষণ না আল্লাহ তা মাফ করে দেন।" '

নাসাঈ ৪৯৯৮, সহীহ; বুখারি ৪১ (মালিক থেকে মুআল্লাক সনদে); জামউল ফাওয়াইদ ৭।

[১৯৩.] আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর ؓ থেকে বর্ণিত, 'আবু তবীল শাতব আল-মামদূদ[১] ؓ নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে,

"একব্যক্তি আছে এমন, যে-কিনা

» সব ধরনের গোনাহ করেছে, কোনও গোনাহই বাদ দেয়নি,

» এমনকি মক্কাগামী ও মক্কাফেরত কোনও হাজীকে লুট না করে ছাড়েনি—

আপনি কি এমন ব্যক্তির (পরিণতির) কথা ভেবে দেখেছেন? তার জন্য কি তাওবা'র রাস্তা খোলা আছে?"[২]

---

[১] ইবনু হাজার আসকালানি'র মতে, এটি সেই সাহাবির নাম নয়, বরং এ শব্দগুলো দ্বারা 'এক দীর্ঘদেহী' ব্যক্তির কথা বোঝানো হয়েছে (আল-ইসাবা ৫/৭১)।

[২] সালামা ইবনু নুফাইল ؓ বলেন, 'এক যুবক এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে বসে উচ্চ আওয়াজে বলে—"একব্যক্তি আছে যে-কিনা এমন কোনও খারাপ কাজ নেই যা সে করেনি, এমন কোনও গোনাহের পথ নেই যে-পথে সে চলেনি, সামনে এমন কোনও (অবৈধ) সুযোগ আসেনি যা সে লুফে নেয়নি, আর তার গোনাহগুলো যদি মদীনাবাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তা হলে সেগুলো তাদের ডুবিয়ে দেবে—আপনি কি এমন ব্যক্তির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবি ﷺ বলেন, فَهَلْ أَسْلَمْتَ "তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ[১]?" সে বলে, "আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই আর আপনি আল্লাহর রাসূল।" নবি ﷺ বলেন,

تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، فَيَجْعَلُهُنَّ اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ

"[২](এখন থেকে) ভালো কাজ করবে আর খারাপ কাজ ছেড়ে দেবে, তা হলে আল্লাহ সেসব গোনাহের সবগুলোকে তোমার জন্য সাওয়াবে পরিণত করে দেবেন[৩]।"

সে বলে, "আমার বিশ্বাসভঙ্গের কাজগুলোকেও? আমার গোনাহের কাজগুলোকেও?" নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ[৪]!" (এ কথা শুনে) সে 'আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)' বলে ওঠে। এভাবে তাকবীর-ধ্বনি দিতে দিতে সে একপর্যায়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।'

তাবারানি, কাবীর ৭/৩১৪ (৭২৩৫); বাযযার (কাশফ) ৪/৭৯ (৩২৪৪), বাযযারের বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু হারূন ছাড়া অন্য সবাই বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তিনিও বিশ্বস্ত (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ৭/৫৩–৫৪ (৬৩৬১), ইসনাদে ইয়াসীন যাইয়াত আছে যে জাল রিওয়ায়াত বর্ণনা করে (হাইসামি); তারীখু বাগদাদ ৩/৩৫২; আল-ইসতীআব ৫/৮৫; উসদুল গবা ২/৫২৫; আল-ইসাবা ৫/৭৮–৭৯; তারীখু দিমাশক ৫৬/২০৯; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩১ (৭৬), ১/৩১–৩২ (৭৭)।

[১৯৪.] সাইব ইবনু আবিস সাইব ؓ থেকে বর্ণিত, 'ইসলাম-পূর্ব যুগে[৫] তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ব্যাবসার অংশীদার। (মক্কা)বিজয়ের সময় তিনি তাঁর কাছে এলে নবি ﷺ বলেন[৬]—

مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي، كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي، يَا سَائِبُ، قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

(পরিণতির) কথা ভেবে দেখেছেন?" (তাবারানি, কাবীর ৭/৫৩–৫৪ (৬৩৬১))।

[১] هَلْ أَسْلَمَ "সে কি ইসলাম গ্রহণ করেছে?" (বাযযার (কাশফ) ৪/৭৯ (৩২৪৪))।

[২] نَعَمْ "হ্যাঁ (তাওবা'র রাস্তা খোলা আছে)।" (বাযযার (কাশফ) ৪/৭৯ (৩২৪৪))।

[৩] নবি ﷺ বলেন, اِذْهَبْ فَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكَ حَسَنَاتٍ "যাও! তোমার খারাপ কাজগুলোকে ইতোমধ্যে ভালো কাজে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে" (তাবারানি, কাবীর ৭/৫৩–৫৪ (৬৩৬১))।

[৪] وَغَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ "তোমার বিশ্বাসভঙ্গের কাজগুলোকেও! তোমার গোনাহের কাজগুলোকেও!" (তাবারানি, কাবীর ৭/৫৩–৫৪ (৬৩৬১))।

[৫] 'ইসলামের শুরুর দিকে' (হাকিম ২/৬১ (২৩৫৭)); (বাইহাকি, কুবরা ৬/৭৮ (১১৫৫২))।

[৬] 'তিনি নবি ﷺ-কে বলেন, "আপনি আমার (ব্যাবসার) অংশীদার ছিলেন। আপনি ছিলেন সর্বোত্তম অংশীদার—আপনি ফাঁকি দিতেন না, তর্কাতর্কিও করতেন না।" ' (আহমাদ ৩/৪২৫ (১৫৫০২)); মুজাহিদ বলতেন, 'জাহিলি যুগে সাইব ইবনু আবিস সাইব আবিদি ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর (ব্যাবসার) অংশীদার। মক্কা-বিজয়ের সময় নবি ﷺ-এর কাছে এসে তিনি বলেন, "শপথ আমার পিতামাতার! আপনি ফাঁকি দিতেন না, তর্কাতর্কিও করতেন না।" ' (আহমাদ ৩/৪২৫ (১৫৫০৩)); সাইব বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এলে, লোকজন আমার কথা স্মরণ ও আমার প্রশংসা শুরু করে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ "তার ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে ভালো জানি।" আমি বলি, "শপথ আমার পিতামাতার! আপনার কথা সত্য। আপনি আমার (ব্যাবসার) অংশীদার ছিলেন। আপনি ছিলেন চমৎকার অংশীদার—ফাঁকি দিতেন না, তর্কাতর্কিও করতেন না।" ' (তাবারানি, কাবীর ৭/১৬৫–১৬৬ (৬৬২০); আবু দাউদ ৪৮৩৬)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا تُقْبَلُ مِنْكَ، وَهِيَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ مِنْكَ

"আমার ভাই ও অংশীদারকে স্বাগতম! সে কখনও ফাঁকি দিত না, তর্কাতর্কিও করত না। সাইব, তুমি জাহিলি যুগে কিছু কাজ করতে যা কবুল হতো না; আজ তোমার সেসব কাজ কবুল হবে।"

আর তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক-রক্ষাকারী।'

আহমাদ ৩/৪২৫ (১৫৫০৫), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি), ৩/৪২৫ (১৫৫০২), ৩/৪২৫ (১৫৫০৩); আবু দাউদ ৪৮৩৬; ইবনু মাজাহ্ ২২৮৭; নাসাঈ, কুবরা ১০০৭১; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম ৩১২; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১৪/৫০৫ (৩৮১০৩); তাবারানি, কাবীর ৭/১৬৫ (৬৬১৮), ৭/১৬৫ (৬৬১৯), ৭/১৬৫–১৬৬ (৬৬২০); হাকিম ২/৬১ (২৩৫৭); বাইহাকি, কুবরা ৬/৭৮ (১১৫০২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৪ (৩৩৯)।

[১৯৫.] ফারায্দাক-এর দাদা সা'সাআ ইবনু নাজিয়া মুজাশিয়ি ﵁ বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর কাছে এলে তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করেন। তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি। তিনি আমাকে কুরআনের কিছু আয়াত শেখান। তারপর[১] আমি বলি,

"আল্লাহর রাসূল! আমি জাহিলি যুগে কিছু কাজ করেছিলাম। সেগুলোর কোনও প্রতিদান পাব কি?"

নবি ﷺ বলেন, وَمَا عَمِلْتَ "তুমি কী করেছিলে?" আমি বলি—

"আমার দুটি দশ-মাসের-গর্ভবতী উষ্ট্রী হারিয়ে গেলে, আমি আমার একটি উটে চড়ে সেগুলো খুঁজতে বের হই। একপর্যায়ে এক খোলা জায়গায় দুটি ঘর নজরে পড়লে সেদিকে ছুটে যাই। সেখানে একটি ঘরের ভেতর এক বৃদ্ধকে পেয়ে জিজ্ঞেস করি, 'দুটি দশ-মাসের-গর্ভবতী উষ্ট্রী পেয়েছেন?' তিনি বলেন, 'এদের কী চিহ্ন ছিল?" আমি বলি, "ইবনু[২] দারিমের চিহ্ন।" তিনি বলেন—

'তোমার উষ্ট্রী-দুটি আমরা পেয়েছি। এগুলো বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চাগুলোকে এদের সঙ্গে[৩] জুড়ে দিয়েছি। উষ্ট্রী-দুটির মাধ্যমে আল্লাহ তোমার জনগোষ্ঠী আরবের মুদার গোত্রের এক পরিবারে[৪] সচ্ছলতা এনে দিয়েছেন।'

আমার সঙ্গে তার আলাপ চলাবস্থায় আরেক ঘর থেকে এক মহিলা ডেকে বলে—'যা জন্মানোর, তাই জন্মেছে[৫]!' বৃদ্ধ বলেন—'ছেলে জন্ম নিয়ে থাকলে সে হবে আমাদের গোত্রের সদস্য[৬]; আর যদি মেয়ে হয়, আমরা তাকে দাফন করে ফেলব।' মহিলাটি জানায়, 'সেটি

---

[১] '(সেগুলো) শেখার পর' (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫–৫৬ (৭২))।

[২] "বানূ" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫–৫৬ (৭২))।

[৩] "আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫–৫৬ (৭২))।

[৪] "দু পরিবারে" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫–৫৬ (৭২)); "কয়েক ঘরে" (উকাইলি ২/২২৮)।

[৫] "বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে!" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫–৫৬ (৭২))।

[৬] 'ছেলে জন্ম নিয়ে থাকলে আমরা আমাদের লোকদের মধ্যে বরকতের অধিকারী হব' (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫–৫৬ (৭২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি মেয়ে বাচ্চা।'

আমি বলি, 'এই যে পুঁতে ফেলার কথা বলা হচ্ছে, সেটি কী?[১]' বৃদ্ধ বলেন, 'আমার এক মেয়ে।' আমি বলি, 'আমি তাকে আপনার কাছ থেকে কিনে নিতে চাই।' তিনি বলেন,

'বানূ তামীমের ভাই আমার! তুমি কি আমাকে এ-কথা বলছো—"আপনি কি আপনার মেয়েকে বিক্রি করবেন[২]?" অথচ আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি হলাম আরবের মুদার গোত্রের লোক!'

আমি বলি,

'আপনার কাছ থেকে তার গর্দান কিনতে চাচ্ছি না, বরং কিনতে চাচ্ছি তার আত্মা, যাতে তাকে হত্যা করতে না পারেন।'

তিনি বলেন, 'কীসের বিনিময়ে তাকে কিনতে চাও?' আমি বলি, 'আমার এ দু উষ্ট্রী ও এদের দু বাচ্চার বিনিময়ে।' তিনি বলেন, 'আমাকে তোমার এ উটটি বাড়তি দেবে?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, দেবো; তবে শর্ত হলো—আমার সঙ্গে একজন দূত পাঠাবেন, ঘরে পৌঁছে উটটি আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।' তিনি রাজি হলেন। আমি ঘরে পৌঁছে উটটি তার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিই। কোনও এক রাতে মনে মনে ভাবি—নিশ্চিত এটি একটি মহৎ কাজ, যা আমার আগে আরবের আর কেউ করেনি! এদিকে ইসলাম প্রসার লাভ করল। ইতোমধ্যে আমি তিন শ ষাটজন কন্যাসন্তানকে পুঁতে ফেলা থেকে বাঁচিয়েছি; তাদের প্রত্যেককে কিনেছি দুটি দশ-মাসের-গর্ভবতী উষ্ট্রী ও একটি উটের বিনিময়ে।

আমি কি এসবের কোনও প্রতিদান পাব?"

তখন নবি ﷺ বলেন—

لَكَ أَجْرُهُ إِذْ مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ

"আল্লাহ যেহেতু তোমাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন, সেহেতু সেসবের প্রতিদান তুমি পাবে।[৩]" '

উবাদা বলেন, 'ফারাযদাকের এ পঙ্‌ক্তিতে সা'সাআর কথা বলা হয়েছে[৪]:

وَجَدِّي الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ　　فَأَحْيَى الْوَئِيدَ، فَلَمْ يُوْئَدِ

"আমার পিতামহ তিনি, যিনি জ্যান্ত-দাফনকারিণীদের রুখে দিয়ে

---

[১] "এই বাচ্চা কীসের?" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫-৫৬ (৭২))।

[২] "তুমি বলছো—আপনার মেয়েকে আমার কাছে বিক্রি করে দিন!" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫-৫৬ (৭২))।

[৩] أَسْلَمْتَ عَلَى مَا فُرِضَ لَكَ مِنْ أَجْرٍ / هٰذَا بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ "তোমার জন্য যে প্রতিদান নির্ধারণ করা হয়েছে, তারই ভিত্তিতে তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ!" অথবা তিনি বলেছিলেন, "এ-তো কল্যাণের একটি দরজা।" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫-৫৬ (৭২))।

[৪] 'এ-প্রসঙ্গে ফারাযদাক বলেন' (বাযযার (কাশফ) ১/৫৫-৫৬ (৭২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাঁচিয়েছেন শিশুদের, ফলে তাদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলা সম্ভব হয়নি।" '

তাবারানি, কাবীর ৮/৯১–৯২ (৭৪১২), বর্ণনাসূত্রে আলা ইবনুল ফাদল মিনকারি 'ত্রুটিযুক্ত' (দারানি); বাযযার (কাশফ) ১/৫৫–৫৬ (৭২); উকাইলি ২/২২৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৪–৯৫ (৩৪০)।

তবে, ইসলাম-গ্রহণের পর কাজ হতে হবে সুন্দর

[১৯৬.] ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন, 'একব্যক্তি[১] বলল, "আল্লাহর রাসূল! [২]জাহিলি যুগে আমরা যা করেছি, তার জন্য কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?[৩]" নবি ﷺ বললেন—

مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ

"ইসলামের যুগে যার আচরণ সুন্দর হবে, জাহিলি যুগে[৪] তার আচরণের জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না; আর ইসলামের যুগে [৫]যার আচরণ হবে নিকৃষ্ট[৬], আগের ও পরের উভয় যুগের জন্য[৭] তাকে পাকড়াও করা হবে।" '

বুখারি ৬৯২১; মুসলিম ৩১৮/১৮৯ (১২০), ৩১৯/১৯০ (...), ৩২০/১৯১ (...); ইবনু মাজাহ ৪২৪২; আহমাদ ১/৩৭৯ (৩৫৯৬), ১/৩৭৯–৩৮০ (৩৬০৪), ১/৪০৯ (৩৮৮৬), ১/৪২৯ (৪০৮৬), ১/৪৩১ (৪১০৩), ১/৪৬২ (৪৪০৮); বাযযার (কাশফ) ১/৫৬ (৭৩); আবু ইয়া'লা ৯/৬ (৫০৭১), ৯/৫০ (৫১১৩), ৯/৬৫ (৫১৩১); ইবনু হিব্বান ২/১২১–১২২ (৩৯৬); আবদুর রাযযাক ১০/৪৫৪ (১৯৬৮৬); হিলইয়া ৭/১২৫; বাইহাকি, কুবরা ৯/১২৩ (১৮৩০৮), ৯/১২৩ (১৮৩০৯); বাইহাকি, শুআব ১/৫৭–৫৮ (২৩); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ২৮; কানযুল উম্মাল ১/৯৭ (৪৩০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৫ (৩৪১)।

[১৯৭.] আবু যার ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَقِيَ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى، وَمَنْ أَسَاءَ فِيمَا بَقِيَ أُخِذَ بِمَا مَضَى وَمَا بَقِيَ

"সামনের দিনগুলোতে যার কাজ সুন্দর হবে, তার পেছনের গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে; আর সামনের দিনগুলোতে যার কাজ খারাপ হবে, তাকে অতীত ও ভবিষ্যতের (গোনাহগুলোর) ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে।" '

তাবারানি, আওসাত ৫/১২৮ (৬৮০৬), ইসনাদটি হাসান (হাইসামি); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ৬৬৪; ইবনু আসাকির ৬৫/৩৭৩–৩৭৪ (১৩৩০৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২০২ (১৭৪৮৯)।

---

[১] 'কিছু লোক' (আবু ইয়া'লা ৯/৬৫ (৫১৩১))।

[২] "ইসলামে প্রবেশ করার পর আমার আচরণ যদি ভালো হয়, তখন" (আহমাদ ১/৩৭৯ (৩৫৯৬))।

[৩] "এ-বিষয়ে আপনার কী মত? শির্কের যুগে আমরা যা করেছি, তার জন্য কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?" (আহমাদ ১/৪৬২ (৪৪০৮))।

[৪] فِي الشِّرْكِ "শির্কের যুগে" (আহমাদ ১/৪৬২ (৪৪০৮))।

[৫] مِنْكُمْ "তোমাদের মধ্যে" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৬ (৭৩))।

[৬] নিকৃষ্ট বলতে কুফরের কথা বোঝানো হয়েছে (ফাতহুল বারী ১২/২৬৬)।

[৭] بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ "জাহিলি ও ইসলামি উভয় যুগে সে যা করেছে, তার জন্য" (আবু ইয়া'লা ৯/৬ (৫০৭১), ৯/৫০ (৫১১৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামের বিধান সুন্দরভাবে পালন করলে সাত শ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান

[১৯৮.] আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا

"তোমাদের কেউ যখন সুন্দরভাবে ইসলাম(-এর বিধিবিধান) পালন করে, তখন তার সম্পাদিত প্রত্যেকটি ভালো কাজ দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে (তার আমলনামায়) লেখা হয়, অপরদিকে তার সম্পাদিত প্রত্যেকটি খারাপ কাজ লেখা হয় (কেবল) একগুণ[১]।" '

বুখারি ৪২; মুসলিম ৩৩৬/২০৫ (১২৯, তৃতীয় বিবরণী); আহমাদ ২/৩১৭ (৮২১৭)।

মুসলিম ও কাফিরের যৌথ বিষয়ে মুসলিম অধিক হকদার

[১৯৯.] যুবাইর ইবনু বাক্কার ﷺ বলেন, 'এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আল-কাসিম ﷺ, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে সবার বড়ো। এরপর যাইনাব ﷺ। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মেয়ে যাইনাব ছিলেন আবুল আস ইবনুর রবী' ইবনি আবদিল উযযা ইবনি আবদি শামস-এর কাছে। সেখানে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আলি ও উমামা ﷺ। আলি ﷺ-কে দুধ পান করানো হয়েছিল বানূ গাদিরা গোত্রে। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে দুধ ছাড়িয়ে আনেন, তখনও তার পিতা ছিলেন মুশরিক। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ شَارَكَنِي فِي شَيْءٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ، وَأَيُّمَا كَافِرٍ شَارَكَ مُسْلِمًا فِي شَيْءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ

"যে-ব্যক্তি কোনও বিষয়ে আমার অংশীদার, সেই বিষয়ে আমি বেশি হকদার। কোনও কাফির যদি কোনও বিষয়ে মুসলিমের অংশীদার হয়, সেই বিষয়ে মুসলিম কাফিরের চেয়ে বেশি হকদার।"

উমর ইবনু আবী বকর মুআম্মাল ﷺ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মেয়ে যাইনাব ﷺ-এর ছেলে আলি ইবনু আবিল আস ইবনির রবী' প্রাপ্তবয়স্কের কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে ইন্তেকাল করেন। (মক্কা)বিজয়ের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে তাঁর বাহনের পেছনে ওঠিয়েছিলেন।" '

তাবারানি, কাবীর ২২/৪২৪-৪২৫ (১০৪৬), যুবাইর ইবনু বাক্কার পর্যন্ত ইসনাদটি সহীহ, তবে তা বিচ্ছিন্ন (দারানি, মাজমাউয যাওয়াইদ ১৮/৬১৪ (১৫২২৩)-এর টীকা); ইবনু আসাকির ৪৩/৮ (৯০৭২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৩ (৩৩৭); ৯/২১২ (১৫২২৩)।

ঈমানের ভিত্তিতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ফেরত প্রদান

[২০০.] উমারা ইবনু আহমার মাযিনি ﷺ বলেন, 'জাহিলি যুগে আমি আমার উট চরাতাম। একপর্যায়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ করলে, আমি আমার

---

[১] حَتَّى يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ "যতক্ষণ-না সে মহামহিম আল্লাহর সঙ্গে দেখা করছে" (আহমাদ ২/৩১৭ (৮২১৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উটগুলো জড়ো করে সবচেয়ে শক্তিশালী উটের ওপর সওয়ার হই। কিন্তু উটটি দু পা ছড়িয়ে প্রস্রাব করতে শুরু করলে, আমি সেটা থেকে নেমে একটি উষ্ট্রীতে উঠে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাই, আর তারা উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।

এরপর আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলে, তিনি আমার উটগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেন। অবশ্য তখনও তারা সেগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেননি।'

জাওয়াব ইবনু উমারা বলেন, 'উমারা রা. সেদিন যে-উটে চড়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়েছিলেন, আমি ও আমার ভাই হাসান সেটি দেখেছি।'

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৭৩, কয়েকজন বর্ণনাকারীর জীবনবৃত্তান্ত কাউকে লিপিবদ্ধ করতে দেখিনি (হাইসামি); ইবনু সাদ ৭/১/৫১; উসদুল গবাহ ৪/১৩৬; আল-ইসাবা ৭/৬৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩০-৩১ (৭৩)।

অপরাধ না করলে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না

[২০১.] আবিদুল্লাহ ইবনু মায়িয রা. বলেন, 'মায়িয রা. নবি ﷺ-এর কাছে এলে, তিনি তাকে এ-মর্মে একটি পত্র লিখে দেন—

إِنَّ مَاعِزًا أَسْلَمَ آخِرَ قَوْمِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجْنَى عَلَيْهِ إِلَّا يَدُهُ

"মায়িয তার গোত্রের সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে কোনও অপরাধ না করলে, তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।"

এর ভিত্তিতে তিনি নবি ﷺ-এর কাছে শপথবদ্ধ হন।'

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৬৭; বুখারি, আত-তারীখ ৮/৩৭ (২০৬৮), ইসনাদটি হাসান; উসদুল গবাহ ৫/৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৮ (৬৭)।

নওমুসলিমের অধিকার ও দায়দায়িত্ব সমান

[২০২.] আবূ উমামা রা. বলেন, '(মক্কা)বিজয়ের দিন আমি ছিলাম আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাহনের নিচে। সে-সময়[১] তিনি একটি[২] চমৎকার সুন্দর কথা বলেছিলেন। তাঁর কথার একটি অংশ ছিল:

مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَهُ أَجْرُهُ، وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا

"ইহুদি-খ্রিষ্টানদের যে-ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে, সে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে; আর আমাদের যেসব অধিকার ও দায়দায়িত্ব আছে তারও সেসব[৩] অধিকার ও দায়দায়িত্ব থাকবে। আর মুশরিকদের যে-ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে, সে তার প্রতিদান পাবে; আর আমাদের যেসব

---

[১] 'বিদায় হজের বছর আমি নবি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন' (তাবারানি, কাবীর ৮/২২৪-২২৫ (৭৭৮৬))।

[২] 'অনেক' (তাবারানি, কাবীর ৮/২২৪-২২৫ (৭৭৮৬))।

[৩] مِثْلُ "সে-ধরনের" (তাবারানি, কাবীর ৮/২২৪-২২৫ (৭৭৮৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধিকার ও দায়দায়িত্ব আছে তারও সেসব[1] অধিকার ও দায়দায়িত্ব থাকবে।” '

আহমাদ ৫/২৫৯ (২২২৩৪), সহীহ (আরনাউত); তাবারানি, কাবীর ৮/২২৪–২২৫ (৭৭৮৬); কানযুল উম্মাল ১/৯৬ (৪২৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৩ (৩৩৬)।

শর্তসাপেক্ষে ইসলাম গ্রহণ করলেও যাকাত দিতে হবে

[২০৩.] সাদ ইবনু আবী যুবাব ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে [2]বলি—

“আল্লাহর রাসূল! আমার গোত্রের লোকজন নিজেদের সম্পদের ব্যাপারে যেসব শর্ত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আমাকে সেসব বিষয় তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব দিন!”

এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে তাদের যাকাত-আদায়কারী নিযুক্ত করেন। নবি ﷺ-এর পর আবূ বকর ﵁ আমাকে ওই পদে নিযুক্ত করেন, তাঁর পর উমর ﵁ আমাকে ওই পদে নিয়োগ দেন।

(দায়িত্ব পাওয়ার পর) আমি আমার গোত্রের লোকদের কাছে এসে বলি—

“মধুর যাকাত দিতে হবে; কারণ যে-সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় না, তাতে কোনও কল্যাণ নেই।”

তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, “আপনার মতে কতটুকু (যাকাত দিতে হবে)?” আমি বলি, “দশভাগের একভাগ।” '

এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে দশভাগের একভাগ (যাকাত) আদায় করেন। তারপর তা নিয়ে উমর ﵁-এর কাছে এসে এ-বিষয়ে তাকে অবহিত করেন। উমর ﵁ তা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তা বিক্রি করে, বিক্রিত অর্থ মুসলিমদের যাকাত-তহবিলে জমা দেন।

বাযযার (কাশফ) ১/৪১৬–৪১৭ (৮৭৮), একজন বর্ণনাকারী অপ্রত্যপরিচিত, যাকে আযদিও 'ত্রুটিযুক্ত' আখ্যায়িত করেছেন (হাইসামি); আহমাদ ৪/৭৯ (১৬৭২৮); ইবনু আবী শাইবা ৩/১৪১–১৪২ (১০১৪৮); ইবনু সাদ ৪/২/৬৪; বুখারি, আত-তারীখ ৪/৪৬; উকাইলি, আদ-দুআফা ২/৩২০; তাবারানি, কাবীর ৬/৪৩ (৫৪৫৮); বাইহাকি, কুবরা ৪/১২৭ (৭৩০৬), ৪/১৩৭ (৭৫৩৭), ৪/১৩৭ (৭৫৩৮); আল-মুহাল্লা ৫/২৩২; আল-ইসতীআব ৪/১৪৪–১৪৫; উসদুল গবাহ ২/৩৪৭; আল-ইসাবা ৪/১৪২; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৮ (৬৪)।

যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ যদি ঈমানের স্বীকৃতি দেয়

[২০৪.] মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ[3] ﵁ বলেন,

“আল্লাহর রাসূল! আমি একজন কাফিরের মুখোমুখি হলাম,[4] সে আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসে তরবারি দিয়ে আমার এক হাতে আঘাত করে তা কেটে ফেলল, এরপর আমার হাত

---

[১] مِثْلُ “সে-ধরনের” (তাবারানি, কাবীর ৮/২২৪–২২৫ (৭৭৮৬))।

[২] 'ইসলাম গ্রহণ করে' (আহমাদ ৪/৭৯ (১৬৭২৮))।

[৩] বানূ যুহ্‌রা'র মিত্র এবং বদর যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে অংশগ্রহণকারী মিকদাদ ইবনু আমর কিন্‌দি ﵁ (বুখারি ৪০১৯); মিকদাদ ইবনু আমর ইবনিল আসওয়াদ কিন্‌দি (মুসলিম ২৭৬/১৫৭ (...))।

[৪] “আমরা পরস্পরের ওপর দুটি আঘাত হানলাম” (আহমাদ ৬/৫–৬ (২৩৮৩১)); “আমাদের মধ্যে লড়াই শুরু হলো” (বুখারি ৪০১৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে বাঁচার জন্য গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে ওঠল 'আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি'[১]—এক্ষেত্রে আপনার কী মত? আল্লাহর রাসূল! এ কথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করব[২]?"

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, لَا تَقْتُلْهُ "তাকে হত্যা কোরো না।" তখন[৩] আমি বলি, "আল্লাহর রাসূল! সে কিন্তু আমার হাত কেটে ফেলেছে[৪]। হাত কাটার পর সে এ কথা বলেছে। আমি কি তাকে হত্যা করব[৫]?"

নবি ﷺ বলেন,

لَا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

"তাকে হত্যা কোরো না; কারণ, তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তা হলে হত্যার আগ-মুহূর্তে (ঈমানের দিক দিয়ে) সে তোমার অবস্থানে চলে আসবে, আর সে ওই কথা বলার আগে যে অবস্থানে ছিল তুমি সেই অবস্থানে চলে যাবে।" '

মুসলিম ২৭৪/১৫৫ (৯৫), ২৭৫/১৫৬ (...), ২৭৬/১৫৭ (...); বুখারি ৪০১৯, ৬৮৬৫; আহমাদ ৬/৩ (২৩৮১১), ৬/৫–৬ (২৩৮৩১), ৬/৬ (২৩৮৩২)।

[২০৫.] উসামা ইবনু যাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের একটি অভিযানে পাঠান। ভোরবেলা জুহাইনা গোত্রের হুরাকাত এলাকায় আমরা আক্রমণ চালাই।[৬] ওইসময় আমি[৭] একব্যক্তিকে ধরে ফেললে, সে বলে ওঠে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই)।[৮] তখন আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করি।[৯] বিষয়টি আমার মনে খটকা সৃষ্টি করে। বিষয়টি নবি ﷺ-কে জানালে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

أَقَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَقَتَلْتَهُ

"সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই)' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা

---

[১] "আমি তাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে গেলে, সে বলে ওঠল—'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই'।" (মুসলিম ২৭৫/১৫৬ (...))।

[২] "আমি কি তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব?" (আহমাদ ৬/৫-৬ (২৩৮৩১)); "আমি তাকে হত্যা করব, নাকি ছেড়ে দেবো?" (আহমাদ ৬/৬ (২৩৮৩২))।

[৩] 'আমি (প্রশ্নটি) দু-তিনবার পুনরাবৃত্তি করি' (আহমাদ ৬/৩ (২৩৮১১))।

[৪] "আমার একটি হাত কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে" (বুখারি ৬৮৬৫)।

[৫] "আমি কি তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব?" (আহমাদ ৬/৫-৬ (২৩৮৩১))।

[৬] 'তাদের মধ্যে একজন ছিল এমন—পুরো বাহিনী অগ্রসর হলে সে আমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি কঠোরতা দেখাত, আর তারা পিছু হটলে সে তাদের সুরক্ষা দিত' (আহমাদ ৫/২০০ (২১৭৪৫)); 'এরপর তারা আমাদের ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যায়' (আহমাদ ৫/২০৭ (২১৮০২))।

[৭] 'এবং একজন আনসার সাহাবি' (বুখারি ৪২৬৯)।

[৮] 'এ কথা শুনে সেই আনসার সাহাবি তার কাছ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়' (বুখারি ৪২৬৯; আহমাদ ৫/২০০ (২১৭৪৫))।

[৯] 'আমি তাকে বল্লম দিয়ে আঘাত করে হত্যা করি' (বুখারি ৪২৬৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছ?[১]"

আমি বলি, "আল্লাহর রাসূল! সে তো অস্ত্রের ভয়ে[২] এ কথা বলেছে?" নবি ﷺ বলেন,

أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا

"তা হলে তুমি তার হৃৎপিণ্ড চিরে দেখলে না কেন? যাতে জানতে পারতে—সে এজন্য বলেছে, নাকি না![৩]"

নবি ﷺ এ কথাটি এতবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন যে, একপর্যায়ে আমার মনে ইচ্ছা জাগল—হায়, আমি যদি ওইদিন ইসলাম গ্রহণ করতাম!'

এরপর সাদ رضي الله عنه বলেন,

"আমি কোনও মুসলিমকে হত্যা করব না, যতক্ষণ-না মেদবহুল ব্যক্তি—অর্থাৎ উসামা—তাকে হত্যা করতে রাজি হচ্ছেন।"

তখন একব্যক্তি বলে, "আল্লাহ কি বলেননি—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ-না ফিতনা দূর হচ্ছে এবং দ্বীনের পুরোটাই আল্লাহর জন্য হয়ে যাচ্ছে।' (সূরা আল-আনফাল ৮:৩৯)'?"

এর পরিপ্রেক্ষিতে সাদ رضي الله عنه বলেন,

"আমরা লড়াই করেছি ফিতনা দূর হওয়ার আগ-পর্যন্ত, আর তোমরা চাও ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ-পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে।"

মুসলিম ২৭৭/১৫৮ (৯৬), ২৭৮/১৫৯ (...); বুখারি ৪২৬৯, ৬৮৭২; আহমাদ ৫/২০০ (২১৭৪৫), ৫/২০৭ (২১৮০২)।

[২০৬.] সাফওয়ান ইবনু মুহরিয رحمه الله থেকে বর্ণিত, 'ইবনুয যুবাইর رضي الله عنه-এর গোলযোগের সময় জুনদুব ইবনু আব্দিল্লাহ বাজালি رضي الله عنه আসআস ইবনু সালামা رحمه الله-এর কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন,

"আপনার ভাইদের মধ্যে কিছু লোককে একত্র করুন; আমি তাদের উদ্দেশে কিছু কথা বলব।"

তিনি তাদের কাছে একজন দূত পাঠান। তারা সমবেত হলে, জুনদুব رضي الله عنه একটি হলুদ আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে সেখানে এসে বলেন,

"তোমরা যে-বিষয়ে কথা বলছিলে, তা অব্যাহত রাখো।"

এরপর তারা পর্যায়ক্রমে কথা বলতে থাকেন। জুনদুব رضي الله عنه-এর পালা এলে, তিনি মাথা থেকে

---

[১] مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কিয়ামাতের দিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বিপরীতে তোমাকে কে সুরক্ষা দেবে?" (আহমাদ ৫/২০৭ (২১৮০২))।

[২] 'অস্ত্র ও মৃত্যুর ভয়ে' (আহমাদ ৫/২০৭ (২১৮০২))।

[৩] مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কিয়ামাতের দিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বিপরীতে তোমাকে কে সুরক্ষা দেবে?" (আহমাদ ৫/২০৭ (২১৮০২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলখাল্লাটি নামিয়ে বলেন,

"তোমাদের সামনে তোমাদের নবি ﷺ সম্পর্কিত কোনও কথা বলব—এখানে আসার সময় এরূপ কোনও ইচ্ছা ছিল না। (তারপরও বলছি—)

আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের একটি বাহিনীকে একটি কাফির জনগোষ্ঠীর কাছে পাঠান। তারা (যুদ্ধক্ষেত্রে) পরস্পরের মুখোমুখি হলে, মুশরিকদের একব্যক্তিকে দেখা গেল—সে মুসলিমদের যাকে চাচ্ছে তাকে আক্রমণ করে হত্যা করছে। তখন মুসলিমদের মধ্যে একব্যক্তি তার একটু অসাবধান হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন।

আমরা বলতাম, সেই ব্যক্তিটি ছিলেন উসামা ইবনু যাইদ ﵁।

তিনি তার ওপর তরবারি উত্তোলন করলে, সে বলে ওঠে—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই)।' এরপর তিনি তাকে হত্যা করেন।

(যুদ্ধজয়ের) সুসংবাদদাতা নবি ﷺ-এর কাছে আসার পর, নবি ﷺ তার কাছ থেকে (যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে) জানতে চাইলে সে তাঁকে অবহিত করে। একপর্যায়ে সে নবি ﷺ-কে ওই ব্যক্তির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও অবহিত করে। তখন নবি ﷺ তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন—

لِمَ قَتَلْتَهُ

'তুমি তাকে হত্যা করেছ কেন?'

তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল! সে মুসলিমদের ভীষণ কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যা করেছে।'

তিনি নবি ﷺ-এর সামনে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন।

'এরপর আমি তার ওপর আক্রমণ করি। তখন তরবারি দেখে সে বলে ওঠে—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই)।" '

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

أَقَتَلْتَهُ

'তুমি তাকে হত্যা করেছ?'

তিনি বলেন, 'হ্যাঁ!' নবি ﷺ বলেন—

فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'কিয়ামাতের দিন যখন (ওই ব্যক্তির) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হাজির হবে, তখন তোমার কী অবস্থা হবে?'

তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমাপ্রার্থনা করুন!' নবি ﷺ বলেন—

وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'কিয়ামাতের দিন যখন (ওই ব্যক্তির) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হাজির হবে, তখন তোমার কী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবস্থা হবে?'

এরপর নবি ﷺ বাড়তি কিছু না বলে, বলতে থাকেন—

كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'কিয়ামাতের দিন যখন (ওই ব্যক্তির) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হাজির হবে, তখন তোমার কী অবস্থা হবে?' " '

মুসলিম ২৭৯/১৬০ (৯৭)।

[২০৭.] বাজীলা গোত্রের একব্যক্তি—জুনদুব ইবনু সুফ্ইয়ান ﵁—বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে থাকাকালে, তাঁর পাঠানো এক বাহিনীর সুসংবাদদাতা এসে তাঁকে (যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে) অবহিত করে। ওই বাহিনীকে আল্লাহ কীভাবে সাহায্য করেছেন, তাদের কীভাবে বিজয় দান করেছেন—এসব বিষয় নবি ﷺ-কে জানিয়ে সেই সুসংবাদদাতা বলে,

"আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করার পর, আমরা তাদের ধাওয়া করি। একপর্যায়ে তরবারি-হাতে-থাকা এক লোকের নাগাল পেয়ে যাই। তার ওপর তরবারির আঘাত পড়তে যাচ্ছে—এমনটি আঁচ করতে পেরে সে দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে থাকে 'আমি মুসলিম। আমি মুসলিম' "

নবি ﷺ বলেন, فَقَتَلْتَهُ "তখন তুমি তাকে মেরে ফেললে?" সে বলে, "আল্লাহর নবি! সে তো বাঁচার জন্য এ কথা বলেছে!" নবি ﷺ বলেন,

فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ فَنَظَرْتَ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ

"তুমি তার হৃৎপিণ্ড চিরে দেখলে না কেন—সে সত্য বলছে, নাকি মিথ্যা?"

সে বলে,

"তার হৃৎপিণ্ড চিরার পর, হৃৎপিণ্ড দেখে আমি কী জানতে পারতাম? তার হৃৎপিণ্ড কি মাংসের একটি দলা ছাড়া আর কিছু?"

নবি ﷺ বলেন,

فَأَنْتَ قَتَلْتَهُ لَا مَا فِي قَلْبِهِ عَلِمْتَ، وَلَا لِسَانَهُ صَدَّقْتَ

"তার অন্তরে কী আছে তা তুমি জানলে না, আবার সে মুখে যা বলল তা সত্য বলে মানলে না, অথচ তুমি তাকে মেরে ফেললে!"

সে বলে, "আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমাপ্রার্থনা করুন!" নবি ﷺ বলেন,

لَا أَسْتَغْفِرُ لَكَ

"আমি তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব না।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর[১] লোকজন তাকে দাফন করলে, তার মৃতদেহ মাটির ওপরে উঠে আসে। এ ঘটনা তিনবার ঘটে। তার এ অবস্থা দেখে তার গোত্রের লোকজন লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। এরপর তারা তার মৃতদেহটি নিয়ে সেখানকার একটি উপত্যকায় ফেলে দেয়।'

আবূ ইয়া'লা ৩/৯১–৯২ (১৫২২), ইসনাদটি হাসান (দারানি), বর্ণনাসূত্রে আবদুল হামীদ ইবনু বাহরাম ও শাহর ইবনু হাওশাব আছেন, যাদের কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় কি না—এ নিয়ে মতবিরোধ আছে (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ২/১৭৬–১৭৭ (১৭২৩); উসদুল গবাহ ১/৩৬০–৩৬১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৭ (৬১)।

[২০৮.] ইমরান ইবনুল হুছাইন ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নাফি ইবনুল আযরাক ও তার সঙ্গীরা এসে বলে, "ইমরান! আপনি কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেলেন!" তিনি বলেন, "আমি তো ধ্বংস হইনি!" তারা বলে, "অবশ্যই (ধ্বংস হয়েছেন)!" তিনি বলেন, "কোন কাজ আমাকে ধ্বংস করল?" তারা বলে, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"তাদের সঙ্গে লড়াই করো, যতক্ষণ-না ফিতনা দূর হয়ে দ্বীনের পুরোটাই আল্লাহর জন্য হয়ে যাচ্ছে।" (সূরা আল-আনফাল ৮:৩৯)

তিনি বলেন,

"আমরা তো লড়াই করে তাদের (প্রভাব-প্রতিপত্তি) নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম, যার ফলে দ্বীনের সবটুকুই আল্লাহর জন্য হয়ে গিয়েছিল। তোমরা চাইলে আমি এমন একটি কথা তোমাদের বলব, যা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি।"

তারা বলে, "আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন?" তিনি বলেন,

"হ্যাঁ! আমি (তখন) আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে হাজির ছিলাম। তিনি মুসলিমদের একটি বাহিনীকে মুশরিকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তারা শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হলে, তাদের মধ্যে ভীষণ লড়াই হয়। একপর্যায়ে শত্রুবাহিনী পালিয়ে যায়। তখন আমার গোত্রের একব্যক্তি বল্লম দিয়ে এক মুশরিককে আক্রমণ করে। তাকে কাবু করে ফেললে সে বলে ওঠে—'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আমি একজন মুসলিম।' তারপরও সে তাকে আক্রমণ করে হত্যা করে। এরপর সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলে—

'আল্লাহর রাসূল! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি!'

নবি ﷺ তাকে একবার অথবা দু'বার বলেন—

وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ

'তুমি কী করেছ?'

সে তার কাজের ব্যাপারে নবি ﷺ-কে অবহিত করলে, নবি ﷺ বলেন—

فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ

[১] 'ওই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর' (তাবারানি, কাবীর ২/১৭৬–১৭৭ (১৭২৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

'তুমি তার পেট চিরে দেখলে না কেন? তা হলে জানতে পারতে তার অন্তরে কী ছিল!' সে বলে, 'আল্লাহর রাসূল! তার পেট চিরলে কি তার অন্তরে কী ছিল, তা জানতে পারতাম?' নবি ﷺ বলেন,

فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ

'সে (মুখে) যা বলল তা তুমি মানলে না, আবার তার অন্তরে কী আছে তাও তুমি জানো না!' এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ব্যাপারে চুপ থাকেন। অল্প কিছুদিন পর সে মারা গেলে আমরা তাকে দাফন করি। কিন্তু সকালবেলা দেখা গেল, তার মৃতদেহ মাটির ওপরে! এ অবস্থা দেখে তারা বলে, 'সম্ভবত তার কোনও শত্রু তাকে কবর থেকে বের করেছে।' এরপর তাকে দাফন করে পাহারা দেওয়ার জন্য আমাদের ছেলেদের নির্দেশ দিই। পরদিন সকালে মৃতদেহটি (আবার) মাটির ওপরে দেখা যায়। তখন আমরা বলি, 'সম্ভবত আমাদের ছেলেরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল (আর ওই সুযোগে কেউ এসে এ কাজটি করেছে)।' এরপর তাকে দাফন করে আমরা নিজেরাই পাহারা দিই। সকালে সেটি (আবারও) মাটির ওপরে উঠে আসে। তারপর আমরা সেটি সেখানকার একটি গিরিখাতে ফেলে রাখি।" '

ইবনু মাজাহ ৩৯৩০, বর্ণনাসূত্রটি ত্রুটিপূর্ণ।

[২০৯.] ইমরান ইবনুল হুছাইন ؓ থেকে বর্ণিত, বানূ জুশামের[১] কিছু লোকের সঙ্গে উবাইস অথবা ইবনু উবাইস তার কাছে আসে। এরপর তাদের একজন তাকে বলে,

'আপনি কি লড়াই করবেন না, যাতে ফিতনা দূর হয়ে যায়?'

জবাবে তিনি বলেন,

'আমার মনে হয়—ফিতনা দূর হওয়া পর্যন্ত আমি লড়াই করেছি। শোনো, আমি তোমাদের সেই কথা বলছি, যা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন। মনে হয় না, এতে তোমাদের কোনও উপকার হবে! তারপরও চুপ করে শোনো—

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,

اغْزُوا بَنِي فُلَانٍ مَعَ فُلَانٍ

"অমুক গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে অমুক গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করো।"

(যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গেল—শত্রুপক্ষের) পুরুষরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে, আর মহিলারা আছে পুরুষদের পেছনে। (যুদ্ধ থেকে) ফেরার পর একব্যক্তি বলে—

[২]"আল্লাহর নবি! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন!"

নবি ﷺ বলেন, هَلْ أَحْدَثْتَ "তুমি কি কোনও ঘটনা ঘটিয়েছ?" সে বলে—"আল্লাহর নবি!

---

[১] খাসআম গোত্রের (তবারানি, কাবীর ১৮/২৪৩ (৬০৯))।

[২] "আমি গোনাহ করেছি; আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন!" (তবারানি ১৮/২২৬ (৫৬২))।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন!" নবি ﷺ বলেন, هَلْ أَحْدَثْتَ
"তুমি কি কোনও ঘটনা ঘটিয়েছ?" সে বলে,
"শত্রুবাহিনী পরাজিত হওয়ার পর, আমি একব্যক্তিকে পুরুষ ও নারীদের মাঝখানে দেখতে পাই। আমাকে দেখে সে বলে ওঠে—'আমি মুসলিম' অথবা 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।' এরপর আমি তাকে হত্যা করি। (কারণ) আমি তাকে বল্লম দিয়ে আক্রমণ করার পর, আত্মরক্ষার জন্য সে এ কথা বলেছিল।"
নবি ﷺ বলেন, هَلْ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ تَنْظُرُ إِلَيْهِ "তুমি কি তার হৃৎপিণ্ড চিরে দেখেছিলে?"
সে বলে, "না, শপথ আল্লাহর! আমি তা করিনি।" নবি ﷺ তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেননি।'

অথবা তিনি এর কাছাকাছি বিবরণী পেশ করেছেন।

তার (অপর) এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন—

اغْزُوا بَنِي فُلَانٍ مَعَ فُلَانٍ

"অমুক গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে অমুক গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করো।"
তখন আমার গোত্রের একব্যক্তি তাদের সঙ্গে যায়। (যুদ্ধশেষে) নবি ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে সে বলে,
"আল্লাহর নবি! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন!"
নবি ﷺ বলেন, وَهَلْ أَحْدَثْتَ "তুমি কি কোনও ঘটনা ঘটিয়েছ?"
সে বলে—
"শত্রুবাহিনী পরাজিত হওয়ার পর, আমি দু ব্যক্তিকে পুরুষ ও নারীদের মাঝখানে দেখতে পাই। আমাকে দেখে তারা বলে ওঠে—'আমরা মুসলিম' অথবা 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।' তখন আমি তাদের হত্যা করি।"
এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

عَمَّا أُقَاتِلُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَاللهِ لَا أَسْتَغْفِرُ لَكَ

"ইসলাম ছাড়া আর কীসের জন্য আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করছি? শপথ আল্লাহর, আমি তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব না।"
অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছিলেন।
কিছুদিন পর সে মারা গেলে, তার আত্মীয়স্বজন তাকে দাফন করে। সকালবেলা দেখা গেল, মাটি তার মৃতদেহটি উগরে দিয়েছে। এরপর তারা তাকে দাফন করে, দ্বিতীয়দিন তার জন্য[১] পাহারাদার নিযুক্ত করে। মাটি তাকে আবারও উগরে দেয়। তখন তারা বলে,

---

[১] 'কয়েকজন ছেলেকে' (তবারানি ১৮/২২৬ (৫৬২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"তোমরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তখন সম্ভবত কেউ এসে তাকে (কবর থেকে) বের করে দিয়েছে।"

এরপর তারা তাকে তৃতীয়বারের মতো দাফন করে পাহারাদার নিযুক্ত করে। মাটি তৃতীয়বারও তাকে উগরে দেয়।[১] এ অবস্থা দেখে তারা তাকে (মাটির ওপরেই) ফেলে রাখে।'

আহমাদ ৪/৪৩৮–৪৩৯ (১৯৯৩৭), ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন তার বিষয়টি অস্পষ্ট থাকার দরুন ইসনাদটি ত্রুটিযুক্ত; তাবারানি, কাবীর ১৮/২২৬ (৫৬২), ১৮/২৪৩ (৬০৯); ইবনু মাজাহ ৩৯৩০, অতিরিক্ত সংখ্যা; তহাভি, শারহু মুশকিল ৮/২৭৭–২৭৯ (৩২৩৪, ৩২৩৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৭ (৬২)।

[২১০.] আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﷺ-কে বানূ জাযীমা[২] গোত্রে পাঠান।[৩] তিনি গিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। "أَسْلَمْنَا/আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম"—স্পষ্টভাবে এ কথা না বলে, তারা বলে ওঠে:

"صَبَأْنَا، صَبَأْنَا/আমরা (আগের) দ্বীন ছেড়ে দিলাম! আমরা (আগের) দ্বীন ছেড়ে দিলাম!"

এর পরিপ্রেক্ষিতে খালিদ ﷺ তাদের হত্যা ও বন্দি করতে শুরু করেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে যার যার বন্দি দেখভালের দায়িত্ব দেন। এরপর একদিন খালিদ নির্দেশ জারি করেন—আমরা যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্দিকে হত্যা করি।

তখন আমি বলি,

"শপথ আল্লাহর! আমি আমার বন্দিকে হত্যা করব না; আমাদের কোনও সঙ্গীই তার বন্দিকে হত্যা করবে না।"

একপর্যায়ে আমরা নবি ﷺ-এর কাছে এসে, তাঁর সামনে বিষয়টি উল্লেখ করি। তখন নবি ﷺ দু হাত তুলে দু বার বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

"হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে, তা থেকে আমি মুক্ত।" '

আহমাদ ২/১৫০–১৫১ (৬৩৮২); বুখারি ৪৩৩৯, ৭১৮৯; নাসাঈ ৫৪০৫; নাসাঈ, কুবরা ৫৯২২; ইবনু সাদ, আত-তবাকাত ২/১৪৭, ১৪৮; বাইহাকি, দালাইল ৫/১১৩, ১১৪।

---

[১] 'তখন আমরা নবি ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, أَمَا إِنَّهَا تَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَكُمْ تَعْظِيْمَ الدَّمِ (حُرْمَةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) "মনে রেখো—মাটি তার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও গ্রহণ করবে, তবে হত্যাকাণ্ড কত জঘন্য ব্যাপার [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্যাদা কত বিশাল (ইবনু মাজাহ ৩৯৩০, অতিরিক্ত সংখ্যা)]—তা (এ ঘটনার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের শেখাতে চেয়েছেন।" এরপর তিনি বলেন, اذْهَبُوْا بِهِ إِلَىٰ سَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ فَانْضُدُوْا عَلَيْهِ مِنَ الْحِجَارَةِ "তাকে এ পাহাড়ের ঢালে নিয়ে যাও, এরপর তার ওপর কিছু পাথর স্তূপ আকারে রেখে দাও।" আমরা তাই করি।' (তাবারানি ১৮/২২৬ (৫৬২))।

[২] তাদের অবস্থান ছিল মক্কার নিচু এলাকায়, ইয়ালামলাম-এর দিকে (ফাতহুল বারী ৮/৫৭)।

[৩] এ অভিযান পাঠানো হয়েছিল মক্কা-বিজয়ের পর শাওয়াল মাসে, হুনাইন যুদ্ধের আগে (ফাতহুল বারী ৮/৫৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[২১১.] কুতবা ইবনু কাতাদা সাদূসি ﵁ বলেন, 'আমি বললাম—

"আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত বাড়ান, আপনার কাছে আমার নিজের ও আমার মেয়ে হুওয়াইসিলা'র[১] ব্যাপারে শপথগ্রহণ করব। আল্লাহর নাম নিয়ে আমি যদি মিথ্যা বলি, তা হলে সেটি হবে আপনার সঙ্গে প্রতারণার শামিল।"

তিনি বলেন,

"খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ﵁ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করেছিলেন। তখন আমরা বললাম—'আমরা মুসলিম'। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমাদের ছেড়ে দেন। উবুল্লা'র যুদ্ধে আমরা তার সঙ্গে যোগ দিই। ওই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর, আমরা দু হাত ভরে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বণ্টন করি।" '

তাবারানি, কাবীর ১৯/২০ (৩৭), একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাতপরিচয় (হাইসামি); আহমাদ ৪/৭৮ (১৬৭১৯); বুখারি, আত-তারীখ ৭/১৯১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৭–২৮ (৬৩)।

[২১২.] মুসলিম তামীমী ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের একটি অভিযানে পাঠান। আমরা শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ করার সময়, আমি একটি ঘোড়ায় চড়ে[২] আমার সঙ্গীদের সামনে চলে যাই। তখন (শত্রুপক্ষের) নারী ও শিশুরা চিৎকার করতে করতে আমাদের সামনে এলে, আমি তাদের বলি: "তোমরা কি নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে চাও?" তারা বলে, "হ্যাঁ!" আমি বলি,

"তা হলে বলো—আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক।"

তারা তা বলে। তখন আমার সঙ্গীরা এসে আমাকে তিরস্কার করে বলে,

"আমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দিকে এগিয়ে গেলাম, আর তুমি কিনা বাধা হয়ে দাঁড়ালে!"

তারপর আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছুলে, তিনি বলেন:[৩]

أَتَدْرُوْنَ مَا صَنَعَ لَقَدْ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ كَذَا وَكَذَا

"তোমরা কি জানো—সে কী করেছে? (সেখানকার) প্রত্যেকটি মানুষের বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য এই এই পরিমাণ সাওয়াব লিখে দিয়েছেন।"

এরপর নবি ﷺ আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন:

إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذٰلِكَ كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهَا جِوَارًا مِنَ النَّارِ ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ

---

[১] "হাওসালা" (আহমাদ ৪/৭৮ (১৬৭১৯))।

[২] 'আমার ঘোড়াটিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে' (আবু দাউদ ৫০৮০)।

[৩] 'আমার সঙ্গীরা আমার কাজ সম্পর্কে নবি ﷺ-কে জানালে, নবি ﷺ আমাকে ডাকেন। এরপর আমার কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ...' (আবু দাউদ ৫০৮০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

تُكَلِّمَ أَحَدًا اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ كَتَبَ اللهُ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ

"সকালে (ফজরের) নামাজ আদায় করে, কারও সঙ্গে কথা বলার আগে সাতবার বলবে—اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ 'হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো'; এরপর তুমি যদি ওইদিন মারা যাও, তা হলে এর বিনিময়ে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তোমার সুরক্ষা পাওয়ার ফায়সালা লিখে দেবেন।

আর মাগরিবের নামাজ আদায় করে, কারও সঙ্গে কথা বলার আগে সাতবার বলবে—اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ 'হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কোরো'; এরপর তুমি যদি ওই রাতে মারা যাও, তা হলে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তোমার সুরক্ষা পাওয়ার ফায়সালা লিখে দেবেন।" '

তাবারানি, কাবির ১৯/৪৩৪ (১০৫২), ইসনাদটি সহীহ (মাওয়ারিদ); ইবনু হিব্বান (মাওয়ারিদ) ২৩৪৬; আহমাদ ৪/২৩৪ (১৮০৫৪); আবু দাউদ ৫০৭৯, ৫০৮০; নাসাঈ, কুবরা ৯৮৫৯ (সংক্ষেপে); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৬ (৫৯)।

[২১৩.] উকবা ইবনু মালিক লাইসি ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি বাহিনীকে সামরিক অভিযানে পাঠান। তারা একটি জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ চালালে,[১] সেখানকার একলোক একাকী বেরিয়ে আসে। তখন (রাসূল ﷺ-এর পাঠানো) বাহিনীর একব্যক্তি কোষমুক্ত তরবারি উঁচিয়ে তার পিছু নেয়। এ অবস্থা দেখে শত্রুবাহিনীর সেই একাকী ব্যক্তি বলে ওঠে—

"আমি একজন মুসলিম!"

কিন্তু তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে, সে তার ওপর আঘাত হানে এবং তাকে হত্যা করে। বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে তুলে ধরা হলে, তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া মন্তব্য করেন।[২] (নবি ﷺ-এর অসন্তোষের) বিষয়টি হত্যাকারী জানতে পারেন।

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ ভাষণ দিচ্ছেন, এমন সময় হত্যাকারী বলে—

"আল্লাহর রাসূল! শপথ আল্লাহর! সে তো কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য এ কথা বলেছিল!"

আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ও তার দিকের লোকদের থেকে চেহারা ঘুরিয়ে নিয়ে ভাষণ দিতে থাকেন। লোকটি দ্বিতীয়বার বলে,

"শপথ আল্লাহর! সে তো কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য এ কথা বলেছিল!"

আল্লাহর রাসূল ﷺ তার দিক থেকে চেহারা ঘুরিয়ে নিয়ে ভাষণ অব্যাহত রাখেন। লোকটি ধৈর্যধারণ

---

[১] 'জলাধারের পাশে বসবাসরত একটি জনগোষ্ঠীর ওপর ভোরবেলা আক্রমণ চালালে' (তাবারানি, কাবির ১৭/৩৫৬ (৯৮১))।

[২] 'এরপর নবি ﷺ ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করে বলেন—أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ "মূলকথায় আসি। মুসলিমদের হলো কী! একজন বলছে—'আমি মুসলিম!' তারপরও এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে হত্যা করছে!" (তাবারানি, কাবির ১৭/৩৫৬ (৯৮১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না করে তৃতীয়বার বলে,

"শপথ আল্লাহর! সে তো কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য এ কথা বলেছিল!"

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার দিকে ঘুরেন। তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এরপর নবি ﷺ [১]বলেন,

إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

"যে-ব্যক্তি কোনও মুমিনকে হত্যা করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ আমার কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।"[২]

নবি ﷺ এ কথাটি তিনবার বলেন'

তাবারানি, কাবীর ১৭/৩৫৫–৩৫৬ (৯৮০) ইসনাদটি সহীহ, ১৭/৩৫৬ (৯৮১); আবু ইয়া'লা ১২/২১০–২১২ (৬৮২৯); আহমাদ ৪/১১০ (১৭০০৮), ৪/১১০ (১৭০০৯), ৫/২৮৮–২৮৯ (২২৪৯০); ইবনু হিব্বান (মাওয়ারিদ) ১১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৬–২৭ (৬০)।

[২১৪.] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا شَرَعَ أَحَدُكُمْ بِالرُّمْحِ إِلَى الرَّجُلِ ، فَإِنْ كَانَ سِنَانُهُ عِنْدَ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَلْيَرْفَعْ عَنْهُ الرُّمْحَ

"তোমাদের কেউ যখন কোনও ব্যক্তিকে বল্লম দিয়ে আঘাত করতে যায়, তখন বল্লমের অগ্রভাগ তার বুকের ওপর রাখার সময় সে যদি বলে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তা হলে সে যেন তার কাছ থেকে বল্লম সরিয়ে নেয়।" '

তাবারানি, কাবির ১০/১৮৯ (১০২৯২), ইসনাদে এমন একজন বর্ণনাকারী আছেন যাকে দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যায় না (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ১/৩৩ (৯৯); আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/৪৭ (২৮৪১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৫ (৫১)।

[১] 'তাঁর ডান হাত প্রসারিত করে' (আহমাদ ৪/১১০ (১৭০০৯))।

[২] إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَ مُؤْمِنًا "আল্লাহ তাআলা আমাকে কোনও মুমিনকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।" (আবু ইয়া'লা ১২/২১১ (৬৮২৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাইআত বা আনুগত্যের শপথ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে

আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:২৮৬)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ

"সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো, শোনো, মানো ও খরচ করো; নিজেদের কল্যাণের জন্যই।" (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৬)।

[২১৫.] আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵁ বলেন, 'আমরা যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে (তাঁর নির্দেশ) শোনা ও মানার ব্যাপারে শপথ নিতাম, তখন তিনি বলতেন—فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ "তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী (মেনে চলবে)।" '

বুখারি ৭২০২; মুসলিম ৪৮৩৬/৯০ (১৮৬৭); মালিক ১৯০২; আবু দাউদ ২৯৪০; তিরমিযি ১৫৯৩; নাসাঈ ৪১৮৭, ৪১৮৮; নাসাঈ, কুবরা ৭৭৬২, ৭৭৬৩; আহমাদ ২/৯ (৪৫৬৫), ২/৬২ (৫২৮২), ২/৮১ (৫৫৩১), ২/১০১ (৫৭৭১), ২/১৩৯ (৬২৪৩); জামিউল উসূল ৪৭।

আহলুল আমর বা শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে শপথ

[২১৬.] উবাদা ইবনুস সামিত[১] ﵁ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এ মর্মে শপথ[২] নিয়েছি যে,

عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْأَثَرَةِ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا

» কষ্ট-দারিদ্র্য, সুখ-সচ্ছলতা, আনন্দ-অবসাদ ও ন্যায্য-অধিকার-বঞ্চনা—সবসময় (নির্দেশনা) শুনব ও মেনে চলব;

» শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না; এবং

» যেখানেই থাকি, সত্যের কথা বলব[৩]।[৪]'

---

[১] 'উবাদা ইবনুস সামিত সেই বারো জনের একজন, যাঁরা প্রথম আকাবায় (মুহাজির) নারীদের শপথে অংশগ্রহণ করেছিলেন' (আহমাদ ২২৭০০)।

[২] بَيْعَةُ الْحَرْبِ 'যুদ্ধের শপথ' (আহমাদ ২২৭০০)।

[৩] أَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ "সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখব" (বুখারি ৭২০০); أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ "ইনসাফের কথা বলব" (নাসাঈ ৪১৫৩)।

[৪] لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ "আল্লাহর ব্যাপারে কোনও নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করব না" (বুখারি ৭২০০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাসায়ি ৪১৫২, ৪১৪৯, ৪১৫০, ৪১৫১, ৪১৫৩, ৪১৫৪, ৪১৫৫; নাসায়ি, কুবরা ৭৭৫২, ৭৭৫৩, ৭৭৫৪, ৭৭৫৫, ৭৭৫৬, ৭৭৫৭, ৭৭৫৮; বুখারি ৭১৯৯, ৭২০০; মুসলিম ৪৭৫৪/৩৫ (১৮৩৬), ৪৭৬৮/৪১ (১৭০৯), ৪৭৬৯ (...), ৪৭৭০ (...); ইবনু মাজাহ ২৮৬৬; মালিক ১০০৫; আহমাদ ২/৩৮১ (৮৯৫৩), ৩/৪৪১ (১৫৬৫৩), ৫/৩১৪ (২২৬৭৯), ৫/৩১৬ (২২৭০০); জামিউল উসূল ৪৪; জামউল ফাওয়াইদ ৮৯।

শাসকের আনুগত্য কুরআন-সুন্নাহ সাপেক্ষ: ইবনু উমর ﷺ-এর উদাহরণ

[২১৭.] আবদুল্লাহ ইবনু দীনার ﷺ বলেন, 'আমি ইবনু উমর ﷺ-কে দেখেছি। তখন লোকজন (উমাইয়া শাসক) আবদুল মালিকের চারপাশে জড়ো হয়েছিল। [১]ইবনু উমর ﷺ লিখেছেন,

أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِاللهِ عَبْدِالْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ

"আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর আইন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমীরুল মু'মিনীন আল্লাহর বান্দা আবদুল মালিকের কথা সাধ্য-মোতাবেক শুনব ও মানবো। আমার ছেলেরাও অনুরূপ স্বীকৃতি দিয়েছে।" '

বুখারি ৭২০৩, ৭২০৫, ৭২৭২; মালিক ১/৩৪৬ (৮৯৮) (যুহরির রিওয়ায়াত); জামউল ফাওয়াইদ ৯৭।

স্পষ্ট কুফরের ক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়

[২১৮.] জুনাদা ইবনু আবী উমাইয়া বলেন, "উবাদা ইবনুস সামিত তখন অসুস্থ। সে-সময় আমরা তার কাছে গিয়ে বলি,

'আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দিন! আপনি নবি ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন এমন একটি হাদীস বলুন। এর বিনিময়ে আল্লাহ আপনার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করবেন।'

(এর পরিপ্রেক্ষিতে) তিনি বলেন, 'নবি ﷺ আমাদের ডাকলে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে শপথগ্রহণ করি। তিনি আমাদের কাছ থেকে যে শপথ নিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল—

» কষ্ট-দারিদ্র্য, সুখ-সচ্ছলতা, আনন্দ-অবসাদ, ন্যায্য-অধিকার-বঞ্চনা—সবসময় আমরা (নির্দেশনা) শুনব ও মানবো; এবং

» শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না[২]।

(নবি ﷺ বলেন,)

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ

"তবে তোমরা যদি (শাসকদের মধ্যে) স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও,[৩] যার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণ থাকে (তাহলে আনুগত্য করা যাবে না)।" ' "

বুখারি ৭০৫৫, ৭০৫৬; মুসলিম ৪৭৭১/৪২ (...); আহমাদ ৫/৩১৪ (২২৬৭৯), ৫/৩২১ (২২৭৩৫); জামিউল উসূল ৪৪; জামউল

---

[১] 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের কাছে শপথগ্রহণ প্রসঙ্গে' (বুখারি ৭২৭২)।

[২] وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ "যদি তোমার মনে হয়, (কর্তৃত্বের ব্যাপারে) তোমারও অধিকার আছে" (আহমাদ ২২৭৩৫)।

[৩] مَا لَمْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا "(আনুগত্য কোরো) যতক্ষণ-না সুস্পষ্ট কুফর দেখতে পাও" (আহমাদ ২২৬৭৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফাওয়াইদ ৯০।

ইমাম নববির ব্যাখ্যা

শাসক যদি কুফরে লিপ্ত হয়

“কাদি আইয়াদ বলেন, ‘শাসকের মধ্যে যদি কুফর দেখা যায়, তা হলে তার আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে; শাসক যদি নামাজ কায়েম রাখা ও নামাজের দিকে ডাকা—এসব কাজ ছেড়ে দেয়, সে-ক্ষেত্রেও তার আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে। অধিকাংশ আলিমের মতে, বিদআতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শাসকের মধ্যে যদি কুফর দেখা দেয়, সে যদি শরিয়তের কোনো বিধান পরিবর্তন করে ফেলে, অথবা কোনও বিদআত চালু করে, তা হলে সে শাসকের বিধান থেকে বেরিয়ে যাবে, তার আনুগত্য বাতিল হয়ে পড়বে, আর সামর্থ্য থাকলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ন্যায়পরায়ণ নেতা নিযুক্ত করা মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। ... সামর্থ্য না থাকলে, রুখে দাঁড়ানো ওয়াজিব হবে না, তবে মুসলিমদের উচিত হবে ওই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাওয়া—নিজের দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যাওয়া।’ ” [নববি, আল-মিনহাজ শারহু সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, খ. ১২, পৃ. ৪৩৩, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪৩৩ হি.।]

শাসক যদি কুফরে লিপ্ত না হয়ে, শুধু ফাসিকি, জুলুম ও অধিকার-বঞ্চনা—এসব অপরাধে লিপ্ত হয়

“আহলুস-সুন্নাহর অধিকাংশ ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুতাকাল্লিম বলেন, ‘ফাসিকি, জুলুম ও অধিকার-বঞ্চনা—এসবের ভিত্তিতে শাসক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না, তাকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না, আর এসবের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও জায়েয হবে না, বরং তাকে উপদেশ দেওয়া ও (পরকালীন) ভয়ভীতি দেখানো ওয়াজিব হবে।’ কাদি আইয়াদ বলেন, ‘আবু বকর ইবনু মুজাহিদের দাবি, এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে। তবে কোনও কোনও আলিম তার এ দাবি খণ্ডন করে দেখিয়েছেন—বানু উমাইয়ার বিরুদ্ধে হাসান রা., ইবনুয যুবাইর রা. ও মদীনাবাসীরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনিভাবে তাবিয়িদের একটি বিশাল দল ইবনুল আসআছের সঙ্গে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এ-মতের প্রবক্তার মতে “আমরা শাসকদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হব না” এটি ন্যায়পরায়ণ শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর অধিকাংশ আলিমের প্রমাণ হল—তারা নিছক ফাসিকির দরুন হাজ্জাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি, বরং এর কারণ ছিল হাজ্জাজ শরিয়তের বিধান পালটে ফেলেছিল এবং তার মধ্যে কুফর দেখা গিয়েছিল।’ ” [নববি, আল-মিনহাজ শারহু সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, খ. ১২, পৃ. ৪৩৩, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪৩৩ হি.।]

সাহাবিগণ যেসব বিষয়ে বাইআত নিয়েছেন

শির্ক, চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, অপবাদ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হওয়া

[২১৯.] [১]বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও আকাবার রাতের অন্যতম নকীব উবাদা ইবনুস সামিত রা.

---

[১] ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে’ [বুখারি ৩৮৯২]।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পাশে তখন একদল সাহাবি।[১] এমন সময়[২] তিনি বলেন:

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ

"[৩]তোমরা আমার কাছে এ মর্মে শপথ নাও যে,[৪]

» তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না;

» চুরি করবে না;

» ব্যভিচার করবে না;

» নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না;

» সন্তান সম্পর্কে কোনও অপবাদ রটাবে না;[৫] এবং

» ভালো কাজে অবাধ্য হবে না[৬]।

[৭]তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি এ ওয়াদা পূরণ করবে, তাকে প্রতিদান দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর।[৮] যে-ব্যক্তি এর কোনও একটি অপরাধ করবে, তাকে যদি দুনিয়ায় এজন্য পাকড়াও করা হয়,[৯] তাহলে সেটি হবে তার কাফ্ফারা বা গোনাহ-মাফের-মাধ্যম[১০];

আর যে-ব্যক্তি এর কোনও একটি অপরাধ করবে, এরপর যার অপরাধ আল্লাহ গোপন

---

[১] 'এক মজলিসে আমরা ছিলাম নবি ﷺ-এর কাছে' (বুখারি ৬৭৮৪)।

[২] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ যেভাবে মহিলাদের থেকে শপথ নিয়েছেন, সেভাবে আমাদের কাছ থেকেও ছয়টি বিষয়ে শপথ নিয়েছেন' (আহমাদ ২২৬৬৮; মুসলিম ১৭০৯)।

[৩] تَعَالَوْا "আসো" (বুখারি ৪৮৯৪)।

[৪] أَتُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ "তোমরা কি আমার কাছে এ মর্মে শপথ নেবে যে, ...?" (বুখারি ৪৮৯৪)।

[৫] (শপথের মধ্যে আরও ছিল:) وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَلَا نَنْتَهِبَ "আমরা এমন কাউকে হত্যা করব না, যার প্রাণহরণ আল্লাহ হারাম করেছেন; আর লুটতরাজ করব না" (বুখারি ৩৮৯৩; মুসলিম ১৭০৯)।

[৬] وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ "ভালো কাজে আমার অবাধ্য হবে না" (বুখারি ৪৮৯৪)।

[৭] 'এরপর নবি ﷺ নারী-সংক্রান্ত পুরো আয়াতটি (সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০:১২) পাঠ করেন' (বুখারি ৬৭৮৪)।

[৮] "এসব কথা মেনে চললে, আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের ওয়াদা; আর এসব (নিষিদ্ধ) কাজের কোনও একটি করে ফেললে, বিষয়টি আল্লাহ ফায়সালা করবেন।" (বুখারি ৩৮৯৩; মুসলিম ১৭০৯)।

[৯] وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ "আর তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি নির্ধারিত-শাস্তির কোনও অপরাধ করবে, এরপর তার ওপর যদি সেই শাস্তি কার্যকর হয়, সেটি হবে তার জন্য কাফ্ফারা বা গোনাহ-মাফের মাধ্যমস্বরূপ" (মুসলিম ৪৪৬১/৪১ (১৭০৯))।

[১০] وَطَهُورٌ "ও পরিচ্ছন্নতা-স্বরূপ" (বুখারি ৬৮০১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> রাখবেন, তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত থাকবে—তিনি চাইলে তাকে (পরকালে) শাস্তি দেবেন, আর চাইলে তাকে মাফ করে দেবেন।"

তখন আমরা[১] নবি ﷺ-এর কাছে এ মর্মে শপথ নিই।'

বুখারি ১৮, ৩৮৯২, ৩৮৯৩, ৩৯৯৯, ৪৮৯৪, ৬৭৮৪, ৬৮০১, ৬৮৭৩, ৭২১৩, ৭৪৬৮; মুসলিম ৪৪৬১/৪১ (১৭০৯), ৪৪৬২/৪২ (...), ৪৪৬৩/৪৩ (...), ৪৪৬৪/৪৪ (...); আহমাদ ৫/৩১৩ (২২৬৬৮), ৫/৩১৪ (২২৬৭৮), ৫/৩২০ (২২৭৩৩); তিরমিযি ১৪৩৯, ২৬২৫ (শেষাংশ); নাসাঈ ৪১৬১, ৪১৬২, ৪১৭৮, ৪২১০, ৫০০২; নাসাঈ, কুবরা ৭২৫২, ৭৭৩৬, ৭৭৮৭, ১১৫২৪; ইবনু মাজাহ ২৬০৩; দারিমি ২৪৮৪; হাকিম ২/৪৪৫ (৩৬৬৪); জামিউল উসূল ৪৩; জামউল ফাওয়াইদ ৮৭, ৮৮।

কালিমা, নামাজ, যাকাত, হজ, রোযা ও জিহাদ

[২২০.] ইবনুল খাসাসিয়্যা সাদূসি ؓ বলেন, 'শপথ-গ্রহণের জন্য আমি নবি ﷺ-এর কাছে এলে,[২] তিনি আমাকে এসব শর্ত দেন:

> شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَأَنْ أُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، وَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ
>
> "এ-মর্মে সাক্ষ্য (দেবো) যে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল;
>
> [৩]নামাজ কায়েম রাখব;
>
> যাকাত আদায় করব;
>
> ইসলামের নির্দেশিত হজ আদায় করব;
>
> রমজান মাসে রোযা রাখব; এবং
>
> আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব।"

তখন আমি বলি,

> "আল্লাহর রাসূল! শপথ আল্লাহর! জিহাদ ও যাকাত—এ দুটির সামর্থ্য আমার নেই। লোকজন বলছে—যে-ব্যক্তি (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পালায়, আল্লাহর ক্রোধ তাকে ঘিরে ফেলে। আমার ভয় হয়—যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলে আমার মনে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা জেগে ওঠবে। আর শপথ আল্লাহর! যাকাতের ব্যাপারে বলতে গেলে আমার কাছে কেবল একটি ছোট্ট ছাগল ও দশটি উষ্ট্রী আছে, যেগুলো দিয়ে আমার পরিবারের লোকজন স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন ও যাতায়াতের কাজ করে।"

এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন,

> فَلَا جِهَادَ وَلَا صَدَقَةَ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِذًا؟

---

[১] 'আমি' (বুখারি ৩৮৯২, ৬৮০১)।

[২] 'আমি বলি, "কোন কোন বিষয়ে আমি আপনার কাছে শপথ নেব?" ' (তাবারানি, কাবির ২/৪৫ (১২৩৩))।

[৩] الْخَمْسَ "পাঁচ ওয়াক্ত" (তাবারানি, কাবির ২/৪৪–৪৫ (১২৩৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"তুমি জিহাদও করতে পারবে না, যাকাতও দিতে পারবে না, তা হলে জান্নাতে যাবে কী দিয়ে?"[১]

আমি বলি, "আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে (এ সকল বিষয়ে) শপথগ্রহণ করব।" এরপর আমি নবি ﷺ-এর কাছে এসবের প্রত্যেকটির ব্যাপারে শপথগ্রহণ করি।'

আহমাদ ৫/২২৪ (২১৯৫২) বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ২/৪৪–৪৫ (১২৩৩), ২/৪৫ (১২৩৪); তাবারানি, আওসাত ১/৩১৫ (১১২৬); হাকিম ২/৭৯–৮০ (২৪২১), সহীহ; তারীখু বাগদাদ ১/১৯৫; তারীখু দিমাশক ১০/৩০৮–৩০৯ (২৫৭২, ২৫৭৩); উসদুল গবাহ ১/২৩০; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪২ (১১৯)।

তাকদীরের ভালো-মন্দ মেনে নেওয়া

[২২১.] জারীর رضي الله عنه বলেন, 'নবি ﷺ (নবি হিসেবে) প্রেরিত হওয়ার পর, আমি শপথগ্রহণের জন্য তাঁর কাছে আসি। (আমাকে দেখে) নবি ﷺ বলেন,

لِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا جَرِيرُ

"জারীর! কী উদ্দেশ্যে এসেছ?"

আমি বলি, "আপনার হাতে ইসলাম-গ্রহণের জন্য এসেছি।" তখন নবি ﷺ আমাকে আহ্বান জানিয়ে বলেন—

شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

"এ-মর্মে সাক্ষ্য দেবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর আমি আল্লাহর রাসূল;
ফরজ নামাজ কায়েম রাখবে;
ফরজ যাকাত আদায় করবে; এবং
তাকদীরের ভালো-মন্দকে মেনে নেবে।"

এরপর তিনি তাঁর জামা আমার দিকে নিক্ষেপ করেন। তারপর সাহাবিদের দিকে মুখ করে বলেন—

إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ، فَأَكْرِمُوهُ

"তোমাদের কাছে কোনও জনগোষ্ঠীর সম্মানিত ব্যক্তি এলে, তোমরা তাকে সম্মান কোরো।" '

তাবারানি, কাবীর ২/৩০৪ (২২৬৬), বর্ণনাকারী হুছাইন ইবনু উমরের দুর্বলতা ও মিথ্যাবাদিতার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে (হাইসামি), তবে শেষের মারফূ' অংশের একাধিক শাহিদ (অনুসমর্থক) হাদীস রয়েছে; মুসনাদুশ শিহাব ১/৪৪৪–৪৪৫ (৭৬২); হিলইয়া ৬/২০৫–২০৬; কানযুল উম্মাল ১৩/৩২৭ (৩৬৯২৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪২ (১১৮)।

---

[১] لَا صَدَقَةَ وَلَا جِهَادَ، تَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ "যাকাতও দেবে না, জিহাদও করবে না, অথচ তুমি জান্নাতে চলে যাবে?" (তাবারানি, কাবীর ২/৪৪–৪৫ (১২৩৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের কাছে কোনোকিছু না-চাওয়া

[২২২.] আউফ ইবনু মালিক আশজায়ি ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আমরা নয়/আট/সাতজন[১] ছিলাম। তখন নবি ﷺ বলেন, أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ "তোমরা কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে শপথ নেবে না?" আমরা মাত্র একটু আগে শপথ নিয়েছিলাম; তাই বলি, "আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার কাছে শপথ নিয়েছি!" নবি ﷺ বলেন, أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ "তোমরা কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে শপথ নেবে না?" আমরা বলি, "আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার কাছে শপথ নিয়েছি!" নবি ﷺ বলেন, أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ "তোমরা কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে শপথ নেবে না?" আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলি, "আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার কাছে শপথ নিয়েছি। এখন আপনার কাছে কোন বিষয়ে শপথ নেব?" নবি ﷺ বলেন,

أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وتصلوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْس وتسمعوا وَتُطِيعُوا

"(এ মর্মে শপথ নাও) যে,

» তোমরা আল্লাহর গোলামি করবে;

» তাঁর সঙ্গে কোনোকিছু শরীক করবে না,

» পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে,

» (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা) শুনবে ও মানবে এবং"

নবি ﷺ চুপিসারে বলেন

وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا

» "মানুষের কাছে কোনোকিছু চাইবে না।"

পরবর্তী সময়ে আমি ওই লোকদের কয়েকজনকে দেখেছি—তাদের কারও চাবুক পড়ে গেলে, তারা কাউকে তা তুলে দিতে বলেননি।'

মুসলিম ২৪০৩/১০৮ (১০৪৩); আহমাদ ৬/২৭ (২৩৯১৩); আবূ দাউদ ১৬৪২; নাসাঈ ৪৬০; নাসাঈ, কুবরা ৩১৬; ইবনু মাজাহ ২৮৬৭; জামিউল উসূল ৪৫; জামউল ফাওয়াইদ ৯১।

ঈমান, ইসলাম ও জিহাদ

[২২৩.] মুজাশি[২] ﵁ বলেন, '[৩]আমি ও আমার ভাই[৪] নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলি, "হিজরত করার ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে শপথ নিন।" তখন নবি ﷺ বলেন,

---

[১] 'অথবা ছয়জন' (আহমাদ ২৩৯১৩)।

[২] ইবনু মাসউদ সুলামি (মুসলিম ৪৮২৬/৮৩ (১৮৬৩))।

[৩] 'মক্কা-বিজয়ের পর' (মুসলিম ৪৮২৭/৮৪ (...))।

[৪] 'আবূ মা'বাদ' (বুখারি ৪৩০৭); 'মা'বাদ' (আহমাদ ১৫৮৪৮); 'মুজালিদ ইবনু মাসউদ' (আহমাদ ১৫৮৫০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا

"হিজরতকারীদের জন্য হিজরত শেষ হয়ে গিয়েছে[১]।"

আমি বলি, "(তা হলে) কোন কোন বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে শপথ নেবেন?" নবি ﷺ বলেন,

عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ

"ইসলাম [২]ও জিহাদের বিষয়ে।" '

বুখারি ২৯৬২, ২৯৬৩, ৩০৭৮, ৩০৭৯, ৪৩০৫, ৪৩০৬, ৪৩০৭, ৪৩০৮; মুসলিম ৪৮২৬/৮৩ (১৮৬৩), ৪৮২৭/৮৪ (...), ৪৮২৮ (...); আহমাদ ৩/৪৬৮ (১৫৮৪৭), ৩/৪৬৮ (১৫৮৪৮), ৩/৪৬৯ (১৫৮৪৯), ৩/৪৬৯ (১৫৮৫০), ৩/৪৬৯ (১৫৮৫১); জামিউল উসূল ৪৮।

নারীদের কাছ থেকে শপথ নেওয়ার ধরন

নারীদের কাছ থেকে শপথ নেওয়ার সময় নবি ﷺ তাদের স্পর্শ করেননি

[২২৪.] আয়িশা ؓ জানিয়েছেন, '[৩]নিচের আয়াতের ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ (নারীদের ঈমান) পরীক্ষা করতেন। (আল্লাহ তাআলা বলেন—)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"﴿হে নবি! মুমিন নারীরা যখন তোমার কাছে এসে এ মর্মে শপথ নিতে চায় যে—তারা

» আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করবে না,

» চুরি করবে না,

» ব্যভিচার করবে না,

» নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না,

» সন্তান সম্পর্কে অপবাদ রটাবে না, এবং

» ভালো কাজে তোমার অবাধ্য হবে না

—তখন তাদের কাছ থেকে শপথ নিয়ো এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো।

---

[১] ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا "হিজরতের যত মাহাত্ম্য, তা হিজরতকারীরা ইতোমধ্যে নিয়ে নিয়েছে" (বুখারি ৪৩০৫-৪৩০৬); لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ "মক্কা-বিজয়ের পর কোনও হিজরত নেই" (বুখারি ৩০৭৮-৩০৭৯); لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَيَكُونُ مِنَ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ "মক্কা-বিজয়ের পর কোনও হিজরত নেই, তবে নিষ্ঠার সঙ্গে (ইসলামের বিধিবিধানের) অনুসারী হওয়ার সুযোগ রয়েছে" (আহমাদ ১৫৮৪৭, ১৫৮৪৯)।

[২] وَالْإِيمَانِ "ঈমান" (বুখারি ৪৩০৫-৪৩০৬); وَالْخَيْرِ "কল্যাণ" (মুসলিম ৪৮২৬/৮৩ (১৮৬৩))।

[৩] 'যেসব নারী হিজরত করে আসত, তাদের ক্ষেত্রে' (বুখারি ৪১৮২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।﴿" (সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০:১২)

কোনও নারী এসব শর্ত মানতে রাজি হলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তার সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা করে তাকে বলে দিতেন—

قَدْ بَايَعْتُكِ

"[১]আমি তোমার শপথ নিয়ে নিয়েছি।"

শপথ আল্লাহর! শপথ নেওয়ার সময় নবি ﷺ-এর হাত কখনও কোনও নারীর হাত স্পর্শ করেনি।[২] তিনি কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে শপথ নিতেন।'

বুখারি ২৭১৩, ৪১৮২ (প্রথমাংশ), ৪৮৯১, ৫২৮৮, ৭২১৪; আহমাদ ২/২১৩ (৬৯৯৮), ৬/১১৪ (২৪৮২৯), ৬/১৫৩ (২৫১৯৮), ৬/২৭০ (২৬৩২৬); মুসলিম ৪৮৩৪/৮৮ (১৮৬৬), ৪৮৩৫/৮৯ (...); আবূ দাউদ ২৯৪১; তিরমিযি ৩৩০৬; ইবনু মাজাহ ২৮৭৫; জামিউল উসূল ৫১।

[২২৫.] উমাইনা বিনতু রুকাইকা ؓ বলেন, 'ইসলামের ব্যাপারে শপথ নেওয়ার জন্য, কয়েকজন আনসার মহিলার সঙ্গে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে যাই।[৩] সেখানে গিয়ে তারা বলেন,[৪]

نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কাছে এ মর্মে শপথ নিচ্ছি[৫]—

» আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছু শরীক করব না,

» চুরি করব না,

» ব্যভিচার করব না,

» আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না,

» সন্তান সম্পর্কে কোনও অপবাদ রটাব না এবং

» ভালো কাজে আপনার অবাধ্য হব না[৬]।"

এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

---

[১] انْطَلِقْنَ। "চলে যাও!" (বুখারি ৫২৮৮)।

[২] 'ব্যতিক্রম ছিল কেবল তাঁর অধীনস্থ কোনও নারী' (বুখারি ৭২১৪)।

[৩] 'তখন নবি ﷺ আমাদের কাছ থেকে সেসব বিষয়ে শপথ নেন, যেসব বিষয়ে শপথ নেওয়ার কথা কুরআনে (সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০:১২) বলা হয়েছে।' (আহমাদ ২৭০০১)।

[৪] "আমরা বলি" (আহমাদ ২৭০০৮)।

[৫] "এ মর্মে শপথ নিতে এসেছি" (আহমাদ ২৭০০৭)।

[৬] '(নবি ﷺ বলেন) وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى "বিলাপ করবে না; এবং প্রথম জাহিলি যুগের মতো প্রদর্শনী করে বেড়াবে না" (আহমাদ ১৮৫০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ

"তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যে যেটুকু কুলাবে (ততটুকু করবে)।"

তখন তারা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের চেয়ে বেশি দয়াবান! হে আল্লাহর রাসূল! আসুন, আমরা আপনার কাছে (হাত ধরে)[১] শপথ নিই।" নবি ﷺ বলেন,

إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

"[২]আমি মহিলাদের সঙ্গে হাত মেলাই না। আমি একজন মহিলাকে যেভাবে (হাত না ধরে, শপথবাক্য) বলে দিই, এক শ মহিলাকেও সেভাবে বলি।" [৩]'

মালিক ১৯০০; আহমাদ ২/১৯৬ (৬৮৫০), ৬/৩৫৭ (২৭০০৬), ৬/৩৫৭ (২৭০০৭), ৬/৩৫৭ (২৭০০৮), ৬/৩৫৭ (২৭০০৯), ৬/৩৫৭ (২৭০১০); তিরমিযি ১৫৯৭; নাসাঈ ৪১৮১, ৪১৯০; নাসাঈ, কুবরা ৭৭৫৬, ৭৭৬৫; ইবনু মাজাহ্ ২৮৭৪; জামিউল উসূল ৪৬; জামউল ফাওয়াইদ ৯২।

মুহাজির নারীদের বাইআত নেওয়ার সময় যা বলতে হতো

[২২৬.] ইবনু আব্বাস ؓ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'নবি ﷺ কীভাবে মহিলাদের (ঈমান) পরীক্ষা[৪] করতেন?' তিনি বলেন,

"কোনও মহিলা ইসলাম গ্রহণের জন্য নবি ﷺ-এর কাছে এলে, তিনি তাকে বলতেন—

» সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে বলে—সে তার স্বামীর প্রতি বিদ্বেষবশত বেরিয়ে আসেনি,

» আল্লাহর নামে শপথ করে বলে—সে কোনও দীনার কামানোর জন্য বেরিয়ে আসেনি,

» আল্লাহর নামে শপথ করে বলে—সে নিছক একদেশে থাকতে ভালো লাগে না বিধায় আরেক দেশে আসেনি,[৫] এবং

» সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে বলে—সে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় বেরিয়ে এসেছে।"

তাবারানি, কাবীর ১২/১২৭ (১২৬৬৮), একজন বর্ণনাকারী শু'বা ও সাওরির মতে বিশ্বস্ত, অন্যদের মতে দুর্বল (মাজমাউয যাওয়াইদ ৬/৪০); জামউল ফাওয়াইদ ৯৫।

---

[১] "অর্থাৎ, আমাদের সঙ্গে মুসাফাহা (করমর্দন) করুন" (তিরমিযি ১৫৯৭); 'আমরা বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করবেন না?" ' (আহমাদ ২৭০০৯)।

[২] اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ "যাও! আমি তোমাদের শপথ নিয়ে নিয়েছি" (আহমাদ ২৭০০৭)।

[৩] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের কোনও মহিলার সঙ্গে মুসাফাহা করেননি' (আহমাদ ২৭০০৭)।

[৪] মুমিন মহিলারা হিজরত করে এলে, কুরআনের সূরা আল-মুমতাহিনায় (৬০:১২) তাদের ঈমানের পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

[৫] অর্থাৎ শুধু ভ্রমণের উদ্দেশে আসেনি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাবালকের শপথ

নবি ﷺ নাবালকের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নেননি

[২২৭.] হিরমাস ইবনু যিয়াদ ؓ বলেন, 'আমার কাছ থেকে শপথ নেওয়ার জন্য, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিই। তখন আমি ছিলাম নাবালক। ফলে নবি ﷺ আমার কাছ থেকে শপথ নেননি।'

নাসাঈ ৪১৮৩, হাসান; নাসাঈ, কুবরা ৭৭৫৮, ৮৬৬৪; জামিউল উসূল ৪৯; জামউল ফাওয়াইদ ৯৩।

[২২৮.] যুহরা ইবনু মা'বাদ তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম ؓ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবি ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তাঁর মা যাইনাব বিনতু হুমাইদ ؓ তাকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলেন, "আল্লাহর রাসূল! তার কাছ থেকে শপথ নিন।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, هُوَ صَغِيرٌ "সে ছোটো।" এরপর নবি ﷺ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন[১]।'

বুখারি ২৯৪২, ২৫০১, ২৫০২ (প্রথমাংশ), ৭২১০; আবূ দাউদ ২৯৪২; আহমাদ ৪/২৩৩ (১৮০৪৬); জামিউল উসূল ৫০।

নাবালকের শপথের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম

[২২৯.] মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনিল হুসাইন ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার—এর কাছ থেকে শপথ নিয়েছিলেন। তখন তারা ছিলেন ছোটো, নাবালক। নবি ﷺ আমাদের (পিতৃপুরুষ) ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে নাবালক অবস্থায় শপথ নেননি।'

তাবারানি, কাবীর ৩/১২২-১২৩ (২৮৪৩), মুরসাল, তবে বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (মাজমাউয যাওয়াইদ ৯৮৭৫); জামউল ফাওয়াইদ ৯৪।

হুদাইবিয়ার দিন শপথগ্রহণ

[২৩০.] ইবনু উমর ؓ থেকে বর্ণিত, 'হুদাইবিয়ার দিন সাহাবিগণ ছিলেন নবি ﷺ-এর সঙ্গে। তারা গাছের ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। হঠাৎ নজরে পড়ে—তারা নবি ﷺ-এর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তখন উমর ؓ বলেন, "আবদুল্লাহ! সাহাবিরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চারপাশে জড়ো হয়েছেন; দেখো তো তারা কী করছেন?" তিনি গিয়ে দেখেন তারা শপথগ্রহণ করছেন। তিনি শপথগ্রহণ করে ফিরে এলে, উমর ؓ গিয়ে শপথগ্রহণ করেন।'

বুখারি ৪১৮৭; জামউল ফাওয়াইদ ৯৬।

---

[১] 'এবং তার জন্য দুআ করেন। আর নবি ﷺ তাঁর পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে একটি ভেড়া কুরবানি করতেন।' (বুখারি ৭২১০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিদায় হজের ভাষণ

[২৩১.] সুলাইমান ইবনু আমর ﷺ বলেন, 'আমার পিতা (আমর ইবনুল আহ্ওয়াস) আমাকে বলেছেন, বিদায় হজে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। নবি ﷺ আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করে (লোকদের) কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন এবং (তাদের) উপদেশ দেন। এরপর তিনি বলেন,

أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ

"কোন দিনটি অধিক সম্মানিত? কোন দিনটি অধিক সম্মানিত? কোন দিনটি অধিক সম্মানিত?"

সাহাবিগণ বলেন, "আল্লাহর রাসূল! মহান হজের দিন।" নবি ﷺ বলেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ؛ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

» "তাহলে তোমাদের এ মাসে এ শহরে এ দিনটি যেভাবে সম্মানিত, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের জান-মাল-সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত।

» সাবধান! অপরাধের দায়ভার কেবল অপরাধীর ওপর বর্তাবে; পিতার অপরাধের দায়ভার সন্তানের ওপর চাপানো যাবে না, আর সন্তানের অপরাধের দায়ভারও পিতার ওপর চাপানো যাবে না।

» মনে রেখো, মুসলিম মুসলিমের ভাই; সুতরাং কোনও মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের কোনোকিছু (নেওয়া) বৈধ নয়, যতক্ষণ-না সে খুশিমনে তা দিচ্ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» সাবধান! জাহিলি যুগের প্রত্যেকটি সুদি লেনদেন বাতিল ঘোষণা করা হলো, (তবে) তোমরা তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে—তোমরা জুলুম করবে না, তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না; তবে আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের সুদি লেনদেন এর ব্যতিক্রম—তার পুরো লেনদেনই বাতিল ঘোষণা করা হলো।

» মনে রেখো, জাহিলি-যুগে-সংঘটিত প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ বাতিল ঘোষণা করা হলো, জাহিলি-যুগে-সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধগুলোর মধ্যে আমি সর্বপ্রথম যেটি বাতিল ঘোষণা করছি তা হলো হারিস ইবনুল আব্দিল মুত্তালিব হত্যার প্রতিশোধ।

হারিস ছোটোবেলায় বানূ লাইস গোত্রে লালিতপালিত হন, পরে হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করে।

» সাবধান! মহিলাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হও, কারণ তারা তোমাদের কাছে অসহায়। দায়িত্বশীলের কর্তৃত্ব ছাড়া তাদের ওপর তোমাদের কোনও কর্তৃত্ব নেই। তবে তারা যদি স্পষ্ট অন্যায়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তা আলাদা ব্যাপার—তারা যদি (স্পষ্ট অন্যায়ে) লিপ্ত হয়, তাহলে বিছানায় তাদের ত্যাগ করো আর প্রহার করো, তবে নিষ্ঠুরভাবে নয়। এরপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে যেয়ো না।

» মনে রেখো, তোমাদের নারীদের ওপর তোমাদের অধিকার আছে, আর তোমাদের ওপর তোমাদের নারীদের অধিকার আছে। তোমাদের নারীদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো—তারা ব্যভিচার করবে না এবং তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে তোমাদের ঘরে ঢুকার অনুমতি দেবে না। মনে রেখো, তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো—তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবার-দাবারে তোমরা মহত্ত্বের পরিচয় দেবে।" '

তিরমিযি ৩০৮৭, হাসান সহীহ, ১১৬৩; আহমাদ ২/২২৬ (৭১০৭), ৩/৪২৬ (১৫৫০৭), ৩/৪৯৮–৪৯৯ (১৬০৬৪); নাসাঈ, কুবরা ৯১২৪; ইবনু মাজাহ ১৮৫১; জামিউল উসূল ৫২ (১ম বর্ণনা); জামিউল ফাওয়াইদ ৯৮।

মক্কায় ছোটোখাটো বিষয়ে শয়তানের আনুগত্য-প্রসঙ্গ

[২৩২] আমর ইবনুল আহ্ওয়াস ﵁ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'বিদায় হজের সময় আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে লোকদের উদ্দেশে বলতে শুনেছি,

أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ، أَبَدًا، وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ

"… মনে রেখো, শয়তান এ-মর্মে হতাশ হয়ে গিয়েছে যে, তোমাদের এ শহরে আর কখনও তার গোলামি করা হবে না। তবে অচিরেই তোমাদের এমন কিছু কাজে সে আনুগত্য পাবে, যা তোমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে। আর সে তাতেই খুশি হবে।" '

তিরমিযি ২১৫৯, হাসান সহীহ; নাসাঈ, কুবরা ৪০৮৫; ইবনু মাজাহ ৩০৫৫; জামিউল উসূল ৫২ (২য় বর্ণনা); জামিউল ফাওয়াইদ ৯৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ

[২৩৩.] আবূ বাকরা ﷺ থেকে বর্ণিত, '[১]নবি ﷺ বলেন,

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"সময় আবর্তিত হয়ে মূল অবস্থায় ফিরে এসেছে, যেমনটি ছিল মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময়[২]—বছরে বারো মাস, এর মধ্যে চার মাস মহিমান্বিত ও নিষিদ্ধ। (মাস চারটি হলো) পরপর তিন মাস—যুল কা'দা, যুল হিজ্জা ও মুহাররম এবং মুদার গোত্রের অনুসৃত রজব,[৩] যার অবস্থান জুমাদা (আস-সানি) ও শা'বান মাসের মাঝখানে।"

(এরপর নবি ﷺ জিজ্ঞেস করেন,) أَيُّ شَهْرٍ هَذَا "এটি কোন মাস?" আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তাতে আমাদের মনে হলো, তিনি এ মাসের নাম পালটে অন্য নাম রাখতে যাচ্ছেন। এরপর তিনি বলেন, أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ "এটি কি যুল হিজ্জাহ্ মাস নয়?" আমরা বলি, "অবশ্যই।"

নবি ﷺ জিজ্ঞেস করেন, أَيُّ بَلَدٍ هَذَا "এটি কোন শহর?" আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তাতে আমাদের মনে হলো, তিনি এ শহরের নাম পালটে অন্য নাম রাখতে যাচ্ছেন। এরপর তিনি বলেন, أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ "এটি কি সম্মানিত শহরটি নয়?" আমরা বলি, "অবশ্যই।"

নবি ﷺ জিজ্ঞেস করেন, فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا "আজ কোন দিন?" আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তাতে আমাদের মনে হলো, তিনি এ দিনের নাম পালটে অন্য নাম রাখতে যাচ্ছেন। এরপর তিনি বলেন, أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ "আজ কি কুরবানির দিন নয়?" আমরা বলি, "অবশ্যই।"

এরপর নবি ﷺ বলেন,[৪]

---

[১] '(বিদায় হজের সময়) নবি ﷺ ইয়াওমুন নাহ্র বা কুরবানির দিন আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ওই ভাষণে তিনি বলেন, ...' (বুখারি ১৭৪১); 'সেদিন নবি ﷺ একটি উটের ওপর আরোহণ করেন। একব্যক্তি সেই উটের লাগাম অথবা নাকের দড়ি ধরে রাখেন। এরপর নবি ﷺ বলেন, ...' (মুসলিম ১৬৭৯); নবি ﷺ বিদায় হজের দিন বলেন, يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ "জারীর! লোকদের চুপ করতে বলো।" এরপর তিনি ভাষণে বলেন, ...' (বুখারি ১২১)।

[২] জাহিলি যুগের মুশরিকরা নিষিদ্ধ মাসের বাধ্যবাধকতা এড়ানোর জন্য নিজেদের ইচ্ছেমতো মাস-গণনায় রদবদল করে নিত। এখানে নবি ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন, এখন তাঁরা যে মাস ও দিনে অবস্থান করছেন, সেটি প্রকৃত সময়, এতে কাফিরদের রদবদলের ছোঁয়া নেই। (জামিউল উসূল ১/১৮০–১৮১)।

[৩] মুদার গোত্র যথাযথভাবে এ মাসের সম্মান বজায় রাখত এবং খেয়ালখুশি মতো আগপাছ করত না; তাই এ মাসটির সঙ্গে মুদার গোত্রকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে (জামিউল উসূল ১/১৮১)।

[৪] أَلَا إِنَّ أَحْرَمَ الْأَيَّامِ يَوْمُكُمْ هَذَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الْبَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَا أَلَا "সবচেয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ

"তোমাদের এ মাসে এ শহরে এ দিনটি যেভাবে সম্মানিত, ঠিক তেমনিভাবে[১] তোমাদের জান-মাল-সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত।

তোমরা অচিরেই তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তখন তিনি তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

অতএব সাবধান! আমার (ইন্তেকালের) পর পথভ্রষ্ট[২] হয়ে তোমরা পরস্পরের গর্দানে আঘাত কোরো না।

মনে রেখো, [৩]যারা উপস্থিত আছে, তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়; কারণ, যাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে, তাদের কেউ কেউ (এখানকার) কোনও কোনও শ্রোতার চেয়ে এটি ভালো বুঝতে[৪] পারে[৫]।"

মুহাম্মাদ (ইবনু সীরীন) এ (শেষোক্ত) কথাটি কখনও উল্লেখ করলে বলতেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ সত্য বলেছেন!'[৬] এরপর নবি ﷺ দু'বার বলেন,

أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

"ওহে! আমি কি বার্তা[৭] পৌঁছে দিয়েছি?"[৮] '

সম্মানিত দিন হলো তোমাদের এ দিনটি, সবচেয়ে সম্মানিত মাস হলো তোমাদের এ মাসটি, সবচেয়ে সম্মানিত শহর হলো তোমাদের এ শহরটি। মনে রেখো ..." (আহমাদ ১১৭৬২)।

[১] إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ "তোমাদের রবের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হওয়ার আগ পর্যন্ত" (বুখারি ১৭৪১)।

[২] كُفَّارًا "কাফির" (বুখারি ১৭৪১)।

[৩] مِنْكُمْ "তোমাদের মধ্যে" (বুখারি ১০৫)।

[৪] মূলে রয়েছে أَوْعَى শব্দ, যা বুদ্ধিমান, সমঝদার ও সংরক্ষক অর্থে ব্যবহৃত হয় (মাকায়ীসুল লুগাহ)।

[৫] فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ "কারণ, উপস্থিত ব্যক্তি এমন কারও কাছে পৌঁছে দিতে পারে, যে-কিনা এটি তার চেয়ে ভালো বুঝবে" (বুখারি ৬৭; আহমাদ ২০৩৮৭); فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ "যাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, তাদের কেউ কেউ শ্রোতার চেয়ে ভালো বোঝে" (বুখারি ১৭৪১; আহমাদ ২০৪৯৮)।

[৬] 'বাস্তবে তা-ই হয়েছে' (বুখারি ৭০৭৮); 'যাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তাদের কেউ কেউ (আগের) শ্রোতার চেয়ে অধিক সমঝদার ছিলেন' (আহমাদ ২০৩৮৬)।

[৭] আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-এর কাছে যা কিছু নাযিল করেছেন, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নবি ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। (সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৬৭) তাই জীবনের শেষপ্রান্তে এসে নবি ﷺ সাহাবিদের এ প্রশ্ন করেছিলেন।

[৮] 'সাহাবিগণ বলেন, "হ্যাঁ!" নবি ﷺ তিনবার বলেন, اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।" ' (বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুখারি ৪৪০৬, ৬৭, ১০৫, ১২১, ১৭৩৯, ১৭৪১, ১৭৪২, ৩১৯৭, ৪৪০৩, ৪৪০৫, ৪৬৬২, ৫৫৫০, ৬০৪৩, ৬১৬৬, ৬৭৮৫, ৬৮৬৮, ৬৮৬৯, ৭০৭৭, ৭০৭৮, ৭০৭৯, ৭০৮০, ৭৪৪৭; মুসলিম ২২৩/১১৮ (৬৫), ২২৪/১১৯ (৬৬), ২২৫/১২০ (...), ২২৬ (...), ৪৩৮৩/২৯ (১৬৭৯), ৪৩৮৪/৩০ (...), ৪৩৮৫ (...), ৪৩৮৬/৩১ (...); আহমাদ ১/২৩০ (২০৩৬), ১/৪০২ (৩৮১৫), ২/৮৫ (৫৫৭৮), ৩/৮০ (১১৭৬২), ৩/৮০ (১১৭৬৩), ৪/৩৫৮ (১৯১৬৭), ৪/৩৬৩ (১৯২১৭), ৪/৩৬৬ (১৯২৫৯), ৪/৩৬৬ (১৯২৬০), ৫/৩৭ (২০৩৮৬), ৫/৩৭ (২০৩৮৭), ৫/৩৯ (২০৪০৭), ৫/৪৯ (২০৪৯৮); আবু দাউদ ১৯৪৭, ৪৬৮৬; নাসায়ি ৪১২৫, ৪১২৬, ৪১২৭, ৪১২৮, ৪১২৯, ৪১৩০, ৪১৩১, ৪১৩২; নাসায়ি, কুবরা ৩৫৭৭, ৩৫৭৮, ৩৫৭৯, ৩৫৮০, ৩৫৮১, ৩৫৮২, ৩৫৮৩, ৩৫৮৪; ইবনু মাজাহ ২৩৩, ৩৯৪৩; দারিমি ১৯৪০; জামিউল উসুল ৫৩, ৫৪, ৫৫; জামউল ফাওয়াইদ ১০০।

৪৪০৩); 'এরপর নবি ﷺ অগ্রসর হয়ে বিচিত্র দাগবিশিষ্ট সাদা-কালো রঙের দুটি ভেড়া জবাই করেন এবং একপাল ছাগল আমাদের মধ্যে বণ্টন করেন।' (মুসলিম ৪৩৮৩/২৯ (১৬৭৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বীন মেনে চলার কিছু নিয়মকানুন

আল্লাহর কাছে যে ধরনের দ্বীন অধিক পছন্দের

সত্য ও উদার দ্বীন

[২৩৪.] ইবনু আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন দ্বীন[১] আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়?" নবি ﷺ বলেন, الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ "[২]সত্য ও উদার[৩] দ্বীন।" '

আহমাদ ১/২৩৬ (২১০৭), সহীহ লি-গাইরিহী (আরনাউত); বুখারি ৩৯ নং হাদীসের আগে; তাবারানি, কাবীর ১১/২২৭ (১১৫৭১), ১১/২২৭ (১১৫৭২); তাবারানি, আওসাত ১/২৮৫–২৮৬ (১০০৬), ৫/২৮৬ (৭৩৫১); বাযযার (কাশফুল আসতার) ১/৫৮ (৭৭), ১/৫৮–৫৯ (৭৮); বুখারি, মুফরাদ ২৮৭; আবদ ইবনু হুমাইদ ৫৬৯; কানযুল উম্মাল ১/৭৩ (২৮৯, ২৯০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬০ (২০৪), ১/৬০ (২০৬, ২০৭); জামিউল ফাওয়াইদ ১১৪; আলবানি, আস-সহীহা ৮৮১।

যে দ্বীনদারি অধিক স্থায়ী

[২৩৫.] আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমার কাছে বানূ আসাদের এক মহিলা[৪] ছিল। এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার ঘরে ঢুকে বলেন, مَنْ هٰذِهِ "এ মহিলা কে?" আমি বলি, "অমুক। [৫]সে রাতে ঘুমায় না।[৬]" এরপর তার (রাতব্যাপী) নামাজ আদায়ের কথা উল্লেখ করা হলে নবি ﷺ বলেন,

مَـهْ، عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُوْنَ مِنَ الْأَعْمَـالِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا

"[৭]না, এমন করা উচিত নয়। তোমাদের উচিত এমন আমল করা, যা তোমরা (চালু রাখতে) পারবে, কারণ তোমরা ক্লান্ত হওয়ার আগ-পর্যন্ত আল্লাহ ক্লান্ত হন না[৮]।" '

বুখারি ১১৫১, ৪৩; মুসলিম ১৮৩৩/২২০ (৭৮৫), ১৮৩৪/২২১ (...); নাসাঈ ১৬৪২, ৫০৫৩; নাসাঈ, কুবরা ১৩০৯; ইবনু মাজাহ ৪২৩৮; আহমাদ ৬/৫১ (২৪২৪৫), ৬/২৪৭ (২৬০৯৫); বাইহাকি, কুবরা ৩/১৭ (৪৭৯৯); জামিউল উসূল ৯৪; জামউল ফাওয়াইদ ১৮০।

---

[১] أَيُّ الْإِسْلَامِ "ইসলামের কোন দিকটি" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৮ (৭৭))।

[২] إِنَّ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَى اللّٰهِ "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় দ্বীন হলো—" (তাবারানি, আওসাত ৭৩৫১)।

[৩] এ দ্বীনের সারকথা হলো, নিঃসংকোচে আল্লাহর সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৩১)।

[৪] 'হাওলা বিনতু তুওয়াইত ইবনি হাবীব ইবনি আসাদ ইবনি আবদিল উযযা' (মুসলিম ১৮৩৩/২২০ (৭৮৫))।

[৫] "যার ব্যাপারে লোকজনের দাবি," (মুসলিম ১৮৩৩/২২০ (৭৮৫))।

[৬] "নামাজে মশগুল থাকে।" (মুসলিম ১৮৩৪/২২১ (...))।

[৭] لَا تَنَامُ اللَّيْلَ؛ "সে রাতে ঘুমায় না!" (মুসলিম ১৮৩৩/২২০ (৭৮৫)); وَلِمَ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ؟ "রাতে ঘুমায় না কেন?" (বাইহাকি, কুবরা ৩/১৭ (৪৭৯৯))।

[৮] فَوَاللّٰهِ لَا يَسْأَمُ اللّٰهُ حَتّٰى تَسْأَمُوْا "শপথ আল্লাহর! তোমাদের মধ্যে অনীহা জাগার আগ-পর্যন্ত, আল্লাহর মধ্যে অনীহা জাগে না" (মুসলিম ১৮৩৩/২২০ (৭৮৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বীনের কিছু মৌলিক বিষয়

[২৩৬.] কাসীর ইবনু আব্দিল্লাহ মুযানি তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে দ্বীনের বারোটি মৌলিক বিষয় আয়ত্ত করেছি।'

তাবারানি, কাবীর ১৭/২৩ (৩২), বর্ণনাকারী কাসীর ইবনু আব্দিল্লাহ ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৫ (৯৭)।

[২৩৭.] আনাস ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لَوْحًا مِنْ زَبَرْجَدٍ خَضِرًا جَعَلَهُ تَحْتَ الْعَرْشِ كَتَبَ فِيْهِ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ خَلَقْتُ بِضْعَةَ عَشَرَةَ وَثَلٰثَمِائَةِ خُلُقٍ مَنْ جَاءَ بِخُلُقٍ مِنْهَا مَعَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ

"আল্লাহ তাআলার[১] একটি সবুজ রঙের হীরকখণ্ড আছে, যা তিনি আরশের নিচে রেখেছেন; তাতে তিনি লিখে রেখেছেন—

» আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, সবচেয়ে বেশি করুণাময়।

» আমি তিনশ দশটির অধিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছি[২]।

» যে-ব্যক্তি সেগুলোর যে-কোনও একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে, আর সঙ্গে এ সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ (ইবাদাত-লাভের অধিকারী) নেই—তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।" '

তাবারানি, আওসাত ১/৩০৭ (১০৯৩), ইবনু হিব্বানের মতে বর্ণনাকারী আবু যিলাল কাসমালি 'বিশ্বস্ত', অধিকাংশের মতে 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); আবদ ইবনু হুমাইদ ১৬৮; আবু ইয়া'লা ২/৪৮৪ (১৩১৪), ইসনাদে আবদুল্লাহ ইবনু রাশিদ ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); বাইহাকি, শুআব ৬/৩৬৫ (৮৫৪৭), ৬/৩৬৭ (৮৫৫১); আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/৫৬ (২৮৬৪); কানযুল উম্মাল ১/৩৯ (৮০), ১/৩৯ (৮২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৬ (৯৮), ১/৩৬ (১০১); জামিউল কাওয়াইদ ৬৩।

[২৩৮.] উবাইদ ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

الْإِيْمَانُ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَثَلَاثُوْنَ شَرِيْعَةً، مَنْ وَافَى بِشَرِيْعَةٍ مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"ঈমান[৩] হলো তিনশ তিরিশটি বিধান(-এর সমষ্টি); যে-ব্যক্তি সেসব বিধানের যে-কোনও একটি পরিপূর্ণভাবে পালন করে, সে জান্নাতে যাবে।" '

তাবারানি, আওসাত ৫/২৭৪ (৭৩১০), ঈসা ইবনু সিনান কারও কারও কাছে বিশ্বস্ত, আবার অধিকাংশের মতে দুর্বল, আরেকজনের জীবনবৃত্তান্ত

---

[১] إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ "করুণাময়ের সামনে" (আবু ইয়া'লা ২/৪৮৪ (১৩১৪))।

[২] فِيْهِ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَخَمْسَ عَشَرَةَ شَرِيْعَةً يَقُوْلُ الرَّحْمٰنُ : وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا يَأْتِيْ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِيْ لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا، فِيْهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ "তাতে (অর্থাৎ ওই হীরকখণ্ডে) তিনশ পনেরোটি বিধান আছে। করুণাময় (আল্লাহ) বলেন—আমার শক্তিমত্তা ও মহানুভবতার শপথ! আমার কোনও দাস যদি আমার সঙ্গে শিরক না করে সেসব বিধানের যে-কোনও একটি নিয়ে আসে, সে নিশ্চিত জান্নাতে যাবে।" (আবু ইয়া'লা ২/৪৮৪ (১৩১৪))।

[৩] "ইসলাম" (তাবারানি, আওসাত ৮৭০৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অজানা (হাইসামি); বাইহাকি, শুআব ৬/৩৬৬ (৮৫৪৮), ৬/৩৬৬ (৮৫৪৯); উসদুল গাবাহ্ ৩/৫৪৩; আল-ইসাবা ৬/৩৬৯; কানযুল উম্মাল ১/৩৯ (৮৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৬ (৯৯), ১/৩৬ (১০২), ১/৩৬ (১০৩)।

[২৩৯.] উসমান ইবনু আফ্ফান ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ لِلهِ مِئَةً وَسَبْعَةَ عَشَرَ شَرِيعَةً مَنْ وَافَاهُ بِخُلُقٍ مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"আল্লাহ তাআলার একশ সতেরোটি বৈশিষ্ট্য[১] আছে; কেউ সেগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর কাছে গেলে, সে জান্নাতে যাবে।" '

বাযযার (কাশফ) ১/২৮ (৩৬), একজন বর্ণনাকারী 'শক্তিশালী' নয়, আরেকজনের পরিচয় অজ্ঞাত (বাযযার); বাইহাকি, শুআব ৬/৩৬৬-৩৬৭ (৮৫৫০); কানযুল উম্মাল ১/৩৫ (৫৫), ১/৩৯ (৭৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৬ (১০০)।

[২৪০.] ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

الإِسْلَامُ عَشْرَةُ أَسْهُمٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَهِيَ الْمِلَّةُ وَالثَّانِيَةُ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْفِطْرَةُ وَالثَّالِثَةُ الزَّكَاةُ وَهِيَ الطَّهُورُ وَالرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَهِيَ الْجُنَّةُ وَالْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَهِيَ الشَّرِيعَةُ وَالسَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَهِيَ الْغَزْوَةُ وَالسَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ الْوَفَاءُ وَالثَّامِنَةُ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهِيَ الْحُجَّةُ وَالتَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَهِيَ الْأُلْفَةُ وَالْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَهِيَ الْعِصْمَةُ

"ইসলামের দশটি ভাগ বা অংশ আছে; ব্যর্থ সে, যার মধ্যে (সেগুলোর) একটি ভাগও নেই[২]:

» এ-মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ (ইবাদাত-লাভের অধিকারী) নেই—আর এটিই হলো আসল দ্বীন;
» নামাজ—এটি (মানুষের) সহজাত প্রকৃতি;
» যাকাত—এটি পরিচ্ছন্নতা-দানকারী;
» রোযা—এটি ঢালস্বরূপ;
» হজ—এটি শারীআ;
» জিহাদ—এটি হলো বন্ধন বা অবলম্বন;
» ভালো কাজের আদেশ—এটি হলো (আল্লাহর দেওয়া) দায়িত্ব পালন;
» খারাপ কাজে নিষেধাজ্ঞা—এটি হলো অকাট্য প্রমাণ;

---

[১] মূলে ব্যবহৃত হয়েছে 'শারীআ' শব্দ, আবূ ইয়া'লার একটি ভাষ্যে 'শারীআ'র জায়গায় 'খুলুক' শব্দ রয়েছে (হাইসামি)।

[২] اَلْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ : اَلْإِسْلَامُ سَهْمٌ، وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ، وَالصِّيَامُ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ "ইসলামের অংশ আটটি: ইসলাম বা আত্মসমর্পণ একটি অংশ, নামাজ একটি অংশ, যাকাত একটি অংশ, (কা'বা)ঘরের হজ একটি অংশ, রোযা একটি অংশ, ভালো কাজের আদেশ একটি অংশ, খারাপ কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ একটি অংশ, এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ একটি অংশ। নিশ্চিত ব্যর্থ সে, (এগুলোতে) যার কোনও অংশ নেই।" (বাযযার ১/১৭০ (৩৩৭), আবূ ইয়া'লা ১/৪০০ (৫২৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» সঙ্ঘবদ্ধ থাকা—এটি হলো পারস্পরিক সৌহার্দ-সৃষ্টিকারী; এবং

» আনুগত্য—আর এটি হলো রক্ষাকবচ।" '

তাবারানি, আওসাত ৬/৩২–৩৩ (৭৮৯৩), ইসনাদে হামিদ ইবনু আদম আছেন, হাদীস জাল করার ব্যাপারে যার পরিচিতি রয়েছে (হাইসামি); বাযযার ৭/৩৩০ (২৯২৭), ৭/৩৩০–৩৩১ (২৯২৮); বাযযার (কাশফ) ১/১৭০ (৩৩৬), ১/১৭০ (৩৩৭), ১/৪১৫ (৮৭৫), আহমাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসের মতে বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনু আতা বিশ্বস্ত, আরেকদলের মতে ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); তায়ালিসি ৪১৩; আবু ইয়া'লা ১/৪০০ (৫২৩); তাবারানি, কাবীর ১১/৩৪৪ (১১৯৫৮); বাইহাকি, শুআব ৬/৯৪ (৭৫৮৫), ৬/৯৪ (৭৫৮৬); আত-তারগীব ১/৫১৮–৫১৯; কানযুল উম্মাল ১/৩০ (৩২), ১/৩৩ (৪৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৭ (১০৫), ১/৩৭–৩৮ (১০৯), ১/৩৮ (১১০, ১১১)।

[২৪১.] বালকাইনের একব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ ওয়াদিল কুরা'য়[১] অবস্থানকালে আমি তাঁর কাছে এসে বলি[২]—

"আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কোন কোন কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে?"

নবি ﷺ বলেন—

أُمِرْتُ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ

"আমাকে এ-মর্মে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে,

» তোমরা আল্লাহর গোলামি করবে, তাঁর সঙ্গে কোনও শির্ক করবে না;

» নামাজ কায়েম রাখবে; এবং

» যাকাত দেবে।[৩]"

আমি বলি, "আল্লাহর রাসূল! এ লোকগুলো কারা[৪]?" তিনি বলেন—

الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ

"গজবপ্রাপ্ত লোকজন।" অর্থাৎ ইহুদি।

এরপর জানতে চাই, "এরা কারা?" তিনি বলেন—

الضَّالِّيْنَ

[১] মদীনা ও শামের মাঝখানে একটি উপত্যকা। তাইমা ও খাইবারের মাঝখানের এ অঞ্চলটি এখন জনমানবশূন্য। হিজরতের সপ্তম বছর খাইবার থেকে এসে নবি ﷺ এখানে সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন।

[২] 'সে-সময় নবি ﷺ একটি ঘোড়ার পরিচর্যা করছিলেন। তখন আমি বলি...' (বাইহাকি, কুবরা ৬/৩৩৬ (১৩০৬০))।

[৩] أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "আমাকে লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ-না তারা বলছে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর বার্তাবাহক। এ ঘোষণা দিলে, তারা আমার কাছ থেকে নিজেদের জানমালের ব্যাপারে নিরাপত্তা পাবে, তবে এর (অর্থাৎ ইসলামের) বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে এ নিরাপত্তা প্রযোজ্য হবে না; আর তাদের (চূড়ান্ত) হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।" (বাইহাকি, কাবীর ৬/৩৩৬ (১৩০৬০))।

[৪] "যাদের বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করছেন?" (বাইহাকি, কাবীর ৬/৩৩৬ (১৩০৬০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"পথ–হারিয়ে–ফেলা জনগোষ্ঠী।" অর্থাৎ খ্রিষ্টান।[১]

আমি বলি, "আল্লাহর রাসূল! যুদ্ধলব্ধ সম্পদের হকদার কে?[২]" তিনি বলেন—

لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ سَهْمٌ ، وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ

"(পাঁচভাগের) একভাগ আল্লাহ তাআলার, আর চার ভাগ এদের।[৩]"

আমি বলি,
"যুদ্ধলব্ধ সম্পদে কেউ কি অন্যের চেয়ে বেশি হকদার হতে পারে?"

নবি ﷺ বলেন—

لَا ، حَتَّى السَّهْمُ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جُعْبَتِهِ فَلَيْسَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ

"না; এমনকি তোমাদের কেউ তার তিরদানি থেকে যা বের করবে, সেটিতেও অন্যদের চেয়ে[৪] তার কোনও বেশি অধিকার নেই।" '

আবূ ইয়া'লা ১৩/১৩১–১৩২ (৭১৭৯), ইসনাদটি সহীহ (হুসাইন সালিম); বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৩৩৬ (১৩০৬৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৮–৪৯ (১৪৪)।

[২৪২.] আল্লাহর রাসূল ﷺ–এর আযাদকৃত গোলাম[৫] আবূ সাল্লাম থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ [৬]বলেন—

بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ

"পাঁচটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পাল্লায় এগুলো অত্যন্ত ভারী:[৭]

» লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/ আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই;

» আল্লাহু আকবার/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ;

» সুবহানাল্লাহ/ আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত;

---

[১] هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَهَؤُلَاءِ النَّصَارَى الضَّالُّونَ "এরা হলো ইহুদি যাদের ওপর গজব পড়েছে, আর এরা হলো খ্রিষ্টান যারা (সঠিক) পথ হারিয়ে ফেলেছে।" ' (বাইহাকি, কাবির ৬/৩৩৬ (১৩০৬৩))।

[২] "যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?" (বাইহাকি, কাবির ৬/৩৩৬ (১৩০৬৩))।

[৩] لِلهِ خُمُسُهَا ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ "এর পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহর, আর পাঁচ ভাগের চার ভাগ সামরিক বাহিনীর।" ' (বাইহাকি, কাবির ৬/৩৩৬ (১৩০৬৩))।

[৪] مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ "তোমার মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে" (বাইহাকি, কাবির ৬/৩৩৬ (১৩০৬৩))।

[৫] আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মেষচালক (হাকিম ১/৫১১–৫১২ (১৮৮৫))।

[৬] 'হাতের ইশারায়' (ইবনু হিব্বান ৩/১১৪–১১৫ (৮৩৩))।

[৭] 'একব্যক্তি বলে, "আল্লাহর রাসূল! কী সেগুলো?" নবি ﷺ বলেন, ...' (আহমাদ ৫/৩৬৫–৩৬৬ (২৩১০০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» আলহামদু লিল্লাহ/ প্রশংসা সবই আল্লাহর; এবং

» নেক সন্তানের মৃত্যুতে আল্লাহর কাছে পিতার[১] প্রতিদান কামনা।”

তিনি বলেছেন—

بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ، مَنْ لَقِيَ اللهَ مُسْتَيْقِنًا بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ : يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْحِسَابِ

“পাঁচটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ; যে-ব্যক্তি এসব বিষয়ে সংশয়মুক্ত বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে যাবে:

» আল্লাহ,

» পরকাল,

» জান্নাত ও জাহান্নাম,

» মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, ও

» হিসাবনিকাশ

—এসব বিষয়কে সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া।[২]” ’

আহমাদ ৩/৪৪৩ (১৫৬৬২), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি ১০/৮৮), ৪/২৩৭ (১৮০৭৬), ৫/৩৬৫–৩৬৬ (২৩১০০); নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম ১৬৭; ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৭৮১; বাযযার (কাশফ) ৪/৯ (৩০৭২); তাবরানি, কবীর ২২/৩৪৮ (৮৭৩); ইবনু আবী শাইবা ১০/২৯৫ (৩০০৪৯); ইবনু হিব্বান ৩/১১৪–১১৫ (৮৩৩), (মাওয়ারিদ ২০২৮); হাকিম ১/৫১১–৫১২ (১৮৮৫); উসদুল গাবাহ্ ৬/১৫৪; তুহফাতুল আশরাফ ৯/২২০ (১২০৪৯); কানযুল উম্মাল ৩/২৮৫ (৬৫৭৯), ১৫/৮৮৬–৮৮৭ (৪৩৫১০, ৪৩৫১১, ৪৩৫১২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৯ (১৪৬)।

দ্বীন-পালন হতে হবে কপটতামুক্ত

[২৪৩.] আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘নবি ﷺ বলেছেন—

قَالَ اللهُ : أَحَبُّ مَا تَعَبَّدَنِي بِهِ عَبْدِي إِلَيَّ النُّصْحُ لِي

“আল্লাহ বলেন—আমার বান্দা আমার যে ইবাদাত করে, তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সেই ইবাদাত, যেখানে আমার প্রতি নিষ্ঠা ও অকপটতা থাকে।” ’

আহমাদ ৫/২৫৪ (২২১৯১), সহীহ লি গাইরিহী (আরনাউত); ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ২০৪; হিলইয়া ৮/১৭৫; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৫১৫; আত-তারগীব ২/৫৭৭ (১৬); কানযুল উম্মাল ৩/৪১২ (৭১১৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৭ (২৯০)।

---

[১] لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ “কোনও মুসলিমের” (ইবনু হিব্বান ৩/১১৪–১১৫ (৮৩৩))।

[২] مَنْ لَقِيَ اللهَ مُسْتَيْقِنًا بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَيْقَنَ بِالْمَوْتِ، وَالْبَعْثِ، وَالْحِسَابِ “যে-ব্যক্তি এসবের প্রতি সংশয়মুক্ত বিশ্বাস রেখে আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলবে, সে জান্নাতে যাবে: এ-মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক, এবং মৃত্যু, পুনরুত্থান ও হিসাবনিকাশের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।” (আহমাদ ৫/৩৬৫–৩৬৬ (২৩১০০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[২৪৪.] আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنُّصْحِ

"জিবরীল ﷺ আমাকে নিষ্ঠাবান ও অকপট হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।" '

আবু ইয়া'লা ১১/২৩৮ (৬৩৫৬), বর্ণনাসূত্রে হাসান ইবনু আলি হাশিমি ক্রটিযুক্ত (হাইসামি); আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/২১২ (৩২৮৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৭ (২৯২)।

[২৪৫.] তামীম দারি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ [১]বলেন, الدِّينُ النَّصِيحَةُ "দ্বীন হলো[২] আন্তরিকতা ও অকপটতার নাম।" আমরা বললাম, "আল্লাহর রাসূল! (এ আন্তরিকতা ও অকপটতা) কার প্রতি?" তিনি বলেন—

لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

"আল্লাহর প্রতি,[৩] তাঁর (পাঠানো) কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি,[৪] মুসলিমদের[৫] নেতাদের প্রতি ও তাদের জনসাধারণের প্রতি[৬]।" '

মুসলিম ১৯৬/৯৫ (৫৫), ১৯৭/৯৬ (...), ১৯৮ (...); বুখারি ৫৭-এর আগে মুআল্লাক; আবু দাউদ ৪৯৪৪; তিরমিযি ১৯২৬; নাসাঈ ৪১৯৭, ৪১৯৮, ৪১৯৯, ৪২০০; নাসাঈ, কুবরা ৭৭৭২, ৭৭৭৩, ৭৭৭৪, ৭৭৭৫, ৮৭০০, ৮৭০১; আহমাদ ১/৩৫১ (৩২৮১), ২/২৯৭ (৭৯৫৪), ৪/১০২ (১৬৯৪০), ৪/১০২ (১৬৯৪১), ৪/১০২ (১৬৯৪২), ৪/১০২ (১৬৯৪৫), ৪/১০২ (১৬৯৪৬), ৪/১০২–১০৩ (১৬৯৪৭); দারিমি ২৭৮৪; বাযযার (কাশফ) ১/৪৯–৫০ (৬১), ১/৫০ (৬২); আবু ইয়া'লা ৪/২৫৯ (২৩৭২), ১৩/১০০ (৭১৬৪); তাবারানি, কাবীর ২/৫২ (১২৬০), ২/৫২ (১২৬১), ২/৫২–৫৩ (১২৬২), ২/৫৩ (১২৬৩), ২/৫৩ (১২৬৪), ২/৫৩ (১২৬৫), ২/৫৩ (১২৬৬), ২/৫৪ (১২৬৭), ২/৫৪ (১২৬৮), ১১/১০৮ (১১১৯৮); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ৯২; তহাভি, মুশকিল ২/১৮৯; তহাভি, শারহ মুশকিল ৪/৭৩–৮০ (১৪৩৯, ১৪৪০, ১৪৪১, ১৪৪২, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৪৪৫, ১৪৪৬, ১৪৪৭); ইবনু হিব্বান ১০/৪৩৫ (৪৫৭৪), ১০/৪৩৫–৪৩৬ (৪৫৭৫); মুসনাদুশ শিহাব ১/৪৪ (১৭), ১/৪৫ (১৮), ১/৪৫–৪৬ (১৯); বাইহাকি, কুবরা ৮/১৬৩ (১৬৭৩৫); বাইহাকি, শুআব ৪/৩২৩ (৫২৬৫); হুমাইদি ২/৩৬৪–৩৬৫ (৮৫৯), ২/৩৬৫ (৮৬০); হিলইয়া ৬/২৪২, ৭/১৪২; তারীখু বাগদাদ ১৪/২০৭; বুখারি, তারীখ ২/১০, ৬/৪৬০, ৪৬১; আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/২১১ (৩২৮৪); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৫১৪; কানযুল উম্মাল ৩/৪১২ (৭১১৬, ৭১১৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৭ (২৯১), ১/৮৭ (২৯৩, ২৯৪)।

[২৪৬.] হুযাইফা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

"মুসলিমদের বিষয় যার কাছে গুরুত্ব পায় না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; আর আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, মুসলিমদের নেতা ও মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে যে-ব্যক্তির সকাল-

---

[১] 'তিনবার' (আহমাদ ৪/১০২ (১৬৯৪২))।

[২] رَأْسُ الدِّيْنِ "দ্বীনের মাথা হলো" (তাবারানি, আওসাত ১১৮৪)।

[৩] وَمَلَائِكَتِهِ "তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি" (তাবারানি, কাবীর ২/৫৪ (১২৬৭))।

[৪] وَلِنَبِيِّهِ "তাঁর নবির প্রতি" (বাযযার (কাশফ) ১/৪৯–৫০ (৬১))।

[৫] الْمُؤْمِنِيْنَ "মুমিনদের" (আহমাদ ১/৩৫১ (৩২৮১))।

[৬] وَجَمَاعَتِهِمْ "তাদের দল বা সংঘের প্রতি" (তাবারানি, কাবীর ২/৫৩ (১২৬৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সন্ধ্যার (অর্থাৎ সার্বক্ষণিক) আচরণ ভণ্ডামিমুক্ত নয়, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" '

তাবারানি, আওসাত ৫/৩২১ (৭৪৭৩), মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদের মতে বর্ণনাসূত্রের আবদুল্লাহ ইবনু জাফর রাবি 'ত্রুটিযুক্ত', আর আবূ হাতিম ও আবূ যুরআ'র মতে 'বিশ্বস্ত' (হাইসামি); তাবারানি, সগীর ৯০৭; হাকিম ৪/৩১৭ (৭৮৮৯, শেষ বাক্য); আত-তারগীব ২/৫৭৭ (১৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৭ (২৯৫)।

[২৪৭.] জারীর ইবনু আবদিল্লাহ বাজালি ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে বাইআত (আনুগত্যের শপথ) নিয়ে ফেরার সময়, তিনি আমাকে ডেকে বলেন—

لَا أَقْبَلُ مِنْكَ حَتَّى تُبَايِعَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

"প্রত্যেক মুসলিমের সঙ্গে তোমার আচরণ হবে প্রতারণামুক্ত—এ-মর্মে শপথ নেওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তোমার বাইআত কবুল করব না।"

তখন আমি তাঁর কাছে (এ-মর্মে)[১] শপথ নিই[২]।'

তাবারানি, সগীর ৫২২, ইসনাদটি হাসান (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ২/২৯৮ (২২৪৪), ২/২৯৮ (২২৪৫), ২/২৯৮–২৯৯ (২২৪৬), ২/২৯৯ (২২৪৭), ২/২৯৯ (২২৪৮), ২/২৯৯ (২২৪৯), ২/৩৩৮ (২৪১০), ২/৩৩৮–৩৩৯ (২৪১৪), ২/৩৩৯ (২৪১৫), ২/৩৩৯ (২৪১৬); বুখারি ৫৭, ৫২৪, ১৪০১, ২১৫৭, ২৭১৪, ২৭১৫; মুসলিম ১১৯/৯৭ (৫৬), ২০০/৯৮ (...); আবূ দাউদ ৪৯৪৫ (প্রথম অংশ); তিরমিযি ১৯২৫; নাসাঈ ৪১৫৬, ৪১৭৫, ৪১৭৬; আহমাদ ৪/৩৫৮ (১৯১৬২), ৪/৩৬১ (১৯১৯১), ৪/৩৬৪ (১৯২২৮), ৪/৩৬৫ (১৯২৪৫), ৪/৩৬৫ (১৯২৪৮), ৪/৩৬৬ (১৯২৫৮); আবূ ইয়া'লা ১৩/৪৯০–৪৯১ (৭৫০৩); ইবনু হিব্বান ১০/৪১১ (৪৫৪৫), ১০/৪১২ (৪৫৪৬); বাইহাকি, শুআব ৭/৪৯৯ (১১১২৪); হুমাইদি ২/৩১৩–৩১৪ (৮১২), ২/৩১৪ (৮১৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৭ (২৯৬)।

[২৪৮.] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ [৩]বলেন,

نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَحَمَلَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ فِيهِ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ

---

[১] 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল—এ-মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ কায়েম রাখা, যাকাত আদায় করা, (নির্দেশ) শোনা ও মানা এবং প্রত্যেক মুসলিমের সঙ্গে প্রতারণামুক্ত আচরণ করার ব্যাপারে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে শপথবদ্ধ হই।' (বুখারি ২১৫৭); 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে শপথবদ্ধ হই যে, ... মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করব।' (নাসাঈ ৪১৭৭)।

[২] আবূ যুরআ বলেন, 'কোনোকিছু বেচাকেনা করে বিনিময় শোধ করার সময় জারীর ﷺ অপরপক্ষকে বলতেন, "ভালো করে বুঝে নও—তোমাকে যা দিচ্ছি, তার তুলনায় তোমার কাছ থেকে যা নিচ্ছি তা আমাদের কাছে অধিক পছন্দের! অতএব (এ চুক্তিতে আবদ্ধ হবে কি না তা) স্বেচ্ছায় বেছে নাও।" (ইবনু হিব্বান ১০/৪১২ (৪৫৪৬); তাবারানি, কাবীর ২/৩৩৮–৩৩৯ (২৪১৪)); 'কোনোকিছু কিনে মূল্য পরিশোধ করার সময় তিনি যা বলতেন, তা আমাকে মুগ্ধ করত; তিনি অপরপক্ষকে বলতেন, "শপথ আল্লাহর! তোমাকে যা দিচ্ছি, তার তুলনায় তোমার কাছ থেকে যা নিচ্ছি তা আমাদের কাছে অধিক পছন্দের!" (মুসলিমের সঙ্গে প্রতারণা না করার ব্যাপারে) তিনি যে শপথ করেছিলেন, তা এভাবে পুরা করতে চাইতেন।' (আবূ ইয়া'লা ১৩/৪৯০–৪৯১ (৭৫০৩));

[৩] 'বিদায় হজের সময়' (আত-তারগীব ১/২৩)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আল্লাহ সেই বান্দার চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার এ-কথা শুনে বহন করে নিয়ে যায়![১] কেউ কেউ (দ্বীনের) গভীর উপলব্ধির কথা বহন করে, অথচ নিজে গভীর উপলব্ধিবোধসম্পন্ন নয়; আবার কেউ কেউ গভীর উপলব্ধির কথা বহন করে এমন কারও কাছে নিয়ে যায়, যে তার চেয়ে অধিক উপলব্ধিবোধসম্পন্ন[২]। তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকলে, কোনও মুসলিমের বুকে[৩] ঘৃণা-বিদ্বেষ থাকতে পারে না:

» নির্ভেজালভাবে আল্লাহর উদ্দেশে কাজ করা,

» (জনতা ও) কর্তৃত্বশীলদের[৪] পারস্পরিক ভণ্ডামিমুক্ত আচরণ[৫] এবং

» মুসলিমদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকা, কারণ তাদের দাওয়াতি কাজ তাদের পরবর্তী (প্রজন্মের) লোকদের সুরক্ষিত[৬] রাখে।"[৭] ১

আহমাদ ৩/২২৫ (১৩৩৫০) সহীহ লি-গাইরিহী, ১/৪৩৭ (৪১৫৭) সহীহ, ৫/১৮৩ (২১৫৯০), ইসনাদটি সহীহ; তিরমিযি ২৬৫৮, সহীহ; তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত ৬/৪৭২ (৯৪৪৪); শাফিয়ি, মুসনাদ ১/১৬; হুমাইদি ৮৮; বাইহাকি, মা'রিফাতুস সুন্নাহ ১/৬৬; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ১১২; জামিউল উসূল ৫৫; জামউল ফাওয়াইদ ১০১।

---

[১] سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ "আমাদের কোনও কথা শুনে তা সংরক্ষণ করে রাখে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়" (আহমাদ ৪১৫৭); سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا "আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে, সংরক্ষণ করে এবং পৌঁছে দেয়" (তিরমিযি ২৬৫৮); سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا "আমার কথা শুনে, তা সংরক্ষণ করে, এরপর (সেটি) এমন লোকের কাছে (নিয়ে) যায় যে তা শুনেনি" (তাবারানি, আওসাত ৯৪৪৪)।

[২] أَحْفَظُ "অধিক সংরক্ষণ-ক্ষমতার অধিকারী" (আহমাদ ৪১৫৭)।

[৩] قَلْبُ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ "কোনও মুমিন ব্যক্তির অন্তরে" (তাবারানি, আওসাত ৯৪৪৪)।

[৪] أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ "মুসলিম নেতাদের" (তিরমিযি ২৬৫৮)।

[৫] وَالنُّصْحُ لِمَنْ وَلَّاهُ عَلَيْكُمُ الْأَمْرَ "আল্লাহ যে-ব্যক্তিকে তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব দেবেন, তার সঙ্গে ভণ্ডামিমুক্ত আচরণ" (তাবারানি, আওসাত ৯৪৪৪)।

[৬] অর্থাৎ মুসলিমদের সার্বক্ষণিক কাজ হলো দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকা। সুতরাং কেউ যদি মুসলিমদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকে, তাহলে দাওয়াতি কাজের ফলে সে নিজেও নিরাপদ থাকে, তার পরবর্তী প্রজন্মও নিরাপত্তা-বেষ্টনির মধ্যে চলে আসে। (ইবনুল কাইয়িম, মিফতাহু দারিস সাআদাহ, দারু আলামিল ফাওয়াইদ, ১/২০০)।

[৭] 'নবি ﷺ (আরও) বলেছেন, مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ نِيَّتُهُ لِلدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ "যার পরম উদ্দেশ্য পরকাল, আল্লাহ তার পার্থিব বিষয়াদি গুছিয়ে দিয়ে তার অন্তরে প্রাচুর্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে দেবেন, আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়া তার নিকট চলে আসবে; পক্ষান্তরে যার ধ্যান-জ্ঞান কেবল দুনিয়াকে নিয়ে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনোপকরণ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রাখবেন এবং তার কপালে দারিদ্র্যের ছাপ লাগিয়ে দিবেন, আর দুনিয়াও সে শুধু ততটুকুই পাবে—যতটুকু আল্লাহ তার জন্য লিখে রেখেছেন।" (আহমাদ ২১৫৯০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বীন মানার ক্ষেত্রে সহজ-পথ অনুসরণ করা উত্তম

[২৪৯.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ

"তোমাদের দ্বীনের মধ্যে সেটি সর্বোত্তম, যা (পালন করা) অধিক সহজ।" '

তাবারানি, সগীর ১০৬৬, ইসনাদটি হাসান (দারানি); আহমাদ ৩/৪৭৯ (১৫৯৩৬); মুসনাদুশ শিহাব ২/২১৯–২২০ (১২২৪), ২/২২০ (১২২৫); কানযুল উম্মাল ৩/৩৮ (৫৩৫২, ৫৩৫৩), ৩/৪২ (৫৩৭৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬০ (২০৯), ১/৬১ (২১৫)।

[২৫০.] আবূ মূসা (আশআরি) ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর কোনও সাহাবিকে কোনও কাজের উদ্দেশে পাঠালে বলতেন—

بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

"(লোকদের) [১]সুসংবাদ দিয়ো,[২] তাড়িয়ে দিয়ো না; কোমল হোয়ো, কঠোর হোয়ো না[৩]।" '

মুসলিম ৪৫২৫/৬ (১৭৩২), ৪৫২৮/৮ (১৭৩৪); বুখারি ৬৯, ৬১২৫; আহমাদ ১/২৩৯ (২১৩৬), ১/২৮৩ (২৫৫৬), ১/৩৬৫ (৩৪৪৮); ৩/১৩১ (১২৩৩৩), ৩/২০৯ (১৩১৭৫), ৪/৩৯৯ (১৯৫৭২); বাযযার (কাশফ) ১/৫৭ (৭৫), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); আবূ ইয়া'লা ৭/১৮৭ (৪১৭২); আত-তারগীব ৩/৪১৭ (১৩); কানযুল উম্মাল ৩/৫১ (৫৪২৯), ৭/৯৪ (১৮১২৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬১ (২১৪)।

[২৫১.] আবূ মূসা ﵁ বলেন '[৪]নবি ﷺ তাকে ও মুআয ইবনু জাবাল ﵁-কে ইয়ামানে[৫] (প্রশাসক হিসেবে) পাঠানোর সময় বলেন—

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا

"(লোকজনের প্রতি) কোমল হোয়ো, কঠোর হোয়ো না; সুসংবাদ দিয়ো, [৬]তাড়িয়ে দিয়ো না; আর পরস্পর মিলেমিশে কাজ কোরো[৭]।"

তখন আবূ মূসা ﵁ বলেন[৮],

---

[১] عَلِّمُوا "(দ্বীনের) শিক্ষা দিয়ো," (আহমাদ ১/২৩৯ (২১৩৬))।

[২] سَكِّنُوا "সান্ত্বনা দিয়ো" (বুখারি ৬১২৫; মুসলিম ১৭৩৪ (৪৫২৮))।

[৩] وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ "আর তুমি রেগে গেলে চুপ থেকো, রেগে গেলে চুপ থেকো, রেগে গেলে চুপ থেকো" (আহমাদ ১/২৮৩ (২৫৫৬), ১/৩৬৫ (৩৪৪৮)); وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ "তোমাদের কেউ রেগে গেলে, সে যেন চুপ থাকে" (আহমাদ ১/২৩৯ (২১৩৬))।

[৪] 'বিদায় হজের (কিছুদিন) আগে' (বুখারি, ৪৩৪১–৪৩৪২ নং হাদিসের শিরোনাম)।

[৫] 'তখন ইয়ামান ছিল দুটি (প্রশাসনিক) অঞ্চলে বিভক্ত। নবি ﷺ তাদের প্রত্যেককে একেক এলাকার দায়িত্ব দিয়ে পাঠান।' (বুখারি ৪৩৪১–৪৩৪২)।

[৬] وَعَلِّمَا "(দ্বীন) শিক্ষা দিয়ো" (তাবারানি, আওসাত ৪৩২১)।

[৭] وَلَا تَخْتَلِفَا "এবং পরস্পর মতবিরোধে জড়িয়ো না " (বুখারি ৩০৩৮; মুসলিম ১৭৩৩ (৪৫২৬))।

[৮] 'তারা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর, আবূ মূসা ফিরে এসে বলেন,' (তাবারানি, আওসাত ৪৩২১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আল্লাহর নবি! আমাদের এলাকায় যব থেকে এক ধরনের পানীয় তৈরি করা হয়, যার নাম মিযর, আর মধু থেকে তৈরি করা হয় বিত নামে আরেক ধরনের পানীয়[১]। (এসবের বিধান কী?)"

এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন—

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"যা-কিছু নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম।"

এরপর তারা (ইয়ামানের উদ্দেশে) রওয়ানা হন।[২]

একদিন মুআয رضي الله عنه আবূ মূসা رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কুরআন পাঠ করেন কীভাবে?"

আবূ মূসা رضي الله عنه বলেন, "দাঁড়িয়ে, বসে, বাহনে চড়া অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে দিয়ে।"

মুআয رضي الله عنه বলেন, "আমি ঘুমাই, তারপর ওঠি; (রাতে) উঠে যে-সাওয়াব আশা করি, ঘুমিয়েও তাই প্রত্যাশা করি।"[৩]

এরপর মুআয رضي الله عنه একটি তাঁবু নির্মাণ করেন।[৪] তারা কিছুদিন পরপর একে অপরকে দেখতে যেতে থাকেন। একদিন মুআয رضي الله عنه আবূ মূসা رضي الله عنه-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন, এক লোককে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "এ কী?" আবূ মূসা رضي الله عنه বলেন, "সে ছিল ইহুদি, তারপর ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরপর মুরতাদ (দ্বীন-বর্জনকারী) হয়ে গিয়েছে।" মুআয رضي الله عنه বলেন, "আমি অবশ্যই তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।"[৫] '

বুখারি ৪৩৪৪, ৪৩৪৫, ৩০৩৮, ৪৩৪১, ৪৩৪২, ৬১২৪, ৭১৭২; মুসলিম ৪৫২৬/৭ (১৭৩৩), ৪৫২৭ (...), ৫২১৪/৭০ (১৭৩৩); আহমাদ ৪/৪১০ (১৯৬৭৩), ৪/৪১২ (১৯৬৯৯), ৪/৪১৭ (১৯৭৪২); তাবারানি, আওসাত ৩/১৯৯ (৪৩২১)।

---

[১] 'তারা মধু-থেকে-তৈরি একধরনের পানীয় জ্বাল দেয়, ফলে তা একপর্যায়ে জমাট বেঁধে যায়' (তাবারানি, আওসাত ৪৩২১)।

[২] 'এরপর তারা যার যার কাজের উদ্দেশে রওয়ানা হন।' (বুখারি ৪৩৪১–৪৩৪২)।

[৩] "আমি রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাই। তারপর ঘুম শেষে উঠে, আল্লাহ আমার জন্য যে-পরিমাণ লিখে রেখেছেন ততটুকু (কুরআন) পাঠ করি। আমি ঘুমের জন্যও সাওয়াব আশা করি, যেমনটা আশা করি রাত্রিজাগরণের ক্ষেত্রে।" (বুখারি ৪৩৪১–৪৩৪২)।

[৪] 'তাদের প্রত্যেকের ছিল একটি করে তাঁবু, যেখানে তারা থাকতেন।' (আহমাদ ৪/৪১২ (১৯৬৯৯))।

[৫] 'তারা নিজ নিজ এলাকায় সফরে বের হয়ে, অপরের এলাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তার সঙ্গে দেখা করে তাকে সালাম দিতেন। একদিন মুআয رضي الله عنه নিজের অঞ্চলের এমন এক জায়গায় সফরে আসেন, যা ছিল তার সঙ্গী আবূ মুসা رضي الله عنه-এর অঞ্চলের কাছাকাছি। তখন তিনি একটি খচ্চরে চড়ে এসে দেখতে পান—আবূ মূসা رضي الله عنه বসে আছেন, তার কাছে লোকজনের জটলা, সেখানে একব্যক্তির হাত-দুটি তার কাঁধের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে মুআয رضي الله عنه তাকে বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু কাইস! এ কী?" আবূ মূসা رضي الله عنه বলেন, "সে ইসলাম গ্রহণের পর, কাফির হয়ে গিয়েছে।" মুআয رضي الله عنه বলেন, "তাকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত, আমি (বাহন থেকে) নামব না।" আবূ মূসা رضي الله عنه বলেন, "এজন্যই তো তাকে (এখানে) আনা হয়েছে। আপনি নামুন।" মুআয رضي الله عنه বলেন, "তাকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত, আমি (বাহন থেকে) নামব না।" এরপর তার আদেশক্রমে তাকে হত্যা করা হয়।' (বুখারি ৪৩৪১–৪৩৪২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[২৫২.] [১]আয়িশা رضي الله عنها বলেন,

» '[২]আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনও তাঁর কোনও সেবক অথবা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেননি[৩];

» আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া কাউকে নিজের হাতে আঘাত করেননি;

» [৪]কেউ কষ্ট দিলে তার ওপর কোনও প্রতিশোধ নেননি, তবে, আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হলে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে প্রতিশোধ নিয়েছেন;[৫]

» [৬]তাঁর সামনে যদি দুটি বিষয় পেশ করা হতো, যার একটি অপরটির চেয়ে সহজ, তিনি অধিক সহজটিকে গ্রহণ[৭] করতেন[৮], যদি তাতে কোনও গোনাহ না থাকত; আর তাতে কোনও গোনাহ থাকলে, তা থেকে সবার চেয়ে বেশি দূরত্ব বজায় রাখতেন।[৯]'

আহমাদ ৬/৩১–৩২ (২৪০৩৪), হাদীসটি সহীহ, তবে এ ইসনাদটি হাসান (আরনাঊত), ৬/১১৪ (২৪৮৩০), ৬/১১৫–১১৬ (২৪৮৪৬), ৬/১৩০ (২৪৯৮৫), ৬/১৬২ (২৫২৮৮), ৬/১৬২ (২৫২৮৯), ৬/১৮১–১৮২ (২৫৪৮৫), ৬/১৮৪ (২৫৫৫৭), ৬/১৯১ (২৫৫৭৯), ৬/২০৬ (২৫৭১৫), ৬/২০৯ (২৫৭৫৬), ৬/২২৩ (২৫৮৭১), ৬/২২৯ (২৫৯২৩), ৬/২৩২ (২৫৯৫৬), ৬/২৬২–২৬৩ (২৬২৬২), ৬/২৮১ (২৬৪০৪); বুখারি ৩৫৬০, ৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩; মুসলিম ৬০৪৫/৭৭ (২৩২৭), ৬০৪৬ (...), ৬০৪৭ (...), ৬০৪৮/৭৮ (...), ৬০৪৯ (...), ৬০৫০/৭৯ (২৩২৮), ৬০৫১ (...); আত-তারগীব ৩/৪১৭ (১৪)।

[২৫৩.] আযরাক ইবনু কাইস رحمه الله বলেন, 'আমরা আহওয়ায[১০] এলাকায় একটি নদীর পাড়ে ছিলাম।[১১] নদীটির পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। (সেখানে) আবূ বারযা আসলামি رضي الله عنه একটি ঘোড়ায় চড়ে এসে নামাজ আদায় শুরু করেন।[১২] বাঁধন ঢিলা থাকায় ঘোড়াটি ছুটে যায়। তখন আবূ বারযা رضي الله عنه নামাজ ছেড়ে দিয়ে এর পিছু নেন এবং একপর্যায়ে সেটির নাগাল পেয়ে যান। সেটি ধরে আনার

---

[১] 'নবি ﷺ-এর স্ত্রী' (আহমাদ ৬/২২৩ (২৫৮৭১))।

[২] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনও মুসলিমকে (নাম) উল্লেখ করে অভিশাপ দেননি;' (আহমাদ ৬/১৩০ (২৪৯৮২))।

[৩] 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে কখনও তাঁর কোনও সেবক অথবা স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে দেখিনি' (আহমাদ ৬/২২৯ (২৫৯২৩))।

[৪] 'শপথ আল্লাহর' (বুখারি ৬৭৮৬)।

[৫] 'তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হলে, কাঙ্ক্ষিত বিষয়টিতে কোনও গোনাহ না থাকলে, তিনি কখনও 'না' করেননি, আর গোনাহের ক্ষেত্রে তিনি সবার চেয়ে বেশি দূরত্ব বজায় রাখতেন;' (আহমাদ ৬/১৩০ (২৪৯৮২))।

[৬] 'শপথ আল্লাহর!' (আহমাদ ৬/২২৩ (২৫৮৭১))।

[৭] 'বাছাই' (আহমাদ ৬/১৬২ (২৫২৮৮))।

[৮] 'দুটির মধ্যে যেটি বেশি সহজ, সেটি ছিল তাঁর কাছে অধিক পছন্দের' (আহমাদ ৬/২৩২ (২৫৯৫৬))।

[৯] 'আর জিবরীল عليه السلام-এর সঙ্গে (রমজান মাসে কুরআনের) পারস্পরিক পাঠের সময় ঘনিয়ে এলে, নবি ﷺ-এর দানশীলতা মুক্ত বাতাসের চেয়ে বেশি কল্যাণদায়ক হয়ে ওঠত।' (আহমাদ ৬/১৩০ (২৪৯৮৫))।

[১০] বসরা ও পারস্যের মধ্যবর্তী একটি শহর।

[১১] 'সেখানে (খারিজি) হারুরিদের সঙ্গে আমাদের লড়াই চলছিল।' (বুখারি ১২১১)।

[১২] 'আবূ বারযা رضي الله عنه আসরের নামাজ দু রাকআত আদায় করেছিলেন।' (আহমাদ ৪/৪২০ (১৯৭৭০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পর নামাজ আদায় করেন।[১]

আমাদের মধ্যে একজন ছিল ভিন্ন মতের। সে[২] বলতে লাগল[৩]—
"এ বুড়া লোকটিকে দেখো! একটা ঘোড়ার জন্য তিনি তার নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন।[৪]"

এ-কথা শুনে তিনি এসে বলেন—
"আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে চলে আসার পর থেকে আমাকে কেউ তিরস্কার করেনি। আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর। আমি যদি ঘোড়াটি ছেড়ে দিয়ে নামাজ আদায় করতাম, তা হলে আজকে রাতের আগে বাড়ি পৌঁছুতে পারতাম না।[৫]"

এরপর তিনি উল্লেখ করেন—তিনি নবি ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছেন এবং নবি ﷺ কতটা উদার ও কোমল ছিলেন তা তিনি দেখেছেন।'

বুখারি ৬১২৭, ১২১১; আহমাদ ৪/৪২০ (১৯৭৭০), ৪/৪২৩ (১৯৭৯০)।

[২৫৪.] আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, 'এক বেদুইন মাসজিদের ভেতর ঢুকে।[৬] তারপর দু রাকআত নামাজ আদায় করে বলে[৭]—

اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا

"হে আল্লাহ! আমাকে আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে রহম করো[৮]!
আমাদের সঙ্গে আর কাউকে রহম করো না!"

এ-কথা শুনে নবি ﷺ [৯]তার দিকে তাকিয়ে বলেন—

---

[১] 'তিনি তার জন্তুটির লাগাম হাতে নিয়ে নামাজ আদায় করছিলেন। একপর্যায়ে জন্তুটি তার সঙ্গে টানাটানি শুরু করে, আর তিনিও এর পেছনে পেছনে যেতে থাকেন।' (বুখারি ১২১১); 'জন্তুটি পেছনের দিকে টানতে থাকে, আর তিনিও সেটির সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটতে থাকেন।' (আহমাদ ৪/৪২০ (১৯৭৭০))।

[২] 'খারিজিদের একব্যক্তি' (বুখারি ১২১১)।

[৩] 'খারিজিদের একব্যক্তি বসে বসে তাকে গালমন্দ করতে থাকে' (আহমাদ ৪/৪২৩ (১৯৭৯০))।

[৪] "আল্লাহ, তুমি এ বুড়াকে পাকড়াও করো!" (বুখারি ১২১১); "আল্লাহ, তুমি এ বুড়াকে অপদস্থ করো! সে কীভাবে নামাজ আদায় করছে!" (আহমাদ ৪/৪২০ (১৯৭৭০))।

[৫] "আমি তোমাদের কথা শুনতে পেয়েছি। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছয় অথবা সাত অথবা আটটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তিনি কতটা উদার ছিলেন তা নিজের চোখে দেখেছি। আমার জন্তুটিকে ছেড়ে দিয়ে রাখব আর সেটি নিজের পরিবেশে ফিরে গিয়ে আমাকে কষ্টে ফেলে দেবে—এর চেয়ে আমার কাছে অধিক পছন্দের হলো, আমি এর সঙ্গে সঙ্গে যাব।" (বুখারি ১২১১)।

[৬] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন (সেখানে) বসা।' (আহমাদ ২/৫০৩ (১০৫৩৩))।

[৭] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ নামাজের উদ্দেশে উঠে দাঁড়ান। তাঁর সঙ্গে আমরাও দাঁড়িয়ে যাই। নামাজে থাকাকালেই এক বেদুইন বলে ওঠে—' (বুখারি ৬০১০)।

[৮] "ক্ষমা করো" (আহমাদ ২/৫০৩ (১০৫৩৩))।

[৯] 'সালাম ফেরানোর পর' (বুখারি ৬০১০); 'হাসি দিয়ে' (আহমাদ ২/৫০৩ (১০৫৩৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا

"তুমি তো উদারতাকে[১] সংকীর্ণ করে দিলে[২]!"

এরপর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই, সে মাসজিদের ভেতর[৩] প্রস্রাব করে দেয়। এ-দৃশ্য দেখে লোকজন তার দিকে দৌড়ে গেলে[৪], আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বলেন—

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ، أَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ

"[৫]তোমাদের পাঠানো হয়েছে সহজ করার জন্য; কঠিন করে তোলার জন্য তোমাদের পাঠানো হয়নি। ওখানে[৬] এক বালতি—অথবা এক পাত্র—পানি ঢেলে দাও।"[৭] '

আহমাদ ২/২৩৯ (৭২৫৫), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), ২/২৮২ (৭৭৯৯), ২/২৮২ (৭৮০০), ২/২৮৩ (৭৮০২), ২/৫০৩ (১০৫৩৩); বুখারি ২২০, ৬০১০, ৬১২৮; আত-তারগীব ৩/৪১৭ (১২)।

[২৫৫.] আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'আমরা তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মাসজিদে। এমন সময় এক বেদুইন এসে মাসজিদের ভেতর[৮] দাঁড়িয়ে প্রস্রাব শুরু করে। এ দৃশ্য দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবিগণ বলে ওঠেন, "থামো! থামো!"[৯] আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

لَا تُزْرِمُوْهُ ، دَعُوْهُ

"তার প্রস্রাবে বাধা দিয়ো না, তাকে ছেড়ে দাও।"

তারা তাকে ছেড়ে দিলে, সে প্রস্রাব শেষ করে। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে ডেকে এনে বলেন—

إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ ، وَلَا الْقَذَرِ ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ،

---

[১] 'অর্থাৎ আল্লাহর দয়াকে' (আহমাদ ২/২৮৩ (৭৮০২))।

[২] اِحْتَظَرْتَ। "বাধা দিয়ে দিলে" (আহমাদ ২/৫০৩ (১০৫৩৩))।

[৩] 'দাঁড়িয়ে' (বুখারি ২২০)।

[৪] 'তাকে মারধর করার জন্য লোকজন তার দিকে ধেয়ে গেলে' (বুখারি ৬১২৮); 'লোকজন তাকে পাকড়াও করলে' (আহমাদ ২/২৮২ (৭৭৯৯))।

[৫] دَعُوْهُ "তাকে ছেড়ে দাও।" (বুখারি ৬১২৮)।

[৬] عَلٰى بَوْلِهِ "তার প্রস্রাবের ওপর" (বুখারি ৬১২৮)।

[৭] 'দ্বীনের উপলব্ধিবোধ হাসিল করার পর, সেই বেদুইন বলতেন—"নবি ﷺ-এর জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! ওই ঘটনার পর নবি ﷺ উঠে আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে কোনও কটু কথা বা তিরস্কার অথবা মারধর কোনোকিছুই করেননি।" ' (আহমাদ ২/৫০৩ (১০৫৩৩))।

[৮] 'এক কোনায়' (মুসলিম ৬৬০/৯৯ (...))।

[৯] 'এ দৃশ্য দেখে লোকজন চেঁচিয়ে ওঠে' (মুসলিম ৬৬০/৯৯ (...)); 'লোকজন তাকে মানা করে' (আহমাদ ৩/১১৪ (১২১০২)); 'লোকজন তাকে ভীষণ তিরস্কার করে। নবি ﷺ তাদের (তিরস্কার করতে) নিষেধ করেন। ...' (বুখারি ২২১ (অতিরিক্ত সংখ্যা))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

"এগুলো মাসজিদ। এখানে এভাবে প্রস্রাব করা[১] কিংবা ময়লা ফেলা ঠিক নয়। এগুলো তৈরিই হয়েছে আল্লাহ তাআলার যিকর, নামাজ ও কুরআন পাঠের জন্য।"

অথবা আল্লাহর রাসূল ﷺ যেভাবে বলেছিলেন। এরপর তাঁর আদেশে একব্যক্তি এক বালতি পানি এনে সেখানে ঢেলে দেয়।'

মুসলিম ৬৬১/১০০ (২৮৫), ৬৫৯/৯৮ (২৮৪), ৬৬০/৯৯ (...); বুখারি ২১৯, ২২১, ২২১ (অতিরিক্ত সংখ্যা), ৬০২৫; আহমাদ ৩/১১০–১১১ (১২০৮২), ৩/১১৪ (১২১৩২), ৩/১৯১ (১২৯৮৪), ৩/২২৬ (১৩৩৬৮)।

[২৫৬.] উরওয়া ফুকাইমি ﵁ বলেন, 'আমি মদীনায় এসে মাসজিদে[২] ঢুকে দেখি—লোকজন নামাজের জন্য অপেক্ষা করছে।[৩] এমন সময় একব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হয়ে আমাদের কাছে আসেন; ওজু অথবা গোসলের দরুন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ আদায় করেন। আমাদের নামাজ শেষ হলে, লোকজন তাঁর কাছে গিয়ে বলতে থাকে,

"আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এটা খেয়াল করেছেন? আপনি কি এটা খেয়াল করেছেন?[৪]"

তারা কয়েকবার[৫] এ প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ [৬]বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِيْنَ اللهِ فِيْ يُسْرٍ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِيْنَ اللهِ فِيْ يُسْرٍ

"লোকসকল! আল্লাহর দ্বীন উদারতায়। লোকসকল! আল্লাহর দ্বীন উদারতায়।"[৭] '

আবূ ইয়া'লা ১২/২৭৪ (৬৮৬৩), ইসনাদটি হাসান (দারানি); আহমাদ ৫/৬৯ (২০৬৬৯); তাবারানি, কাবীর ১৭/১৪৬–১৪৭ (৩৭২); বুখারি, তারীখ ৭/৩০–৩১ (১৩৫); ইবনু আবী আসিম, আল-আহাদ ২/৩৯৭ (১১৯০); উসদুল গবাহ ৪/৩০; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬১–৬২ (২১৬)।

অনর্থক কঠোরতা নিন্দনীয়

[২৫৭.] জাবির ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ مَتِيْنٌ، فَأَوْغِلْ فِيْهِ بِرِفْقٍ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقٰى

---

[১] وَالْخَلَاءِ; "অথবা দেহের বর্জ্যত্যাগ করা" (আহমাদ ৩/১৯১ (১২৯৮৪))।

[২] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মাসজিদে' (ইবনু আবী আসিম, আল-আহাদ ১১৯০;)।

[৩] 'আমরা নবি ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।' (আহমাদ ৫/৬৯ (২০৬৬৯))।

[৪] "এ বিষয়ে আপনার কী মত? এ বিষয়ে আপনার কী মত?" (আহমাদ ৫/৬৯ (২০৬৬৯))।

[৫] 'তিনবার' (আহমাদ ৫/৬৯ (২০৬৬৯))।

[৬] 'নিজের হাত দিয়ে মাটির দিকে এরূপ করে বলেন—' (বুখারি, তারীখ ৭/৩০–৩১ (১৩৫))।

[৭] 'নামাজ শেষে লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করতে থাকে—"আল্লাহর রাসূল! অমুক বিষয়ে আমাদের কোনও অসুবিধা আছে কি না?" এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, لَا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِيْنَ اللّٰهِ فِيْ يُسْرٍ "লোকসকল! না; আল্লাহর দ্বীন (বরং) উদারতায়।" (আহমাদ ৫/৬৯ (২০৬৬৯)); 'তারপর আমরা চলে যাই।' (বুখারি, তারীখ ৭/৩০–৩১ (১৩৫)); 'তারপর আমি দরজা দিয়ে বের হয়ে চলে যাই।' (তাবারানি, কাবীর ১৭/১৪৬–১৪৭ (৩৭২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> “এ দ্বীন অত্যন্ত কঠোর ও শক্তিশালী, তাই এখানে কোমলভাবে চলতে থাকো[১]; কারণ, মাঝপথে যার বাহন ধ্বংস হয়ে যায়, তার না পথ পাড়ি দেওয়া হয়[২], আর না তার কাছে পথ পাড়ি দেওয়ার মতো কোনও বাহন অবশিষ্ট থাকে।[৩]” ’
>
> বাযযার (কাশফ) ১/৫৭ (৭৪), বর্ণনাসূত্রটি ত্রুটিযুক্ত (দারানি); আহমাদ ৩/১৯৮–১৯৯ (১৩০৫২), হাসান বিশ-শাওয়াহিদ ((আরনাউত); বাইহাকি, কুবরা ৩/১৮ (৪৮০৬), ৩/১৯ (৪৮০৭); বাইহাকি, শুআব ৩/৪০২ (৩৮৮৫), ৩/৪০২ (৩৮৮৬); কানযুল উম্মাল ৩/৪২ (৫৩৭৭, ৫৩৭৮, ৫৩৭৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬২ (২১৭, ২১৮); আলবানি, আদ-দঈফা ৮।

অর্থাৎ, দ্বীনের পথে চলতে হবে কোমলভাবে, যাতে ধীরে ধীরে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। দ্বীন মানার ক্ষেত্রে শিশুসুলভ আচরণ, ক্ষণস্থায়ী উৎসাহ বা হুজুগ—এসবের কোনও স্থান নেই। নিজের ওপর এমন বোঝা নেওয়াও উচিত নয়, যা বহন করার ক্ষমতা নেই। অসহনীয় বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিলে, একপর্যায়ে মানুষ অপারগ হয়ে দ্বীন ও আমল দুটোই ছেড়ে দেয়। (ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস, পৃ. ১২৮০)।

[২৫৮.] বুরাইদা আসলামি ﵁ বলেন, ‘একদিন এক প্রয়োজনে বের হয়ে দেখি, নবি ﷺ আমার সামনে হাঁটছেন। তিনি আমার হাত ধরলে, আমরা একসঙ্গে হাঁটতে থাকি। একপর্যায়ে আমাদের সামনে একব্যক্তিকে দেখি,[৪] সে নামাজে প্রচুর রুকু ও সাজদা করছে। তখন নবি ﷺ বলেন—أَتُرَاهُ يُرَائِي؟ “তোমার কি মনে হয়, সে (নিজের আমল মানুষকে) দেখাতে চাচ্ছে?” আমি বলি, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।” তখন নবি ﷺ আমার হাত থেকে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, নিজের হাতদুটি একত্র করেন।[৫] তারপর উভয় হাত নিচে নামিয়ে আবার ওপরে উঠাতে থাকেন।[৬] আর বলতে থাকেন—

عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ

---

[১] وَلَا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللّٰهِ “আর তোমার নিজের কাছে আল্লাহর গোলামিকে ঘৃণ্য করে তোলো না;” (বাইহাকি, কুবরা ৩/১৮ (৪৮০৬); وَلَا تُكَرِّهُوا عِبَادَةَ اللّٰهِ إِلَى عِبَادِهِ “আল্লাহর বান্দাদের কাছে আল্লাহর গোলামিকে অপছন্দনীয় করে তোলো না;” (বাইহাকি, শুআব ৩/৪০২ (৩৮৮৫))।

[২] لَا سَفَراً قَطَعَ “না তার সফর শেষ হয়” (বাইহাকি, কুবরা ৩/১৯ (৪৮০৭))।

[৩] فَاعْمَلْ عَمَلَ امْرِئٍ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَمُوتَ أَبَداً، وَاحْذَرْ حَذَرًا تَخْشَى أَنْ تَمُوتَ غَدًا “এমন ব্যক্তির মতো আমল কোরো, যার ধারণা সে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে; আর (মন্দের ব্যাপারে) এমনভাবে সতর্ক থেকো, যেন আগামীকালই তোমার মৃত্যু হবে।” (বাইহাকি, কুবরা ৩/১৯ (৪৮০৭))।

[৪] ‘একদিন বের হয়ে হাঁটছি। এমন সময় নবি ﷺ-এর মুখোমুখি হয়ে যাই। তখন আমার মনে হলো—তিনি কোনও কাজে যাচ্ছেন, তাই তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য পিছু হটতে থাকি। আমাকে দেখে তিনি ইশারা দেন। তাঁর কাছে যাওয়ার পর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর আমরা একসঙ্গে চলতে থাকি। একপর্যায়ে এমন একব্যক্তির দেখা পাই ...’ (আহমাদ ৪/৪২২ (১৯৭৮৬))।

[৫] ‘নিজের দু হাতের তালু ভাঁজ করে একত্র করেন’ (আহমাদ ৪/৪২২ (১৯৭৮৬))।

[৬] ‘দু হাতের তালু নিজের দু কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আবার নামাতে থাকেন।’ (আহমাদ ৪/৪২২ (১৯৭৮৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

“তোমাদের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ পথ আঁকড়ে ধরা, তোমাদের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ পথ আঁকড়ে ধরা, তোমাদের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ পথ আঁকড়ে ধরা;[১] কারণ, যে-ব্যক্তি এ দ্বীনের বিপরীতে নিজের শক্তি দেখাতে আসবে,[২] এ দ্বীন তাকে পরাজিত করে ছাড়বে।” ’

আহমাদ ৫/৩৫০ (২২৯৬৩), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), ৪/৪২২ (১৯৭৮৬), ৫/৩৬১ (২৩০৫৩); ইবনু খুযাইমা ১১৭৯; তহাভি, মুশকিল ২/৮৬; তহাভি, শারহু মুশকিল ৩/২৬২ (১২৩৫); ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৯৫, ৯৬, ৯৭; মুসনাদুশ শিহাব ১/২৪৭ (৩৯৮); হাকিম ১/৩১২ (১১৭৬); বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা ৩/১৮ (৪৮০৫); বাইহাকি, শুআব ৩/৪০১ (৩৮৮২), ৩/৪০১ (৩৮৮৩); তারীখু বাগদাদ ৮/৯১; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৯৩৬; ইতহাফ ১/১২১ (১৪৩), ১/১২১–১২২ (১৪৪), ১/১২২ (১৪৫); কানযুল উম্মাল ৩/৩১ (৫৩০৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬২ (২১৯)।

[২৫৯.] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘নবি ﷺ বলেন—

إِنَّ الدِّيـنَ يُسْرٌ، وَلَـنْ يُشَـادَّ الدِّيـنَ أَحَـدٌ إِلَّا غَلَبَـهُ، فَسَـدِّدُوا وَقَارِبُـوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْـتَعِينُوا بِالْغَـدْوَةِ وَالرَّوْحَـةِ وَشَيْءٍ مِـنَ الدُّلْـجَةِ

“(এই) দ্বীন সহজ; দ্বীনের বিপরীতে কেউ শক্তি দেখাতে এলে, দ্বীন তাকে পরাজিত করে ছাড়বে। সুতরাং ভারসাম্য বজায় রাখো, (ভারসাম্যের) কাছাকাছি থাকো, (ক্ষমার) সুসংবাদ লও, আর সকাল, বিকাল ও রাতের একাংশে (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাও।” ’

বুখারি ৩৯; নাসাঈ ৫০৩৪; ইবনু হিব্বান ২/৬৩–৬৪ (৩৫১); বাইহাকি, কুবরা ৩/১৮ (৪৮০৪); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৯৩৫।

[২৬০.] সাহ্‌ল ইবনু হুনাইফ ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا تُشَـدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِـكُـمْ، فَإِنَّمَـا هَلَـكَ مَـنْ كَانَ قَبْلَـكُـمْ بِتَشْـدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِـهِمْ، وَسَـتَجِدُونَ بَقَايَاهُـمْ فِي الصَّوَامِـعِ وَالدِّيَارَاتِ

“তোমরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করো না, কারণ তোমাদের আগের লোকেরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপের দরুন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে[৩]; আর ক’দিন পরেই তোমরা সন্ন্যাসীদের নির্জনকক্ষ ও মঠগুলোতে তাদের অবশিষ্ট লোকদের দেখতে পাবে।” ’

তাবারানি, কাবীর ৬/৭৩ (৫৫৫১), হাদীসটি হাসান (দারানি); তাবারানি, আওসাত ২/২২২ (৩০৭৮); বাইহাকি, শুআব ৩/৪০১ (৩৮৮৪); বুখারি, তারীখ ৪/৯৭ (২০৯০); কানযুল উম্মাল ৩/৪৮ (৫৪১২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬২ (২২১)।

[২৬১.] সামুরা ইবনু জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِيَّاكُـمْ وَالْغُلُوَّ، فَـإِنَّ بَـنِي إِسْرَائِيـلَ قَـدْ غَـلَا كَـثِيرٌ مِنْهُـمْ حَـتَّى كَانَـتِ الْمَـرْأَةُ الْقَصِـيرَةُ تَتَّخِـذُ خُفَّـيْنِ مِـنْ خَشَـبٍ فَتَحْشُـوهُمَا، ثُـمَّ تُوْلِـجُ فِيهِمَـا رِجْلَيْهَـا، ثُـمَّ تَقُـومُ إِلَى جَنْـبِ الْمَـرْأَةِ الطَّوِيلَـةِ فَتَمْـشِي

---

[১] ‘এ-কথা বলে তিনি এক হাত দিয়ে আরেক হাতের ওপর আঘাত করেন’ (বাইহাকি, কুবরা ৩/১৮ (৪৮০৫))।

[২] ‘দ্বীনের বিপরীতে নিজের শক্তি দেখানো’ মানে অর্থাৎ, দ্বীনের কোনও বিধান এমনভাবে পালন করার চেষ্টা করা, যা তার সামর্থ্যের উর্ধ্বে। (ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস, পৃ. ৬৩২)।

[৩] أُفِـكَ “(তাদের) ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে” (বাইহাকি, শুআব ৩/৪০১ (৩৮৮৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَعَهَا، فَإِذَا هِيَ قَدْ تَسَاوَتْ بِهَا وَكَانَتْ أَطْوَلَ مِنْهَا

"বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সাবধান! বানূ ইসরাঈলের অনেকে ইতঃপূর্বে বাড়াবাড়ি করেছিল। (তাদের বাড়াবাড়ির একটা উদাহরণ হল—) তাদের খাটো নারীরা কাঠের জুতার ভেতর (বিভিন্ন বস্তু) ভর্তি করে, তাতে পা ঢুকিয়ে দিত, এরপর লম্বা-গড়নের মহিলাদের কাছে গিয়ে একসঙ্গে হাঁটত; এভাবে খাটোরা দীর্ঘদেহীদের সমান হতো, আর[১] (কখনও কখনও) উচ্চতায় তাদের ছাড়িয়ে যেত।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৫৮ (৭৬), ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনের মতে বর্ণনাসূত্রের ইউসুফ ইবনু খালিদ নিকৃষ্ট মিথ্যুক (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ৭/৩২২ (৭০৯৪); কানযুল উম্মাল ৩/৫৩৭ (৭৭৯০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬২-৬৩ (২২২)।

[২৬২.] আবদুল্লাহ ইবনু বুসর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ إِلَى عَذَابِكُمْ بِسَرِيعٍ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لَا حُجَّةَ لَهُمْ

"ভারসাম্যপূর্ণ পথে চলো আর সুসংবাদ লও; কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের দ্রুত শাস্তি দিতে চান না। আর অচিরেই কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের কাছে (আল্লাহর সামনে পেশ করার মতো) কোনও প্রমাণ থাকবে না।" '

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ২২৩, বর্ণনাসূত্রে বাকিয়্যা রয়েছেন, তবে তিনি 'হাদ্দাসা' শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ৩/৪৬ (৫৩৯৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৩ (২২৩)।

নম্রতার মহত্ত্ব

[২৬৩.] আবূ যার ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন—الْإِسْلَامُ ذَلُولٌ لَا يَرْكَبُ إِلَّا ذَلُولًا "ইসলাম শান্ত প্রকৃতির উষ্ট্রীর মতো, যার পিঠে কেবল নম্র প্রকৃতির লোকজনকে আরোহণ করতে দেওয়া হয়।" '

আহমাদ ৫/১৪৫ (২১২৯২), বর্ণনাকারী আবূ খলাফ আ'মা মুনকিরুল হাদীস (হাইসামি); ইবনু আদি, আল-কামিল ৬/২৩৩০; ইবনু আসাকির, তারীখ ৫৯/৭; কানযুল উম্মাল ১/৬৬ (২৪৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬২ (২২০)।

[২৬৪.] আবূ উমামা বাহিলি ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার হাত ধরে বলেছিলেন—

يَا أَبَا أُمَامَةَ! إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لِي قَلْبُهُ

"আবূ উমামা! সে-ব্যক্তি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত, যার অন্তর আমার প্রতি নরম[২]।" '

আহমাদ ৫/২৬৭ (২২২৯৯), বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ৮/১২২ (৭৪৯৯), ৮/১৭৬-১৭৭ (৭৬৫৫); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়ীন ৮৫০; ইবনু আদি, আল-কামিল ২/৫০৪, ২/৫০৯; ইবনু আসাকির ৬৬/২২৭ (১৩০৭৭); কানযুল উম্মাল ১/১৬৭ (৮৩৭), ১৫/৬১২ (৩৭৫৬৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৩ (২২৬)।

---

[১] أَوْ "অথবা" (তাবারানি, কাবীর ৭/৩২২ (৭০৯৪))।

[২] مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي "আমার অন্তর যার প্রতি নরম" (তাবারানি, কাবীর ৮/১২২ (৭৪৯৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বীনি দাওয়াতের ক্রমধারা

প্রথমে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত, তারপর অন্যান্য আমলের

[২৬৫.] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'মুআয ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে [১]পাঠানোর সময় বলেন—

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

"তুমি আসমানি কিতাবধারী কিছু লোকের কাছে যাচ্ছ।

» সুতরাং, [২]এ-সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানাবে[৩]—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর আমি[৪] আল্লাহর বার্তাবাহক[৫]।[৬]

» যদি তারা সেটি মেনে নেয়,[৭] তখন [৮]তাদের জানাবে—আল্লাহ তাদের ওপর প্রতি দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।

» যদি তারা সেটি মেনে নেয়,[৯] তখন তাদের জানাবে—আল্লাহ তাদের ওপর [১০]যাকাত

---

[১] "ইয়ামানে" (মুসলিম ১২২/৩০ (...)); "ইয়ামানের উদ্দেশে" (বুখারি ৭৩৭২); "ইয়ামানের দায়িত্ব দিয়ে" (বুখারি ১৪৫৮); "ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে" (ইবনু খুযাইমা ২৩৪৬)।

[২] إِذَا جِئْتَهُمْ "তাদের কাছে গিয়ে" (বুখারি ১৪৯৬)।

[৩] فَقُلْ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوْا "সুতরাং, তাদের বলবে, তারা যেন এ-মর্মে সাক্ষ্য দেয়—" (ইবনু মানদাহ, ঈমান ১১৬)।

[৪] مُحَمَّدٌ "মুহাম্মাদ" (বুখারি ১৪৯৬)।

[৫] عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "তাঁর দাস ও বার্তাবাহক" (ইবনু মানদাহ, আল-ঈমান ১১৬)।

[৬] فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "অতএব, তাদের সর্বপ্রথম যে আহ্বান জানাবে, সেটি হলো আল্লাহ তাআলার দাসত্ব।" (মুসলিম ১২৩/৩১ (...)); تَوْحِيْدُ اللهِ "সেটি হলো আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা এককত্ব" (দারাকুতনি ৩/৫৬ (২০৫৯)); أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى "তারা যেন আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা এককত্বের ঘোষণা দেয়।" (বুখারি ৭৩৭২)।

[৭] فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ بِذَلِكَ "তারা যদি সে-বিষয়ে তোমার কথা মেনে নেয়" (আহমাদ ১/২৩৩ (২০৭১)); فَإِنْ أَجَابُوْكَ بِذَلِكَ "তারা যদি তোমার এ-কথায় সাড়া দেয়" (ইবনু মানদাহ, ঈমান ১১৬); فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ "তারা যখন আল্লাহকে চিনবে" (মুসলিম ১২৩/৩১ (...))।

[৮] فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ "তাদের স্বীকৃতি কবুল করবে, এবং" (ইবনু মানদাহ, ঈমান ১১৬)।

[৯] فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ "তারা যখন সেটি করবে" (তাবারানি, কাবীর ১১/৪২৬ (১২২০৭)); فَإِذَا صَلَّوْا "তারা যখন নামাজ আদায় করবে" (বুখারি ৭০৭২)।

[১০] فِي أَمْوَالِهِمْ "তাদের সম্পদের" (বুখারি ১৩৯৫)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে[১] নিয়ে তাদের ফকিরদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

» যদি তারা সেটি মেনে নেয়, তখন[২] (যাকাত আদায় করতে গিয়ে বেছে বেছে) তাদের[৩] ভালো ভালো সম্পদ নেওয়ার ব্যাপারে সাবধান থেকো; আর মজলুমের আর্তনাদকে ভয় কোরো, কারণ সেটার ও আল্লাহর মাঝখানে কোনও পর্দা থাকে না[৪]।" '

মুসলিম ১২১/২৯ (১৯), ১২২/৩০ (...), ১২৩/৩১ (...); বুখারি ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২; আবু দাউদ ১৫৮৪; তিরমিযি ৬২৫, ২০১৪; নাসাঈ ২৪৩৫, ২৫২২; নাসাঈ, কুবরা ২২২৬, ২৩১৩; ইবনু মাজাহ্ ১৭৮৩; আহমাদ ১/২৩৩ (২০৭১); দারিমি ১৬৪০, ১৬৫৭; ইবনু আবী শাইবা ৩/১১৪ (৯৯২৪), ৩/১২৬ (১০০১২), ১০/২৭৪ (২৯৯৮৪); তাবারানি, কাবীর ১১/৪২৬ (১২২০৭), ১১/৪২৬ (১২২০৮); ইবনু খুযাইমা ২২৭৫, ২৩৪৬; ইবনু হিব্বান ১/৩৭০–৩৭১ (১৫৬); দারাকুতনি ৩/৫৫–৫৬ (২০৫৮), ৩/৫৬ (২০৫৯); ইবনু মানদাহ্, আল-ঈমান ১১৬, ১১৭, ২১৩, ২১৪; বাইহাকি, আল-মাদখাল ৩১৪; বাইহাকি, কুবরা ৪/৯৬ (৭৩৫২), ৪/১০১ (৭৩৭৯), ৭/২ (১৩২৪১), ৭/৭ (১৩২৫৬), ৭/৮ (১৩২৬৪); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ১৫৫৭।

দ্বীন নিরাপদ রাখতে হলে সন্দেহযুক্ত বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে

[২৬৬.] নুমান ইবনু বশীর ﷺ [৫]বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি[৬]—

الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

"হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, আর এ-দুয়ের মাঝখানে[৭] আছে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় যেগুলো অনেক মানুষের কাছে অজানা[৮]।

---

[১] مِنْ أَمْوَالِهِمْ "তাদের সম্পদ থেকে" (তাবারানি, কাবীর ১১/৪২৬ (১২২০৭))।

[২] فَخُذْ مِنْهُمْ وَ "তখন তাদের কাছ থেকে (যাকাত) আদায় কোরো, তবে" (মুসলিম ১২০/৩১ (...))।

[৩] النَّاسِ "লোকজনের" (বুখারি ৭৩৭২)।

[৪] فَإِنَّهَا لَا تُحْجَبُ "কারণ সেটার সামনে কোনও পর্দা থাকে না" (দারাকুতনি ৩/৫৫–৫৬ (২০৫৯))।

[৫] 'হিম্স এলাকায় জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে' (মুসলিম ৪০৯৭/১০৮ (...))।

[৬] 'এ-কথা বলার সময় নুমান ﷺ তার দু আঙুল দিয়ে দু কানের দিকে ইশারা করেন।' (মুসলিম ৪০৯৪/১০৭ (১৫৯৯)); শা'বি বলেন, 'আমি যখন নুমান ইবনু বশীর ﷺ-কে বলতে শুনতাম—"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি", তখন আমার মনে হতো (ভবিষ্যতে) আর কাউকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ-কথা বলতে শুনব না—"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি"!' (আহমাদ ৪/২৭৪ (১৮৪১২))।

[৭] بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ "হালাল ও হারামের মাঝখানে" (আহমাদ ৪/২৬৯ (১৮৩৬৮))।

[৮] لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ "অনেক মানুষ জানে না—সেগুলো হালাল, নাকি হারাম" (আহমাদ ৪/২৬৯ (১৮৩৬৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে-ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো[১] এড়িয়ে চলে, [২]সে তার দ্বীন ও সম্মান নিরাপদ করে নেয়[৩];
আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে জড়িত হয়[৪],[৫] তার উদাহরণ হলো[৬] সেই রাখালের মতো যে আরেকজনের সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, যেখানে তার[৭] ঢুকে পড়ার আশঙ্কা

---

[১] الشُّبُهَاتِ "সংশয়যুক্ত বিষয়গুলো" (মুসলিম ৪০৯৪/১০৭ (১৫৯৯))।

[২] فِيهِ "সে-ক্ষেত্রে" (আহমাদ ৪/২৭০ ১৮৩৭৪))।

[৩] فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، فَقَدْ سَلِمَ "যে-ব্যক্তি নিজের দ্বীন ও সম্মান নিরাপদ রাখার জন্য সেসব বিষয় বাদ দেয়, সে নিরাপদ হয়ে যায়" (তিরমিযি ১২০৫); مَنْ تَوَقَّاهُنَّ كُنَّ وِقَاءً لِدِينِهِ "যে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকে, সেগুলো হবে তার দ্বীনের সুরক্ষাদাতা" (আবু ইয়া'লা ৩/২১০ (১৬৫৩)); مَنْ تَرَكَهَا كَانَ أَوْقَى لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ "যে সেগুলো ছেড়ে দেয়, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে অধিক সুরক্ষা দেয়" (তারীখু বাগদাদ ৯/৭০); مَتَى يَدَعْهُنَّ الْمَرْءُ، يَكُونُ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ "কেউ যখন সেগুলো ছেড়ে দেবে, তখন সে অত্যন্ত মজবুতভাবে নিজের সম্মান ও দ্বীন নিরাপদ করে নিতে পারবে" (তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ৫১১); فَمَنِ اسْتَبْرَأَهُنَّ فَهُوَ أَسْلَمُ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ "যে সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, সে তার দ্বীন ও সম্মানের ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ" (হিলইয়া ৪/২৬৯–২৭০); فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ كَانَ حَرِيًّا أَنْ لَا يَقَعَ فِي الشُّبْهَةِ "যে সংশয়যুক্ত জিনিসগুলো বাদ দেয়, সে তার দ্বীনকে নিরাপদ করে নেয় (আর ভবিষ্যতে) সংশয়যুক্ত জিনিসে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে সে হবে উপযুক্ত ব্যক্তি" (বাযযার ৮/২২১ (৩২৭১)); فَمَنِ اتَّقَاهَا كَانَ أَنْزَهَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ "যে সেগুলো এড়িয়ে চলে, সে তার দ্বীন ও সম্মানের ক্ষেত্রে অধিক পরিচ্ছন্ন" (তাবারানি, আওসাত ২/১৫৮ (২৮৮৮)); وَمَنِ اجْتَنَبَهُنَّ فَهُوَ أَوْفَرُ لِدِينِهِ "যে সেগুলো বর্জন করে, তার দ্বীন অধিক পূর্ণাঙ্গ" (তাবারানি, কাবীর ১০/৪০৪–৪০৫ (১০৮২৪)); فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَتَرْنَ مِنْهُ "যে সংশয়যুক্ত বিষয়গুলো এড়িয়ে চলে, সেগুলো (একপর্যায়ে) তার আড়ালে চলে যায়" (রামাহুরমুযি, আমসালুল হাদীস ৩, দ্বিতীয় অংশ)।

[৪] مَنْ قَارَبَهَا "যে সেগুলোর কাছে যায়" (তারীখু বাগদাদ ৯/৭০)।

[৫] وَاقَعَ الْحَرَامَ "সে হারামে লিপ্ত হবে" (আহমাদ ৪/২৭০ ১৮৩৭৪)); يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ "তার হারামে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে" (আহমাদ ৪/২৬৯ (১৮৩৪৮)); يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْكَبَائِرَ "ক'দিন বাদে সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে" (আবু ইয়া'লা ৩/২১০ (১৬৫৩)); فَهُوَ قَمِنٌ أَنْ يَأْثَمَ "সে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত" (তাবারানি, কাবীর ১০/৪০৪–৪০৫ (১০৮২৪))।

[৬] وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا "এ-বিষয়ে আমি তোমাদের একটি উদাহরণ দিচ্ছি" (আবু দাউদ ৩৩২৯)।

[৭] وَهُوَ لَا يَشْعُرُ "অবচেতন মনে" (তাবারানি, আওসাত ২/১৫৮ (২৮৮৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

রয়েছে[১]।[২]

মনে রাখবে, প্রত্যেক রাজার একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে, আর[৩] দুনিয়াতে আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার নিষিদ্ধ বিষয়গুলো[৪]।

মনে রাখবে, দেহের ভেতর[৫] এক টুকরো মাংস আছে, যা সংশোধিত হলে পুরো দেহ সংশোধিত হয়ে যায়, আর সেটা নষ্ট হলে পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবে, সেটা হলো কল্‌ব বা অন্তর।[৬]" ,

বুখারি ৫২, ২০৫১; মুসলিম ৪০৯৪/১০৭ (১৫৯৯), ৪০৯৫ (...), ৪০৯৬ (...), ৪০৯৭/১০৮ (...); আবু দাউদ ৩৩২৯, ৩৩৩০; তিরমিযি ১২০৫; নাসাঈ ৪৪৫৩, ৫৭১০; ইবনু মাজাহ্ ৩৯৮৪; আহমাদ ৪/২৬৭ (১৮৩৪৭), ৪/২৬৯ (১৮৩৬৮), ৪/২৭০ (১৮৩৭৪), ৪/২৭১ (১৮৩৮৪), ৪/২৭৪ (১৮৪১২), ৪/২৭৫ (১৮৪১৮); দারিমি ২৫৬০; নাসাঈ, কুবরা ৫২০০, ৫২১৯, ৫৯৯৭, ৬০৪০; আবদুর রাযযাক ১১/২২১ (২০৩৭৬); ইবনু আবী শাইবা ৬/৫৬০–৫৬১ (২২৪৩৫); হুমাইদি ২/৪৬৮–৪৬৯ (৯৪৩), ২/৪৭৩ (৯৪৭); তায়ালিসি ৮২৫; তহাভি, মুশকিল ১/৩২২–৩২৩; তহাভি, শারহু মুশকিল ২/২১৯ (৭৪৯), ২/২১৯–২২০ (৭৫০), ২/২২০ (৭৫১, ৭৫২); আবু ইয়া'লা ৩/২১৩ (১৬৫৩); ইবনুল জারূদ ৫৫৫; বাযযার ৮/২১৯ (৩২৬৮), ৮/২২০ (৩২৬৯), ৮/২২০–২২১ (৩২৭০), ৮/২২১ (৩২৭১), ৮/২২৩ (৩২৭৩), ৮/২২৩ (৩২৭৪), ৮/২২৪ (৩২৭৬), ৮/২২৪ (৩২৭৭); তাবারানি, সগীর ৩২; তাবারানি, আওসাত ১/৪৭০ (১৭৩৫), ১/৬১৭ (২২৬৪), ২/৫০ (২৪৭২), ২/১৫৮ (২৮৬৮), ৫/৩৯৪–৩৯৫ (৭৭২৯); তাবারানি, কাবীর ১০/৪০৪–৪০৫ (১০৮২৪); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ৫১১; ইবনু হিব্বান ২/৪৯৭ (৭২১); হিলইয়া ৪/২৬৯–২৭০, ৪/৩৩৬, ৫/১০৫; মুসনাদুশ শিহাব ১/১২৭ (১০২৯), ১/১২৮ (১০৩০); তারীখু বাগদাদ ৯/৭০; আবুশ শাইখ, আমসাল ১২১, ২৬০; রামাহুরমুযি, আমসাল ৩ (দ্বিতীয়

---

[১] مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ "যে-ব্যক্তি সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তার সেখানে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে" (বুখারি ২০৫১); مَنْ أَرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ "যে-ব্যক্তি সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, সেখানে অনায়াসে ঢুকে পড়ার ব্যাপারে সে অধিক উপযুক্ত" (আহমাদ ৪/২৬৭ (১৮৩৪৭)); وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ "আর যে-ব্যক্তি সংশয়যুক্ত কাজে লিপ্ত হয়, তার ভেতর একপর্যায়ে (হারামে লিপ্ত হওয়ার) স্পর্ধা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে" (আবু দাউদ ৩৩২৯)।

[২] الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ "হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দুয়ের মাঝখানে আছে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয়। যে-ব্যক্তি গোনাহের সন্দেহযুক্ত বিষয় ছেড়ে দেয়, সে সুস্পষ্ট হারামগুলো আরও বেশি ছাড়বে। আর যে-ব্যক্তি গোনাহের সন্দেহযুক্ত বিষয়ে জড়িত হওয়ার স্পর্ধা দেখায়, তার সুস্পষ্ট হারামগুলোতেও জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।" (বুখারি ২০৫১)।

[৩] إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى "আল্লাহ একটি সংরক্ষিত এলাকা নির্ধারণ করেছেন" (আবু দাউদ ৩৩২৯)।

[৪] الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ "গোনাহের কাজগুলো আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা" (বুখারি ২০৫১); وَإِنَّ الْحَرَامَ حِمَى اللَّهِ الَّذِي حَرَّمَ عَلَى عِبَادِهِ "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর যা হারাম করেছেন, সেগুলো তাঁর সংরক্ষিত এলাকা" (তহাভি, শারহু মুশকিল ২/২২০ (৭৫১))।

[৫] فِي الْإِنْسَانِ "মানুষের ভেতর" (আহমাদ ৪/২৭০ (১৮৩৭৪)); فِي ابْنِ آدَمَ "আদম-সন্তানের ভেতর" (তায়ালিসি ৮২৫)।

[৬] إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْغَةً إِذَا سَلِمَتْ وَصَحَّتْ، سَلِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَصَحَّ، وَإِذَا سَقِمَتْ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَفَسَدَ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ "মানুষের ভেতর এক টুকরো মাংস আছে, যা ত্রুটিমুক্ত ও সুস্থ হলে পুরো দেহ ত্রুটিমুক্ত ও সুস্থ হয়ে যায়, আর সেটা অসুস্থ হলে পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে রাখবে, সেটা হলো কল্‌ব বা অন্তর।" (আহমাদ ৪/২৭৪ (১৮৪১২))।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অংশ); উকাইলি ২/২৫২–২৫৩; বাইহাকি, কুবরা ৫/২৬৪ (১০৪৯৮), ৫/২৬৪ (১০৪৯৯), ৫/৩৩৪ (১০৯১৮), ৫/৩৩৪ (১০৯১৯); বাইহাকি, শুআব ৫/৫০ (৫৭৪০), ৫/৫০ (৫৭৪১), ৫/৫১ (৫৭৪২); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ২০৩১; মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৭৩ (৬৩৬৬, ৬৩৬৭, ৬৩৬৮)।

যা-কিছু মনে খটকা সৃষ্টি করে, তা বাদ দেওয়ার নির্দেশ

[২৬৭.] আবুল হাওরা সা'দি বলেন, 'আমি হাসান ইবনু আলি ﵁-কে বললাম, "আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যা আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করেছেন, যা অন্য কেউ আপনাকে বলেনি।[১]" তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি[২]—

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

'[৩]যেসব কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে সেগুলো বাদ দিয়ে, এমন কাজ করো যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে না।[৪]'

তিনি (আরও) বলেছেন—

الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ

'ভালো কাজ[৫] মনে স্থিরতা আনে, আর খারাপ কাজ[৬] মনে খটকা জাগায়[৭]।' " '

ইবনু হিব্বান ২/৪৯৮ (৭২২, প্রথম অংশ), সহীহ (আরনাউত); তিরমিযি ২৫১৮; নাসাঈ ৫৭১১; নাসাঈ, কুবরা ৫২০১; আহমাদ ১/২০০ (১৭২৩, মাঝখানের অংশ), ১/২০০ (১৭২৭, মাঝখানের অংশ); দারিমি ২৫৬১; আবূ ইয়া'লা ১২/১৩২ (৬৭৬২, মাঝখানের অংশ); তাবারানি, সগীর ২৮৪; তাবারানি, কাবীর ৩/৭৫–৭৬ (২৭০৮, প্রথম অংশ), ৩/৭৬–৭৭ (২৭১১, প্রথম অংশ); আবদুর রাযযাক ৩/১১৭–১১৮ (৪৯৮৪, প্রথম অংশ); তায়ালিসি ১২৭৪; বাযযার ৪/১৭৫ (১৩৩৬, মাঝখানের অংশ); ইবনু খুযাইমা ২৩৪৮ (শেষাংশ); মুসনাদুশ শিহাব ১/১৮৬ (২৭৫), ১/৩৭৪ (৬৪৫); রামাহুরমুযি, আমসালুল হাদীস ৪; আবুশ শাইখ, আল-আমসাল ৪০ (প্রথম অংশ); হাকিম ২/১৩ (২১৬৯), ৪/৯৯ (৭০৪৬); হিলইয়া ৬/৩৫২, ৮/২৬৪; আখবারু আসবাহান ২/২৪৩; তারীখু বাগদাদ ২/২২০, ২/৩৮৭, ৬/৩৮৬; বাইহাকি, কুবরা ৫/৩৩৫ (১০৯২১); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ২০৩২।

---

[১] "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কোন কথাটি আপনার মুখস্থ আছে?" (দারিমি ২৫৬১); "নবি ﷺ-এর মৃত্যুর সময় আপনি কেমন ছিলেন? আর তাঁর-কাছ-থেকে-শোনা কোন কথাটি আপনার মনে আছে?" (তাবারানি, কাবীর ৩/৭৬–৭৭ (২৭১১))।

[২] "আমার মনে আছে, একদিন একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল" (তাবারানি, কাবীর ৩/৭৬–৭৭ (২৭১১)); "কিন্তু, বিষয়টি কী ছিল তা আমার মনে নেই। তখন নবি ﷺ বলেন" (দারিমি ২৫৬১); "আমি তাঁর কাছ থেকে এটি মুখস্থ করে রেখেছি—" (নাসাঈ ৫৭১১)।

[৩] ইবনু উমর ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন— الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ فَـ "হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট; অতএব" (রামাহুরমুযি, আমসাল ৪)।

[৪] فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "কারণ, তুমি যা-কিছু আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে ছেড়ে দেবে, তা(র প্রতিদান) কখনও হারিয়ে যেতে দেখবে না" (আবুশ শাইখ, আমসাল ৪০)।

[৫] فَإِنَّ الصِّدْقَ "কারণ, সত্য" (তিরমিযি ২৫১৮)।

[৬] وَإِنَّ الْكَذِبَ "আর মিথ্যা" (তিরমিযি ২৫১৮)।

[৭] فَإِنَّ الشَّرَّ يُرِيبُكَ "খারাপ জিনিস তোমার মনে খটকা জাগাবে" (আবদুর রাযযাক ৩/১১৭–১১৮ (৪৯৮৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্তরে আগে ঢুকে ঈমান, তারপর কুরআন

[২৬৮.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কুরআন পাঠ করি; তবে এর নিগূঢ় তত্ত্ব আমার অন্তর বুঝতে পারে বলে আমার মনে হয় না!" এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন,

إِنَّ قَلْبَكَ حُشِيَ الْإِيمَانَ، وَإِنَّ الْإِيمَانَ يُعْطَى الْعَبْدَ قَبْلَ الْقُرْآنِ

"তোমার অন্তরে (সবেমাত্র) ঈমান দেওয়া হয়েছে; আর বান্দাকে কুরআনের আগে দেওয়া হয় ঈমান।" '

আহমাদ ২/১৭২ (৬৬০৪), সহীহ (আহমাদ শাকির); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৩ (২২৪); জামউল ফাওয়াইদ ১১৫।

অর্থাৎ কুরআনের সব তত্ত্ব পুরোপুরি বুঝতে পারা সকল পর্যায়ের মুমিনের জন্য সমান উপকারী নয়; আগে অন্তরে স্থান পায় নিখাদ ঈমান, তারপর ঈমানের স্তর অনুযায়ী তাকে কুরআনের ততটুকু অংশের নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা দেওয়া হয়, যতটুকু তার জন্য উপকারী; যে নিগূঢ় তত্ত্ব ওই পর্যায়ের মুমিনের জন্য উপকারী নয়, তাকে তা পূর্ণভাবে অনুধাবন করার শক্তি দেওয়া হয় না।

আল্লাহর সামনে মানুষের চেয়ে অন্যান্য মাখলূক বেশি অনুগত

[২৬৯.] সুলাইমান ইবনু বুরাইদা তার পিতার সূত্রে বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ أَطْوَعُ لِلَّهِ مِنِ ابْنِ آدَمَ

"এমন কোনও বস্তু নেই যা আল্লাহ তাআলার (বিধানের) সামনে মানুষের চেয়ে বেশি অনুগত নয়।" '

তাবারানি, সগীর ৯০৮, ৯০৯, বর্ণনাকারী আবূ উবাইদা ইবনুল আশজাঈ'র জীবনবৃত্তান্ত জানতে পারিনি (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ৪/৬৭ (৩২১৩); মুসনাদুল ফিরদাউস ৪/৪৮ (৬১৪৯); কানযুল উম্মাল ১৬/৫ (৪৩৬৮৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫২ (১৫৮)।

কিয়ামাতের বিভীষিকার সামনে সারাজীবনের সমস্ত নেক আমলও তুচ্ছ

[২৭০.] উতবা ইবনু আব্দ ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللهِ لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কোনও ব্যক্তি যদি জন্মের দিন থেকে নিয়ে বুড়ো অবস্থায় মারা যাওয়ার দিন পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে[১] সাজদায় পড়ে থাকে, কিয়ামাতের দিন সেটিও তার কাছে অতি নগণ্য মনে হবে[২]।" '

---

[১] فِي طَاعَةِ اللَّهِ "আল্লাহর আনুগত্যে" (আহমাদ ৪/১৮৫ (১৭৬৫০))।

[২] وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ "এবং সে মন থেকে চাইবে—তাকে যদি আরও বেশি সাওয়াব অর্জনের জন্য দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হতো!" (আহমাদ ৪/১৮৫ (১৭৬৫০)); أَنَّهُ زِيدَ "তাকে যদি আরও বাড়তি (হায়াত) দেওয়া হতো" (বুখারি, তারীখ ১/১৫ (৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহমাদ ৪/১৮৫ (১৭৬৪৯), একজন বর্ণনাকারী মুদাল্লিস হলেও তিনি হাদ্দাসা শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন (হাইসামি), ৪/১৮৫ (১৭৬৫০) ইসনাদটি সহীহ; বুখারি, তারীখ ১/১৫ (৫); তাবারানি, কাবীর ১৭/১২২–১২৩ (৩০৩), ১৯/২৪৯ (৫৬২); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১১৩৮; বাইহাকি, শুআব ১/৪৭৯ (৭৬৭), ১/৪৭৯ (৭৬৮); আত-তারগীব ৪/৩৯৭ (৪০, ৪১); ইবনু আবী আসিম, আল-আহাদ ২/২৫৩ (১১২৪); উসদুল গবাহ্ ৫/১০৯; আল-ইসাবা ৯/১২৮; কানযুল উম্মাল ১৪/৩৬১ (৩৮৯৪০), ১৫/৭৮৮ (৪৩১২০), সহীহ; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫১ (১৫৫, ১৫৬)।

[২৭১.] জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَا فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَلَا شِبْرٍ وَلَا كَفٍّ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ مَلَكٌ سَاجِدٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا جَمِيعًا : سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ إِلَّا أَنَّا لَمْ نُشْرِكْ بِكَ شَيْئًا

"সাত আকাশের কোথাও এক কদম অথবা এক বিঘত অথবা হাতের এক তালু পরিমাণ জায়গাও নেই, যেখানে একজন ফেরেশতা (নামাজে) দাঁড়ানো কিংবা সাজদার অবস্থায় নেই। তারপরও কিয়ামাতের দিন এলে, তারা সবাই বলবে—'পবিত্র তুমি! যেভাবে তোমার গোলামি করার প্রয়োজন ছিল, সেভাবে তোমার গোলামি করতে পারিনি, তবে আমরা তোমার সঙ্গে কোনও শির্ক করিনি।" '

তাবারানি, কাবীর ২/১৮৪ (১৭৫১), দারাকুতনি'র মতে বর্ণনাকারী উরওয়া ইবনু মারওয়ান ইরকি শক্তিশালী নয় (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ২/৩৬৯–৩৭০ (৩৫৬৮); কানযুল উম্মাল ১০/৩৬৭ (২৯৮৩৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫১–৫২ (১৫৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুমিনের উদাহরণ

একজন মুমিন এক হাজার সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কল্যাণময়

[২৭২.] আবদুল্লাহ ইবনু উমর ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكَادُ تَرَى فِيهَا رَاحِلَةً "(সাধারণ) মানুষের উদাহরণ হলো এক শ উটের মতো, যার একটিকেও আরোহণের উপযুক্ত পাবে না।" আল্লাহর রাসূল ﷺ (আরও) বলেন,

لَا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ

"আমরা এমন কোনোকিছুর কথা জানি না, যা তার সমজাতীয় এক শ'টির চেয়ে[১] অধিক কল্যাণময়; কেবল মুমিনই এর ব্যতিক্রম[২]।" '

আহমাদ ২/১০৯ (৫৮৮২), ২/৭ (৪৫১৬), ২/৭০ (৫৩৮৭), ২/৮৮ (৫৬১৯), ২/১২১ (৬০৩০), ২/১২২ (৬০৪৪), ২/১২৩ (৬০৪৯), ২/১৩৯ (৬২৩৭)। প্রথম অংশটি সহীহ, দ্বিতীয় অংশের একজন বর্ণনাকারী 'অত্যন্ত দুর্বল'। বুখারি ৬৪৯৮; মুসলিম ৬৪৯৯/২৩২ (২৫৪৭); তিরমিযি ২৮৭২; ইবনু মাজাহ ৩৯৯০; আবূ ইয়ালা ৯/৩২৪ (৫৪৩৬), ৯/৩৪৬ (৫৪৫৭); তাবারানি, কাবীর ১২/২৭৭ (১৩১০৫), ১২/৩২২ (১৩২৪০); তাবারানি, আওসাত ২/২৯৪ (৩৩২৭), ২/৩৪৬ (৩৫০০); তাবারানি, সগীর ৪১২; তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১৭৬৫; আবদুর রাযযাক ১১/২৪৬ (২০৪৪৭); আবদ ইবনু হুমাইদ ৭২৪; ইবনু হিব্বান ১৩/১১৩–১১৪ (৫৭৯৭); তহাভি, মুশকিল ১১৭১; তহাভি, শারহু মুশকিল ৪/১০৪–১০৮ (১৪৬৭, ১৪৬৮, ১৪৬৯, ১৪৭০, ১৪৭১); হুমাইদি ২/১৮৮ (৬৭৮); ইবনু আদি, আল-কামিল ৬/২২২৪; বাইহাকি, কুবরা ৯/১৯ ১৭৮৪৮), ১০/১৩৫ (২০৮৮৫); আবুশ শাইখ, আমছালুল হাদীস ১৩৩, ১৩৪, ১৩৯; মুসনাদুশ শিহাব ১/১৪৬ (১৯৭); কানযুল উম্মাল ১/১৪৬ (৭২২), ১২/১৯১ (৩৪৬১৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৪ (২২৮); জামেউল ফাওয়াইদ ১১৭, ১১৮।

খেজুরগাছের মতো মুমিনের সবকিছুই উপকারী

[২৭৩.] ইবনু উমর ؓ বলেন, 'নবি ﷺ বলতেন—مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ، مَا أَتَاكَ مِنْهَا نَفَعَكَ "মুমিনের উদাহরণ হলো খেজুরগাছের মতো; তা থেকে যা আসে, তা-ই তোমার জন্য উপকারী।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৩১ (৪৩), ইসনাদটি সহীহ (দারানি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৩ (২৭৪)।

মুমিনের দৃঢ়তা খেজুরগাছের সঙ্গে তুলনীয়

[২৭৪.] ইবনু উমর ؓ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে [৩]ছিলাম। সে-সময় তিনি বলেন[৪]—

---

[১] مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ "সমজাতীয় এক হাজারটির চেয়ে" (তাবারানি, সগীর ৪১২)।

[২] অর্থাৎ এক শ' সাধারণ মানুষের চেয়ে একজন মুমিন অধিক কল্যাণময়।

[৩] 'বসে' (বুখারি ৫৪৪৪)।

[৪] মুজাহিদ বলেন, '(মক্কা থেকে) মদীনায় যাওয়ার পথে আমি ইবনু উমর ؓ-এর সঙ্গে ছিলাম। সে-সময় তাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে কেবল একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, "আমরা নবি ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এমন-সময় তাঁর কাছে খেজুরগাছের নরম শাঁস আনা হলে তিনি বলেন—" ' (বুখারি ৭২; তাবারানি, কবীর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَخْبِرُوْنِي بِشَجَرَةٍ شِبْهِ / كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا وَلَا وَلَا وَلَا ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ

"আমাকে এমন একটি গাছের কথা বলো, [১]যা মুসলিম ব্যক্তির মতো[২], না এর পাতা ঝরে পড়ে[৩], আর না (সেই গাছের এটা হয়), আর না (তার এটা হয়), আর না (তার এটা হয়), আর তা [৪]ফল দেয় সবসময়।"[৫]

আমার মনে হলো, সেটা খেজুরগাছ।[৬] কিন্তু আবু বকর ও উমর ﵄-কে চুপ থাকতে দেখে, আমার কথা বলতে ভালো লাগেনি।[৭] তারা কিছু না বলায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,[৮] هِيَ النَّخْلَةُ "সেটা হলো খেজুরগাছ।"

(বৈঠক থেকে) উঠার পর আমি উমর ﵁-কে বলি, "আব্বা! শপথ আল্লাহর! আমার মনে হয়েছিল, সেটা খেজুরগাছ।" তিনি বলেন, "তা হলে বলোনি কেন?" আমি বলি, "আপনাদের চুপ থাকতে দেখে, আমার কিছু বলতে ভালো লাগেনি।" উমর ﵁ বলেন—"তুমি সেটা বলে দিলে, তা হতো আমার জন্য অমুক অমুক বস্তুর চেয়ে[৯] বেশি প্রিয়!" '

বুখারি ৪৬৯৮, ৬১, ৬২, ৭২, ১৩১, ২২০৯, ৪৬৯৮, ৫৪৪৪, ৫৪৪৮, ৬১২২, ৬১৪৪; মুসলিম ৭০৯৮/৬৩ (২৮১১), ৭০৯৯/৬৪ (...), ৭১০০ (...), ৭১০১ (...), ৭১০২ (...); তিরমিযি ২৮৬৭; নাসাঈ, কুবরা ১১১৯৭; আহমাদ ২/১২ (৪৫৯৯), ২/৩১ (৪৮৫৯), ২/৪১ (৫০০০), ২/৬১ (৫২৭৪), ২/১১৫ (৫৯৫৫), ২/১২৩ (৬০৫২), ২/১৫৭ (৬৪৬৮); দারিমি ২৯১; তাবারানি, কাবীর ১২/৪০৯

১৩৫০৮); ইবনু উমর ﵄ বলেন, 'আমি ছিলাম নবি ﷺ-এর কাছে। তিনি তখন খেজুরগাছের নরম শাঁস খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন—' (বুখারি ২২০৯)।

[১] يَنْتَفَعُ بِهَا "যা অনেক উপকারে আসে" (আহমাদ ২/১১৫ (৫৯৫৫))।

[২] كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ "মুমিন ব্যক্তির মতো" (বুখারি ২২০৯); لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ "যার বরকত মুসলিমের বরকতের মতো" (বুখারি ৫৪৪৪); مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ "মুমিনের উদাহরণ হলো একটি সবুজ গাছের মতো" (বুখারি ৬১২২)।

[৩] مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا "এমন কোন গাছ আছে, যার পাতা ঝরে পড়ে না?" (আহমাদ ২/৬১ (৫২৭৪))।

[৪] بِإِذْنِ رَبِّهَا "তার রবের নির্দেশে" (বুখারি ৬১৪৪)।

[৫] مَنْ يُخْبِرُنِي عَنْ شَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا "আমাকে এমন একটি গাছের কথা কে বলতে পারবে—যার উদাহরণ মুমিনের মতো, যার শিকড় অত্যন্ত মজবুত, যার ডাল আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, আর যা তার রবের নির্দেশে সবসময় ফল দেয়?" (ইবনু হিব্বান ১/৪৭৮–৪৭৯ (২৪৩))।

[৬] 'তাই, বলার ইচ্ছে জাগল—আল্লাহর রাসূল, সেটা খেজুরগাছ!' (বুখারি ৫৪৪৪)।

[৭] 'সেখানে ছিল জাতির বয়স্ক লোকজন' (মুসলিম ৭০৯৯/৬৪ (...)); '(বয়সের দিক দিয়ে) আমি ছিলাম দশজনের মধ্যে দশম' (বুখারি ৫৪৪৪); 'বয়সে আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো, তাই চুপ করে থাকি' (বুখারি ৭২); 'যেখানে আবু বকর ও উমর আছেন, সেখানে আমার কথা বলা ভালো মনে হয়নি' (বুখারি ৬১৪৪)।

[৮] 'তারা (বেশ কিছু গাছের নাম) বললেন, কিন্তু কারও উত্তর সঠিক হয়নি' (আহমাদ ২/৩১ (৪৮৫৯)); 'লোকজন মরুভূমির [উপত্যকার (ইবনু হিব্বান ২৪৩)] বিভিন্ন গাছের নাম বলতে লাগল। আমার মনে হলো, সেটা খেজুরগাছ, কিন্তু লজ্জায় বলিনি। এরপর তারা বললেন, "আল্লাহর রাসূল! আমাদের বলে দিন কী সেটা।" নবি ﷺ বলেন—' (বুখারি ৬১)।

[৯] 'আমার ধারণা, তিনি লাল উটের কথা বলেছিলেন' (ইবনু হিব্বান ১/৪৭৮–৪৭৯ (২৪৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(১৩৫০৮), ১২/৪১০–৪১১ (১৩৫১৩), ১২/৪১১–৪১২ (১৩৫১৭), ১২/৪১২–৪১৩ (১৩৫২১); তাবারানি, সগীর ৫৭৮; বুখারি, মুফরাদ ৩৬০; ইবনু হিব্বান ১/৪৭৮ (২৪৩), ১/৪৭৯–৪৮০ (২৪৪), ১/৪৮০–৪৮১ (২৪৫), ১/৪৮১ (২৪৬); ইবনু মানদাহ্‌ ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০; হুমাইদি ২/১৯৯–২০০ (৬৯৩), ২/২০১ (৬৯৪); আবদ ইবনু হুমাইদ ৭৯০; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ্‌ ১৪৩।

প্রাচুর্য ও দুঃখদুর্দশা উভয়টিই মুমিনের জন্য কল্যাণকর

[২৭৫.] সুহাইব ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের ব্যাপারটি বিস্ময়কর![১] তার সবকিছুই কল্যাণকর; মুমিন ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য নয়। তার জীবনে সুখসমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণকর; আর দুঃখদুর্দশার মুখোমুখি হলে ধৈর্যধারণ করে, ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যাণকর।" '

মুসলিম ৭৫০০/৬৪ (২৯৯৯); আহমাদ ৪/৩৩২ (১৮৯৩৪), ৪/৩৩৩ (১৮৯৩৯); জামেউল ফাওয়াইদ ২১।

মুমিন ও মুশরিকের পরিণতি এবং বিভিন্ন কাজের উদাহরণ

[২৭৬.] খুরাইম ইবনু ফাতিক[২] ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

الْأَعْمَالُ سِتَّةٌ، وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ، فَمُوجِبَتَانِ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ، فَأَمَّا الْمُوجِبَتَانِ: فَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ حَتَّى يُشْعِرَهَا قَلْبَهُ، وَيَعْلَمَهَا اللهُ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً، كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَبِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ، وَأَمَّا النَّاسُ، فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"কাজ ছয় ধরনের, আর মানুষ চার ধরনের।

দু ধরনের কাজ (দু ধরনের পরিণতিকে) অনিবার্য করে তোলে, এক ধরনের কাজের জন্য রয়েছে সমান বিনিময়, এক ধরনের ভালো কাজের জন্য রয়েছে দশগুণ প্রতিদান, আরেক ধরনের কাজের জন্য রয়েছে সাতশ গুণ প্রতিদান।

যে-দুটি কাজ (দুটি পরিণতিকে) অনিবার্য করে তোলে তা হলো:

---

[১] عَجِبْتُ مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ "মুমিনের বিষয়টি ভেবে আমি বিস্মিত!" (আহমাদ ৪/৩৩২ (১৮৯৩৪))।

[২] আসাদি (ইবনু হিব্বান ৬১৭১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুর শির্ক না করে [১]মারা যাবে,[২] সে জান্নাতে যাবে[৩], আর

» যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুর শির্ক করে[৪] মারা যাবে, সে জাহান্নামে যাবে[৫]।

সমান বিনিময়ের বিষয়টি হলো—

» যে-ব্যক্তি কোনও ভালো কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, যা তার অন্তরে অনুভূত হয় এবং যা আল্লাহ তাআলা জানেন, তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়।[৬]

» আর যে-ব্যক্তি কোনও খারাপ কাজ বাস্তবায়ন করে, তার জন্য একটি গোনাহ লেখা হয়।[৭]

(দশ ও সাতশ গুণের বিষয়টি হলো—)

» যে-ব্যক্তি একটি ভালো কাজ করে, তাকে দশগুণ সাওয়াব দেওয়া হয়।

» যে-ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাকে সাতশ গুণ সাওয়াব দেওয়া হয়।

আর (চার ধরনের) মানুষ হলো এরকম:

» দুনিয়ায় সচ্ছল, কিন্তু আখিরাতে নিঃস্ব;

» দুনিয়ায় নিঃস্ব, তবে আখিরাতে সচ্ছল;

» দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় নিঃস্ব[৮];

» দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় সচ্ছল।" '

আহমাদ ৪/৩২১–৩২২ (১৮৯০০) হাসান, ৪/৩৪৫ (১৯০৩৫), ৪/৩৪৬ (১৯০৩৯); তাবারানি, কাবীর ৪/২০৫–২০৬ (৪১৫১), ৪/২০৬ (৪১৫২), ৪/২০৬–২০৭ (৪১৫৩), ৪/২০৭ (৪১৫৪), ৪/২০৭ (৪১৫৫); ইবনু হিব্বান ১৪/৪৫–৪৬ (৬১৭১); ইবনু হিব্বান

---

[১] مُسْلِمًا مُؤْمِنًا "বিশ্বাসী ও আত্মসমর্পণকারী হিসেবে" (আহমাদ ৪/৩৪৫ (১৯০৩৫))।

[২] مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "যে-ব্যক্তি বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই" (ইবনু হিব্বান ৬১৭১)।

[৩] فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ "তার জন্য জান্নাত অবধারিত" (আহমাদ ৪/৩৪৫ (১৯০৩৫))।

[৪] كَافِرًا "কাফির অবস্থায়" (হাকিম ২/৮৭ (২৪৪২))।

[৫] وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ "তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত" (আহমাদ ৪/৩৪৫ (১৯০৩৫))।

[৬] مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبَهُ، وَحَرَصَ عَلَيْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً "যে-ব্যক্তি কোনও ভালো কাজের ইচ্ছা পোষণ করল, কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়ন করেনি, আর আল্লাহ জেনে গিয়েছেন যে এ কাজের ইচ্ছা তার অন্তরে অনুভূত হয়েছে এবং এ কাজের জন্য সে যথেষ্ট আগ্রহী, তখন তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়।" (আহমাদ ৪/৩৪৫ (১৯০৩৫))।

[৭] وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَلَمْ تُضَاعَفْ عَلَيْهِ "যে-ব্যক্তি কোনও খারাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তার (আমলনামায়) সেটি লেখা হয় না, তবে সে ওই খারাপ কাজটি বাস্তবায়ন করে ফেললে একটি গোনাহ লেখা হয়, তাকে বাড়তি (গোনাহের দায়) দেওয়া হয় না।" (আহমাদ ৪/৩৪৫ (১৯০৩৫)); مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً "যে-ব্যক্তি কোনও খারাপ কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করল না, তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়।" (তাবারানি, কাবীর ৪/২০৬ (৪১৫২); ইবনু হিব্বান ৬১৭১)।

[৮] شَقِيٌّ "হতভাগা" (আহমাদ ৪/৩৪৫ (১৯০৩৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(মাওয়ারিদ) ৩১; হাকিম ২/৮৭ (২৪৪২); হিল্‌ইয়া ৯/৩৪; উসদুল গবাহ ২/১৩১; তুহফাতুল আশরাফ ৩/১২২; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২১ (৩২)।

মুমিন যেন আতর-বিক্রেতা

[২৭৭.] ইবনু উমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ، إِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكَ، وَإِنْ مَاشَيْتَهُ نَفَعَكَ، وَإِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكَ

"মুমিনের উদাহরণ হলো আতর-বিক্রেতার মতো[১]; তার সঙ্গে বসলে তুমি উপকৃত হবে, তার সঙ্গে হাঁটলে তুমি উপকৃত হবে,[২] আর তার কারবারে অংশীদার হলেও তুমি উপকৃত হবে।[৩]" '

তাবারানি, কাবীর ১২/৩১৯ (১৩৫৪১), বর্ণনাসূত্রে লাইস ইবনু আবী সুলাইম মুদাল্লিস (হাইসামি); হিল্‌ইয়া ৮/১২৯; আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/৬৬ (২৮৯১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৩ (২৭৩)।

মুমিন ও অবাধ্য লোকের তুলনামূলক চিত্র

মহৎ বনাম প্রতারক

[২৭৮.] আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ "মুমিন হলো মহৎ ও ভণ্ডামিমুক্ত, আর অবাধ্য ব্যক্তি হলো জঘন্য ভণ্ড ও প্রতারক।" '

আবূ ইয়া'লা ১০/৪০৩ (৬০০৮), ইসনাদটি হাসান (দারানি), ১০/৪০১ (৬০০৭); ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ৬৭৯; আহমাদ ২/৩৯৪ (৯১১৮); আবূ দাউদ ৪৭৯০; তিরমিযি ১৯৬৪; হাকিম ১/৪৩ (১২৮), ১/৪৩ (১২৯), ১/৪৩ (১৩০), ১/৪৩ (১৩১), ১/৪৪ (১৩২); বুখারি, মুফরাদ ৪১৮; বাযযার ১৫/২১১ (৮৬২১); ত্বহাভি, মুশকিল ৪/২০২; ত্বহাভি, শারহু মুশকিল ৮/১৫০–১৫২ (৩১২৭, ৩১২৮, ৩১২৯); হিল্‌ইয়া ৩/১১০; তারীখু বাগদাদ ৯/৩৮; বাইহাকি, কুবরা ১০/১৯৫ (২০৮৪৬); বাইহাকি, শুআব ৬/২৬৯ (৮১১৫), ৬/২৭০ (৮১১৬), ৬/২৭০ (৮১১৭); মুসনাদুশ শিহাব ১/১১১ (১৩৩); তাবারানি, কাবীর ১৯/৮২ (১৬৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮২ (২৭২)।

সুস্বাদু ফল ও আতর-বিক্রেতা বনাম তিতা ফল ও কামারের হাপর

[২৭৯.] আনাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ

---

[১] مَثَلُ النَّخْلَةِ "খেজুরগাছের মতো" (আসকালানি, মাতালিব ৩/৬৬ (২৮৯১))।

[২] وَإِنْ شَاوَرْتَهُ نَفَعَكَ "তার সঙ্গে পরামর্শ করলে তুমি উপকৃত হবে" (হিল্‌ইয়া ৮/১২৯)।

[৩] وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ مَنْفَعَةٌ "তার প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্যে উপকার রয়েছে" (হিল্‌ইয়া ৮/১২৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

» "যে-মুমিন কুরআন পাঠ করে[১] তার উদাহরণ হলো সুগন্ধি লেবুর (citron) মতো যার ঘ্রাণও ভালো স্বাদও ভালো,

» যে-মুমিন কুরআন পাঠ করে না[২] তার উদাহরণ হলো খেজুরের মতো যার স্বাদ ভালো[৩] কিন্তু কোনও ঘ্রাণ নেই,

» যে গোনাহের পথে চলে[৪] আবার কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হলো সুগন্ধি লতার (basil) মতো যার ঘ্রাণ সুন্দর কিন্তু স্বাদ তিতা[৫], আর

» যে গোনাহের পথে চলে কিন্তু কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ হলো তিতা আপেলের (colocynth) মতো যার স্বাদ তিতা[৬] আবার কোনও ঘ্রাণ নেই।

» সৎসঙ্গের উদাহরণ হলো মেশ্‌ক-বিক্রেতার মতো[৭], তার কাছ থেকে যদি কিছু নাও পাও[৮] অন্তত তার সুঘ্রাণ পাবে[৯], আর

» অসৎসঙ্গের উদাহরণ হলো [১০]হাপর-চালকের মতো[১১], তার কালির গুঁড়া তোমার গায়ে না লাগলেও তার ধোঁয়া তোমার গায়ে লাগবে[১২]।" '

---

[১] وَيَعْمَلُ بِهِ "এবং তা মেনে চলে" (বুখারি ৫০৫৯)।

[২] وَيَعْمَلُ بِهِ "তবে তা মেনে চলে" (বুখারি ৫০৫৯)।

[৩] حُلْوٌ "মিষ্টি" (বুখারি ৫৪২৭)।

[৪] الْمُنَافِقِ "যে-ব্যক্তি মুনাফিক বা ভণ্ড" (বুখারি ৫০৫৯)।

[৫] وَلَا طَعْمَ لَهُ "কিন্তু কোনও স্বাদ নেই" (আহমাদ ৪/৪০৮ (১৯৬৬৪))।

[৬] خَبِيثٌ "অত্যন্ত বাজে" (আহমাদ ৪/৪০৮ (১৯৬৬৪)); رِيحُهَا مُنْتِنٌ وَطَعْمُهَا مُنْتِنٌ "যার গন্ধও বাজে, স্বাদও বাজে" (আব্দুর রয্যাক ১১/৪৩২ (২০৯৩৩))।

[৭] مَثَلُ الْعَطَّارِ "আতর-বিক্রেতার মতো" (আবু ইয়া'লা ৭/২৭৪ (৪২৯৫)); كَحَامِلِ الْمِسْكِ "মেশ্‌ক-বহনকারীর মতো" (আবু ইয়া'লা ১০/২৫০ (৭২৭০))।

[৮] إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ "হয় তুমি তার কাছ থেকে কিছু কিনে নেবে, নতুবা" (বুখারি ২১০১)।

[৯] إِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ، وَإِلَّا أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ "তার পক্ষ থেকে যদি কিছু (উপহার) পাও তা হলে তো পেলে, অন্যথায় তার কিছু সুঘ্রাণ তো পাবে" (আবু ইয়া'লা ৭/২৭৪ (৪২৯৫))।

[১০] الْحَدَّادِ "কামারের" (বুখারি ২১০১)।

[১১] كَمَثَلِ الْقَيْنِ "কামারের মতো" (হুমাইদি ৭৬৮)।

[১২] وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً "কামারের হাপর তোমার শরীর বা কাপড় পুড়িয়ে দেবে, নতুবা এর কাছ থেকে বাজে গন্ধ পাবে" (বুখারি ২১০১); إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ (بِشَرَرِهِ (العبدي)، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً "সে হয় (তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে) তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, অথবা তুমি বাজে গন্ধ পাবে" (আবু ইয়া'লা ১০/২৫০ (৭২৭০); হুমাইদি ৭৬৮); إِنْ لَمْ يَحْرِقْ ثَوْبَكَ إِمَّا أَنْ يُنْتِنَكَ أَوْ يُؤْذِيَكَ رِيحُهُ "সে তোমার কাপড় না পোড়ালেও, হয় সে তোমাকে নোংরা করে দেবে, নতুবা তার গন্ধে তুমি কষ্ট পাবে" (মুসনাদুশ শিহাব ১৩৭৭)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবূ দাউদ ৪৮২৯, ইসনাদটি সহীহ, ৪৮৩০, ৪৮৩১; নাসাঈ ৫০৩৮; নাসাঈ, কুবরা ৬৬৯৯, ৬৭০০; আহমাদ ৪/৩৯৭ (১৯৫৪৯), ৪/৪০৪ (১৯৬১৪), ৪/৪০৮ (১৯৬৬৪); বুখারি ২১০১, ৫০২০, ৫০৫৯, ৫৪২৭, ৫৫৩৪, ৭৫৬০; মুসলিম ১৮৬০/২৪৩ (৭৯৭), ১৮৬১ (...), ৬৬৯২/১৪৬ (২৬২৮); তিরমিযি ২৮৬৫; ইবনু মাজাহ্ ২১৪; দারিমি ৩৩৯০; তায়ালিসি ৪৯৬; ইবনু আবী শাইবা ১০/৫২৯–৫৩০ (৩০৭৯৮); আবদুর রাযযাক ১১/৪৩৫ (২০৯৩৩); আবদ ইবনু হুমাইদ ৫৬৩; আবূ ইয়া'লা ৭/২৭৪ (৪২৯৫), ১৩/২৫৩ (৭২৭০); ইবনু হিব্বান ২/৩২০–৩২১ (৫৬১), ২/৩৪১ (৫৭৯), ৩/৪৭ (৭৭০), ৩/৪৮ (৭৭১); হাকিম ৪/২৮০ (৭৭৪৯); মুসনাদুশ শিহাব ২/২৮৭ (১৩৭৭), ২/২৮৮ (১৩৭৮), ২/২৮৮ (১৩৭৯), ২/২৮৮–২৮৯ (১৩৮০), ২/২৮৯ (১৩৮১), ২/২৮৯–২৯০ (১৩৮২); হুমাইদি ২/২৯১ (৭৮৮); মাকদিসি ৬/২০০ (২২১৬); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ১১৭৫, ৩৪৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমান ও মুনাফিকি

মুমিন ও মুনাফিক: দোলায়মান শস্যক্ষেত বনাম দেবদারু গাছ

[২৮০.] আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ، يَفِيءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُكَفِّئُهَا فَإِذَا سَكَنَتْ اعْتَدَلَتْ وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ، صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً، حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ

"মুমিনের উদাহরণ হলো সদ্য-গজানো নরম সবুজ শস্যক্ষেতের মতো, বায়ুপ্রবাহ এসে এর পাতাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে দোলাতে থাকে,[১] বায়ুপ্রবাহ থেমে গেলে পাতাগুলো সোজা হয়ে যায়,[২] তেমনিভাবে বিপদ-মুসিবত মুমিনকে দোলাতে থাকে[৩]। আর কাফির বা অবাধ্য লোকের[৪] উদাহরণ হলো দেবদারু[৫] গাছের মতো, যা শক্ত ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,[৬] যতক্ষণ-না আল্লাহ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সেটা কেটে ফেলছেন[৭]।" '

বুখারি ৭৪৬৬, ৫৬৪৩, ৫৬৪৪; মুসলিম ৭০৯২/৫৮ (২৮০৯), ৭০৯৩ (...), ৭০৯৪/৫৯ (২৮১০), ৭০৯৫/৬০ (...), ৭০৯৬/৬১ (...), ৭০৯৭/৬২ (...); তিরমিযি ২৮৬৬; আহমাদ ২/২৩৪ (৭১৯২), ২/২৮৩–২৮৪ (৭৮১৪), ২/৫২৩ (১০৭৭৫), ৩/৪৫৪ (১৫৭৬৯); দারিমি ২৭৭৯; জামিউল উসূল ৫৭, ৫৮, ৫৯; জামউল ফাওয়াইদ ১১৯।

মুমিন ও মুনাফিকের নিয়ত ও কাজের পার্থক্য

[২৮১.] সাহল ইবনু সাদ সাইদি ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ، وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ، فَإِذَا عَمِلَ

---

[১] تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى "একবার মাটিতে ফেলে দেয়, আরেকবার সোজা করে দেয়" (মুসলিম ৭০৯৪/৫৯ (২৮১০); বুখারি ৫৬৪৩)।

[২] حَتَّى تَهِيجَ "এভাবে চলতে চলতে একপর্যায়ে শস্য পরিপক্ক হয়ে ওঠে" (মুসলিম ৭০৯৪/৫৯ (২৮১০))।

[৩] وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ "আর (তেমনিভাবে) বিপদ-মুসিবত মুমিনকে সবসময় স্পর্শ করতে থাকে" (তিরমিযি ২৮৬৬; মুসলিম ২৮০৯ (৭০৯২); حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ "যতক্ষণ-না তার মৃত্যু হচ্ছে" (দারিমি ২৭৭৯)।

[৪] الْمُنَافِقِ "মুনাফিক বা কপট লোকের" (তিরমিযি ২৮৬৬; মুসলিম ২৮০৯ (৭০৯২)); الْفَاجِرُ "খারাপ লোক" (বুখারি ৫৬৪৪)।

[৫] মূলে ব্যবহৃত হয়েছে 'আরয' শব্দ, যা মূলত পাইন জাতীয় একপ্রকার গাছ বোঝায়, ল্যাটিন নাম cedrus।

[৬] لَا تَهْتَزُّ "প্রকম্পিত হয় না" (তিরমিযি ২৮৬৬); لَا يُفِيئُهَا شَيْءٌ "কোনোকিছুই একে দোলায় না" (মুসলিম ৭০৯৪/৫৯ (২৮১০))।

[৭] حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً "যতক্ষণ-না সেটাকে একবারে কেটে ফেলার সময় হচ্ছে" (মুসলিম ৭০৯৪/৫৯ (২৮১০)); حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ "যতক্ষণ-না এর নির্ধারিত সময় চলে আসছে" (মুসলিম ৭০৯৫/৬০ (...))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الْمُؤْمِنُ عَمَلًا نَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ

"মুমিনের নিয়ত (মনের ইচ্ছা) তার কাজের চেয়ে উত্তম, অপরদিকে মুনাফিকের কাজ তার নিয়তের চেয়ে উত্তম; প্রত্যেকে নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী কাজ করে। মুমিন যখন কোনও কাজ করে, তখন তার অন্তরে এক ধরনের নূর (জ্যোতি) প্রজ্বলিত হয়।" '

তাবারানি, কাবীর ৬/১৮৫-১৮৬ (৫৯৪২), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে হাতিম ইবনু আব্বাদ ইবনি দীনার জারসি'র জীবনী কাউকে আলোচনা করতে দেখিনি (হাইসামি); হিলইয়া ৩/২৫৫; কানযুল উম্মাল ৩/৪১৯ (৭২৩৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬১ (২১৩), ১/১০৯ (৪২৬)।

মুমিন, কাফির ও মুনাফিকের কলবের উদাহরণ

[২৮২.] আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ قَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يُزْهِرُ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ مَرْبُوطٌ عليه غِلَافُهُ، وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ، وَقَلْبٌ مُصْفَحٌ، فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَرَفَ ثُمَّ أَنْكَرَ، وَأَمَّا الْمُصْفَحُ فَقَلْبٌ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ فَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ فَأَيُّ الْمَدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ

"কল্‌ব বা অন্তর চার ধরনের:

» উন্মুক্ত অন্তর, যেখানে উজ্জ্বল প্রদীপ আলো বিকিরণ করে,
» পর্দায় ঢেকে-থাকা অন্তর,
» উলটো-হয়ে-থাকা অন্তর এবং
» প্রশস্ত অন্তর।

উন্মুক্ত অন্তর হলো মুমিনের অন্তর, সেখানকার প্রদীপটি হলো তার (ঈমানের) আলো;
পর্দায় ঢেকে-থাকা অন্তর হলো কাফির বা অবাধ্য লোকের অন্তর;
উলটো-হয়ে-থাকা অন্তর হলো মুনাফিক বা কপট লোকের অন্তর, সে সত্যকে চেনার পর প্রত্যাখ্যান করেছে; আর
প্রশস্ত অন্তর হলো এমন অন্তর যেখানে ঈমান ও কপটতা উভয়টিই থাকে—সেখানকার ঈমান এমন তৃণলতার মতো, যা পরিচ্ছন্ন ও ভালো পানি পেলে লকলক করে বেড়ে ওঠে; আর সেখানকার কপটতা এমন ক্ষতস্থানের মতো, যা পুঁজ ও রক্তের ফলে আরও দগদগে হয়ে ওঠে; দুটির মধ্যে যেটি অপরটির ওপর জয়ী হয়, সেটির প্রভাব ওই ব্যক্তির ওপর পড়ে।" '

আহমাদ ৩/১৭ (১১১২৯), বর্ণনাসূত্রে লাইস ইবনু আবী সুলাইম আছেন (হাইসামি); তাবারানি, সগীর ১০৭৫; হিলইয়া ১/২৭৬, ৪/৩৮৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৩ (২২৫); কানযুল উম্মাল ১/২৪৪ (১২২৬); জামেউল ফাওয়াইদ ১১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুনাফিকের কিছু আলামত

অভিশাপ, লুটপাট, খেয়ানত, নামাজ ও মাসজিদের প্রতি অনীহা, অহংকার, নিষ্ঠুরতা, অতিরিক্ত ঘুম ও হইহুল্লোড়

[২৮৩.] আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا: تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ، وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ، وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ، وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هَجْرًا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبْرًا، مُسْتَكْبِرِينَ، لَا يَأْلَفُونَ وَلَا يُؤْلَفُونَ، خُشُبٌ بِاللَّيْلِ، صُخُبٌ بِالنَّهَارِ

"মুনাফিকদের কিছু আলামত আছে, যা দিয়ে এদের চেনা যায়:

» এদের অভিবাদনে থাকে অভিশাপ,
» এদের খাবারের উৎস হলো লুটপাট,
» যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এদের কাছে খেয়ানতের বিষয়,
» এরা মাসজিদের কাছে এলে, ঘৃণার মনোভাব নিয়েই আসে,
» নামাজে এলেও, পেছনে থাকার মানসিকতা নিয়ে আসে;
» এরা অহংকারী,
» না এরা অন্যদের ভালোবাসে, আর না অন্যদের ভালোবাসা পায়,
» এদের রাত কাটে নিষ্প্রাণ কাঠের মতো (ঘুমিয়ে), আর
» দিন কাটে আনন্দ-ফূর্তি ও হইহুল্লোড়ের মধ্যে।" '

আহমাদ ২/২৯৩ (৭৯২৬), বর্ণনাসূত্রের আবদুল মালিক ইবনু কুদামা জুমাহি ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও অন্যদের মতে 'বিশ্বস্ত', আর দারাকুতনি ও অন্যদের মতে 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি), ইসনাদটি হাসান (দারানি); বাযযার (কাশফ) ১/৬১–৬২ (৮৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৭ (৪১৮)।

মিথ্যাবাদিতা, খেয়ানত, ওয়াদা-ভঙ্গ

[২৮৪.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি[১] যার মধ্যে থাকে, সে একটা নির্ভেজাল মুনাফিক[২]; আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, বুঝতে হবে তার মধ্যে মুনাফিকির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যতক্ষণ-না সে সেটি

---

[১] أَرْبَعُ خِلَالٍ "চারটি বৈশিষ্ট্য" (বুখারি ৩১৭৮)।

[২] آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি" (বুখারি ৩৩); وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ "যদি সে রোযা পালন করে, নামাজ আদায় করে, হজ ও উমরা পালন করে, এবং বলে—'আমি অবশ্যই মুসলিম', তারপরও" (আবু ইয়ালা ৭/১৩৬ (৪০৯৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছেড়ে দেয়:

» [১]কথা বললে মিথ্যা বলে,

» পারস্পরিক চুক্তি হলে বিশ্বাসঘাতকতা করে[২],

» ওয়াদা দিলে ভেঙে ফেলে, আর

» তর্ক করলে অশালীনতার আশ্রয় নেয়।" '

মুসলিম ২১০/১০৬ (৫৮), ২১১/ ১০৭ (৫৯), ২১২/১০৮ (...), ২১৩/১০৯ (...), ২১৪/১১০ (...); বুখারি ৩৩, ৩৪, ২৪৫৯, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৩১৭৮, ৬০৯৫; তিরমিযি ২৬৩১, ২৬৩২; নাসাঈ ৫০২০, ৫০২১, ৫০২৩; নাসাঈ, কুবরা ৮৬৮১; আহমাদ ২/১৮৯ (৬৭৬৮), ২/২০০ (৬৮৭৯), ২/৩৫৭ (৮৬৮৫), ২/৩৯৭ (৯১৫৮), ২/৫৩৬ (১০৯২৫); বাযযার (কাশফ) ১/৬২ (৮৬), ১/৬২–৬৩ (৮৭); আবূ ইয়া'লা ৭/১৩৬ (৪০৯৮); বুখারি, আত-তারীখ ৮/৩৮৫–৩৮৬; তাবারানি, আওসাত ২/১৮২ (২৯৫০), ৬/৩৯ (৭৯১৬), ৬/১১২ (৮১৮৭); ইবনু হিব্বান ১/৪৯০ (২৫৭); বাইহাকি, কুবরা ৬/২৮৮ (১২৮১২), ৬/২৮৮ (১২৮১৩), ৬/২৮৮ (১২৮১৪); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৫, ৩৬; কানযুল উম্মাল ১/১৬৮ (৮৪৩), ১/১৬৯ (৮৫১), ১/১৬৯ (৮৫৫), ১/১৭১ (৮৯৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৭–১০৮ (৪১৯), ১/১০৮ (৪২০, ৪২১), ১/১০৮ (৪২৩), ১/১০৮ (৪২৫)।

অন্তরে মুনাফিকি মূলত ওয়াদা-ভঙ্গ ও মিথ্যাবাদিতার শাস্তি

[২৮৫.] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, 'তিনটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে মুনাফিকদের চিনবে: কথা বলার সময় মিথ্যা বলবে, ওয়াদা দিলে ভেঙে ফেলবে, আর চুক্তিবদ্ধ হলে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বিষয়টি সত্যায়ন করে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন—

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

"তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছে—আল্লাহ যদি নিজ অনুগ্রহ থেকে আমাদের কিছু দেন, তা হলে আমরা অনেক বেশি বেশি দান-সদাকা করব আর ভালো মানুষ হয়ে যাব। এরপর আল্লাহ যখন নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের কিছু দিলেন, তখন তারা কৃপণ হয়ে গেল এবং অনীহা-ভরে মুখ ফিরিয়ে নিল। এর পরিণতিতে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকির শাস্তি দিলেন, যা চলতে থাকবে আল্লাহর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের সময় পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহর সঙ্গে যা ওয়াদা করেছিল তা রাখেনি, আর একের পর এক মিথ্যা বলে গিয়েছে। তারা কি জানে না—তাদের গোপন রহস্য ও চুপিচুপি আলাপ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন? আল্লাহ তো সকল অদৃশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী।" (সূরা আত-তাওবা ৯:৭৫–৭৮)'।

---

[১] آيَاتُ النِّفَاقِ "মুনাফিকির চিহ্নগুলো হলো:" (তাবারানি, আওসাত ৬/১১২ (৮১৮৭)); مِنْ أَعْلَامِ الْمُنَافِقِ "মুনাফিকের বড়ো বড়ো নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে:" (তাবারানি, আওসাত ২/১৮২ (২৯৫০))।

[২] إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ "তার কাছে আমানত রাখা হলে, সে খেয়ানত করে" (বুখারি ৩৪); وَإِذَا ائْتَمَنْتَهُ خَانَكَ "তুমি তার কাছে আমানত রাখলে, সে খেয়ানত করবে" (তাবারানি, আওসাত ২/১৮২ (২৯৫০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাবারানি, কাবীর ৯/২৫২ (৯০৭৫), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৮ (৪২৪)।

মুনাফিক যেভাবে মিথ্যাবাদিতা, খেয়ানত ও ওয়াদা-ভঙ্গ করে

[২৮৬.] সালমান ফারিসি ؓ বলেন, 'আবূ বকর ও উমর ؓ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গেলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

مِنْ خِلَالِ الْمُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আছে: সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভেঙে ফেলে, আর আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।"

এ-কথা শুনে তারা অত্যন্ত গম্ভীর চেহারা নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে বেরিয়ে আসেন। তাদের সঙ্গে দেখা হলে আমি বলি, "ব্যাপার কী? আপনাদের ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে যে।" তারা বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে একটি কথা শুনলাম। তিনি বললেন, 'মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আছে: সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভেঙে ফেলে, আর আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।' " সালমান ؓ বলেন, "আপনারা কি (এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে) নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেননি?" তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে (এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে) আমাদের ভয় হচ্ছিল।" আমি বলি, "তবে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব।"

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলি, "আবূ বকর ও উমর ؓ-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তাদের ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছিল।" তারপর তারা যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ বলেন—

قَدْ حَدَّثْتُهُمَا وَلَمْ أَضَعْهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَضَعَانِهِ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا حَدَّثَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يَكْذِبُ، وَإِذَا وَعَدَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يُخْلِفُ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يَخُونُ

"আমি তাদের এ-কথা বলেছি; তবে তারা বিষয়টি যেভাবে বুঝছে, আমি সেভাবে বুঝাইনি; বরং (বুঝাতে চেয়েছি)—

» মুনাফিক যখন কথা বলে, তখন মনে মনে বলে যে সে মিথ্যা বলবে;

» যখন সে ওয়াদা দেয়, তখন মনে মনে বলে যে, সে তা ভেঙে ফেলবে; আর

» তার কাছে যখন আমানত রাখা হয়, তখন সে মনে মনে বলে যে, সে খেয়ানত করবে।" '

তাবারানি, কাবীর ৬/২৭০ (৬১৮৬), আবূ ওয়াক্কাসের সূত্রে আবুন নুমান বর্ণনা করেছেন, দুজনই অজ্ঞাতপরিচয়, তবে এর অন্যান্য বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত (হাইসামি); ইসনাদটিতে কোনও সমস্যা নেই, বর্ণনাকারীদের এমন কেউ নেই যার পরিত্যাজ্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত (আসকালানি, ফাতহুল বারী ১/৯০); কানযুল উম্মাল ১/১৭১ (৮৬৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৮ (৪২২)।

মুনাফিক পিতার সঙ্গে ভালো আচরণ করার জন্য সাহাবির প্রতি নির্দেশ

[২৮৭.] আবূ হুরায়রা ؓ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল একটি ছায়াদার জায়গায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছিল। এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ তার পাশ দিয়ে গেলে সে বলে ওঠে, "আবূ কাবশার ছেলে তো আমাদের ওপর ধুলা ছড়িয়ে গেল!" এ-কথা শুনে তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ ؓ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন আর আপনার ওপর কুরআন নাযিল করেছেন। আপনি চাইলে, তার মাথা আপনার কাছে নিয়ে আসব।" আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

لَا، وَلَكِنْ بِرَّ أَبَاكَ وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ

"না। বরং তোমার পিতার সঙ্গে ভালো আচরণ করো এবং তাকে উত্তম সাহচর্য দাও।" '

তাবারানি, আওসাত ১/৮১ (২২৯), এটি যাইদ ইবনু বিশর হাদরামি এককভাবে বর্ণনা করেছেন (তাবারানি), ইবনু হিব্বান তাকে 'বিশ্বস্ত' আখ্যায়িত করেছেন, ইসনাদের অন্যান্য বর্ণনাকারীও বিশ্বস্ত (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৯ (৪২৭)।

রাসূল ﷺ হুযাইফা ؓ-কে কয়েকজন মুনাফিকের নাম বলেছিলেন

[২৮৮.] শা'বি বলেন, 'আমরা বললাম, "(মুনাফিক কারা—এ-সম্পর্কে) আবূ বকর ও উমর ؓ যা শনাক্ত করতে পারলেন না, তা হুযাইফা ؓ কেমন করে শনাক্ত করলেন?" সিলা ইবনু যুফার বললেন, "শপথ আল্লাহর! আমরা হুযাইফা ؓ-কে এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন—

'এক রাতের সফরে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। রাতের শেষভাগে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর বাহনের ওপরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে, কিছু লোক বলে ওঠে, "এখন যদি তাকে ধাক্কা দিই, সে পড়ে গিয়ে তার ঘাড় ভাঙবে। (আর) আমরাও তার হাত থেকে রেহাই পাব।" এ-কথা শুনতে পেয়ে আমি তাদের সামনে যাই এবং তাদের ও নবি ﷺ-এর মাঝখানে চলতে থাকি। তারপর কুরআনের একটি সূরা পড়তে শুরু করি। আল্লাহর রাসূল ﷺ জেগে উঠে বলেন, مَنْ هٰذَا؟ "কে?" আমি বলি, "হুযাইফা, আল্লাহর রাসূল!" তিনি বলেন, اُدْنُ। "কাছে আসো।" আমি কাছে যাওয়ার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَا سَمِعْتَ هٰؤُلَاءِ خَلْفَكَ مَا قَالُوا؟

"তোমার পেছনের এ লোকগুলো কী বলেছে, শোনোনি?"

আমি বলি, "অবশ্যই, আল্লাহর রাসূল! এজন্যই তো আপনার ও তাদের মাঝখানে চলছি।" নবি ﷺ বলেন—

أَمَا إِنَّهُمْ مُنَافِقُونَ، فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ

"মনে রাখবে, এরা মুনাফিক—অমুক, অমুক ও অমুক।[১]" ' " '

তাবারানি, কাবীর ৩/১৬৪ (৩০১০), বর্ণনাসূত্রে মুজালিদ ইবনু সাঈদ আছেন যিনি মাঝেমধ্যে কথা গুলিয়ে ফেলেন, একদলের মতে 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৯ (৪২৮)।

---

[১] فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ فُلَانًا وَفُلَانًا مُنَافِقُونَ لَا تُخْبِرَنَّ أَحَدًا "অমুক অমুক—(নবি ﷺ গুনে গুনে তাদের নাম বলেন)—এরা মুনাফিক। কাউকে (এদের নাম) বলবে না।" ' (তাবারানি, কাবীর (৩/১৬৪ (৩০১০)-এর বরাতে মাজমাউয যাওয়াইদ ৪২৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কয়েকজন মুনাফিকের নাম উল্লেখ করে তাকওয়ার পথে চলার নির্দেশ

[২৮৯.] ইবনু মাসউদ[১] ﷺ বলেন, 'নবি ﷺ বললেন[২]—

إِنَّ مِنْكُمْ مُنَافِقِينَ، فَمَنْ سَمَّيْتُهُ فَلْيَقُمْ

"তোমাদের মধ্যে কয়েকজন মুনাফিক আছে। আমি যার নাম বলব, সে যেন দাঁড়ায়।"

[৩]তখন ছত্রিশজন দাঁড়ালে, তিনি বলেন[৪]—إِنَّ فِيكُمْ فَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ "তোমাদের মধ্যে[৫] আছে; [৬]তোমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাও।"

এরপর উমর ﷺ মুখ-ঢেকে-রাখা একব্যক্তির পাশ দিয়ে যান[৭], যাকে তিনি চিনতেন। ওই অবস্থা দেখে তিনি বলেন, "তোমার কী হয়েছে?" নবি ﷺ যা বলেছিলেন, তা উমর ﷺ-কে জানালে তিনি বলেন, "দূর হও সারাদিনের জন্য!" '

বুখারি, আত-তারীখ ৭/২২-২৩, ইয়াদ ইবনু ইয়াদ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন; এ-দুজন সম্পর্কে আলোচনা করতে কাউকে দেখিনি (হাইসামি), বুখারি তার তারীখ গ্রন্থে ইয়াদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ভালো-মন্দ কোনও মন্তব্য করেননি (সারানি); আহমাদ ৫/২৭৩ (২২৩৪৮), ৫/২৭৩ (২২৩৪৯); তাবারানি, কাবীর ১৭/২৪৬ (৬৮৭); বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়া ৬/২৮৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১২ (৪৩৬)।

নবি ﷺ-এর ওপর মুনাফিকদের হামলার চেষ্টা

[২৯০.] আবুত তুফাইল ﷺ বলেন, 'তাবূক যুদ্ধ থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়, আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ঘোষককে এ-মর্মে ঘোষণা দিতে বলেন,

"আল্লাহর রাসূল ﷺ গিরিপথ দিয়ে যাবেন; সুতরাং অন্য কেউ যেন এ-পথ দিয়ে না যায়।"

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে হুযাইফা ﷺ আর পেছনে আম্মার ﷺ চলতে থাকেন। এমন সময় মুখোশ-পরিহিত কিছু লোক উষ্ট্রীতে চড়ে এসে আম্মার ﷺ-এর ওপর চড়াও হয়; সে-সময় তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাহনটিকে পেছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আম্মার ﷺ সেসব উষ্ট্রীর মুখে আঘাত করতে শুরু করলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ হুযাইফা ﷺ-কে বলেন, قُدْ قُدْ "সামনে

---

[১] আবূ মাসউদ (আহমাদ ৫/২৭৩ (২২৩৪৮))।

[২] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। তাতে আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করে বলেন' (আহমাদ ৫/২৭৩ (২২৩৪৮))।

[৩] 'এরপর তিনি বলেন— قُمْ يَا فُلَانُ، قُمْ يَا فُلَانُ، قُمْ يَا فُلَانُ "অমুক, দাঁড়াও; অমুক, দাঁড়াও; অমুক, দাঁড়াও।" ' (আহমাদ ৫/২৭৩ (২২৩৪৮))।

[৪] 'এভাবে ছত্রিশজনের নাম নিয়ে বলেন' (আহমাদ ৫/২৭৩ (২২৩৪৮))।

[৫] مُنَافِقِينَ "কিছু মুনাফিক" (বাইহাকি, দালাইল ৬/২৮৬)।

[৬] فَاتَّقُوا اللهَ "তোমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার চেষ্টা করো" (আহমাদ ৫/২৭৩ (২২৩৪৮))।

[৭] 'নবি ﷺ যাদের নাম উল্লেখ করেছিলেন, সে ছিল তাদের একজন' (আহমাদ ৫/২৭৩ (২২৩৪৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাড়ো, সামনে বাড়ো!" [১]এরপর একপর্যায়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ নেমে পড়েন।[২] আল্লাহর রাসূল ﷺ নেমে পড়ার পর, আম্মার ؓ নেমে আসেন। তিনি বলেন, يَا عَمَّارُ! هَلْ عَرَفْتَ الْقَوْمَ؟ "আম্মার! লোকগুলোকে চিনতে পেরেছ?" আম্মার ؓ বলেন, "আমি উষ্ট্রীগুলো মোটামুটি চিনতে পেরেছি, কিন্তু লোকগুলো ছিল মুখোশ-পরা। নবি ﷺ বলেন, هَلْ تَدْرِيْ مَا أَرَادُوْا "তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল, জানো?" আম্মার ؓ বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ বলেন—

أَرَادُوْا أَنْ يَنْفِرُوْا بِرَسُوْلِ اللهِ فَيَطْرَحُوْهُ

"এরা উর্ধ্বশ্বাসে বাহন ছুটিয়ে এসে, আল্লাহর রাসূলকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল।"

কিছুদিন পর আম্মার ؓ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এক সাহাবিকে জিজ্ঞেস করেন[৩],

"আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, গিরিপথে ওরা ক'জন ছিল বলে তুমি জানো[৪]?"

[৫]তিনি বলেন, "চৌদ্দজন[৬]।" আম্মার ؓ বলেন, "তাদের মধ্যে তুমি থেকে থাকলে, তাদের সংখ্যা তো পনেরো হওয়ার কথা।"

পরবর্তী সময়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের মধ্য থেকে তিনজনের কৈফিয়ত গ্রহণ করে দায়মুক্তি দেন। তারা (তাদের কৈফিয়তে) বলেছিলেন,

"শপথ আল্লাহর! আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ঘোষকের কথা আমরা শুনতে পাইনি, আর সেসব লোকের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আমরা কিছু জানতাম না।"

আম্মার ؓ বলেন,

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, বাকি বারোজন দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, আর কিয়ামাতের দিনও (তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে)।" '[৭]

---

[১] 'আম্মার ؓ পেছন থেকে এসে যোগ দিলে নবি ﷺ বলেন, شُقْ شُقْ "হাঁকাও, হাঁকাও!" (তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৩২)।

[২] 'তিনি উটটিকে বসিয়ে দেন' (তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৩২)।

[৩] 'হুযাইফা ؓ ও গিরিপথে-থাকা একব্যক্তির মধ্যে সাধারণ বিবাদ দেখা দিলে তিনি বলেন' (আহমাদ ৫/৩৯০-৩৯১ (২৩৩২১))।

[৪] "যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চেয়েছিল" (তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৩২)।

[৫] 'লোকজন তাকে বলে, "তিনি যেহেতু তোমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তাকে বলে দাও।" (আহমাদ ৫/৩৯০-৩৯১ (২৩৩২১))।

[৬] "আমাদের জানানো হয়েছিল, সংখ্যায় তারা ছিল চৌদ্দজন।" (আহমাদ ৫/৩৯০-৩৯১ (২৩৩২১))।

[৭] জাবির ؓ বলেন, 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ؓ ও ওয়াদিয়া ইবনু সাবিতের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলে, ওয়াদিয়া আম্মার ؓ-কে বলেন, "তুমি তো আবু হুযাইফা ইবনুল মুগীরা'র গোলাম। তোমাকে আযাদ করল কে?" আম্মার ؓ বলেন, "গিরিপথের ওখানে (মুখোশ-পরিহিত) ক'জন ছিল?" ওয়াদিয়া বলেন, "আল্লাহ ভালো জানেন।" আম্মার ؓ বলেন, "তুমি কী জানো, সেটা বলো।" ওয়াদিয়া চুপ হয়ে গেলে উপস্থিত লোকজন বলে, "তিনি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করেছেন, তার জবাব দাও।" আম্মার ؓ চাচ্ছিলেন, সে-ও যে তাদের একজন, সে যেন তা জানিয়ে দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওলীদ বলেন, 'ওই যুদ্ধের ব্যাপারে আবুত তুফাইল ্ (আরও) উল্লেখ করেছেন যে, পানি-স্বল্পতার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জানানো হলে, তিনি লোকদের সঙ্গে কথা বলেন।[১] তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ঘোষককে এ-ঘোষণা দেওয়ার জন্য আদেশ দেন—

"আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আগে কেউ যেন পানিতে না নামে।"

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ পানিতে নেমে দেখেন, কিছু লোক তাঁর আগেই সেখানে নেমে গিয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের অভিশাপ দেন।'

আহমাদ ৫/৪৫৩-৪৫৪ (২৩৭৯২), ইসনাদটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী শক্তিশালী (আরনাউত), ৫/৩৯০-৩৯১ (২৩৩২১); তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৩২; মুসলিম ৭০৩৭/১১ (...); তাবারানি, কাবীর ৩/১৬৫-১৬৬ (৩০১৬), বর্ণনাসূত্রে ওয়াকিদি ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১০ (৪৩১, ৪৩২), ১/১১১ (৪৩৪)।

নবি ﷺ যে-কারণে মুনাফিকদের হত্যা করেননি

[২৯১.] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ্ বলেন, (তাবূক থেকে ফেরার পথে) আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, আর আম্মার ্ পেছন থেকে উট হাঁকাচ্ছিলেন। অথবা আম্মার ্ উট টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আমি সেটিকে পেছন থেকে হাঁকাচ্ছিলাম। এমন সময় মুখোশ-পরিহিত বারোজন ব্যক্তি আচমকা আমাদের মুখোমুখি হলে নবি ﷺ বলেন—

هَـٰؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"এরা কিয়ামাত পর্যন্ত মুনাফিক (থাকবে)।"[২]

তখন ওয়াদিয়া বলেন, "আমরা বলাবলি করতাম, তারা ছিল সংখ্যায় চৌদ্দজন।" আম্মার ্ বলেন, "তুমি তাদের মধ্যে থাকলে, তাদের সংখ্যা হবে পনেরো।" এ-কথা শুনে ওয়াদিয়া বলেন, "আবুল ইয়াক্বযান, থামো! তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমাকে অপমান করো না!" আম্মার ্ বলেন, 'শপথ আল্লাহর! আমি কারও নাম নিইনি, আর ভবিষ্যতেও কারও নাম নেব না। তবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—পনেরো জনের মধ্যে বারোজন দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত, আর কিয়ামাতের দিনও (তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে)।' (তাবারানি, কাবীর ৩/১৬৫-১৬৬ (৩০১৬))।

[১] 'তিনি ছিলেন এক লাভা-বেষ্টিত এলাকায়। সেখানে হাঁটতে হাঁটতে লোকদের উদ্দেশে বলেন, إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلَا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ "অল্প পরিমাণ পানি আছে; সুতরাং আমার আগে যেন কেউ সেখানে না যায়।" (আহমাদ ৫/৩৯০-৩৯১ (২৩৩২১))।

[২] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ্ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ উপত্যকা দিয়ে অগ্রসর হন, আর লোকজন অগ্রসর হয় গিরিখাত দিয়ে। একপর্যায়ে মুখোশ-পরিহিত সাত ব্যক্তি এগিয়ে আসে। সে-সময় হুযাইফা ্ (নবি ﷺ-এর উটটিকে) সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সেটিকে পেছন থেকে হাঁকাচ্ছিলেন আম্মার ্। সেসব লোককে দেখতে পেয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ (হুযাইফা ও আম্মার ্-কে) বলেন, سُدَّا يُلَيْكُمَا "তোমাদের যার যার পাশের রাস্তা আটকে ফেলো!" যার ফলে সেসব লোক কিছুই করতে পারেনি। তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, يَا حُذَيْفَةُ هَلْ تَدْرِي مَنِ الْقَوْمُ "হুযাইফা! এরা কারা, চিনতে পারছো?" আমি বলি, "লাল উটের আরোহী ছাড়া তাদের আর কাউকে চিনতে পারছি না; ওকে আমি ভালো করেই চিনি, সে হলো অমুক।" ' (তাবারানি, আওসাত ৩/৪৯ (৩৮৩১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা বলি, “আল্লাহর রাসূল! লোক পাঠিয়ে এদের প্রত্যেককে হত্যা করবেন না?” নবি ﷺ বলেন—

أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَكْفِيَنِيهِمْ بِالدُّبَيْلَةِ

“লোকজন বলাবলি করবে, মুহাম্মাদ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করে—এটা আমার অপছন্দ। আশা করা যায়, দুবাইলা[১] দিয়ে তাদের মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।”

আমরা বলি, “দুবাইলা কী?” নবি ﷺ বলেন—

شِهَابٌ مِنْ نَارٍ، يُوضَعُ عَلَى نِيَاطِ قَلْبِ أَحَدِهِمْ فَيَقْتُلُهُ

“এক অগ্নিশিখা, যা তাদের হৃৎপিণ্ডে রাখা হবে, যা তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে ছাড়বে।” ’

তাবারানি, আওসাত ৬/৮৭ (৮১০০), বর্ণনাসূত্রের আবদুল্লাহ ইবনু সালামাকে একদল 'বিশ্বস্ত' আখ্যায়িত করেছেন, আর বুখারি বলেন 'তার হাদীসের অনুসমর্থক নেই' (হাইসামি), ইসনাদটি হাসান (দারানি), ৩/৪৯ (৩৮৩১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৯–১১০ (৪২৯), ১/১১০ (৪৩০)।

হামলা-চেষ্টায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের পরিচয়

[২৯২] যুবাইর ইবনু বাক্কার বলেন, ‘গিরিপথে অংশগ্রহণকারীদের একজন হলো বানূ আমর ইবনি আউফ গোত্রের মু'তিব ইবনু কুশাইর ইবনি মুলাইল। সে বদরে উপস্থিত ছিল। সে-ই বলেছিল—

“মুহাম্মাদ আমাদের কিসরা ও কাইসারের ভাণ্ডার-লাভের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আর এদিকে আমাদের কারোর ফসলেরই নিরাপত্তা নেই!”

আর (উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় সম্পর্কে) সে-ই বলেছিল—

“আমাদের হাতেও যদি কিছুটা কর্তৃত্ব থাকত, তা হলে এখানে আমাদের (লোকদের) নিহত হওয়া লাগত না।”[২]

এসব কথার ভিত্তিতে যুবাইর তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

(গিরিপথে অংশগ্রহণকারী আরেকজন হলো) ওয়াদিয়া ইবনু সাবিত ইবনি আমর ইবনি আউফ। সে-ই বলেছিল—

“আমরা তো একটু হাসিতামাশা করছিলাম।”[৩]

আর সে-ই বলেছিল—

“ব্যাপার কী! আমাদের এসব কুরআন-বিশেষজ্ঞদের দেখছি—পেটপূর্তির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী, আর শত্রু-মোকাবিলার সময় সবচেয়ে ভীরু।”

(আরেকজন হলো) বানূ আমর ইবনি আউফ গোত্রের জিদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি নাবীল ইবনিল

---

[১] বড়ো আকারের টিউমার, যা সাধারণত নিরাময় হয় না।

[২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সূরা আল ইমরান ৩:১৫৩–১৫৪।

[৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সূরা আত-তাওবা ৯:৬২–৬৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হারিস। তার ব্যাপারে জিবরীল ﷺ বলেছিলেন—

"মুহাম্মাদ! ঘন চুলবিশিষ্ট এই কালো লোকটি কে? তার চোখ-দুটি যেন তামার দুটি ডেকচি, সে দেখে শয়তানের দু চোখ দিয়ে, তার কলিজা হলো গাধার কলিজা, সে আপনার খবর মুনাফিকদের কাছে পাচার করে, আর নিজের পেশাব পান করে।"

বানূ আমর ইবনি আউফ গোত্রের মিত্র হারিস ইবনু ইয়াযীদ তাঈ। আল্লাহর রাসূল ﷺ যে-পানি স্পর্শ করতে সবাইকে নিষেধ করেছিলেন, সে আগেভাগে গিয়ে ওই পানি পান করে ফেলে।

বানূ হারিসার আউস ইবনু কাইযি। সে ছিল ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ইবনি কাইসের দাদা। (খন্দক যুদ্ধের সময়) সে-ই বলেছিল—

"আমাদের ঘরবাড়িগুলো অরক্ষিত।"[১]

বানূ আমর ইবনি আউফের জালাস ইবনু সুওয়াইদ ইবনিস সামিত। আমাদের কাছে এ-মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি পরবর্তী সময়ে তাওবা করেছিলেন।

বানূ মালিক ইবনিন নাজ্জারের সাদ ইবনু যুরারা। সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ধোঁয়া দিয়েছিল। তাদের মধ্যে সে ছিল সবার চেয়ে ছোটো ও সবচেয়ে নোংরা।

বানূ মালিক ইবনিন নাজ্জারের কাইস ইবনু কাহদ। বানূ বালহুবলা গোত্রের সুওয়াইদ ও দায়িস। ইবনু উবাই যাদের প্রস্তুত করে তাবুকে নিয়ে গিয়েছিল, এ-দুজন তাদের অন্তর্ভুক্ত। এরা জিহাদ না-করার জন্য লোকদের উৎসাহ দিত।

কাইস ইবনু আমর ইবনি সাহল ও যাইদ ইবনুল লাসীত। সে ছিল কাইনুকা'র ইহুদিদের একজন। পরবর্তী সময়ে সে তার ইসলাম-গ্রহণের কথা প্রকাশ করে। তার মধ্যে ছিল ইহুদিদের প্রতারণা ও মুনাফিকদের মুনাফিকির বৈশিষ্ট্য।

বানূ কাইনুকা'র সালামা ইবনুল হুমাম। পরবর্তী সময়ে সে তার ইসলাম-গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিল।'

তাবারানি, কাবীর ৩/১৬৬ (৩০১৭), ইসনাদে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি (দারানি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১০-১১১ (৪৩৩)।

এক মুনাফিককে হত্যা করার জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি-প্রার্থনা

[২৯৩.] উবাইদুল্লাহ ইবনু আদি ইবনিল খিয়ার বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ লোকজনের মাঝখানে বসে আছেন। এমন-সময় একব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে চুপিচুপি কথা বলে। তাঁকে চুপিচুপি কী বলা হয়েছিল তা বোঝা যায়নি। এরপর একপর্যায়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ স্পষ্ট আওয়াজে কথা বলেন। তখন বোঝা গেল, লোকটি এক মুনাফিককে হত্যা করার জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাচ্ছে। স্পষ্ট

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:১৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাষায় কথা বলার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,[১]

أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

"সে কি এ সাক্ষ্য দেয় না—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?"

লোকটি বলে, "অবশ্যই! কিন্তু তার এ সাক্ষ্য অর্থহীন।" রাসূল ﷺ বলেন,

أَلَيْسَ يُصَلِّيْ

"সে কি নামাজ আদায় করে না?"

লোকটি বলে, "অবশ্যই! তবে তার নামাজ প্রকৃত অর্থে নামাজ নয়।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ

"এরা সেসব লোক, যাদের (হত্যা করার) ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছেন।" '

মালিক ৪২৪, মুরসাল; শাফিয়ি, মুসনাদ ১৪৯৬; আবদ ইবনু হুমাইদ ৪৯০; আহমাদ ৫/৪৩২–৪৩৩ (২৩৬৭০) মুত্তাসিল ও সহীহ; আবদুর রাযযাক ১০/১৬৩ (১৮৬৮৮); বাযযার (কাশফ) ৪/১২১ (৩৩৪৫); বাইহাকি, কুবরা ৩/৩৬৭ (৬৫৭৬); ইবনু আসাকির ৮/১১২; আত-তামহীদ ১০/১৫০, ১০/১৬৪; উসদুল গবাহ্ ৩/৩৩৫–৩৩৬; ৩/৫২৬–৫২৭; আল-ইসাবা ৬/১৪৬; আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/৪৫ (২৮৩৭); কানযুল উম্মাল ১/৩০৮ (১৪৫৮); জামিউল উসূল ৪১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৪ (৪৪, ৪৫, ৪৬); জামেউল ফাওয়াইদ ৮২।

রাসূল ﷺ কয়েকজনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন

[২৯৪.] হাসান ইবনু আলি رضي الله عنه-এর ব্যাপারে বর্ণিত, 'তিনি আবুল আ'ওয়ারকে বলেছিলেন, "দুর্ভোগ তোমার! আল্লাহর রাসূল ﷺ কি[২] রি'ল, যাকওয়ান ও আমর ইবনু সুফ্ইয়ানকে অভিশাপ দেননি?" '

আবূ ইয়া'লা ১২/১৩৮–১৩৯ (৬৭৬৯), ইসনাদটি সহীহ (দারানি), ১২/১৩৯ (৬৭৭০); আল-মাতালিবুল আলিয়া ৪/৩৩৪ (৪৫৩৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৩ (৪৪৩)।

[২৯৫.] সাফীনা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বসে ছিলেন। সে-সময় উটে সওয়ার হয়ে একব্যক্তি গেলে, নবি ﷺ বলেন—لَعَنَ اللهُ الْقَائِدَ وَالسَّائِقَ وَالرَّاكِبَ "সামনের, পেছনের ও আরোহীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ!" '

বাযযার (কাশফ) ১/৬৩ (৯০), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৩ (৪৪৪)।

[২৯৬.] মুহাজির ইবনু কুনফুয رضي الله عنه বলেন, 'তিন ব্যক্তিকে একটি বাহনের ওপর দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—الثَّالِثُ مَلْعُوْنٌ "তৃতীয় ব্যক্তিটি অভিশপ্ত।" '

তাবারানি, কাবীর ২০/৩৩০ (৭৮২), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ৯/৬৬ (২৪৯৭২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৩

---

[১] জাবির رضي الله عنه বলেন, 'একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "আমার এক মুনাফিক প্রতিবেশী এমন এমন কাজ করে।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন ...' (বাযযার (কাশফ) ৪/১২১ (৩০৪৫))।

[২] "ফাতিমা رضي الله عنها-এর ঘরে ঢুকে" (আবূ ইয়া'লা ১২/১৩৯ (৬৭৭০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(৪৪৫)।

রাসূল ﷺ-এর মজলিসে এক অভিশপ্ত ব্যক্তির প্রবেশ

[২৯৭.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর[১] ؓ বলেন, 'আমরা নবি ﷺ-এর কাছে বসে আছি। [২]আমর ইবনুল আস ؓ গিয়েছেন জামা গায়ে দেওয়ার জন্য। তার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি পরে এসে আমার সঙ্গে যোগ দেবেন।[৩] নবি ﷺ-এর কাছে থাকাবস্থায় তিনি বলেন—لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ "[৪]তোমাদের কাছে এক অভিশপ্ত লোক আসবে।[৫]"

[৬]শপথ আল্লাহর! আমি আতঙ্কিত অবস্থায় একবার (মজলিসের) ভেতরে আর আরেকবার বাইরে যেতে থাকি।[৭] একপর্যায়ে অমুক (অর্থাৎ হাকাম)[৮] প্রবেশ করেন[৯]।'

আহমাদ ২/১৬৩ (৬৫২০), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত); বাযযার (কাশফ) ২/২৪৭ (১৬২৫); তাবারানি, আওসাত ৫/২২৮ (৭১৫৫); তাবারানি, কাবীর ১৩/৪৮৫ (১৪৩৫৫), ১৩/৪৮৬ (১৪৩৫৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১২ (৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১)।

রাসূল ﷺ কোনও মুমিনকে বদদুআ দিলে, সেটি তার জন্য পরিশুদ্ধি-স্বরূপ

[২৯৮.] আবদুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনি খুসাইম বলেন, 'আমি আবুত তুফাইল ؓ-এর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছেন। আমি (মনে মনে) বলি, তার কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য এ-অবস্থাকে কাজে লাগাতে পারি! তখন আমি বলি, "আবুত তুফাইল! আল্লাহর রাসূল ﷺ যাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কারা আছে? তারা কারা?" তিনি আমাকে তাদের ব্যাপারে বলতে চাইলে, তার স্ত্রী সাওদা তাকে বলেন, "আবুত তুফাইল, থামুন। আপনার কাছে

---

[১] 'ইবনিল আস' (তাবারানি, আওসাত ৫/২২৮ (৭১৫৫))।

[২] 'আমার পিতা' (তাবারানি, আওসাত ৫/২২৮ (৭১৫৫))।

[৩] 'আমি আমর ইবনুল আসি-কে রেখে এসেছিলাম, যাতে তিনি জামা গায়ে দিয়ে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।' (বাযযার (কাশফ) ২/২৪৭ (১৬২৫)); 'আমি আমার পিতাকে ঘরে রেখে এসেছিলাম। তিনি ওজু করছিলেন।' (তাবারানি, কাবীর ১৩/৪৮৫ (১৪৩৫৫), ১৩/৪৮৬ (১৪৩৫৬))।

[৪] اَلْآنَ "এখন" (তাবারানি, আওসাত ৫/২২৮ (৭১৫৫))।

[৫] يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ هٰذَا الْفَجِّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ "এদিক দিয়ে এক জাহান্নামী তোমাদের কাছে আসবে" (তাবারানি, কাবীর ১৩/৪৮৫ (১৪৩৫৫)); لَيَطْلُعَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى غَيْرِ سُنَّتِي أَوْ غَيْرِ مِلَّتِي "তোমাদের কাছে একলোক আসবে, যাকে কিয়ামাতের দিন উঠানো হবে আমার রীতিনীতির বাইরের অথবা আমার আদর্শের বাইরের লোক হিসেবে" (তাবারানি, কাবীর ১৩/৪৮৬ (১৪৩৫৬))।

[৬] 'সেই ব্যক্তিটি আমার পিতা হতে পারেন, এ-ভেবে আমি ভয় পেয়ে যাই' (তাবারানি, আওসাত ৫/২২৮ (৭১৫৫))।

[৭] 'আমি আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে থাকি' (বাযযার (কাশফ) ২/২৪৭ (১৬২৫))।

[৮] 'হাকাম ইবনু আবিল আসি' (বাযযার (কাশফ) ২/২৪৭ (১৬২৫)); 'হাকাম ইবনু আবিল আস' (তাবারানি, আওসাত ৫/২২৮ (৭১৫৫))।

[৯] 'এরপর (অন্য) একব্যক্তি তাঁর কাছে এলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—هُوَ هٰذَا "এ হলো সেই (ব্যক্তি)"' (তাবারানি, কাবীর ১৩/৪৮৫ (১৪৩৫৫), ১৩/৪৮৬ (১৪৩৫৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এ-কথা পৌঁছয়নি?—

اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَوْتُ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً

"হে আল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ; আমি কোনও মুমিন বান্দাকে বদ-দুআ দিলে[১], সেটিকে তার জন্য পরিশুদ্ধি ও করুণা-লাভের মাধ্যম বানিয়ে দাও।[২]" '

আহমাদ ৫/৪৫৪ (২৩৭৯৩), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); বুখারি ৬৩৬১; মুসলিম ৬৬১৬/৮৯ (২৬০১); তাবারানি, আওসাত ২/৮ (২৩০৯); উসদুল গবাহ ৭/১৫৯; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১১-১১২ (৪৩৫)।

কয়েকজন সাহাবি মৃত্যুর পর নবি ﷺ-এর সাক্ষাৎ পাবে না

এ-কথা শোনার পর উমর ؓ-এর প্রতিক্রিয়া

[২৯৯.] উম্মু সালামা ؓ বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন—

مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا أَرَاهُ وَلَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أَبَدًا

"আমার সাহাবিদের মধ্যে এমন লোকও আছে, আমার মৃত্যুর পর যাকে আমি কখনও দেখব না, আর সে-ও কখনও আমার দেখা পাবে না।"

উমর ؓ এ-কথা শুনতে পেয়ে উম্মু সালামা ؓ-এর কাছে ছুটে এসে বলেন, "আল্লাহর কসম দিয়ে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, তাদের মধ্যে কি আমি আছি?" উম্মু সালামা ؓ বলেন, "না। আপনার পর কখনও আর কাউকে দায়মুক্তির[৩] কথা বলব না।"[৪] '

আহমাদ ৬/২৯৮ (২৬৫৪৯), হাদীসটি সহীহ (আরনাউত); তাবারানি, কাবীর ২৩/৩১৭-৩১৮ (৭১৯), ২৩/৩১৮ (৭২০), ২৩/৩১৮ (৭২১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১২ (৪৩৭)।

আবদুর রহমান ইবনু আউফ ؓ-এর শঙ্কা

[৩০০.] উম্মু সালামা ؓ থেকে বর্ণিত, 'তার কাছে আবদুর রহমান ইবনু আউফ ؓ এসে বলেন, "মা! আমার ভয় হয়, সম্পদের প্রাচুর্য আমার ধ্বংস ডেকে আনবে। কুরাইশদের মধ্যে তো আমার সম্পদ সবচেয়ে বেশি।[৫]" উম্মু সালামা ؓ বলেন, "ছেলে! [৬](আল্লাহর নির্দেশিত পথে) খরচ

---

[১] فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً "আমি কোনও মুসলিমকে রুক্ষ কথা বললে অথবা তাকে অভিশাপ দিলে কিংবা তাকে (অপরাধের শাস্তি হিসেবে) চাবুক মারলে" (মুসলিম ৬৬১৬/৮৯ (২৬০১))।

[২] فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "তার জন্য সেটিকে কিয়ামাতের দিন তোমার নৈকট্য-লাভের মাধ্যম বানিয়ে দিয়ো।" (বুখারি ৬৩৬১)।

[৩] "পরিশুদ্ধির" (তাবারানি, কাবীর ২৩/৩১৭-৩১৮ (৭১৯))।

[৪] 'এ-কথা শুনে উমর ؓ কেঁদে ফেলেন' (তাবারানি, কাবীর ২৩/৩১৭-৩১৮ (৭১৯))।

[৫] "কুরাইশদের মধ্যে যারা বিপুল অর্থসম্পদের মালিক, আমি তো তাদের একজন" (আহমাদ ৬/৩১৭ (২৬৬১৪))।

[৬] "তা হলে" (আহমাদ ৬/২৯০ (২৬৪৮৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতে থাকো, কারণ আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَمْ يَرَنِي بَعْدَ أَنْ أُفَارِقَهُ

"আমার সাহাবিদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে আমার মৃত্যুর পর আমার দেখা পাবে না।"

এ-কথা শোনার পর আবদুর রহমান রা. বেরিয়ে পড়েন। উমর রা.-এর সঙ্গে দেখা হলে, উম্মু সালামা রা.-এর কথা তাকে শোনান। তখন উমর রা. উম্মু সালামা রা.-এর কাছে এসে বলেন, "শপথ আল্লাহর! আমি কি তাদের একজন?" তিনি বলেন, "না। আপনার পর কখনও আর কাউকে দায়মুক্তির কথা বলব না।" '

আবূ ইয়া'লা ১২/৪৩৬ (৭০০৩), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত); আহমাদ ৬/২৯০ (২৬৪৮৯), ৬/৩০৭ (২৬৬২১), ৬/৩১৭ (২৬৬৯৪); বাযযার (কাশফ) ৩/১৭২ (২৪৯৬); তাবারানি, কাবীর ২৩/৩১৯ (৭২৪), ২৩/৩২৯ (৭৫৫); কানযুল উম্মাল ১১/২৭০ (৩১৪৯১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১২ (৪৩৭)।

সাহাবিদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক

[৩০১.] কাইস রহ. বলেন, 'আমি আম্মার রা.-কে বললাম,

"আপনারা আলি রা.-এর ব্যাপারে যা করছেন, সে-সম্পর্কে ভেবে দেখেছেন[১]? এটা কি আপনাদের নিছক চিন্তাপ্রসূত মত,[২] নাকি এ-ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাদের কাছ থেকে কোনও ওয়াদা নিয়েছিলেন?"

তিনি বলেন,

"আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের কাছ থেকে এমন কোনও বিশেষ ওয়াদা নেননি, যা তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে নেননি। তবে নবি ﷺ সম্পর্কে হুযাইফা রা. আমাকে জানিয়েছেন যে, নবি ﷺ বলেছেন—

فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا، فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ، وَأَرْبَعَةٌ

"আমার সাহাবিদের মধ্যে[৩] বারোজন মুনাফিক আছে। এদের মধ্যে আটজন জান্নাতে যাবে না,[৪] যতক্ষণ-না সুঁইয়ের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে উট ঢুকছে। এদের আটজনকে শায়েস্তা করার জন্য দুবাইলা[৫] যথেষ্ট। আর চারজন ..."

[১] "আপনাদের লড়াই সম্পর্কে ভেবে দেখেছেন?" (মুসলিম ৭০০৬/১০ (...))।

[২] "চিন্তাপ্রসূত মত তো সঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে।" (মুসলিম ৭০০৬/১০ (...))।

[৩] فِي أُمَّتِي "আমার উম্মাহর মধ্যে" (মুসলিম ৭০০৬/১০ (...))।

[৪] وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا "এর সুঘ্রাণও পাবে না" (মুসলিম ৭০০৬/১০ (...))।

[৫] سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ "এমন এক অগ্নিশিখা যা শুরুতে দেখা দেবে এদের কাঁধের মধ্যে, আর শেষ হবে বুকের ভেতর গিয়ে" (মুসলিম ৭০০৬/১০ (...))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(বর্ণনাকারী) শু'বা এদের ব্যাপারে কী বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই।'

মুসলিম ৭০৩৫/৯ (২৭৭৯), ৭০৩৬/১০ (...); আহমাদ ৪/৩৬২–৩৬৩ (১৮৩১৩), ৪/৩১৯–৩২০ (১৮৮৮৫), ৫/৩৯০ (২৩৩১৯)।

এক সাহাবি সম্পর্কে ইবনু আব্বাস ﷺ-এর মন্তব্য

[৩০২.] ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'তাদের কেউ একজন বলে, "আমার পিতা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছিলেন, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন।" অথচ একটি পুরাতন ছেঁড়া জুতাও তার পিতার চেয়ে উত্তম।'

বাযযার (কাশফ) ১/৬৩ (৮৮), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৩ (৪৪২)।

সিফ্ফীন যুদ্ধের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ-এর মন্তব্য

[৩০৩.] সাদ ইবনু হুযাইফা থেকে বর্ণিত, 'সিফ্ফীন যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষ ও সন্ধির বিষয়টি উল্লেখ করে আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ বলেন, "শপথ আল্লাহর! তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, বরং কুফর লুকিয়ে রেখে আত্মসমর্পণ করেছিল; এখন নিজেদের সহযোগী দেখতে পেয়ে কুফরের বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছে।" '

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৪৬, সাদ ইবনু হুযাইফা সম্পর্কে আলোচনা করতে কাউকে দেখিনি (হাইসামি), তারীখ গ্রন্থে (৪/৫৪) বুখারি তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ভালো-মন্দ কিছু উল্লেখ করেননি (দারানি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৩ (৪৪৬)।

কিছু লোক মুমিন না হয়েও আযান দেবে এবং নামাজ কায়েম করবে

[৩০৪.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ قَوْمٌ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

"মুআযযিন আযান দেবে আর কিছু লোক নামাজ আদায় করবে, অথচ তারা মুমিন নয়।" '

তাবারানি, কাবীর ১৩/৫২৮ (১৪৪১৩), বর্ণনাসূত্রে একজন অজ্ঞাতপরিচয় (হাইসামি); হিল্‌ইয়া ৪/১২৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৩ (৪৪৭)।

একটি গোত্রের ইসলাম-ত্যাগের ব্যাপারে উমর ﷺ-এর আশঙ্কা

[৩০৫.] আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﷺ বলেন, 'আমি উমর ﷺ-এর কাছে গেলে তিনি বলেন—

"আবদুর রহমান ইবনু আউফ, তোমার কি মনে হয় লোকজন ইসলাম ছেড়ে দেবে এবং তা থেকে বেরিয়ে যাবে?"

আমি বললাম, "ইন শা আল্লাহ, না। তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থাকার পরও তারা কীভাবে ইসলাম ছেড়ে দেবে?" তখন তিনি বলেন,

"এরূপ কিছু ঘটলে, তা ঘটবে অমুক গোত্রের লোকদের দ্বারা।" '

তাবারানি, আওসাত ১/৫৫৬ (২০৪৮), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৩ (৪৪৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুনাফিকির ব্যাপারে আতঙ্কে থাকে মুমিন, আর নিশ্চিন্ত থাকে মুনাফিক

[৩০৬.] আউন বলেন, 'একব্যক্তি আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) ﵁-কে বলেন, "আমার ভয় হয়, আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কিনা!" তিনি বলেন, "মুনাফিক হলে, তোমার মনে এ ভয় জাগত না।" '

তাবারানি, কাবীর ৯/২০১ (৮৮৯১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৪ (৪৫১)।

[৩০৭.] হাসান ﵀-এর ব্যাপারে বলা হয় যে (তিনি বলেছেন), مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ "(মুনাফিকি এমন একটি বিষয়) একমাত্র মুমিনই এর ভয়ে থাকে, আর কেবল মুনাফিকই এ-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে।"

বুখারি, ৪৮ নং হাদীসের আগে।

[৩০৮.] ইবনু আবী মুলাইকা বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর তিরিশজন সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাদের প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে মুনাফিকির আশঙ্কা করতেন। তাদের কেউই এ-কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরীল ও মীকাঈল ﵉-এর ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।'

বুখারি, ৪৮ নং হাদীসের আগে; বুখারি, তারীখ ৫/১৩৭।

ঈমান বা কুফর—যে অবস্থায় মৃত্যু, সে-অবস্থায় পুনরুত্থান

[৩০৯.] জাবির ﵁ বলেন, 'আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ "প্রত্যেক বান্দা যে-অবস্থায় মারা যাবে, তাকে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে।[১]" '

মুসলিম ৭২৩২/৮৩ (২৮৭৮), ৭২৩৩ (...); আহমাদ ৩/৩৩১ (১৪৫৪৩), ৩/৩১৪ (১৪৩৭৩); আবূ ইয়া'লা ৩/৪১৫ (১৯০১), ৪/১৮৪ (২২৬৯); তাবারানি, আওসাত ৬/৩৩৯ (৮৯৭৮); হাকিম ১/৩৪০ (১২৫৯), ৪/৩১৩ (৭৮৭২); কানযুল উম্মাল ৯/৪৪ (২৪৮৫২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৩ (৪৪৯)।

[৩১০.] ফাদালা ইবনু উবাইদ ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ بُعِثَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِبَاطٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"যে-ব্যক্তি এসব সম্মানজনক কাজের কোনও একটি করার সময় মারা যায়, তাকে কিয়ামাতের দিন সেই অবস্থায় ওঠানো হবে; (কাজগুলো হলো) ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়া অথবা হজ আদায় করা কিংবা অন্য কোনও কাজ।" '

---

[১] مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ "কোনও ব্যক্তি যে-বিষয়ের ওপর মারা যাবে, আল্লাহ তাকে সে-বিষয়ের ওপর ওঠাবেন" (আহমাদ ৩/৩১৪ (১৪৩৭৩)); كُلُّ نَفْسٍ تُحْشَرُ عَلَى هَوَاهَا، مَنْ هَوِيَ الْكُفْرَ فَهُوَ مَعَ الْكَفَرَةِ، وَلَا يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ شَيْئًا "প্রত্যেক মানুষকে তার নিয়তের ভিত্তিতে (কিয়ামাতের দিন) উঠানো হবে; যার কুফরের নিয়ত ছিল, সে থাকবে কাফিরদের সঙ্গে, তার আমল তার কোনও উপকারে আসবে না।" (তাবারানি, আওসাত ৬/৩৩৯ (৮৯৭৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফাদালা ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةُ الْقَبْرِ

"প্রত্যেক মৃতব্যক্তির আমল বন্ধ করে দেওয়া হয়, ব্যতিক্রম শুধু সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেয়, তার আমল কিয়ামাত পর্যন্ত বাড়তে থাকে, আর তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রাখা হয়।" '

হাকিম ২/১৪৪ (২৬৩৭), বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, ১/৩৪০ (১২৬০ (ক)); আহমাদ ৬/২০ (২৩৯৫০), ৬/১৯ (২৩৯৪১), ৬/১৯ (২৩৯৪৫); তাবারানি, কাবীর ১৮/৩০৫ (৭৮৪), ১৮/৩০৫ (৭৮৫); তহাভি, শারহ মুশকিল ১/২৩২ (২৫২); কানযুল উম্মাল ৪/৩২৫ (১০৭২৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৩ (৪৫০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সীরাতে মুস্তাকীমের উদাহরণ

[৩১১.] নাওয়াস ইবনু সামআন আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، عَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ، فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا، وَلَا تَتَعَرَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، وَالصِّرَاطُ: الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللهِ، وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ

"আল্লাহ একটি উদাহরণ দিয়েছেন: একটি সরল পথ, পথের দুপাশে দুটি দেওয়াল, দেওয়াল-দুটিতে অনেকগুলো খোলা দরজা, দরজাগুলোর ওপর ঢিলেঢালা পর্দা ঝুলছে। পথের দরজার সামনে একজন ডেকে বলছে—'লোকসকল! তোমরা সবাই সরল পথে ঢুকো, এদিক-সেদিক যেয়ো না!' আর আরেকজন ডাকছে পথের ওপর থেকে।[১] কেউ যখন সেসব দরজার কোনও একটি খোলার চিন্তা মাথায় আনে, তখন (সেই আহ্বানকারী) বলে—'সাবধান! এটা খুলো না; এটা খুললে তুমি এর ভেতর ঢুকে পড়বে!' সরল পথটি হলো ইসলাম, দেওয়াল-দুটি আল্লাহর বেঁধে-দেওয়া সীমারেখা,[২] খোলা দরজাগুলো হলো সেসব বিষয় যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন, রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে আহ্বানকারী হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন), আর রাস্তার ওপর থেকে আহ্বানকারী হলো আল্লাহর নিযুক্ত উপদেশদাতা, যা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে দেওয়া আছে।" '

আহমাদ ৪/১৮২-১৮৩ (১৭৬৩৪), সহীহ, ৪/১৮৩ (১৭৬৩৬); তিরমিযি ২৮৫৯; নাসাঈ, কুবরা ১১১৬৯; জামিউল উসূল ৬০, ৬১; জামিউল ফাওয়াইদ ১২০, ১২১।

[৩১২.] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '[৩]আল্লাহর রাসূল ﷺ [৪]নিজের হাতে একটি রেখা টেনে বলেন, هٰذَا سَبِيلُ اللهِ مُسْتَقِيمًا "এ হলো আল্লাহর দেওয়া সরল পথ।"

---

[১] ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ "আল্লাহ শান্তির ঘরের দিকে ডাকছেন, আর তিনি যাকে চান তাকে সরল পথের দিশা দেন।" (সূরা ইউনুস ১০:২৫)।

[২] فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَكْشِفَ السِّتْرَ "নিজে থেকে পর্দা সরানোর আগ পর্যন্ত, কোনও ব্যক্তি আল্লাহর বেঁধে-দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম করে না।" (আহমাদ ১৭২৩৬; তিরমিযি ২৮৫৯)।

[৩] 'একদিন' (দারিমি ২১০)।

[৪] لَنَا "আমাদের উদ্দেশে" (আহমাদ ৪১৪২; নাসাঈ, কুবরা ১১১০১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর ওই রেখার ডানে ও বামে রেখা[১] টেনে বলেন,

هٰذِهِ السُّبُلُ، لَيْسَ مِنْهَا سَبِيْلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إِلَيْهِ

"এ হলো বহু পথ; এখানকার প্রত্যেকটি পথে একটি করে শয়তান আছে, যে ওই পথে চলার জন্য (লোকদের) ডাকছে।"

এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন:

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"এটাই আমার সরল পথ; তোমরা এ পথেই চলো, অন্যান্য পথে চলো না, কারণ সেগুলো তাঁর (সরল) পথ থেকে তোমাদের সরিয়ে দেবে। তোমাদের রব তোমাদেরকে এ দিক্‌নির্দেশনা দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা (বাঁকা পথ অবলম্বন করা থেকে) বাঁচতে পারবে।" (সূরা আল-আনআম ৬:১৫৩)'

আহমাদ ১/৪৬৫ (৪৪৩৭), হাসান (আরনাউত), ১/৪৩৫ (৪১৪২); দারিমি ২০৯; নাসাঈ, কুবরা ১১১০৯, ১১১১০; তাবারি, তাফসীর ১৪১৬৮; হাকিম ২/৩১৮ (৩২৪১); জামিউল ফাওয়াইদ ১৪৯।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁-এর ব্যাখ্যায় সীরাতে মুস্তাকীম

[৩১৩.] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, "সরল পথ কোনটি?" জবাবে তিনি বলেন,

"মুহাম্মাদ ﷺ সরল পথের একপ্রান্তে আমাদের রেখে গিয়েছেন, পথটির অপর প্রান্ত জান্নাতে গিয়ে পৌঁছেছে। তার ডানদিকে অনেকগুলো পথ, বামদিকেও অনেকগুলো পথ, সেখানে কিছু লোক (দাঁড়িয়ে) আছে, তারা আশেপাশের পথিকদের (ওইসব পথে যাওয়ার জন্য) ডাকছে। যে-ব্যক্তি ওইসব পথ ধরবে, সেগুলো তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে; আর যে-ব্যক্তি সরল পথে চলবে, এই পথ তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।"

এরপর ইবনু মাসউদ ﵁ পাঠ করেন:

﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"এটিই আমার সরল পথ; তোমরা এ পথেই চলো, অন্য পথে চলো না, কারণ সেগুলো তাঁর (সরল) পথ থেকে তোমাদের সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। তোমাদের রব তোমাদেরকে এ দিক্‌নির্দেশনা দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা (বাঁকা পথ অবলম্বন করা থেকে) বাঁচতে পারবে।" (সূরা আল-আনআম ৬:১৫৩)'

আহমাদ ১/৪৩৫ (৪১৪২), ইসনাদটি হাসান; তাবারি, তাফসীর ১৪১৭০, এ সনদের ব্যাপারে আহমাদ শাকির নীরব, তবে কারও কারও মতে,

[১] خُطُوطًا "বেশকিছু রেখা" (আহমাদ ৪১৪২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্ণনাকারী আবান-এর দরুন বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল; জামেউল ফাওয়াইদ ১২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবি ﷺ-এর ইসরা বা মি'রাজের রাতে সফর

[৩১৪.] আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, [১]'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে একটি ঘোড়া আনা হয়, যার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গিয়ে পড়ে তার দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে। এরপর তিনি [২]সফর শুরু করেন, তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন জিবরীল عليه السلام।

একপর্যায়ে তাঁরা কিছু লোকের কাছে পৌঁছুন, যারা একদিন শস্য লাগান আর একদিন ফসল কাটেন; ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে তা আবার আগের মতো হয়ে যায়। এ-দৃশ্য দেখে নবি ﷺ বলেন, يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ "জিবরীল, এরা কারা?" জিবরীল عليه السلام বলেন—

"তারা আল্লাহর পথের মুজাহিদ, তাদের ভালো কাজের প্রতিদান সাতশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর তারা যা-কিছু খরচ করছে আল্লাহ তা পূরণ করে দিচ্ছেন[৩]।"

এরপর তাঁরা কিছু লোকের কাছে হাজির হন, যাদের মাথা শিলাখণ্ড দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে; চূর্ণ করে দেওয়ার পর তা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে; বিরতিহীনভাবে তাদের সঙ্গে এ-আচরণ করা হচ্ছে। নবি ﷺ বলেন, يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ "জিবরীল, এরা কারা?" জিবরীল عليه السلام বলেন—

"এরা সেসব লোক যাদের মাথা নামাজের সময় ভারী হয়ে থাকে (অর্থাৎ অলসতা করে)।"

এরপর তিনি কিছু লোকের কাছে উপস্থিত হন, যাদের সামনে ও পেছনে কাগজ বা কাপড়ের টুকরো লাগানো; এরা বাজে চারণভূমি, যাক্কুম[৪] ও জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথরের দিকে গবাদিপশুর মতো ছুটছে। নবি ﷺ বলেন, مَا هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ "জিবরীল, এগুলো কী?" জিবরীল عليه السلام বলেন—

"এরা সেসব লোক যারা নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করে না। আল্লাহ তাদের ওপর কোনও জুলুম করেননি, আর আল্লাহ বান্দাদের ওপর জুলুমকারীও নন।"

এরপর তিনি কিছু লোকের কাছে হাজির হন, যাদের সামনে ছিল ভালোভাবে-রান্না-করা কিছু মাংস যা একটি পাত্রের মধ্যে রাখা, আর অন্য মাংসগুলো ছিল কাঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত; তারা ভালোভাবে-পাকানো মাংস বাদ দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত মাংস খেতে থাকে। নবি ﷺ বলেন, يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ "জিবরীল, এরা কারা?" জিবরীল عليه السلام বলেন—

---

[১] سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى "পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি তাঁর গোলামকে রাতের বেলা মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন" (সূরা আল-ইসরা ১)।–এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন ... (বাইহাকি, দালাইল ২/৩৯৭)।

[২] 'এর ওপর চড়ে' (বাইহাকি, দালাইল ২/৩৯৭)।

[৩] "আর তিনি হলেন সর্বোত্তম জীবনোপকরণদাতা" (বাইহাকি, দালাইল ২/৩৯৭)।

[৪] কাঁটাদার বৃক্ষ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"(এরা) আপনার উম্মাহর ওই পুরুষ, যে তার বৈধ স্ত্রীর কাছ থেকে উঠে দুশ্চরিত্রা নারীর কাছে যায় এবং সকাল পর্যন্ত তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে, আর ওই নারী যে তার বৈধ ও চরিত্রবান স্বামীর কাছ থেকে উঠে লম্পট পুরুষের কাছে যায় আর সকাল পর্যন্ত তার সঙ্গে রাত কাটায়।"

[১]এরপর তিনি একব্যক্তির কাছে হাজির হন। সে এক বিশাল গাঁট জড়ো করেছে, যা বহন করার ক্ষমতা তার নেই, তারপরও সে তাতে আরও বাড়তি কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছে। এ-দৃশ্য দেখে নবি ﷺ বলেন, يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰذَا "জিবরীল, এ কী?" জিবরীল ﷺ বলেন—

"এ হলো আপনার উম্মাহর ওই ব্যক্তি, যার ওপর লোকদের আমানত (বিশ্বাস-থেকে-উদ্ভূত দায়) আছে যা শোধ করার সামর্থ্য তার নেই, তারপরও সে আরও বাড়তি দায় নিচ্ছে।"

এরপর তিনি এমন কিছু লোকের কাছে পৌঁছুন, যাদের ঠোঁট ও জিহ্বা লোহার কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে; কাটার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে, তাদের সঙ্গে এ আচরণ চলছে বিরতিহীনভাবে। নবি ﷺ বলেন, يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰؤُلَاءِ "জিবরীল, এগুলো কী?" জিবরীল ﷺ বলেন—

"(এরা হলো) ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারী বক্তা।"

এরপর তিনি একটি ছোটো গর্তের কাছে যান, যেখান থেকে একটি বিশাল ষাঁড় বেরিয়ে আসে। এরপর ষাঁড়টি যেখান থেকে বের হয়েছিল সেখানে ঢুকার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। নবি ﷺ বলেন, مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ "জিবরীল, এটা কী?" জিবরীল ﷺ বলেন—

"এ হলো সে-ব্যক্তি, যে বড়ো কথা বলার পর লজ্জিত হয়ে তা ফেরত নিতে চায়, কিন্তু পারে না।"

এরপর তিনি একটি উপত্যকায় গিয়ে সুঘ্রাণ পান। আওয়াজ ও মেশকের ঘ্রাণ পেয়ে তিনি বলেন, مَا هٰذَا "এটা কী?" জিবরীল ﷺ বলেন,

"(এ হলো) জান্নাতের আওয়াজ। জান্নাত বলছে—

يَا رَبِّ ائْتِنِيْ بِأَهْلِيْ وَبِمَا وَعَدْتَنِيْ ، فَقَدْ كَثُرَ غَرْسِيْ وَحَرِيْرِيْ وَسُنْدُسِيْ وَإِسْتَبْرَقِيْ ، وَعَبْقَرِيِّيْ وَمَرْجَانِيْ وَفِضَّتِيْ وَذَهَبِيْ وَأَكْوَابِيْ وَصِحَافِيْ وَأَبَارِيْقِيْ وَفَوَاكِهِيْ وَعَسَلِيْ وَثِيَابِيْ وَلَبَنِيْ وَخَمْرِيْ ، ائْتِنِيْ بِمَا وَعَدْتَنِيْ

'রব আমার! আমার অধিবাসীদের আমার কাছে নিয়ে আসো, আর সেসব (নিয়ে আসো) যার ওয়াদা আমাকে দিয়েছিলে। আমার উদ্যান, রেশম, রেশমি বস্ত্র, কিংখাব, রঙিন গালিচা, প্রবাল, সোনা-রুপার নকশি-কর্ম, সোনা, পানপাত্র, বাসন, জগ, ফলমূল, মধু, পোশাক, দুধ ও শরাব

[১] 'এরপর তিনি রাস্তার-ওপর-পড়ে-থাকা একটি কাঠের টুকরোর পাশ দিয়ে যান; ওর পাশ দিয়ে যে-ই যায়, কাঠের টুকরোটি তাকেই আঘাত করছে। (এটা ছিল সেই কাজের উপমা, যার ব্যাপারে) আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ "ভয় দেখানোর উদ্দেশে প্রত্যেক রাস্তাঘাটে বসে থেকো না।" [সুরা আল-আ'রাফ ৭:৮৬]।' [বাইহাকি, দালাইল ২/৩৯৮]।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিপুল রূপ ধারণ করেছে। আমাকে যা ওয়াদা দিয়েছিলে, তা আমার কাছে নিয়ে আসো।'
(আল্লাহ) বলেন—

لَكِ كُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَمَنْ آمَنَ بِي وَبِرُسُلِي وَعَمِلَ صَالِحًا، وَلَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِي أَنْدَادًا فَهُوَ آمِنٌ .

وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَمَنْ أَقْرَضَنِي جَزَيْتُهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيَّ كَفَيْتُهُ، إِنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لَا خُلْفَ لِمِيعَادِي، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

'তোমার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। যে-ব্যক্তি আমাকে ও আমার রাসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নেয়, ভালো কাজ করে, আমার সঙ্গে কোনও ধরনের শির্ক করে না, আর আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে না—সে-ই নিরাপদ থাকবে।
আমার কাছে যে চাইবে, তাকে দেবো; যে আমাকে ঋণ দেবে, আমি তাকে বদলা দেবো; আর যে আমার ওপর ভরসা করবে, আমি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনও ইলাহ্ নেই; আমার ওয়াদা কখনও লঙ্ঘিত হয় না। মুমিনদের সফলতা অনিবার্য। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ বরকতময়।'
এ-কথা শুনে জান্নাত বলে, 'আমি সন্তুষ্ট'।"

এরপর তিনি একটি উপত্যকায় এসে ভয়ংকর আওয়াজ শুনে বলেন, يَا جِبْرِيلُ مَا هٰذَا الصَّوْتُ "জিবরীল, এটা কীসের আওয়াজ?" জিবরীল ﷺ বলেন,
"(এ হলো) জাহান্নামের আওয়াজ। সে বলছে—

يَا رَبِّ ائْتِنِي بِأَهْلِي وَبِمَا وَعَدْتَنِي، فَقَدْ كَثُرَ سَلَاسِلِي وَأَغْلَالِي وَسَعِيرِي وَحَمِيمِي وَغَسَّاقِي وَغِسْلِينِي، وَقَدْ بَعُدَ قَعْرِي وَاشْتَدَّ حَرِّي، ائْتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي .

'রব আমার! আমার অধিবাসীদের আমার কাছে নিয়ে আসো, আর সেসব (নিয়ে আসো) যার ওয়াদা আমাকে দিয়েছিলে। আমার লোহার শিকল, বেড়ি, লেলিহান শিখা, ফুটন্ত পানি, ভয়ংকর ঠান্ডা পানি ও বাসিন্দাদের দেহ-নিঃসৃত তরল পদার্থ ও পুঁজ বিপুল আকার ধারণ করেছে; আমার গভীরতা অনেক বেড়ে গিয়েছে; আমার উত্তাপ ভীষণ রূপ ধারণ করেছে। আমাকে যা ওয়াদা দিয়েছিলে, তা আমার কাছে নিয়ে আসো।'
(আল্লাহ) বলেন—

لَكِ كُلُّ مُشْرِكٍ وَمُشْرِكَةٍ، وَخَبِيثٍ وَخَبِيثَةٍ، وَكُلُّ جَبَّارٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

'তোমার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে—প্রত্যেক মুশরিক পুরুষ ও নারী, প্রত্যেক চরিত্রহীন পুরুষ ও নারী, আর প্রত্যেক প্রতাপশালী যে হিসাবনিকাশের দিনকে সত্য মনে করে না।'
এ-কথা শুনে জাহান্নাম বলে, 'আমি সন্তুষ্ট'।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর তিনি সফরের একপর্যায়ে বাইতুল মাকদিসে এসে (বাহন থেকে) নামেন। এরপর ঘোড়াটিকে একটি শিলাখণ্ডের সঙ্গে বেঁধে, ফেরেশতাদের নিয়ে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তারা বলেন, "আপনার সঙ্গে ইনি কে?" জিবরীল ﷺ বলেন, "তিনি সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ।" তারা বলেন, "তাঁকে রিসালাত (মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব) দেওয়া হয়েছে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ!" তারা বলেন, "(এই) ভাই ও প্রতিনিধিকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন! চমৎকার ভাই ও চমৎকার প্রতিনিধি!"

এরপর তাঁরা নবিদের আত্মাদের সঙ্গে দেখা করলে, তাঁরা তাঁদের মহান রবের প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করেন। এরপর ইবরাহীম ﷺ বলেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اتَّخَذَنِي خَلِيلًا وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا، وَاصْطَفَانِي بِرِسَالَاتِهِ، وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا.

"প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি আমাকে

» অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন,
» বিশাল (আধ্যাত্মিক) রাজত্ব দিয়েছেন,
» অনুগত ও বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন,
» তাঁর রিসালাত বা বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের জন্য বেছে নিয়েছেন,
» আগুন থেকে উদ্ধার করেছেন, এবং
» আমার জন্য আগুনকে ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক করে দিয়েছেন।"

এরপর মূসা ﷺ তাঁর মহান রবের প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করে বলেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَلَّمَنِي تَكْلِيمًا، وَاصْطَفَانِي وَأَنْزَلَ عَلَيَّ التَّوْرَاةَ، وَجَعَلَ هَلَاكَ فِرْعَوْنَ عَلَى يَدَيَّ، وَنَجَاةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدَيَّ

"প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি

» আমার সঙ্গে বিশেষভাবে কথা বলেছেন,
» আমাকে (রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য) বেছে নিয়েছেন,
» আমার ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন,
» আমার হাত দিয়ে ফিরআউনকে ধ্বংস করেছেন, আর
» আমার হাত দিয়ে বানূ ইসরাঈলকে মুক্ত করেছেন।"

এরপর দাঊদ ﷺ তাঁর মহান রবের প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বলেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِي مُلْكًا، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الزَّبُورَ، وَأَلَانَ لِيَ الْحَدِيدَ، وَسَخَّرَ لِيَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعِي وَالطَّيْرَ، وَآتَانِي الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি

» আমাকে রাজত্ব দিয়েছেন,

» আমার ওপর যাবূর নাযিল করেছেন,

» আমার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছেন,

» পাহাড়-পর্বত ও পাখিকে আমার অনুগত করে দিয়েছেন, যারা আমার সঙ্গে আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করত, আর

» আমাকে দিয়েছেন প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।"

এরপর সুলাইমান ﷺ তাঁর মহামহিম রবের প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করে বলেন—

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَخَّرَ لِيَ الرِّيَاحَ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَسَخَّرَ لِيَ الشَّيَاطِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مَا شِئْتُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِيْ وَقُدُوْرٍ رَاسِيَاتٍ، وَعَلَّمَنِيْ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وَأَسَالَ لِيْ عَيْنَ الْقِطْرِ، وَأَعْطَانِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ.

"প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি

» বায়ুপ্রবাহ, জিন ও মানুষকে আমার অনুগত করে দিয়েছেন,

» (জিন)শয়তানদের আমার অনুগত করে দিয়েছেন, যারা আমার ইচ্ছামতো মিহরাব, প্রতিকৃতি, ডোবা-সদৃশ বাটি ও অনড় ডেক বানিয়ে দিত,

» আমাকে পাখির ভাষা শিখিয়েছেন,

» আমার জন্য তামার ফোয়ারা প্রবাহিত করেছেন, এবং

» আমাকে এমন রাজত্ব দিয়েছেন, যা আমার পরে আর কেউ পাবে না"

এরপর ঈসা ﷺ তাঁর রবের প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করে বলেন—

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ عَلَّمَنِي التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ، وَجَعَلَنِيْ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، وَأُحْيِي الْمَوْتٰى بِإِذْنِهِ، وَرَفَعَنِيْ وَطَهَّرَنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، وَأَعَاذَنِيْ وَأُمِّيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيْلًا.

"প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি

» আমাকে তাওরাত ও ইনজীল শিখিয়েছেন,

» তাঁর অনুমতিক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা ও মৃতকে জীবিত করার কাজ আমাকে দিয়ে করিয়েছেন,

» আমাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর কাফিরদের (নোংরামি) থেকে আমাকে পরিচ্ছন্ন রেখেছেন,

» আমাকে ও আমার মাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে সুরক্ষা দিয়েছেন, এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» শয়তানকে আমাদের ওপর কোনও কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেননি।"

আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবের প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করে বলেন—

كُلُّكُمْ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ وَأَنَا مُثْنٍ عَلَى رَبِّيْ:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَرْسَلَنِيْ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ فِيْهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَجَعَلَ أُمَّتِيْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَجَعَلَ أُمَّتِيْ وَسَطًا، وَجَعَلَ أُمَّتِيْ هُمُ الْأَوَّلُوْنَ وَهُمُ الْآخِرُوْنَ، وَشَرَحَ لِيْ صَدْرِيْ، وَوَضَعَ عَنِّيْ وِزْرِيْ، وَرَفَعَ لِيْ ذِكْرِيْ، وَجَعَلَنِيْ فَاتِحًا وَخَاتِمًا.

"আপনারা সবাই নিজেদের রবের প্রশংসা-স্তুতি ব্যক্ত করেছেন, এবার আমি আমার রবের প্রশংসা-স্তুতি ব্যক্ত করছি:

প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি

» আমাকে পাঠিয়েছেন মহাবিশ্বের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ, আর সমগ্র মানবজাতির কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে,
» আমার ওপর নাযিল করেছেন সবকিছুর ব্যাখ্যাসম্বলিত কুরআন,
» আমার উম্মাহকে করেছেন সর্বোত্তম উম্মাহ, যাদের পাঠানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য,
» আমার উম্মাহকে বানিয়েছেন মধ্যমপন্থী,
» আমার উম্মাহকে করেছেন প্রথম ও শেষ,
» আমার বুক প্রসারিত করে দিয়েছেন,
» আমার ওপর থেকে বোঝা নামিয়ে দিয়েছেন,
» আমার স্মরণকে সমুন্নত করে দিয়েছেন, আর
» আমাকে বানিয়েছেন বিজয়ী ও সর্বশেষ (নবি)।"

এর পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম ﷺ বলেন,

"এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন।"

এরপর নবি ﷺ-এর কাছে তিনটি ঢাকনা-দেওয়া পাত্র আনা হয়। পানি-ভর্তি একটি পাত্র তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁকে বলা হয়, "পান করুন।" এরপর দুধের একটি পাত্র দেওয়া হলে, তিনি তা তৃপ্তিমতো পান করেন। এরপর মদের একটি পাত্র এগিয়ে দেওয়া হলে তিনি বলেন, قَدْ رَوِيْتُ لَا أَذُوْقُهُ "আমি তৃপ্তি-সহকারে (দুধ) পান করেছি। এর স্বাদ নেব না।" তখন তাঁকে বলা হয়,

"আপনি সঠিক কাজ করেছেন। ক'দিন পরেই এটা আপনার উম্মাহর জন্য হারাম করে দেওয়া হবে। আপনি এটা পান করলে, আপনার উম্মাহর কেবল অল্প কিছু লোকই আপনার অনুসারী হতো।"

এরপর তিনি নবি ﷺ-কে নিয়ে আকাশে ওঠেন। জিবরীল দরজা খুলতে বললে, তাকে বলা হয়,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"কে?" তিনি বলেন, "জিবরীল।" বলা হয় "আপনার সঙ্গে কে?" তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ"। তারা বলেন, "তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ"। তারা বলেন, "(এই) ভাই ও প্রতিনিধিকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন! চমৎকার ভাই, চমৎকার প্রতিনিধি ও চমৎকার আগমন!" নবি ﷺ ভেতরে ঢুকে দেখেন, নিখুঁত গড়নের এক বৃদ্ধলোক বসে আছেন; মানুষের গড়নে সাধারণত যেসব ত্রুটি দেখা যায়, সেসব ত্রুটির কোনোটিই তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর ডানে একটি দরজা, সেখান থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছে; আর বামে একটি দরজা, যেখান থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ডানপাশের দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসেন, আর বামপাশের দরজার দিকে তাকিয়ে কাঁদেন ও পেরেশান হয়ে পড়েন। নবি ﷺ বলেন, يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰذَا الشَّيْخُ؟ وَمَا هٰذَانِ الْبَابَانِ "জিবরীল, এ বৃদ্ধলোকটি কে? আর এ দরজা-দুটিই বা কী?" জিবরীল বলেন,

> "ইনি আপনার পিতা আদম ﷺ। তাঁর ডানপাশের দরজাটি জান্নাতের দরজা। তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা জান্নাতে যাবে, তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসেন ও আনন্দিত হন। আর বামপাশের জাহান্নামের দরজার দিকে তাকিয়ে যখন দেখেন তাঁর সন্তানদের মধ্যে কারা জাহান্নামে যাবে, তখন তিনি কাঁদেন ও পেরেশান হয়ে পড়েন।"

এরপর নবি ﷺ-কে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে উঠে দরজা খুলতে বললে, (সেখানকার ফেরেশতারা) বলেন "কে?" তিনি বলেন, "জিবরীল।" তারা বলেন, "আপনার সঙ্গে কে?" তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ।" তারা বলেন, "তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ"। তারা বলেন, "(এই) ভাই ও প্রতিনিধিকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন! চমৎকার ভাই, চমৎকার প্রতিনিধি ও চমৎকার আগমন!" নবি ﷺ ভেতরে ঢুকে দুজন যুবক দেখতে পান। তিনি বলেন مَا هٰذَانِ الشَّابَّانِ؟ "জিবরীল, এ দু যুবক কারা?" জিবরীল বলেন, "দুই খালাতো ভাই—ঈসা ﷺ ও ইয়াহ্ইয়া ﷺ।"

এরপর নবি ﷺ-কে নিয়ে তৃতীয় আকাশে উঠে জিবরীল দরজা খুলতে বললে, (সেখানকার ফেরেশতারা) বলেন "আপনার সঙ্গে কে?" তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ।" তারা বলেন, "তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ"। তারা বলেন, "(এই) ভাই ও প্রতিনিধিকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন! চমৎকার ভাই, চমৎকার প্রতিনিধি ও চমৎকার আগমন!" নবি ﷺ ভেতরে ঢুকে একব্যক্তিকে দেখতে পান, যিনি সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সকল মানুষকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, যেভাবে পূর্ণিমা-রাতের চাঁদ (উজ্জ্বলতার দিক দিয়ে) সকল নক্ষত্রকে ছাড়িয়ে যায়। নবি ﷺ বলেন, مَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ "জিবরীল, ইনি কে?" জিবরীল বলেন, "আপনার ভাই ইউসুফ ﷺ।"

এরপর নবি ﷺ-কে নিয়ে চতুর্থ আকাশে উঠে জিবরীল দরজা খুলতে বললে, (সেখানকার ফেরেশতারা) বলেন "আপনার সঙ্গে ইনি কে?" তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ।" তারা বলেন, "তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ"। তারা বলেন, "(এই) ভাই ও প্রতিনিধিকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন! চমৎকার ভাই, চমৎকার প্রতিনিধি ও চমৎকার আগমন!" নবি ﷺ ভেতরে ঢুকে একব্যক্তিকে দেখে বলেন, يَا جِبْرِيلُ، مَا هٰذَا الرَّجُلُ الْجَالِسُ؟ "জিবরীল, বসে-থাকা এই লোকটি কে?" জিবরীল বলেন, "আপনার ভাই ইদরীস ﷺ। আল্লাহ তাকে উচ্চ স্থানে উন্নীত করেছেন।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর নবি ﷺ-কে নিয়ে পঞ্চম আকাশে উঠে জিবরীল দরজা খুলতে বললে, (সেখানকার ফেরেশতারা) বলেন "আপনার সঙ্গে ইনি কে?" তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ।" তারা বলেন, "তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ"। তারা বলেন, "(এই) ভাই ও প্রতিনিধিকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন! চমৎকার ভাই, চমৎকার প্রতিনিধি ও চমৎকার আগমন!" নবি ﷺ ভেতরে ঢুকে দেখেন, একব্যক্তি বসে তাদের সঙ্গে গল্প করছেন। তিনি বলেন, يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هٰذَا، وَمَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَهُ؟ "জিবরীল, ইনি কে? আর ওনার পাশে এরা কারা?" জিবরীল বলেন, "ইনি হারূন ﷺ, (মূসা ﷺ তূর পর্বতে যাওয়ার সময়) যাঁকে স্বজাতির লোকজনের মধ্যে রেখে যাওয়া হয়েছিল; আর এরা হলো বানূ ইসরাঈলের সেসব লোক।"

এরপর নবি ﷺ-কে নিয়ে ষষ্ঠ আকাশে উঠে জিবরীল দরজা খুলতে বললে, (সেখানকার ফেরেশতারা) বলেন "আপনার সঙ্গে ইনি কে?" তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ।" তারা বলেন, "তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ"। তারা বলেন, "(এই) ভাই ও প্রতিনিধিকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন! চমৎকার ভাই, চমৎকার প্রতিনিধি ও চমৎকার আগমন!" নবি ﷺ ভেতরে ঢুকে দেখেন, একব্যক্তি বসে আছেন। তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় তিনি কেঁদে ওঠেন। তখন নবি ﷺ বলেন, يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰذَا "জিবরীল, ইনি কে?" জিবরীল বলেন, "মূসা ﷺ।" নবি ﷺ বলেন, مَا يُبْكِيهِ "তিনি কাঁদছেন কেন?" মূসা ﷺ বলেন,

> تَزْعُمُ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنِّي أَفْضَلُ الْخَلْقِ، وَهٰذَا قَدْ خَلَفَنِي، فَلَوْ أَنَّهُ وَحْدَهُ، وَلٰكِنْ مَعَهُ كُلُّ أُمَّتِهِ!!
>
> "বানূ ইসরাঈল মনে করত, আমি সৃষ্টির সেরা। (এখন) আমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি, আর তিনি একা হলেও তো হতো, কিন্তু (এ স্থলাভিষিক্তির ক্ষেত্রে) তাঁর সঙ্গে রয়েছে তাঁর সমগ্র উম্মাহ!!"

এরপর আমাদের নিয়ে সপ্তম আকাশে উঠে জিবরীল দরজা খুলতে বললে, (সেখানকার ফেরেশতারা) বলেন "আপনার সঙ্গে কে?" তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ।" তারা বলেন, "তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ"। তারা বলেন, "(এই) ভাই ও প্রতিনিধিকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন! চমৎকার ভাই, চমৎকার প্রতিনিধি ও চমৎকার আগমন!" এমন সময় নবি ﷺ দেখতে পান—একব্যক্তি জান্নাতের দরজায় বসে আছেন, তার মাথার চুল ধূসর রঙের, আর তাঁর পাশে কিছু লোক বসা যাদের (গায়ের) রঙে কিছুটা সমস্যা আছে। [বর্ণনাকারী একবার বলেছিলেন, তাদের চেহারা ছিল কালো।] রঙে–সমস্যা–থাকা সেসব লোক উঠে গিয়ে 'নি'মাতুল্লাহ বা আল্লাহর অনুগ্রহ' নামের একটি ঝরনায় ঢুকে। সেখানে গোসল সেরে বেরিয়ে এলে, তাদের (দৃষ্টিকটু) রঙ কিছুটা সেরে যায়। এরপর তারা 'রহমাতুল্লাহ বা আল্লাহর দয়া' নামের একটি ঝরনায় ঢুকে। সেখানে গোসল সেরে বেরিয়ে এলে, তাদের রঙ (আরও) কিছুটা সেরে যায়। এরপর তারা আরেকটি ঝরনায় ঢুকে। আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে এরই কথা বলা হয়েছে:

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

"আর তাদের রব তাদের পান করাবেন পরিচ্ছন্ন পানীয়।" (সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর ২১)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেখান থেকে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে তাদের রঙ(-এর সমস্যা পুরোপুরি) সেরে ওঠে এবং তাদের সঙ্গীদের রূপ ধারণ করে। এরপর তারা তাদের সঙ্গীদের পাশে গিয়ে বসে। তখন নবি ﷺ বলেন,

يَا جِبْرِيلُ : مَنْ هٰذَا الْأَشْمَطُ الْجَالِسُ ؟ وَمَنْ هٰؤُلَاءِ الْبِيضُ الْوُجُوهِ ، وَمَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ فِيْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ ، فَدَخَلُوْا هٰذِهِ الْأَنْهَارَ فَاغْتَسَلُوْا فِيْهَا ثُمَّ خَرَجُوْا وَقَدْ خَلَصَتْ أَلْوَانُهُمْ ؟

"জিবরীল! এই যে ধূসর চুলের লোকটি বসে আছেন, ইনি কে? আর উজ্জ্বল চেহারার এরা কারা? আর ওরাই বা কারা, যাদের রঙে কিছুটা সমস্যা ছিল, এরপর ওরা এসব ঝরনায় গোসল সেরে বেরিয়ে এল, আর অমনি তাদের রঙের সমস্যা সেরে গেল?"

জিবরীল বলেন,

"ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম ؑ। দুনিয়াতে সর্বপ্রথম তাঁর চুল ধূসর রঙ ধারণ করেছিল। উজ্জ্বল চেহারার এসব লোক হলো তারা, যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেনি। আর যাদের রঙে কিছুটা সমস্যা আছে, তাদের কিছু কাজ ছিল ভালো, আর কিছু কাজ খারাপ; এরপর তারা খারাপ কাজ থেকে ফিরে এলে, আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন।"

এরপর (সর্বশেষ প্রান্তের) বৃক্ষের কাছে যাওয়ার পর তাঁকে বলা হলো,

"এ হলো 'সিদরাতুল মুনতাহা বা সর্বশেষ প্রান্তের বৃক্ষ', আপনার উম্মাহর প্রত্যেকের সর্বশেষ সীমা, কেবল আপনার সফরের জন্য কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। এ হলো সেই সর্বশেষ প্রান্তের বৃক্ষ, যার গোড়া থেকে উৎসারিত হয়—

» পানির ঝরনা যা কখনও নষ্ট হবে না,

» দুধের ফোয়ারা যার স্বাদ কখনও বিগড়াবে না,

» শরাবের নদী যা হবে পানকারীদের আনন্দের কারণ, আর

» বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মধুর ঝরনা।

এটা এমন এক বৃক্ষ যার ছায়ায় একজন ঘোড়সওয়ার সত্তর বছর সফর করতে পারবে। এর একটি পাতা সকল সৃষ্টিকে ছায়া দিতে সক্ষম। একে আচ্ছন্ন করে রেখেছে নূর বা জ্যোতি, একে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন ফেরেশতারা। [(বর্ণনাকারী) ঈসা বলেন,আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে এরই কথা বলা হয়েছে:

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ

'যখন (প্রান্তসীমার) বৃক্ষকে আচ্ছন্নকারীরা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।' (সূরা আন-নাজম ১৬)।"]

এরপর বরকত- ও মহিমার অধিকারী (আল্লাহ) বলেন, سَلْ "(আমার কাছে) চাও!" তখন নবি ﷺ বলেন—

إِنَّكَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلًا ، وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكًا عَظِيْمًا ، وَكَلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِيْمًا ، وَأَعْطَيْتَ دَاوُدَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مُلْكًا عَظِيمًا ، وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَدِيدَ ، وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالَ ، وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا ، وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالشَّيَاطِينَ وَالرِّيَاحَ ، وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، وَعَلَّمْتَ عِيْسَى التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ، وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ ، وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ.

"তুমি

» ইবরাহীম ﷺ-কে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছ আর তাঁকে দিয়েছ বিশাল (আধ্যাত্মিক) রাজত্ব,
» মূসা ﷺ-এর সঙ্গে বিশেষভাবে কথা বলেছ,
» দাঊদ ﷺ-কে বিশাল রাজত্ব দিয়েছ, তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছ আর পাহাড়-পর্বতকে করে দিয়েছ তাঁর অনুগত,
» সুলাইমান ﷺ-কে দিয়েছ বিশাল রাজত্ব; জিন, মানুষ, শয়তান ও বায়ুপ্রবাহকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছ, আর তাঁকে দিয়েছ এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কেউ পাবে না, এবং
» ঈসা ﷺ-কে শিখিয়েছ তাওরাত ও ইনজীল, তাঁকে দিয়ে সুস্থ করিয়েছ জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে, আর তাঁকে ও তাঁর মাকে সুরক্ষিত রেখেছ বিতাড়িত শয়তান থেকে, ফলে শয়তান তাদের ওপর কোনও কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়নি।"

এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বরকতময় ও মহিমান্বিত রব বলেন—

قَدِ اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا ، وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : مُحَمَّدٌ حَبِيبُ الرَّحْمَنِ ، وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ ، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا ، وَأَعْطَيْتُكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَلَمْ أُعْطِ نَبِيًّا قَبْلَكَ ، وَأَعْطَيْتُكَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ ، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتَمًا .

"আমি

» তোমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি, তাওরাতে লেখা আছে—মুহাম্মাদ দয়াময়ের প্রিয় বন্ধু,
» তোমাকে সমগ্র মানবজাতির কাছে বার্তাবাহক করে পাঠিয়েছি,
» তোমার উম্মাহকে বানিয়েছি সর্বপ্রথম, আর তারাই হলো সর্বশেষ,
» তোমার উম্মাহর জন্য বিধান করে দিয়েছি যে, তাদের কোনও খুতবা বা ভাষণ বৈধ হবে না, যতক্ষণ-না তারা সাক্ষ্য দেয়—তুমি আমার দাস ও বার্তাবাহক,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» তোমাকে বানিয়েছি সৃষ্টিগত দিক দিয়ে সর্বপ্রথম নবি, আর (দুনিয়াতে) পাঠানোর দিক দিয়ে সর্বশেষ নবি,

» তোমাকে দিয়েছি বার বার পাঠের জন্য সাতটি আয়াত (অর্থাৎ সূরা আল-ফাতিহা), যা তোমার আগের কোনও নবিকে দিইনি,

» তোমাকে দিয়েছি আরশের নিচের ভান্ডারের একটি অংশ—সূরা আল-বাকারার শেষের অংশ—যা তোমার আগের কোনও নবিকে দিইনি, আর

» তোমাকে বানিয়েছি বিজয়ী ও সর্বশেষ (নবি)।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

فَضَّلَنِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِسِتٍّ: قَذَفَ فِي قُلُوبِ عَدُوِّي الرُّعْبَ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلَامِ وَجَوَامِعَهُ، وَعُرِضَ عَلَيَّ أُمَّتِي فَلَمْ يَخْفَ عَلَيَّ التَّابِعُ وَالْمَتْبُوعُ مِنْهُمْ، وَرَأَيْتُهُمْ أَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، وَرَأَيْتُهُمْ أَتَوْا عَلَى قَوْمٍ عِرَاضِ الْوُجُوهِ صِغَارِ الْأَعْيُنِ فَعَرَفْتُهُمْ مَا هُمْ. وَأُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً

"আমার বরকতময় ও মহিমান্বিত রব ছয়টি বিষয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন:

» আমার শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিয়েছেন, তারা এক মাস সফরের দূরত্বে থাকলেও,

» যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে, আমার আগের কারও জন্য তা বৈধ ছিল না,

» সমগ্র জমিনকে আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন,

» আমাকে দেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী ও ব্যাপক-অর্থবোধক কথামালা (অর্থাৎ কুরআন),

» আমার উম্মাহকে আমার সামনে হাজির করা হলো, তাদের নেতা ও অনুসারী কেউই আমার দৃষ্টির অগোচরে ছিল না, আমি দেখতে পেলাম—তারা এমন এক জনগোষ্ঠীর কাছে গিয়ে পৌঁছেছে যাদের পায়ে পশমের জুতা, এরপর দেখলাম—তারা এমন এক জনগোষ্ঠীর কাছে হাজির হয়েছে যাদের চেহারা চওড়া আর চোখ ছোটো[১], এরা কারা আমি তা জানতে পেরেছি, আর

» আমাকে পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে।"

নবি ﷺ মূসা ﷺ-এর কাছে ফিরে এলে, মূসা ﷺ তাঁকে বলেন, "আপনাকে কী পরিমাণ নামাজের আদেশ দেওয়া হলো?" নবি ﷺ বলেন, بِخَمْسِينَ صَلَاةً "পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাজের।" মূসা ﷺ বলেন,

[১] মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আপনার রবের কাছে ফিরে যান। তাঁকে বলুন আপনার উম্মাহর জন্য (নামাজের পরিমাণ) কমিয়ে দিতে, কারণ আপনার উম্মাহ হলো সবচেয়ে দুর্বল উম্মাহ, ইতঃপূর্বে আমাকে বানু ইসরাঈলের কঠোরতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।"

এরপর মুহাম্মাদ ﷺ ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে কমানোর আবেদন করলে, তিনি সেখান থেকে দশ (ওয়াক্ত) কমিয়ে দেন। মূসা ﷺ-এর কাছে ফিরে এলে তিনি তাঁকে বলেন, "আপনাকে কত (ওয়াক্তের) আদেশ দেওয়া হলো?" নবি ﷺ বলেন, بِأَرْبَعِينَ صَلَاةً "চল্লিশ (ওয়াক্ত) নামাজের।" মূসা ﷺ বলেন,

"আপনার রবের কাছে ফিরে যান। তাঁকে বলুন আপনার উম্মাহর জন্য (নামাজের পরিমাণ) কমিয়ে দিতে, কারণ আপনার উম্মাহ হলো সবচেয়ে দুর্বল উম্মাহ, ইতঃপূর্বে আমাকে বানু ইসরাঈলের কঠোরতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।"

এরপর মুহাম্মাদ ﷺ ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে কমানোর আবেদন করলে, তিনি সেখান থেকে দশ (ওয়াক্ত) কমিয়ে দেন। মূসা ﷺ-এর কাছে ফিরে এলে তিনি তাঁকে বলেন, "আপনাকে কত (ওয়াক্তের) আদেশ দেওয়া হলো?" নবি ﷺ বলেন, بِثَلَاثِينَ "ত্রিশ (ওয়াক্তের)।" মূসা ﷺ বলেন,

"আপনার রবের কাছে ফিরে যান। তাঁকে বলুন আপনার উম্মাহর জন্য (নামাজের পরিমাণ) কমিয়ে দিতে, কারণ আপনার উম্মাহ হলো সবচেয়ে দুর্বল উম্মাহ, ইতঃপূর্বে আমাকে বানু ইসরাঈলের কঠোরতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।"

এরপর মুহাম্মাদ ﷺ ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে কমানোর আবেদন করলে, তিনি সেখান থেকে দশ (ওয়াক্ত) কমিয়ে দেন। মূসা ﷺ-এর কাছে ফিরে এলে তিনি তাঁকে বলেন, "আপনাকে কত (ওয়াক্তের) আদেশ দেওয়া হলো?" নবি ﷺ বলেন, بِعِشْرِينَ صَلَاةً "বিশ (ওয়াক্ত) নামাজের।" মূসা ﷺ বলেন,

"আপনার রবের কাছে ফিরে যান। তাঁকে বলুন আপনার উম্মাহর জন্য (নামাজের পরিমাণ) কমিয়ে দিতে, কারণ আপনার উম্মাহ হলো সবচেয়ে দুর্বল উম্মাহ, ইতঃপূর্বে আমাকে বানু ইসরাঈলের কঠোরতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।"

এরপর মুহাম্মাদ ﷺ ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে কমানোর আবেদন করলে, তিনি সেখান থেকে দশ (ওয়াক্ত) কমিয়ে দেন। মূসা ﷺ-এর কাছে ফিরে এলে তিনি তাঁকে বলেন, "আপনাকে কত (ওয়াক্তের) আদেশ দেওয়া হলো?" নবি ﷺ বলেন, بِعَشْرٍ "দশ (ওয়াক্তের)।" মূসা ﷺ বলেন,

"আপনার রবের কাছে ফিরে যান। তাঁকে বলুন আপনার উম্মাহর জন্য (নামাজের পরিমাণ) কমিয়ে দিতে, কারণ আপনার উম্মাহ হলো সবচেয়ে দুর্বল উম্মাহ, ইতঃপূর্বে আমাকে বানু ইসরাঈলের কঠোরতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।"

এরপর মুহাম্মাদ ﷺ ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে কমানোর আবেদন করলে, তিনি সেখান থেকে পাঁচ (ওয়াক্ত) কমিয়ে দেন। মূসা ﷺ-এর কাছে ফিরে এলে তিনি তাঁকে বলেন, "আপনাকে কত (ওয়াক্তের) আদেশ দেওয়া হলো?" নবি ﷺ বলেন, بِخَمْسٍ "পাঁচ (ওয়াক্তের)।" মূসা ﷺ বলেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আপনার রবের কাছে ফিরে যান। তাঁকে বলুন আপনার উম্মাহর জন্য (নামাজের পরিমাণ) কমিয়ে দিতে, কারণ আপনার উম্মাহ হলো সবচেয়ে দুর্বল উম্মাহ, ইতঃপূর্বে আমাকে বানূ ইসরাঈলের কঠোরতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।"

নবি ﷺ বলেন—

قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَمَا أَنَا بِرَاجِعٍ إِلَيْهِ.

"ইতোমধ্যে আমার রবের কাছে এতবার গিয়েছি যে, তাঁর কাছে (আবার যেতে) লজ্জাবোধ করছি। তাঁর কাছে (এ বিষয়ে) পুনরায় যাব না।"

তখন তাঁকে বলা হয়—

كَمَا صَبَّرْتَ نَفْسَكَ عَلَى الْخَمْسِ، فَإِنَّهُ يُجْزِىءُ عَنْكَ بِخَمْسِيْنَ؛ يُجْزِىءُ عَنْكَ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

"তুমি যেহেতু পাঁচ (ওয়াক্ত) নামাজের ব্যাপারে কষ্ট সহ্য করতে রাজি হয়েছ, তিনি তোমাকে পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই প্রতিদান দেবেন—তোমার প্রত্যেকটি ভালো কাজের বদলা দেবেন দশগুণ।" '

(বর্ণনাকারী) ঈসা বলেন, 'আমার কাছে এ-মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নবি ﷺ বলেছেন—

كَانَ مُوسَى أَشَدَّهُمْ عَلَيَّ أَوَّلًا، وَخَيْرَهُمْ آخِرًا.

"আমার প্রতি মূসা ﷺ ছিলেন শুরুতে সবচেয়ে কঠোর, আর শেষে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকামী।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৩৮–৪৫ (৫৫), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে তাবিয়ির পরিচয় জানা যায়নি (হাইসামি); বাইহাকি, দালাইল ২/৩৯৭–৪০৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৭–৭২ (২৩৬)।

[৩১৫.] শাদ্দাদ ইবনু আউস ﷺ বলেন, 'আমরা বললাম, "আল্লাহর রাসূল! ইসরার রাতে আপনাকে কীভাবে সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?" নবি ﷺ বলেন,

صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الْعَتَمَةِ بِمَكَّةَ مُعْتِمًا، فَأَتَانِي جِبْرِيلُ بِدَابَّةٍ بَيْضَاءَ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيَّ، فَأَدَارَهَا بِأُذُنِهَا حَتَّى حَمَلَنِي عَلَيْهَا، فَانْطَلَقَتْ تَهْوِيْ بِنَا، تَضَعُ حَافِرَهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى أَرْضٍ ذَاتِ نَخْلٍ، قَالَ: أَنْزِلْ، فَنَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: صَلِّ، فَصَلَّيْتُ. ثُمَّ رَكِبْنَا. قَالَ لِيْ: تَدْرِيْ أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ: صَلَّيْتَ بِيَثْرِبَ، صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ.

ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهْوِيْ، تَضَعُ حَافِرَهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا حَتَّى بَلَغْنَا أَرْضًا بَيْضَاءَ، فَقَالَ لِيْ أَنْزِلْ، فَنَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ لِيْ: صَلِّ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَكِبْنَا. قَالَ: تَدْرِيْ أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ: صَلَّيْتَ بِمَدْيَنَ، صَلَّيْتَ عِنْدَ شَجَرَةِ مُوسَى.

ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهْوِيْ بِنَا تَضَعُ حَافِرَهَا أَوْ يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا ثُمَّ ارْتَفَعْنَا. قَالَ: أَنْزِلْ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

، فَنَزَلْتُ ، فَقَالَ : صَلِّ فَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ رَكِبْنَا . فَقَالَ : تَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ : اللهُ أَعْلَمُ . قَالَ :
صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ .

"রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার পর আমি আমার সাহাবিদের নিয়ে ইশার নামাজ আদায় করি। কিছুক্ষণ পর জিবরীল ﷺ একটি সাদা জন্তু নিয়ে আমার কাছে আসেন, আকারে সেটা ছিল গাধার চেয়ে বড়ো ও খচ্চরের চেয়ে ছোটো।[১] এর ওপর আরোহণ করা আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। তখন জিবরীল ﷺ সেটার কান ধরে ঘুরানোর পর, আমাকে এর ওপর উঠিয়ে দেন। এরপর সেটা আমাদের নিয়ে ছুটতে শুরু করে, জন্তুটির (প্রতিটি) পদক্ষেপ পড়তে থাকে এর দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে গিয়ে।

একপর্যায়ে আমরা খেজুরগাছ-বেষ্টিত একটি এলাকায় পৌঁছুলে, জিবরীল ﷺ বলেন 'নামুন।' আমি নামার পর তিনি বলেন, 'নামাজ আদায় করুন।' আমি নামাজ আদায় করি। এরপর আমরা বাহনে উঠার পর তিনি আমাকে বলেন, 'আপনি জানেন কোথায় নামাজ আদায় করলেন?' আমি বলি, 'আল্লাহই ভালো জানেন।' তিনি বলেন, 'আপনি ইয়াসরিবে নামাজ আদায় করেছেন; তাইবায় নামাজ আদায় করেছেন।'

এরপর জন্তুটি (আমাদের নিয়ে) ছুটতে শুরু করে, আর এর পদক্ষেপ পড়তে থাকে দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে গিয়ে। একপর্যায়ে আমরা একটি সাদা জায়গায় পৌঁছুলে জিবরীল ﷺ আমাকে বলেন, 'নামুন।' আমি নামার পর তিনি বলেন, 'নামাজ আদায় করুন।' আমি নামাজ আদায় করি। এরপর আমরা বাহনে উঠার পর তিনি আমাকে বলেন, 'আপনি জানেন কোথায় নামাজ আদায় করলেন?' আমি বলি, 'আল্লাহই ভালো জানেন।' তিনি বলেন, 'আপনি মাদ্ইয়ানে নামাজ আদায় করেছেন; মূসা ﷺ-এর গাছের পাশে নামাজ আদায় করেছেন।'

এরপর জন্তুটি আমাদের নিয়ে ছুটতে শুরু করে, আর এর পদক্ষেপ পড়তে থাকে দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে গিয়ে। একপর্যায়ে আমরা একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছুই।[২] তখন জিবরীল ﷺ বলেন, 'নামুন।' আমি নামার পর তিনি বলেন, 'নামাজ আদায় করুন।' আমি নামাজ আদায় করি। এরপর আমরা বাহনে উঠার পর তিনি আমাকে বলেন, 'আপনি জানেন কোথায় নামাজ আদায় করলেন?' আমি বলি, 'আল্লাহই ভালো জানেন।' তিনি বলেন, 'আপনি বাইতু লাহ্ম (Bethelhem)-এ নামাজ আদায় করেছেন, যেখানে মাসীহ্ ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।'

[ইবনু যিবরীক বলেন, (নবি ﷺ বলেছেন)—]

ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ مِنْ بَابِهَا الْيَمَانِي ، فَأَتَى قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ ، فَرَبَطَ دَابَّتَهُ وَدَخَلْنَا

[১] فَقَالَ : ارْكَبْ "এরপর জিবরীল বলেন, 'আরোহণ করুন।' " (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

[২] بَلَغْنَا أَرْضًا بَدَتْ لَنَا قُصُورُهَا "আমরা এমন এক ভূখণ্ডে পৌঁছুই, যেখানকার প্রাসাদগুলো আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠেছিল।" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الْمَسْجِدَ مِنْ بَابٍ فِيهِ تَمْثُلُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَصَلَّيْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ عَسَلٌ، أُرْسِلَ إِلَيَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَعَدَلْتُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ هَدَانِي اللهُ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبْتُ حَتَّى قَرَعْتُ بِهِ جَبِينِي وَبَيْنَ يَدَيَّ شَيْخٌ مُتَّكِئٌ، فَقَالَ: أَخَذَ صَاحِبُكَ الْفِطْرَةَ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ الْوَادِيَ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا جَهَنَّمُ تَنْكَشِفُ عَنْ مِثْلِ الزَّرَابِيِّ.

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে অগ্রসর হন। একপর্যায়ে আমরা অষ্টম ফটক দিয়ে[১] শহরটিতে প্রবেশ করি। তিনি মাসজিদের সামনের দিকে গিয়ে নিজের বাহনটা বেঁধে ফেলেন। এরপর আমরা একটা ফটক দিয়ে মাসজিদে ঢুকি, ফটকটিতে ছিল সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি। এরপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী মাসজিদের একজায়গায় নামাজ আদায় করি। এরপর[২] আমার কাছে দুটি পাত্র আনা হয়। একটিতে দুধ, অপরটিতে মধু। আমার কাছে উভয়টিই পাঠানো হলে, আমি দুটির মধ্যে সঠিকটি বেছে নেওয়ার চেষ্টা করি। এরপর আল্লাহ তাআলার নির্দেশনাক্রমে দুধ(-এর পাত্রটি) নিয়ে পান করতে থাকি; একপর্যায়ে আমার কপাল পাত্রের সঙ্গে লেগে যায়। আমার সামনে এক বয়স্ক ব্যক্তি [৩]হেলান দিয়ে ছিলেন। এ-দৃশ্য দেখে তিনি বলেন, 'আপনার সঙ্গী প্রকৃতিসম্মত বস্তুটি বেছে নিয়েছেন[৪]।' এরপর তিনি আমাকে নিয়ে শহরের একটি উপত্যকায় যান। সেখানে জাহান্নাম দেখতে পাই, অনেকটা কার্পেট বা লালচে রঙের শুকনো খড়ের মতো (বিস্তীর্ণ)।"

আমরা বলি, "আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামকে কেমন দেখলেন?" নবি ﷺ বলেন,

مِثْلَ. ثُمَّ مَرَرْنَا بِعِيرٍ لِقُرَيْشٍ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرًا لَهُمْ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: هَذَا صَوْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ، فَقَدِ الْتَمَسْتُكَ فِي مَكَانِكَ فَلَمْ أَجِدْكَ؟ إِنِّي أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ فَصِفْهُ لِي. فَفُتِحَ لِي شِرَاكٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ عَنْهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ.

"[৫]...এর মতো।" নবি ﷺ এমন একটা বস্তুর কথা বলেছিলেন যা আমার স্মরণে নেই।

---

[১] مِنْ بَابِهَا الْيَمَانِيِّ "ডানদিকের ফটক দিয়ে" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

[২] وَأَخَذَنِي مِنَ الْعَطَشِ أَشَدُّ مَا أَخَذَنِي "আমার ভীষণ পিপাসা লাগলে" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

[৩] عَلَى مِنْزَالَةٍ "তার একটি উটের ওপর" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২); عَلَى مِنْبَرٍ لَهُ "তার একটি মিম্বারে" (তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১৮৯৪)।

[৪] إِنَّهُ لَيُهْدَى "তাঁকে (সবসময়) হিদায়াতের ওপর রাখা হবে" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

[৫] مِثْلَ الْحُمَةِ السُّخْنَةِ "বিচ্ছুর উত্তপ্ত হুলের মতো" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"এরপর আমরা অমুক অমুক জায়গায় কুরাইশদের কাফেলা অতিক্রম করি। তারা তাদের একটা উট হারিয়ে ফেলেছিল[১]। আমি তাদের সালাম দিলে, তারা পরস্পর বলাবলি করে—'এ তো মুহাম্মাদ ﷺ-এর কণ্ঠ!'

এরপর ভোর হওয়ার আগে মক্কায় আমার সাহাবিদের কাছে চলে আসি। আবূ বকর আমার কাছে এসে বলে, 'আল্লাহর রাসূল! রাতে কোথায় ছিলেন? আমি আপনার জায়গায় এসে আপনাকে খুঁজেছিলাম, কিন্তু পাইনি!' " নবি ﷺ বলেন, "রাতে বাইতুল মাকদিস গিয়েছিলাম[২]।" আবূ বকর বলেন, 'আল্লাহর রাসূল! এ-তো এক মাসের পথ! আমাকে এর কিছুটা বিবরণ দিন।' তখন আমার সামনে একটি রাস্তা[৩] উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, আর আমি তা দেখে দেখে তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিই। তখন আবূ বকর বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।' "

এ-সংবাদ শুনে মুশরিকরা বলে ওঠে, "আবূ কাবশা'র ছেলেকে[৪] দেখো! তাঁর দাবি, সে গত রাতে বাইতুল মাকদিসে গিয়েছিল!" নবি ﷺ বলেন,

نَعَمْ، وَقَدْ مَرَرْتُ بِعِيرٍ لَكُمْ فِي مَكَانِ كَذَا، قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرًا لَهُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا. وَأَنَا مُسَيِّرُهُمْ لَكُمْ: يَنْزِلُونَ بِكَذَا، ثُمَّ يَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَقْدُمُهُمْ جَمَلٌ آدَمُ عَلَيْهِ مِسْحٌ أَسْوَدُ وَغِرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ

"জি,[৫] আমি অমুক জায়গায় আপনাদের কাফেলা অতিক্রম করেছি। তারা অমুক অমুক জায়গায় তাদের একটা উট হারিয়ে ফেলেছে। আমি আপনাদেরকে তাদের সফরের বিবরণ জানিয়ে দিচ্ছি: তারা অমুক জায়গায় যাত্রাবিরতি দেবে আর অমুক অমুক দিন আপনাদের কাছে আসবে, তাদের সামনে থাকবে সাদা-কালো রঙের একটি উষ্ট্রী, এর ওপর থাকবে একটি মোটা কালো কাপড়[৬] আর বড়ো বড়ো দুটি কালো বস্তা।"

ওই দিনটি এলে লোকজন (কৌতূহল নিয়ে) দেখতে থাকে। অবশেষে দুপুরের দিকে কাফেলার আগমন ঘটে, তাদের সামনে ছিল সেই উট আল্লাহর রাসূল ﷺ যার বিবরণী দিয়েছিলেন।'

বাযযার (কাশফ) ১/৩৫–৩৭ (৫৩), ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনের মতে বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ইবনিল আলা 'বিশ্বস্ত', আর নাসাঈ'র মতে 'ত্রুটিযুক্ত' (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১৮৯৪; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ ২/৩৫৫–৩৫৭; কানযুল উম্মাল ১২/৪১৩ (৩৫৪৫২); মাজমাউয যাওয়াহিদ ১/৭৩–৭৪ (১৩৭)।

---

[১] قَدْ جَمَعَهُ فُلَانٌ "যা অমুক জড়ো করে দিয়েছে" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

[২] أَعَلِمْتَ "তুমি কি জানো?" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

[৩] مِرْآةٌ "একটি আয়না" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

[৪] মক্কার মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময়, নবি ﷺ-কে 'আবূ কাবশা'র ছেলে' বলে অভিহিত করত।

[৫] إِنَّ مِنْ آيَةِ مَا أَقُولُ لَكُمْ "আমি আপনাদের যা বলছি, তার একটি প্রমাণ হলো—" (তাবারানি, কাবীর ৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২))।

[৬] شَيْخٌ أَسْوَدُ "এক কৃষ্ণাঙ্গ বয়স্ক ব্যক্তি" (তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১৮৯৪)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৩১৬.] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُهُ . إِذَا أَتَى عَلَى جَبَلٍ ارْتَفَعَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ، فَسَارَ بِنَا فِي أَرْضٍ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، ثُمَّ أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ فَيْحَاءَ طَيِّبَةٍ . فَقَالَ جِبْرِيلُ ﷺ : تِلْكَ أَرْضُ أَهْلِ النَّارِ وَهَذِهِ أَرْضُ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ فَقَالَ : مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ مَعَكَ ؟ قَالَ : أَخُوكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا أَخُوكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ﷺ .

فَسِرْنَا ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : أَخُوكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، فَسَلَّمَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، وَقَالَ : سَلْ لِأُمَّتِكَ التَّيْسِيرَ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : أَخُوكَ مُوسَى ﷺ . قُلْتُ : عَلَى مَنْ كَانَ تَذَمُّرُهُ ؟ قَالَ : عَلَى رَبِّهِ ، قُلْتُ : عَلَى رَبِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ عَرَفَ حِدَّتَهُ .

ثُمَّ سِرْنَا ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ أَوْ مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ ، اذْنُ مِنْهَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَنَوْنَا مِنْهَا ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ .

ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطَ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ ، فَنُشِرَتْ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ مَنْ سَمَّى اللهُ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَصَلَّيْتُ إِلَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ : إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى .

"আমার কাছে বুরাক আনা হলে, আমি তাতে[১] আরোহণ করি। কোনও পাহাড়ের ওপর উঠলে এর দু পা উঁচু হয়ে যেত, আর নামার সময় উঁচু হতো এর দু হাত। সেটা আমাদের নিয়ে একটা সংকীর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত জায়গা অতিক্রম করে, একটি সুগন্ধিযুক্ত পরিচ্ছন্ন জায়গায় প্রবেশ করে।[২] তখন জিবরীল ؑ বলেন, 'সেটা ছিল জাহান্নামীদের এলাকা, আর এটি জান্নাতীদের এলাকা।' এরপর দাঁড়িয়ে-থাকা[৩] একব্যক্তির কাছে এলে তিনি বলেন, 'জিবরীল, আপনার সঙ্গে ইনি কে?' তিনি বলেন, 'আপনার ভাই মুহাম্মাদ ﷺ।' তখন তিনি আমাকে স্বাগত জানান এবং আমার জন্য বরকতের দুআ করেন[৪]। আমি বলি, 'জিবরীল, ইনি কে?' তিনি বলেন, 'ইনি

---

[১] خَلْفَ جِبْرَائِيلَ "জিবরাঈল ؑ-এর পেছনে" (আবু ইয়া'লা ৮/৪৪৯–৪৫০ (৫০৩৬))।

[২] فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ إِنَّا كُنَّا نَسِيرُ فِي أَرْضٍ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ ، وَأَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ فَيْحَاءَ طَيِّبَةٍ؟ "এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলি, 'জিবরীল! আমরা একটা সংকীর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত জায়গা পেরিয়ে, একটা পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত জায়গায় এলাম (-এর তাৎপর্য কী)?" (আবু ইয়া'লা ৮/৪৪৯–৪৫০ (৫০৩৬))।

[৩] قَائِمٌ يُصَلِّي "নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন এমন" (আবু ইয়া'লা ৮/৪৪৯–৪৫০ (৫০৩৬))।

[৪] قَالَ : سَلْ لِأُمَّتِكَ الْيُسْرَ "(এবং) তিনি বলেন, 'আপনার উম্মাহর জন্য সহজ (বিধান) চাইবেন।' " (আবু ইয়া'লা ৮/৪৪৯–৪৫০ (৫০৩৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনার ভাই ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ।'

এরপর সফরের একপর্যায়ে একটা আওয়াজ শুনে একব্যক্তির কাছে হাজির হই। তিনি বলেন, 'জিবরীল, আপনার সঙ্গে ইনি কে?' তিনি বলেন, 'আপনার ভাই মুহাম্মাদ ﷺ।' তখন তিনি আমাকে সালাম দেন এবং আমার বরকতের জন্য দুআ করে বলেন, 'আপনার উম্মাহর জন্য সহজ করে দিতে বলবেন।' আমি বলি, 'জিবরীল, ইনি কে?' তিনি বলেন, 'আপনার ভাই মূসা ﷺ।' আমি বলি, 'তিনি কার ব্যাপারে অনুযোগ করলেন?' জিবরীল বলেন, 'তাঁর রবের ব্যাপারে।' আমি বলি, 'তাঁর রবের ব্যাপারে?!' জিবরীল বলেন, 'হ্যাঁ, তিনি তাঁর (রবের) ক্রোধ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পেরেছেন।'

এরপর সফরের একপর্যায়ে [১]আমি বলি, 'জিবরীল, এটা কী?' জিবরীল বলেন, 'আপনার পিতা ইবরাহীম ﷺ-এর বৃক্ষ। এর কাছে যাব?' আমি বলি, 'হ্যাঁ।' বৃক্ষটির কাছে গেলে তিনি (আমাকে) স্বাগত জানান এবং আমার বরকতের জন্য দুআ করেন।

এরপর চলতে চলতে বাইতুল মাকদিসে এসে হাজির হই। তিনি জন্তুটাকে একটা বৃত্তের সঙ্গে বেঁধে ফেলেন, যেখানে নবিগণ (তাঁদের বাহন) বাঁধতেন। তারপর মাসজিদে ঢুকে দেখি, আমার জন্য নবিদের সমবেত করা হয়েছে; তাঁদের কারও কারও নাম আল্লাহ (কুরআনে) উল্লেখ করেছেন, আর কারও কারও নাম উল্লেখ করেননি। এরপর আমি [২]নামাজ আদায় করি, তবে এ তিনজন বাদে: ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ﷺ।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৪৮ (৫৯), বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); আবূ ইয়া'লা ৮/৪৪৯–৪৫০ (৫০৩৬); হাকিম ৪/৬০৬ (৮৭৯৩); কানযুল উম্মাল ১১/৩৯০ (৩১৮৪১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৪ (২৩৮)।

বক্ষ বিদীর্ণকরণ ও আকাশে আরোহণ

[৩১৭.] আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'আবূ যার ﷺ [৩]বর্ণনা করতেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

[১] فَرَأَيْنَا مَصَابِيحَ وَضَوْءًا "অনেক বাতি ও আলো দেখতে পেয়ে" (আবূ ইয়া'লা ৮/৪৪৯–৪৫০ (৫০৩৬))।

[২] بِهِمْ "তাঁদের নিয়ে" (আবূ ইয়া'লা ৮/৪৪৯–৪৫০ (৫০৩৬))।

[৩] 'উবাই ইবনু কা'ব' (আহমাদ ৫/১৪৩–১৪৪ (২১২৮৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَالْابْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا آدَمُ ، وَهٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا : افْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ ، فَفَتَحَ .

"মক্কায় থাকাকালে আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর জিবরীল ﷺ নেমে এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। জমজমের পানি দিয়ে তা ধৌত করার পর, ঈমান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর একটি স্বর্ণের পাত্র নিয়ে আসেন। সেগুলো আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে তা বন্ধ করে দেন। এরপর আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে নিকটতম আকাশে ওঠেন।

নিকটতম আকাশে আসার পর জিবরীল ﷺ আকাশের তত্ত্বাবধায়ককে বলেন, '(দরজা) খুলুন।' তত্ত্বাবধায়ক বলেন, 'কে?' তিনি বলেন, 'জিবরীল।' তত্ত্বাবধায়ক বলেন, 'আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ আছেন।' তত্ত্বাবধায়ক বলেন, 'তাঁকে (এখানে আসার) বার্তা দেওয়া হয়েছে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।'

তিনি (দরজা) খুলে দিলে আমরা নিকটতম আকাশের ওপর উঠে দেখি—একব্যক্তি বসে আছেন, তাঁর ডানে বিপুল সংখ্যক লোক, আবার বামেও বিপুল সংখ্যক লোক; তিনি ডানদিকে তাকিয়ে হাসেন[১], আর বামদিকে তাকিয়ে কাঁদেন। (আমাকে দেখে) তিনি বলে ওঠেন, 'স্বাগতম নেক নবি ও নেক ছেলে!' আমি জিবরীল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি, 'তিনি কে?' জিবরীল ﷺ বলেন, 'তিনি আদম ﷺ। তাঁর ডানে ও বামে বিপুলসংখ্যক লোক হলো তাঁর সন্তানদের আত্মা; তাদের মধ্যে ডানদিকের লোকজন জান্নাতী, আর বামদিকের বিপুলসংখ্যক লোক জাহান্নামী। তিনি ডানদিকে তাকিয়ে হাসেন, আর বামদিকে তাকিয়ে কাঁদেন।'

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে উঠে, সেখানকার তত্ত্বাবধায়ককে বলেন, '(দরজা) খুলুন।' তখন সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক তাঁকে সেসব কথা বলেন, যা প্রথম তত্ত্বাবধায়ক[২] বলেছিলেন। এরপর (দরজা) খুলে দেন।" '

আনাস ﷺ বলেন,

'তিনি (অর্থাৎ, আবূ যার ﷺ) উল্লেখ করেছেন যে, নবি ﷺ মহাকাশে আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা ও ইবরাহীম ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবে তাঁদের কার অবস্থান কোথায় ছিল তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তবে তিনি এটুকু উল্লেখ করেছেন যে, নবি ﷺ প্রথম আকাশে আদম ﷺ-এর আর ষষ্ঠ আকাশে ইবরাহীম ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন।'

আনাস ﷺ বলেন, 'জিবরীল ﷺ নবি ﷺ-কে নিয়ে ইদরীস ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন—

---

[১] تَبَسَّمَ "মুচকি হাসেন" (আহমাদ ৫/১৪৩-১৪৪ (২১২৮৮))।

[২] خَازِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا "নিকটতম আকাশের তত্ত্বাবধায়ক" (মুসলিম ৪১৫/২৬৩ (১৬৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا إِدْرِيسُ . ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسٰى فَقَالَ : مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا مُوسٰى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسٰى فَقَالَ : مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . قُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا عِيسٰى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ . قُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ

" 'স্বাগতম নেক নবি ও নেক ভাই!' আমি বলি, 'তিনি কে?' জিবরীল ﷺ বলেন, 'তিনি ইদরীস'। এরপর মূসা ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেলে তিনি বলেন, 'স্বাগতম নেক নবি ও নেক ভাই!' আমি বলি, 'তিনি কে?' জিবরীল বলেন, 'তিনি মূসা ﷺ'। এরপর ঈসা ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেলে তিনি বলেন, 'স্বাগতম নেক ভাই ও নেক নবি!' আমি বলি, 'তিনি কে?' জিবরীল বলেন, 'তিনি ঈসা ﷺ'। এরপর ইবরাহীম ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেলে তিনি বলেন, 'স্বাগতম নেক নবি ও নেক ছেলে!' আমি বলি, 'তিনি কে?' জিবরীল বলেন, 'তিনি ইবরাহীম ﷺ'।"

ইবনু শিহাব বলেন, ইবনু হাযম আমাকে জানিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস ও আবূ হাব্বা আনসারি ﷺ বলতেন, 'নবি ﷺ বলেছেন—

ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلَامِ

"এরপর আমাকে (আরও) ওপরে ওঠানো হয়; একপর্যায়ে এমন এক স্তরে ওঠি, যেখানে (আল্লাহ তাআলার ফায়সালা লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত) কলমের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।" '

ইবনু হাযম ও আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন—

فَفَرَضَ اللهُ عَلٰى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً ، فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى مَرَرْتُ عَلٰى مُوسٰى فَقَالَ : مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلٰى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً . قَالَ : فَارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ . فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا . فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوسٰى قُلْتُ : وَضَعَ شَطْرَهَا . فَقَالَ : رَاجِعْ رَبَّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ . فَرَاجَعْتُ ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ . فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ : هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ . فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوسٰى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبَّكَ ، فَقُلْتُ : اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي . ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتّٰى انْتَهٰى بِي إِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ .

"এরপর আল্লাহ আমার উম্মাহর জন্য পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাজ ফরজ করে দেন। তা নিয়ে ফেরার পথে মূসা ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ আপনার উম্মাহর জন্য কী ফরজ করলেন?' আমি বলি, 'পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাজ।' তিনি বলেন, 'আপনার রবের কাছে ফিরে যান, কারণ আপনার উম্মাহ তা আদায় করতে পারবে না।' তিনি আমাকে ফেরত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাঠালে, আল্লাহ এর অর্ধেক কমিয়ে দেন। মূসা ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে বলি, 'আল্লাহ এর অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছেন।' তিনি বলেন, 'আপনার রবের কাছে ফিরে যান, কারণ আপনার উম্মাহ তা আদায় করতে পারবে না।' আমি ফিরে গেলে আল্লাহ এর অর্ধেক কমিয়ে দেন। তাঁর কাছে ফিরে এলে তিনি বলেন, 'আপনার রবের কাছে ফিরে যান, কারণ আপনার উম্মাহ তা আদায় করতে পারবে না।' এরপর ফিরে গেলে আল্লাহ বলেন, 'এ হলো পাঁচ (ওয়াক্ত), আর এ হলো (মর্যাদার বিচারে) পঞ্চাশ (ওয়াক্তের সমান)। আমার কাছে কথার কোনও রদবদল হয় না।' মূসা ﷺ-এর কাছে ফিরে এলে তিনি বলেন, 'আপনার রবের কাছে ফিরে যান।' তখন আমি বলি, 'আমার রবের কাছে (ফিরে যেতে) লজ্জাবোধ করছি।'

এরপর তিনি[১] আমাকে নিয়ে চলতে চলতে সিদরাতুল মুনতাহায় (প্রান্তসীমার বৃক্ষ এলাকায়) পৌঁছে যান। রকমারি রঙ জায়গাটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; সেগুলো কী ছিল তা (প্রকাশ করার ভাষা) আমার জানা নেই।

তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। সেখানে গিয়ে দেখি মুক্তোর তৈরি অনেকগুলো ছোটো ছোটো দেওয়াল[২], আর এর মাটি ছিল মেশ্‌ক(-এর সুগন্ধিযুক্ত)।" '

বুখারি ৩৪৯, ১৬৩৬, ৩৩৪২; মুসলিম ৪১৫/২৬৩ (১৬৩); আহমাদ ৫/১২২ (২১১৩৫), ৫/১৪৩-১৪৪ (২১২৮৮); আবু ইয়া'লা ৪/৪১১-৪১২ (২৫৩৫), ৬/২৯২ (৩৬১৪), ৬/২৯৭-২৯৮ (৩৬১৬); ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ১/২৪-২৫; শারহুস সুন্নাহ ৩৭৫৪; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৫-৬৬ (২৩২)।

[৩১৮.] আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ إِذْ جَاءَ جِبْرِيلُ ﷺ فَوَكَزَ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا كَوَكْرَيِ الطَّيْرِ، فَقَعَدَ فِي أَحَدِهِمَا وَقَعَدْتُ فِي الْآخَرِ، فَسَمَتْ وَارْتَفَعَتْ حَتَّى سَدَّتِ الْخَافِقَيْنِ، وَأَنَا أُقَلِّبُ طَرْفِي وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمَسَّ السَّمَاءَ لَمَسِسْتُ. فَالْتَفَتُّ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ حِلْسٌ لَاطِئٌ، فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ بِاللهِ عَلَيَّ، وَفُتِحَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، وَرَأَيْتُ النُّورَ الْأَعْظَمَ، وَإِذَا دُونَ الْحِجَابِ رَفْرَفَةُ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، فَأَوْحَى إِلَيَّ مَا شَاءَ أَنْ يُوحِيَ،

"আমি বসে আছি। এমন সময় জিবরীল ﷺ এসে আমার দু কাঁধের মাঝখানে (মৃদু) আঘাত করলে, আমি উঠে একটি গাছের কাছে যাই। তাতে পাখির বাসার মতো কিছু বাসা ছিল। একটিতে জিবরীল বসেন, আর অপরটিতে বসি আমি। এরপর সেটি ওপরের দিকে উঠতে থাকে। একপর্যায়ে তা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তকে আড়াল করে দেয়। দৃষ্টি পরিবর্তন করার পর মনে হলো, আমি আকাশ স্পর্শ করতে চাইলে তা করতে পারব। জিবরীল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখি, (বিনয়ের দরুন) তিনি ঘোড়ার-পিঠে-বিছিয়ে-রাখা কম্বলের মতো নুয়ে আছেন।

[১] جِبْرِيلُ "জিবরীল" (মুসলিম ৪১৫/২৬৩ (১৬৩))।

[২] جَنَابِذُ "অনেক গম্বুজ" (বুখারি ৩৩৪২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর বিষয়ে তাঁর জ্ঞান যে আমার চেয়ে বেশি, তখন সেটি বুঝতে পারি। [১]আকাশের একটি দরজা খুলে দেওয়া হলে, আমি মহা জ্যোতি দেখতে পাই। তখন পর্দার একপাশে ছিল মুক্তা ও লালমণি-খচিত রফরফ (গালিচা)। এরপর তিনি আমার কাছে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ওহি পাঠান।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৪৭ (৫৮), বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ৪/৩৫১–৩৫২ (৬২১৪); বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়া ২/৩৬৮–৩৬৯; বাইহাকি, শুআব ১/১৭৫–১৭৬ (১৫৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৫ (২৩৯)।

[৩১৯.] জাবির ﷺ বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন—

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى وَجِبْرِيلُ كَالْحِلْسِ الْبَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

"যে-রাতে আমাকে ইসরায় নিয়ে যাওয়া হলো, সে-রাতে আমি সর্বোচ্চ (মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ফেরেশতাদের) দলটির পাশ দিয়ে গিয়েছি; তখন জিবরীল ﷺ আল্লাহর ভয়ে ঘোড়ার-পিঠে-বিছিয়ে-রাখা জরাজীর্ণ কম্বলের মতো (নত) হয়ে ছিলেন।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/৩০৯–৩১০ (৪৬৭৯), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ৬/১৩৮ (১৫১৬৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৮ (২৪৭)।

ইসরা'য় নবি ﷺ যা দেখলেন

বাইতুল মাকদিসে নবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

[৩২০.] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَضَعْتُ قَدَمَيَّ حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَعُرِضَ عَلَيَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ . فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ مُوسَى ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمُ ، فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهًا بِصَاحِبِكُمْ .

"বাইতুল মাকদিসের যেখানে নবিগণ পা রাখতেন (অর্থাৎ চলাফেরা করতেন), ইসরা'র রাতে আমি সেখানে পা রাখি। তখন আমার সামনে ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ-কে হাজির করা হয়,[২] (গড়নের দিক দিয়ে) তাঁর সঙ্গে উরওয়া ইবনু মাসউদের মিল ছিল সবচেয়ে বেশি। এরপর মূসা ﷺ-কে হাজির করা হলে দেখি, তিনি হালকা-পাতলা গড়নের[৩] এক পুরুষ, অনেকটা শানূআ গোত্রের পুরুষদের মতো। এরপর হাজির করা হয় ইবরাহীম ﷺ-কে, যার (গড়নের)

---

[১] لِي "আমার জন্য" (তাবারানি, আওসাত ৬২১৪)।

[২] هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ "তিনি ছিলেন মাঝারি উচ্চতার এক পুরুষ, গায়ের রঙ লালচে, ঠিক যেন গোসলখানা থেকে (সবেমাত্র গোসল সেরে) বেরিয়ে এসেছেন;" (বুখারি ৩৩৯৪)।

[৩] رَجِلٌ "পরিপাটি চুলবিশিষ্ট" (বুখারি ৩৩৯৪)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল তোমাদের এ সঙ্গীর[১]।[২]" '

আহমাদ ২/৫২৮ (১০৮৩০), হাদীসটি সহীহ, তবে ইসনাদটি হাসান (আরনাউত), ২/২৮২ (৭৭৮৯), ২/৫১২ (১০৬৪৭), ৩/৩৩৪ (১৪৫৮৯); বুখারি ৩৩৯৪, ৩৪৩৭, ৪৭০৯, ৫৫৭৬, ৫৬০৩; মুসলিম ৪২৩/২৭১ (১৬৭), ৪২৪/২৭২ (১৬৮), ৫২৪০/১৬৮ (৯২), ৫২৪১ (...); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৬ (২৩৪)।

[৩২১.] ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'নবি ﷺ-কে ইসরা বা রাত্রিকালীন সফরে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ওই রাতে ফিরে এসে তাঁর সফর, বাইতুল মাকদিসের নিদর্শন ও তাদের কাফেলা সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। এসব শুনে কিছু লোক বলে ওঠে,

"মুহাম্মাদ (এসব) যা বলছে, তা আমরা সত্য বলে মেনে নেব?[৩]"

এ-কথা বলে তারা কুফর বা অবাধ্যতার জীবনে ফিরে যায়। পরিশেষে (বদর যুদ্ধে) আল্লাহ তাদেরকে আবূ জাহলের সঙ্গে হত্যার ব্যবস্থা করেন।

আবূ জাহল বলেছিল,

"মুহাম্মাদ আমাদের যাক্কুম গাছের ভয় দেখায়! তোমরা কিছু খেজুর ও মাখন এনে তা গপ করে গিলে ফেলো[৪]!"

নবি ﷺ দাজ্জালকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছেন; সেটা ছিল স্বচক্ষে দেখা, স্বপ্নের দেখা নয়। নবি ﷺ ঈসা, মূসা ও ইবরাহীম[৫] ﷷ-কেও দেখেছেন। দাজ্জাল সম্পর্কে নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—

أَقْمَرُ هِجَانٌ (قَالَ حَسَنٌ: قَالَ: رَأَيْتُهُ فَيْلَمَانِيًّا أَقْمَرَ هِجَانًا) إِحْدَى عَيْنَيْهِ قَائِمَةٌ، كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، كَأَنَّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ، وَرَأَيْتُ عِيسَى شَابًّا أَبْيَضَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، حَدِيدَ الْبَصَرِ

---

[১] وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ "তাঁর সন্তানদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার মিল ছিল সবচেয়ে বেশি" (মুসলিম ৪২৪/২৭২ (১৬৮)); وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ ﵇، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ (بْنُ خَلِيفَةَ) "আর জিবরীল ﵇-কে দেখলাম; আমার দেখা লোকদের মধ্যে দিহ্ইয়া (ইবনু খলীফা)'র সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য সবচেয়ে কাছাকাছি।" (মুসলিম ৪২৩/২৭১ (১৬৭))।

[২] ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ، فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ "এরপর [ঈলিয়া বা বাইতুল মাকদিসে (বুখারি ৪৭০৯)] আমার কাছে দুটি পাত্র আনা হয়: একটিতে ছিল দুধ, অপরটিতে শরাব। জিবরীল বলেন, 'দুটির মধ্যে আপনার যেটি মন চায়, পান করুন।' আমি দুধ (বেছে) নিয়ে তা পান করি। তখন বলা হলো, 'আপনি প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন! [প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি আপনাকে সঠিক প্রকৃতির দিশা দিয়েছেন। (বুখারি ৪৭০৯)] যদি মদ (বেছে) নিতেন, তা হলে আপনার উম্মাহ পথভ্রষ্ট হতো।' " (বুখারি ৩৩৯৪)।

[৩] "আমরা মুহাম্মাদের কথা সত্য মনে করি না" (আবূ ইয়া'লা ৫/১০৮ (২৭২০))।

[৪] 'গপ করে গিলে ফেলা'র জন্য আবূ জাহল 'তাযাক্কুম' শব্দ ব্যবহার করেছে। এটি ছিল 'যাক্কুম' শব্দের সঙ্গে তার একধরনের তামাশা।

[৫] 'ও জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক' (আহমাদ ১/৩৪২ (৩১৭৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

، مُبَطَّنَ الْخَلْقِ ، وَرَأَيْتُ مُوسَى أَسْحَمَ آدَمَ ، كَثِيرَ الشَّعْرِ ، شَدِيدَ الْخَلْقِ ، وَنَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَلَا أَنْظُرُ إِلَى إِرْبٍ مِنْ آرَابِهِ ، إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنِّي ، كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : سَلِّمْ عَلَى مَالِكٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ .

"গায়ের রঙ ফর্সা সাদা। [বর্ণনাকারী হাসান বলেন, নবি ﷺ বলেছেন—"আমি তাকে দেখেছি এক বিশালদেহী ফর্সা সাদা ব্যক্তির মতো।"] তার দু চোখের একটি ছিল নজরে পড়ার মতো, ঠিক যেন একটি উজ্জ্বল তারকা; তার মাথার চুল ছিল গাছের ডালের মতো।
ঈসা ﷺ-কে দেখলাম—এক ফর্সা[১] যুবক, মাথার চুল কোঁকড়ানো, প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী[২] আর দেহের গড়ন মেদমুক্ত।
মূসা ﷺ-কে দেখলাম—কালো, মেটে রঙের,[৩] ঘনচুলবিশিষ্ট ও বলিষ্ঠদেহী।
এরপর দেখলাম ইবরাহীম ﷺ-কে। তাঁর বিভিন্ন অঙ্গের দিকে তাকানোর পর, আমার নিজের সেসব অঙ্গের দিকে তাকাই; মনে হলো, তিনি দেখতে তোমাদের এ সঙ্গীর মতোই!
এরপর জিবরীল ﷺ বলেন, "[৪]মালিককে[৫] সালাম দিন।" তখন আমি তাঁকে সালাম দিই।" '

আহমাদ ১/৩৭৪ (৩৫৪৬), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), ১/২৪৫ (২১৯৭), ১/২৪৫ (২১৯৮), ১/২৫৯ (২৩৪৭), ১/২৯৬ (২৬৯৭), ১/৩৪২ (৩১৭৯) দ্বিতীয় অংশ, ১/৩৪২ (৩১৮০) দ্বিতীয় অংশ; আবূ ইয়া'লা ৫/১০৮ (২৭২০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৬-৬৭ (২৩৫)।

সুদখোরের পরিণতি ও মহাকাশের ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতার কারণ

[৩২২] আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَنَظَرْتُ فَوْقَ فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَصَوَاعِقَ ، فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ ، قُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا . فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، نَظَرْتُ أَسْفَلَ مِنِّي ، فَإِذَا أَنَا بِرَهْجٍ وَدُخَانٍ وَأَصْوَاتٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُرْفُونَ عَلَى أَعْيُنِ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَوُا الْعَجَائِبَ .

"ইসরা'র রাতে দেখেছি—আমরা যখন সপ্তম আকাশে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎচমক ও বিকট আওয়াজ। এরপর আমরা কিছু লোকের

---

[১] مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ "মাঝারি গড়ন, লালচে ফর্সা, মাথা পরিপাটি" (আহমাদ ১/২৪৫ (২১৯৭))।

[২] عَرِيضَ الصَّدْرِ "চওড়া-বুক" (আহমাদ ১/২৯৬ (২৬৯৭))।

[৩] طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ "দীর্ঘদেহী, মাথার চুল কোঁকড়ানো, অনেকটা শানূআ গোত্রের পুরুষদের মতো" (আহমাদ ১/২৪৫ (২১৯৭))।

[৪] "জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক" (আহমাদ ১/৩৪২ (৩১৭৯))।

[৫] عَلَى أَبِيكَ "আপনার পূর্বপুরুষকে" (আবূ ইয়া'লা ৫/১০৮ (২৭২০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাছে হাজির হই, যাদের পেটগুলো ছিল ঘরের মতো, সেখানে অনেক সাপ, যা তাদের পেটের বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি বলি, 'জিবরীল! এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলো সুদখোর।'

তারপর নিকটতম আকাশে নামার পর, আমার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে ধুলা, ধোঁয়া ও বিচিত্র আওয়াজ। আমি বলি, 'জিবরীল! এগুলো কী?' তিনি বলেন, 'এসব শয়তান আদম-সন্তানদের দৃষ্টি (ভিন্নদিকে) সরিয়ে দিচ্ছে, যাতে তারা মহাকাশ ও পৃথিবীতে (আল্লাহর) কর্তৃত্ব ও রাজত্বের ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতে না পারে। (শয়তানদের) এসব কাণ্ড না থাকলে, মানুষ (মহাকাশ ও পৃথিবীতে) নানা বিস্ময় দেখতে পেত।' " '

আহমাদ২/৩৫৩ (৮৬৪০), বর্ণনাকারী আবুস সাল্‌ত অজ্ঞাতপরিচয়, আর তার কাছ থেকে আলি ইবনু যাইদ ছাড়া আর কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি (হাইসামি), ২/৩৬৩ (৮৭৫৭); ইবনু আবী শাইবা১৪/৩০৭ (৩৭৭২৯); ইবনু মাজাহ২২৭৩; কানযুল উম্মাল১১/৩৯৯-৪০০; মাজমাউয যাওয়াইদ১/৬৬ (২৩৩)।

ফিরআউনের মেয়ের সেবিকার সুঘ্রাণ

[৩২৩.] ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُسْرِيَ بِي فِيهَا، أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هٰذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ؟ فَقَالَ: هٰذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادِهَا قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: بَيْنَا هِيَ تَمْشُطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ سَقَطَتِ الْمِدْرَى مِنْ يَدِهَا، فَقَالَتْ: بِسْمِ اللهِ. فَقَالَتْ لَهَا ابْنَةُ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟ قَالَتْ: لَا، وَلٰكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكِ اللهُ. قَالَتْ أُخْبِرُهُ بِذٰلِكَ! قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَا، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ، وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلَادُهَا فِيهَا، قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَتَدْفِنَنَا. قَالَ: ذٰلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ. قَالَ: فَأَمَرَ بِأَوْلَادِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى أَنِ انْتَهَى ذٰلِكَ إِلَى صَبِيٍّ لَهَا مُرْضَعٍ، كَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: يَا أُمَّهْ، اقْتَحِمِي، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. فَاقْتَحَمَتْ.

"যে-রাতে আমাকে ইসরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে-রাতে একটি সুঘ্রাণ পেয়ে আমি বলি, 'জিবরীল, এটা কীসের সুঘ্রাণ?' তিনি বলেন, 'এটা ফিরআউনের মেয়ের কেশবিন্যাসকারিণী ও তার বাচ্চাদের সুঘ্রাণ।' আমি বলি, 'কী হয়েছিল তার?' জিবরীল ﷺ বলেন—

'তিনি একদিন ফিরআউনের মেয়ের চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। এমন সময় চুল পরিপাটি করার কাঠিটি[১] তার হাত থেকে পড়ে যায়। তখন তিনি (সেটা উঠাতে গিয়ে) বলেন, "বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে)।" ফিরআউনের মেয়ে তাকে বলে, "আমার পিতা(র কথা বলছো)?"

[১] الْمُشْطُ। "চিরুনিটি" (তাবরানি, কাবীর ১১/৪৫০-৪৫১ (১২২৭৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি বলেন, “না; বরং আল্লাহ, যিনি আমার অধিপতি[১] ও আপনার পিতার অধিপতি।”[২] সে বলে, “তাকে এ-কথা বলে দেবো!” তিনি বলেন, “ঠিক আছে[৩]।” সে এ-কথা ফিরআউনকে জানালে, ফিরআউন তাকে ডেকে এনে বলে, “অমুক! আমি ছাড়া তোমার কি আরও অধিপতি আছে?” তিনি বলেন, “হ্যাঁ, আমার ও আপনার অধিপতি আল্লাহ।”[৪]

এ জবাব শুনে ফিরআউন তামার এক বিরাট পাত্র গরম করার আদেশ দেয়। এরপর তাকে ও তার সন্তানদের সেখানে নিক্ষেপ করার আদেশ জারি করে। কেশবিন্যাসকারিণী ফিরআউনকে বলেন, “আপনার কাছে আমার একটি আবদার আছে।” ফিরআউন বলে, “তোমার কী আবদার?” তিনি বলেন, “আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি আমার ও আমার সন্তানের হাড়গুলো একটি কাপড়ে[৫] জমা করে দাফন করবেন।” ফিরআউন বলে, “আমাদের কাছে এটুকু পাওয়া তো তোমার অধিকার[৬]।”

এরপর ফিরআউনের আদেশে তার সামনেই তার সন্তানদের একজন একজন করে (ওই পাত্রে) নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তার দুধের শিশুটির পালা এলে, তিনি শিশুটির কথা ভেবে দ্বিধায় পড়ে যান। তখন শিশুটি বলে ওঠে,

“[৭]মা! ঝাঁপ দাও[৮]; কারণ পরকালের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি অনেক তুচ্ছ।”

এরপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৯]' ”

ইবনু আব্বাস ؓ বলেন;

‘একেবারে ছোট্ট অবস্থায় কথা বলেছেন চারজন: ঈসা ইবনু মারইয়াম ؑ, জুরাইজ-এর

---

[১] وَرَبُّكَ “আপনার অধিপতি” (হাকিম ২/৪৯৬ (৩৮৩২))।

[২] قَالَتْ: وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرَ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ ‘ফিরআউনের মেয়ে বলে, “আমার পিতা বাদে তোমার কি আরও অধিপতি আছে?” তিনি বলেন, “হ্যাঁ!”’ (তাবারানি, কবীর ১১/৪৫০–৪৫১ (১২২৭৯))।

[৩] فَقُولِي “বলতে পারেন” (ইবনু হিব্বান ২৯০৪)।

[৪] قَالَ مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتْ: رَبِّي وَرَبُّكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ ‘(ফিরআউন) বলে, “তোমার অধিপতি কে?” তিনি বলেন, “আমার ও আপনার অধিপতি আল্লাহ, যিনি আকাশে আছেন।”’ (আহমাদ ১/৩১০ (২৮২৩))।

[৫] فِي مَوْضِعٍ “এক জায়গায়” (বাইহাকি, দালাইল ২/৩৮৯)।

[৬] ذَلِكَ لَكِ لِمَا لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ “এটুকু তুমি পাবে, কারণ আমাদের ওপরও তো তোমার কিছু অধিকার আছে!” (ইবনু হিব্বান ২৯০৪)।

[৭] اصْبِرِي يَا أُمَّهْ، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ “মা! ধৈর্য ধরে রাখো, [اثْبُتِي “সিদ্ধান্তে অটল থাকো” (ইবনু হিব্বান ২৯০৩)] কারণ তুমিই সত্যের ওপর আছো।” (বাযযার (কাশফ) ১/৩৭–৩৮ (৫৪))।

[৮] وَلَا تَقَاعَسِي فَإِنَّا عَلَى الْحَقِّ “কোনও দ্বিধা রেখো না, কারণ আমরাই সত্যের ওপর আছি” (বাইহাকি, দালাইল ২/৩৮৯)।

[৯] ثُمَّ أُلْقِيَتْ مَعَ وَلَدِهَا “এরপর তাকে তার সন্তানসহ নিক্ষেপ করা হয়।” (হাকিম ২/৪৯৬ (৩৮৩২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(বিরুদ্ধে আনীত অপবাদ খণ্ডনকারী) সঙ্গী[১], ইউসুফ ﷺ-এর সাক্ষী ও ফিরআউনের মেয়ের কেশবিন্যাসকারিণীর ছেলে।'

আহমাদ ১/৩০৯–৩১০ (২৮২১), সহীহ (দারানি), ১/৩১০ (২৮২২), ১/৩১০ (২৮২৩), ১/৩১০ (২৮২৪); তাবারানি, কাবীর ১১/৪৫০–৪৫১ (১২২৭৯), ১১/৪৫১ (১২২৮০); ইবনু হিব্বান ৭/১৬৩–১৬৪ (২৯০৩), ৭/১৬৪–১৬৫ (২৯০৪); বাযযার (কাশফ) ১/৩৭–৩৮ (৫৪); হাকিম ২/৪৯৬–৪৯৭ (৩৮৩৫); বাইহাকি, দালাইল ২/৩৮৯; বাইহাকি, শুআব ২/২৪৩ (১৬৩৩); কানযুল উম্মাল ১৫/১৬৪–১৬৫ (৪০৪৬৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৫ (২৩১)।

নবি ﷺ-এর একটি স্বপ্ন

[৩২৪.] আবু উমামা বাহিলি ﷺ বলেন, 'ফজরের নামাজের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে বলেন—

إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا هِيَ حَقٌّ فَاعْقِلُوهَا:

أَتَانِي رَجُلٌ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَاسْتَتْبَعَنِي حَتَّى أَتَى بِي جَبَلًا طَوِيلًا وَعْرًا، فَقَالَ لِي: ارْقَهْ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: إِنِّي سَأُسَهِّلُهُ لَكَ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا رَقِيتُ قَدَمِيَّ وَضَعْتُهَا عَلَى دَرَجَةٍ، حَتَّى اسْتَوَيْنَا عَلَى سَوَاءِ الْجَبَلِ،

فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ مُسَمَّرَةٍ أَعْيُنُهُمْ وَآذَانُهُمْ. قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرُونَ أَعْيُنَهُمْ مَا لَا يَرَوْنَ، وَيُسْمِعُونَ آذَانَهُمْ مَا لَا يَسْمَعُونَ،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِنِسَاءٍ مُعَلَّقَاتٍ بِعَرَاقِيبِهِنَّ، مُصَوَّبَةٍ رُءُوسُهُنَّ، تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ. قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ أَوْلَادَهُنَّ مِنْ أَلْبَانِهِنَّ،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ مُعَلَّقَاتٍ بِعَرَاقِيبِهِنَّ، مُصَوَّبَةٍ رُءُوسُهُنَّ، يَلْحَسْنَ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ وَحَمَأٍ، قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ أَقْبَحِ شَيْءٍ مَنْظَرًا، وَأَقْبَحِهِ لَبُوسًا، وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، كَأَنَّمَا رِيحُهُمُ الْمَرَاحِيضُ. قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزُّنَاةُ،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِمَوْتَى أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا، وَأَنْتَنِهِ رِيحًا. قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ مَوْتَى الْكُفَّارِ،

[১] 'শিশু' (ইবনু হিব্বান ২৯০৪)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ نَرَى دُخَانًا وَنَسْمَعُ عُوَاءً. قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذِهِ جَهَنَّمُ فَدَعْهَا،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ نِيَامٍ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ. قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِجَوَارٍ وَغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ. قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ذُرِّيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ أَحْسَنِ شَيْءٍ وَجْهًا، وَأَحْسَنِهِ لَبُوسًا، وَأَطْيَبِهِ رِيحًا، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْقَرَاطِيسُ. قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَشْرَبُونَ خَمْرًا وَيُغَنُّونَ، فَقُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ذَاكَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرٌ، وَابْنُ رَوَاحَةَ، فَمِلْتُ قِبَلَهُمْ، فَقَالُوا: قَدْ نَالَكَ، قَدْ نَالَكَ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ذَاكَ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

"আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্নটি সত্য, ভালো করে বুঝে নাও—

একব্যক্তি[১] এসে আমার হাত[২] ধরে আমাকে তার পেছনে পেছনে যেতে বলেন। একপর্যায়ে আমাকে নিয়ে একটা উঁচু দুর্গম পাহাড়ের কাছে এসে আমাকে বলেন, 'এর ওপর ওঠুন।' আমি বলি, 'আমার পক্ষে সম্ভব নয়।[৩]' তিনি বলেন, 'আপনার জন্য সহজে ওঠার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' প্রত্যেকবার দু পা উঠিয়ে একটা স্তরে গিয়ে পা নামাতে থাকি। এভাবে একপর্যায়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাই।

এরপর চলতে চলতে কিছু পুরুষ ও নারীর কাছে গিয়ে হাজির হই, যাদের মুখের চোয়াল ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। আমি বলি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা সেসব লোক, যারা যা জানে না, তা বলে বেড়ায়।'

এরপর চলতে চলতে কিছু পুরুষ ও নারীর কাছে পৌঁছুই, যাদের চোখ ও কানে পেরেক ঠুকানো হচ্ছে। আমি বলি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা সেসব লোক, যারা নিজেদের চোখকে তা দেখায়, যা তাদের দেখার কথা না, আর নিজেদের কানকে তা শোনায়, যা তাদের শোনার কথা না।'

এরপর চলতে চলতে কিছু নারীর কাছে উপস্থিত হই, যাদের মাথা নিচু করে হাঁটুর পেছনের

---

[১] رَجُلَانِ "দু ব্যক্তি" (ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬)।

[২] بِضَبْعَيَّ "আমার দু বাহু" (ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬)।

[৩] إِنِّي لَسْتُ أَسْتَطِيعُ الصُّعُودَ "এর ওপর ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না।" (তাবারানি, কাবীর ৮/১৮৪ (৭৬৬৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তত্তর সঙ্গে[১] ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আর তাদের স্তনগুলোতে সাপ দংশন করছে। আমি বলি, 'এগুলো কী?'[২] তিনি বলেন, 'এরা সেসব নারী, যারা তাদের বুকের দুধ থেকে নিজেদের সন্তানদের বঞ্চিত রাখে।'

এরপর চলতে চলতে কিছু পুরুষ ও নারীর কাছে উপস্থিত হই, যাদের মাথা নিচু করে হাঁটুর পেছনের তত্তর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে,[৩] আর তারা অল্প কিছু কাদাযুক্ত পানি চেটে চেটে খাচ্ছে। আমি বলি, 'এগুলো কী?' তিনি বলেন, 'এরা সেসব লোক, যারা রোযা রেখে ইফতারের সময় হওয়ার আগে রোযা ভেঙ্গে ফেলে।'[৪]

এরপর চলতে চলতে কিছু পুরুষ ও নারীর কাছে উপস্থিত হই, এদের দৃশ্য ছিল খুবই বিদঘুটে, পোশাক ভীষণ খারাপ,[৫] গন্ধ অত্যন্ত বাজে—অনেকটা টয়লেটের গন্ধ। আমি বলি, 'এগুলো কী?' তিনি বলেন, 'এরা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী।'

এরপর চলতে চলতে কিছু মৃত লোকের কাছে পৌঁছুই, যেগুলো ভীষণভাবে ফুলে ওঠেছে এবং অত্যন্ত বাজে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে[৬]। আমি বলি, 'এগুলো কী?' তিনি বলেন, 'এরা হলো কাফিরদের মৃত[৭] লোকজন।'

এরপর চলতে চলতে একপর্যায়ে ধোঁয়া দেখতে পাই, আর বিকট গর্জন ও চিৎকার আমাদের কানে আসে। আমি বলি, 'এটা কী?' তিনি বলেন, 'এটা জাহান্নাম, একে (এর অবস্থায়) ছেড়ে দিন।'[৮]

এরপর চলতে চলতে কিছু লোকের কাছে পৌঁছুই, যারা গাছের ছায়ায় ঘুমাচ্ছিলেন। আমি বলি, 'এরা কী?' তিনি বলেন, 'এরা মুসলিমদের মৃত লোকজন।'

এরপর চলতে চলতে কিছু ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ের কাছে হাজির হই, ওরা দু ঝরনাধারার

---

[১] بِثُدِيِّهِنَّ "তাদের স্তনের সঙ্গে" (তাবারানি, কাবীর ৮/১৮৪ (৭৬৬৭))।

[২] مَا بَالُ هَؤُلَاءِ "এদের এ দশা কেন?" (ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬)।

[৩] مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا "তাদের মুখের চোয়াল ছিঁড়ে রাখা হয়েছে, (আর) তাদের চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছে" (ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬)।

[৪] এরপর তিনি বলেন, خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى "ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা ব্যর্থ হোক!" (বর্ণনাকারী) সুলাইমান বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না—আবূ উমামা কি এ (বাক্য)টি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছিলেন, নাকি এটি তার নিজের বক্তব্য।' (ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬)।

[৫] أَشَدُّ انْتِفَاخًا "(এদের দেহ) ভয়ানক রকম ফুলে ওঠেছে," (ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬)।

[৬] وَأَسْوَأُهُ مَنْظَرًا "আর দেখতেও ছিল অত্যন্ত বীভৎস" (ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬)।

[৭] قَتْلَى "(যুদ্ধক্ষেত্রে) নিহত" (ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬)।

[৮] حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ "পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পর বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। আমি বলি, 'এ আওয়াজ কীসের?' তারা বলেন, 'এ হলো জাহান্নামীদের আর্তচিৎকার।' " (ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাঝখানে খেলা করছিল। আমি বলি, 'এগুলো কী?' তিনি বলেন, 'মুমিনদের শিশু-সন্তান[১]।' এরপর চলতে চলতে কিছু লোকের কাছে উপস্থিত হই, যাদের চেহারা ও পোশাক ছিল খুবই সুন্দর, ঘ্রাণ অত্যন্ত উন্নত মানের, তাদের চেহারা ছিল কাগজের মতো (ফর্সা)। আমি বলি, 'এরা কী?' তিনি বলেন, 'এরা হলেন সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ বান্দা।'

এরপর চলতে চলতে তিন ব্যক্তির কাছে পৌঁছুই, যারা শরাব পান করছিল ও গান গাচ্ছিল। আমি বলি, 'এরা কী?' তিনি বলেন, 'এরা হলেন যাইদ ইবনু হারিসা, জাফর ও ইবনু রাওয়াহা।' আমি তাদের দিকে ধাবিত হলে, তারা বলে ওঠেন, 'আপনার নাগাল পেয়ে গিয়েছে! আপনার নাগাল পেয়ে গিয়েছে!' তখন আমার মাথা ওপরের দিকে তুলে দেখি, আরশের নিচে তিনজন লোক। আমি বলি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম, (আর এরা হলেন) মূসা ও ঈসা (তাঁদের সবার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' "

তাবারানি, কাবীর ৮/১৮২-১৮৩ (৭৬৬৬), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর ৮/১৮৪ (৭৬৬৭); নাসাই, কুবরা ৩২৭৩; ইবনু খুযাইমা ১৯৮৬; ইবনু হিব্বান ১৬/৫৩৬ (৭৪৯১); হাকিম ১/৪৩০ (১৫৬৮); বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা ৪/২১৬ (৮০৮৬); কানযুল উম্মাল ১১/৩৯৬-৩৯৭ (৩১৮৫১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৬-৭৭ (২৪১)।

[৩২৫.] আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'জিবরীল ﷺ নবি ﷺ-এর কাছে বুরাক নিয়ে এসে, তাঁকে তার সামনে ওঠান। কোনও নিচু জায়গায় পৌঁছুলে, সমতল জায়গায় আসার আগ পর্যন্ত সেটির দু হাত লম্বা ও দু পা খাটো হয়ে যেত; আর কোনও উঁচু জায়গায় পৌঁছুলে, সমতল জায়গায় আসার আগ পর্যন্ত সেটির দু হাত খাটো ও দু পা লম্বা হয়ে যেত।

এরপর রাস্তার ডানদিক থেকে একব্যক্তি তাঁর সামনে এসে এভাবে ডাকতে শুরু করে—"মুহাম্মাদ! রাস্তা তো আমার দিকে!" এ ঘটনা দু বার ঘটে। জিবরীল ﷺ তাঁকে বলেন, "সামনে চলুন, কথা বলবেন না।" এরপর রাস্তার বামদিক থেকে একব্যক্তি তাঁর সামনে এসে বলে—"মুহাম্মাদ! রাস্তা তো আমার দিকে!" তখন জিবরীল ﷺ তাঁকে বলেন, "সামনে চলুন, কারও সঙ্গে কথা বলবেন না।" এরপর তাঁর সামনে হাজির হয় এক পরমা সুন্দরী নারী। তখন জিবরীল ﷺ তাঁকে বলেন, "রাস্তার ডানদিক-থেকে-আসা লোকটি কে, জানেন?" নবি ﷺ তাকে বলেন, لَا "না।" জিবরীল ﷺ বলেন, "তারা ইহুদি; আপনাকে তাদের দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাল।" এরপর তিনি তাঁকে বলেন, "রাস্তার বামদিক থেকে যে-লোকটি আপনাকে ডাকল, সে কে জানেন?" নবি ﷺ বলেন, لَا "না।" জিবরীল ﷺ বলেন, "তারা খ্রিষ্টান; আপনাকে তাদের দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাল। পরমা সুন্দরী নারীটি কে, জানেন? সেটি ছিল দুনিয়া, সে আপনাকে নিজের দিকে আহ্বান জানাল।"

[নবি ﷺ বলেন—]

ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ

"এরপর আমরা চলতে চলতে বাইতুল মাকদিস এসে পৌঁছুই।"

---

[১] يَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِيمُ "ইবরাহীম ﷺ তাদের দেখাশোনা করছেন" (তাবারানি, কাবীর ৮/১৮৪ (৭৬৬৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি সেখানে এসে দেখেন, কিছু লোক বসে আছেন। তাঁরা বলেন, "স্বাগতম, উম্মি (লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন জাতির) নবি!" বসে-থাকা লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন বৃদ্ধ। মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, مَنْ هٰذَا "ইনি কে?" জিবরীল বলেন, "ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম ﷺ।" এরপর নবি ﷺ জিজ্ঞেস করেন, مَنْ هٰذَا "ইনি কে?" জিবরীল বলেন, "ইনি মূসা ﷺ।" এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, مَنْ هٰذَا "ইনি কে?" জিবরীল বলেন, "ইনি ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ।"

তারপর নামাজ কায়েমের সময় এলে (ইমামতির জন্য) তাঁরা একে অপরকে বলতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ-কে এগিয়ে দেন। এরপর কিছু পানীয় আনা হলে, মুহাম্মাদ ﷺ (সেখান থেকে) দুধ বেছে নেন। তখন জিবরীল তাঁকে বলেন, "আপনি ফিতরাত বা প্রকৃতিসিদ্ধ বিষয়টি বেছে নিয়েছেন।" এরপর তাঁকে বলা হয়, "আপনার রবের উদ্দেশে ওঠুন।" নবি ﷺ উঠে (এক জায়গায়) ঢুকেন। ফিরে আসার পর তাঁকে বলা হয়, "(সেখানে) কী করলেন?" নবি ﷺ বলেন—

فُرِضَتْ عَلَى أُمَّتِي خَمْسُونَ صَلَاةً

"আমার উম্মাহর ওপর পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাজ ফরজ করা হয়েছে।"

এ-কথা শুনে মূসা ﷺ তাঁকে বলেন, "আপনার রবের কাছে ফিরে যান; তাঁকে বলুন আপনার উম্মাহর জন্য কমিয়ে দিতে, কারণ আপনার উম্মাহ তা পারবে না।" নবি ﷺ ফিরে যান। (সেখান থেকে) আসার পর মূসা ﷺ তাঁকে বলেন, "কী করলেন?" তিনি বলেন—

رَدَّهَا إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً

"সেটি পরিবর্তন করে পঁচিশ (ওয়াক্ত) নামাজ করে দিয়েছেন।"

এ-কথা শুনে মূসা ﷺ তাঁকে বলেন, "আপনার রবের কাছে ফিরে যান; তাঁকে বলুন আপনার উম্মাহর জন্য কমিয়ে দিতে।" নবি ﷺ ফিরে গিয়ে আবার আসেন। একপর্যায়ে এর পরিমাণ পরিবর্তন করে পাঁচে আনা হয়। মূসা ﷺ তাঁকে বলেন, "আপনার রবের কাছে ফিরে যান; তাঁকে বলুন আপনার উম্মাহর জন্য কমিয়ে দিতে।" তখন নবি ﷺ বলেন—

قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا أُرَاجِعُهُ، وَقَدْ قَالَ لِي: لَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتَهَا مَسْأَلَةٌ أُعْطِيكَهَا

"আমার রবের কাছে ফিরে যেতে লজ্জা লাগছে; তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন—প্রত্যেকবার ফিরে এসে কিছু চাইলে, তোমাকে সেটা দেবো।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/৬৫-৬৬ (৩৮৭৯), বর্ণনাসূত্রটি মুরসাল ও একজন বর্ণনাকারী ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৭-৭৮ (২৪২)।

[৩২৬.] সুহাইব ইবনু সিনান ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে পানি, মদ ও দুধ পরিবেশন করা হলে, তিনি দুধ বেছে নেন। তখন জিবরীল ﷺ তাঁকে বলেন,

أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، وَبِهَا غُذِّيَتْ كُلُّ دَابَّةٍ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوِيتَ وَغَوِيَتْ أُمَّتُكَ، وَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আপনি প্রকৃতিসিদ্ধ বিষয়টি বেছে নিয়েছেন, এর মাধ্যমেই প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণীর পুষ্টি জোগানো হয়। মদ বেছে নিলে, আপনিও বিপথগামী হতেন, আপনার উম্মাহও বিপথগামী হতো, আর আপনি হতেন এর অধিবাসীদের একজন।"

তিনি নিজের হাত দিয়ে একটি উপত্যকার দিকে ইশারা করেন, যার নাম 'জাহান্নাম উপত্যকা'। (নবি ﷺ বলেন—)

فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَتَلَهَّبُ

"সেদিকে তাকিয়ে দেখি, আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলছে।" '

তাবারানি, কাবীর ৮/৪৬ (৭৩১৩), বর্ণনাসূত্রে ইবনু লাহিআ আছেন (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৮ (২৪৩)।

[৩২৭.] আবদুর রহমান ইবনু কুরত ؓ থেকে বর্ণিত, 'ইসরা'র রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর করানো হয়। সেখান থেকে ফেরার পর, মাকামে ইবরাহীম ও জমজমের মাঝখানে তাঁর ডানে ছিলেন জিবরীল ؑ আর বামে মীকাঈল ؑ। তাঁরা দুজন নবি ﷺ-কে নিয়ে উড়াল দেন এবং সপ্ত(ম) আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যান। ফিরে এসে নবি ﷺ বলেন—

سَمِعْتُ تَسْبِيحًا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَا مَعَ تَسْبِيحٍ كَثِيرٍ، سَبَّحَتِ السَّمَاوَاتُ الْعُلَى مِنْ ذِي الْمَهَابَةِ مُشْفِقَاتٍ لِذِي الْعُلُوِّ بِمَا عَلَا : سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

"সর্বোচ্চ আকাশে বিপুল তাসবীহ (প্রশংসা-ধ্বনি)-এর সঙ্গে একটি (বিশেষ) তাসবীহ শুনেছি; সমুন্নত সত্তার শ্রেষ্ঠত্বে ভীত হয়ে সর্বোচ্চ আকাশ (এভাবে) তাঁর প্রশংসা পাঠ করছে—সর্বোচ্চ ও সমুন্নত সত্তা পবিত্র, তিনি ত্রুটিমুক্ত ও মহান।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/১৯ (৩৭৪২), বর্ণনাকারী মিসকীন ইবনু মাইমূন যাহাবির মতে 'মুনকার' (হাইসামি); তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ২৪৪; হিলইয়া ২/৭; উসদুল গবাহ ৩/৪৯০; কানযুল উম্মাল ১০/৩৬৮-৩৬৯ (২৯৮৪৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৮ (২৪৪)।

[৩২৮.] ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

لَمَّا أُسْرِيَ بِي، انْتَهَيْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ

"ইসরা'র সময় আমি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছে দেখি, এর ফলগুলো (হাজার গোত্রের) মটকার মতো।" '

তাবারানি, কাবীর ১০/৩৪৯ (১০৬৮৩), যাইনাব বিনতু সুলাইমান সম্পর্কে কাউকে আলোচনা করতে দেখিনি (হাইসামি), যাইনাব এক মহীয়সী নারী (খতীব বাগদাদি ১৪/৪৩৪); কানযুল উম্মাল ১১/৩৯৯ (৩১৮৫৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৮ (২৪৫)।

[৩২৯.] আবদুল্লাহ ইবনু আসআদ ইবনি যুরারা ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَانْتَهَيْتُ إِلَى قَصْرٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأُ نُورًا، وَأُعْطِيتُ ثَلَاثًا: إِنَّكَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَرَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ ، اللهُ الْمُوَفِّقُ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"যে-রাতে আমাকে ইসরায় নিয়ে যাওয়া হলো, সে-রাতে মুক্তো-দিয়ে-তৈরি একটি প্রাসাদের কাছে পৌঁছুই, যেটি আলোয় ঝলমল করছিল।[১] আর (ওই সময়) আমাকে তিনটি জিনিস দেওয়া হলো[২]—

» তুমি রাসূলদের সর্দার ও মুত্তাকীদের নেতা,

» বিশ্বজাহানের অধিপতির বার্তাবাহক, এবং

» অনন্য মহৎ লোকদের নেতৃত্বদানকারী।

আল্লাহই সকল সামর্থ্যের উৎস।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৪৯ (৬০), আবূ কাসীর আনসারির সূত্রে হিলাল সাইরাফি বর্ণনা করেছেন, এ-দুজন সম্পর্কে আলোচনা করতে কাউকে দেখিনি (হাইসামি); উসদুল গবাহ ৩/১৭৪ (২৮১৪); কানযুল উম্মাল ১১/৬২০ (৩৩০১১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৮ (২৪৬)।

নবি ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?

[৩৩০.] ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

رَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى

"আমি আমার বরকতময় ও মহিমান্বিত রবকে দেখেছি।" '

আহমাদ ১/২৮৫ (২৫৮০), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি), ১/২৯০ (২৬৩৪); ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৪৩৩, ৪৪০; মাকদিসি ১২/২৩২—২৩৩ (২৫৬), ১২/২৩৩ (২৫৭), ১২/২৩৩ (২৫৮), ১২/২৩৪ (২৫৯), ১২/২৩৪ (২৬০); কানযুল উম্মাল ১৪/৪৮৮ (৩৯২০৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৮ (২৪৮)।

[৩৩১.] আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

"অন্তর যা দেখেছে, তা সম্পর্কে সে মিথ্যা বলেনি।" (সূরা আন-নাজম ৫৩:১১)

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى

"তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছেন।" (সূরা আন-নাজম ৫৩:১৩)

ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, 'তিনি তাঁকে[৩] নিজের অন্তর দিয়ে দু বার দেখেছেন।'

মুসলিম ৪৩৭/২৮৫ (...), ৪৩৬/২৮৪ (১৭৬), ৪৩৮/২৮৬ (...); আহমাদ ১/২২৩ (১৯৫৬), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত)।

---

[১] انْتُهِيَ بِي إِلَى قَصْرٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ، فِرَاشُهُ مِنْ ذَهَبٍ يَتَلَأْلَأُ "আমাকে মুক্তোর তৈরি একটি প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হলো, যার বিছানা ছিল ঝলমলে স্বর্ণের" (উসদুল গবাহ ৩/১৭৪ (২৮১৪))।

[২] فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ - أَوْ أَمَرَنِي فِي عَلِيٍّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ "এরপর (আমার) তিনটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে ওহির মাধ্যমে জানান/আমাকে আকাশে থাকতে এ-মর্মে নির্দেশনা দেন—" (উসদুল গবাহ ৩/১৭৪ (২৮১৪))।

[৩] 'তাঁর মহামহিম রবকে' (আহমাদ ১/২২৩ (১৯৫৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৩৩২.] আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

"আমি তোমাকে যে দর্শন দেখিয়েছিলাম, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা।" (সূরা আল-ইসরা ১৭:৬০)

এ-আয়াত প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, 'সেটি ছিল স্বচক্ষে দেখা; যে-রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত সফর করানো হয়েছিল, সে-রাতে তাঁকে তা [১]দেখানো হয়েছে।'

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

"আর যে-গাছকে কুরআনে অভিশপ্ত বলা হয়েছে" (সূরা আল-ইসরা ১৭:৬০)

ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, 'সেটা হলো যাক্কূম গাছ।'

বুখারি ৩৮৮৮, ৪৭১৬, ৬৬১৩; আহমাদ ১/২২১ (১৯১৬), ১/৩৭০ (৩৫০০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৮–৭৯ (২৪৯)।

[৩৩৩.] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ বলতেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে দু বার দেখেছেন: একবার স্বচক্ষে, আরেকবার অন্তর দিয়ে।'

তাবারানি, আওসাত ৪/২১৫ (৫৭৬১), জামহূর ইবনু মানসূর ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনাকারী বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তাকেও ইবনু হিব্বান আস-সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৯ (২৫০)।

[৩৩৪.] ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বরকতময় ও মহিমান্বিত রবকে দেখেছিলেন।' ইকরিমা বলেন, 'এ-কথা শুনে আমি ইবনু আব্বাস ؓ-কে বললাম, "মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন?" তিনি বলেন,

"হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা মূসা ؑ-কে আলাপ, ইবরাহীম ؑ-কে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে দর্শনের বিশেষত্ব দিয়েছিলেন।[২]" '

তাবারানি, আওসাত ৬/৪৫৯ (৯৩৯৬), বর্ণনাকারী হাফস ইবনু উমর আদানিকে ইবনু আবী হাতিম 'বিশ্বস্ত' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তবে নাসাঈ ও অন্যরা তাকে 'ত্রুটিযুক্ত' আখ্যায়িত করেছেন (হাইসামি); হাকিম ১/৬৪–৬৫ (২১৬), সহীহ, ২/৪৬৯ (৩৭৪৭); ইবনু মানদাহ, আল-ঈমান ৭৬২; ইবনু খুযাইমা, কিতাবুত তাওহীদ ২/৪৮৪–৪৮৫ (২৭৬), ২/৪৮৫ (২৭৭); ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৪৩৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৯ (২৫১)।

আয়িশা ؓ-এর ভিন্ন মত

[৩৩৫.] মাসরূক ؒ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আয়িশা ؓ-এর মজলিসে হেলান দিয়ে বসে ছিলাম।[৩] তখন তিনি বলেন, "আবূ আয়িশা! তিনটি বিষয় এমন, যদি কেউ সেগুলোর

---

[১] 'জাগ্রত অবস্থায়' (আহমাদ ১/৩৭০ (৩৫০০))।

[২] "এতে কি তোমরা আশ্চর্য বোধ করছো?" (ইবনু মানদাহ, ঈমান ৭৬২)।

[৩] 'আমি আয়িশা ؓ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "মুহাম্মাদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছেন?" তিনি বলেন, "সুবহানাল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটিও বলে, তা হলে সে আল্লাহর ওপর বড়োসড়ো রকমের মিথ্যা আরোপ করে।" আমি বলি, "কী সেগুলো?" তিনি বলেন, "যে-ব্যক্তি দাবি করে—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে আল্লাহর ওপর বড়োসড়ো রকমের মিথ্যা আরোপ করে[১]।" আমি ছিলাম হেলান দেওয়া অবস্থায়। এ-কথা শুনে উঠে বসি। তারপর বলি, "আমাকে একটু সময় দিন! তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি— ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ "তিনি তাঁকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছিলেন" (সূরা আত-তাকভীর ২৩); ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ "তিনি তাঁকে আরেকবার নামতে দেখেছিলেন"[২] (সূরা আন-নাজম ১৩)? আয়িশা ؓ বলেন, "আমিই এ-উম্মাহর প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ-সম্পর্কে[৩] জিজ্ঞেস করেছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন—

> إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
>
> 'তিনি ছিলেন জিবরীল। তাকে যে-আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে-আকৃতিতে এ-দুবার ছাড়া আর কখনও আমি তাকে দেখিনি। আমি দেখলাম—তিনি আকাশ থেকে নামছেন, তার বিশাল গড়ন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের জায়গাটুকু বন্ধ করে দিয়েছে[৪]!'[৫]

আয়িশা ؓ বলেন, "তুমি কি আল্লাহ তাআলার এ-কথা শোননি—

> لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
>
> 'দৃষ্টিশক্তিগুলো তাঁকে নাগাল পায় না, কিন্তু সকল দৃষ্টিশক্তি তাঁর নাগালে; তিনি অতিসূক্ষ্ম, সব বিষয়ে সচেতন।' (সূরা আল-আনআম ১০৩)?"

তিনি বলেন, "তুমি কি আল্লাহ তাআলার এ-কথা শোননি—

(আল্লাহ পবিত্র)! তোমার কথা শুনে আমার পশম খাড়া হয়ে ওঠেছে!" ' (মুসলিম ৪৪১/২৮৯ (...))।

[১] "সে মিথ্যুক" (আহমাদ ৬/৪৯–৫০ (২৪২২৭))।

[২] 'এ-আয়াত সম্পর্কে আবূ হুরায়রা ؓ বলেন, "তিনি জিবরীল ؑ-কে দেখেছিলেন।" ' (মুসলিম ৪০৫/২৮৩ (১৭৫))।

[৩] "এ দু আয়াত সম্পর্কে" (আহমাদ ৬/২৪১ (২৬০৪০))।

[৪] قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، مُعَلَّقًا بِهِ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ "আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের জায়গাটুকু তিনি পূর্ণ করে ফেলেছেন, তাঁর গায়ে ছিল কারুকাজ-করা পোশাক, যেখানে ঝুলছিল লু'লু ও ইয়াকূত পাথর।" (আহমাদ ৬/১২০ (২৪৮৮৫))।

[৫] মাসরূক বলেন, 'আমি আয়িশা ؓ-কে বললাম, "তা হলে আল্লাহ তাআলার এসব কথার তাৎপর্য কী—﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ 'তিনি তাঁর কাছে এলেন, আরও কাছে—দুই ধনুক বা আরও কম দূরত্বে; তারপর যা ওহি পাঠানোর ছিল তা তিনি তাঁর বান্দার কাছে পাঠান।' (সূরা আন-নাজম ৮–১০)"? আয়িশা ؓ বলেন, "তিনি ছিলেন জিবরীল। তিনি নবি ﷺ-এর কাছে মানুষের সুরতে আসতেন, আর সেবার এসেছিলেন তার আসল সুরতে। আর এভাবে তিনি আকাশের দিগন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন।" ' (মুসলিম ৪৪২/২৯০ (...))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

'মানুষের জন্য এটা হতে পারে না যে, আল্লাহ তার সঙ্গে (সরাসরি) কথা বলবেন; তবে ব্যতিক্রম হলো ওহির মাধ্যমে, অথবা কোনও পর্দার আড়াল থেকে, অথবা তিনি কোনও রাসূল পাঠান; এভাবে তিনি যা চান তাঁর ইচ্ছায় সেটি ওহি আকারে পাঠান; তিনি সমুন্নত, মহাবিজ্ঞ।' (সূরা আশ-শূরা ৫১)?"

তিনি বলেন, "(দ্বিতীয় বিষয়টি হল) যে-ব্যক্তি মনে করে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর কিতাবের কোনোকিছু গোপন করেছেন, সে আল্লাহর ওপর বড়োসড়ো রকমের মিথ্যা আরোপ করে।[১] কারণ, আল্লাহ বলেন—

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

'ও রাসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা-কিছু নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও; এ-কাজ না করলে তুমি যেন তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করলে না।' (সূরা মাইদাহ ৬৭)।"[২]

তিনি বলেন, "(তৃতীয় বিষয়টি হল) যে-ব্যক্তি দাবি করে—ভবিষ্যতে কী হবে তা সে বলে দিতে পারে, সে আল্লাহর ওপর বড়োসড়ো রকমের মিথ্যা আরোপ করে।[৩] কারণ, আল্লাহ বলেন—

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ

'বলে দাও—মহাকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তাদের কেউই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না, একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন আল্লাহ।' (সূরা আন-নামল ৬৫)।"[৪] '

মুসলিম ৪৩৯/২৮৭ (১৭৭), ৪৩৫/২৮৩ (১৭৫), ৪৪০/২৮৮ (...), ৪৪১/২৮৯ (...), ৪৪২/২৯০ (...); বুখারি ৩২৩৪, ৩২৩৫,

---

[১] "যে-ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে সেখান থেকে তিনি কোনোকিছু গোপন করেছেন, সে মিথ্যুক।" (বুখারি ৪৬১২); "তার কথাকে সত্য মনে করবে না" (বুখারি ৭৫৩১)।

[২] আয়িশা ﵂ বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে, সেখান থেকে তিনি যদি কোনোকিছু লুকাতেন, তা হলে তিনি এ-আয়াতটি লুকাতেন—﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ "আর স্মরণ করো সে-সময়ের কথা, যখন তুমি আল্লাহর-করুণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বললে—'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রেখে দাও, আর আল্লাহকে ভয় করো', (সে-সময়) তুমি মনের ভেতর এমন বিষয় লুকিয়ে রাখছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন, তুমি মানুষকে ভয় পাচ্ছিলে, অথচ আল্লাহ হলেন তোমার ভয় লাভের অধিক হকদার।" (সূরা আল-আহযাব ৩৭)।' (মুসলিম ৪৪০/২৮৮ (...))।

[৩] "যে-ব্যক্তি তোমাকে বলে যে সে অদৃশ্যের সংবাদ জানে, সে মিথ্যুক।" (বুখারি ৭০৮০)।

[৪] 'এরপর তিনি পাঠ করেন—﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ "চূড়ান্ত সময়ক্ষণের জ্ঞান আল্লাহর কাছে, তিনিই বৃষ্টি নামান, মাতৃগর্ভে কী আছে তা তিনিই জানেন" ' (সূরা লুকমান ৩৪) (আহমাদ ৬/৪৯-৫০ (২৪২২৭))। 'এরপর তিনি এ-আয়াত পাঠ করেন—﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪৬১২, ৪৮৫৫, ৭৩৮০, ৭৫৩১; আহমাদ ৬/৪৯–৫০ (২৪২২৭), ৬/১২০ (২৪৮৮৫), ৬/২৩৬ (২৫৯৯৩), ৬/২৪১ (২৬০৪০), ৬/২৪১ (২৬০৪১), ৬/২৬৬ (২৬২৯৫)।

আল্লাহকে না–দেখার ব্যাপারে আয়িশা ﵂ যে মত প্রকাশ করেছেন, এর সমর্থনে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ–এর সরাসরি কোনও বক্তব্য পেশ করেননি; তাঁর কাছে এ–বিষয়ে নবি ﷺ–এর স্পষ্ট বক্তব্য থাকলে তিনি তা পেশ করতেন। তিনি বরং কুরআনের আয়াত থেকে তিনি এ–সিদ্ধান্ত বের করতে চেয়েছেন। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, ইবনু আব্বাস ﵄–এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মিরাজের সময় রাসূল ﷺ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন। (নববি, শারহু মুসলিম ৩/৫)।

ইসরা থেকে ফেরার পর নবি ﷺ–কে মক্কার মুশরিকদের পরীক্ষা

[৩৩৬.] ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِي، وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ، فَظِعْتُ بِأَمْرِي، وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ

"যে রাতে আমাকে ইসরায়[১] নিয়ে যাওয়া হলো, এর পরদিন সকালে মক্কায় আমার (সফরের) বিষয়টি নিয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়ে যাই; আমি বুঝতে পারছিলাম—লোকজন আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।"

এরপর তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বসে থাকেন। আল্লাহর দুশমন আবূ জাহল পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নবি ﷺ–এর পাশে এসে বসে। তারপর ঠাট্টার ছলে বলে, "কিছু হয়েছে?" আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ।" সে বলে, "কী সেটা?" রাসূল ﷺ বলেন—

إِنَّهُ أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ

"গতরাতে আমাকে সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"

আবূ জাহল বলে, "কোথায়?" নবি ﷺ বলেন, إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ "বাইতুল মাকদিসে।" আবূ জাহল বলে, "তারপর সকালে আমাদের মাঝে চলে এসেছ?" নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ।"

আবূ জাহল [২]এমন কোনও ভাব দেখায়নি যে, সে নবি ﷺ–এর কথাকে মিথ্যা মনে করে, কারণ তার আশঙ্কা হচ্ছিল—সে তার জাতির লোকদের ডেকে আনলে নবি ﷺ [৩]এ–কথা অস্বীকার করে বসবেন! সে বলে—

"আচ্ছা, তুমি আমাকে যা বললে, তোমার জাতির লোকদের ডেকে আনলে তা তাদের বলবে?"

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ।" তখন সে বলে,

﴿غَدًا﴾ "কেউ জানে না, ভবিষ্যতে সে কী করবে।" (সূরা লুকমান ৩৪)' (বুখারি ৪৮৫৫)।

[১] অর্থাৎ, রাত্রিকালীন সফরে।

[২] 'নবি ﷺ–এর সামনে' (তাবারানি, কাবীর ১২/১৬৭–১৬৮ (১২৭৮২))।

[৩] 'তাদের সামনে' (তাবারানি, কাবীর ১২/১৬৭–১৬৮ (১২৭৮২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"ওহে বানূ কা'ব ইবনি লুআই-এর লোকজন! একটু এদিকে আসো।"

আওয়াজ শুনে বিভিন্ন মজলিসের লোকজন মজলিস থেকে দ্রুত এসে তাদের দুজনের কাছে বসে। আবূ জাহল বলে,

"আমাকে যে-কথা বলেছিলে, তা তোমার জাতির লোকদের বলো।"

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

إِنَّهُ أُسْرِيَ بِيَ اللَّيْلَةَ

"গতরাতে আমাকে সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"

আবূ জাহল বলে, "কোথায়?" নবি ﷺ বলেন, إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ "বাইতুল মাকদিসে।" তারা বলে, "তারপর সকালে আমাদের মাঝে চলে এসেছ?" নবি ﷺ বলেন, نَعَمْ "হ্যাঁ।"

এতে বিস্মিত হয়ে কেউ কেউ হাততালি দেয়[১], আবার কেউ দেয় মাথায় হাত, কারণ তারা মনে করেছিল কথাটা মিথ্যা! তারা বলে,

"আমাদের সামনে মাসজিদটির বিবরণ দিতে পারবে?"

তাদের মধ্যে একব্যক্তি ছিল, যে ইতঃপূর্বে ওই অঞ্চলে গিয়ে মাসজিদটি দেখেছিল। তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عِقِيلٍ ـ أَوْ عُقَيْلٍ ـ فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَكَانَ مَعَ هَذَا نَعْتٌ لَمْ أَحْفَظْهُ

"তারপর আমি বিবরণ দিতে শুরু করি। বিবরণীর একপর্যায়ে এমন কিছু বিষয় চলে আসে, যা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। তখন আমার চোখের সামনে মাসজিদটিকে এনে আকীল (অথবা উকাইল[২])-এর ঘরের পাশে রাখা হয়। এরপর তা দেখে দেখে বিবরণ দিই।"[৩]

এর সঙ্গে এমন কিছু বিবরণী ছিল, যা আমার স্মরণে নেই।[৪] (নবি ﷺ-এর) বিবরণী শুনে লোকজন

---

[১] 'কেউ কেউ একে সত্য বলে মেনে নেয়' (নাসাঈ, কুবরা ১১২২১)।

[২] "অথবা ইকাল" (বাযযার (কাশফ) ১/৪৫–৪৬ (৫৬))।

[৩] জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন—لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ (حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (أحمد ١٥٠٣٤)) قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ "[(আমাকে রাতের সফরে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে যাওয়ার পর (আহমাদ ৩/৩৭৭ (১৫০৩৪))] কুরাইশরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলে, আমি (কা'বার) হাতীমে দাঁড়িয়ে যাই। তখন আল্লাহ আমার সামনে বাইতুল মাকদিসকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। আর আমি সেটি দেখে দেখে, এর নিদর্শনগুলো তাদের বলে দিই।" ' (বুখারি ৩৮৮৬)।

[৪] 'এর সঙ্গে এমন কিছু কথা ছিল, যা (বর্ণনাকারী) আউফ মনে রাখতে পারেননি' (বাইহাকি, দালাইল ২/৩৬৩–৩৬৪); 'এর সঙ্গে এমন কিছু কথা ছিল, যা আমি ভুলে গিয়েছি' (নাসাঈ, কুবরা ১১২২১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

বলে ওঠে, “শপথ আল্লাহর! সে যে বিবরণ দিল, তা অবশ্য সঠিক!” ’

আহমাদ ১/৩০৯ (২৮১৯), বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি), ৩/৩৭৭ (১৫০৩৪); বুখারি ৩৮৮৬, ৪৭১০; মুসলিম ৪২৮/২৭৬ (১৭০); নাসাঈ, কুবরা ১১২২১; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪৬১-৪৬২ (৩২৩৫৮); বাযযার (কাশফ) ১/৪৫-৪৬ (৫৬); তাবারানি, কাবীর ১২/১৬৭-১৬৮ (১২৭৮২); বাইহাকি, দালাইল ২/৩৬৩-৩৬৪; তুহফাতুল আশরাফ ৪/৩৮৯ (৫৪৩০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৬৪-৬৫ (২৩০)।

[৩৩৭.] উম্মু হানি ؓ বলেন, ‘যে-রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ইসরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে-রাতে তিনি ছিলেন আমার ঘরে। রাতের বেলা তাঁকে খুঁজে না পাওয়ায় আমার ঘুম উবে যায়; আমার আশঙ্কা হচ্ছিল—কুরাইশের কেউ তাঁকে ঝামেলায় ফেলল কিনা। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَأَخْرَجَنِي ، فَإِذَا عَلَى الْبَيْتِ دَابَّةٌ دُونَ الْبَعِيرِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَأَرَانِي إِبْرَاهِيمَ يُشْبِهُ خَلْقُهُ خَلْقِي وَيُشْبِهُ خُلُقِي خُلُقَهُ ، وَأَرَانِي مُوسَى آدَمَ ، طَوِيلًا ، سَبْطَ الشَّعْرِ ، يُشَبِّهُهُ بِرِجَالِ أَزْدِ شَنُوءَةَ ، وَأَرَانِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَبْعَةً، أَبْيَضَ، يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَةِ، شَبَّهْتُهُ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، وَأَرَانِي الدَّجَّالَ مَمْسُوحَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، شَبَّهْتُهُ بِقَطَنِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى قُرَيْشٍ فَأُخْبِرُهُمْ بِمَا رَأَيْتُ

“জিবরীল ؑ এসে আমার হাত ধরে আমাকে (ঘর থেকে) বের করে আনেন। সে-সময় ঘরের ওপর ছিল একটি জন্তু, উটের চেয়ে ছোটো আর গাধার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে সেটির ওপর উঠিয়ে দেন। একপর্যায়ে সেটি বাইতুল মাকদিসে পৌঁছুয়। সেখানে আমাকে দেখানো হলো—ইবরাহীম ؑ-এর আকার-আকৃতি ও আচার-আচরণ আমার আকার-আকৃতি ও আচার-আচরণের মতো। মূসা ؑ-কে দেখানো হলো—মেটে রঙের, দীর্ঘদেহী, মাথার চুল লেপ্টানো, আর দেখতে অনেকটা শানূআ'র আযদ গোত্রের পুরুষদের মতো। ঈসা ইবনু মারইয়াম ؑ-কে দেখানো হলো—মাঝারি উচ্চতার, গায়ের রঙ লালচে ফর্সা, বলতে পারি—দেখতে অনেকটা উরওয়া ইবনু মাসঊদ সাকাফি'র মতো। আর দাজ্জালকে দেখানো হলো—তার ডান চোখ পুরোপুরি মুছে দেওয়া হয়েছে, বলতে পারি—সে দেখতে অনেকটা কাতান ইবনু আবদিল উযযা'র মতো।

আমি (এখন) বের হয়ে কুরাইশদের কাছে যেতে চাই। যা দেখলাম, তা তাদের জানাব।”

আমি তাঁর কাপড় ধরে বলি,

“আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! আপনি এমন কিছু লোকের কাছে যাচ্ছেন, যারা আপনাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে, আপনার কথা প্রত্যাখ্যান করবে; আমার আশঙ্কা হচ্ছে—তারা আপনাকে আক্রমণ করবে।”

তিনি আমার হাত থেকে তাঁর কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে, তাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। গিয়ে দেখেন,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা সেখানে বসে আছে। আমাকে যা বলেছিলেন, তিনি তাদের তা বলেন। তা শুনে জুবাইর ইবনু মুত'ইম দাঁড়িয়ে বলে,

"মুহাম্মাদ! আমার যদি আগের যৌবন থাকত, তা হলে তুমি যা বললে তা আমাদের সামনে বলতে পারতে না।"

তখন তাদের একলোক বলে,

"আপনি কি অমুক অমুক জায়গায় আমাদের উটের পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন?" নবি ﷺ বলেন—

نَعَمْ وَاللهِ قَدْ وَجَدْتُهُمْ، قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرًا لَهُمْ فَهُمْ فِي طَلَبِهِ

"হ্যাঁ, শপথ আল্লাহর, আমি তাদের (দেখা) পেয়েছি; তাদের একটি উট হারিয়ে ফেলায় তারা সেটা খুঁজছিল।"

সে বলে, "আপনি কি অমুক গোত্রের উটের পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন?" নবি ﷺ বলেন—

نَعَمْ وَجَدْتُهُمْ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، قَدِ انْكَسَرَتْ لَهُمْ نَاقَةٌ حَمْرَاءُ، فَوَجَدْتُهُمْ وَعِنْدَهُمْ قَصْعَةٌ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا

"হ্যাঁ, আমি তাদের অমুক অমুক জায়গায় পেয়েছি; তাদের একটি লাল উট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আমি যখন তাদের নাগাল পাই, তখন তাদের কাছে পানির একটি পাত্র ছিল; ওই পাত্রে যে পানি ছিল, আমি তা পান করেছি।"

তারা বলে, "বলুন দেখি, সেখানে কয়টি উট ছিল? আর সেগুলোর রাখাল ছিল কে?" নবি ﷺ বলেন—

قَدْ كُنْتُ عَنْ عِدَّتِهَا مَشْغُولًا

"অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তাদের সংখ্যার দিকে খেয়াল করিনি।"

এ-কথা বলে তিনি উঠে দাঁড়ান। এমন সময় তাঁর সামনে (সেসব) উট হাজির করা হলে, তিনি উটের সংখ্যা গণনা করেন ও সেগুলোর রাখাল সম্পর্কে জেনে নেন। এরপর কুরাইশদের কাছে এসে বলেন—

سَأَلْتُمُونِي عَنْ إِبِلِ بَنِي فُلَانٍ، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وَفِيهَا مِنَ الرِّعَاءِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَسَأَلْتُمُونِي عَنْ إِبِلِ بَنِي فُلَانٍ، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وَفِيهَا مِنَ الرِّعَاءِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَهِيَ مُصَبِّحَتُكُمْ بِالْغَدَاةِ عَلَى الثَّنِيَّةِ

"তোমরা আমাকে অমুক গোত্রের উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে, সেগুলোর অবস্থা ছিল এই এই, আর এগুলোর রাখাল হিসেবে ছিল অমুক ও অমুক। আর তোমরা আমাকে অমুক গোত্রের উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে, সেগুলোর অবস্থা ছিল এই এই, আর এগুলোর রাখাল হিসেবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছিল আবূ কুহাফা'র ছেলে, অমুক ও অমুক; তারা আগামীকাল সকালে এ গিরিপথে তোমাদের কাছে এসে হাজির হবে।"

তিনি তাদের সঙ্গে সত্য কথা বলছেন কি না, তা দেখার জন্য তারা গিরিপথের কাছে গিয়ে বসে থাকে। একপর্যায়ে (কাফেলা এলে) তারা উটের কাফেলাকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের কোনও উট হারিয়ে গিয়েছিল?" তারা বলে, "হ্যাঁ।" তারা অপর দলকে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের কোনও লাল উট কি দুর্বল হয়ে পড়েছিল?" তারা বলে, "হ্যাঁ।" তারা জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের কাছে পানির কোনও পাত্র আছে?" আবূ বকর ﵁ বলেন, "শপথ আল্লাহর! আমি সেই পাত্রটি রাখার পর, না কেউ তা পান করেছে, আর না এর কোনও ফোঁটা মাটিতে পড়েছে! (অর্থাৎ, তার পরেও সেই পাত্রের পানি কোথাও যেন উধাও হয়ে গিয়েছে!)"

আবূ বকর ﵁ নবি ﷺ-এর কথা সত্যায়ন করেন এবং তা মনেপ্রাণে মেনে নেন, তাই সেদিন তাঁর উপাধি দেওয়া হয় 'আস-সিদ্দীক (মহাসত্যায়নকারী)'।'

তাবারানি, কাবীর ২৪/৪৩২-৪৩৪ (১০৫৯), বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা ইবনু আবিল মুসাবির পরিত্যক্ত মিথ্যুক (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১১/৩৯৬-৩৯৭ (১৩১৫১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৫-৭৬ (২৪০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অদৃশ্য জগতের কিছু কথা

আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলার পর্দা

[৩৩৮.] আবু মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পাঁচটি কথা বলেন:

إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ وَفِي رِوَايَةٍ: النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

» "আল্লাহ ঘুমান না;
» ঘুম তাঁর জন্য মানানসইও নয়।
» [১]তিনি দাঁড়িপাল্লা নামান ও ওঠান।
» তাঁর কাছে রাতের-বেলা-সংঘটিত কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয় দিনের কর্মকাণ্ডের আগে; আর দিনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয় রাতের কর্মকাণ্ডের আগে।
» তাঁর পর্দা হলো আলো (অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে "আগুন"); এ পর্দা তুলে দিলে, তাঁর সত্তার উজ্জ্বলদীপ্তি তাঁর দৃষ্টিসীমার ভেতরকার সকল সৃষ্টি পুড়ে ফেলবে।[২]" '

মুসলিম ৪৪৫/২৯৩ (১৭৯); আহমাদ ৪/৩৯৫ (১৯৫৩০), ৪/৪০১ (১৯৫৮৭), ৪/৪০৫ (১৯৬৩২); জামেউল ফাওয়াইদ ১২৪।

আল্লাহ তাআলার নূর বা আলোকরশ্মির প্রখরতা

[৩৩৯.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন—

سَأَلْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ تَرَى رَبَّكَ؟ قَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ، لَوْ رَأَيْتُ أَدْنَاهَا لَاحْتَرَقْتُ

"আমি জিবরীল ﵇-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি কি আপনার রবকে দেখেন?' তিনি বলেন, 'আমার ও তাঁর মাঝখানে সত্তরটি আলোকরশ্মির পর্দা আছে, সবচেয়ে কাছের পর্দাটির

---

[১] وَلَكِنَّهُ "তবে" (আহমদ ১৯৬৩২)।

[২] এরপর বর্ণনাকারী আবু উবাইদা এ আয়াতটি পাঠ করেন: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ "যখন (মূসা) সেখানে এল, তখন তাকে বলা হলো—বরকতময় সেই সত্তা যিনি আগুনের মধ্যে আছেন আর যিনি আছেন এর চারপাশে; মহিমা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজাহানের অধিপতি।" (সূরা আন-নামল ২৭:৮)। (আহমাদ ১৯৫৮৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিকে তাকালেও আমি পুড়ে যাব।" '

তাবারানি, আওসাত ৫/৬ (৬৪০৭), বর্ণনাকারী কাইদ আ'মাশ সম্পর্কে আবূ দাউদ বলেন, 'তার কাছে কিছু বানোয়াট হাদীস আছে', আর ইবনু হিব্বান তাকে আস-সিকাতে উল্লেখ করে বলেন, 'মাঝেমধ্যে তার বিভ্রম ঘটে' (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১৪/৪৪৮ (৩৯২১০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৯ (২৫২)।

[৩৪০.] সাহল ইবনু সাদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

دُوْنَ اللهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُوْرٍ وَظُلْمَةٍ، مَا تَسْمَعُ نَفْسٌ شَيْئًا مِنْ حِسِّ تِلْكَ الْحُجُبِ إِلَّا زَهَقَتْ نَفْسُهَا

"আল্লাহর সামনে সত্তর হাজার আলোকরশ্মি ও অন্ধকারের পর্দা আছে; সেসব পর্দার আওয়াজের অংশবিশেষও যদি কারও কানে আসে, তার প্রাণবায়ু নির্ঘাত বেরিয়ে যাবে।" '

আবূ ইয়া'লা ১৩/৫২০ (৭৫২৫), বর্ণনাকারী মূসা ইবনু উবাইদা রবাযি ত্রুটিযুক্ত, ইসনাদের অন্যান্য বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত (দারানি); তাবারানি, কাবীর ৬/১৪৮ (৫৮০২); ইবনু আবী আসিম ৭৮৮; উকাইলি ৩/১৫২ (১১৩৮); আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/১০০ (২৯৯৪); ইতহাফুল খিয়ারা ১/২৩৩ (৩৬৭), ১/২৩৩ (৩৬৮), ৮/২১ (৭৫৪১); কানযুল উম্মাল ১০/৩৬৯ (২৯৮৪৬, ২৯৮৪৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৯ (২৫৩, ২৫৪)।

[৩৪১.] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "মুহাম্মাদ! আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে মহাকাশ ও পৃথিবী ছাড়া আর কোনও পর্দা আছে কি?" নবি ﷺ বলেন—

نَعَمْ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِيْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ سَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ نَارٍ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ ظُلْمَةٍ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ رَفَارِفِ الْإِسْتَبْرَقِ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ رَفَارِفِ السُّنْدُسِ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ دُرٍّ أَبْيَضَ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ دُرٍّ أَحْمَرَ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ دُرٍّ أَصْفَرَ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ دُرٍّ أَخْضَرَ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ ضِيَاءٍ اسْتَضَاءَهَا مِنْ ضَوْءِ النَّارِ وَالنُّوْرِ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ ثَلْجٍ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ مَاءٍ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ غَمَامٍ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ بَرَدٍ، وَسَبْعُوْنَ حِجَابًا مِنْ عَظَمَةِ اللهِ الَّتِيْ لَا تُوْصَفُ

"হ্যাঁ, তাঁর ও আরশের আশেপাশে অবস্থানরত ফেরেশতাদের মাঝখানে আছে—

» সত্তরটি আলোকরশ্মির পর্দা,
» সত্তরটি আগুনের পর্দা,
» সত্তরটি অন্ধকারের পর্দা,
» সত্তরটি মোটা রেশমের গালিচার পর্দা,
» সত্তরটি পাতলা রেশমের গালিচার পর্দা,
» সত্তরটি সাদা মুক্তার পর্দা,
» সত্তরটি লাল মুক্তার পর্দা,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» সত্তরটি হলুদ মুক্তার পর্দা,
» সত্তরটি সবুজ মুক্তার পর্দা,
» সত্তরটি জ্যোতির পর্দা, যা তিনি আগুন ও আলোকরশ্মি থেকে আলোকিত করেন,
» সত্তরটি বরফের পর্দা,
» সত্তরটি পানির পর্দা,
» সত্তরটি মেঘমালার পর্দা,
» সত্তরটি ঠান্ডার পর্দা, আর
» আল্লাহর মহত্ত্বের এমন সত্তরটি পর্দা, যার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।"

লোকটি বলে, "এবার আমাকে আল্লাহর কাছের ফেরেশতাদের সম্পর্কে কিছু বলুন।" নবি ﷺ বলেন—

أَصَدَقْتُ فِيمَا أَخْبَرْتُكَ يَا يَهُودِيُّ؟

"ওহে ইহুদি! তোমাকে যা জানালাম, তা সত্য কি না?"

সে বলে, "হ্যাঁ।" নবি ﷺ বলেন—

فَإِنَّ الْمَلَكَ الَّذِي يَلِيهِ إِسْرَافِيلُ، ثُمَّ جِبْرِيلُ، ثُمَّ مِيكَائِيلُ، ثُمَّ مَلَكُ الْمَوْتِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

"তাঁর কাছের ফেরেশতারা হলেন—ইসরাফীল, তারপর জিবরীল, তারপর মীকাঈল, তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা (আযরাঈল)। আল্লাহ তাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।" '

তাবারানি, আওসাত ৬/৩২৯–৩৩০ (৮৯৪২), বর্ণনাসূত্রে আবদুল মুনইম ইবনু ইদরীস আছেন, যাকে আহমাদ মিথ্যুক বলেছেন আর ইবনু হিব্বান বলেছেন 'সে হাদীস জাল করত' (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৭৯–৮০ (২৫৫)।

আল্লাহ তাআলা ঘুমান না

[৩৪২] আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মিম্বারের ওপর (বসে) মূসা ﵇ সম্পর্কে বলতে শুনেছি—

وَقَعَ فِي نَفْسِهِ: هَلْ يَنَامُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -؟ فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَأَرَّقَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ قَارُورَتَيْنِ، فِي كُلِّ يَدٍ قَارُورَةٌ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِهِمَا، قَالَ: فَجَعَلَ يَنَامُ وَتَكَادُ يَدَاهُ تَلْتَقِيَانِ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَحْبِسُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، حَتَّى نَامَ نَوْمَةً، فَاصْطَفَقَتْ يَدَاهُ فَانْكَسَرَتِ الْقَارُورَتَانِ.

قَالَ: فَضَرَبَ اللهُ لَهُ مَثَلَهُ: أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَوْ كَانَ يَنَامُ لَمْ تَسْتَمْسِكِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

"তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল—আল্লাহ তাআলা কি ঘুমান? এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁর কাছে এক ফেরেশতা পাঠান। তিনি তাকে তিনদিন ঘুম থেকে বিরত রাখেন। তারপর প্রত্যেক হাতে একটি করে (মোট) দুটি বোতল দিয়ে সেগুলো সুরক্ষিত রাখতে বলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুমাতে শুরু করলে, তাঁর হাতদুটি একসঙ্গে লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়; তিনি জেগে উঠে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটিকে আরেকটির ওপর রেখে তা আঁকড়ে ধরেন। একপর্যায়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে, তাঁর হাতদুটি টলে যায় আর বোতলদুটি ভেঙে যায়। (এর দ্বারা) আল্লাহ তাঁকে এ উদাহরণ দিলেন—আল্লাহ তাআলা ঘুমালে মহাকাশ ও পৃথিবী অটল থাকত না।" '

আবূ ইয়া'লা ১২/২১ (৬৬৬৯), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (দারানি); কানযুল উম্মাল ১০/৩৭১ (২৯৮৫২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৩ (২৭৫)।

তাঁর আসন মহাকাশ ও পৃথিবী বেষ্টন করে রেখেছে

[৩৪৩.] উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, 'এক মহিলা নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।" তখন তিনি[১] বলেন—

إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذَا رُكِبَ مِنْ ثِقَلِهِ

"তাঁর আসন মহাকাশ ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে[২]। উটের নতুন পর্যাণে[৩] আরোহণ করা হলে ভারের দরুন যে (মড়মড়) আওয়াজ হয়, তা থেকে সে-ধরনের আওয়াজ আসে।" '

বাযযার ১/৪৫৭ (৩২৫), বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ১/২৯-৩০ (৩৯); ইবনু খুযাইমা, কিতাবুত তাওহীদ ১/২৪৪-২৪৫; ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৫৭৪; মাকদিসি ১/২৬৩-২৬৪ (১৫১); ইতহাফ ৮/৪৪৪ (৮৩৫৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৩-৮৪ (২৭৬)।

মহাকাশ ও পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয়

[৩৪৪.] ইবনু উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, 'একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ মিম্বারের ওপর অবস্থানকালে এ-আয়াত পাঠ করেন—

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

"তারা আল্লাহকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি, অথচ কিয়ামাতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর মুঠোয়, আর মহাকাশ থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়; তারা যে শির্ক করছে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র, সমুন্নত।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:৬৭)

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর হাত এভাবে নাড়িয়ে ও আগপাছ করে বলেন—

يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ، أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ

"রব (এভাবে) তাঁর মহিমা ঘোষণা করবেন—'আমিই পরাক্রমশালী, আমিই প্রভুত্বের অধিকারী, আমিই সম্রাট,[৪] আমিই প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী, আমিই মহানুভব।"

---

[১] 'আল্লাহ তাআলার মহিমা বর্ণনা করে' (মাকদিসি ১/২৬৩-২৬৪ (১৫১))।

[২] إِنَّ عَرْشَهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ "তার আরশ সাত আকাশের ওপর" (ইবনু আবী আসিম, কিতাবুস সুন্নাহ ৫৭৪)।

[৩] الـرَّحْلِ الْجَدِيدِ "নতুন বাহনে" (ইতহাফ ৮৩৫৬)।

[৪] أَنَا الْمُتَعَالِ "আমিই সমুন্নত" (আহমাদ ২/৮৮ (৫৬০৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন মিম্বারটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে কেঁপে ওঠে। একপর্যায়ে আমরা বলে ওঠি, "মিম্বারটি তাঁকে নিয়ে নিশ্চিত পড়ে যাবে।" '

আহমাদ ২/৭২ (৫৪১৪), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), ২/৮৮ (৫৬০৮)।

[৩৪৫.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟

"মহাপ্রতাপশালী[১] (আল্লাহ) তাঁর মহাকাশ ও পৃথিবীকে[২] তাঁর হাতে[৩] নেবেন।" এ-কথা বলে তিনি তাঁর হাত মুষ্টিবদ্ধ করেন। এরপর হাত মুষ্টিবদ্ধ ও মুষ্টিমুক্ত করতে থাকেন। "তারপর তিনি বলবেন—'[৪]আমি মহাপ্রতাপশালী, আমি সম্রাট। প্রতাপশালীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?' "

এ-কথা বলার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ডান ও বাম দিক থেকে এতটা হেলে পড়ছিলেন যে, মিম্বারের দিকে তাকিয়ে দেখি—সেটা নিচ থেকে কাঁপছে। একপর্যায়ে আমি বলে ওঠি, "এটা কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে পড়ে যাবে!" '

তাবারানি, কাবীর ১৩/৪৬৯ (১৪৩৩৬), ইসনাদটি সহীহ (দারানি), ১২/৩৫৫ (১৩৩২৭), ১২/৩৮৯ (১৩৪৩৭); মুসলিম ৭০৫২/২৫ (...), ৭০৫৩/২৬ (...); ইবনু মাজাহ ১৯৮, ৪২৭৫; হিলইয়া ৩/২৭৭; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৪ (২৭৭)।

[৩৪৬.] ইবনু উমর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

يَطْوِي اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - السَّمَاوَاتِ فَيَأْخُذُهُنَّ بِيَمِينِهِ، وَيَطْوِي الْأَرْضَ فَيَأْخُذُهَا بِيَدِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمُلُوكُ؟

"বরকতময় ও মহামহিম আল্লাহ মহাকাশকে [৫]ভাঁজ করে নিজের ডান হাতে আর পৃথিবীকে[৬] ভাঁজ করে অপর[৭] হাতে ধরে বলবেন—'আমিই সম্রাট। (দুনিয়ার) সম্রাটরা কোথায়?[৮]" '

---

[১] الدَّيَّانُ "সবকিছু অবদমনকারী" (তাবারানি, কাবীর ১২/৩৫৫ (১৩৩২৭))।

[২] أَرَضِيهِ "জমিনগুলোকে" (মুসলিম ৭০৫২/২৫ (...), ৭০৫৩/২৬ (...))।

[৩] بِيَدَيْهِ "দু হাতে" (মুসলিম ৭০৫২/২৫ (...), ৭০৫৩/২৬ (...))।

[৪] أَنَا اللهُ "আমি আল্লাহ" (মুসলিম ৭০৫২/২৫ (...)); أَنَا الرَّحْمَنُ "আমি সীমাহীন দয়ালু" (তাবারানি, কাবীর ১২/৩৫৫ (১৩৩২৭))।

[৫] يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কিয়ামাতের দিন" (মুসলিম ৭০৫১/২৪ (২৭৮৮))।

[৬] أَرَضِيهِ "জমিনগুলোকে" (মুসলিম ৭০৫১/২৪ (২৭৮৮))।

[৭] بِشِمَالِهِ "বাম" (মুসলিম ৭০৫১/২৪ (২৭৮৮))।

[৮] أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ "পরাক্রমশালীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?" (মুসলিম ৭০৫১/২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাযযার (কাশফ) ১/৩০ (৪১), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); মুসলিম ৭০৫১/২৪ (২৭৮৮); আবু দাউদ ৪৭৩২; আবু ইয়া'লা ৯/৪১০–৪১১ (৫৫৫৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৪ (২৭৮)।

জাতির উত্থান-পতন আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে

[৩৪৭.] নুআইম ইবনু হাম্মার ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—الْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ "মানদণ্ড আছে করুণাময়ের হাতে; তিনি (সেই মানদণ্ড অনুযায়ী) [১]বিভিন্ন জাতির উত্থান ঘটাবেন, আর অন্যদের পতন ঘটাবেন।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৩০ (৪০), বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি), ইসনাদটি সহীহ (দারানি); তারীখু বাগদাদ ৮/৪০৭ (প্রথমাংশ); কানযুল উম্মাল ১৪/৩৮১ (৩৯০১৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৪ (২৭৯)।

[৩৪৮.] আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—إِنَّ اللهَ يَضْحَكُ مِنْ يَأْسِ عِبَادِهِ وَقُنُوطِهِمْ وَقُرْبِ الرَّحْمَةِ مِنْهُمْ "আল্লাহর রহমত বান্দাদের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও তারা হতাশ ও নিরাশ হলে, আল্লাহ তাতে হাসেন।" আমি বললাম, "আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আমাদের রব কি হাসেন?" নবি ﷺ বলেন—نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَيَضْحَكُ "হ্যাঁ, শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তিনি অবশ্যই হাসেন।" আমি বলি, "তিনি যখন হাসেন, তখন আমাদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখবেন না।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/৩৭৮–৩৭৯ (৪৮৮৫), বর্ণনাসূত্রে খারিজা ইবনু মুসআব আছেন, যার বর্ণনা পরিত্যক্ত (হাইসামি), ৫/১৪৫ (৬৮৬৫); তারীখু বাগদাদ ১৩/৪৪; কানযুল উম্মাল ১/২৩৬ (১১৮৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৪ (২৮০)।

[৩৪৯.] মুআবিয়া ইবনু আবী সুফ্‌ইয়ান ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন—

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُغْلَبُ، وَلَا يُخْلَبُ، وَلَا يُنَبَّأُ بِمَا لَا يَعْلَمُ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَمَنْ لَمْ يُفَقِّهْهُ لَمْ يُبَلْ بِهِ

"আল্লাহকে না পরাজিত করা যায়, না তাঁকে প্রতারিত করা যায়, আর না তাঁকে এমন কিছু জানানোর মতো আছে যা তিনি জানেন না; আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর উপলব্ধিবোধ দান করেন, আর যাকে (দ্বীনের) গভীর উপলব্ধিবোধ দান করেন না, তার কোনও গুরুত্ব নেই।" '

আবু ইয়া'লা ১৩/৩৭১ (৭৩৮১), ইসনাদটি ত্রুটিযুক্ত (দারানি); তাবারানি, কাবীর ১৯/৩৬৯–৩৭০ (৮৬৮); হিলইয়া ৫/১৬২–১৬৩; তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ২৫৭, ৪২৮; কানযুল উম্মাল ৩/৫৪৬ (৭৮২৭), ১০/৩৬৩ (২৯৮২৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৪ (২৮১)।

আল্লাহ সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন

[৩৫০.] উকবা ইবনু আমির ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সূরা আন-নূরের শেষের এ আয়াত পাঠ করে তাঁর আঙুলদুটি দু চোখের নিচে রেখে বলছেন—

(২৭৮৮))।

[১] إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "কিয়ামাত পর্যন্ত" (তারীখু বাগদাদ ৮/৪০৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

"(আল্লাহ) সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন[১]।" '

তাবারানি, কাবীর ১৭/২৮২ (৭৭৬), বর্ণনাসূত্রে ইবনু লাহীআ আছেন (হাইসামি), ১৭/২৮২ (৭৭৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৪–৮৫ (২৮২)।

[৩৫১.] আবূ রযীন[২] ﷺ বলেন, 'আমি[৩] বললাম, "আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কীভাবে মৃতদের জীবিত করবেন?" নবি ﷺ বলেন—

أَوَمَا مَرَرْتَ بِوَادِي قَوْمِكَ مَحْلًا، ثُمَّ تَمُرُّ بِهِ خَضِرًا، ثُمَّ تَمُرُّ بِهِ مَحْلًا، ثُمَّ تَمُرُّ بِهِ خَضِرًا؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى

"তুমি কি তোমার জনগোষ্ঠীর উপত্যকার পাশ দিয়ে গিয়েছ, যখন তা শুকিয়ে পড়ে থাকে? তারপর এর পাশ দিয়ে গিয়েছ, যখন তা সবুজে ভরে ওঠে? তারপর এর পাশ দিয়ে গিয়েছ, যখন তা (আবার) শুকিয়ে পড়ে থাকে? তারপর এর পাশ দিয়ে গিয়েছ, যখন তা (আবার) সবুজে ভরে ওঠে? আল্লাহ এভাবেই মৃতদের জীবিত করবেন।" '

তাবারানি, কাবীর ১৯/২০৮ (৪৭০), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); আহমাদ ৪/১১–১২ (১৬১৯৪); ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৬৩৯; তায়ালিসি ১১৮৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৩–৫৪ (১৬৭), ১/৮৫ (২৮৩)।

সন্তান ও জীবিকা তাঁর নিয়ন্ত্রণে

[৩৫২.] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেন—

"তোমাদের মহান রবের কাছে দিনরাত বলে কিছু নেই। তাঁর চেহারার আলোতেই মহাকাশ ও পৃথিবী আলোকময়। তোমাদের এক দিন তাঁর কাছে বারো ঘণ্টা।

তোমাদের গতকালের কাজকর্ম আজকের দিনের প্রথমভাগে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তিনি তা তিন ঘণ্টা দেখেন।

সেখানে তাঁর অপছন্দের বিষয়গুলো দেখলে রেগে যান। তাঁর এ রাগের কথা সর্বপ্রথম জানতে পারেন আরশ-বহনকারীগণ। তারা বুঝতে পারেন, আরশ তাদের জন্য ভারী হয়ে ওঠেছে। তখন আরশ-বহনকারীগণ, আরশের ছাউনিগুলো এবং নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ-সহ সকল ফেরেশতা সাজদায় পড়ে যান। এরপর জিবরীল ﷺ শিঙায় ফুঁ দিলে সবকিছুই এর আওয়াজ শুনতে পায়। তখন তারা তিন ঘণ্টা পর্যন্ত করুণাময়ের প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। একপর্যায়ে করুণাময়ের করুণা পূর্ণ রূপ লাভ করে। এ হলো ছয় ঘণ্টা।

এরপর মাতৃগর্ভগুলোকে আনা হলে তিনি সেগুলো তিন ঘণ্টা দেখেন। এ-প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

---

[১] رَبُّنَا سَمِيعٌ بَصِيرٌ "আমাদের রব সর্বশ্রোতা, সূক্ষ্মদর্শী" (তাবারানি, কাবীর ১৭/২৮২ (৭৭৫)।

[২] উকাইলি (আহমাদ ৪/১১–১২ (১৬১৯৪))।

[৩] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে' (আহমাদ ৪/১১–১২ (১৬১৯৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

"তিনিই তোমাদের মাতৃগর্ভে আকৃতি দেন, যেভাবে তিনি চান।" (সূরা আল ইমরান ৩:৬)।

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

"তিনি যাকে চান কন্যাসন্তান দেন, যাকে চান পুত্রসন্তান দেন, অথবা তাদের পুত্র- ও কন্যাসন্তান মিলিয়ে দেন, আর যাকে চান বন্ধ্যা করে রাখেন; তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।" (সূরা আশ-শূরা ৪২:৪৯-৫০)।

এ হলো নয় ঘণ্টা।

এরপর জীবিকার উপকরণগুলো আনা হলে তিনি সেগুলো তিন ঘণ্টা দেখেন। এ-প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

"আল্লাহ যাকে চান তার জীবনোপকরণে প্রশস্ততা দেন, আর (যাকে চান তার জীবনোপকরণ) সংকীর্ণ করে দেন।" (সূরা আর-রা'দ ১৩:২৬)।

এ হলো তোমাদের ও তোমাদের মহান রবের অবস্থার অংশবিশেষ।"

তাবারানি, কাবীর ৯/২০০ (৮৮৮৬), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে বর্ণনাসূত্রটি বিচ্ছিন্ন (দারানি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৫ (২৮৪)।

মহাবিশ্বের বিশালতা

[৩৫৩.] আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে থাকাকালে, একখণ্ড মেঘ[১] অতিক্রম করে যায়। নবি ﷺ বলেন, أَتَدْرُونَ مَا هٰذِهِ؟ "জানো, এটা কী?" আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

الْعَنَانُ، وَرَوَايَا الْأَرْضِ، يَسُوقُهُ اللهُ إِلَى مَنْ لَا يَشْكُرُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَدْعُونَهُ، أَتَدْرُونَ مَا هٰذِهِ فَوْقَكُمْ؟

"মেঘমালা—জমিনে বর্ষণের জন্য পানির ভান্ডার; আল্লাহ একে সেসব বান্দার উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছেন, যারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, তাঁকে ডাকে না। জানো, তোমাদের ওপর এটা কী?"

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

الرَّقِيعُ، مَوْجٌ مَكْفُوفٌ، وَسَقْفٌ مَحْفُوظٌ، أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟

"আকাশ—সুরক্ষিত তরঙ্গ ও নিরাপদ ছাদ। তোমরা কি জানো, তোমাদের ও এর মধ্যে ব্যবধান কতটুকু?"

---

[১] 'তাদের ওপর দিয়ে' (তিরমিযি ৩২৯৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ أَتَدْرُونَ مَا الَّتِي فَوْقَهَا؟

"পাঁচশ বছরের পথ। এর ওপর কী আছে, জানো?"

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

سَمَاءٌ أُخْرَى. أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟

"আরেকটি আকাশ। তোমাদের ও সেটির মাঝখানে[১] ব্যবধান কতটুকু, জানো?"

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ

"পাঁচশ বছরের পথ।"

এভাবে তিনি গুনে গুনে সাত আকাশের কথা উল্লেখ করে বলেন—

أَتَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ

"তার ওপর কী আছে জানো?"

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

الْعَرْشُ أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ؟

"আরশ। এর ও সপ্তম আকাশের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু, জানো?"

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ

"পাঁচশ বছরের পথ।"

এরপর তিনি বলেন—

أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ تَحْتَكُمْ؟

"তোমাদের নিচে কী আছে, জানো?"

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

أَرْضٌ، أَتَدْرُونَ مَا تَحْتَهَا؟

"জমিন। এর নিচে কী আছে, জানো?"

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

---

[১] مَا بَيْنَهُمَا "উভয়ের মাঝখানে" (তিরমিযি ৩২৯৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَرْضٌ أُخْرَى، أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَهُمَا؟

"আরেক জমিন। তোমরা কি জানো, দুটির মাঝখানে ব্যবধান কত?"

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন—

مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ

"পাঁচশ বছরের পথ।"

এভাবে তিনি গুনে গুনে সাত জমিনের কথা উল্লেখ করে বলেন—

وَايْمُ اللهِ، لَوْ دَلَّيْتُمْ أَحَدَكُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى السَّابِعَةِ لَهَبَطَ

"শপথ আল্লাহর! যদি তোমাদের কাউকে একটি রশি দিয়ে সপ্তম জমিনের উদ্দেশে নামিয়ে দাও, সে গিয়ে পড়বে[১]"

এ-কথা বলার পর তিনি পাঠ করেন—

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তিনি প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন; তিনি সব বিষয়ে জ্ঞানী।" '

আহমাদ ২/৩৭০ (৮৮২৮), বর্ণনাসূত্রটি ত্রুটিযুক্ত (আরনাউত); তিরমিযি ৩২৯৮; কানযুল উম্মাল ৬/১৪৮–১৪৯ (৫১৯০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৫–৮৬ (২৮৫)।

[৩৫৪.] ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, 'নিকটতম আকাশ ও তার পরবর্তী আকাশের মাঝখানে ব্যবধান পাঁচশ বছরের পথ; প্রতি (দু) আকাশের মাঝখানে ব্যবধান পাঁচশ বছরের পথ; সপ্তম আকাশ ও কুরসির মাঝখানে ব্যবধান পাঁচশ বছরের পথ; কুরসি ও পানির মাঝখানে ব্যবধান পাঁচশ বছরের পথ; আরশ পানির ওপরে; আর আল্লাহ আরশের ওপরে; তিনি তোমাদের সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।'

তাবারানি, কাবীর ৯/২২৮ (৮৯৮৭), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮৬ (২৮৬)।

ফেরেশতাদের কিছু পরিচয়

বিশাল আকৃতি

[৩৫৫.] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا لَوْ قِيلَ لَهُ: الْتَقِمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ بِلُقْمَةٍ، لَفَعَلَ، تَسْبِيحُهُ: سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ

"আল্লাহর এমন এক ফেরেশতা আছেন, তাকে যদি বলা হয়—'সাত আকাশ ও সাত জমিন

[১] عَلَى اللهِ "আল্লাহর ওপর" (তিরমিযি ৩২৯৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক লোকমায় গিলে ফেলো', তিনি তাই করবেন। তার তাসবীহ (প্রশংসাধ্বনি) হলো—'(আল্লাহ!) তুমি যেখানেই থাকো, পবিত্র তুমি!' " '

তাবারানি, কাবীর ১১/১৯৫ (১১৪৭৬), কাউকে বর্ণনাকারী ওয়াহব ইবনু রিযক সম্পর্কে আলোচনা করতে দেখিনি (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ৫/১৬–১৭ (৬৪৪২); হিল্‌ইয়া ৩/৩১৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮০ (২৫৬)।

[৩৫৬.] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، وَعَلَى قَرْنِهِ الْعَرْشُ، وَبَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ خَفَقَانُ الطَّيْرِ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ، يَقُولُ ذَلِكَ الْمَلَكُ: سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ

"আমাকে আরশ-বহনকারী এক ফেরেশতা সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে—তার পা দুটি সবচেয়ে নিচের [১]জমিনে[২], তার শিঙের ওপর[৩] আরশ, আর তার কানের লতি ও কাঁধের মাঝখানের ব্যবধান হলো[৪] পাখির সাতশ বছর উড়ে চলার[৫] পথ। সেই ফেরেশতা বলছেন—'(আল্লাহ!) তুমি যেখানেই থাকো, পবিত্র তুমি![৬]' " '

তাবারানি, আওসাত ৫/৩৬ (৬৫০৩), আবদুল্লাহ ইবনুল মুনকাদির পিতা ও পুত্র উভয়ে ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি), ১/৪৬৫ (১৭০৯), ৩/২২৯ (৪৪২১); আবূ দাউদ ৪৭২৭, ইসনাদটি জাইয়িদ; আবূ ইয়া'লা ১১/৪৯৬ (৬৬১৯), ইসনাদটি সহীহ (দারানি); হিল্‌ইয়া ৩/১৫৮; তারীখু বাগদাদ ১০/১৯৫; আল-মাতালিবুল আলিয়া ৩/২৬৭ (৩৪৪৯); কানযুল উম্মাল ৬/১৩৬ (১৫১৫৪, ১৫১৫৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮০ (২৫৭, ২৫৮, ২৫৯)।

[৩৫৭.] আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَتَانِي مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَهَا قَطُّ بِرِسَالَةٍ مِنْ رَبِّي، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فَوْقَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَرِجْلَهُ فِي الْأَرْضِ يُقِلُّهَا

"আমার রবের কাছ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এক ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিলেন, যিনি এর আগে কখনও পৃথিবীতে নামেননি। তারপর (যাওয়ার সময়) এক পা পৃথিবীতে রেখে আরেক পা নিকটতম আকাশের ওপর ওঠান[৭]।" '

---

[১] السَّابِعَةِ "সপ্তম" (হিল্‌ইয়া ৩/১৫৮)।

[২] مَرَقَتْ "গিয়ে ঠেকেছে" (আবূ ইয়া'লা ১১/৪৯৬ (৬৬১৯))।

[৩] عَلَى مَنْكِبِهِ "তার কাঁধের ওপর" (আবূ ইয়া'লা ১১/৪৯৬ (৬৬১৯))।

[৪] مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا "সত্তর বছরের পথ" (তাবারানি, আওসাত ৪৪২১); مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ "একশ বছরের পথ" (হিল্‌ইয়া ৩/১৫৮); مَسِيرَةُ أَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ "চারশ বছরের পথ" (তাবারানি, আওসাত ১৭০৯); مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ أَوْ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ "পাঁচশ অথবা সাতশ বছরের পথ" (তারীখু বাগদাদ ১০/১৯৫); مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ "সাতশ বছরের পথ" (আবূ দাউদ ৪৭২৭)।

[৫] আক্ষরিক অর্থ 'ডানা ঝাপটানোর'।

[৬] أَيْنَ كُنْتَ؟ وَأَيْنَ تَكُونُ؟ "তুমি কোথায় ছিলে? কোথায় আছো?" (আবূ ইয়া'লা ১১/৪৯৬ (৬৬১৯))।

[৭] رَفَعَ رِجْلَهُ فَوَضَعَهَا فَوْقَ السَّمَاءِ وَرِجْلُهُ الْأُخْرَى ثَابِتَةٌ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَرْفَعْهَا "যখন এক পা তুলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাবারানি, আওসাত ৫/৯২ (৬৬৮৯), বর্ণনাসূত্রের সাদাকা ইবনু আবদিল্লাহ তানীসি অধিকাংশের মতে 'ত্রুটিযুক্ত', তবে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও দুহাইমের মতে 'বিশ্বস্ত' (হাইসামি); ইবনু আদি ৪/১৩৯২; কানযুল উম্মাল ৬/১৩৬ (১৫১৫৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮০ (২৬০)।

[৩৫৮.] আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তাদের সঙ্গে ইসরার রাতের আলোচনা করতে গিয়ে নবি ﷺ বলেন—

تَصَعَّدْتُ أَنَا وَجِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا أَنَا بِمَلَكٍ يُقَالُ لَهُ: إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ صَاحِبُ سَمَاءِ الدُّنْيَا، وَبَيْنَ يَدَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، مَعَ كُلِّ مَلَكٍ جُنْدُهُ مِائَةُ أَلْفٍ

"আমি ও জিবরীল ﷺ প্রথম আকাশে ওঠি। সেখানে ইসমাঈল নামে এক ফেরেশতাকে দেখতে পাই, যিনি দুনিয়ার আকাশের তত্ত্বাবধানে আছেন, তার সামনে[১] আছে সত্তর হাজার ফেরেশতা, আর প্রত্যেক ফেরেশতার সঙ্গে আছে এক লক্ষ সদস্যের বাহিনী[২]।"

এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন—

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।" (সূরা আল-মুদ্দাসসির ৭৪:৩১)।'

তাবারানি, আওসাত ৫/২০৯ (৭০৯৭), বর্ণনাকারী আবূ হারূন ভীষণ ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); তাবারানি, সগীর ৯৫৮; কানযুল উম্মাল ৬/৪১ (১৫১৭৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮০-৮১ (২৬১)।

শয়তান পরিচিতি

ইবলীসের বার্তাবাহক, খাবার, ফাঁদ, ঘোষক, মাসজিদ ও অন্যান্য বিষয়

[৩৫৯.] ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

قَالَ إِبْلِيسُ لِرَبِّهِ: يَا رَبِّ قَدْ أُهْبِطَ آدَمُ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ كِتَابٌ وَرُسُلٌ، فَمَا كِتَابُهُمْ وَرُسُلُهُمْ؟ قَالَ: رُسُلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْهُمْ، وَكُتُبُهُمْ: التَّوْرَاةُ وَالزَّبُورُ وَالْإِنْجِيلُ وَالْفُرْقَانُ، قَالَ: فَمَا كِتَابِي؟ قَالَ: كِتَابُكَ: الْوَشْمُ، وَقُرْآنُكَ: الشِّعْرُ، وَرُسُلُكَ: الْكَهَنَةُ، وَطَعَامُكَ: مَا لَا يُذْكَرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَشَرَابُكَ: كُلُّ مُسْكِرٍ، وَصِدْقُكَ: الْكَذِبُ، وَبَيْتُكَ: الْحَمَّامُ، وَمَصَائِدُكَ: النِّسَاءُ، وَمُؤَذِّنُكَ: الْمِزْمَارُ، وَمَسْجِدُكَ: الْأَسْوَاقُ.

"ইবলীস তার রবকে বলল—

আকাশের ওপর তুলেছিলেন, তখনও আরেক পা না-উঠিয়ে পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে রেখে দিয়েছিলেন।" (ইবনু আদি ৪/১৩৯২)।

[১] عَلَى "তত্ত্বাবধানে" (তাবারানি, সগীর ৯৫৮)।

[২] كُلُّ مَلَكٍ عَلَى سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ "প্রত্যেক ফেরেশতার তত্ত্বাবধানে আছে সত্তর হাজার ফেরেশতা" (তাবারানি, সগীর ৯৫৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'রব আমার! আদমকে তো নামিয়ে দেওয়া হলো। আর আমি জানতে পেরেছি, অচিরেই (আদম-সন্তানদের কাছে) কিতাব ও রাসূল পাঠানো হবে। তাদের কিতাব কী? আর তাদের বার্তাবাহক কারা?'

তিনি বলেন—

'তাদের বার্তাবাহক হবে ফেরেশতারা আর তাদের মধ্যকার নবিগণ। তাদের কিতাবগুলো হলো তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ও ফুরকান।'

ইবলীস বলে, 'তা হলে আমার কিতাব কী?'

তিনি বলেন, 'তোমার কিতাব উল্কি, তোমার পঠিত বিষয় কবিতা, তোমার বার্তাবাহক গণকরা, তোমার খাবার সেসব জিনিস যা খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হবে না, তোমার পানীয় নেশাজাতীয় দ্রব্য, তোমার জন্য সত্য সেটি যা মিথ্যা, তোমার ঘর গোসলখানা, তোমার ফাঁদ নারী, তোমার ঘোষক বাদ্যযন্ত্র, আর তোমার মাসজিদ হলো বাজার।' " '

তাবারানি, কাবীর ১১/১০৩–১০৪ (১১১৮১), বর্ণনাসূত্রের ইয়াহইয়া ইবনু সালিহ আইলিকে উকাইলি 'ত্রুটিযুক্ত' আখ্যায়িত করেছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১৬/৯৮ (৪৪০৫৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৪ (৪৫২)।

শির্ক ও খুনখারাবির জন্য ইবলীস তার চেলাকে মুকুট পরিয়ে দেয়

[৩৬০.] আবূ মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَعَثَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ. فَيَجِيئُونَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ. فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ. وَيَجِيءُ هٰذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَيْهِ، فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّ، وَيَجِيءُ هٰذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ. فَيَقُولُ أَنْتَ أَنْتَ.

"সকাল হলে ইবলীস তার বাহিনীকে (অভিযানে) পাঠানোর সময় বলে, 'আজ যে একজন মুসলিমকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে, তাকে মুকুট পরিয়ে দেবো।' তারপর (অভিযান শেষে) ফিরে এসে—

একজন বলে, 'আমি একজনের পেছনে লেগে ছিলাম, শেষ-পর্যন্ত সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে!' ইবলীস বলে, 'অচিরেই সে আবার বিয়ে করে নেবে।'

আরেকজন এসে বলে, 'আমি একজনের পেছনে লেগে ছিলাম, শেষ-পর্যন্ত সে তার পিতামাতার অবাধ্য হয়েছে!' ইবলীস বলে, 'অচিরেই সে ভালো ব্যবহার করবে।'

আরেকজন এসে বলে, 'আমি একজনের পেছনে লেগে ছিলাম, শেষ-পর্যন্ত সে শির্কে লিপ্ত হয়েছে!' ইবলীস বলে, 'তুমিই, তুমিই (বিজয়ী)!'[১] " '

---

[১] وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ "তাদের আরেকজন এসে বলে, 'আমি একজনের পেছনে লেগে ছিলাম, শেষ-পর্যন্ত সে খুন করেছে!' ইবলীস বলে, 'তুমিই, তুমিই (বিজয়ী)।' এরপর তাকে মুকুট পরিয়ে দেয়।" (হাকিম ৪/৩৫০ (৮০২৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৫৩, বর্ণনাসূত্রে আতা ইবনুস সাইব আছেন, তবে অন্যান্য বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত (হাইসামি); হাকিম ৪/৩৫০ (৮০২৭), ইসনাদটি সহীহ (হাকিম); কানযুল উম্মাল ১/২৫৭ (১২৮৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৪ (৪৫৩)।

আর পথভ্রষ্ট করতে ব্যর্থ হলে ইবলীস তার চেলাকে শূলিতে চড়ায়

[৩৬১.] আবূ রাইহানা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ، فَيَتَشَبَّهُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدُونَهُ الْحُجُبُ، فَيَنْدُبُ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ لِفُلَانٍ الْآدَمِيِّ؟ فَيَقُومُ اثْنَانِ، فَيَقُولُ: قَدْ أَجَّلْتُكُمَا سَنَةً، فَإِنْ أَغْوَيْتُمَاهُ وَضَعْتُ عَنْكُمَا الْبَعْثَ وَإِلَّا صَلَبْتُكُمَا

"ইবলীস তার রাজকীয় আসন পাতে সাগরের ওপর; এভাবে সে আল্লাহ তাআলার সাদৃশ্য ধারণ করার চেষ্টা করে। তার সামনে থাকে কয়েকটি পর্দা। সে তার বাহিনীকে ডেকে বলে, 'অমুক মানুষের মোকাবিলা করার জন্য কে আছো?' দুজন দাঁড়িয়ে গেলে সে বলে, 'তোমাদের এক বছর সময় দিলাম; তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারলে, তোমাদের (মৃত্যুর পর) পুনরুত্থান মওকুফ করে দেবো, আর ব্যর্থ হলে তোমাদের শূলে চড়াব।' " '

আবূ রাইহানা ﷺ-কে বলা হতো, 'আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে গিয়ে বহু শয়তানকে শূলে চড়ানো হয়েছে।'

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৫৪, বর্ণনাসূত্রের ইয়াহইয়া ইবনু তালহা ইয়ারবূয়ি-কে নাসাঈ 'ত্রুটিযুক্ত' আখ্যায়িত করেছেন, তবে ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত'-এ উল্লেখ করেছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/২৫৭ (১২৯০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৪ (৪৫৪)।

পরিবারে ভাঙন-ধরানো ইবলীসের প্রিয় কাজ

[৩৬২.] জাবির ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ فَيَلْتَزِمُهُ

"ইবলীস তার রাজকীয় আসন পাতে পানির ওপর।[১] তারপর সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন অভিযানে পাঠায়।[২] তাদের মধ্যে যে (মানুষকে) সবচেয়ে বেশি বিপথগামী করতে পারে, সে ইবলীসের সবচেয়ে কাছের[৩] বলে বিবেচিত হয়। (অভিযান শেষে) তাদের একজন এসে বলে,

---

[১] إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ "ইবলীসের রাজকীয় আসন সাগরের ওপর।" (মুসলিম ৭১০৫/৬৬ (২৮১৩))।

[২] فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ "তারা গিয়ে লোকদের বিপথগামী করে" (মুসলিম ৭১০৫/৬৬ (২৮১৩))।

[৩] أَعْظَمُهُمْ "সবচেয়ে মহান" (মুসলিম ৭১০৫/৬৬ (২৮১৩)); أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً "তার কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান" (মুসলিম ৭১০৭/৬৮ (...))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আমি এই এই কাজ করেছি।' ইবলীস বলে, 'তুমি (উল্লেখযোগ্য) কিছুই করোনি।' তারপর আরেকজন এসে বলে, 'আমি একলোকের পেছনে লেগে ছিলাম, শেষ-পর্যন্ত তার ও তার স্ত্রীর[১] মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছি।' ইবলীস বলে, 'চমৎকার কাজ করেছ তুমি!' এ-কথা বলে সে তাকে জড়িয়ে ধরে[২]।" '

মুসলিম ৭১০৬/৬৭ (...), ৭১০৫/৬৬ (২৮১৩), ৭১০৭/৬৮ (...); আহমাদ ৩/৩১৪ (১৪৩৭৭), ৩/৩৩২ (১৪৫৫৪), ৩/৩৮৪ (১৫১১৯)।

কোনও কোনও অলৌকিক ঘটনা শয়তানের কারসাজি

[৩৬৩.] মুআবিয়া তার পিতা কুর্‌রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-কে (নবি হিসেবে) পাঠানো হলে, আমি ইসলাম-গ্রহণের উদ্দেশে যাই। আমার ইচ্ছা ছিল, আমার সঙ্গে দু-তিনজন ব্যক্তিকেও ইসলাম গ্রহণ করাব। একপর্যায়ে [৩]একটি জলাধারের কাছে এসে দেখি, লোকজনের জটলা। ওখানে আমার সঙ্গে এক রাখালের দেখা হয়, যে ওই গ্রামের লোকদের ছাগল চরাত। সে বলে ওঠে[৪], "আমি আর তোমাদের ছাগল চরাব না।" তারা বলে, "কেন?" সে বলে,

"প্রতি রাতে নেকড়ে এসে বকরি নিয়ে যায়, আর তোমাদের এ-মূর্তিটি কেবল দাঁড়িয়ে থাকে, এটা না কোনও ক্ষতি করতে পারে, আর না কোনও উপকারে আসে, এটা না অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটায়, আর না পরিস্থিতির কোনও নিন্দা করে।[৫]"

এরপর তারা ফিরে যায়।[৬] এদিকে আমি চাচ্ছিলাম, তারা ইসলাম গ্রহণ করুক।

সকালবেলা[৭] ওই রাখাল দৌড়ে এসে বলতে থাকে,

"সুসংবাদ! সুসংবাদ! নেকড়েটি মূর্তির সামনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়[৮] পড়ে আছে।"

---

[১] أَهْلِهِ "তার পরিবারের" (আহমাদ ৩/৩১৪ (১৪৩৭৭))।

[২] فَيُدْنِيهِ مِنْهُ "তাকে কাছে টেনে নেয়" (আহমাদ ৩/৩১৪ (১৪৩৭৭))।

[৩] 'মদীনায়' (হিল্‌ইয়া ২/৩০৩)।

[৪] কুর্‌রা বলেন, 'নবি ﷺ-এর কাছে যাওয়ার জন্য আমি আমার পিতার সঙ্গে ছিলাম। এক রাস্তা ধরে অগ্রসর হওয়ার সময় একটি জনপদ পড়লে, আমরা সেখানে রাত কাটাই। সে-সময় এক রাখাল দৌড়ে ওই জনপদের লোকদের কাছে এসে বলে—' (বাযযার (কাশফ) ১/৬৭ (২৮))।

[৫] "মূর্তিটি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে; এটি না এ-কাজ অপছন্দ করে, আর না এ-অবস্থার পরিবর্তন করে।" (বাযযার (কাশফ) ১/৬৭ (২৮))।

[৬] 'এ-কথা শুনে তারা বলে, "দায়িত্ব আমাদেরকে দাও, আমরা ওখানে যাব!" এরপর তারা ওই মূর্তির কাছে গিয়ে সেটার চারপাশে (কিছুক্ষণ) কথা বলে। এরপর রাখাল বলে, "আজ সারারাত আমি এখানে থাকব।" তখন আমার পিতা বলেন, "আমিও থাকব। দেখি, কী হয়।" ওই রাতে আমরা সেখানে থাকি।' (বাযযার (কাশফ) ১/৬৭ (২৮))।

[৭] 'ফজর নামাজের সময়' (বাযযার (কাশফ) ১/৬৭ (২৮))।

[৮] "কোনও বাঁধন ছাড়াই হাত-পা একত্র অবস্থায়" (বাযযার (কাশফ) ১/৬৭ (২৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ-কথা শুনে আমি তাদের সঙ্গে যাই। সেখানে গিয়ে তারা [১]মূর্তিটাকে চুমু দেয় এবং একে সাজদা করে। এরা (মূর্তির উদ্দেশে) বলে, "[২]এভাবেই (শায়েস্তা) কোরো।"

এরপর আমি নবি ﷺ-এর কাছে গিয়ে এ-ঘটনা বর্ণনা করি।[৩] তখন তিনি বলেন—

عَبَثَ بِهِمُ الشَّيْطَانُ

"শয়তান এদের বোকা বানিয়েছে।[৪]" '

তাবারানি, কাবীর ১৯/৩১–৩২ (৬৭), বর্ণনাসূত্রের আযহার ইবনু সিনানকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন 'ত্রুটিযুক্ত' আখ্যায়িত করেছেন, তবে ইবনু আদি বলেছেন—তার বর্ণনা-করা হাদীসগুলো চলনসই, খুব বেশি মুনকার নয় (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ১/৬৭ (৯৮); হিল্ইয়া ২/৩০৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৫ (৪৫৬), ১/১১৪–১১৫ (৪৫৫)।

মুমিনের পেছনে লেগে থেকে শয়তান ক্লান্ত হয়ে পড়ে

[৩৬৪.] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ

"মুমিন তার (পেছনে নিযুক্ত) শয়তানদের ক্লান্ত করে তোলে, ঠিক যেমন সফর চলাকালে তোমরা তোমাদের উটকে ক্লান্ত করে তোলো।" '

আহমাদ ২/৩৮০ (৮৯৪০), বর্ণনাসূত্রে ইবনু লাহিআ আছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/১৪৫ (৭০৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৬ (৪৫৯)।

---

[১] 'নেকড়েটিকে হত্যা করে' (হিল্ইয়া ২/৩০৩)।

[২] "হ্যাঁ!" (বাযযার (কাশফ) ১/৬৭ (৯৮))।

[৩] 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসার পর, আমার পিতা তাঁকে এ ঘটনা শোনান।' (বাযযার (কাশফ) ১/৬৭ (৯৮))।

[৪] لَعِبَ بِهِمُ الشَّيْطَانُ "শয়তান এদের সঙ্গে খেলা করেছে।" (হিল্ইয়া ২/৩০৩); يَتَلَعَّبُ بِهِمُ الشَّيْطَانُ "শয়তান এদের সঙ্গে খেল-তামাশা করছে।" (বাযযার (কাশফ) ১/৬৭ (৯৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাহিলি যুগের লোকদের পরিণতি

নবি ﷺ-এর মায়ের অবস্থান

[৩৬৫.] আবু রযীন[১] ؓ বলেন, 'আমি বললাম, "আল্লাহর রাসূল! আমার মা কোথায় আছেন?" নবি ﷺ বললেন, أُمُّكَ فِي النَّارِ "তোমার মা জাহান্নামে।" আমি বললাম, "তা হলে, আপনার পরিবারের যারা গত হয়ে গিয়েছেন, তারা কোথায়?" নবি ﷺ বলেন,

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ أُمُّكَ مَعَ أُمِّي

"তোমার মা আমার মায়ের সঙ্গে আছেন, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?" '

আহমাদ ৪/১১ (১৬১৮৯), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি), ওয়াকী' ইবনু হুদুস অজ্ঞাত হওয়ায় ইসনাদটি ত্রুটিযুক্ত (আরনাউত); তাবারানি, কাবীর ১৯/২০৮ (৪৭১); ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৬৩৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৬ (৪৬৩)।

[৩৬৬.] ইবনু বুরাইদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, '[২]আমরা নবি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। একপর্যায়ে তিনি আমাদের নিয়ে যাত্রাবিরতি দেন। সে-সময় তাঁর সঙ্গে আমাদের অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তখন নবি ﷺ [৩]দু রাকআত নামাজ আদায় করে, আমাদের দিকে চেহারা ঘুরান; তাঁর দু চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত।[৪] এ-দৃশ্য দেখে উমর ইবনুল খাত্তাব ؓ গিয়ে নবি ﷺ-এর জন্য তার পিতামাতাকে উৎসর্গ করে বলেন, "আল্লাহর রাসূল! আপনার কী হয়েছে?"[৫] নবি ﷺ বলেন—

إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي اسْتِغْفَارٍ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا لِتُذَكِّرَكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوْا وَأَمْسِكُوْا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوْا فِي

---

[১] উকাইলি (ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৬৩৮)।

[২] 'এক সফরে' (ইবনু হিব্বান ১২/২১২–২১৩ (৫৩৯০))।

[৩] 'আমাদের নিয়ে' (ইবনু হিব্বান ১২/২১২–২১৩ (৫৩৯০))।

[৪] বুরাইদা ؓ বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর সঙ্গে (এক অভিযানে) বের হই। আমরা ওয়াদ্দান এলাকায় পৌঁছার পর, নবি ﷺ বলেন—مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِيَكُمْ "আমি আসার আগ-পর্যন্ত তোমরা যার যার জায়গায় থাকো।" এ-কথা বলে তিনি চলে যান। কিছুক্ষণ পর মলিন চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে আসেন।' (আহমাদ ৫/৩২৮–৩২৭ (২৩০১৭)); 'আল্লাহর রাসূল ﷺ (মক্কা)বিজয়ের অভিযান শেষে কবরস্থানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। সবচেয়ে কাছের কবরটির কাছে গিয়ে এমনভাবে বসে পড়েন, যেন তিনি একজন বসে-থাকা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। এরপর কাঁদতে থাকেন।' (আহমাদ ৫/৩৫৯ (২৩০০৮))।

[৫] 'তখন উমর ؓ এগিয়ে গিয়ে বলেন, "আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আপনি কাঁদছেন কেন?" ' (আহমাদ ৫/৩৫৯ (২৩০০৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

"আমার মায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার ব্যাপারে আমার রবের কাছে (অনুমতি) চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি।[১] জাহান্নামের ব্যাপারে তার প্রতি মায়াস্বরূপ আমার দু চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছে।

তিনটি কাজ করতে আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম:

» কবর যিয়ারত করা[২]। এখন থেকে তোমরা কবরগুলো যিয়ারত কোরো, কারণ কবর যিয়ারত তোমাদের ভালো কিছু স্মরণ করিয়ে দেবে[৩]।

» তিনদিনের পর কুরবানির মাংস রাখার ব্যাপারে[৪] তোমাদের নিষেধ করেছিলাম[৫]। এখন থেকে (কুরবানির মাংস) খাও আর যতদিন ইচ্ছা[৬] সংরক্ষণ করো[৭]।

---

[১] إِنِّي أَتَيْتُ قَبْرَ أُمِّ مُحَمَّدٍ فَسَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ فَمَنَعَنِيهَا "আমি মুহাম্মাদের মায়ের কবরের কাছে গিয়েছিলাম। আমার রবের কাছে সুপারিশের অনুমতি চাইলে, তিনি আমাকে তা নাকচ করে দেন।" (আহমাদ ৫/৩৫৬–৩৫৭ (২৩০১৭)); سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ مُحَمَّدٍ فَأَذِنَ لِي، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْذَنَ لِي فَأَسْتَغْفِرَ لَهَا فَأَبَى "আমার মহামহিম রবের কাছে মুহাম্মাদের মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে, তিনি আমাকে অনুমতি দেন; তারপর তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি নাকচ করে দেন।" (আহমাদ ৫/৩৫৯ (২৩০০৮))।

[২] نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ "আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, ইতোমধ্যে মুহাম্মাদকে তার মায়ের কবর যিয়ারত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে" (আহমাদ ৫/৩৫৯ (২৩০১৬))।

[৩] فَمَنْ شَاءَ فَلْيَزُرْ، فَقَدْ أُذِنَ لِي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ مُحَمَّدٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ "যার মন চায়, সে কবর যিয়ারত করুক, আমাকে মুহাম্মাদের মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আর যার মন চায়, সে বাদ দিক।" (আহমাদ ৫/৩৫৯ (২৩০০৮)); আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, 'নবি ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করে কেঁদে ফেলেন। তাঁর আশেপাশের লোকজনও কাঁদেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ "আমার মায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার ব্যাপারে আমার রবের কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে, তার কবর যিয়ারত করার জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে, তিনি আমাকে অনুমতি দেন। সুতরাং তোমরা কবরগুলো যিয়ারত করো, কারণ তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" ' (আহমাদ ২/৪৪১ (৯৬৮৮)); تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ "তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়" (আহমাদ ৫/৩৫৫ (২৩০০৫))।

[৪] أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ "তিনদিনের বেশি রাখতে" (আহমাদ ৫/৩৫০ (২২৯৫৮))।

[৫] لِيُوَسِّعَ ذُو السَّعَةِ عَلَى مَنْ لَا سَعَةَ لَهُ "যাতে সচ্ছল লোকজন অসচ্ছল লোকদের বেশি করে দান করতে পারে" (আহমাদ ৫/৩৫৬ (২৩০১৬))।

[৬] مَا بَدَا لَكُمْ "যতদিন তোমাদের মনে ধরে" (আহমাদ ৫/৩৫৬–৩৫৭ (২৩০১৭))।

[৭] فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا "(কুরবানির মাংস) খাও, সফরের সম্বল হিসেবে নিয়ে যাও, আর জমা করে রাখো" (আহমাদ ৫/৩৫৫ (২৩০০৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» কিছু পাত্রে কিছু পানীয়ের ব্যাপারে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে যে-পাত্রে মন চায় পান করো, তবে কোনও নেশাজাতীয় দ্রব্য পান কোরো না।[১]" '

আহমাদ ৫/৩৫৫ (২৩০০৩), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), ২/৪৪১ (৯৬৮৮), ৫/৩৫০ (২২৯৫৮), ৫/৩৫৫ (২৩০০৫), ৫/৩৫৬ (২৩০১৬), ৫/৩৫৬–৩৫৭ (২৩০১৭), ৫/৩৫৯ (২৩০৩৮); মুসলিম ২২৫৮/১০৫ (৯৭৬), ২২৫৯ (...), ২২৬০/১০৬ (৯৭৭), ২২৬১ (...), ৫১১৪/৩৭ (১৯৭৭), ৫২০৭/৬৩ (৯৭৭), ৫২০৮/৬৪ (...), ৫২০৯/৬৫ (...); ইবনু হিব্বান ১২/২১২–২১৩ (৫৩৯০), ১২/২১৩–২১৪ (৫৩৯১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৬–১১৭ (৪৬৪)।

[৩৬৭.] ইবনু বুরাইদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। ওয়াদ্দান এলাকায় অথবা কবরস্থানে পৌঁছে নবি ﷺ তাঁর মায়ের জন্য সুপারিশ করতে চান। তখন জিবরীল ﷺ তাঁর বুকে মৃদু আঘাত করে বলেন, "যে-ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন না।" এরপর তিনি পেরেশানি নিয়ে ফিরে আসেন।'

বাযযার (কাশফ) ১/৬৬ (৯৬), বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল (দারানি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৭ (৪৬৫)।

[৩৬৮.] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবূক যুদ্ধ থেকে এসে উমরা আদায় করেন। তারপর উসফান উপত্যকা থেকে নেমে তাঁর সাহাবিদের আদেশ দেন, তারা যেন নবি ﷺ-এর ফিরে আসা পর্যন্ত গিরিপথে অবস্থান করেন। এরপর তিনি গিয়ে তাঁর মায়ের কবরের কাছে নামেন। এরপর তাঁর রবের কাছে দীর্ঘ মোনাজাত করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। নবি ﷺ-এর কান্না দেখে তারাও কাঁদেন। তারা (নিজেদের মধ্যে) বলেন, "আল্লাহর নবি ﷺ এখানে কাঁদছেন। নিশ্চয়ই তাঁর উম্মাহর মধ্যে এমন কিছু ঘটেছে, যা তিনি সহ্য করতে পারছেন না।"

তাদের কান্না শুনে নবি ﷺ উঠে তাদের কাছে এসে বলেন, مَا يُبْكِيكُمْ "তোমরা কাঁদছো

---

[১] نَهَيْتُكُمْ عَنْ هٰذِهِ الْأَشْرِبَةِ فِيْ هٰذِهِ الْأَوْعِيَةِ "এই এই পাত্রে এই এই পানীয়ের ব্যাপারে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম" (আহমাদ ৫/৩৫৬-৩৫৭ (২৩০১৭)); كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِيْ ظُرُوْفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا "চামড়ার পাত্রে-রাখা পানীয়ের ব্যাপারে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম; এখন থেকে যে-কোনও পাত্রে পান করতে পারো, তবে তাতে মাদকতা চলে এলে তা পান কোরো না" (মুসলিম ৫২০৯/৬৫ (...)); نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ إِلَّا فِيْ سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوْا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا "পানপাত্র ছাড়া অন্য কোথাও রেখে নাবীয পান করতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে সবধরনের পাত্রে রেখে পান করতে পারো, তবে তাতে মাদকতা সৃষ্টি হলে পান কোরো না।" (আহমাদ ৫/৩৫০ (২২৯৫৮)); نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ، فَانْتَبِذُوْا فِيْ كُلِّ وِعَاءٍ، وَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ "মাটির পাত্রে (তৈরি) নাবীযের ব্যাপারে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম; এখন থেকে সব ধরনের পাত্রে নাবীয তৈরি করতে পারো, তবে নেশা-সৃষ্টি-করে এমন প্রত্যেকটি বস্তু থেকে দূরে থেকো।" (আহমাদ ৫/৩৫৫ (২৩০০৫)); وَعَنِ الظُّرُوْفِ تَشْرَبُوْنَ فِيْهَا: الدُّبَّاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمُزَفَّتَ، وَأَمَرْتُكُمْ بِظُرُوْفٍ، وَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، فَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ "দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত—এসব পাত্র থেকে পান করতে নিষেধ করেছিলাম আর (ভিন্ন) কিছু পাত্র থেকে পান করতে বলেছিলাম। মনে রাখবে—পাত্র নিজে থেকে কোনও বস্তুকে হালালও করে না, হারামও করে না। (হালাল-হারাম নির্ধারিত হয় বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী)। সুতরাং নেশা-সৃষ্টি-করে এমন প্রত্যেকটি বস্তু থেকে দূরে থেকো।" (আহমাদ ৫/৩৫৯ (২৩০৩৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেন?" তারা বলেন, "আল্লাহর নবি! আপনার কান্না শুনে আমরা কাঁদছি। আমরা বলেছিলাম, সম্ভবত আপনার উম্মাহর মধ্যে অসহনীয় কিছু একটা ঘটেছে।" নবি ﷺ বলেন—

لَا، وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُ، وَلَكِنْ نَزَلْتُ عَلَى قَبْرِ أُمِّي فَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي شَفَاعَتِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَبَى اللهُ أَنْ يَأْذَنَ لِي فَرَحِمْتُهَا وَهِيَ أُمِّي فَبَكَيْتُ، ثُمَّ جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [الأنعام ٧٤] فَتَبَرَّأْ أَنْتَ مِنْ أُمِّكَ كَمَا تَبَرَّأَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ أَبِيهِ، فَرَحِمْتُهَا وَهِيَ أُمِّي وَدَعَوْتُ رَبِّي أَنْ يَرْفَعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعًا فَرَفَعَ عَنْهُمُ اثْنَتَيْنِ وَأَبَى أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ اثْنَتَيْنِ، دَعَوْتُ رَبِّي أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ الرَّجْمَ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْغَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ، وَأَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَأَنْ لَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَرَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ الرَّجْمَ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْغَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ، وَأَبَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ اثْنَتَيْنِ: الْقَتْلَ وَالْهَرْجَ

"না। কিছু একটা হয়েছে বটে। তবে আমি নেমেছিলাম আমার মায়ের কবরের উদ্দেশে। আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলাম, তিনি যেন আমাকে কিয়ামাতের দিন তার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। আল্লাহ আমাকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তার প্রতি মায়ার ফলে আমি কেঁদেছি, কারণ তিনি আমার মা। তারপর জিবরীল ﷺ আমার কাছে এসে বললেন, ﴾ইবরাহীম ﷺ যে তার পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন, সেটি ছিল নিছক একটি ওয়াদার ফল, যে-ওয়াদা তিনি তার পিতাকে দিয়েছিলেন। পরে যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল—সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।﴿ (সূরা আল-আনআম ৭৪)। সুতরাং আপনার মায়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করুন, যেভাবে ইবরাহীম ﷺ তার পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। তখন তার জন্য আমার মায়া লাগে, তিনি তো আমার মা।

আমার রবের কাছে দুআ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মাহ থেকে চারটি জিনিস তুলে নেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের কাছ থেকে দুটি জিনিস তুলে নেন, আর দুটি তুলে নিতে অস্বীকৃতি জানান। আমার রবের কাছে দুআ করেছিলাম, তিনি যেন তাদের কাছ থেকে

» আকাশ-থেকে-আসা প্রস্তরবর্ষণের শাস্তি তুলে নিন,

» মাটিতে নিমজ্জিত হওয়ার শাস্তি তুলে নেন,

» তাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত না করেন, এবং

» তাদের একদলকে অপরদলের রণশক্তির মজা না দেখান।

আকাশ-থেকে-আসা পাথর-বর্ষণের শাস্তি ও মাটিতে দেবে যাওয়ার শাস্তি—এ দুটি আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তুলে নেন, কিন্তু দুটি জিনিস তুলে নিতে অস্বীকৃতি জানান: খুনখারাবি ও গোলযোগ।"

নবি ﷺ মূল রাস্তা থেকে সরে তাঁর মায়ের কবরের কাছে গিয়েছিলেন, কারণ তাকে অমুক অমুকের নিচে দাফন করা হয়েছিল। সে-সময় তারা উসফান উপত্যকায় অবস্থান নিয়েছিলেন।'

তাবারানি, কাবীর ১১/৩৭৪–৩৭৫ (১২০৪৯), বর্ণনাসূত্রে এমন কয়েকজন আছেন যারা আমার অচেনা, তাছাড়া তাদের সম্পর্কে আলোচনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতেও কাউকে দেখিনি (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৭ (৪৬৬)।

নবি ﷺ-এর পিতার অবস্থান

[৩৬৯.] আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি বলল, "আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায় আছেন?" নবি ﷺ বলেন, فِي النَّارِ "জাহান্নামে।" লোকটি চলে যাওয়ার সময় নবি ﷺ তাকে ডেকে বলেন[১]—

إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

"আমার পিতা ও তোমার পিতা উভয়ে জাহান্নামে।" '

মুসলিম ৫০০/৩৪৭ (২০৩); আহমাদ ৩/১১৯ (১২১৯২), ৩/২৬৮ (১৩৮৩৪)।

জাহিলি যুগে মারা-যাওয়া আরও কয়েকজনের পরিণতি

আরবে মূর্তিপূজার প্রবর্তক আবূ খুযাআ

[৩৭০.] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ أَبُو خُزَاعَةَ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ

"সর্বপ্রথম যে-ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে উট ছেড়ে দিয়েছিল[২] এবং (আরবে) মূর্তিপূজার সূচনা করেছিল, সে হলো আবূ খুযাআ আমর ইবনু আমির[৩]। আমি তাকে জাহান্নামের ভেতর নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করতে দেখেছি।" '

আহমাদ ১/৪৪৬ (৪২৫৮), সহীহ লি-গাইরিহী (আরনাঊত), ১/৪৪৬ (৪২৫৯); তাবারানি, কাবীর ১০/৩৯৮ (১০৮০৮); তাবারানি, আওসাত ১/৭২-৭৩ (২০১); কানযুল উম্মাল ১২/৮২ (৩৪০৮৯), ১২/৮৩ (৩৪০৯৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৬ (৪৬০, ৪৬১)।

আবূ তালিব

আবূ তালিব মৃত্যুর সময়ও ইসলাম গ্রহণ করেননি

[৩৭১.] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তার কাছে এসে দেখেন—আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া ইবনিল মুগীরা সেখানে উপস্থিত। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

---

[১] 'লোকটির চেহারার অবস্থা দেখে নবি ﷺ বলেন' (আহমাদ ৩/১১৯ (১২১৯২))।

[২] أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "সর্বপ্রথম যে-ব্যক্তি ইবরাহীম عليه السلام-এর দ্বীনকে বিকৃত করেছিল" (তাবারানি, কাবীর ১০/৩৯৮ (১০৮০৮))।

[৩] عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةَ "আমর ইবনু লুহাই ইবনি কামাআ ইবনি খিনদিফ আবূ খুযাআ" (তাবারানি, কাবীর ১০/৩৯৮ (১০৮০৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

يَا عَمِّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ

"চাচা![১] আপনি [২]বলুন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই)। এ-কথার ভিত্তিতে আমি [৩]আল্লাহর কাছে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবো[৪]।"

এ-কথা শুনে আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া বলেন, "আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের রীতিনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে?!" এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তার সামনে সেই কালিমা পেশ করতে থাকেন, আর সেও[৫] সেই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে[৬]। [৭]একপর্যায়ে আবূ তালিব তার শেষ কথা তাদের জানিয়ে দেন যে, তিনি আবদুল মুত্তালিবের রীতিনীতির ওপরই অটল আছেন[৮], এবং তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকৃতি জানান।[৯] তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

أَمَا وَاللهِ، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ

"শপথ আল্লাহর! আমি আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাব, যতক্ষণ-না আমাকে আপনার ব্যাপারে[১০] নিষেধ করা হচ্ছে।"

---

[১] إِنَّكَ أَعْظَمُ النَّاسِ عَلَيَّ حَقًّا، وَأَحْسَنُهُمْ عِنْدِي يَدًا، وَلَأَنْتَ أَعْظَمُ عَلَيَّ حَقًّا مِنْ وَالِدِي، فَقُلْ كَلِمَةً تَجِبُ لِي بِهَا الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "আমার ওপর আপনার অধিকার সবার চেয়ে বেশি, আপনি আমার সর্বোত্তম শক্তি, আর আমার ওপর আপনার অধিকার আমার পিতার চেয়েও বেশি; সুতরাং এমন একটি বাক্য বলুন যার ভিত্তিতে কিয়ামাতের দিন (আপনার জন্য) সুপারিশ করা আমার ওপর বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।" (তাবারি, তাফসীর ১১/৪২)।

[২] مَعِي "আমার সঙ্গে সঙ্গে" (ওয়াহিদি ৫৩০)।

[৩] يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কিয়ামাতের দিন" (আহমাদ ২/৪৩৪ (৯৬১০))।

[৪] أُحَاجُّ "যুক্তি-প্রমাণ পেশ করব" (বুখারি ৩৮৮৪); أَشْفَعُ "সুপারিশ করব" (ইবনু হিব্বান ১৪/১৬৭ (৬২৭০))।

[৫] 'তারা দুজনও' (মুসলিম ১৩৩/৪০ (...))।

[৬] 'আল্লাহর রাসূল তার সামনে সেই কালিমা পেশ করে বলতে থাকেন—يَا عَمِّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ "চাচা! বলুন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তা হলে এর ভিত্তিতে আমি আল্লাহর কাছে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবো।" আর তারাও বলতে থাকে, "আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের রীতিনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে?!" (ইবনু সাদ ১/১২২)।

[৭] 'আবূ তালিব বলেন, "(ভাতিজা!) কুরাইশ (নারীরা) আমাকে এ-কথা বলে তিরস্কার করবে—সে (মৃত্যুর) ভয়ে এ কাজ করেছে! এ-আশঙ্কা না থাকলে আমি এ বাক্য বলে তোমার চোখ শীতল করে দিতাম।" ' (মুসলিম ১৩৫/৪২ (...); তাবারি ২০/৯২; ইবনু হিব্বান ১৪/১৬৭ (৬২৭০); ইবনু মানদাহ, ঈমান ৩৮)।

[৮] 'আবূ তালিবের সর্বশেষ কথা ছিল "আমি আবদুল মুত্তালিবের রীতিনীতির অনুসারী" (ইবনু সাদ ১/১২২)।

[৯] 'এরপর তিনি মারা যান' (ইবনু সাদ ১/১২২); 'তিনি কাফির অবস্থায় মারা যান।' (বাইহাকি ২/৩৪২–৩৪৩)।

[১০] عَنْهُ "এ-ব্যাপারে" (বুখারি ৩৮৮৪)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন[১]—

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

"নবি ও ঈমানদারদের জন্য শোভনীয় নয় যে—তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, এরা নিকটাত্মীয় হলেও, যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে—এরা জাহান্নামী।" (সূরা আত-তাওবা ১১৩)

আল্লাহ তাআলা আবূ তালিব সম্পর্কে আয়াত নাযিল করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন—

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকে হিদায়াত দিতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দেন; কারা হিদায়াত লাভের উপযুক্ত, তা তিনি ভালো জানেন।" (সূরা আল-কাসাস ৫৬) '

মুসলিম ১৩২/৩৯ (২৪), ১৩৩/৪০ (...), ১৩৪/৪১ (২৫), ১৩৫/৪২ (...); বুখারি ১৩৬০, ৩৮৮৪, ৪৬৭৫, ৪৭৭২, ৬৬৮১; তিরমিযি ৩১৮৮; নাসাঈ ২০৩৫; আহমাদ ২/৪৩৪ (৯৬১০), ৫/৪৩৩ (২৩৬৭৪); নাসাঈ, কুবরা ২১৭৩; আবূ আওয়ানা ২২, ২৩, ২৪; আবদুর রাযযাক, তাফসীর ১/২৮৮; তাবারি, তাফসীর ১১/৪১, ১১/৪২, ২০/৯২; তাবারানি, কাবীর ২০/৩৪৯ (৮২০); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ৪/১৭৩ (৩০৩৩); ইবনু হিব্বান ৩/২৬২–২৬৩ (৯৮২), ১৪/১৬৭ (৬২৭০); ইবনু আবী আসিম, আহাদ ২/৪২ (৭২০), ২/৪৩ (৭২১); ইবনু মানদাহ, ঈমান ৩৭, ৩৮, ৩৯; বাইহাকি, দালাইল ২/৩৪২–৩৪৩, ২/৩৪৩, ২/৩৪৪, ২/৩৪৪–৩৪৫; ওয়াহিদি ৫৩০, ৬৬১, ৬৬২; ইবনু সাদ ১/১২২; তহাভি, শারহ মুশকিল ৬/২৮৩–২৮৪ (২৪৮৪), ৬/২৮৪ (২৪৮৫), ৬/২৮৫ (২৪৮৬); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ১২৭৪।

তবে, নবি ﷺ-এর সঙ্গে সুসম্পর্কের ওসীলায় তার শাস্তি কিছুটা কমানো হয়েছে

[৩৭২] [২]উম্মু সালামা রা. থেকে বর্ণিত, 'বিদায় হজের বছর হারিস ইবনু হিশাম নবি ﷺ-এর কাছে [৩]এসে বলেন,

"আল্লাহর রাসূল! আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ করা, ইয়াতীমকে আশ্রয় দেওয়া, মেহমানকে আপ্যায়ন করা, অভাবী লোকদের খাবার খাওয়ানো—এসব কাজ আমি করে চলেছি। আর এ সবগুলোই করতেন হিশাম ইবনুল মুগীরা।[৪] আল্লাহর রাসূল, তার (পরিণতি) সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

নবি ﷺ বলেন—

كُلُّ قَبْرٍ لَا يَشْهَدُ صَاحِبُهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَهُوَ جَذْوَةٌ مِنَ النَّارِ، وَقَدْ وَجَدْتُ عَمِّي أَبَا طَالِبٍ فِي

---

[১] 'আবূ তালিবের মৃত্যুর পর এ-আয়াত নাযিল হওয়ার আগ-পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন—' (ইবনু সাদ ১/১২২)।

[২] নবি ﷺ-এর স্ত্রী (তাবারানি, আওসাত ৫/২১৭ (৭৩৮৯))।

[৩] 'একবার' (তাবারানি, আওসাত ৫/২১৭ (৭৩৮৯))।

[৪] "আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ করা, ইয়াতীমকে আশ্রয় দেওয়া, মেহমানকে আপ্যায়ন করা, অভাবী লোকদের খাবার খাওয়ানো—এসব কাজে আপনি উৎসাহ দিয়ে থাকেন। এ সবগুলোই হিশাম ইবনুল মুগীরা পালন করতেন।" (তাবারানি, আওসাত ৫/২১৭ (৭৩৮৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

طَمْطَامٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجَهُ اللهُ بِمَكَانِهِ مِنِّي وَإِحْسَانِهِ إِلَيَّ فَجَعَلَهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ

"যে-কবরের বাসিন্দা এ-সাক্ষ্য দেয়নি যে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, সে জাহান্নামের একটি জ্বলন্ত লাকড়ি। আমার চাচা আবূ তালিবকে দেখেছিলাম জাহান্নামের মাঝখানে; আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ও আমার প্রতি তার সদাচরণ—এসবের ভিত্তিতে আল্লাহ তাকে সেখান থেকে বের করে এনে, জাহান্নামের অগভীর অংশে রেখেছেন।" '

তাবারানি, কাবীর ২৩/৪০৫ (৯৭২), বর্ণনাসূত্রের আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আকীলের হাদীস মুনকার, মুহাদ্দিসগণ তার হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন না, তবে (কারও কারও পক্ষ থেকে) তাকে বিশ্বস্ত আখ্যায়িত করা হয়েছে (হাইসামি), হাইসামি একাধিকবার তার হাদীসকে হাসান বলেছেন (দারানি); তাবারানি, আওসাত ৫/২৯৭ (৭৩৮৯); কানযুল উম্মাল ১২/১৫১ (৩৪৪৩৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৮ (৪৭১)।

হাতিম তাঈ

[৩৭৩.] সাহল ইবনু সাদ সাইদি ﵁ বলেন, 'আদি ইবনু হাতিম ﵁ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলেন,

"আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন, অসহায় লোকদের বোঝা কাঁধে তুলে নিতেন, (মানুষকে) খাবার খাওয়াতেন[১]।"

নবি ﷺ বলেন, هَلْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ "তিনি কি ইসলামের নাগাল পেয়েছিলেন?" আদি বলেন, "না।" নবি ﷺ বলেন—

إِنَّ أَبَاكَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ فَذُكِرَ

"তোমার পিতা (লোকমুখে) আলোচিত হতে চেয়েছিলেন, ইতোমধ্যে তিনি আলোচিত হয়ে গিয়েছেন।[২]" '

তাবারানি, কাবীর ৬/১৯৭ (৫৬৮৭), বর্ণনাসূত্রে রিশদীন ইবনু সাদ পরিত্যাজ্য (হাইসামি), ১৭/১০৪ (২৫০); আহমাদ ৪/২৫৮ (১৮২৬২, প্রথম অংশ), হাসান (আরনাউত); বাযযার (কাশফ) ১/৬৪ (৯২); কানযুল উম্মাল ৬/৪৫১ (১৬৪৯৫, ১৬৪৯৬), ১৪/৩৫ (৩৭৮৬৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৯ (৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬)।

আমির দব্বি

[৩৭৪.] সালমান ইবনু আমির দব্বি ﵁ বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলি,

"আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন, এবং কোনোকিছুর দায়িত্ব পেলে তা সুন্দরভাবে পালন করতেন।"

নবি ﷺ বলেন, وَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ "তবে তিনি ইসলামের (যুগ) নাগাল পাননি?" তিনি বলেন,

---

[১] "আর এই এই কাজ করতেন" (তাবারানি, কাবীর ১৭/১০৪ (২৫০))।

[২] إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ "তোমার পিতা একটি জিনিস চেয়েছিলেন, আর তিনি তা পেয়ে গিয়েছেন।" অর্থাৎ তিনি আলোচিত হতে চেয়েছিলেন। (তাবারানি, কাবীর ১৭/১০৪ (২৫০)); ذَاكَ رَجُلٌ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ "তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়ে গিয়েছেন।" (বাযযার (কাশফ) ১/৬৪ (৯২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"না।[১]" আমি ফেরার জন্য রওয়ানা হলে, তিনি বলেন عَلَيَّ بِالشَّيْخِ "বয়স্ক লোকটিকে ডাকো।" (এরপর) তিনি বলেন—

يَكُوْنُ ذٰلِكَ فِيْ عَقِبِكَ، فَلَنْ يَذِلُّوْا أَبَدًا، وَلَنْ يَفْتَقِرُوْا أَبَدًا

"তিনি তোমার পেছনে থাকবেন, ফলে তারা কখনও অপদস্থ হবে না, নিঃস্বও হবে না।" '

তাবারানি, কাবীর ৬/২৭৬ (৬২১৩), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি), ইসনাদটি হাসান (দারানি); বুখারি, তারীখ ৪/১৩৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৯ (৪৭৭)।

কবি ইমরাউল কাইস

[৩৭৫.] সাঈদ ইবনু ফারওয়া ইবনি আফীফ ইবনি মা'দীকারিব তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় ইয়ামান থেকে একটি প্রতিনিধিদল এসে (কবি) ইমরাউল কাইস ইবনু হুজর কিনদি'র কথা আলোচনা করে। একপর্যায়ে তারা তার কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করে, যেখানে আরবের সা'রিখ জলাধারের উল্লেখ ছিল। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

ذَاكَ رَجُلٌ مَذْكُوْرٌ فِي الدُّنْيَا، مَنْسِيٌّ فِي الْآخِرَةِ، شَرِيْفٌ فِي الدُّنْيَا، خَامِلٌ فِي الْآخِرَةِ، يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُ لِوَاءُ الشُّعَرَاءِ يَقُوْدُهُمْ إِلَى النَّارِ

"সে এমন এক লোক—যে দুনিয়ায় আলোচিত, কিন্তু পরকালে বিস্মৃত, দুনিয়ায় সম্মানিত, তবে পরকালে গুরুত্বহীন; সে কিয়ামাতের দিন কবিদের পতাকা নিয়ে হাজির হবে, (আর) তাদের নেতৃত্ব দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।" '

তাবারানি, কাবীর ১৮/১০০ (১৮০), সাঈদ ইবনু ফারওয়া ইবনি আফীফ ইবনি মা'দীকারিবের আলোচনা করতে কাউকে দেখিনি (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৯ (৪৭৮)।

হিশাম ইবনুল মুগীরা

[৩৭৬.] মুজাহিদ ﵀ থেকে বর্ণিত, 'উম্মু সালামা ﵂ বলেন,

"আল্লাহর রাসূল! হিশাম ইবনুল মুগীরা খাবার খাওয়াত, মেহমানদের আপ্যায়ন করত, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখত, এবং বিপদগ্রস্ত মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করত[২]। সে আপনাকে পেলে ইসলাম গ্রহণ করত। সে কি এসব কাজের কোনও বিনিময় পাবে?"

নবি ﷺ বলেন—

إِنَّهُ عَمَلٌ كَانَ يُعْطِيْ لِلدُّنْيَا وَذِكْرِهَا وَحَمَالِهَا، وَمَا قَالَ يَوْمًا قَطُّ اغْفِرْ لِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ

---

[১] "তিনি ইসলামের (যুগ শুরু হওয়ার) আগে মারা গিয়েছেন।" (বুখারি, তারীখ ৪/১৩৬)।

[২] আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, 'সে বন্দিদের মুক্ত করে দিত' (আল-মাতালিব ৩/৫২ (২৮৫৪)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"[১]দুনিয়ার সৌন্দর্যবোধ[২], দুনিয়ার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকা—এসব দুনিয়াদারির উদ্দেশে তোমার চাচা[৩] দানখয়রাত করত। তাছাড়া, সে কোনোদিনও বলেনি—'[৪]বিচারের দিন তুমি আমাকে মাফ করে দিয়ো।" '

তাবারানি, কাবীর ২৩/৩৯১ (৯৩২), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি), ইসনাদটি সহীহ (দারানি); আবূ ইয়া'লা ১২/৪০১–৪০২ (৬৯৬৫); আল-মাতালিব ৩/৫২ (২৮৫৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৮ (৪৭২)।

হুছাইন ইবনু উবাইদ

[৩৭৭.] ইমরান ইবনু হুছাইন ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তার পিতা হুছাইন[৫] নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে,

"একব্যক্তি মেহমানদের আপ্যায়ন করত, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখত, (তবে) মারা গিয়েছে আপনার আগে, যেমনটি হয়েছে আপনার পিতার ক্ষেত্রেও[৬]। এমন ব্যক্তি(র পরিণতি) সম্পর্কে ভেবে দেখেছেন?"

নবি ﷺ বলেন—إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ أَنْتَ فِي النَّارِ "আমার পিতা ও তোমার পিতা উভয়ে জাহান্নামে।" কিছুদিন পর[৭] হুছাইন মুশরিক অবস্থায় মারা যায়।'

তাবারানি, কাবীর ১৮/২২০ (৫৪৯), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি), ১৮/২২০ (৫৪৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৭ (৪৬৭)।

এক বেদুইনের পিতা

[৩৭৮.] আমির ইবনু সাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর কাছে এক বেদুইন এসে বলে, "আমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন, আর এই এই (ভালো) কাজ করতেন। তিনি এখন কোথায় আছেন?" নবি ﷺ বলেন, فِي النَّارِ "জাহান্নামে।" জবাব শুনে বেদুইন লোকটি যেন দুঃখ পেল। সে বলল, "আল্লাহর রাসূল! তা হলে আপনার পিতা কোথায় আছেন?" নবি ﷺ বলেন—

حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ

"যেখানেই কোনও কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে যাবে, তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দেবে।"

---

[১] لَا "না।" (আবূ ইয়া'লা ১২/৪০১–৪০২ (৬৯৬৫))।

[২] خُـنْـذُفَـا "দুনিয়ার জীবনে প্রশংসা লাভ করা" (আবূ ইয়া'লা ১২/৪০১–৪০২ (৬৯৬৫))।

[৩] ابْنُ عَـمِّـكَ "তোমার চাচাতো ভাই" (আসকালানি, মাতালিব ৩/৫২ (২৮৫৪))।

[৪] رَبِّ "রব আমার!" (আবূ ইয়া'লা ১২/৪০১–৪০২ (৬৯৬৫))।

[৫] 'ইবনু উবাইদ' (তাবারানি, কাবীর ১৮/২২০ (৫৪৮))।

[৬] "যেমনটি আপনার পিতা করতেন" (তাবারানি, কাবীর ১৮/২২০ (৫৪৮))।

[৭] 'এর বিশ রাত পর' (তাবারানি, কাবীর ১৮/২২০ (৫৪৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরে সেই বেদুইন ইসলাম গ্রহণ করে বলেন,

"আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে এক কষ্টকর কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। (এর পর থেকে) যে কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে গিয়েছি, তাকেই জাহান্নামের সুসংবাদ দিয়েছি।" '

তাবারানি, কাবীর ১/১৪৫ (৩২৬), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ১/৬৪–৬৫ (৯৩); বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ ১/১৯১–১৯২; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৭–১১৮ (৪৬৮)।

মুলাইকা

[৩৭৯.] সালামা ইবনু ইয়াযীদ[১] ﷺ বলেন, 'আমি ও আমার ভাই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলি,

"আল্লাহর রাসূল! আমাদের মা[২] জাহিলি যুগে মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন[৩]। তার এসব কাজ কি তার কোনও উপকারে আসবে?"

নবি ﷺ বলেন, لَا "না।" আমরা বলি, "তিনি আমাদের[৪] এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বোনকে [৫]জ্যান্ত পুঁতে ফেলেছিলেন।[৬]" তখন নবি ﷺ বলেন—

الْمَوْءُودَةُ وَالْوَائِدَةُ فِي النَّارِ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ فَتُسْلِمَ

"[৭]যাকে পোঁতা হয়েছে, আর যে পুঁতেছে—উভয়ে জাহান্নামী[৮], তবে যে পুঁতেছে সে যদি ইসলামের যুগ পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে, তার কথা ভিন্ন[৯]।" '

তাবারানি, কাবীর ৭/৪৪ (৬৩১৯), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি), ইসনাদটি সহীহ (দারানি), ৭/৪৫ (৬৩২০), ১০/১১৪ (১০০৫৯), ১০/১৭০ (১০২৩৬); নাসাঈ, কুবরা ১১৫৮৫; আহমাদ ৩/৪৭৮ (১৫৯২৩); বুখারি, তারীখ ৪/৭২, ৪/৭২–৭৩, ৪/৭৩; আবু দাউদ ৪৭১৭; বাযযার ৫/৩৬ (১৫৯৬); ইবনু হিব্বান ১৬/৫২১–৫২৩ (৭৪৮০); ইবনু আবী আসিম, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী ৪/৪২১ (২৪৭৪), ৪/৪২২ (২৪৭৫); কানযুল উম্মাল ১/৭২ (২৮১), ১৫/২৫–২৬ (৩৯৯১৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৮ (৪৭৩)।

---

[১] জু'ফি (আহমাদ ৩/৪৭৮ (১৫৯২৩))।

[২] "মুলাইকা" (আহমাদ ৩/৪৭৮ (১৫৯২৩))।

[৩] "আর এই এই কাজ করতেন। তিনি জাহিলি যুগে মারা গিয়েছেন।" (আহমাদ ৩/৪৭৮ (১৫৯২৩))।

[৪] "তার" (নাসাঈ, কুবরা ১১৫৮৫)।

[৫] "জাহিলি যুগে" (নাসাঈ, কুবরা ১১৫৮৫)।

[৬] "সেটি কি তার (অর্থাৎ প্রোথিত বোনের) কোনও উপকারে আসবে?" (আহমাদ ৩/৪৭৮ (১৫৯২৩))।

[৭] أُمُّكُمَا فِي النَّارِ "তোমাদের মা জাহান্নামে।" (বুখারি ৪/৭৩)।

[৮] 'যাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়েছে, তার জাহান্নামী হওয়া'র ব্যাপারে নবি ﷺ-এর এ উক্তিটির কোনও নেপথ্য ও পারিপার্শ্বিক কারণ জানা যায়নি। হতে পারে, কোনও বিশেষ ধারণা নাকচ করে দেওয়ার জন্য নবি ﷺ এ কথাটি বলেছিলেন। তবে এ-ব্যাপারে নবি ﷺ অন্যত্র যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যারা মারা যায় তারা জান্নাতী। পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

[৯] فَيَغْفِرُ اللّٰهُ عَنْهَا "সে-ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন" (আহমাদ ৩/৪৭৮ (১৫৯২৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যারা মারা যায় তাদের পরিণতি

[৩৮০.] ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "জান্নাতী কারা?" জবাবে তিনি বলেন—

النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْءُودَةُ فِي الْجَنَّةِ

» "নবিরা জান্নাতী,

» শহীদরা জান্নাতী,

» যারা শিশু (অবস্থায় মারা গিয়েছে) তারা জান্নাতী, এবং

» যাদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়েছে তারা জান্নাতী।" '

বাযযার (কাশফ) ৩/৩০–৩১ (২১৬৮), মুহাম্মাদ ইবনু মুআবিয়া ইবনি মালিজ বাদে বর্ণনাসূত্রের অন্যরা বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি), ইসনাদটি জাইয়িদ (দাবানি), ৩/৩১ (২১৬৯); আহমাদ ৫/৫৮ (২০৫৮৩), ৫/৫৮ (২০৫৮৫), ৫/৪০৯ (২৩৪৭৬); ইবনু আবী শাইবা ৫/৩৩৯ (১৯৮৫২); আবূ দাউদ ২৫২১; তাবারানি, কাবীর ১/২৮৬ (৮৩৮); বাইহাকি, কুবরা ৯/১৬৩ (১৮৫৬১); আত-তামহীদ ১৮/১১৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/২১৯ (১১৯৯৬, ১১৯৯৭, ১১৯৯৮)।

নেককার সন্তান মুশরিক পিতার কোনও উপকারে আসবে না

[৩৮১.] আবূ সাঈদ[১] ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَيَأْخُذَنَّ رَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَيَقْطَعَنَّهُ نَارًا يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَيُنَادَى أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَبِي فَيُحَوَّلُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ وَرِيحٍ مُنْتِنَةٍ فَيَتْرُكُهُ

"কিয়ামাতের দিন একব্যক্তি তার পিতার হাত ধরে আগুন অতিক্রম করে তাকে জান্নাতে নিতে চাইবে।[২] তখন তাকে ডেকে বলা হবে[৩]—জান্নাতে কোনও মুশরিক প্রবেশ করতে পারবে না, [৪]আল্লাহ প্রত্যেক মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। সে বলবে—রব আমার! ইনি তো আমার পিতা! তখন তার পিতাকে বিশ্রী আকৃতি ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুতে বদলে দেওয়া হলে[৫], সে তাকে ছেড়ে দেবে।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবিগণ মনে করতেন, সেই ব্যক্তিটি হবেন ইবরাহীম ﵇। অবশ্য আল্লাহর রাসূল ﷺ উপরিউক্ত বর্ণনার চেয়ে বেশি কিছু বলেননি[৬]।'

---

[১] খুদরি (ইবনু হিব্বান ১/৪৮৬–৪৮৭ (২৫২))।

[২] فَلَيَقْطَعَنَّهُ النَّارَ "আগুন তাকে (তার পিতার কাছ থেকে) বিচ্ছিন্ন করে দেবে" (হাকিম ৪/৫৮৭–৫৮৮ (৮৭৪৬))।

[৩] يُنَادِيْ مُنَادٍ "এক ঘোষক ডেকে বলবে" (বাযযার (কাশফ) ১/৬৫ (৯৪))।

[৪] أَلَا "সাবধান!" (হাকিম ৪/৫৮৭–৫৮৮ (৮৭৪৬))।

[৫] فَيَتَحَوَّلُ فِيْ غَيْرِ صُوْرَتِهِ "তার চেহারা ভিন্ন রূপে বদলে গেলে" (বাযযার (কাশফ) ১/৬৫ (৯৪))।

[৬] 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের এ ধারণাকে নাকচ করে দেননি' (বাযযার (কাশফ) ১/৬৫ (৯৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু ইয়া'লা ২/৩১৫ (১০৪৯), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ১/৬৫ (৯৪); ইবনু হিব্বান ১/৪৮৬–৪৮৭ (২৫২); হাকিম ৪/৫৮৭–৫৮৮ (৮৭৪৬); কানযুল উম্মাল ১১/৪৮৮ (৩২৩০৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৮ (৪৬৯)।

[৩৮২] আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন—

يَلْقَى رَجُلٌ أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَهُ: يَا أَبَتِ أَيَّ ابْنٍ كُنْتُ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ: خَيْرَ ابْنٍ فَيَقُوْلُ: هَلْ أَنْتَ مُطِيْعِي الْيَوْمَ؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ فَيَقُوْلُ: خُذْ بِإِزْرَتِي فَيَأْخُذُ بِإِزْرَتِهِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ حَتَّى يَأْتِيَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ يَعْرِضُ الْخَلْقَ فَيَقُوْلُ يَا عَبْدِيْ ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ، فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ وَأَبِي مَعِي فَإِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي قَالَ: فَيَمْسَخُ اللهُ أَبَاهُ ضَبُعًا فَيُعْرِضُ عَنْهُ فَيَهْوِيْ فِي النَّارِ فَيَأْخُذُ بِأَنْفِهِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا عَبْدِيْ أَبُوْكَ هُوَ؟ فَيَقُوْلُ: لَا وَعِزَّتِكَ

"একব্যক্তি কিয়ামাতের দিন তার পিতার সঙ্গে দেখা করে বলবে, 'আব্বা! আমি আপনার কেমন ছেলে ছিলাম?' সে বলবে, 'সবচেয়ে ভালো ছেলে।' ছেলে বলবে, 'আজকে আমার কথা শুনবেন?' পিতা বলবে, 'হ্যাঁ!' ছেলে বলবে, 'আমার কোমরবন্ধনী ধরুন।' সে তার কোমরবন্ধনী ধরবে। তখন সে পিতাকে[১] নিয়ে চলতে চলতে আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে, তিনি তখন সৃষ্টিকুলের সামনে দৃশ্যমান থাকবেন। আল্লাহ বলবেন, 'বান্দা আমার! জান্নাতের যে-দরজা দিয়ে তোমার মন চায়, ঢুকো।' সে বলবে, 'রব আমার! আমার পিতা আমার সঙ্গে আছেন। তুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলে—তুমি আমাকে অপদস্থ করবে না।'[২] আল্লাহ তাআলা তার পিতাকে বিকৃত করে হায়েনা বানিয়ে তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। এরপর সে জাহান্নামে পড়বে। তার নাক ধরে আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'বান্দা আমার! এ কি তোমার পিতা?' সে বলবে, 'আপনার শক্তিমত্তার কসম, না[৩]।' " '

হাকিম ৪/৫৮৯ (৮৭৫০), মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ (হাকিম ও যাহাবি); বাযযার (কাশফ) ১/৬৬ (৯৭), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১১/৪৮৯ (৩২৩০৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১১৮ (৪৭০)।

---

[১] فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ "তার হাত ধরে" (বাযযার (কাশফ) ১/৬৬ (৯৭))।

[২] ثُمَّ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ "এরপর সে (আবার) অনুরূপ কথা বলবে।" (বাযযার (কাশফ) ১/৬৬ (৯৭))।

[৩] فَيَقُوْلُ أَبُوْكَ: فَيَقُوْلُ لَا أَعْرِفُكَ "(জাহান্নামে পড়ার সময়) পিতা বলবে, 'আমি তোমার পিতা!' ছেলে বলবে, 'আমি তোমাকে চিনি না।' " (বাযযার (কাশফ) ১/৬৬ (৯৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবীরা গোনাহ

আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা-ই কবীরা গোনাহ

[৩৮৩.] ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন—

كُلُّ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيْرَةٌ

"আল্লাহ যা-কিছু নিষেধ করেছেন, তা-ই কবীরা গোনাহ।"

তাবারানি, কাবীর ১৮/১৪০ (২৯৩, শেষাংশ), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে হাসান মুদাল্লিস (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৩ (৩৮৭, শেষাংশ)।

কবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ

[৩৮৪.] জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

اجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ، وَسَدِّدُوا، وَأَبْشِرُوا

"বড়ো বড়ো গোনাহ থেকে দূরে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, আর (জান্নাতের) সুসংবাদ লও।" '

আহমাদ ৩/৩৯৪ (১৫২৩৮), হাদীসটি সহীহ, তবে ইবনু লাহীআর দরুন বর্ণনাসূত্রটি ত্রুটিযুক্ত (আরনাউত), ৩/৩৩৬ (১৪৬০৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২-১০৩ (৩৮২)।

কবীরা গোনাহ এড়িয়ে চলার বিনিময় জান্নাত

[৩৮৫.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মিম্বারে উঠে বলেন—

لَا أُقْسِمُ لَا أُقْسِمُ لَا أُقْسِمُ

"আমি শপথ করে বলছি, আমি শপথ করে বলছি, আমি শপথ করে বলছি।"

তারপর (মিম্বার থেকে) নেমে বলেন—

أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا إِنَّهُ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ

"সুসংবাদ লও! সুসংবাদ লও! যে-ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, আর কবীরা গোনাহগুলো এড়িয়ে চলবে—সে জান্নাতের যে-দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।" '

মুত্তালিব বলেন, 'আমি একব্যক্তিকে শুনলাম, সে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ-কে জিজ্ঞেস করছে—"আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সেসব (কবীরা গোনাহ) সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ! (নবি ﷺ বলেছেন, সেগুলো হলো—)

عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَالشِّرْكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالْفِرَارُ مِنَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الزَّحْـفِ وَأَكْلُ الرِّبَـا

'পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, মানুষ হত্যা করা, সচ্চরিত্রের নারীদের অপবাদ দেওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া, এবং সুদ খাওয়া।' " '

তাবারানি, কাবীর ১৪/৬ (১৪৫৮৯), বর্ণনাসূত্রে মুসলিম ইবনুল ওলীদ ইবনিল আব্বাস আছেন, তার সম্পর্কে আলোচনা করতে কাউকে দেখিনি (হাইসামি); আত-তারগীব ২/৩০৩ (৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৩–১০৪ (৩৮৯)।

রাসূল ﷺ-এর যুগের অনেক ধ্বংসাত্মক গোনাহকে আজকাল তুচ্ছ মনে করা হয়

[৩৮৬.] আবূ সাঈদ رضي الله عنه বলেন, "তোমরা এমন কিছু কাজ করছো, যা তোমাদের চোখে চুলের চেয়েও সরু মনে হবে, অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগে আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক গোনাহ হিসেবে গণ্য করতাম।"

আহমাদ ৩/৩ (১০৯৯৫), হাদীসটি সহীহ (আরনাউত); বাযযার (কাশফ) ১/৭২ (১০৮); আত-তারগীব ৩/৩১৩ (৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৬ (৪০৪)।

যেসব কাজ কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত

শির্ক, খুন, সুদখোরি, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ, জিহাদের সময় পলায়ন, অপবাদ আরোপ, মুসলিম পিতামাতার অবাধ্যতা ও কা'বার সম্মানহানি

[৩৮৭.] উবাইদ ইবনু উমাইর লাইসি رضي الله عنه তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'বিদায় হজের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ أَوْلِيَـاءَ اللهِ الْمُصَلُّـوْنَ وَمَـنْ يُقِيْـمُ الصَّلَـوَاتِ الْخَمْـسَ الَّـتِي كَتَبَهُـنَّ اللهُ عَلَيْـهِ، وَيَصُـوْمُ رَمَضَـانَ وَيَحْتَسِـبُ صَوْمَـهُ وَيُـؤْتِي الـزَّكَاةَ طَيِّبَـةً بِهَـا نَفْسُـهُ يَحْتَسِـبُهَا، وَيَجْتَنِـبُ الْكَبَائِـرَ الَّـتِي نَـهَى اللهُ عَنْهَـا

"আল্লাহর ওলি বা বন্ধু হলো নামাজ আদায়কারীরা, আর যারা[১]—

» [২]পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম রাখে, যা আল্লাহ তাদের ওপর ফরজ করেছেন;

» রমজান মাসে[৩] রোযা রাখে, আর আল্লাহর কাছে তাদের রোযার প্রতিদান আশা করে;

» খুশিমনে যাকাত দেয়, আর যাকাতের প্রতিদান আশা করে আল্লাহর কাছে; এবং

» যেসব বড়ো বড়ো গোনাহের ব্যাপারে আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকে।"

তখন এক সাহাবি বলেন, "আল্লাহর রাসূল! বড়ো বড়ো গোনাহ কয়টি?" নবি ﷺ বলেন,

---

[১] أَلَا وَإِنَّهُ مَنْ "মনে রেখো—তারা হলো সেসব লোক, যারা..." (বাইহাকি, কাবীর ১০/১৮৬ (২০৭৮৯))।

[২] يَرَاهَا لِلّٰهِ عَلَيْهِ حَقًّا "তার ওপর আল্লাহর অধিকার মনে করে" (বাইহাকি, কাবীর ১০/১৮৬ (২০৭৮৯))।

[৩] وَيَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ حَقٌّ "নিজের দায়িত্ব মনে করে" (তহাবি, শারহু মুশকিল ৮৯৮; হাকিম ১/৫৯ (১৯৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

هِيَ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ إِلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوَابُهَا مَصَارِيعُ الذَّهَبِ

“বড়ো বড়ো গোনাহ নয়টি—

» সবচেয়ে বড়ো গোনাহটি হলো আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা;

» অন্যায়ভাবে মুমিনকে হত্যা করা[১];

» জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া;

» সতী নারীকে অপবাদ দেওয়া;

» জাদু করা;

» ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা;

» সুদ খাওয়া;

» মুসলিম পিতামাতার অবাধ্য হওয়া;[২]

» সম্মানিত কা'বার সম্মানহানি করা, যা তোমাদের জীবিত ও মৃত উভয়াবস্থায় কিবলা।[৩]

যে-ব্যক্তি এসব বড়ো বড়ো গোনাহ না করে, নামাজ কায়েম রেখে এবং যাকাত আদায় করে মারা যাবে, সে এমন এক জান্নাতের মাঝখানে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করবে, যার দরজার পাল্লাগুলো স্বর্ণ দিয়ে তৈরি।”

তাবারানি, কাবীর ১৭/৪৭–৪৮ (১০১), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); আহমাদ ২/২০১ (৬৮৮৪); তহাভি, শারহু মুশকিল ২/৩৫২ (৮৯৮); হাকিম ১/৫৯ (১৯৭), ৪/২৬০ (৭৬৬৬); বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা ১০/১৮৬ (২০৭৮৯); উকাইলি, আদ-দুআফা ৩/৪৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৮ (১৪৩)।

অন্যায় লড়াইয়ে খুনি ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী

[৩৮৮.] আহনাফ ইবনু কাইস ؓ বলেন, ‘আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য যাই[৪]। একপর্যায়ে আবূ বাকরা ؓ-এর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলেন, “[৫]কোথায় যাচ্ছ?” আমি বলি, “এ ব্যক্তিকে[৬] সাহায্য করার জন্য।” তিনি বলেন,

---

[১] قَتْلُ النَّفْسِ “প্রাণহরণ করা” (আহমাদ ২/২০১ (৬৮৮৪))।

[২] الْيَمِينُ الْغَمُوسُ “মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অন্যের অধিকার হরণ করা” (আহমাদ ২/২০১ (৬৮৮৪))।

[৩] অর্থাৎ, জীবিত অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতে হয় এবং মৃতব্যক্তির জানাযা ও দাফনের সময়ও কাবা'মুখী হতে হয়।

[৪] ‘গোলযোগের রাতে আমি আমার হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।’ (বুখারি ৭০৮৩)।

[৫] “আহনাফ!” (মুসলিম ৭২৫২/১৪ (২৮৮৮))।

[৬] ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই (আলি ؓ)-কে’ (বুখারি ৭০৮৩)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

“[১]ফিরে যাও। কারণ, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

‘দুজন মুসলিম তরবারি নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে, খুনি ও নিহত[২] জাহান্নামী।[৩]’
আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর পরিণতি বুঝে এলো, কিন্তু নিহত ব্যক্তির এ পরিণতি কেন?’ নবি ﷺ বলেন—

إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

‘সেও তার প্রতিপক্ষকে খুন করার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল[৪]।’ ” ’

বুখারি ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩; মুসলিম ৭২৫২/১৪ (২৮৮৮), ৭২৫৩/১৫ (...), ৭২৫৪ (...), ৭২৫৫/১৬ (...); আহমাদ ৫/৪১ (২০৪২৪), ৫/৪৩ (২০৪৩৯); নাসাঈ ৪১১৬, ৪১১৭, ৪১১৮, ৪১১৯, ৪১২০, ৪১২১, ৪১২২, ৪১২৩, ৪১২৪; নাসাঈ, কুবরা ৩৫৬৮, ৩৫৬৯, ৩৫৭০, ৩৫৭১, ৩৫৭২, ৩৫৭৩, ৩৫৭৪, ৩৫৭৫, ৩৫৭৬।

ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেওয়া, আত্মসাৎ করা

[৩৮৯.] মুআয ইবনু জাবাল ؓ থেকে বর্ণিত, ‘একব্যক্তি বলল[৫], “আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল শেখান, যা মেনে চললে আমি জান্নাতে যাব।” নবি ﷺ বললেন—[৬]

لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ حُرِّقْتَ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ لَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، لَا تُنَازِعِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ، أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعِ الْعَصَا عَنْهُمْ، أَخِفْهُمْ فِي اللهِ، لَا تَغْلُلْ، لَا تَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ

» “আল্লাহর সঙ্গে কোনও শির্ক কোরো না, তোমাকে যদি পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবুও[৭];

---

[১] “আহনাফ!” (মুসলিম ৭২৫২/১৪ (২৮৮৮))।

[২] كِلَاهُمَا “উভয়ে” (বুখারি ৭০৮৩)।

[৩] إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ، فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعًا “দুজন মুসলিম যখন অস্ত্র নিয়ে নিজের ভাইয়ের ওপর হামলা করে, তখন তারা থাকে জাহান্নামের কিনারায়; একজন অপরজনকে খুন করে ফেললে, উভয়ে জাহান্নামে ঢুকে যায়।” (মুসলিম ৭২৫৫/১৬ (...)); خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا “উভয়ে জাহান্নামে পড়ে যায়” (নাসাঈ ৪১১৬)।

[৪] إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ “সেও তার প্রতিপক্ষকে খুন করতে চেয়েছিল” (বুখারি ৭০৮৩)।

[৫] ‘একব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল’ (তাবারানি, আওসাত ৬/৪৯–৫০ (৭৯৫৬))।

[৬] মুআয ؓ বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে দশটি কাজের আদেশ দিয়েছেন—’ (আহমাদ ৫/২৩৮ (২২০৭৫))।

[৭] وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ “তোমাকে যদি নির্যাতন করা হয়, পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবুও” (তাবারানি, আওসাত ৬/৪৯–৫০ (৭৯৫৬)); وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ “তোমাকে যদি হত্যা করা হয়, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তবুও” (আহমাদ ৫/২৩৮ (২২০৭৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» পিতামাতার অনুগত থেকো, তারা যদি তোমার ধনসম্পদ থেকে[১] তোমাকে বের করে দেয়, তবুও[২];

» মদপান কোরো না, কারণ তা হলো সকল অনিষ্টের[৩] চাবি;[৪]

» ইচ্ছা করে নামাজ ছেড়ে দিয়ো না, কারণ যে ইচ্ছা করে নামাজ ছেড়ে দেয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়;

» নেতৃত্বের হকদারদের সঙ্গে (নেতৃত্ব নিয়ে) লড়াই কোরো না, তোমার যদি মনে হয়[৫] (নেতৃত্বদানে) তোমার অধিকার আছে, তবুও;[৬]

» সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের লোকদের পেছনে খরচ কোরো, তবে তাদের ওপর থেকে [৭]লাঠি তুলে নিয়ো না,

» পরিবারের লোকদের ভেতর আল্লাহর ভয় জাগিয়ো;

» আত্মসাৎ কোরো না;

» জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যেয়ো না[৮]।" '

তাবারানি, কাবীর ২০/৮২ (১৫৬), বর্ণনাসূত্রে আমর ইবনু ওয়াকিদ আছেন, বুখারি ও একদল বিশেষজ্ঞের মতে তিনি 'ত্রুটিযুক্ত', তবে সুরি'র মতে তিনি 'সত্যনিষ্ঠ' (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ৬/৪৯–৫০ (৭৯৫৬); আহমাদ ৫/২৩৮ (২২০৭৫); হিল্‌ইয়া ৯/৩০৬; কানযুল উম্মাল ১৬/৯৪ (৪৪০৪৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৫ (৩৯৯)।

হিজরত করার পর আবার বেদুইন-জীবনে ফিরে যাওয়া

[৩৯০.] আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন[৯]—

---

[১] وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ "এবং যা-কিছুতে তোমার অধিকার আছে, সেসবের প্রত্যেকটি থেকে" (তাবারানি, আওসাত ৬/৪৯–৫০ (৭৯৫৬))।

[২] وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ "পিতামাতার অবাধ্য হবে না, তারা যদি তোমাকে তোমার পরিবার ও সহায়সম্পদ থেকে বের হয়ে যেতে বলে, তবুও" (আহমাদ ৫/২৩৮ (২২০৭৫))।

[৩] كُلِّ فَاحِشَةٍ "সকল অশ্লীলতার" (আহমাদ ৫/২৩৮ (২২০৭৫))।

[৪] وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ "গোনাহের ব্যাপারে সাবধান থেকো, কারণ গোনাহের ফলে মহান আল্লাহর ক্রোধের বাঁধ ভেঙে যায়" (আহমাদ ৫/২৩৮ (২২০৭৫))।

[৫] وَإِنْ دَرَيْتَ "তোমার যদি বুঝে আসে" (হিল্‌ইয়া ৯/৩০৬)।

[৬] وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ "(কোনও এলাকার) লোকজন যদি মহামারিতে আক্রান্ত হয়, আর সে-সময় তুমি তাদের মধ্যে থাকো, তাহলে (সেখানেই) অবিচল থেকো" (আহমাদ ৫/২৩৮ (২২০৭৫))।

[৭] أَدَبًا "আদবকায়দা শেখানোর জন্য" (আহমাদ ৫/২৩৮ (২২০৭৫))।

[৮] وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ "জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যেয়ো না, যদি লোকজন ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও" (আহমাদ ৫/২৩৮ (২২০৭৫))।

[৯] সাহল ইবনু আবী হাসমা তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি— اجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ السَّبْعَ। "সাতটি বড়ো বড়ো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকো।" এ-কথা শুনে লোকজন চুপ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الْكَبَائِرُ أَوَّلُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالِانْتِقَالُ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ

"[১]বড়ো বড়ো গোনাহগুলোর মধ্যে

» প্রথমটি হলো আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, (তারপর)

» অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা[২],

» সুদ খাওয়া,

» ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা,

» জিহাদের সময় পালিয়ে যাওয়া,

» সচ্চরিত্রের নারীদের অপবাদ দেওয়া, ও

» হিজরত করার পর আবার বেদুইন জীবনে ফিরে যাওয়া।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৭২ (১০৯), বর্ণনাসূত্রে উমর ইবনু আবী সালামা আছেন, শু'বা ও অন্যদের মতে তিনি 'ত্রুটিযুক্ত' আর আবূ হাতিম, ইবনু হিব্বান ও অন্যদের মতে 'বিশ্বস্ত' (হাইসামি), ইসনাদটি হাসান (দারানি); তাবারানি, কাবীর ৬/১০৩ (৫৬৩৬); তাবারানি, আওসাত ৪/২০০ (৫৭০৯); কানযুল উম্মাল ৩/৫৪১ (৭৮০৫), ৩/৫৪৩ (৭৮১১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৩ (৩৮৫), ১/১০৩ (৩৮৮), ১/১০৪ (৩৯৩)।

রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা

[৩৯১.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

عَبْدٌ لَا يُطْفَأُ نَارُهُ، وَلَا تَمُوتُ دِيدَانُهُ، وَلَا يُخَفَّفُ عَذَابُهُ: الَّذِي يُشْرِكُ بِاللهِ، وَرَجُلٌ جَرَّ رَجُلًا إِلَى سُلْطَانٍ بِغَيْرِ ذَنْبٍ فَقَتَلَهُ، وَرَجُلٌ عَقَّ وَالِدَيْهِ

"সেই বান্দার

» আগুন নেভানো হবে না,

» তার (দেহের ওপর লেলিয়ে-দেওয়া) পোকামাকড় মারা যাবে না, আর

» তার শাস্তি কমানো হবে না,

যে

» আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে,

» রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে, আর

» পিতামাতার অবাধ্য হয়।" '

হয়ে যায়। কেউ কথা না বলায়, নবি ﷺ বলেন—أَلَا تَسْأَلُونِي عَنْهُنَّ "তোমরা কি এগুলো সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাইবে না?—" (তাবারানি, কাবীর ৬/১০৩ (৫৬৩৬))।

[১] الْكَبَائِرُ سَبْعٌ "বড়ো বড়ো গোনাহ সাতটি" (তাবারানি, আওসাত ৪/২০০ (৫৭০৯))।

[২] الَّتِي حَرَّمَ اللهُ "যা আল্লাহ হারাম করেছেন" (তাবারানি, আওসাত ৪/২০০ (৫৭০৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাবারানি, আওসাত ৪/২৮২ (৫৯৯৩), বর্ণনাসূত্রের আলা ইবনু সিনানকে ইমাম আহমাদ 'ত্রুটিযুক্ত' আখ্যায়িত করেছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১৬/৪৩ (৪৩৮৫২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৫ (৩৯৭)।

ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, চুরি করা

[৩৯২.] সালামা ইবনু কাইস ﵁ বলেন, 'বিদায় হজের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—أَلَا إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ "মনে রাখবে, সেসব (বড়ো বড়ো গোনাহ) হলো চারটি।"

(সালামা ﵁ বলেন,) আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে এগুলো শোনার দিন যতটা আগ্রহভরে এগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম, আজও সে আগ্রহে একটুও ভাটা পড়েনি। (নবি ﷺ বলেছিলেন—)

لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا

» "আল্লাহর সঙ্গে কোনও শির্ক করো না,

» যে-প্রাণকে আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন, অন্যায়ভাবে তা হত্যা করো না,

» ব্যভিচার করো না, আর

» চুরি করো না।" '

তাবারানি, কাবীর ৭/৩৯ (৬৩১৭), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৪ (৩৯১)।

মদপান করা

[৩৯৩.] আমর ইবনু শুআইব তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের বলেছেন—

أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَشْرَبُوا، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ

"আমি তোমাদের কাছ থেকে এ-মর্মে শপথ নিচ্ছি যে—তোমরা

» আল্লাহর সঙ্গে কোনও শির্ক করবে না,

» আল্লাহ যে প্রাণকে সম্মানিত করেছেন, অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করবে না,

» ব্যভিচার করবে না,

» চুরি করবে না, এবং

» মদপান করবে না[১]।

যে-ব্যক্তি এগুলোর কোনও একটি করে, আর তার ওপর হদ (শারীআ'র নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করা হয়, তা হলে সেটি হবে কাফফারা-স্বরূপ। আর আল্লাহ যার অপরাধ গোপন

[১] وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا "নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করবে না" (তাবারানির আওসাত-এর বরাতে মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৯১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাখবেন, তার হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব মহান আল্লাহর ওপর। আর যে এগুলোর কোনও একটিও করবে না, আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব নেব।" '

তাবারানি, আওসাত ১/২৬৭ (৯২৩), ইসনাদটি হাসান (দারানি); ইবনু আদি ৬/২২০০–২২০১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৪–১০৫ (৩৯৬)।

মিথ্যা কথা বলা

[৩৯৪.] আবুদ দারদা ‎ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ‎ বলেছেন—

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ

"আমি কি তোমাদের বলব না, সবচেয়ে বড়ো গোনাহ কী? (তা হলো—)

» আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, ও

» পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।"

নবি ‎ সে-সময় হাতের দু বাহু দিয়ে দু রান ও দু পায়ের নলি পেটের সঙ্গে মিলিয়ে রেখে নিতম্বের ওপর বসে ছিলেন। এ-কথা বলার পর, বসার অবস্থা পরিবর্তন করে নবি ‎ নিজের জিহ্বার এক কোনা ধরে বলেন—

أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ

"সাবধান! আরেকটি (বড়ো গোনাহ) হলো মিথ্যা কথা বলা।" '

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড (সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৮৬), বর্ণনাসূত্রে আমর ইবনুল মুসাবির মুনকারুল হাদীস (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৩ (৩৮৬)।

[৩৯৫.] ইমরান ইবনু হুছাইন ‎ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর নবি ‎ বলেন—

أَرَأَيْتُمُ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَشَارِبَ الْخَمْرِ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْهِمْ؟

"তোমরা কি ব্যভিচারী, চোর ও মদখোর—এদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? এদের সম্পর্কে তোমাদের কী মত?"

তারা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ‎ বলেন—

هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ، أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ؟ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ

"এগুলো খুবই খারাপ কাজ, এগুলোর জন্য শাস্তিও হবে। (তবে) আমি কি তোমাদের জানাব না, কবীরা গোনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কোনটি? (সবচেয়ে বড়ো গোনাহ হলো—) আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা।"

এরপর নবি ‎ পাঠ করেন—

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾

"যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করল, সে এক বিশাল গোনাহের পথ রচনা করল।" (সূরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আন-নিসা ৪৮)

আর (আরেকটি বড়ো গোনাহ হলো) عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ "পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।" এরপর তিনি পাঠ করেন—

﴿اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

"কৃতজ্ঞ হও আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি; আমার কাছেই (সবাইকে) ফিরে আসতে হবে।" (সূরা লুকমান ১৪)

নবি ﷺ এতক্ষণ হেলান দিয়ে ছিলেন। তারপর সে-অবস্থা থেকে সরে এসে বলেন—

أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ

"সাবধান! (আরেকটি বড়ো গোনাহ হলো) মিথ্যা কথা বলা।" '

তাবারানি, কাবীর ১৮/১৪০ (২৯৩), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে হাসান মুদাল্লিস (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ৩/৮৩২ (৮৮৮৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৩ (৩৮৭)।

জমির সীমানা পরিবর্তন, অন্ধকে ভুলপথে চালানো, সমকামিতা

[৩৯৬.] ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَهَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

» [১]"যে-ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে প্রাণী জবাই করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন

» যে-ব্যক্তি জমির চিহ্ন[২] বদলে ফেলে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন[৩],

» যে-ব্যক্তি অন্ধকে ভুলপথে পরিচালিত করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন,

» যে-ব্যক্তি তার জন্মদাতাকে[৪] গালি দেয়[৫], আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন,

---

[১] 'لَعَنَ اللّٰهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ "আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সাতটি শ্রেণিকে অভিশাপ দিয়েছেন।" এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রত্যেক শ্রেণির কথা তিনবার উল্লেখ করে বলেন—' (হাকিম ৪/৩৫৬ (৮০৫৩))।

[২] حُدُوْدَ الْأَرْضِ "জমির সীমানা" (হাকিম ৪/৩৫৬ (৮০৫৩))।

[৩] مَلْعُوْنٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُوْمِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ "অভিশপ্ত সে, যে অন্যায়ভাবে জমির চিহ্ন কমিয়ে ফেলে" (আবু ইয়া'লা ৪/৪০০ ২৫২১))।

[৪] أَبَاهُ "তার পিতাকে" (আহমাদ ১/২১৭ (১৮৭৫)); أُمَّهُ "তার মাকে" (আহমাদ ১/২১৭ (১৮৭৫)); وَالِدَيْهِ "তার পিতামাতাকে" (আহমাদ ১/৩১৭ (২৯১৩))।

[৫] لَعَنَ "অভিশাপ দেয়" (বাইহাকি, কুবরা ৮/২৩১ (১৭০৯৯)); عَقَّ وَالِدَيْهِ "পিতামাতার অবাধ্য হয়" (আহমাদ ১/৩১৭ (২৯১৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» যে-ব্যক্তি তার আযাদকারী গোত্র ছাড়া অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন,[১] আর

» আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন, যে সমকামিতায় লিপ্ত হয়[২],

» আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন, যে সমকামিতায় লিপ্ত হয়,

» আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন, যে সমকামিতায় লিপ্ত হয়[৩]।" '

আহমাদ ১/৩০৯ (২৮১৬), ইসনাদটি জাইয়িদ (আরনাউত), ১/২১৭ (১৮৭৫), ১/৩১৭ (২৯১৩), ১/৩১৭ (২৯১৪), ১/৩১৭ (২৯১৫); আবূ ইয়া'লা ৪/৪০০ (২৫২১), ৪/৪১৪-৪১৫ (২৫৩৯); তাবারানি, কাবীর ১১/২১৮ (১১৫৪৬); ইবনু হিব্বান ১০/২৬৫-২৬৬ (৪৪১৭); হাকিম ৪/৩৫৬ (৮০৫২), ৪/৩৫৬ (৮০৫৩); বাইহাকি, কুবরা ৮/২৩১ (১৭০৯৯), ৮/২৩১ (১৭১০০); বাইহাকি, শুআব ৪/৩৫৪ (৫৩৭৩); কানযুল উম্মাল ১৬/৯১ (৫৪২), ১৬/৯১ (৫৪৪); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৩ (৩৮৪)।

জাদুবিদ্যা, মুমিনদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা

[৩৯৭.] ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ

"যার মধ্যে তিনটির কোনও একটিও থাকবে না, (তাকে মাফ করে দেওয়া হবে); কারণ, এসব বাদে অন্যগুলো আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন[৪]। (যাদের মাফ করে দেওয়া হবে, তারা হলো—)

» যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনও শির্ক না-করে মারা যায়;

» যে-ব্যক্তি নিজে জাদুকর নয়, [৫]জাদুকরদের পেছনেও ছুটে না; আর

» যে-ব্যক্তি তার ভাইকে ঘৃণা করে না।" '

তাবারানি, কাবীর ১২/২৪৩-২৪৪ (১৩০০৪), বর্ণনাসূত্রে লাইস ইবনু আবী সুলাইম রয়েছেন (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ১/২৬৫-২৬৬ (৯১৭), ৪/৬৬ (৫২৩০); আত-তারগীব ৩/৪৬১ (২৩); কানযুল উম্মাল ১৫/৮৩৯-৮৪০ (৪৩৩৩৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৪ (৩৯২)।

---

[১] مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ "অভিশপ্ত সে, যে পশুর সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত হয়" (আহমাদ ১/২১৭ (১৮৭৫))।

[২] مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ "সমকামিতায় লিপ্ত ব্যক্তি অভিশপ্ত, অভিশপ্ত, অভিশপ্ত" (হাকিম ৪/৩৫৬ (৮০৫৩))।

[৩] مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا "অভিশপ্ত সে, যে মা-মেয়ে দুজনকে বিয়ে করে" (হাকিম ৪/৩৫৬ (৮০৫৩))।

[৪] فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "কারণ, আল্লাহ চাইলে তার অন্য অপরাধগুলো মাফ করে দেওয়া হবে" (তাবারানি, আওসাত ৪/৬৬ (৫২৩০))।

[৫] وَ "আর" (তাবারানি, আওসাত ১/২৬৫-২৬৬ (৯১৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

[৩৯৮.] ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি বলল, "আল্লাহর রাসূল! কবীরা গোনাহ কোনগুলো?" নবি ﷺ বললেন—

الشِّرْكُ بِاللهِ وَالْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

» "আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা,

» আল্লাহর দয়ার ব্যাপারে হতাশ হওয়া ও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৭১ (১০৬), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ৩/৮৩২ (৮৮৮৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৪ (৩৯৪)।

আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে করা

[৩৯৯.] ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কবীরা গোনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হলো—

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ

» আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা,

» আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে করা,

» আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, ও আল্লাহর দয়ার ব্যাপারে হতাশ হওয়া।"

তাবারানি, কাবীর ৯/১৭১ (৮৭৮৪), ইসনাদটি সহীহ (হাইসামি), ৯/১৭১ (৮৭৮৩), ৯/১৭১ (৮৭৮৫); আবদুর রাযযাক ১০/৪৫৯–৪৬০ (১৯৭০১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৪ (৩৯৫)।

মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অপরের অধিকার কেড়ে নেওয়া

[৪০০.] আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস জুহানি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا كَانَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কবীরা গোনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হলো—

» আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা,

» পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, ও

» মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অপরের অধিকার কেড়ে নেওয়া।

যে-ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে জবরদস্তিমূলক শপথ করায়, আর তাতে মাছির ডানা পরিমাণ (মিথ্যা) ঢুকায়, কিয়ামাতের দিন সেটি তার অন্তরে একটি কলঙ্ক হয়ে থাকবে[১]।" '

তাবারানি, আওসাত ২/২৬৫ (৩২৩৭), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); আহমাদ ৩/৪৯৫ (১৬০৪৩); তিরমিযি ৩০২১; ইবনু আবী আসিম,

---

[১] إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "কিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের জন্য আল্লাহ সেটিকে তার অন্তরের কলঙ্ক বানিয়ে দেবেন" (আহমাদ ৩/৪৯৫ (১৬০৪৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল-আহাদ ওয়াল মাসানী ৪/৮০ (২০৩৬); হাকিম ৪/২৯৬ (৭৮০৮); কানযুল উম্মাল ৩/৫৪১–৫৪২ (৭৮০৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৫ (৩৯৮)।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি মানুষকে না-দেওয়া

[৪০১.] বুরাইদা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ فَضْلِ الْمَاءِ، وَمَنْعُ الْفَحْلِ

"কবীরা গোনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো গোনাহ হলো—

» আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা,

» পিতামাতার অবাধ্য হওয়া,

» প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি (মানুষকে) দিতে অস্বীকৃতি জানানো, ও

» পশুর মাধ্যমে পশু-প্রজননের সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জানানো।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৭১–৭২ (১০৭), বর্ণনাসূত্রে সালিহ ইবনু হাইয়ান ত্রুটিযুক্ত, তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেননি (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ৩/৫৪১ (৭৮০৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৫ (৪০০)।

মুসলিমদের জামাআত ত্যাগ করা, মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সৌন্দর্য-প্রদর্শন করা, অহংকার করা

[৪০২.] ফাদালা ইবনু উবাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ يُنَازِعُ اللهَ رِدَاءَهُ؛ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ وَإِزَارَهُ الْعِزُّ، وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللهِ، وَالْقَانِطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

"তিনজন (-এর গোনাহের কঠোরতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করারই দরকার নেই[১]:

» যে-ব্যক্তি (মুসলিমদের) সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেতার অবাধ্য হয়, আর অবাধ্যতার মধ্যেই মারা যায়;

» যে দাসী বা দাস তার মনিব থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর মারা যায়; এবং

» যে-মহিলাকে তার স্বামী জীবনধারণের পর্যাপ্ত সামগ্রী দিয়ে কোথাও গেলে, সে তার

---

[১] ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ "তিনজন (-এর গোনাহের কঠোরতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না" (তাবারানি, কাবীর ১৮/৩০৬ (৭৮৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

অনুপস্থিতিতে স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে[১],[২]

আর (এ) তিনজন সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করার দরকার নেই:

» যে-ব্যক্তি আল্লাহর চাদর নিয়ে টানাটানি করে—তাঁর চাদর হলো অহংকার, আর পোশাক হলো ক্ষমতা;

» যে আল্লাহর কোনও বিষয়ে সংশয়ে ভোগে; আর

» যে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।" '

ইবনু হিব্বান ১০/৪২২–৪২৩ (৪৫৫৯), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত); তাবারানি, কাবীর ১৮/৩০৬ (৭৮৮), ১৮/৩০৬ (৭৮৯), ১৮/৩০৬ (৭৯০); আহমাদ ৬/১৯ (২৩৯৪৩); বাযযার (কাশফ) ১/৬১ (৮৪); বুখারি, মুফরাদ ৫৯০; ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৮৯; হাকিম ১/১১৯ (৪১১); বাইহাকি, শুআব ৬/১৬৫ (৭৭৯৭); আত-তারগীব ৩/২৮ (৪); কানযুল উম্মাল ১৬/৩০ (৪৩৭৯৯, ৪৩৮০০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৯ (৩৬১), ১/১০৫ (৪০১)।

আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা

[৪০৩.] মুআয ইবনু জাবাল ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا تَـزَالُ الْمَـرْأَةُ تَلْعَنُهَـا الْمَلَائِكَـةُ (أَوْ قَـالَ:) يَلْعَنُهَـا اللهُ وَمَلَائِكَتُـهُ وَخُـزَّانُ الرَّحْمَـةِ وَخُـزَّانُ الْعَـذَابِ مَـا انْتَهَكَـتْ مِـنْ مَعَـاصِي اللهِ شَـيْئًا

"নারী যতক্ষণ সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহর কোনও অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন" অথবা তিনি বলেছিলেন "তাকে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, রহমতের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ও আযাবের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ অভিশাপ দিতে থাকেন।" '

বাযযার ৭/১০৭–১০৮ (২৬৬৪), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে ইসনাদটি বিচ্ছিন্ন (দারানি); বাযযার (কাশফ) ১/৭৩ (১১০); কানযুল উম্মাল ১৬/৪০১ (৪৫১০৭), হাসান; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৫–১০৬ (৪০২)।

কথা-কাজে নোংরামি ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া

[৪০৪.] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

هَلَكَ الْمُتَقَذِّرُوْنَ

"ধ্বংস সেসব লোক, যারা কথা-কাজে নোংরামি ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়!" '

আবূ নুআইম, হিল্‌ইয়াতুল আউলিয়া ৮/৩৭৯, ইসনাদটি জাইয়িদ (দারানি); বুখারি, তারীখ ১/২৯২ (৯৩৯); তাবারানি, আওসাত ৫/৮৮ (৬৬৭২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৬ (৪০৩)।

---

[১] فَتَبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ "স্বামী (কোথাও) যাওয়ার পর সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে ঘুরে বেড়ায়" (বুখারি, মুফরাদ ৫৯০; তাবারানি, কাবীর ১৮/৩০৬ (৭৮৮))।

[২] فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ "এদের (গোনাহের কঠোরতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না" (তাবারানি, কাবীর ১৮/৩০৬ (৭৮৮))।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কৃপণতা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, আত্মগৌরব ও আত্মতুষ্টি

[৪০৫.] ইবনু উমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

ثَـلَاثٌ مُهْلِـكَاتٌ، وَثَـلَاثٌ مُنْجِيَـاتٌ، وَثَـلَاثٌ كَفَّـارَاتٌ، وَثَـلَاثٌ دَرَجَـاتٌ . فَأَمَّـا الْمُهْلِـكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَـوًى مُتَّبَـعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَـرْءِ بِنَفْسِـهِ. وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَـبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْـرِ وَالْغِـنَى، وَخَشْـيَةُ اللهِ فِي الـسِّرِّ وَالْعَلَانِيَـةِ. وَأَمَّـا الْكَفَّـارَاتُ: فَانْتِظَـارُ الصَّـلَاةِ بَعْـدَ الصَّـلَاةِ، وَإِسْـبَاغُ الْوُضُـوءِ فِي السَّـبَرَاتِ، وَنَقْـلُ الْأَقْـدَامِ إِلَى الْجَمَـاعَاتِ. وَأَمَّـا الدَّرَجَـاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَـاءُ السَّـلَامِ، وَصَـلَاةٌ بِاللَّيْـلِ وَالنَّـاسُ نِيَـامٌ

"তিনটি কাজ ধ্বংস ডেকে আনে, তিনটি কাজ মুক্তি দেয়, তিনটি কাজ গোনাহ-মাফের উপায় আর তিনটি কাজ মর্যাদা বাড়ায়।

ধ্বংস ডেকে আনার কাজগুলো হলো—

» কৃপণতার আনুগত্য,

» কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, আর

» [১]আত্মগৌরব ও আত্মতুষ্টিতে ভোগা[২]।

নাজাত বা মুক্তি দেওয়ার কাজগুলো হলো—

» রাগ ও সন্তুষ্টি উভয়াবস্থায় ইনসাফ করা[৩],

» দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য উভয়াবস্থায় মধ্যমপন্থা অনুসরণ করা, আর

» গোপন ও প্রকাশ্য উভয়াবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা[৪]।

কাফফারা বা গোনাহ-মাফের উপায়গুলো হলো—

» এক নামাজের পর আরেক নামাজের অপেক্ষায় থাকা,

» কনকনে ঠান্ডার সময় পরিপূর্ণ ওজু করা, ও

» পায়ে হেঁটে জামাআতে[৫] অংশগ্রহণ করা।

মর্যাদা-বৃদ্ধির কাজগুলো হলো—

» খাবার খাওয়ানো,

» সালামের প্রসার ঘটানো, ও

---

[১] مِنَ الْخُيَلَاءِ "অহংকার-জনিত" (তবারানি, আওসাত ৪/১২৯ (৫৪৫২)); بِرَأْيِهِ "নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও মতামত নিয়ে" (বাযযার (কাশফ) ১/৬০ (৮১); ইবনু আদি ৫/১৮৮২; হিলইয়া ৩/২১২)।

[২] وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ "আর এটি সবচেয়ে জঘন্য" (বাইহাকি, শুআব ৫/৪৫২-৪৫৩ (৭২৫২))।

[৩] كَلِمَةُ الْحَقِّ "সত্যের কথা উচ্চারণ করা" (বাইহাকি, শুআব ১/৪৭১ (৭৪৫))।

[৪] تَقْوَى اللهِ "আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলা" (বাইহাকি, শুআব ৫/৪৫২-৪৫৩ (৭২৫২))।

[৫] إِلَى الْجُمُعَاتِ "জুমুআর নামাজে" (বাযযার (কাশফ) ১/৫৯-৬০ (৮০))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» রাতে যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাজ আদায় করা।" '

তাবারানি, আওসাত ৪/২১২–২১৩ (৫৭৫৪), বর্ণনাসূত্রে ইবনু লাহীআ ও অজ্ঞাত-পরিচয় একজন আছেন (হাইসামি), ৪/১২৯ (৫৪৫২); বাযযার (কাশফ) ১/৫৯–৬০ (৮০), ১/৬০ (৮১), ১/৬০ (৮২), ১/৬০ (৮৩); উকাইলি ৩/৪৪৭; ইবনু আদি ৫/১৮৮২; মুসনাদুশ শিহাব ১/২১৪–২১৫ (৩২৫), ১/২১৫ (৩২৬), ১/২১৫ (৩২৭); হিলইয়া ২/৩৪৩, ৩/২১৯; বাইহাকি, শুআব ১/৪৭১ (৭৪৫), ৫/৪৫২–৪৫৩ (৭২৫২); কানযুল উম্মাল ১৬/৪৫ (৪৩৮৬৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯০–৯১ (৩১৪), ১/৯১ (৩১৫, ৩১৬, ৩১৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শির্ক

শির্কের বিভীষিকা

শির্ক এক মহা জুলুম

[৪০৬.] আবদুল্লাহ ﷛ বলেন, 'যখন এ-আয়াত নাযিল হলো—

﴿الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾

"যারা ঈমান আনে আর নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সঙ্গে মেশায় না" (সূরা আল-আনআম ৮২)

—তখন[১] আমরা বললাম, "আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের ওপর জুলুম করে না?[২]" নবি ﷺ বলেন,

لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُوْنَ، ﴿لَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ بِشِرْكٍ. أَوَلَمْ تَسْمَعُوْا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: ﴿يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

"তোমরা যেমনটা বলছো[৩], বিষয়টা তেমন নয়। 'যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সঙ্গে মেশায় না'—অর্থাৎ শির্কের সঙ্গে।[৪] তোমরা কি শোনোনি, [৫]লুকমান তার ছেলেকে[৬] বলেছিলেন, 'ছেলে আমার! আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করো না। শির্ক হলো এক মহা জুলুম।'?" (সূরা লুকমান ১৩)।'

বুখারি ৩৩৬০, ৩২, ৩৪২৮, ৩৪২৯, ৪৬২৯, ৪৭৭৬, ৬৯১৮, ৬৯৩৭; মুসলিম ৩২৭/১৯৭ (১২৪), ৩২৮/১৯৮ (...); আহমাদ ১/৩৭৮ (৩৫৮৯), ১/৪২৪ (৪০৩১), ১/৪৪৪ (৪২৪০)।

শির্কের পরিণাম জাহান্নাম

[৪০৭.] জাবির ﷛ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, "হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুটি কাজ (জান্নাত ও জাহান্নাম) অবধারিত করে দেয়?" নবি ﷺ বলেন,

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

---

[১] 'বিষয়টি মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হলো' (বুখারি ৩৪২৯)।

[২] "যে নিজের ঈমানকে জুলুমের সঙ্গে মেশায়নি?" (বুখারি ৩৪২৮)।

[৩] كَمَا تَظُنُّوْنَ "তোমরা যেমনটা ধারণা করছো" (বুখারি ৬৯৩৭); الَّذِيْ تَعْنُوْنَ "তোমরা যা বুঝছো" (আহমাদ ১/৩৭৮ (৩৫৮৯))।

[৪] إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ "(এখানে) জুলুম মানে শির্ক" (আহমাদ ১/৩৭৮ (৩৫৮৯))।

[৫] الْعَبْدُ الصَّالِحُ "সৎ বান্দা" (আহমাদ ১/৩৭৮ (৩৫৮৯))।

[৬] وَهُوَ يَعِظُهُ "উপদেশ দিতে গিয়ে" (বুখারি ৩৪২৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

“যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে মারা যায়,[১] সে জান্নাতে যাবে; আর যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুকে অংশীদার করে মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে[২]।” '

মুসলিম ২৬৯/৫১ (৯৩); আহমাদ ৩/৩২৫ (১৪৪৮৮), ৩/৩৭৪ (১৫০১৬), ৩/৩৯১ (১৫২০০); তাবারানি, আওসাত ১/২৫১–২৫২ (৮৬৫, মাঝখানের অংশবিশেষ), ৪/১৬৫ (৫৫৮৫); বাইহাকি, শুআব ৩/২৯৮–২৯৯ (৩৫৮৯, মাঝখানের অংশবিশেষ); কানযুল উম্মাল ১/৮৩ (৩৪৩); ১/৮৪ (৩৫২); ৬/৩৭৯ (১৬১৪৩, মাঝখানের অংশবিশেষ), ৮/৪৫২–৪৫৩ (২৩৬২১, মাঝখানের অংশবিশেষ); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৯ (২৬), ১/২১ (৩০, ৩১), ১/২৩ (৪০); জামউল ফাওয়াইদ ১৬।

[৪০৮.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﵁ বলেন, 'আমি এসে দেখি আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবির মাঝখানে বসে আছেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁। আমি গিয়ে কথার শেষাংশ নাগাল পাই। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলছিলেন

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ

“যে-ব্যক্তি আসরের আগে চার রাকআত নামাজ আদায় করে, (জাহান্নামের) আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।”

আমি হাতের ইশারায় বলি, “এমন!” তিনি হাত নেড়ে দেখান। “এ তো চমৎকার কথা!” তখন উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, “কথার শুরুর দিকের যে অংশটি আপনি শুনতে পাননি, তা তো আরও চমৎকার, আরও চমৎকার!” আমি বলি, “ইবনুল খাত্তাব! কী সেটি, বলুন!” উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের বলেছেন যে,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে-ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, সে জান্নাতে যাবে।' ” '

তাবারানি, আওসাত ২/৭৭ (২৫৮০), অধিকাংশের মতে এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী দুর্বল (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ৭/৩৮৪ (১৯৪০৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২২ (৩৭)।

[৪০৯.] আনাস ইবনু মালিক আনসারি ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সফরে আছি। এমন সময় হঠাৎ তাঁর বাহনটি একটি উপত্যকা থেকে নেমে নিচের দিকে যায়। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ একা চলতে থাকেন। কিছুটা মসৃণ রাস্তায় পৌঁছুলে, নবি ﷺ হাসি দিয়ে আল্লাহু আকবার বলেন। তাঁর তাকবীরের পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও 'আল্লাহু আকবার' বলে ওঠি। এরপর কিছুদূর গিয়ে তিনি হাসি দিয়ে আল্লাহু আকবার বলেন। তাঁর তাকবীরের পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও 'আল্লাহু আকবার' বলি। নবি ﷺ-এর নাগাল পাওয়ার পর লোকজন জিজ্ঞেস করেন,

“আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকবীর দিয়েছেন, তাই আমরাও তাকবীর দিয়েছি; কিন্তু হাসি দিলেন কেন, তা তো বুঝতে পারছি না।”

---

[১] فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَتُهُ “তার জন্য আল্লাহর ক্ষমা জরুরি হয়ে যায়” (তাবারানি, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ২২); وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ “তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়” (তাবারানি, আওসাত ৮৬৫)।

[২] وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ “তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়” (তাবারানি, আওসাত ৮৬৫)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবি ﷺ বলেন,

قَادَ النَّاقَةَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا أَسْهَلَتْ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: أَبْشِرْ وَبَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ، فَضَحِكْتُ وَكَبَّرْتُ، فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ لِأُمَّتِي.

"জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার উষ্ট্রীটিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। মসৃণ রাস্তায় পৌঁছার পর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,
'সুসংবাদ নিন এবং আপনার উম্মাহকে সুসংবাদ দিন—যে-ব্যক্তি বলবে "আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই", সে জান্নাতে যাবে এবং আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।'
এ কথা শুনে আমি হেসে দিই এবং তাকবীর পাঠ করি; আমার উম্মাহর জন্য এ কথা শুনে আমি খুশি হয়েছি।" '

তাবারানি, আওসাত ৫/৪২ (৬৫২২), ইসনাদের একজন বর্ণনাকারীকে কেউ কেউ দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন, আবার কারও কারও মতে তিনি বিশ্বস্ত (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/৫৪ (১৬৬), হাসান; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২২–২৩ (৩৮)।

শির্ক-সহ আরও চারটি কাজের কোনও কাফফারা হয় না

[৪১০.] আবু হুরায়রা ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَخَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ بَهْتُ مُؤْمِنٍ، أَوِ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ

"যে-ব্যক্তি

» আল্লাহর সঙ্গে কোনও শির্ক না করে,
» খুশিমনে ও হিসাব করে নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করে, এবং
» (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধিনিষেধ) শোনে ও মানে,

তার জন্য রয়েছে জান্নাত অথবা সে জান্নাতে যাবে।
আর পাঁচটি বিষয়ের কোনও কাফফারা নেই:

» আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা,
» অন্যায়ভাবে প্রাণহরণ করা, অথবা
» মুমিনকে অপবাদ দেওয়া, অথবা
» যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়া, অথবা
» জোরপূর্বক শপথ আদায় করে অন্যায়ভাবে কোনও সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া।" '

আহমাদ ২/৩৬১–৩৬২ (৮৭৩৭), বর্ণনাসূত্রে বাকিয়্যা আছেন, যিনি মুদাল্লিস (হাইসামি); আত-তারগীব ২/৩০২–৩০৩ (৩), ৩/৫১৬ (৩৫);

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কানযুল উম্মাল ১/৮১ (৩৩১), ১৬/৭৯ (৪৪০০৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৩ (৩৮৩)।

শির্ক থাকলে কোনও ভালো কাজ উপকারে আসবে না

[৪১১.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

مَنْ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَمْ تَضُرَّ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، كَمَا لَوْ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِهِ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ تَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ

"যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনও শির্ক না করে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে, সে জান্নাতে যাবে, শির্ক না থাকলে অন্য কোনও ত্রুটি তার ক্ষতি করবে না; ঠিক যেভাবে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে দেখা করলে, সে জাহান্নামে যাবে, শির্ক থাকলে অন্য কোনও ভালো কাজ তার উপকারে আসবে না।" '

আহমাদ ২/১৭০ (৬৫৮৬), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত); কানযুল উম্মাল ১/৮১ (৩২৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৯ (২৪)।

শির্ক, পিতামাতার অবাধ্যতা ও জিহাদ থেকে পলায়ন—এ তিনটির সঙ্গে কোনও আমল উপকারে আসবে না

[৪১২.] সাওবান ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন—

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ

"তিনটির সঙ্গে কোনও আমল উপকারে আসবে না:

» আল্লাহর সঙ্গে শির্ক,

» পিতামাতার অবাধ্যতা, ও

» জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন।" '

তাবারানি, কাবীর ২/৯৫ (১৪২০), বর্ণনাসূত্রে ইয়াযীদ ইবনু রবীআ ভীষণ ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); আত-তারগীব ২/৩০২ (২); কানযুল উম্মাল ১৬/৩৫ (৪৩৮২৪), ১৬/৬০ (৪৩৯৩৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩০৪ (৩৯০)।

শির্ক, নামাজ, যাকাত ও কুরআনের উপমা

[৪১৩.] আলি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

بَعَثَ اللهُ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ عِيسَى قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: يَا عِيسَى، قُلْ لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا إِمَّا أَنْ تُبَلِّغَ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِمَّا أَنْ أُبَلِّغَهُمْ، فَخَرَجَ يَحْيَى حَتَّى صَارَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَأَعْطَاهُ،

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَانْطَلَقَ وَكَفَرَ بِنِعْمَتِهِ، وَوَالَى غَيْرَهُ. وَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُ فَقَالَ: لَا تَقْتُلُونِي، فَإِنَّ لِي كَنْزًا وَأَنَا أَفْدِي نَفْسِي، فَأَعْطَاهُمْ كَنْزَهُ وَنَجَا بِنَفْسِهِ. وَإِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَصَدَّقُوا، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَشَى إِلَى عَدُوِّهِ وَقَدْ أَخَذَ لِلْقِتَالِ جُنَّةً، فَلَا يُبَالِي مِنْ حَيْثُ أُتِيَ. وَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا الْكِتَابَ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ قَوْمٍ فِي حِصْنِهِمْ صَارَ إِلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ وَقَدْ أَعَدُّوا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْحِصْنِ قَوْمًا، فَلَيْسَ يَأْتِيهِمْ عَدُوُّهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْحِصْنِ إِلَّا وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَنْ يَدْرَؤُهُمْ عَنْهُمْ عَنِ الْحِصْنِ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَزَالُ فِي أَحْصَنِ حِصْنٍ

"আল্লাহ পাঁচটি নির্দেশ দিয়ে ইয়াহ্ইয়া ইবনু যাকারিয়্যা ﷺ-কে বানূ ইসরাঈলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঈসা ﷺ-কে পাঠানোর পর, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ঈসা! ইয়াহ্ইয়া ইবনু যাকারিয়্যাকে বলো—আপনাকে যেসব নির্দেশ দিয়ে বানূ ইসরাঈলের কাছে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো হয় আপনি পৌঁছে দেবেন, নতুবা সেগুলো আমি পৌঁছাব।' এ কথা শুনে ইয়াহ্ইয়া ﷺ বেরিয়ে পড়েন। বানূ ইসরাঈলের লোকদের কাছে এসে তিনি বলেন,

» 'আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন—তোমরা তাঁর গোলামি করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করবে না, (শরীক করার) উদাহরণ হলো—যেন একব্যক্তি অপর একব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলো, তার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করল এবং তাকে ধনসম্পদ দিল; এরপর ওই লোকটি গিয়ে তার অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করল এবং অন্য কারও সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলল!

» আল্লাহ তোমাদের নামাজ কায়েমের নির্দেশ দিচ্ছেন; (নামাজ কায়েমের) উদাহরণ হলো—যেন একব্যক্তিকে তার শত্রুপক্ষ বন্দি করে ফেলল, এরপর তাকে হত্যা করতে চাইলে সে বলল, "তোমরা আমাকে হত্যা করো না; আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ আছে, প্রাণরক্ষার বিনিময়ে আমি তা তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি।" এরপর সে তা দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাল।

» আল্লাহ তোমাদের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছেন; এর উদাহরণ হলো—যেন একব্যক্তি নিজের শত্রুর দিকে এগিয়ে গেল, লড়াইয়ের জন্য সঙ্গে নিয়ে গেল একটি ঢাল, এবার শত্রু যেদিক দিয়েই আসুক তাতে তার কোনও পরোয়া নেই।

» আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর গ্রন্থ পড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন; এর উদাহরণ হলো—যেন একদল লোক নিজেদের দুর্গের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে, এরপর তাদের শত্রুবাহিনী এসে দুর্গের চারদিকে লোক মোতায়েন করেছে, কিন্তু দুর্গের যেদিক দিয়েই শত্রুবাহিনী তাদের কাছে আসার চেষ্টা করছে, সেদিক দিয়েই কেউ একজন তাদের প্রতিহত করছে এবং দুর্গকে সুরক্ষিত রাখছে। এ হলো কুরআন-পাঠকের উদাহরণ; সে সবসময় সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করে।' " '

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাযযার (দ্রষ্টব্য: কাশফুল আসতার) ১/১৭০–১৭১ (৩৩৭), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে একজন আমার কাছে অপরিচিত (হাইসামি), অবশ্য আবু ইয়া'লা ৩/১৪০–১৪২ (১৫৭১) ও তিরমিযি (২৮৬৩)-তে এর 'শাহিদ' রয়েছে; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৪ (১২৫); জামউল ফাওয়াইদ ১২৩।

[৪১৪.] হারিস আশ'আরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسرائيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسرائيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَامْتَلأَ الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللهِ

"আল্লাহ ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ﵇-কে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি নিজে সেগুলো মেনে চলেন এবং বানূ ইসরাঈলকে মেনে চলার আদেশ দেন। এসব নির্দেশ পৌঁছে দিতে তিনি কিছুটা দেরি করায়, ঈসা ইবনু মারইয়াম ﵇ বলেন—

'আল্লাহ আপনাকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছিলেন, যেন সেগুলো আপনি নিজে মেনে চলেন এবং বানূ ইসরাঈলকে মেনে চলার আদেশ দেন। হয় আপনি তাদের আদেশ দেবেন, অথবা আমি দেবো[১]।'

---

[১] فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ، وَإِمَّا أَنْ أُبَلِّغَهُنَّ "হয় সেসব বার্তা আপনি পৌঁছাবেন, নতুবা আমি পৌঁছে দেবো"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন ইয়াহ্‌ইয়া ﷺ বলেন—

‘[১]আমার আগে তুমি এ কাজ করলে, আমার আশঙ্কা হয়—আমাকে ধসিয়ে দেওয়া হবে অথবা (অন্য কোনও) শাস্তি দেওয়া হবে।’

এরপর তিনি লোকদেরকে বাইতুল মাকদিসে জড়ো করলে, মাসজিদটি কানায় কানায় ভরে ওঠে। লোকজন উঁচু স্থানগুলোতে বসার পর, তিনি বলেন[২]—

‘আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছেন, যেন সেগুলো আমি নিজে মেনে চলি এবং তোমাদের মেনে চলার আদেশ দিই।

» প্রথম কাজটি হলো: তোমরা আল্লাহর গোলামি করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করবে না। যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে, তার উদাহরণ হলো: একব্যক্তি নিজের একান্ত সম্পদ—স্বর্ণ বা রুপা—দিয়ে একটি গোলাম কিনে এনে বলল, “এ হলো আমার ঘর, আর এ হলো আমার ব্যাবসা-কর্ম; তুমি কাজ করতে থাকো আর মুনাফা আমাকে দিয়ো।” সে কাজ করে মুনাফা মনিবকে না দিয়ে অন্যকে দিতে থাকল। তোমার গোলাম এরূপ কাজ করুক—এটা তোমাদের কার কার পছন্দ?[৩]

» আল্লাহ তোমাদেরকে নামাজ আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। নামাজ আদায়কালে তোমাদের চেহারা অন্যদিকে সরাবে না, কারণ, বান্দা তার নামাজের মধ্যে যতক্ষণ চেহারা না ঘুরায়, ততক্ষণ আল্লাহ তার চেহারার দিকে মনোনিবেশ করেন।

» তিনি তোমাদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। রোযার উদাহরণ হলো: একব্যক্তির কাছে মেশ্‌ক-সমৃদ্ধ একটি থলে আছে। তার পাশে আছে একদল লোক। মেশকের ঘ্রাণে সবাই মুগ্ধ। রোযাদারের ঘ্রাণ[৪] আল্লাহর কাছে মেশকের ঘ্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয়।

» তিনি তোমাদেরকে দান-সদাকার আদেশ দিয়েছেন। দানের উদাহরণ হলো: একব্যক্তিকে শত্রুবাহিনী বন্দি করে, তার হাত কাঁধের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিলো। এরপর তার গর্দানে আঘাত করার জন্য তাকে এগিয়ে নিয়ে গেল। তখন সে বলল, “আমার অল্প-বিস্তর

(আহমাদ ১৭১৭০)।

[১] لَا تَفْعَلْ يَا أَخِي “ভাই আমার! তুমি এ কাজ কোরো না” (আহমাদ ১৭১৭০; তাবারানি, কবীর ৩/৩২৩ (৩৪২৭))।

[২] فَوَعَظَهُمْ قَالَ “তাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন” (আবু ইয়া'লা ১৫৭২); فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ “আল্লাহ তাআলার প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করার পর তিনি বলেন” (আহমাদ ১৭১৭০)।

[৩] وَإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا “আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক কোরো না।” (আবু ইয়া'লা ১৫৭২; ইবনু হিব্বান ৬২০০)।

[৪] وَإِنَّ الصِّيَامَ “রোযা” (আবু ইয়া'লা ১৫৭২; ইবনু হিব্বান ৬২০০); وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ “রোযাদারের মুখের ক্ষুধাজনিত ঘ্রাণ” (আহমাদ ১৭১৭০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পদ যা আছে, তা মুক্তিপণ হিসেবে আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি।"[১] এরপর মুক্তিপণ দিয়ে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।[২]

» আল্লাহকে [৩]স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। এর উদাহরণ হলো: একব্যক্তিকে শত্রুপক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা তার পিছু ধাওয়া করলে, একপর্যায়ে সে একটা সুরক্ষিত দুর্গে এসে নিজেকে সুরক্ষিত করে নিল। তেমনিভাবে, বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে সুরক্ষিত রাখতে চাইলে, তার একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহর যিক্‌র।' "

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

"আর আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি পাঁচটি কাজের, যার আদেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন:

» জামাআত বা সংঘবদ্ধভাবে থাকা;

» (আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধ) শোনা;

» আনুগত্য করা;

» হিজরত করা; এবং

» আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বা সংগ্রাম করা।

যে-ব্যক্তি জামাআত বা সংঘ থেকে এক বিঘত পরিমাণ সরে যায়, সে যেন তার কাঁধ থেকে[৪] ইসলামের (আনুগত্যের) রশি খুলে ফেলল, তবে যদি সে ফিরে আসে তা হলে ভিন্ন কথা[৫]। আর যে-ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দাবিতে দাবিদার হয়,[৬] তাকে নির্ঘাত জাহান্নামের কয়লা হতে হবে।

একব্যক্তি বলল,[৭] "হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি নামাজ পড়ে আর রোযা রাখে, তার পরও?"

নবি ﷺ বলেন,

"সে যদি নামাজ পড়ে আর রোযা রাখে, তার পরও।[৮] সুতরাং, তোমরা আল্লাহর দাওয়াত

---

[১] هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ "আমি কি মুক্তিপণ দিয়ে আপনাদের হাত থেকে বাঁচতে পারি?" (আবু ইয়া'লা ১৫৭২; আহমাদ ১৭১৭০; ইবনু হিব্বান ৬২০০)।

[২] فَجَعَلَ يُعْطِيهِمُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ لِيَفُكَّ نَفْسَهُ مِنْهُمْ "এরপর সে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য, তার অল্প-বিস্তর সম্পদ তাদের দিতে লাগল।" (আবু ইয়া'লা ১৫৭২)।

[৩] كَثِيرًا "বেশি বেশি" (আবু ইয়া'লা ১৫৭২; আহমাদ ১৭১৭০)।

[৪] مِنْ رَأْسِهِ "তার মাথা থেকে" (আবু ইয়া'লা ১৫৭২)।

[৫] إِلَى أَنْ يَرْجِعَ "যতক্ষণ-না সে ফিরে আসছে" (আহমাদ ১৭৮০০)।

[৬] مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ "যে-ব্যক্তি জাহিলিয়াতের আহ্বান দিয়ে (লোকদের) ডাকে" (আবু ইয়া'লা ১৫৭২; আহমাদ ১৭১৭০)।

[৭] "তারা বললেন" (আহমাদ ১৭১৭০)।

[৮] وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ "সে যদি রোযা রাখে, নামাজ আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, তার পরও" (আহমাদ ১৭১৭০, ১৭৮০০; তাবারানি, কাবির ৩/২৮৫ (৩৪২৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিয়ে (লোকদের) ডাকো, যিনি তোমাদের নাম রেখেছেন—'মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী), মুমিন (বিশ্বাসী), ইবাদুল্লাহ (আল্লাহর গোলাম)'[১]।" ১

তিরমিযি ২৮৬৩, সহীহ, ২৮৬৪; আহমাদ ৪/১৩০ (১৭১৭০), ৪/২০২ (১৭৮০০); তাবারানি, কাবীর ৩/৩২৩ (৩৪২৭); ইবনু হিব্বান ১৪/১২৪–১২৬ (৬২৩৩); মাওয়ারিদুয যমআন ১৫৫০।

ইমাম ইবনু হিব্বানের মতে, জামাআত বা সংঘ দ্বারা সাহাবিদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। সাহাবিদের পর জামাআত দ্বারা সেসব লোক উদ্দেশ্য, যাদের মধ্যে দ্বীনদারি, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটে। গণমানুষের উচিত নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ বাদ দিয়ে তাদের অনুসরণ করা, সংখ্যায় তারা কম হলেও। সাধারণ গণমানুষ সংখ্যায় বেশি হলেও জামাআত বলতে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বোঝানো হয়নি। (ইবনু হিব্বান ১৪/১২৬–১২৭)।

শির্কমুক্ত থাকার সুফল

শির্কমুক্ত অবস্থায় মারা গেলে জান্নাতের সুসংবাদ

[৪১৫.] আবূ যার 🙡 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক রাতে বের হয়ে দেখি, আল্লাহর রাসূল ﷺ একাকী হাঁটছেন; সঙ্গে কোনও মানুষ নেই। মনে হলো, তাঁর সঙ্গে কেউ হাঁটুক—তিনি তা অপছন্দ করছেন। এরপর আমি চাঁদের আলোয় হাঁটা শুরু করি। তিনি পেছন ফিরে আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, مَنْ هٰذَا؟ "কে এটা?" আমি বলি, 'আবূ যার! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন!' তখন তিনি বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ "আবূ যার! এদিকে আসো।" এরপর তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ হাঁটার পর, তিনি বলেন,

> إِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا
>
> "(দুনিয়ায়) যারা প্রাচুর্যের অধিকারী, কিয়ামাতের দিন তাদের পুঁজি থাকবে অল্প; তবে ওই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, আর সে তা তার ডানে, বামে, সামনে, পেছনে—সর্বত্র (কল্যাণের পথে) খরচ করে, আর সঙ্গে ভালো কাজও করে।"

এরপর তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ হাঁটার পর, তিনি বলেন, اِجْلِسْ هَا هُنَا "এখানে বসো।" এ কথা বলে তিনি আমাকে একটি খোলা জায়গায় বসান, যার চারপাশে ছিল শিলাখণ্ড। তারপর বলেন, اِجْلِسْ هَا هُنَا حَتّٰى أَرْجِعَ إِلَيْكَ "আমি তোমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে বসে থেকো।" তারপর হাররার[২] দিকে এতদূর চলে যান যে, আমি আর তাঁকে দেখতে পাইনি। দীর্ঘ সময় অবস্থান করার পর শুনতে পাই, তিনি আসতে আসতে বলছেন—

---

[১] فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِأَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللهِ
"মুসলিমদেরকে সেসব নামে ডাকো, যেসব নামে আল্লাহ তাআলা তাদের নামকরণ করেছেন—মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী), মুমিন (বিশ্বাসী), ইবাদুল্লাহ (আল্লাহর গোলাম)" (আহমাদ ১৭১৭০)।

[২] মদীনার পাশে লাভাবেষ্টিত এলাকা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى

"চুরি করলেও? ব্যভিচার করলেও?"

তিনি আসার পর, ধৈর্যধারণ না করে বলে ফেলি, 'হে আল্লাহর নবি! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন! হাররার ওখানে কার সঙ্গে কথা বলছেন? কাউকে তো আপনার কথার জবাব দিতে শুনলাম না!' তিনি বলেন,

ذٰلِكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِيْ فِيْ جَانِبِ الْحَرَّةِ قَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ

"তিনি ছিলেন জিবরীল। হাররার একপাশে আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'আপনার উম্মাহকে সুসংবাদ দিন—যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক না করে মারা যাবে[১], সে জান্নাতে যাবে।' আমি বললাম, 'জিবরীল! চুরি করলেও? ব্যভিচার করলেও?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ!' আমি বলি, 'চুরি করলেও? ব্যভিচার করলেও?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ! মদ পান করলেও।" '

বুখারি ৬৪৪৩, ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬২৬৮, ৬৪৪৪, ৭৪৮৭; বুখারি, আত-তারীখ ৪/৭১; মুসলিম ২৭২/১৫৩ (৯৪); আহমাদ ৪/২৬০ (১৮২৮৪), ৫/১৫২ (২১৩৪৭), ৫/১৫৯ (২১৪১৪), ৫/২৮৫ (২২৪৬৪); ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৯৭১; আব্দ ইবনু হুমাইদ ৩৮৯; তাবারানি, কাবীর ৭/৫৫ (৬৩৪৭), ৭/৫৫ (৬৩৪৮); তহাভি, মুশকিল ১০/১৬৬ (৩৯৯৯); হিল্ইয়া ৫/৪৬; উসদুল গবাহ ২/৪৩৪, ৫/২৮৫; আল-ইসাবা ৪/২৩৫; কানযুল উম্মাল ১/৮১ (৩৩২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৮ (২১); জামউল ফাওয়াইদ ১৪।

[৪১৬.] উকবা ইবনু আমির ﷺ বলেন, [২]'বারোজন আরোহীর সঙ্গে আমি (মদীনায়) আসি। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছাকাছি এসে নামার পর আমার সঙ্গীরা বলেন,

---

[১] لَقِيَ اللّٰهَ "আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে" (আহমাদ ৪/২৬০ (১৮২৮৪))।

[২] 'উট (পালাক্রমে) দেখভালের দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপর। আমার পালা এলে, আমি সেগুলোকে (চরিয়ে) সন্ধ্যা-সময় নিয়ে আসি। এসে দেখতে পাই, আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি তাঁর এটুকু কথা শুনতে পাই: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ "কোনও মুসলিম যদি ওজু করে—আর তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে—তারপর দাঁড়িয়ে অন্তর ও চেহারা একনিষ্ঠ করে দু' রাকআত নামাজ আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।" এ কথা শুনে আমি বলি, "কী চমৎকার কথা!" তখন আমার সামনে-থাকা একজন বলে ওঠেন, "এর আগের কথাটি ছিল আরও চমৎকার!" তাকিয়ে দেখি (সামনের লোকটি) উমর ﷺ! তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, আপনি এইমাত্র এসেছেন। (এর আগে) নবি ﷺ বলেছেন, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ {ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ (أحمد ١٢٣٧١)} ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ 'তোমাদের কেউ যদি ওজু করে—এবং যথাযথভাবে তা সম্পন্ন করে—তারপর [আকাশের দিকে দৃষ্টি উঁচিয়ে (আহমাদ ১৭৩৬৩; আবু দাউদ ১৭০)] বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই; আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে; যে-দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সে (জান্নাতে) প্রবেশ করতে পারবে।' " ' (মুসলিম ৫৫৩/১৭ (২৩৪))।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আমাদের উটগুলো দেখভাল করবে, এমন কে আছে? আমরা গিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করব, তারপর সন্ধ্যায় এসে তাকে জানিয়ে দেবো—আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে আমরা কী কী শুনেছি।"

আমি বলি, "উটগুলো আমি দেখভাল করব।" কিছুক্ষণ পর মনে মনে বলি,

"বোকা বনে গেলাম না তো! আমার সঙ্গীরা এমন কিছু বিষয় শুনতে পাবে, যা আমি আল্লাহর নবি ﷺ-এর কাছ থেকে (সরাসরি) শুনতে পাব না!"

এরপর একদিন (নবি ﷺ-এর মজলিসে) হাজির হই। সেখানে একব্যক্তিকে বলতে শুনি—আল্লাহর নবি ﷺ বলেছেন,

مَـنْ تَوَضَّـأَ وُضُوءًا كَامِلًا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلَاتِهِ ، كَانَ مِـنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"যে-ব্যক্তি পরিপূর্ণ ওজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়, সে তার গোনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন ওইদিনই সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।"

এ কথা শুনে আমি চমকে যাই। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বলেন, "আরেকটি কথা শুনলে তো আপনি আরও বেশি চমকে যাবেন!" আমি বলি, "আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন! (সেই কথাটি) আমাকে বলুন।" উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বলেন, "আল্লাহর নবি ﷺ বলেছেন:

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَـيْئًا ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَـاءَ ، وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ

"যে-ব্যক্তি শির্ক না করে মারা যাবে, তার জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে তার ইচ্ছা সেদিক দিয়ে সে ঢুকতে পারবে; আর জান্নাতের দরজা হলো আটটি।[১]"

এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বেরিয়ে এলে, আমি তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসি, কিন্তু তিনি আমার দিক থেকে তাঁর চেহারা ঘুরিয়ে নেন। আমি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে মুখ করলে, তিনি তিনবার একই কাজ করেন। চতুর্থবার আমি বলি, "আল্লাহর নবি! আমি ও আমার মা আপনার জন্য কুরবান! আমার দিক থেকে আপনার চেহারা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন কেন?" তখন নবি ﷺ আমার দিকে মুখ করে বলেন:

أَوَاحِـدٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمِ اثْنَا عَشَرَ

"তোমার কাছে একজন বেশি পছন্দ, নাকি বারোজন?"

কথাটি তিনি দু-তিনবার বলেন। এ অবস্থা দেখে আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাই।'

তাবারানি, আওসাত ৬/৪৬ (৭৯৪৭), ইসনাদে একজন বর্ণনাকারী পরিত্যাজ্য (হাইসামি); মুসলিম ৫৫৪ (...); আবু দাউদ ১৬৯, ১৭০, ৯০৬; নাসাঈ ১৪০; নাসাঈ, কুবরা ১৪০; ইবনু মাজাহ ৪৭০; আহমাদ ১/১৬ (৯৭), হাসান লি-গাইরিহী; ৪/১৪৫–১৪৬ (১৭৩১৪), ৪/১৫০–১৫১ (১৭৩৬৩) ইসনাদটি দুর্বল, ৪/১৫৩ (১৭৩৯৩); তায়ালিসি ৩০; হিলইয়া ৩/৩০৭; ইতহাফ ১/১২৮ (১৫৩), ১/১২৮ (১৫৪);

---

[১] উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন—مَـنْ مَـاتَ يُؤْمِـنُ بِـاللّٰـهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ ، قِيْـلَ لَـهُ ادْخُـلِ الْـجَـنَّـةَ مِـنْ أَيِّ أَبْـوَابِ الْـجَـنَّـةِ الثَّـمَـانِيَـةِ شِـئْـتَ "যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান নিয়ে মারা যাবে, তাকে বলা হবে—জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে তোমার মন চায় সেটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।" (আহমাদ ১/১৬ (৯৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কানযুল উম্মাল ১/৮৩ (৩৪৫), ৭/৩০২ (১৮৯৮৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৩ (৩৯), ১/৩২ (৮০), ১/৪৯ (১৪৭)।

[৪১৭.] জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ বলেন,[১] 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে (সফরের উদ্দেশে) [২]রওয়ানা হই। মদীনা থেকে বের হওয়ার পর দেখি, এক আরোহী আমাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। তা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

كَأَنَّ هٰذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُرِيْدُ

"মনে হয়, এ আরোহী তোমাদের উদ্দেশেই আসছে।[৩]"

লোকটি আমাদের কাছে পৌঁছে সালাম দিলে, আমরা তার সালামের জবাব দিই।[৪] নবি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ "কোথা থেকে এসেছ?" সে বলে, "আমার পরিবার, সন্তানাদি ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে।" নবি ﷺ জানতে চান, فَأَيْنَ تُرِيْدُ "কোথায় যাচ্ছ?" সে বলে, "আল্লাহর রাসূলের কাছে।" নবি ﷺ বলেন, فَقَدْ أَصَبْتَهُ "তুমি তো তার নাগাল পেয়ে গিয়েছ![৫]" সে বলে, "আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী—তা আমাকে শিখিয়ে দিন।" নবি ﷺ বলেন,

تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ

"তুমি সাক্ষ্য দেবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল;[৬]
নামাজ কায়েম করবে;
যাকাত আদায় করবে;
রমজান মাসে রোযা রাখবে; এবং
(কাবা)ঘরের হজ করবে।"

সে বলে, "আমি (এ-মর্মে) স্বীকৃতি দিচ্ছি।"[৭]

---

[১] 'একব্যক্তি এসে ইসলাম গ্রহণ করলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ সফরের মধ্যেই তাকে ইসলাম(-এর মৌলিক বিষয়গুলো) শিখিয়ে দেন। এরপর তার উটের খুর একটি ইঁদুরের গর্তে ঢুকে গেলে, সে উটের পিঠ থেকে পড়ে মারা যায়।' (আহমাদ ৪/৩৫৭ (১৯১৫৮))।

[২] 'আমাদের বাহনে চড়ে' (তাবারানি, কাবীর ২/৩১১ (২৩২১))।

[৩] هٰذَا رَجُلٌ لَا عَهْدَ لَهُ بِالطَّعَامِ "এ লোকটি খাবারে কষ্ট পাচ্ছে।" (তাবারানি, কাবীর ২/৩১১ (২৩২১))।

[৪] 'আমরা দেখতে পাই—গাছের ছাল খেতে খেতে তার দু ঠোঁট ছিঁড়ে গিয়েছে।' (তাবারানি, কাবীর ২/৩১১ (২৩২১))।

[৫] فَأَنَا مُحَمَّدٌ أَنَا رَسُوْلُ اللهِ "আমি মুহাম্মাদ। আমি আল্লাহর রাসূল।" (তাবারানি, কাবীর ২/৩১১ (২৩২১))।

[৬] وَتُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ "আল্লাহর কাছ থেকে যা-কিছু এসেছে, তা (সত্য বলে) স্বীকার করবে;" (তাবারানি, কাবীর ২/৩১১ (২৩২১))।

[৭] 'এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সরে যান। নবি ﷺ যখন তার সামনে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরতে শুরু করেছিলেন, তখন আমরা সেখানে ভিড় জমিয়েছিলাম; আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম—নবি ﷺ শেষ-পর্যন্ত ইসলামের কী কী বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। এরপর নবি ﷺ সরে গেলে আমরাও সরে যাই।' (তাবারানি, কাবীর ২/৩১১ (২৩২১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর তার উটের সামনের পা ইঁদুরের জালে জড়িয়ে গেলে, সেটি পড়ে যায়।[১] সঙ্গে লোকটিও পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়[২] এবং এতে তার মৃত্যু ঘটে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

عَلَيَّ بِالرَّجُلِ

"লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে আসো।[৩]"

তখন আম্মার ইবনু ইয়াসির ও হুযাইফা ؓ দৌড়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে বলেন, "আল্লাহর রাসূল! লোকটি মারা গিয়েছে।" এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দিক থেকে চেহারা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন

أَمَا رَأَيْتُمَا إِعْرَاضِي عَنِ الرَّجُلِ فَإِنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ يَدُسَّانِ فِي فِيهِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَاتَ جَائِعًا هٰذَا وَاللهِ، مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

"তোমরা খেয়াল করেছ, আমি এ লোকটির দিক থেকে চেহারা ঘুরিয়ে নিয়েছি; এর কারণ হলো—আমি দেখলাম, দুজন ফেরেশতা তার মুখে জান্নাতের ফল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এরপর জানতে পারলাম, সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা গিয়েছে। শপথ আল্লাহর! এ-ব্যক্তি সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—
'যারা ঈমান আনে, তারপর নিজেদের ঈমানের সঙ্গে জুলুমের মিশ্রণ ঘটায় না—নিরাপত্তা তো তাদের জন্যই, আর তারাই হলো সঠিক পথে পরিচালিত।' (সূরা আল-আনআম ৬:৮২)"

এরপর[৪] তিনি বলেন,

دُونَكُمْ أَخَاكُمْ

"তোমাদের ভাইকে লও!"

আমরা তাকে পানির কাছে নিয়ে যাই। এরপর তাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দিই। তারপর তাকে কাফন পরিয়ে কবরের কাছে নিয়ে গেলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ সেখানে এসে তার কবরের পাশে বসে বলেন—

أَلْحِدُوا وَلَا تَشُقُّوا فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا، وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا

"তার জন্য লাহ্‌দ পদ্ধতির কবর খনন করো, শাক্ক পদ্ধতির নয়; কারণ আমাদের জন্য লাহ্‌দ পদ্ধতির কবর, আর অন্যদের জন্য শাক্ক পদ্ধতির।" '

আহমাদ ৪/৩৫৯ (১৯১৭৬), বর্ণনাকারী আবূ জানাব মুদাল্লিস, অর্থাৎ 'অমুক থেকে বর্ণিত' পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); ৪/৩৫৭

[১] 'তার অল্পবয়সী উটের সামনের পা একটি ইঁদুরের গর্তে পড়ে যায়' (আহমাদ ৪/৩৫৯ (১৯১৭৭))।

[২] 'তার ঘাড় ভেঙে যায়' (তাবারানি, কাবির ২/৩১৯ (২৩২১))।

[৩] احْمِلُوهُ إِلَى الْمَاءِ "তাকে পানির কাছে নিয়ে যাও।" (তাবারানি, কাবির ২/৩১৯ (২৩২১))।

[৪] 'তার ব্যাপারে নবি ﷺ বলেন, هٰذَا مِمَّنْ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا "এ হলো সেসব লোকের একজন, যারা অল্প আমল করে বিপুল প্রতিদান লাভ করে নিল।" ' (আহমাদ ৪/৩৫৯ (১৯১৭৭))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(১৯১৫৮) হাসান বি তুরুকিহী, ৪/৩৫৯ (১৯১৭৭) হাসান বি তুরুকিহী; তাবারানি, কাবীর ২/৩১৯ (২৩২৯); হিলইয়া ৪/২০৩; কানযুল উম্মাল ১/২৭৯ (১৩৭৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪১–৪২ (১১৭)।

শির্ক ও নিষিদ্ধ খুনখারাবি থেকে বিরত থাকার প্রতিদান জান্নাত

[৪১৮.] জারীর ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ أُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ

"যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুর শির্ক না করে এবং হারাম রক্তপাত না ঘটিয়ে মারা যাবে,[১] সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চাইবে, তাকে ওই দরজা দিয়েই প্রবেশ করানো হবে।" '

তাবারানি, কাবীর ২/৩০৯ (২২৮৫), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি), ১১/১০৬ (১১১৯২), একজন বর্ণনাকারী দুর্বল; হাকিম ৪/৩৫১–৩৫২ (৮০৩৪); কানযুল উম্মাল ১/৮১ (৩২৯), ১/৮৩ (৩৪১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৯ (২৭), ১/২১ (৩৩); জামউল ফাওয়াইদ ২৫।

[৪১৯.] মুআয ইবনু জাবাল ﵁-এর সম্পর্কে বর্ণিত, '(মৃত্যুর) সময়ক্ষণ ঘনিয়ে এলে তিনি বলেন, "আমার সামনে লোকদের জড়ো করো।" তাদের জড়ো করা হলে তিনি বলেন,

"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، جَعَلَهُ اللهُ فِي الْجَنَّةِ

'যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনও শির্ক না করে মারা যাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

আমার মৃত্যুর সময়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে, তাই তোমাদের এটি বলে দিলাম; এর (সত্যতার ব্যাপারে) সাক্ষী হলেন উওয়াইমির আবুদ দারদা ﵁।"

লোকজন আবুদ দারদা ﵁-এর কাছে এলে তিনি বলেন,

"আমার ভাই সত্য বলেছেন। তার মৃত্যুর সময়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে বিধায়, তিনি তোমাদের এ কথাটি বলে দিলেন।" '

আহমাদ ৬/৪৫০ (২৭৫৪৭) হাদীসটি সহীহ, তবে ইনকিতা/বিচ্ছিন্নতার দরুন এ ইসনাদটি দুর্বল, ৩/৭৯ (১১৭৫১), সহীহ লি-গাইরিহী (আরনাউত); বুখারি, আত-তারীখ ৮/২৫২; বাযযার (কাশফ) ১/১১ (৬); আবূ ইয়া'লা ২/৩০২ (১০২৬); হাকিম ৩/২৪৭ (৫০৭৯); কানযুল উম্মাল ১/৮০ (৩২৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৬ (৯), ১/১৭–১৮ (১৭)।

শির্ক থেকে মুক্ত থাকার উপায়

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া

[৪২০.] আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﵁ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় তিনি একদল লোককে বলতে শুনেন—"আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি

---

[১] لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ خَفِيفُ الظَّهْرِ "সে পিঠে খুবই হালকা বোঝা নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।" (তাবারানি, কাবীর ১১/১০৬ (১১১৯২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সর্বোত্তম?" এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও নিষ্কলুষ হজ[১]।"

এরপর উপত্যকায় একটি আওয়াজ শোনা গেল; কেউ একজন বলছে,

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

وَأَنَا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ

"আমিও (অনুরূপ) সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—যে-ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেবে, সে অবশ্যই শির্ক থেকে মুক্ত থাকবে।" '

আহমাদ ৫/৪৫১ (২৩৭৮৩), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি), ২/২৫৮ (৭৫১১), ২/২৬৪ (৭৫৯০), ২/২৬৮–২৬৯ (৭৬৪১); বুখারি ২৬, ১৫১৯; মুসলিম ২৪৮/১৩৫ (৮৩), ২৪৯; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম ৩৯; হিল্ইয়া ৪/২৭০; ইবনু হিব্বান ১০/৪৫৫–৪৫৬ (৪৫৯৫); ইবনু হিব্বান (মাওয়ারিদ) ১৫৯০; তুহফাতুল আশরাফ ৪/৩৫৬ (৫৩৩৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৯ (২০১)।

---

[১] أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ: إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَغَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ "আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম কাজ হলো: সন্দেহমুক্ত ঈমান, খেয়ানতমুক্ত যুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত হজ" (আহমাদ ২/২৫৮ (৭৫১১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেসব কারণে

কালিমায়ে শাহাদাত, নামাজ ও রোযা ছেড়ে দেওয়া

[৪২১.] হাম্মাদ ইবনু যাইদ ﵀ বলেন, 'আমি ইবনু আব্বাস ﵄-এর ব্যাপারে এটিই জানি যে, তিনি এটি নবি ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নবি ﷺ বলেছেন:

عُرَى الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ، مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوْبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"ইসলামের রশি ও দ্বীনের খুঁটি তিনটি, ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে এসবের ওপর; যে-ব্যক্তি এসবের যে-কোনও একটি ছেড়ে দেয়,[১] সে ওই বিষয়ের কাফির, তাকে হত্যা করা বৈধ। [বিষয় তিনটি হলো:]

» এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;

» ফরজ নামাজ (আদায় করা); এবং

» রমজান মাসে রোযা (রাখা)।"

এরপর ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন,

تَجِدُهُ كَثِيْرَ الْمَالِ لَا يُزَكِّيْ، فَلَا يَزَالُ بِذٰلِكَ كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ. وَتَجِدُهُ كَثِيْرَ الْمَالِ لَمْ يَحُجَّ، فَلَا يَزَالُ بِذٰلِكَ كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ

"তুমি দেখবে—কোনও ব্যক্তি অনেক সম্পদের মালিক, কিন্তু সে যাকাত দেয় না; সে ওই বিষয়ের কাফির হিসেবে গণ্য হতে থাকবে, কিন্তু তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। আবার দেখবে—কোনও ব্যক্তি অনেক সম্পদের মালিক, কিন্তু সে হজ পালন করেনি, সে ওই বিষয়ের কাফির হিসেবে গণ্য হতে থাকবে, কিন্তু তাকে হত্যা করা বৈধ নয়।" '

আবূ ইয়া'লা ৪/২৩৬ (২৩৪৯), সনদের ব্যাপারে হাইসামি কোনও মন্তব্য করেননি; তাবারানি, কাবীর ১২/১৭৪ (১২৮০০), তাবারানির বর্ণনায় ইবনু আব্বাস ﵄-এর বক্তব্যটি নেই, ইসনাদটি হাসান (হাইসামি); আত-তারগীব ১/৩৮২; কানযুল উম্মাল ১/২৮ (২৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৭–৪৮ (১৪১); জামউল ফাওয়াইদ ৩৭ (দ্বিতীয়াংশ)।

যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানানো

[৪২২.] আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আবূ বকর ﵁-কে খলীফা মনোনীত করা হয়। সে-সময় আরবের কিছু লোক কুফরে লিপ্ত হলে[২], উমর ﵁ আবূ

---

[১] كَانَ كَافِرًا "সে কাফির হয়ে যায়" (তাবারানি ১২৮০০)।

[২] 'রিদ্দা বা ইসলাম-ত্যাগের ঘটনা শুরু হলে' (আহমাদ ১/১১ (৬৭)); 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আরবের লোকজন মুরতাদ হয়ে গেলে' (নাসাঈ ৩৯৬৯); 'আবূ বকর ﵁-এর শাসনামলে রিদ্দা'র লোকজন মুরতাদ হয়ে গেলে'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বকর ﷛-কে বলেন,

"[১]আপনি (এসব) লোকের বিরুদ্ধে[২] কীভাবে যুদ্ধ করবেন?[৩] আল্লাহর রাসূল ﷺ তো বলেছেন[৪]—

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

'আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ-না তারা বলছে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই। যে-ব্যক্তি বলে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, সে আমার কাছ থেকে তার জানমালের সুরক্ষা পাবে; তবে সে যদি এ সাক্ষ্যের কোনও হক নষ্ট করে, তা হলে সেই সুরক্ষা প্রযোজ্য নয়; আর তার হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর।' "

এর জবাবে আবূ বকর ﷛ বলেন,

"[৫]শপথ আল্লাহর![৬] আমি সেসব লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করব[৭], যারা নামাজ ও যাকাতকে বিচ্ছিন্ন করে[৮]। যাকাত হলো সম্পদের হক[৯]। শপথ আল্লাহর! তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর

(আহমাদ ১/৩৫-৩৬ (২৩১)); 'কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গেলে, আবূ বকর ﷛ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন' (আহমাদ ২/৫২৮-৫২৯ (১০৮৪০)); 'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আবূ বকর ﷛ (সাহাবিদের) সমবেত করলে' (নাসায়ি ৩০৯৩); 'আবূ বকর ﷛ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলে' (আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ ৪/৪৩-৪৪ (৬৯১৬))।

[১] "আবূ বকর!" (আহমাদ ১/৩৫-৩৬ (২৩১))।

[২] "আরবের সবার বিরুদ্ধে" (তাবারানি, আওসাত ৫/৫১ (৪৫৫৪))।

[৩] "এরা তো নামাজ আদায় করে!" (আহমাদ ২/৫২৮-৫২৯ (১০৮৪০))।

[৪] "আপনি তাদের সঙ্গে লড়াই করবেন? অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এই এই বলতে শুনেছেন!" (আহমাদ ১/১১ (৬৭)); "আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ-কথা বলতে শুনেননি?" (তহাবি, শারহু মুশকিল ১৫/৮৩ (৫৮৫২))।

[৫] "আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ 'আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ-না তারা এ-মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, নামাজ কায়েম রাখছে এবং যাকাত আদায় করছে।' " (নাসায়ি ৩০৯৪); إِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 'যখন তারা সাক্ষ্য দেবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, নামাজ কায়েম রাখবে এবং যাকাত আদায় করবে, তখন তারা আমার কাছ থেকে তাদের জানমালের সুরক্ষা পাবে।' " (তাবারানি, আওসাত ৫/৫১ (৪৫৫৪)); "আমি কি ফরজ নামাজ ও ফরজ যাকাতের ব্যাপারে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?" (তহাবি, শারহু মুশকিল ১৫/৮৩ (৫৮৫২))।

[৬] "আমি নামাজ ও যাকাতকে বিচ্ছিন্ন করি না;" (আহমাদ ১/১১ (৬৭)); "আল্লাহ যেগুলো একসঙ্গে রেখেছেন, তোমরা সেগুলো বিচ্ছিন্ন করো না" (বাইহাকি, কাবির ৮/১৭৬-১৭৭ (১৬৮০৯))।

[৭] "আমি তাদের হত্যা করব" (আহমাদ ১/১৯ (১১৭))।

[৮] "যারা যাকাত থেকে পিছু হটে" (আহমাদ ২/৫২৮-৫২৯ (১০৮৪০))।

[৯] "সম্পদের হক হলো যাকাত আদায় করা" (আবূ দাউদ ১৫৫৭); "যাকাত হলো তাওহীদের স্বীকৃতির হক" (বাইহাকি, কাবির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাছে (যাকাত দেওয়ার সময়) উট-বাঁধার যে রশি[১] দিত, (আজ) যদি সেটিও আমার কাছে পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায়[২], এই অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

উমর ﵁ বলেন,

"শপথ আল্লাহর! আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি—যুদ্ধের জন্য আবূ বকর ﵁-এর বুককে আল্লাহ প্রসারিত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি, তার সিদ্ধান্তই সঠিক।[৩]" '

বুখারি ৭২৮৪, ৭২৮৫, ১৩৯৯, ১৪০০, ১৪৫৬, ১৪৫৭, ৬৯২৪, ৬৯২৫; মুসলিম ১২৪/৩২ (২০); আবূ দাউদ ১৫৫৬, ১৫৫৭; তিরমিযি ২৬০৭; নাসাঈ ২৪৪৩, ৩০৯১, ৩০৯২, ৩০৯৩, ৩০৯৪, ৩৯৬৯, ৩৯৭০, ৩৯৭১, ৩৯৭৩, ৩৯৭৫; নাসাঈ, কুবরা ২২৩৫, ৩৪১৭, ৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২১, ৩৪২৩, ৪২৭৬, ৪২৮৪, ৪২৮৫, ৪২৮৬, ৪২৮৭; আহমাদ ১/১১ (৬৭), ১/১৯ (১১৭), ১/৩৫–৩৬ (২৩৯), ১/৪৭–৪৮ (৩৩৫), ২/৪২৩ (৯৪৭৫), ২/৫২৮–৫২৯ (১০৮৪০); তাবারানি, আওসাত ৫/৫১ (৬৫৫৪); আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ ৪/৪৩–৪৪ (৬৯১৬), ১০/১৭২–১৭৩ (১৮৭১৮); ইবনু খুযাইমা ২২৪৭; ইবনু হিব্বান ১/৪৪৯ (২১৬), ১/৪৫০–৪৫১ (২১৭); মারওয়াযি, সালাত ৫; হাকিম ১/৩৮৬–৩৮৭ (১৪২৭); তহাভি, শারহু মুশকিল ১৫/৮৩ (৫৮৫২); ইবনু মানদাহ, আল-ঈমান ২৪, ২১৫, ২১৬; বাইহাকি, কুবরা ৪/১০৪ (৭৩৯৯), ৪/১১৪ (৭৪৫২), ৭/৩ (১৩২৪৪), ৭/৪ (১৩২৪৫), ৭/৪ (১৩২৪৬), ৮/১৭৬ (১৬৮০৮), ৮/১৭৬–১৭৭ (১৬৮০৯), ৯/১৮২ (১৮৬৬৫)।

নিজের বংশধারা অস্বীকার করা

[৪২৩.] আমর ইবনু শুআইব তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবি ﷺ বলেছেন—

كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ

"কেউ যদি অজ্ঞাত বংশের দাবি করে অথবা—সূক্ষ্মভাবে হলেও—বংশধারা অস্বীকার করে[৪], সেটি তার কুফর।[৫]" '

ইবনু মাজাহ ২৭৪৪, ইসনাদটি হাসান; আবদুর রাযযাক ৯/৫১ (১৬৩১৫), ৯/৫১ (১৬৩১৬); আহমাদ ২/২১৫ (৭০১৯); দারিমি ২৮৯০, ২৮৯১, ২৮৯২; বাযযার (কাশফ) ১/৭০ (১০৪); তাবারানি, আওসাত ২/১৪৪ (২৮১৮), ৬/৩৯–৪০ (৭৯১৯), ৬/২২১ (৮৫৭৫); তাবারানি, সগীর ১০৭২; তারীখু বাগদাদ ৩/১৪৪; কানযুল উম্মাল ৬/১৯১ (১৫৩০১), ৬/১৯৫ (১৫৩১৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৭ (৩৫০), ১/৯৭ (৩৫২)।

৮/১৭৬–১৭৭ (১৬৮০৯))।

[১] "উটের ছোটো বাচ্চা" (বুখারি ১৪০০)।

[২] "তারা যদি উট-বাঁধার একটা রশিও দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ফরজ করেছেন" (আহমাদ ২/৫২৮–৫২৯ (১০৮৪০))।

[৩] "যখন দেখলাম, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ আবূ বকর ﵁-এর বক্ষকে প্রসারিত করে দিয়েছেন, তখন বুঝতে পারলাম—তিনিই সত্যের ওপর আছেন।" (আহমাদ ২/৫২৮–৫২৯ (১০৮৪০)); "এরপর আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা দেখেছি, সেই সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক।" (আহমাদ ১/১১ (৬৭))।

[৪] تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ "বংশ থেকে মুক্ত ঘোষণা করে" (আহমাদ ২/২১৫ (৭০১৯))।

[৫] مَنِ ادَّعَى نَسَبًا لَا يُعْرَفُ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَانْتِفَاءٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ كُفْرٌ بِاللَّهِ "যে-ব্যক্তি অজ্ঞাত বংশ দাবি করে, সে আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করে; আর বংশধারাকে সূক্ষ্মভাবে অস্বীকার করাও আল্লাহর সঙ্গে কুফরি।" (তাবারানি, আওসাত ৬/২২১ (৮৫৭৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৪২৪.] আবূ উসমান[১] বলেন,[২] 'যখন যিয়াদ[৩]-কে দাবি করা হলো[৪], আমি আবূ বাকরা ﵁-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বলি, "আপনি কী করলেন? আমি তো সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﵁-কে বলতে শুনেছি,

'আমার দু কান আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছে—

مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"যে-ব্যক্তি ইসলামে (এসে) তার পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবি করে, অথচ সে জানে ওই ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম[৫]।" ' "

এ-কথা শুনে আবূ বাকরা ﵁ বলেন, "আমিও এটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি[৬]।" '

মুসলিম ২১৯/১১৪ (৬৩), ২২০/১১৫ (...); বুখারি ৪৩২৬, ৪৩২৭, ৬৭৬৬, ৬৭৬৭; আবূ দাউদ ৫১১৩; ইবনু মাজাহ ২৬১০; তায়ালিসি ১৯৬, ৯২৬; আবদুর রাযযাক ৯/৪৯–৫০ (১৬৩১০), ৯/৫০ (১৬৩১৩), ৯/৫১ (১৬৩১৪); ইবনু আবী শাইবা ৮/৫৩৭ (২৬৬২৮), ১৪/১৪৬–১৪৭ (৩৭২০১); আহমাদ ১/১৬৯ (১৪৫৪), ১/১৭৪ (১৪৯৭), ১/১৭৪ (১৪৯৯), ১/১৭৪ (১৫০৪), ১/১৭৯–১৮০ (১৫৫৩), ৫/৪৬ (২০৪৬৬); দারিমি ২৫৫৯, ২৮৮৯; বাযযার ৩/৩৩৯ (১১৩৭, শেষাংশ), ৪/৫৬ (১২২১); আবূ ইয়া'লা ২/৫৯ (৭০০), ২/৬৫ (৭০৬), ২/৮৯–৯০ (৭৪৪, শেষাংশ), ২/১০৬ (৭৬৫); তাবারানি, আওসাত ২/৪১২ (৩৬৮৩), ৩/৮২ (৩৯৩১); ইবনু হিব্বান ২/১৫৮–১৫৯ (৪১৫), ২/১৫৯ (৪১৬); আবদ ইবনু হুমাইদ ১৩৫; বাইহাকি, কুবরা ৭/৪০৩ (১৫৪২৪), ৭/৪০৩ (১৫৪২৫); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ২৩৭৬।

[৪২৫.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرِحْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ "যে-ব্যক্তি (কাউকে) তার পিতা ছাড়া অন্য

---

[১] নাহদি (আহমাদ ১/১৭৪ (১৫০৪))।

[২] 'আমি সাদ ও আবূ বাকরা ﵄-কে (এ হাদীস) বলতে শুনেছি। সাদ হলেন সে-ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তির ছুড়েছিলেন। আর আবূ বাকরা বেশ কিছু লোকের সঙ্গে তায়িফের দুর্গ থেকে লাফিয়ে নেমে নবি ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন।' (বুখারি ৪০২৬–৪০২৭)।

[৩] তাকে 'যিয়াদ ইবনু আবীহি' নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন আবূ বাকরা ﵁-এর বৈপিত্রেয় ভাই। পরে মুআবিয়া ইবনু আবী সুফ্ইয়ান তাকে নিজ পিতার সঙ্গে যুক্ত করে নাম দেন 'যিয়াদ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান'। শুরুতে তিনি ছিলেন আলি ইবনু আবী তালিব ﵁-এর সঙ্গী, পরে তিনি মুআবিয়া ইবনু আবী সুফ্ইয়ানের সঙ্গে যোগ দেন। (দ্রষ্টব্য: মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থের টীকা, রিসালা সংস্করণ, ৩/৬০)।

[৪] 'মুআবিয়া যখন যিয়াদকে (আবূ সুফ্ইয়ানের ছেলে হিসেবে) দাবি করলেন,' (বাইহাকি, কুবরা ৭/৪০৩ (১৫৪২৫); নববি, শারহু মুসলিম, বাইতুল আফকার সংস্করণ, পৃ. ১৩৭)।

[৫] حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন" (আবদুর রাযযাক ৯/৪৯–৫০ (১৬৩১০)); مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ "যে-ব্যক্তি তার পিতা ছাড়া অন্য কারও (সন্তান) বলে দাবি করে অথবা নিজের আযাদকারী গোত্র ছাড়া অন্যের বলে দাবি করে, সে মূলত কুফর করে" (বাযযার ৩/৩৩৯ (১১৩৭))।

[৬] "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে আমার দু কান এটি শুনেছে, আর আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করে রেখেছে" (বুখারি ৬৭৬৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারোর (সন্তান) বলে দাবি করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না, অথচ এর ঘ্রাণ পাঁচশ বছরের[1] পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।"[2] '

ইবনু মাজাহ ২৬১১, ইসনাদটি সহীহ; আবদুর রায্যাক ৯/৫১ (১৬৩১৭); আহমাদ ২/১৭১ (৬৫৯২, প্রথম অংশ), ২/১৯৪ (৬৮৩৪); তায়ালিসি ২৩৮৮; তারীখু বাগদাদ ২/৩৪৭; আত-তারগীব ৩/৭৪; কানযুল উম্মাল ৬/১৯৪ (১৫৩১৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৮ (৩৫৪)।

[৪২৬.] আবূ হুরায়রা ্র থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ "নিজেদের পিতৃপুরুষদের (পরিচয় দেওয়ার) ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করো না, কারণ নিজের পিতার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করা কুফর।" '

বুখারি ৬৭৬৮; মুসলিম ২১৮/১১৩ (৬২); আবদুর রায্যাক ৯/৫০ (১৬৩১১); আহমাদ ২/৫২৬ (১০৮১৩); তায়ালিসি ৫৬।

[৪২৭.] আদি ইবনু আদি তার পিতা অথবা চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। 'এক কৃতদাসকে কাইসান নামে ডাকা হতো। একপর্যায়ে সে নিজের নাম রাখে কাইস। এরপর সে তার আযাদকারী গোত্রের পরিচয় দিয়ে কুফায় (তাদের সঙ্গে) যোগ দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব ্র-এর উদ্দেশে রওয়ানা হন। তিনি এসে বলেন,

"আমীরুল মুমিনীন! আমার ছেলে আমার বিছানায় জন্ম নিয়েছে। তারপর সে আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ওই গোত্রের পরিচয় দিচ্ছে, যারা তাকে ও আমাকে আযাদ করেছে।"

এ-কথা শুনে উমর ্র যাইদ ইবনু সাবিত ্র-কে বলেন, "তোমার কি জানা নেই আমরা এটি পাঠ করতাম—

﴿لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ﴾

'তোমরা নিজেদের পিতৃপুরুষদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, কারণ (এমনটা করা হলে) তা হবে তোমাদের কুফর'?"

যাইদ ্র বলেন, "অবশ্যই জানা আছে।" তখন উমর ্র লোকটিকে বলেন,

"আপনি গিয়ে আপনার ছেলেকে আপনার উটের সঙ্গে বাঁধবেন। তারপর চলতে চলতে এক চাবুক মারবেন আপনার উটকে, আর আরেক চাবুক মারবেন আপনার ছেলেকে; তাকে নিয়ে আপনার ঘরে আসার আগ-পর্যন্ত চাবুক মারতে থাকবেন।" '

তাবারানি, কবীর ৫/১২১ (৪৮০৭), ইসনাদটি সহীহ (দারানি); আবদুর রায্যাক ৯/৫১-৫২ (১৬৩১৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৭-৯৮ (৩৫৩)।

---

[১] سَبْعِينَ عَامًا "সত্তর বছরের" (আহমাদ ২/১৭১ (৬৫৯২))।

[২] 'মুআবিয়া ্র জুনাদা ইবনু আবী উমাইয়াকে (আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে) ডাকতে চেয়েছিলেন। এটা দেখে জুনাদা বলেন, "আমি হলাম আপনার তিরদানের একটি তির, আপনার যেদিকে মন চায় আমাকে সেদিকে নিক্ষেপ করুন।" ' (তায়ালিসি ২৩৮৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা

[৪২৮.] জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ

"যে (কৃতদাস) তার মনিব বা আযাদকারীকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, সে মূলত তার ঘাড় থেকে ঈমানের রশি খুলে ফেলে।" '

আহমাদ ৩/৩৩২ (১৪৫৬২), ইসনাদটি জাইয়িদ (আরনাউত); বুখারি, তারীখ ৩/১৪৩ (৪৮৬); কানযুল উম্মাল ১০/৩২৪ (২৯৬২৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৭ (৩৫১)।

অহংকার করা

[৪২৯.] আবু সালামা ইবনু আবদির রহমান বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﵁-এর সঙ্গে মারওয়ায় আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵁-এর দেখা হলে তারা দুজন কথাবার্তা বলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ চলে গেলে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵁ [১]কাঁদতে থাকেন। তখন একব্যক্তি[২] তাকে বলে, "আবু আবদির রহমান, আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বলেন,

"[৩]এই আবদুল্লাহ ইবনু আমরের দাবি, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন—

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، أَكَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ

"যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৪]" '

আহমাদ ২/২১৫ (৭০১৫), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত), ২/১৬৪ (৬৫২৬); ইবনু আবী শাইবা ৯/৮৯ (২৭১১০), ৯/৮৯ (২৭১১২), ৯/৮৯–৯০ (২৭১১৩); আত-তারগীব ৩/৫৬৬ (২৬, ২৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৮ (৩৫৫)।

কারণ, অহংকার আল্লাহর চাদর

[৪৩০.] আবু সাঈদ খুদরি ও আবু হুরায়রা ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ "ক্ষমতা[৫] তাঁর পোশাক, আর অহংকার তাঁর চাদর; সুতরাং

---

[১] 'একটু সামনে গিয়ে' (আহমাদ ২/১৬৪ (৬৫২৬))।

[২] 'লোকজন' (আহমাদ ২/১৬৪ (৬৫২৬))।

[৩] "এই ব্যক্তি যা বললেন, তা শুনে (আমি কাঁদছি)" (আহমাদ ২/১৬৪ (৬৫২৬))।

[৪] لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ [حَبَّةِ خَرْدَلٍ] مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ "যার অন্তরে [সরিষার] দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যাবে না; আর যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে যাবে না।" (ইবনু আবী শাইবা ৯/৮৯ (২৭১১২), ৯/৮৯–৯০ (২৭১১৩))।

[৫] الْعَظَمَةُ "শ্রেষ্ঠত্ব" (আবু দাউদ ৪০৯০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(আল্লাহ বলেন) আমার সঙ্গে[১] যে টানাটানি করে[২], আমি তাকে শাস্তি দেবো[৩]।" '

মুসলিম ৬৬৮০/১৩৬ (২৬২০); আবূ দাউদ ৪০৯০; ইবনু মাজাহ্ ৪১৭৪, ৪১৭৫; আহমাদ ২/২৪৮ (৭৩৮২), ২/৩৭৬ (৮৮৯৪), ২/৪১৪ (৯৩৫৯), ২/৪২৭ (৯৫০৮), ২/৪৪২ (৯৭০৩); বুখারি, আল-মুফরাদ ৫৫২; তাবারানি, সগীর ৩৩১; তাবারানি, আওসাত ২/৩০৮ (৩৩৮০), ৬/৪১৫ (৯২৫৩); হুমাইদি ৩/১৭৮–১৭৯ (১১৮৩); আবদুর রাযযাক ১০/৪১৬ (১৯৫৪৭); ইবনু আবী শাইবা ৯/৮৯ (২৭১১১); ইবনু হিব্বান ২/৩৫ (৩২৮, প্রথম অংশ), ১২/৪৮৬ (৫৬৭১), ১২/৪৮৬–৪৮৭ (৫৬৭২); হাকিম ১/৬১ (২০৩); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৫৯২; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৯ (৩৬০); কানযুল উম্মাল ৩/৫৩৪ (৭৭৭৬, ৭৭৭৭); আলবানি, আস-সহীহ ৫৪১।

অহংকারের বিভিন্ন ধরন

সত্যকে নির্বুদ্ধিতা মনে করা ও মানুষকে খাটো করে দেখা

[৪৩১.] উকবা ইবনু আমির ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন—

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا وَلَا يَرَاهَا

"[৪]মৃত্যুবরণকারী কারও মনে যদি মৃত্যুর সময় সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকে, জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া তার জন্য বৈধ হবে বটে, তবে সে জান্নাত দেখতে পাবে না।"

এ-কথা শুনে আবূ রাইহানা নামে কুরাইশদের একব্যক্তি বলেন,

"আল্লাহর রাসূল! শপথ আল্লাহর, আমি সৌন্দর্য পছন্দ করি, এর প্রতি আমার রয়েছে অদম্য আগ্রহ, এমনকি আমি চাই আমার চাবুকের বেল্ট ও জুতার ফিতাটিও সুন্দর হোক। (এটা কি অহংকারের মধ্যে পড়ে?)"

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

لَيْسَ ذَاكَ الْكِبْرُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ، يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ

---

[১] وَاحِدًا مِنْهُمَا "দুটির কোনও একটি নিয়ে" (আবূ দাউদ ৪০৯০)।

[২] إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ الْعِزَّةَ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءَ رِدَائِي فَمَنْ نَازَعَنِيهِمَا عَذَّبْتُهُ "মহামহিম আল্লাহ বলেন—ক্ষমতা আমার পোশাক, আর অহংকার আমার চাদর; এ দুটি বিষয়ে যে আমার সঙ্গে টানাটানি করে" (তাবারানি, সগীর ৩৩১); الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي ثَوْبِي "অহংকার আমার চাদর; যে আমার কাপড় নিয়ে টানাটানি করে" (তাবারানি, আওসাত ৬/৪১৫ (৯২৫৩))।

[৩] جَعَلْتُهُ فِي النَّارِ "তাকে জাহান্নামে দেবো" (তাবারানি, আওসাত ৬/৪১৫ (৯২৫৩)); قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ "তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব" (আবূ দাউদ ৪০৯০); قَصَمْتُهُ "তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলব" (হাকিম ১/৬১ (২০৩))।

[৪] إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ الْجَنَّةَ "অহংকারের কোনোকিছুই জান্নাতে যাবে না" (আহমাদ ৪/১৫৩–১৫৪ (১৭২০৬)); لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ "সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার জান্নাতে যাবে না, আর সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান জাহান্নামে যাবে না" (বাযযার (কাশফ) ১/৭০ (১০৪))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

النَّاسَ بِعَيْنَيْهِ

"এটা অহংকার নয়, আল্লাহ তাআলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন; তবে অহংকার হলো—

» সত্যকে নির্বুদ্ধিতা মনে করা, ও

» মানুষকে খাটো করে দেখা।" '

আহমাদ ৪/১৫১ (১৭৩৬৯), সহীহ লি-গাইরিহী (আরনাউত), ৪/১৩৩-১৩৪ (১৭২০৬), ৪/১৩৪ (১৭২০৭); বাযযার (কাশফ) ১/৭০ (১০৪); তাবারানি, কবীর ১১/৪৩৫ (১২২৩৫); তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১০৭১; আত-তারগীব ৩/৫৬৬ (২৮); কানযুল উম্মাল ৩/৫৩৩ (৭৭৬১), ৩/৫৩৪ (৭৭৭৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৮ (৩৫৬), ১/৯৮ (৩৫৮)।

অহংকার লালন করা কিংবা দম্ভ প্রকাশ করে চলাফেরা করা

[৪৩২.] [১]ইবনু উমর ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"যে-ব্যক্তি মনের ভেতর অহংকার লালন করে অথবা[২] দম্ভভরে চলাফেরা করে, সে যখন আল্লাহর সঙ্গে দেখা করবে তখন আল্লাহ তার ওপর প্রচণ্ড রাগান্বিত থাকবেন।" '

আহমাদ ২/১১৮ (৫৯৯৫), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত); বুখারি, মুফরাদ ৫৪৯; হাকিম ১/৬০ (২০১); বাইহাকি, শুআব ৬/২৮৩ (৮১৬৭); আত-তারগীব ৩/৫৬৯ (৩৮); কানযুল উম্মাল ৩/৫২৭ (৭৭৪৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৮ (৩৫৭)।

দুর্বল ব্যক্তিও মনের ভেতর অহংকার লালন করতে পারে

[৪৩৩.] আবূ মূসা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর নবি ﷺ আবূ মূসার হাত ধরে মদীনার কোনও এক পথে হাঁটছিলেন। একপর্যায়ে তিনি রাস্তায় এক ভিক্ষুক মহিলার কাছে আসেন, বায়ুপ্রবাহের দরুন যার চেহারায় ধুলাবালি পড়ছিল। আবূ মূসা ﵁ তাকে বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পথ থেকে সরে দাঁড়াও।" মহিলাটি তাকে বলে, "এ রাস্তা তো তার জন্য অনেক প্রশস্ত; যেখান দিয়ে মন চায়, সেখান দিয়ে সে যাক।" এ-কথা শুনে আবূ মূসা ﵁ এতটা কষ্ট পান যে, এতে তার চেহারার রঙ বদলে যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার চেহারার দিকে তাকিয়ে বিষয়টি বুঝতে পারেন। তখন তিনি বলেন—

يَا أَبَا مُوسَى اشْتَدَّ عَلَيْكَ مَا قَالَتْ هٰذِهِ السَّائِلَةُ

"আবূ মূসা, তুমি কি এ ভিক্ষুক মহিলার কথায় কষ্ট পেয়েছ?"

আমি বলি, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আমি মহিলাটিকে

---

[১] ইকরিমা ইবনু খালিদ ইবনি সাঈদ ইবনিল আস মাখযূমি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনিল খাত্তাব ﵁-এর সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'আবূ আবদির রহমান! আমাদের মধ্যে বানুল মুগীরার লোকজন ভীষণ অহংকারী। আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ-বিষয়ে কিছু বলতে শুনেছেন?' তখন (হাকিম ১/৬০ (২০১))।

[২] وَ "আর" (হাকিম ১/৬০ (২০১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কথা বললাম, আর সে কিনা বিষয়টিকে পাত্তাই দিলো না! এতে আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি।" নবি ﷺ বলেন—

لَا تُكَلِّمْهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ

"তার সঙ্গে কথা বোলো না, সে ভীষণ অহংকারী।"

তিনি বলেন, "আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! এ মহিলার অহংকারী হওয়ার মতো কী আছে?" নবি ﷺ বলেন—

إِنْ لَا يَكُنْ ذَلِكَ فِي قُدْرَتِهَا، فَإِنَّهُ فِي قَلْبِهَا

"তার ক্ষমতায় সেটি না থাকলেও, অন্তরে ঠিকই আছে।" '

তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৬৩, বর্ণনাসূত্রে বিলাল ইবনু আবী বুরদা আছেন (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১৬/৪০০ (৪৫১০৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৯ (৩৬৩)।

[৪৩৪.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, 'নবি ﷺ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন।[১] সে-সময় এক কৃষ্ণাঙ্গ নারীও (ওই রাস্তা দিয়ে) যাচ্ছিল। তখন একলোক মহিলাকে বলে, "রাস্তা (খালি করো)।" মহিলা বলে, "[২]রাস্তা তো আছেই।" তখন নবি ﷺ বলেন—

دَعُوهَا، فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ

"বাদ দাও! সে একজন অহংকারী" '

তাবারানি, আওসাত ৬/১৪০ (৮১৬০), ইসনাদটি হাসান (দারানি); তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৬৫; আবু ইয়া'লা ৬/৩৪ (৩২৭৬); বাযযার (কাশফ) ৪/২২২ (৩৫৭৯); হিলইয়া ৬/২৯১; মাতালিব ৩/১৮৯ (৩২১৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৯ (৩৬৪), ১/৯৯–১০০ (৩৬৫)।

অহংকার থেকে বাঁচার উপায়

পশমি কাপড় পরিধান, দুধ দোহন ও অধীনস্থদের সঙ্গে খাবার গ্রহণ

[৪৩৫.] সাইব ইবনু ইয়াযীদ ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে দানা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে যাবে না।"

তারা বললেন, "আল্লাহর রাসূল, (তা হলে) আমাদের ধ্বংস অনিবার্য! আমরা কীভাবে জানব—আমাদের অন্তরে সেই অহংকার আছে কি না? আর সেটা থাকে কীসে?" এর জবাবে নবি ﷺ

---

[১] 'সে-সময় তাঁর সামনে একব্যক্তি নজর রাখছিলেন—রাস্তায় এমন কিছু আছে কি না, যা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অপছন্দ, থাকলে তিনি তা সরিয়ে দেবেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা মহিলা সামনে পড়ল।' (তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৬৫)।

[২] "রাস্তা? কীসের রাস্তা?" (আবু ইয়া'লা ৬/৩৪ (৩২৭৬)); "রাস্তা? রাস্তা তো ডানে।" (হিলইয়া ৬/২৯১); "তার জন্য তো যথেষ্ট প্রশস্ত রাস্তা আছে!" (বাযযার (কাশফ) ৪/২২২ (৩৫৭৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলেন—

مَنْ لَبِسَ الصُّوفَ أَوْ حَلَبَ الشَّاةَ أَوْ أَكَلَ مَعَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ كِبْرٌ

"যে-ব্যক্তি পশমি কাপড় পরে, অথবা ভেড়ার দুধ দোহন করে, অথবা অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে খাবার খায়—ইন শা আল্লাহ তার অন্তরে অহংকার থাকে না।" '

তাবারানি, কাবীর ৭/১৫৩ (৬৬৬৮), বর্ণনাসূত্রে ইয়াযীদ ইবনু আবদিল মালিক নাওফিলি ভীষণ পর্যায়ের মুনকারুল হাদীস (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ৩/৫৩৪ (৭৭৭২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৮–৯৯ (৩৫৯)।

বোঝা বহন করা

[৪৩৬.] আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা ইবনির রাহিব বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﵁ লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারে গেলেন। এ-অবস্থা দেখে তাকে বলা হলো,

"আল্লাহ আপনাকে যে সচ্ছলতা দিয়েছেন, তাতে তো আপনার এ-কাজ করার দরকার পড়ে না। তারপরও এ-কাজ করার কারণ কী?"

তিনি বলেন,

"আমি অহংকার দমন[১] করতে চাই। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে সরিষা-পরিমাণ[২] অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যাবে না।[৩]" '

তাবারানি, কাবীর ১৪/৩০৮ (১৪৯৪৬), ইসনাদটি হাসান (হাইসামি); বুখারি, তারীখ ১/২১৪ (৬৭৩); হাকিম ৩/৪১৬ (৫৭৫৭); বাইহাকি, শুআব ৬/২৯১–২৯২ (৮১৯৯); ইবনু আসাকির ২৯/১৩২ (৫৯৯৪), ২৯/১৩২–১৩৩ (৫৯৯৫); মাকদিসি ৯/৪৫২–৪৫৩ (৪২৪); আত-তারগীব ৩/৫৬৬ (২৯); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৯ (৩৬২)।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

[৪৩৭.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

» "বান্দার ঈমান ঠিক হবে না, যতক্ষণ-না তার অন্তর ঠিক হচ্ছে;

» তার অন্তর ঠিক হবে না, যতক্ষণ-না তার জিহ্বা ঠিক হচ্ছে;

» আর এমন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ থাকে

---

[১] "মূলোৎপাটন" (ইবনু আসাকির ২৯/১৩২ (৫৯৯৪))।

[২] مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ "সরিষার দানা পরিমাণ" (হাকিম ৩/৪১৬ (৫৭৫৭))।

[৩] مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ كِبْرٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণ হারাম।" (বুখারি, তারীখ ১/২১৪ (৬৭৩))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না।" '

আহমাদ ৩/১৯৮ (১৩০৪৮), বর্ণনাকারী আলি ইবনু মাসআদা একদল বিশেষজ্ঞের মতে বিশ্বস্ত, অন্যদের মতে ত্রুটিমুক্ত (হাইসামি), ২/৩৭২–৩৭৩ (৮৮৫৫); মুসলিম ১৭২/৭৩ (৪৬); মুসনাদুশ শিহাব ২/৬২–৬৩ (৮৮৭); বাইহাকি, শুআব ১/৪১ (৮), হাসান; আত-তারগীব ৩/৩৫৩ (১০), ৩/৫২৭–৫২৮ (২২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৩ (১৬৬), ১/৫৭ (১৮৭); কানযুল উম্মাল ৯/৫৬ (২৪৯২৫)।

[৪৩৮.] ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ،

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ، وَلَا يُؤْمِنُ عبدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"আল্লাহ যেভাবে তোমাদের মধ্যে জীবনোপকরণ বণ্টন করেন, তেমনিভাবে তোমাদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্র বণ্টন করে দেন। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন, আর যাকে পছন্দ করেন না—উভয়কে তিনি দুনিয়া[১] দেন; তবে দ্বীন[২] কেবল তাকেই দেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন। সুতরাং (বুঝতে হবে,) যাকে তিনি দ্বীন[৩] দিয়েছেন, তাকে তিনি পছন্দ করেছেন।[৪]

শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, বান্দা মুসলিম হবে না, যতক্ষণ না তার অন্তর ও জিহ্বা ত্রুটিমুক্ত হচ্ছে।

কোনও বান্দা ততক্ষণ মুমিন হবে না,[৫] যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার উৎপাত থেকে নিরাপদ বোধ করছে।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "আল্লাহর রাসূল! তার উৎপাত কী?" তিনি বলেন, غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ "তার দুর্ব্যবহার ও জুলুম।" (এরপর নবি ﷺ বলেন)

---

[১] الْمَالَ "ধনসম্পদ" (তাবারানি, কাবীর ৯/২২৯ (৮৯৯০))।

[২] الْإِيمَانَ "ঈমান" (তাবারানি, কাবীর ৯/২২৯ (৮৯৯০))।

[৩] الْإِيمَانَ "ঈমান" (তাবারানি, কাবীর ৯/২২৯ (৮৯৯০))।

[৪] فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ مُقَدِّمَاتٌ مُجَنِّبَاتٌ وَمُعَقِّبَاتٌ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ "অতএব, সম্পদ খরচ করতে গেলে যার মনে কৃপণতা জেগে ওঠে, রাত্রিজাগরণের কষ্ট যার কাছে ভীতিকর মনে হয় এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয় এলে যে-ব্যক্তি তটস্থ হয়ে পড়ে, সে যেন (এসব দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশে) বেশি বেশি বলে—'সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র)', 'আল-হামদু লিল্লাহ (প্রশংসা সবই আল্লাহর)', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই)' এবং 'আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)'। কারণ, এসব বাক্য (মানুষকে কল্যাণের পথে) এগিয়ে দেয়, (গোনাহ থেকে) দূরে সরিয়ে রাখে এবং উত্তম পরিণতি নিশ্চিত করে; আর এসব ভালো কথাই টিকে থাকবে।" (বাইহাকি, শুআব ৬০৭; তাবারানি, কাবীর ৯/২২৯ (৮৯৯০)); فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلَيْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ "কারণ, এগুলো আল্লাহর কাছে সোনা-রুপার দুটি পাহাড়ের চেয়েও বেশি প্রিয়।" (হিল্‌ইয়া ৪/১৬৫)।

[৫] لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ "কোনও বান্দা জান্নাতে যেতে পারবে না, ..." (ইবনু হিব্বান ৫১০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَلَا يَكْسِبُ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ

"হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে তা খরচ করলে, তাতে বরকত হবে না; দান করলে, তা গৃহীত হবে না; আর রেখে (মারা) গেলে, তা তার জাহান্নামের পাথেয় ছাড়া কিছুই হবে না। আল্লাহ মন্দকে মন্দ দিয়ে দূর করেন না, বরং মন্দকে দূর করেন উত্তম দিয়ে। ময়লা দিয়ে ময়লা দূর হয় না[১]।" '

আহমাদ ১/৩৮৭ (৩৬৭২), ইসনাদটি দুর্বল (আরনাউত), ৩/১৫৪ (১২৫৬১) ইসনাদটি সহীহ, ৩/১৫৪ (১২৫৬২); ইবনু হিব্বান ২/২৬৪ (৫১০), ইসনাদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ; হাকিম ১/৩৩–৩৪ (৯৪), ২/৪৪৭ (৩৬৭১); বাযযার (কাশফ) ৪/২১৬ (৩৫৬২); বুখারি, তারীখ ৪/৩১৩ (২৯৫৭); তাবারানি, কাবীর ৯/২২৯ (৮৯৯০); বাইহাকি, শুআব ১/৪২৫–৪২৬ (৬০৭), ৪/৩৯৫–৩৯৬ (৫৫২৪); হিলইয়া ৪/১৬৫; আত-তারগীব ২/৫৪৯–৫৫০ (১৫); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ২০৩০; ইবনু আসাকির ৫২/৩১৯; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৩ (১৬৫); কানযুল উম্মাল ১/১৪৭ (২০৩২), ১৫/৮৬২ (৪৩৪৩১); জামিউল ফাওয়াইদ ১১২।

মুসলিমকে গালি দেওয়া, তার সঙ্গে লড়াই করা, তার সম্পদ হরণ করা

[৪৩৯.] আবদুল্লাহ[২] ﵁ বলেন, [৩]'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

"কোনও মুসলিমের জন্য তার ভাইকে গালি দেওয়া গোনাহ, তার সঙ্গে লড়াই করা কুফর, আর তার সম্পদহরণ হারাম, ঠিক যেভাবে তার প্রাণহরণ হারাম।" '

আহমাদ ১/৪৪৬ (৪২৬২), হাদীসটি সহীহ, তবে এ ইসনাদটি ত্রুটিযুক্ত (আরনাউত), ১/৩৮৫ (৩৬৪৭), ১/৪১১ (৩৯০৩), ১/৪১৭ (৩৯৫৭), ১/৪৩৩ (৪১২৬), ১/৪৩৯ (৪১৭৮), ১/৪৫৪–৪৫৫ (৪৩৪৫), ১/৪৬০ (৪৩৯৪); বুখারি ৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; মুসলিম ২২১/১১৬ (৬৪), ২২২/১১৭ (...)।

আমানতের খেয়ানত করা ও কথা দিয়ে কথা না রাখা

[৪৪০.] আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, 'আল্লাহর নবি ﷺ আমাদের উদ্দেশে যে-ভাষণই দিয়েছেন, সেখানে তিনি বলেছেন—

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

---

[১] وَمَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، فَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، فَذَاكَ الدَّاءُ الْعُضَالُ، وَمَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ حِلِّهِ، فَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، فَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَيْثِ يَنْزِلُ "অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করে অবৈধ পথে খরচ করা হলো এক প্রাণ-সংহারক ব্যাধি, আর বৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করে বৈধ পথে খরচ করার উদাহরণ হলো বর্ষণমুখর বৃষ্টির মতো।" এরপর তিনি একটি কথা বলেছিলেন যা আমার স্মরণে নেই।' (বাযযার (কাশফ) ৪/২১৬ (৩৫৬২))।

[২] "ইবনু মাসঊদ" (মুসলিম ২২১/১১৬ (৬৪))।

[৩] 'যুবাইদ বলেন, আমি আবু ওয়াইলকে মুরজিআ সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ ﵁ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে," ' (বুখারি ৪৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» “যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ঈমান[১] নেই;[২]

» [৩]আর যে কথা দিয়ে কথা রাখে না, তার দ্বীন নেই।” '

আহমাদ ৩/১৩৫ (১২৩৮৩), হাদীসটি হাসান (আরনাউত), ৩/১৫৪ (১২৫৬৭), ৩/২১০ (১৩১৯৯), ৩/২৫১ (১৩৬৩৭); ইবনু আবী শাইবা ১১/১১ (৩০৯৫৬); ইবনু আদি ৬/২২২১; বাযযার (কাশফ) ১/৬৮ (১০০); আবূ ইয়া'লা ৫/২৪৬–২৪৭ (২৮৬৩), ৬/১৬৪–১৬৫ (৩৪৪৫); তাবারানি, আওসাত ২/৮৫ (২৬০৬), ৪/২৬০ (৫৯২৩); তাবারানি, কাবীর ৮/২৩০ (৭৭৯৮), ৮/২৯৬ (৭৯৭২); ইবনু খুযাইমা ২৩৩৫; ইবনু হিব্বান ১/৪২২–৪২৩ (১৯৪); মুসনাদুশ শিহাব ২/৪৩ (৮৪৮), ২/৪৩ (৮৪৯), ২/৪৩ (৮৫০); বাইহাকি, কুবরা ৪/৯৭ (৭৩৫৭), ৪/৯৭ (৭৩৫৮), ৬/২৮৮ (১২৮১৫), ৯/২৩১ (১৮৮৮৪); বাইহাকি, শুআব ৪/৭৮ (৪৩৫৪); আবদ ইবনু হুমাইদ ১১৯৮; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৩৮; কানযুল উম্মাল ৩/৬৩ (৫৫০০), ৩/৬৪ (৫৫০১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৬ (৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫)।

[৪৪১.] ইবনু উমর ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَهُ ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

“যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ঈমান নেই; যার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা নেই, তার নামাজ নেই; আর যার নামাজ নেই, তার দ্বীন নেই। দেহের সঙ্গে মাথার সম্পর্ক যেমন, দ্বীনের সঙ্গে নামাজের সম্পর্ক তেমন।” '

তাবারানি, আওসাত ১/৬২৬ (২২৯২); তাবারানি, সগীর ১৬২।

[৪৪২.] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ . وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْتَقِيْمُ دِيْنُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ لِسَانُهُ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

» “যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ঈমান নেই;

» আর যে কথা দিয়ে কথা রাখে না, তার দ্বীন নেই।

» শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রাণ! বান্দার দ্বীন ঠিক হবে না, যতক্ষণ-না তার জিহ্বা ঠিক হচ্ছে;

» আর তার জিহ্বা ঠিক হবে না, যতক্ষণ-না তার অন্তর ঠিক হচ্ছে।

» এমন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার উৎপাত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।”

---

[১] دِيْنَ “দ্বীন” (তাবারানি, কবীর ৮/২৯৬ (৭৯৭২))।

[২] وَالْمُعْتَدِيْ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا “যে-ব্যক্তি যাকাত (আদায়)-এর ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে, তার অবস্থান যাকাত-প্রতিরোধকারীর মতো” (ইবনু খুযাইমা ২৩৩৫)।

[৩] وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا “শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ঈমানদার হওয়ার আগ-পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না” (তাবারানি, কবীর ৮/২৩০ (৭৭৯৮))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিজ্ঞেস করা হলো—"আল্লাহর রাসূল! তার উৎপাত কী?" তিনি বলেন,

غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ

"তার দুর্ব্যবহার ও জুলুম।"

وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ وَأَنْفَقَ مِنْهُ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَإِنْ تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَمَا بَقِيَ فَزَادُهُ إِلَى النَّارِ. إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ، وَلَكِنَّ الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ

"যে-ব্যক্তি অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করে তা খরচ করে,

» তাতে কোনও বরকত থাকবে না,

» দান করলে তা কবুল হবে না,

» আর (তার মৃত্যুর পর) যা-কিছু থেকে যাবে, তা হবে তার জাহান্নামের সম্বল।

ময়লা দিয়ে ময়লা দূর হয় না, বরং তা দূর হয় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্তু দিয়ে।" '

তাবারানি, কাবীর ১০/২৮০ (১০৫৫৩), ইসনাদের দুজন বর্ণনাকারীর জীবনবৃত্তান্ত কাউকে আলোচনা করতে দেখিনি (হুইসামি); কানযুল উম্মাল ৩/৬৪ (৫৫০৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫৭ (১৮৮)।

চুরি, ব্যভিচার, মদপান, ডাকাতি ও খেয়ানত করা

এসব অপরাধ করার সময় ঈমান সঙ্গে থাকে না

[৪৪৩.] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন[১],

لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"চোর যখন চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না; ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না; মদখোর যখন [২]পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় পান করে না।[৩] শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! তোমাদের কেউ যখন

---

[১] আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁ বলেন, 'আমি আয়িশা ﵂-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় একব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হলো, যাকে আয়িশা ﵂-এর দরজার সামনে মদপান করার দরুন বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। লোকজনের হইচই শুনে তিনি বলেন, "এটা কী?" আমি বলি, "মদপানের দরুন মাতাল-হয়ে-থাকা একব্যক্তিকে ধরে বেত্রাঘাত করা হয়েছে।" তখন আয়িশা ﵂ বলেন, "সুবহানাল্লাহ! আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—" ' (আহমাদ ৬/১৩৯ (২৫০৮৮))।

[২] الْخَمْرَ "মদ" (আহমাদ ৪/৩৫২-৩৫৩ (১৯১০২))।

[৩] وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "আত্মসাৎকারী মুমিন অবস্থায় আত্মসাৎ করে না।" (আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ ৭/৪১৫ (১৩৬৮২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মূল্যবান জিনিস ডাকাতি করে, আর মুমিনরা[১] তার দিকে চোখ[২] উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকে, ওই ডাকাতির সময় সে মুমিন থাকে না; তোমাদের কেউ যখন খেয়ানত করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় খেয়ানত করে না[৩]।"

[৪]আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন,

"অতএব, (এসব বিষয়ে) সাবধান! সাবধান!"

আহমাদ ২/৩১৭ (৮২০২) ইসনাদটি সহীহ, ২/২৪৩ (৭৩১৮), ২/৩৭৬ (৮৮৯৫), ২/৩৮৬ (৯০০৭), ২/৪৭৯ (১০২১৬), ৩/৩৪৬ (১৪৭৩১), ৪/৩৫২–৩৫৩ (১৯১০২), ৬/১৩৯ (২৫০৮৮); বুখারি ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৭৮২, ৬৮০৯, ৬৮১০; মুসলিম ২০২/১০০ (৫৭), ২০৩/১০১ (...), ২০৪/১০২ (...), ২০৫/১০৩ (...); ২০৬ (...), ২০৭ (...), ২০৮/১০৪ (...), ২০৯/১০৫ (...); আবূ দাউদ ৪৬৮৯; তিরমিযি ২৬২৫; নাসাঈ ৪৮৭০, ৪৮৭১, ৫৬৫৯, ৫৬৬০; ইবনু মাজাহ্‌ ২৯৩৬; দারিমি ২১৩৩; নাসাঈ, কুবরা ৫১৪৯, ৫১৫০, ৭০৯০, ৭০৯১, ৭০৯২, ৭০৯৩, ৭৩১৫; হুমাইদি ৩/১২৬ (১১২৮); বাযযার (কাশফ) ১/৭৩ (১১১), ১/৭৩ (১১২), ১/৭৪ (১১৪), ১/৭৪ (১১৫), ১/৭৫ (১১৬); আবদুর রাযযাক ৭/৪১৪–৪১৫ (১৩৬৮০, শেষের অংশ), ৭/৪১৫ (১৩৬৮১), ৭/৪১৫ (১৩৬৮২), ৭/৪১৫–৪১৬ (১৩৬৮৩), ৭/৪১৬ (১৩৬৮৪), ৭/৪১৬ (১৩৬৮৫), ৭/৪১৬ (১৩৬৮৬), ৭/৪১৭ (১৩৬৮৮); ইবনু আবী শাইবা ৪/২/৪০৪ (১৭৯৩০), ৪/২/৪০৫ (১৭৯৩৯), ৮/৬ (২৪৫৪৭), ৮/৭ (২৪৫৪৮), ১১/১৪ (৩০৯৬৭), ১১/৩২ (৩১০২৭), ১১/৩২ (৩১০২৮), ১১/৩৩ (৩১০২৯), ১১/৩৩ (৩১০৩০); আবূ ইয়া'লা ১১/১৮৮ (৬২৯৯), ১১/১৯১ (৬৩০০), ১১/১৯১–১৯২ (৬৩০১), ১১/২৪৬–২৪৭ (৬৩৬৪), ১১/৩২৭ (৬৪৪৩); তাবারানি, আওসাত ১/৩৩৯ (১২৩১), ১/১৬৪ (৫৩৪),

---

[১] النَّاسُ "লোকজন" (ইবনু আবী শাইবা ১১/৩২ (৩১০২৭))।

[২] رُؤُوسَهُمْ "তাদের মাথা" (ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩ (৩১০২৯))।

[৩] الْإِيمَانُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ "ঈমান আল্লাহর কাছে এর চেয়ে অনেক সম্মানিত" (বাযযার (কাশফ) ১/৭৫ (১১৬)); وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ "তবে, পরবর্তী সময়ে তাওবার সুযোগ রাখা হয়" (বুখারি ৬৮১০; মুসলিম ৫৭ (২০৮)); وَلَكِنَّ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ "তবে, তাওবার দরজা খোলা রাখা হয়" (তাবারানি, আওসাত ৪/১৮১ (৫৬৪৭))। আতা ﷺ বলেন, '(এসব অপরাধের সময়) তার কাছ থেকে ঈমান বের করে নেওয়া হয়, পরে সে যদি তাওবা করে, আল্লাহ্‌ তার তাওবা কবুল করেন' (আহমাদ ৯০০৭)।

[৪] 'আমরা বললাম, "আল্লাহর রাসূল! সেটা কীভাবে?" তিনি বলেন, يَخْرُجُ الْإِيمَانُ مِنْهُ، فَإِنْ تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ "(সে-সময়) তার কাছ থেকে ঈমান বেরিয়ে যায়। এরপর সে তাওবা করলে, ঈমান তার কাছে ফিরে আসে।" (তাবারানি, আওসাত ১/১৬৪ (৫৩৪)); يُنْزَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ وَلَا يَعُودُ حَتَّى يَتُوبَ فَإِذَا تَابَ عَادَ إِلَيْهِ "তার কাছ থেকে ঈমান বের করে নেওয়া হয়। তাওবা করার আগে তা ফিরে আসে না; তাওবা করলে তার কাছে ফিরে আসে।" (হিলইয়া ৯/২৪৮–২৪৯); إِنَّمَا الْإِيمَانُ كَالسِّرْبَالِ فَإِذَا وَقَعَ مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْخَطَايَا خُلِعَ كَمَا يُخْلَعُ السِّرْبَالُ فَإِذَا تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ كَمَا يَلْبَسُ هُوَ سِرْبَالَهُ "ঈমান হলো পোশাকের মতো। বান্দার কাছ থেকে এ-ধরনের গোনাহের কোনও একটি সংঘটিত হলে, কাপড় খুলে নেওয়ার মতো (তার কাছ থেকে) ঈমান খুলে নেওয়া হয়; এরপর তাওবা করলে ঈমান তার কাছে সেভাবে ফিরে আসে, ঠিক যেভাবে সে পোশাক গায়ে দেয়।" (হিলইয়া ৩/৩২২); ইকরিমা বলেন, 'আমি ইবনু আব্বাস ﷺ-কে বললাম, "তার কাছ থেকে ঈমান কীভাবে বের করা হয়?" তিনি নিজের আঙুলগুলো পরস্পরের ভেতর ঢুকিয়ে দেন, তারপর সেগুলো বের করে বলেন, "এভাবে।" তারপর আঙুলগুলো পরস্পরের ভেতর ঢুকিয়ে বলেন, "সে তাওবা করলে, ঈমান তার কাছে এভাবে ফিরে আসে।" ' (বুখারি ৬৮০৯); আওযায়ি বলেন, 'আমি যুহরিকে বললাম, "এ কেমন কথা?" তিনি বলেন, "জ্ঞান আসে আল্লাহর কাছ থেকে, তাঁর রাসূল ﷺ-এর কাজ হলো পৌঁছে দেওয়া, আর আমাদের কাজ হলো মেনে নেওয়া; আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাদীসগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবেই মেনে নাও।" (হিলইয়া ৩/৩৬৯; ইবনু হিব্বান ১/৪১৪ (১৮৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২/১৫ (২৩৩২), ৩/২২৮ (৪৪১৮), ৩/৩২৫ (৪৭৩২), ৩/৩২৯ (৪৭৪৮), ৪/১৮১ (৫৬৪৭), ৫/৩২৪ (৭৪৮২); তাবারানি, কাবীর ১২/৩৪৬ (১৩৩০৪); তাবারি, তাহযীবুল আসার ২/৬০৫–৬৫২ (২৪/৮৯৯–৯৬৭); ইবনু হিব্বান ১/৪১৪ (১৮৬), ১১/৫৭৫–৫৭৬ (৫১৭২); হিলইয়া ৩/১৬৪, ৩/৩২২, ৩/৩৬৯, ৬/২৫৬, ৮/২৫৭, ৯/২৪৮–২৪৯; বাইহাকি ১০/১৮৬ (২০৭৯০), ১০/১৮৬–১৮৭ (২০৭৯১); তারীখু বাগদাদ ২/১৪২, ৫/২২৩, ১০/৪৫৬; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ১১/১১৯–১২০; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৪৬, ৪৭; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০০ (৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯), ১/১০০–১০১ (৩৭০), ১/১০১ (৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪), ১/১০১ (৩৭৬); জামউল ফাওয়াইদ ১০৬।

[৪৪৪.] সাহাবি শারীক ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন—

مَـنْ زَنَى خَـرَجَ مِنْـهُ الْإِيْمَـانُ، وَمَـنْ شَرِبَ الْخَمْـرَ غَـيْرَ مُكْـرَهٍ وَلَا مُضْطَـرٍّ خَـرَجَ مِنْـهُ الْإِيْمَـانُ، وَمَـنِ انْتَهَـبَ نُهْبَـةً يَسْتَشْـرِفُ فِيْهَـا النَّـاسُ خَـرَجَ مِنْـهُ الْإِيْمَـانُ، فَـإِنْ تَـابَ تَـابَ اللهُ عَلَيْـهِ

» "যে ব্যভিচার করে, তার কাছ থেকে ঈমান বেরিয়ে যায়;

» জোর-জবরদস্তির শিকার না হয়ে স্বেচ্ছায় যে মদপান করে, তার কাছ থেকে ঈমান বেরিয়ে যায়; আর

» আর যে মানুষের চোখের সামনে ডাকাতি করে, ঈমান তার কাছ থেকে বেরিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সে যদি তাওবা করে (অর্থাৎ, অনুশোচনা করে ফিরে আসে), আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।" '

তাবারানি, কাবীর ৭/৩৭১ (৭২২৪), বর্ণনাসূত্রের কয়েকজন আমার অজানা (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০১ (৩৭১)।

ব্যভিচারের সময় ঈমান মেঘমালার মতো ঝুলতে থাকে

[৪৪৫.] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

إِذَا زَنَى الرَّجُـلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ وَكَانَ عَلَيْـهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

"কোনও ব্যক্তি[১] যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার কাছ থেকে ঈমান বেরিয়ে যায় এবং তার ওপর[২] মেঘমালার মতো (ঝুলে) থাকে; যখন সে বিচ্ছিন্ন হয়,[৩] তখন ঈমান তার কাছে ফিরে আসে।[৪]" '

আবূ দাউদ ৪৬৯০, সহীহ; তিরমিযি ২৬২৫; হাকিম ১/২২ (৫৬); বাইহাকি, শুআব ৪/৩৫২ (৫৩৬৪); আবদুর রাযযাক ৭/৪১৪–৪১৫ (১৩৬৮০, শেষের অংশ); জামউল ফাওয়াইদ ১০৭, ১০৮।

---

[১] الْعَبْدُ "বান্দা" (তিরমিযি ২৬২৫)।

[২] فَوْقَ رَأْسِهِ "তার মাথার ওপর" (তিরমিযি ২৬২৫)।

[৩] فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ "এরপর যখন সে ওই কাজ থেকে বেরিয়ে আসে" (তিরমিযি ২৬২৫)।

[৪] মুহাম্মাদ ইবনু আলি ؓ বলেন, '(অপরাধ সংঘটনের সময়) সে ঈমান থেকে বেরিয়ে ইসলামের দিকে যায়' (তিরমিযি ২৬২৫)। অর্থাৎ ওই অবস্থায় ঈমান না থাকলেও আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে সে মুসলিমদের কাতারে থেকে যায়। ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য বোঝার জন্য দেখুন: আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৪–১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এসব অপরাধ করার সময় ঈমান না-থাকার তাৎপর্য

আলি ﵁-এর ব্যাখ্যা

[৪৪৬.] আলকামা ইবনু কাইস ﵀ বলেন, 'আমি আলি ইবনু আবী তালিব ﵁-কে কুফার মিম্বারে বলতে শুনেছি,

"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

لَا يَـزْنِي الـزَّانِي حِيْنَ يَـزْنِي وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّـارِقُ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ، وَلَا يَنْتَهِـبُ الرَّجُـلُ نُهْبَـةً يَرْفَـعُ النَّـاسُ إِلَيْهَـا أَبْصَارَهُـمْ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الرَّجُـلُ الْخَمْـرَ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ

'ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন থাকে না; চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না; মানুষের চোখের সামনে যখন কেউ ডাকাতি করে, তখন সে মুমিন থাকে না; আর মানুষ মদপানের সময় মুমিন থাকে না।' "

তখন একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, "আমীরুল মুমিনীন, যে ব্যভিচার করে সে কাফির হয়ে যায়?" জবাবে আলি ﵁ বলেন—

إِنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَـا أَنْ نُبْهِـمَ أَحَادِيْـثَ الرُّخَـصِ، لَا يَـزْنِي الـزَّانِي وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ بِذٰلِـكَ الزِّنَـا أَنَّـهُ لَهُ حَـلَالٌ، فَـإِنْ آمَـنَ بِـهِ أَنَّـهُ لَهُ حَـلَالٌ فَقَـدْ كَـفَـرَ، وَلَا هُـوَ يَـسْـرِقُ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ بِتِلْـكَ السَّرِقَـةِ أَنَّهَـا لَهُ حَـلَالٌ، فَـإِنْ آمَـنَ بِهَـا أَنَّهَـا لَهُ حَـلَالٌ فَقَـدْ كَـفَـرَ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْـرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَـا وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ أَنَّهَـا لَهُ حَـلَالٌ، فَـإِنْ شَرِبَهَـا وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ أَنَّهَـا لَهُ حَـلَالٌ فَقَـدْ كَـفَـرَ، وَلَا يَنْتَهِـبُ نُهْبَـةً ذَاتَ شَرَفٍ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَـا يَرْفَـعُ النَّـاسُ فِيْهَـا إِلَيْـهِ أَبْصَارَهُـمْ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ أَنَّهَـا لَهُ حَـلَالٌ فَـإِنِ انْتَهَبَهَـا وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ أَنَّهَـا لَهُ حَـلَالٌ فَقَـدْ كَـفَـرَ.

"আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের আদেশ দিতেন—যেসব হাদীসে শিথিলতা বা ছাড় দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আমরা যেন সেভাবেই থাকতে দিই।[১]

ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন এ বিশ্বাস নিয়ে করে না যে ব্যভিচার তার জন্য বৈধ; যদি সেটিকে তার জন্য বৈধ মনে করে, তা হলে সে কুফর করল।

যখন সে চুরি করে, তখন এ বিশ্বাস নিয়ে করে না যে সেটি তার জন্য বৈধ; যদি সেটিকে তার জন্য বৈধ মনে করে, তা হলে সে কুফর করল।

মদপান করার সময় সে এ বিশ্বাস নিয়ে করে না যে এটি তার জন্য বৈধ; যদি সে এ বিশ্বাস নিয়ে মদ পান করে যে এটি তার জন্য বৈধ, তা হলে সে কুফর করল।

মানুষের চোখের সামনে যখন সে মূল্যবান জিনিস ডাকাতি করে, তখন এ বিশ্বাস নিয়ে ডাকাতি করে না যে এটি তার জন্য বৈধ; ডাকাতির সময় যদি এ বিশ্বাস নিয়ে করে যে এটি তার জন্য বৈধ, তা হলে সে কুফর করল।" '

---

[১] "তোমাদের কাছে শিথিলতার বিষয়গুলো বর্ণনা করার জন্য নবি ﷺ আমাদের আদেশ দেননি।" (ইবনু আদি ৭/২৭০৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাবারানি, সগীর ৯০৬, বর্ণনাসূত্রে ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া তাইমি ত্রুটিযুক্ত, তার বিরুদ্ধে (মিথ্যা-রটনার) অভিযোগ রয়েছে (দারাকি); ইবনু আদি ৭/২৭০৭; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০১ (৩৭৫)।

মুহাম্মাদ ইবনু আলি ﷺ-এর উদাহরণ

[৪৪৭.] ফাদল ইবনু ইয়াসার বলেন, 'لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, আর চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না"—আমি নবি ﷺ-এর এ-কথা সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু আলিকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে শুনেছি। তখন তিনি মাটিতে একটি প্রশস্ত বৃত্ত আঁকেন। তারপর বৃত্তের মাঝখানে আরেকটি বৃত্ত এঁকে বলেন—

"প্রথম বৃত্তটি হলো ইসলাম, আর বৃত্তের মাঝখানের বৃত্তটি হলো ঈমান। ব্যভিচারের সময় সে ঈমান থেকে বের হয়ে ইসলামের (বৃত্তের) দিকে যায়। একমাত্র শির্কই তাকে ইসলাম থেকে (পুরোপুরি) বের করে দেয়।" '

বাযযার (কাশফ) ১/১০১-১০২ (৩৭৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০১-১০২ (৩৭৭)।

লোকদেখানো ভালো কাজ করা

[৪৪৮.] মাহমূদ ইবনু লাবীদ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ

"তোমাদের ব্যাপারে আমি যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো ছোটো শির্ক।"

তারা বললেন, "আল্লাহর রাসূল! ছোটো শির্ক কী?" নবি ﷺ বলেন—

الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

"(ছোটো শির্ক হলো) রিয়া বা লোকদেখানো ভালো কাজ। কিয়ামাতের দিন মানুষকে নিজ নিজ কাজের বিনিময় দেওয়ার সময় মহামহিম আল্লাহ তাদের বলবেন[১]—দুনিয়ায় যাদের দেখানোর উদ্দেশে কাজ করতে, তাদের কাছে যাও; তারপর দেখো, তাদের কাছে কোনও বিনিময়[২] পাওয়া যায় কি না।" '

আহমাদ ৫/৪২৮ (২৩৬৩০), হাদীসটি হাসান (হাইসামি); ৫/৪২৮ (২৩৬৩১); তাবারানি, কাবীর ৪/২৫৩ (৪৩০১); বাইহাকি, শুআব

---

[১] يُقَالُ لِمَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ إِذَا جَاءَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فَاطْلُبُوا ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ "মানুষ যখন নিজ নিজ আমল নিয়ে হাজির হবে, তখন যারা এ-ধরনের কাজ করেছে তাদের বলা হবে—যাদের দেখানোর জন্য কাজ করতে, তাদের কাছে যাও; তাদের কাছে বিনিময় চাও।" (তাবারানি, কাবীর ৪/২৫৩ (৪৩০১))।

[২] أَوْ خَيْرًا "অথবা ভালো কিছু" (বাইহাকি, শুআব ৫/৩৩৩ (৬৮৩১))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫/৩৩৩ (৬৮৩১); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৪১৩৭; কানযুল উম্মাল ৩/৪৭৯ (৭৫১৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২ (৩৭৮)।

কৃপণতা

[৪৪৯.] আনাস ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ "কৃপণতা ইসলামকে যেভাবে ধ্বংস করে, অন্য কোনোকিছু সেভাবে ধ্বংস করে না।" '

আবূ ইয়া'লা ৬/২০৯ (৩৪৮৮), বর্ণনাসূত্রে আলি ইবনু আবী সারা ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); তাবারানি, আওসাত ২/২৫১ (২৮৪৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২ (৩৭৯)।

কুৎসা রটানো ও হিংসা করা

[৪৫০.] ইবনু উমর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ النَّمِيمَةَ وَالْحِقْدَ فِي النَّارِ، لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ

"কুৎসা রটানো ও হিংসার পরিণতি জাহান্নাম; এ দুটি মুসলিমের অন্তরে জড়ো হতে পারে না।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/৩০১ (৪৬৫৩), বর্ণনাসূত্রে উফাইর ইবনু মি'দানের ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত (হাইসামি); আত-তারগীব ৩/৪৯৮ (৫); কানযুল উম্মাল ১৬/২৩ (৪৩৭৬৮); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২ (৩৮০)।

ধোঁকা ও প্রতারণা

[৪৫১.] আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ "ধোঁকা ও প্রতারণার পরিণতি জাহান্নাম।" '

বাযযার (কাশফ) ১/৬৯ (১০৩), বর্ণনাসূত্রে উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী হামীদের ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত (হাইসামি); ইবনু আদি ৪/১৬৩৪; বাইহাকি, শুআব ৫/৩৬৭(৬৯৭৮, দ্বিতীয় অংশ); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২ (৩৮১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমানের পরিচর্যা

ঈমানের কমতি অনুভূত হলে

[৪৫২.] আনাস ﷺ বলেন, 'সাহাবিগণ বললেন,

"আল্লাহর রাসূল! যখন আপনার কাছে থাকি, তখন আমাদের (ঈমানের) অবস্থা থাকে একরকম, আর আপনার কাছ থেকে দূরে গেলে আমাদের অবস্থা হয় আরেকরকম!"

নবি ﷺ বলেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ وَنَبِيُّكُمْ

"তোমাদের নবির ব্যাপারে[১] তোমাদের ভাবনা কেমন?"

তারা বলেন,

"গোপন ও প্রকাশ্য—সর্বাবস্থায়[২] আপনি আমাদের নবি।"

নবি ﷺ বলেন,

لَيْسَ ذَاكُمُ النِّفَاقُ

"(তা হলে) সেটি মুনাফিকি নয়।" '

আবূ ইয়া'লা ৬/১০৫ (৩৩৬৯), এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাইসামি); বাযযার (কাশফ) ১/৩৪–৩৫ (৫২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৪ (৮৭)।

ভাবতে হবে আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে, আল্লাহর সত্তা নিয়ে নয়

[৪৫৩.] ইবনু উমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ

"গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করো আল্লাহর নিদর্শনগুলো নিয়ে, আল্লাহর (সত্তার) ব্যাপারে গভীর চিন্তায় যেয়ো না।" '

তাবারানি, আওসাত ৪/৩৮৩ (৬৩১৯), বর্ণনাসূত্রের ওয়াযি' ইবনু নাফি পরিত্যক্ত (হাইসামি), হাসান বিশ-শাহিদ (দারানি); ইবনু আদি ৭/২৫৫৬; বাইহাকি, শুআব ১/১৩৬ (১২০); কানযুল উম্মাল ৩/১০৮ (৫৭০৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮১ (২৬২)।

[৪৫৪.] আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বের হয়ে তাঁর কয়েকজন সাহাবির কাছে আসেন। ওই সময় তারা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—؟ فِيمَ تَتَفَكَّرُونَ "তোমরা কী নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত?" তারা

---

[১] وَرَبِّكُمْ "তোমাদের রবের সঙ্গে" (বাযযার (কাশফ) ১/৩৪–৩৫ (৫২))।

[২] "আল্লাহ আমাদের রব" (বাযযার (কাশফ) ১/৩৪–৩৫ (৫২))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলেন, "আমরা আল্লাহর (সত্তার) ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবছি।" নবি ﷺ বলেন—

لَا تَفَكَّرُوْا فِي اللهِ، وَتَفَكَّرُوْا فِي خَلْقِ اللهِ، فَإِنَّ رَبَّنَا خَلَقَ مَلَكًا قَدَمَاهُ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى، وَرَأْسُهُ قَدْ جَاوَزَ السَّمَاءَ الْعُلْيَا، مَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مَسِيرَةُ سِتِّمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ كَعْبَيْهِ إِلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ مَسِيرَةُ سِتِّمِائَةِ عَامٍ، وَالْخَالِقُ أَعْظَمُ مِنَ الْمَخْلُوقِ

"আল্লাহর (সত্তার) ব্যাপারে গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হোয়ো না, বরং আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গভীরভাবে ভাবো; কারণ আমাদের রব এমন এক ফেরেশতা বানিয়েছেন, যার পা দুটি আছে সবচেয়ে নিচের সপ্তম জমিনে, তার মাথা ছাড়িয়ে গিয়েছে সবচেয়ে ওপরের আকাশকে, তার পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর দূরত্ব ছয়শ বছরের পথ, আর তার টাখনুর গাঁট থেকে পায়ের আঙুলের ব্যবধান ছয়শ বছরের পথ। স্রষ্টা (তাঁর) সৃষ্টির চেয়ে বড়ো।" '

আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৬/৬৬–৬৭, ইসনাদটি হাসান (দারানি, মাজমাউয যাওয়াইদের ২৬২ নং হাদীসের টীকা)।

[৪৫৫.] আবূ হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكْفَرَ بِاللهِ جَهْرًا، وَذٰلِكَ عِنْدَ كَلَامِهِمْ فِي رَبِّهِمْ

"কিয়ামাত হবে না, যতক্ষণ–না প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করা হবে, আর তা ঘটবে এমন সময় যখন লোকজন আল্লাহর (সত্তার) ব্যাপারে আলোচনায় লিপ্ত হবে।" '

তাবারানি, আওসাত ৩/৫২ (৩৮৪৩), ইসমাঈল ও তার সূত্রে বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনু যুরাইক সম্পর্কে কাউকে আলোচনা করতে দেখিনি (হাইসামি); কানযুল উম্মাল ১/২৩৭ (১১৮৭); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮১ (২৬৩)।

আল্লাহর সত্তা বা ঈমানের কোনও বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে

[৪৫৬.] আবূ হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, 'নবি ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে কয়েকজন এসে তাঁকে বলেন, "আমাদের মনে [১]এমন কিছু বিষয়ের উদয় হয়, যা মুখে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমাদের কারও নেই।"[২] নবি ﷺ বলেন, وَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ "বাস্তবে কি তোমরা এমনটা (টের) পেয়েছ?" তারা বলেন,

---

[১] 'আল্লাহ তাআলার বিষয়ে' (তাবারানি, আওসাত ৮৫৪২); 'ঈমানের ব্যাপারে' (মুসলিম, ৩৪০/২০৯ (১৩২) নং হাদীসের শিরোনাম)।

[২] "যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়া তার কাছে অধিক পছন্দের" (তাবারানি, আওসাত ৮৫৪২); "যা ব্যক্ত করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া তার কাছে অধিক পছন্দের" (আবূ ইয়ালা ৭/১২৬ (৪১২৮)); "পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া তার কাছে অধিক পছন্দের" (ইবনু হিব্বান ১৪৬; আবূ দাউদ ৫১১২); "যা-কিছুর ওপর সূর্য উদিত হয় তা সব আমাদের দেওয়া হলেও, সেই কথা মুখে ব্যক্ত করা আমাদের মনঃপূত নয়" (আহমাদ ২৬৯৪; তাবারানি, আওসাত ৪৪১৯); "পৃথিবীর সবকিছু তাকে দিলেও, সেই কথা মুখে উচ্চারণ করা সে পছন্দ করবে না" (আহমাদ ২৮৭৬); মুআয ইবনু জাবাল رضي الله عنه বলেন, 'আমি বললাম, "আল্লাহর রাসূল! শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন! আমার মনে এমন চিন্তার উদয় হয়, যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দের।" ' (তাবারানি, কাবীর ২০/১৭২ (৩৬৭)); 'লোকজন নিজেদের মনে যে কুমন্ত্রণা অনুভব করে, সে-বিষয়ে তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিল। যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে সুরাইয়া তারকার কাছ থেকে পড়ে যাওয়া তাদের কাছে অধিক পছন্দের।' (বাযযার ১/৩৩–৩৪ (৪৯))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

“হ্যাঁ।” [১]নবি ﷺ বলেন,

ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

“এ তো নিখাদ ঈমানের ফল[২]!” ’

মুসলিম ৩৪০/২০৯ (১৩২), ৩৪১/২১০ (...), ৩৪২/২১১ (১৩৩); আবূ দাউদ ৫১১১, ৫১১২; নাসাঈ, আল-কুবরা, ১০৪৩৫; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম ৬৬২, ৬৭২; বাযযার (কাশফ) ১/৩৩–৩৪ (৪৯); তাবারানি, কাবীর ১০/১০১ (১০০২৪), ১০/৩৩৮ (১০৮৩৮), ২০/১৭২ (৩৬৭), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত; তাবারানি, আওসাত ৩/২২৯ (৪৪১৯), ৬/২১২ (৮৫৪২); তাবারানি, সগীর ১০৯০; ইবনু হিব্বান ১/৩৫৯ (১৪৬), আহমাদ ১/২৩৫ (২০৯৭), ১/৩৪০ (৩১৬১), ২/৩৯৭ (৯১৫৬), ২/৪৪১ (৯৬৯৪), ২/৪৫৬ (৯৮৭৬), ২/৪৫৬ (৯৮৭৭); ৬/১০৬ (২৪৭৫২); আবূ ইয়া'লা ৭/১৫৬ (৪১২৮); উসদুল গবাহ্ ৪/১৩৮; আল-ইসাবা ৭/৬৮; কানযুল উম্মাল ১/২৪৯ (১২৫৭, ১২৫৮); জামিউল উসূল ৩৩, ৩৪; জামউল ফাওয়াইদ ৮০, ৮১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৩ (৮৪ (প্রথমাংশ)), ১/৩৩–৩৪ (৮৬), ১/৩৪ (৮৮), ১/৩৪ (৮৯), ১/৩৪ (৯১, ৯২), ১/৩৪–৩৫ (৯৩)।

এ-ধরনের কুমন্ত্রণা নিখাদ ঈমানের ফল নয়, বরং নিখাদ ঈমানের ফলে শয়তানের এ কুমন্ত্রণা মনে বেশিক্ষণ স্থান পায় না, বরং তার অন্তর এ ধরনের চিন্তার ব্যাপারে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং সেখানে এমন অনুশোচনার সৃষ্টি হয় যে—এ কুমন্ত্রণা মুখে ব্যক্ত করার চেয়ে তাকে পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে দেওয়া তার কাছে অধিক পছন্দের। (ইবনু হিব্বান ১/৩৬০; জামিউল উসূল ১/১৬৪)।

[৪৫৭.] শাহর ইবনু হাওশাব ؓ থেকে বর্ণিত, ‘একব্যক্তি আয়িশা ؓ-কে বলেন,

“আমাদের কারও কারও মনে এমন চিন্তার উদয় হয়, যা মুখে বললে তার আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে, আবার তার (এ চিন্তার) বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা হবে।”

এ-কথা শুনে আয়িশা ؓ তিনবার তাকবীর-ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) উচ্চারণ করে বলেন,

“আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি তিনবার তাকবীর-ধ্বনি উচ্চারণ করে বলেছিলেন—

إِنَّمَا يُخْتَبَرُ بِهَذَا الْمُؤْمِنُ

‘মুমিনকে এভাবে পরীক্ষা করা হবে।’ ”[৩] ’

আবূ ইয়া'লা ৮/১০৯ (৪৬৪৯), ইসনাদে শাহর ইবনু হাওশাব রয়েছেন (হাইসামি), তবে মুসলিমের ১৩৩ নং হাদীসটি এর শাহিদ (অনুসমর্থক);

---

[১] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ؓ বলেন, ‘(শয়তানের তৈরি করা) সংশয়মূলক চিন্তার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে ...’ (তাবারানি ১০/১০১ (১০০২৪))।

[২] ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ . إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي الْعَبْدَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ ، فَإِذَا عُصِمَ مِنْهُ ، وَقَعَ فِيمَا هُنَالِكَ "এটা নিখাদ ঈমানের ফল। শয়তান (প্রথমে) এর চেয়ে ছোটোখাটো বিষয়ে মানুষের কাছে আসে। সেসব বিষয়ে নিরাপদ হয়ে যাওয়ার পর, এ (ধাঁধা)-র মধ্যে পতিত হয়।" (বাযযার ১/৩৩–৩৪ (৪৯)); الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِي هَذِهِ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِالْمُحَقَّرَاتِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ "প্রশংসা সবই আল্লাহর! এ ভূখণ্ডে শয়তানের ইবাদাতের ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে গিয়েছে, তবে সে তোমাদের (এ-ধরনের) ছোটোখাটো কাজে সন্তুষ্ট" (তাবারানি, কাবীর ২০/১৭২ (৩৬৭)); اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তার (অর্থাৎ শয়তানের) চক্রান্তকে কুমন্ত্রণার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন" ’ (আবূ দাউদ ৫১১২)।

[৩] শাহর ইবনু হাওশাব ؓ বলেন, ‘আমরা উম্মু সালামা ؓ-এর কাছে ছিলাম। তাকে কুরআনের (ভিন্ন ভিন্ন) পাঠ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কানযুল উম্মাল ১/৪০০ (১৭১৩); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৩ (৮৪ (শেষাংশ))।

[৪৫৮.] শাহর ইবনু হাওশাব ⸙ বলেন, 'আমরা উম্মু সালামা ⸙-এর কাছে ছিলাম। তাকে কুরআনের (ভিন্ন ভিন্ন) পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলাম। তখন একব্যক্তি বলল,

"উম্মুল মুমিনীন! আমার মনে এমন চিন্তার উদয় হয়, যা মুখে প্রকাশ করলে আমার সাওয়াব বরবাদ হয়ে যাবে, আর তা জানাজানি হয়ে গেলে আমাকে হত্যা করা হবে।"

উম্মু সালামা ⸙ বলেন,

"তুমি যে-বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ, সে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে শুনেছি। জবাবে নবি ﷺ বলেছিলেন—

لَـا يُـلَـقَّـى ذٰلِـكَ الْـكَـلَـامَ إِلَّـا مُـؤْمِـنٌ

'একমাত্র মুমিনকেই এ ধরনের কথার মুখোমুখি করা হয়।' " '

তাবারানি, আওসাত ২/৩২৪ (৩৪৩০); বর্ণনাকারী সাইফ ইবনু উমাইরা'র ব্যাপারে সমালোচনা আছে (হাইসামি); তাবারানি, সগীর ৩৫৬; কানযুল উম্মাল ১/২৫০ (১২৬০); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৪ (৯০)।

[৪৫৯.] উসমান ⸙ বলেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করব—

"শয়তান আমাদের ভেতর যে খটকা সৃষ্টি করে, তা থেকে মুক্তির উপায় কী?"

আবূ বকর ⸙ বলেন,

"আমি নবি ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন—

يُنْجِيكُمْ مِنْ ذٰلِكَ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ بِهِ عَمِّي أَنْ يَقُولَهُ فَلَمْ يَقُلْهُ

'আমার চাচাকে যে-কথা বলার আদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা বলেননি—সে কথাই (শয়তানের) খটকা থেকে তোমাদের মুক্তি দেবে।' "

আহমাদ ১/৭–৮ (৩৭), সহীহ লি-গাইরিহী; একজন বর্ণনাকারী ইবনু হিব্বানের মতে বিশ্বস্ত, তবে অধিকাংশের মতে ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); আবূ ইয়া'লা ১/১২১–১২২ (১৩৩); কানযুল উম্মাল ১/২৯০ (১৪০৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩২ (৮১)।

[৪৬০.] আবূ হুরায়রা ⸙ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا يَـزَالُ النَّـاسُ يَقُولُونَ كَانَ اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَمَا كَانَ قَبْلَهُ

"লোকজন এ কথা বলতেই থাকবে[১]—সবকিছুর আগে ছিলেন আল্লাহ, তা হলে তাঁর আগে কী

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলাম। তখন একব্যক্তি বলল, "উম্মুল মুমিনীন! আমার মনে এমন চিন্তার উদয় হয়, যা মুখে প্রকাশ করলে আমার সাওয়াব বরবাদ হয়ে যাবে, আর তা জানাজানি হয়ে গেলে আমাকে হত্যা করা হবে।" উম্মু সালামা বলেন, "তুমি যে-বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ, সে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে শুনেছি। জবাবে নবি ﷺ বলেছিলেন—لَـا يُـلَـقَّـى ذٰلِـكَ الْـكَـلَـامَ إِلَّـا مُـؤْمِـنٌ "একমাত্র মুমিনকেই এ ধরনের কথার মুখোমুখি করা হয়।" (তাবারানি, আওসাত ৩৪৩০; বর্ণনাকারী সাইফ ইবনু উমাইরা'র ব্যাপারে সমালোচনা আছে (হাইসামি); তাবারানি, সগীর ১/১২৯ (৩৫৬))।

[১] يَسْـأَلُونَ حَتّٰى يَقُولُوا "প্রশ্ন করতেই থাকবে; একপর্যায়ে তারা বলবে..." (আহমাদ ২/৪৩১ (৯৫৬৬))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছিল?" '

বাযযার (কাশফ) ১/৩৪ (৫১), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); আহমাদ ২/৪৩১ (৯৫৬৬); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৫ (৯৪)।

[৪৬১.] আনাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِي : إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَتَسَاءَلُوْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقُوْلُوْا : هٰذَا اللهُ خَلَقَ النَّاسَ ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟

"আল্লাহ তাআলা আমাকে বলেছেন—তোমার উম্মাহর লোকজন পরস্পরকে প্রশ্ন করতে থাকবে, একপর্যায়ে এ-কথাও বলে ওঠবে—আল্লাহ তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে?" '

আহমাদ ৩/১০২ (১১৯৯৫), ইসনাদটি সহীহ (আরনাউত)।

[৪৬২.] ইবনু উমর ﷺ বলেন, 'আমরা আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় একব্যক্তির আগমন ঘটে—যার চেহারা ছিল অত্যন্ত বিশ্রী, পোশাক ভীষণ নোংরা, শরীরের গন্ধ খুবই বাজে, আচরণ অভদ্র ও রুক্ষ প্রকৃতির। লোকজনের ঘাড় ডিঙিয়ে সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে গিয়ে বসে পড়ে। এরপর বলে, "আপনাকে কে সৃষ্টি করেছেন?" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ"। সে বলে, "আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?" তিনি বলেন, "আল্লাহ"। সে বলে, "পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ"। সে বলে, "তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?" জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ দু'বার "সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র)!" বলে নিজের কপাল ধরে রাখেন। এরপর লোকটি উঠে চলে যায়। তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

عَلَيَّ بِالرَّجُلِ

"লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে আসো।"

আমরা তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ি, কিন্তু ততক্ষণে সে পুরোপুরি উধাও হয়ে গিয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

هٰذَا إِبْلِيْسُ جَاءَ يُشَكِّكُكُمْ فِيْ دِيْنِكُمْ

"এ হলো ইবলীস; তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহে ফেলার জন্য এসেছিল!" '

তাবারানি, আওসাত ৪/২৭৩ (৫৯৬৬); ইসনাদে আবদুল্লাহ ইবনু জাফর মাদীনী রয়েছেন, যার বিরুদ্ধে অনেকে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছেন (হাইসামি); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৫ (৯৫)।

[৪৬৩.] উমারা ইবনু খুযাইমা আনসারি ﷺ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

يَأْتِي الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ فَيَقُوْلُ : مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ؟ فَيَقُوْلُ : اللهُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ فَيَقُوْلُ : اللهُ ، حَتَّى يَقُوْلَ : مَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"শয়তান মানুষের কাছে[১] এসে বলে,[২] 'মহাকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?' সে বলে, 'আল্লাহ।' এরপর বলে, 'পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' সে বলে, 'আল্লাহ।' একপর্যায়ে বলে, 'আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে?' তোমাদের কারও মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগলে, সে যেন বলে—'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের[৩] ওপর ঈমান এনেছি[৪]।' " '

আহমাদ ৫/২১৪ (২১৮৬৭), হাদীসের মূলপাঠটি সহীহ, তবে এ সনদে ইবনু লাহীআ আছেন যার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল না (হাইসামি), ৬/২৫৭ (২৬২০৩); বাযযার (কাশফ) ১/৩৪ (৫০), বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (হাইসামি); আবু ইয়া'লা ৮/১৬০–১৬১ (৪৭০৪), ইসনাদটি সহীহ; ইবনু হিব্বান ১/৩৬২ (১৫০), ইসনাদটি সহীহ; তাবারানি, কাবীর ৪/৮৫ (৩৭১৯); তাবারানি, আওসাত ১/৫১৪ (১৮৯৬); আবদ ইবনু হুমাইদ ২১৫; ইতহাফ ১/১৭১ (২২৯), ১/১৭১ (২৩০); ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ৬৫০; আত-তারগীব ২/৪৬১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩২ (৮২), ১/৩২–৩৩ (৮৩), ১/৩৪ (৮৮)।

ঈমান নবায়ন করা জরুরি

[৪৬৪.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ فَاتْلُوا الْقُرْآنَ يُجَدِّدِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ

"কাপড় যেভাবে পুরাতন হয়ে যায়, তেমনিভাবে তোমাদের অন্তরে ঈমান পুরাতন হয়ে যায়; সুতরাং তোমরা কুরআন পাঠ করো, তা তোমাদের অন্তরে ঈমানকে নবায়ন করে দেবে[৫]।" '

তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর ১৩/১/৩৭ (৮৪), ইসনাদটি হাসান (হাইসামি); হাকিম ১/৪ (৫); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫২ (১৫৯); কানযুল উম্মাল ১/৫৬২ (১৩১৩); জামউল ফাওয়াইদ ১১০।

ঈমান নবায়নের উপায়

[৪৬৫.] আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَلَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ

"আমার বান্দারা যদি আমার বিধিনিষেধ মেনে চলত, তা হলে রাতের বেলা তাদের দিতাম বৃষ্টি আর দিনের বেলা সূর্যের আলো; বজ্রধ্বনি তাদের শোনাতাম না।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

---

[১] أَحَدَكُمْ "তোমাদের কারও কাছে" (আবু ইয়া'লা ৮/১৬০ (৪৭০৪))।

[২] لَنْ يَدَعَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ فَيَقُولَ "শয়তান তোমাদের কারও কাছে এসে এ কথা বলতে ছাড়বে না—" (ইবনু হিব্বান ১৫০)।

[৩] وَرُسُلِهِ "তাঁর রাসূলগণের" (আবু ইয়া'লা ৮/১৬১ (৪৭০৪); ইবনু হিব্বান ১৫০)।

[৪] فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُهُ "কারণ, তা এ ধরনের সংশয় দূর করে দেয়" (আহমাদ ২/২৫৭ (২৬২০৩); বাযযার (কাশফ) ৫০)।

[৫] فَسَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ "সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে চাও, তিনি যেন তোমাদের অন্তরে ঈমানকে নবায়ন করে দেন।" (হাকিম ১/৪ (৫))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

"সুন্দর ইবাদাতের একটি দিক হলো আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ

"তোমাদের ঈমান নবায়ন করো।"

জিজ্ঞেস করা হলো, "আল্লাহর রাসূল! আমাদের ঈমান কীভাবে নবায়ন করব?" নবি ﷺ বলেন,

أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

"বেশি বেশি পাঠ করো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই)।" '

হাকিম ৪/২৫৬ (৭৬৫৭), ইসনাদটি সহীহ (হাকিম); বাযযার (কাশফ) ১/৩১৯ (৬৬৪), একজন বর্ণনাকারী ইবনু মাঈন ও অন্যাদের মতে ত্রুটিযুক্ত (হাইসামি); আহমাদ ২/৩৫৯ (৮৭১০), ইসনাদটি জাইয়্যিদ (হাইসামি); হিলইয়া ২/৩৫৭; আবদ ইবনু হুমাইদ ১৪২৪; আত-তারগীব ২/৪১৫ (১২); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫২ (১৬০); জামউল ফাওয়াইদ ১১১।

ঈমানের ওপর অটল থাকার জন্য নবি ﷺ-এর নির্দেশ

[৪৬৬.] সুফ্ইয়ান ইবনু আব্দিল্লাহ সাকাফি ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলামের এমন একটি বিষয় বলুন, যে বিষয়ে আমি আপনার পর আর কাউকে জিজ্ঞেস করব না।[১]" নবি ﷺ বললেন,

قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

"বলো—আমি আল্লাহকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি;[২] তারপর (এর ওপর) অটল থেকো।" '

তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোন বিষয়ে সাবধান থাকব?'[৩] এর জবাবে নবি ﷺ নিজের হাত দিয়ে তাঁর জিহ্বার দিকে ইশারা করেন[৪]।

আহমাদ ৩/৪১৩ (১৫৪১৭) সহীহ, ৩/৪১৩ (১৫৪১৬), ৩/৪১৩ (১৫৪১৮), ৩/৪১৩ (১৫৪১৯), ৪/৩৮৪–৩৮৫ (১৯৪৩১); মুসলিম ১৫৯/৬২ (৩৮); তিরমিযি ২৪১০; ইবনু মাজাহ্ ৩৯৭২; দারিমি ২৭৩৯, ২৭৪০; নাসাঈ, কুবরা ১১৪২৫, ১১৭৭৬; তায়ালিসি ১৩২৭; ইবনু হিব্বান ৩/২২১–২২২ (৯৪২); তাবারানি, কাবীর ৭/৭৮ (৬৩৯৬), ৭/৭৯ (৬৩৯৭), ৭/৭৯ (৬৩৯৮); জামিউল উসূল ১৭; জামউল ফাওয়াইদ ৫৬।

আল্লাহর গোলামি করে যেতে হবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত

[৪৬৭.] জাবির ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,

---

[১] "যা আমি আঁকড়ে ধরে থাকব" (আহমাদ ১৫৪১৮)।

[২] قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ "বলো—আমার মনিব আল্লাহ" (আহমাদ ১৫৪১৮); اتَّقِ اللّٰهَ "আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলো" (দারিমি ২৭৩৯)।

[৩] 'আমার কোন বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা বোধ করেন?' (আহমাদ ১৫৪১৮)।

[৪] 'নিজের জিহ্বা ধরে বলেন هٰذَا "এটি" (আহমাদ ১৫৪১৮)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

نَادِ يَا عُمَرُ فِي النَّاسِ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَعْبُدُ اللهَ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ النَّارَ

"উমর! লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও—যে-ব্যক্তি অন্তর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর গোলামি করা অবস্থায় মারা যাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।"

উমর ؓ বললেন, "আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দেবো না?" নবি ﷺ বলেন,

لَا ، لَا يَتَّكِلُوا

"না, তারা যেন (এ কথার ওপর) নির্ভর করে বসে না থাকে।" '

আবূ ইয়া'লা ৩/৩৫২ (১৮২০), ইসনাদটি হাসান; আব্দ ইবনু হুমাইদ ১০৩৮; কানযুল উম্মাল ১/৮৪ (৩৫১); মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭ (১২)।

গুরাবা বা অচিন লোকদের জন্য সুসংবাদ!

[৪৬৮.] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ؓ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি[১]—

إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا

"ঈমান[২] অচেনা অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে; আর অচিরেই (অচেনা অবস্থায়) ফিরে আসবে,[৩] যেভাবে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

লোকজন যখন বিকৃতির পথে চলবে, তখন যারা গুরাবা বা অচেনা হয়ে থাকবে,[৪] তাদের

---

[১] 'একদিন আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পাশে ছিলাম। তখন তিনি বলেন, ...' (আহমাদ ৬৬৫০)।

[২] إِنَّ الْإِسْلَامَ "ইসলাম" (মুসলিম ৩৭৩ (১৪৬)); إِنَّ الدِّينَ "দ্বীন" (আহমাদ ১৬০৪)।

[৩] لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرْوَى الْأَرْضُ دَمًا وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا "কিয়ামাত হবে না, যতক্ষণ-না রক্ত দিয়ে পৃথিবীর পিপাসা মিটছে এবং ইসলাম অচেনা হয়ে যাচ্ছে" (তাবারানি, কাবীর, অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১২২৩৭)।

[৪] 'জিজ্ঞেস করা হলো, "গুরাবা বা অচেনা লোক কারা?" নবি ﷺ বলেন, النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ "বিভিন্ন গোত্রের সেসব লোক যারা (সমাজে প্রচলিত মন্দ কাজ থেকে) বেরিয়ে আসে" ' (ইবনু মাজাহ ৩৯৮৮; আহমাদ ৩৭৮৪; দারিমি ২৭৮৫); الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي "আমার পর আমার যে রীতিনীতিকে লোকজন বিকৃত করে ফেলবে, সেই রীতিনীতিকে যারা সঠিক অবস্থানে নিয়ে আসবে" (তিরমিযি ২৬৩০); الَّذِينَ يُحْيُونَ مَا أَمَاتَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي "আমার যে রীতিকে লোকজন মেরে ফেলবে, সেই রীতিকে যারা জীবিত করবে" (শাতিবি, আল-ই'তিসাম, ভূমিকা); الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ "লোকজন যখন বিকৃতির পথে চলবে, তখন যারা সংশোধনের কাজ করবে/সঠিক পথে চলবে" (আহমাদ ১৬৬৯০; তাবারানি, কাবীর ৫৮৬৭; মুসনাদুশ শিহাব ১০৫৫); الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَلَا يُمَارُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَلَا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ "লোকজন যখন বিকৃতির পথে চলবে, তখন যারা সংশোধনের কাজ করবে/ সঠিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য সুসংবাদ।[১]

শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আবুল কাসিম (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ)-এর প্রাণ! (একপর্যায়ে) ঈমান এ দু মাসজিদের মধ্যবর্তী (হিজায) এলাকায় নিজেকে গুটিয়ে নেবে,[২] ঠিক যেভাবে সাপ নিজেকে গর্তের ভেতর গুটিয়ে নেয়[৩]।" ১

আহমাদ ১/১৮৪ (১৬০৪) ইসনাদটি জাইয়্যিদ (আরনাউত), ১/৩৯৮ (৩৭৮৪), ২/১৭৭ (৬৬৫০), ২/২৮৬ (৭৮৪৬), ২/৩৮৯ (৯০৫৪), ২/৪২২ (৯৪৭১), ২/৪৯৬ (১০৪৪০), ৪/৭৩–৭৪ (১৬৬৯০); বুখারি ১৮৭৬; মুসলিম ৩৭২/২৩২ (১৪৫), ৩৭৩/১৪৬, ৩৭৪/২৩৩ (১৪৭); তিরমিযি ২৬২৯, ২৬৩০; ইবনু মাজাহ্ ৩৯৮৬, ৩৯৮৭, ৩৯৮৮; দারিমি ২৭৮৫; আবূ ইয়া'লা ২/৯৯ (৭৫৬); বাযযার ৩/২২৩ (১১১৯); তাবারানি, কাবীর ৬/১৬৪ (৫৮৬৭), ৬/২৫৬ (৬১৪৭), ৮/১৭৮ (৭৬৫৯, শেষাংশ), বর্ণনাসূত্রের কাসীর ইবনু মারওয়ানকে ইয়াহ্ইয়া ও দারাকুতনি মিথ্যুক আখ্যায়িত করেছেন (হাইসামি), ১১/৭০ (১১০৭৪); তাবারানি, আওসাত ১/৫২২ (১৯২৫), ২/১৩৫ (২৭৭৭), ২/২১৪ (৩০৫৬), ৩/৩৯১ (৪৯১৫), ৪/২২৮ (৫৮০৬), ৫/২৬৬–২৬৭ (৭২৮৩), ৬/২৬২ (৮৭১৬), ৬/৩৩৯ (৮৯৭৭), ৬/৩৪০ (৮৯৮৬); তাবারানি, সগীর ২৯০; ত্বহাভি, শারহু মুশকিল ২/১৬৯–১৭২ (৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১); মুসনাদুশ শিহাব ২/১৩৯ (১০৫৫); বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ৬৪, ৬৫; কানযুল উম্মাল ৩/৬৪৪–৬৪৫ (৮৩১২); উসদুল গবা ৩৩২৭; জামিউল উসূল ৬২, ৬৩; মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০৬ (৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯); জামিউল ফাওয়াইদ ১০৯।

[৪৬৯.] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম। ততক্ষণে সূর্য উঠে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন—

يَأْتِي اللهَ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে একদল লোক হাজির হবে, যাদের জ্যোতি হবে সূর্যের

পথে চলবে, আল্লাহর দ্বীন নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না, এবং তাওহীদের অনুসারীদের গোনাহের দরুন কাফির আখ্যায়িত করবে না" (তাবারানি, কাবীর ৭৬৫৯); أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوْءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ "বিপুলসংখ্যক খারাপ লোকের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভালো লোক, যাদের অনুসারীর চেয়ে বিরোধিতাকারীর সংখ্যা বেশি" (আহমাদ ৬৬৫০; তাবারানি, আওসাত ৪৯১৫, ৮৯৮৬); الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ حِينَ يُتْرَكُ وَيَعْمَلُونَ بِالسُّنَّةِ حِينَ تُطْفَى "আল্লাহর কিতাব যখন পরিত্যক্ত হবে তখন যারা সেটি আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সুন্নাহ(র আলো) যখন নিভিয়ে দেওয়া হবে, তখন যারা তা মেনে চলবে" (ইবনু ওয়াদ্দাহ, আল-বিদা' ১৮৯; শাত্বিবি, আল-ই'তিসাম, ভূমিকা)।

[১] وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُمْسِي الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا "আর কিয়ামাতের আগে অন্ধকার রাতের খণ্ড খণ্ড টুকরোর মতো কিছু ফিতনা দেখা দেবে, তখন একজন ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা মুমিন থাকবে, কিন্তু সকালে হবে কাফির, আর সকালে মুমিন তো সন্ধ্যায় কাফির; দুনিয়ার একটু স্বার্থের জন্য লোকজন নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে দেবে" (তাবারানি, আওসাত ৫৮০৬)।

[২] নবি ﷺ-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন হয়েছিল তাঁর ইন্তেকালের অল্প কিছুদিন পর আবূ বকর ﵁-এর শাসনামলে, যখন হিজায এলাকার বাইরে আরবের বিশাল জনগোষ্ঠী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। (বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ৬৫ নং হাদীসের টীকা)।

[৩] وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ "দ্বীন হিজায এলাকা আঁকড়ে ধরে থাকবে, ঠিক যেমন পাহাড়ি ভেড়ি পাহাড়ের চূড়া আঁকড়ে ধরে থাকে" (তিরমিযি ২৬৩০; তিরমিযির মতে 'হাসান', ইবনু আদির মতে 'দঈফ'); لَيَنْحَازَنَّ الْإِيمَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ "ঈমান মদীনায় ফিরে আসবে, যেভাবে প্লাবন (বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত করার পর) ফিরে আসে" (আহমাদ ১৬৬৯০)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জ্যোতির মতো।”

এ-কথা শুনে আবু বকর ﵁ বলেন, “আল্লাহর রাসূল! আমরাই কি হব সেসব লোক?” নবি ﷺ বলেন—

لَا ، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ

“না, তোমরা তো বিপুল কল্যাণের অধিকারী। তারা হলো নিঃস্ব ও মুহাজির (ত্যাগী) লোকজন; (কিয়ামাতের দিন) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের জমা করা হবে।”

এরপর নবি ﷺ বলেন—

طُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ ، طُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ ، طُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ

“গুরাবা বা অচিন লোকদের জন্য সুসংবাদ! অচিন লোকদের জন্য সুসংবাদ! অচিন লোকদের জন্য সুসংবাদ!”

জিজ্ঞেস করা হলো, “আল্লাহর রাসূল! অচিন লোক কারা?” নবি ﷺ বলেন—

نَاسٌ صَالِحُوْنَ فِيْ نَاسِ سُوْءٍ كَثِيْرٍ ، مَنْ يَعْصِيْهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيْعُهُمْ

“বিপুলসংখ্যক খারাপ লোকের মধ্যে কিছু ভালো লোক, যাদের অনুসারীর চেয়ে বিরোধিতাকারীর সংখ্যা বেশি (তারাই গুরাবা বা অচিন লোক)।” '

আহমাদ ২/২২২ (৭০৭২), হাসান লি-গাইরিহী (আবনাউত)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রন্থপঞ্জি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেসব গ্রন্থের সকল হাদীস একত্র করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে

গ্রন্থকার	মৃত্যু	গ্রন্থ	এ-গ্রন্থে-ব্যবহৃত সংস্করণ
হাদীসের মূল গ্রন্থাবলি			
১. মালিক ইবনু আনাস ؒ	১৭৯	আল-মুওয়াত্তা	মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪০৬।
২. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ؒ	১৮১	কিতাবুয যুহ্‌দ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৫।
৩. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ؒ	১৮১	কিতাবুল জিহাদ	দারুল মাতবূআতিল হাদীসিয়্যা, ১৪০৩।
৪. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ؒ	১৮১	মুসনাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
৫. আবূ ইউসুফ ؒ	১৮২	কিতাবুল আসার	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৩৫৫।
৬. আবূ ইউসুফ ؒ	১৮২	কিতাবুল খারাজ	দারুস সালাম, কায়রো।
৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি ؒ	১৮৯	কিতাবুল আসার	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
৮. মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফিয়ি ؒ	২০৪	মুসনাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪০০।
৯. মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফিয়ি ؒ	২০৪	আস-সুনানুল মা'সূরা	দারুল মা'রিফা, বৈরুত, ১৪০৬।
১০. আবূ দাউদ তায়ালিসি ؒ	২০৪	মুসনাদ	হিজর, গীযা, ১৪১৯।
১১. আবদুর রাযযাক সানআনি ؒ	২১১	আল-মুসান্নাফ	আল-মাজলিসুল ইলমি, বৈরুত, ১৩৯০।
১২. আবদুর রাযযাক সানআনি ؒ	২১১	তাফসীর	মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ১৪১০।
১৩. আবূ বকর হুমাইদি ؒ	২১৯	মুসনাদ	দারুস সিম্মান।
১৪. আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম ؒ	২২৪	কিতাবুল আমওয়াল	দারুল ফাদীলা।
১৫. আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম ؒ	২২৪	কিতাবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
১৬. সাঈদ ইবনু মানসূর খুরাসানি ؒ	২২৭	সুনান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
১৭. মুসাদ্দাদ ইবনু মুসারহাদ ؒ	২২৮	মুসনাদ (সূত্র: ইতহাফুল খিয়ারা)	মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ১৪১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

	গ্রন্থকার	মৃত্যু	গ্রন্থ	এ-গ্রন্থে-ব্যবহৃত সংস্করণ
১৮.	ইবনুল জা'দ ﵀	২৩০	মুসনাদ	মুআস্সাসাতু নাদির, বৈরুত, ১৪১০।
১৯.	ইবনু আবী শাইবা ﵀	২৩৫	আল-মুসান্নাফ	খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরের ক্ষেত্রে আদ-দারুস সালাফিয়্যা (বম্বে) সংস্করণ আর হাদীস নম্বরের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ আওয়ামা সম্পাদিত সংস্করণ, দারুল কিবলা, ১৪২৭।
২০.	ইবনু আবী শাইবা ﵀	২৩৫	মুসনাদ	দারুল ওয়াতান, ১৪১৮।
২১.	ইবনু আবী শাইবা ﵀	২৩৫	কিতাবুল ঈমান	আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০৩।
২২.	ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াই ﵀	২৩৮	মুসনাদ	মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪২১।
২৩.	আহমাদ ইবনু হাম্বাল শাইবানি ﵀	২৪১	মুসনাদ	[খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরের ক্ষেত্রে আল-মাতবাআতুল মাইমানিয়্যা সংস্করণ, ১৩১৩ হি., আর হাদীস নম্বর ও টীকার ক্ষেত্রে মুআস্সাসাতুর রিসালা সংস্করণ, ১৪১৬।
২৪.	আহমাদ ইবনু হাম্বাল শাইবানি ﵀	২৪১	আয-যুহ্দ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪২০।
২৫.	হান্নাদ ইবনুস সারি ﵀	২৪৩	আয-যুহ্দ	দারুল খুলাফা, ১৪০৬।
২৬.	মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আদানি ﵀	২৪৩	আল-ঈমান	আদ-দারুস সালাফিয়্যা, ১৪০৭।
২৭.	মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আদানি ﵀	২৪৩	মুসনাদ (সূত্র: ইতহাফুল খিয়ারা)	মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪১৯।
২৮.	আহমাদ ইবনু মুনাইয়ি ﵀	২৪৪	মুসনাদ (সূত্র: ইতহাফুল খিয়ারা)	মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪১৯।
২৯.	আবদ ইবনু হুমাইদ ﵀	২৪৯	আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদ	আলামুল কুতুব, ১৪০৮।
৩০.	হুমাইদ ইবনু যানজাওয়াই ﵀	২৫১	আল-আমওয়াল	মারকাযুল মালিক ফায়সাল, ১৪০৬।
৩১.	দারিমি ﵀	২৫৫	সুনান	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪৩৬।
৩২.	মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারি ﵀	২৫৬	সহীহ	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪৪০।
৩৩.	মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারি ﵀	২৫৬	আল-আদাবুল মুফরাদ	দার ইবনি কাসীর।
৩৪.	মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারি ﵀	২৫৬	খালকু আফআলিল ইবাদ	

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রন্থকার	মৃত্যু	গ্রন্থ	এ-গ্রন্থে-ব্যবহৃত সংস্করণ
৩৫. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারি ﷺ	২৫৬	আল-কিরাআতু খালফাল ইমাম	আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা, ১৪০০।
৩৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারি ﷺ	২৫৬	রফঈল ইয়াদাইন	দার ইবনি হাযম, বৈরুত, ১৪১৬।
৩৭. মুসলিম ﷺ	২৬১	সহীহ	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪৪০।
৩৮. ইবনু মাজাহ্ ﷺ	২৭৩	সুনান	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪৩৮।
৩৯. আবূ দাউদ ﷺ	২৭৫	সুনান	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪৩৯।
৪০. আবূ দাউদ ﷺ	২৭৫	আল-মারাসীল	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৮।
৪১. তিরমিযি ﷺ	২৭৯	সুনান	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪৪০।
৪২. তিরমিযি ﷺ	২৭৯	আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যা	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪৪০।
৪৩. ইবনু আবিদ দুন্ইয়া ﷺ	২৮১	কিতাবুয যুহ্দ	দার ইবনি কাসীর, ১৪২০।
৪৪. ইবনু আবিদ দুন্ইয়া ﷺ	২৮১	মাকারিমুল আখলাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪০৯।
৪৫. ইবনু আবিদ দুন্ইয়া ﷺ	২৮১	কিতাবুস সাম্‌ত ওয়া আদাবিল লিসান	দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত, ১৪০৬।
৪৬. হারিস ইবনু মুহাম্মাদ ﷺ	২৮২	মুসনাদ (সূত্র: বুগইয়াতুল বাহিস লিল হাইসামি)	আল-জামিআতুল ইসলামিয়্যা, ১৪১৩।
৪৭. ইবনু আবী আসিম ﷺ	২৮৭	আল-আহাদ ওয়াল মাসানী	দারুর রায়া, ১৪১১।
৪৮. ইবনু আবী আসিম ﷺ	২৮৭	আস-সুন্নাহ	আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০০।
৪৯. ইবনু আবী আসিম ﷺ	২৮৭	আয-যুহ্দ	দারুর রাইয়ান, ১৪০৮।
৫০. ইবনু আবী আসিম ﷺ	২৮৭	আল-জিহাদ	দারুল কলম, ১৪০৯।
৫১. আবূ বকর বাযযার ﷺ	২৯২	মুসনাদ	মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪০৯।
৫২. আবূ বকর বাযযার ﷺ	২৯২	মুসনাদ (সূত্র: কাশফুল আসতার)	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৩৯৯।
৫৩. নাসাঈ ﷺ	৩০৩	সুনান (আল-মুজতাবা)	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪৩৮।
৫৪. নাসাঈ ﷺ	৩০৩	আস-সুনানুল কুবরা	বাইতুল আফকার।
৫৫. নাসাঈ ﷺ	৩০৩	আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৩৯৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

	গ্রন্থকার	মৃত্যু	গ্রন্থ	এ-গ্রন্থে-ব্যবহৃত সংস্করণ
৫৬.	আবদুল্লাহ ইবনুল জারূদ ﷺ	৩০৭	আল-মুনতাকা মিনাস সুনান	(গাওসুল মাকদূদ শিরোনামে মুদ্রিত), দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১৪০৮ হি.।
৫৭.	আবূ ইয়া'লা ﷺ	৩০৭	মুসনাদ	দারুল মামূন, ১৪১০।
৫৮.	আবূ ইয়া'লা ﷺ	৩০৭	মু'জাম	ইদারাতুল উলূমিল আসারিয়্যা, ১৪০৭।
৫৯.	আবূ বকর রুয়ানি ﷺ	৩০৭	মুসনাদ	মুআস্সাসাতু কুরতুবা, ১৪১৬।
৬০.	ইবনু জারীর তাবারি ﷺ	৩১০	তাফসীর	দারুল হাদীস।
৬১.	ইবনু জারীর তাবারি ﷺ	৩১০	তাহযীবুল আসার	মাকতাবাতুল মাদানি, ১৪০২।
৬২.	ইবনু খুযাইমা ﷺ	৩১১	সহীহ	আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০০।
৬৩.	ইবনু খুযাইমা ﷺ	৩১১	কিতাবুত তাওহীদ	দারুর রুশদ।
৬৪.	মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক সাররাজ ﷺ	৩১৩	মুসনাদ	ইদারাতুল উলূমিল আসারিয়্যা, ১৪২৩।
৬৫.	আবূ আওয়ানা ﷺ	৩১৬	মুসনাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৭।
৬৬.	ইবনুল মুনযির ﷺ	৩১৮	আল-আওসাত	দারুল ফালাহ, ১৪৩১।
৬৭.	আবূ জাফর তহাভি ﷺ	৩২১	শারহু মাআনিল আসার	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা।
৬৮.	আবূ জাফর তহাভি ﷺ	৩২১	মুশকিলুল আসার	দার সাদির, ১৪১৫।
৬৯.	আবূ জাফর তহাভি ﷺ	৩২১	শারহু মুশকিলিল আসার	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪১৫।
৭০.	মুহাম্মাদ ইবনু জাফর খারাইতি ﷺ	৩২৭	মাকারিমুল আখলাক	দারুল ফিকর, দামেশক, ১৪০৬।
৭১.	আবূ সাঈদ শাশি ﷺ	৩৩৫	মুসনাদ	মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪১০।
৭২.	আবূ মুহাম্মাদ হারিসি ﷺ	৩৪০	মুসনাদু আবী হানীফা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪২৯।
৭৩.	ইবনু হিব্বান ﷺ	৩৫৪	সহীহ	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৭।
৭৪.	আবুল কাসিম তাবারানি ﷺ	৩৬০	আল-মু'জামুল কাবীর	মাকতাবা ইবনি তাইমিয়্যা, ১৩৯৭।
৭৫.	আবুল কাসিম তাবারানি ﷺ	৩৬০	আল-মু'জামুল আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা।
৭৬.	আবুল কাসিম তাবারানি ﷺ	৩৬০	আল-মু'জামুস সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা।
৭৭.	আবুল কাসিম তাবারানি ﷺ	৩৬০	মুসনাদুশ শামিয়্যীন	মুআস্সাসাতুর রিসালা।
৭৮.	আবুল কাসিম তাবারানি ﷺ	৩৬০	আদ-দুআ	দারুল বাশাইর, ১৪০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রন্থকার	মৃত্যু	গ্রন্থ	এ-গ্রন্থে-ব্যবহৃত সংস্করণ
৭৯. আবুল কাসিম তাবারানি ﷬	৩৬০	আল-আহাদীসুত তিওয়াল	আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৪১৯।
৮০. আবুল কাসিম তাবারানি ﷬	৩৬০	মাকারিমুল আখলাক	দারুল বাশাইর, ১৪৩৪।
৮১. আবুল কাসিম তাবারানি ﷬	৩৬০	তুরুকু হাদীসি 'মান কাযাবা আলাইয়া'	আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৪১০।
৮২. আবুল কাসিম তাবারানি ﷬	৩৬০	আল-আওয়াইল	দারুল ফুরকান ও মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৩।
৮৩. আবুল কাসিম তাবারানি ﷬	৩৬০	কিতাবুল জুদ ওয়াস-সাখা	দারুল বাশাইর, ১৪২৩।
৮৪. আবুল কাসিম তাবারানি ﷬	৩৬০	ফাদলুর রময়ি ও তা'লীমিহী	মাকতাবাতুল মালিক ফাহ্দ, ১৪১৯।
৮৫. আবুল কাসিম তাবারানি ﷬	৩৬০	ফাদলু আশারি যিল হিজ্জাহ	মাকতাবাতুল উমরাইন, ১৪২০।
৮৬. রামাহুরমুযি ﷬	৩৬০	আমসালুল হাদীস	মাকতাবা ইবনি আব্বাস।
৮৭. আবুশ শাইখ ইসপাহানি ﷬	৩৬৯	আমসালুল হাদীস	আদ-দারুস সালাফিয়্যা, বম্বে, ১৪০২।
৮৮. আবূ বকর ইসমাঈলি ﷬	৩৭১	মু'জামুশ শুয়ূখ	মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪১০।
৮৯. ইবনু শাহীন ﷬	৩৮৫	আন-নাসিখ ওয়াল মানসূখ মিনাল হাদীস	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪১২।
৯০. আবুল হাসান দারাকুতনি ﷬	৩৮৫	সুনান	দারুর রিসালাতিল আলামিয়্যা, ১৪৩৯।
৯১. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর মারওয়াযি ﷬	৩৯৪	তা'যীমু কদরিস সলাত	মাকতাবাতুদ দার, ১৪০৬।
৯২. ইবনু মানদাহ্ ﷬	৩৯৫	কিতাবুল ঈমান	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৬।
৯৩. ইবনু মানদাহ্ ﷬	৩৯৫	কিতাবুত তাওহীদ	জামিআ ইসলামিয়্যা, মদীনা।
৯৪. হাকিম নিশাপুরি ﷬	৪০৫	আল-মুসতাদরাক	হায়দারাবাদ, ১৩৪০ ও দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪০৮।
৯৫. আবূ নুআইম ইসপাহানি ﷬	৪৩০	দালাইলুন নুবুওয়া	দারুন নাফাইস, ১৪০৬।
৯৬. মুহাম্মাদ ইবনু সালামা কুদাঈ ﷬	৪৫৪	মুসনাদুশ শিহাব	মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৭।
৯৭. ইবনু হাযম আনদালুসি ﷬	৪৫৬	আল-মুহাল্লা বিল আসার	আল-মুনীরিয়্যা, ১৩৪৭।
৯৮. আবূ বকর বাইহাকি ﷬	৪৫৮	আস-সুনানুল কুবরা	দাইরাতুল মাআরিফ, ১৩৫৬ ও হিজর, ১৪৩২।
৯৯. আবূ বকর বাইহাকি ﷬	৪৫৮	শুআবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

	গ্রন্থকার	মৃত্যু	গ্রন্থ	এ-গ্রন্থে-ব্যবহৃত সংস্করণ
১০০.	আবূ বকর বাইহাকি ﵀	৪৫৮	দালাইলুন নুবুওয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪০৮।
১০১.	আবূ বকর বাইহাকি ﵀	৪৫৮	মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা।
১০২.	আবূ বকর বাইহাকি ﵀	৪৫৮	কিতাবুল কাদা ওয়াল কাদার	মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২৫।
১০৩.	আবূ বকর বাইহাকি ﵀	৪৫৮	কিতাবুয যুহ্‌দ	মুআস্‌সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, ১৪০৮।
১০৪.	আবূ বকর বাইহাকি ﵀	৪৫৮	আল-আসমা ওয়াস-সিফাত	মুআস্‌সাসাতুর রিসালা।
১০৫.	আবূ বকর বাইহাকি ﵀	৪৫৮	আল-আদাব	মুআস্‌সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, বৈরুত, ১৪০৮।
১০৬.	ইবনু আবদিল বার ﵀	৪৬৩	আত-তামহীদ	রাবাত, ১৩৮৭।
১০৭.	ইবনু আবদিল বার ﵀	৪৬৩	জামিউ বায়ানিল ইলম	দার ইবনিল জাওযি।
১০৮.	ওয়াহিদি ﵀	৪৬৮	আসবাবুন নুযূল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪১১।
১০৯.	আবূ সুজা দাইলামি ﵀	৫০৯	মুসনাদুল ফিরদাউস	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা।
১১০.	আবুল কাসিম ইসপাহানি ﵀	৫৩৫	দালাইলুন নুবুওয়া	দারুল আসিমা, ১৪১২।
১১১.	আবূ তাহির সালাফি ﵀	৫৭৬	আত-তুয়ূরিয়্যাত	আদওয়াউস সালাফ, ১৪২৫।
১১২.	জিয়াউদ্দীন মাকদিসি ﵀	৬৪৩	আল-আহাদীসুল মুখতারা	দারু খিদর, ১৪২১।
১১৩.	শিহাবুদ্দীন বূসীরি ﵀	৮৪০	ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা	মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪১৯।
১১৪.	ইবনু হাজার আসকালানি ﵀	৮৫২	আল-মাতালিবুল আলিয়া	দারুল মা'রিফা, ১৪১৪।

রিজাল-শাস্ত্রের গ্রন্থাবলি

১১৫.	ইবনু সাদ ﵀	২৩০	আত-তবাকাতুল কুবরা	দারু সাদির।
১১৬.	মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারি ﵀	২৫৬	আত-তারীখুল কাবীর	মাকতাবাতুল মাআরিফ।
১১৭.	ইবনু হাম্মাদ উকাইলি ﵀	৩২২	কিতাবুদ দুআফা আল-কাবীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা।
১১৮.	ইবনু কানি' ﵀	৩৫১	মু'জামুস সাহাবা	মাকতাবাতুল গুরাবা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থকার	মৃত্যু	গ্রন্থ	এ-গ্রন্থে-ব্যবহৃত সংস্করণ
১১৯. ইবনু আদি ﷬	৩৬৫	আল-কামিল ফী দুআফাইর রিজাল	দারুল ফিকর।
১২০. ইবনু মানদাহ্ ﷬	৩৯৫	মা'রিফাতুস সাহাবা	মাতবূআতু জামিআতিল ইমারাত।
১২১. আবূ নুআইম ইসপাহানি ﷬	৪৩০	মা'রিফাতুস সাহাবা	দারুল ওয়াতান, ১৪১৯।
১২২. আবূ নুআইম ইসপাহানি ﷬	৪৩০	হিল্ইয়াতুল আউলিয়া	দারুল ফিকর, ১৪১৬।
১২৩. আবূ নুআইম ইসপাহানি ﷬	৪৩০	আখবারু আসবাহান	দারুল কিতাবিল ইসলামি।
১২৪. ইবনু আবদিল বার ﷬	৪৬৩	আল-ইসতী'আব	মাকতাবা ইবনি তাইমিয়্যা, ১৪১১ (আল-ইসাবা ফী তামঈযিস সাহাবা গ্রন্থের টীকায় মুদ্রিত)।
১২৫. খতীব বাগদাদি ﷬	৪৬৩	তারীখু বাগদাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪০৭।
১২৬. ইবনু আসাকির ﷬	৫৭১	তারীখু মাদীনাতি দিমাশক	দারুল ফিকর, ১৪১৫।
১২৭. ইবনুল আসীর ﷬	৬৩০	উসদুল গবাহ্	দার ইহ্ইয়া আত-তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১৪১৭ হি. (মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থের টীকা থেকে উদ্ধৃত)।
১২৮. ইবনু হাজার আসকালানি ﷬	৮৫২	আল-ইসাবা	মাকতাবা ইবনি তাইমিয়্যা, ১৪১১।

হাদীসের সংকলন-গ্রন্থাবলি

গ্রন্থকার	মৃত্যু	গ্রন্থ	এ-গ্রন্থে-ব্যবহৃত সংস্করণ
১২৯. মুহিউস সুন্নাহ বাগাবি ﷬	৫১৬	মাসাবীহুস সুন্নাহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা।
১৩০. মুহিউস সুন্নাহ বাগাবি ﷬	৫১৬	শারহুস সুন্নাহ	আল-মাকতাবুল ইসলামি ও দার ইবনি হাযম।
১৩১. রযীন ইবনু মুআবিয়া ﷬	৫৩৫	তাজরীদুস সিহাহ আস-সিত্তাহ	মুদ্রিত সংস্করণ না থাকায় জামিউল উসূলের ওপর নির্ভর করা হয়েছে
১৩২. ইবনুল জাওযি ﷬	৫৯৭	জামিউল মাসানীদ	মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২৬।
১৩৩. মাজদুদ্দীন ইবনুল আসীর ﷬	৬০৬	জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল	দার ইবনি কাসীর, ১৪৩৭।
১৩৪. মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়্যা ﷬	৬৫২	আল-মুনতাকা মিন আখবারিল মুসতফা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা।
১৩৫. আবদুল আযীম মুনযিরি ﷬	৬৫৬	আত-তারগীব ওয়াত তারহীব	দার ইহ্ইয়াইত তুরাস, ১৩৮৮।
১৩৬. খতীব তাবরীযি ﷬	৭৪১	মিশকাতুল মাসাবীহ	দার ইবনি হাযম।
১৩৭. জামালুদ্দীন মিযযি ﷬	৭৪২	তুহফাতুল আশরাফ	আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

	গ্রন্থকার	মৃত্যু	গ্রন্থ	এ-গ্রন্থে ব্যবহৃত সংস্করণ
১৩৮.	ইবনু কাসীর দিমাশ্কি ﵀	৭৭৪	জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান	দারুল ফিকর, ১৪১৫।
১৩৯.	নূরুদ্দীন হাইসামি ﵀	৮০৭	মাজমাউয যাওয়াইদ	দারুল মিনহাজ, ১৪৩৬।
১৪০.	জালালুদ্দীন সুয়ূতি ﵀	৯১১	আল-জামিউস সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা।
১৪১.	জালালুদ্দীন সুয়ূতি ﵀	৯১১	আল-জামিউল কাবীর/জামউল জাওয়ামি'	আল-আযহারুশ শারীফ।
১৪২.	জালালুদ্দীন সুয়ূতি ﵀	৯১১	জামিউল আহাদীস	দারুল ফিকর।
১৪৩.	আলি মুত্তাকী হিন্দি ﵀	৯৭৫	কানযুল উম্মাল	মুআস্সাসাতুর রিসালা।
১৪৪.	আবদুর রঊফ মুনাবি ﵀	১০৩১	আল-জামিউল আযহার ফী হাদীসিন নাবিয়্যিল আনওয়ার (দ্রষ্টব্য: জামিউল আহাদীস, দারু ফিকর সংস্করণ, খণ্ড ১০ ও ১২)	আল-মারকাযুল আরাবি।
১৪৫.	শামসুদ্দীন মাগরিবি ﵀	১০৯৪	জামউল ফাওয়াইদ	মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২৬।
১৪৬.	ইউসুফ নাবাহানি ﵀	১৩৫০	আল-ফাতহুল কাবীর ফী দম্মিয যিয়াদাত ইলাল জামিইস সগীর	দারুল কিতাবিল আরাবি।
১৪৭.	জাফার আহমাদ উসমানি ﵀	১৩৯৪	ই'লাউস সুনান	দারুল ফিকর।
১৪৮.	নাসিরুদ্দীন আলবানি ﵀	১৪২০	সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা	মাকতাবাতুল মাআরিফ।
১৪৯.	জিয়াউর রহমান আজমি ﵀	১৪৪১	আল-জামিউল কামিল	দারুস সালাম।
১৫০.	সালিহ আহমাদ শামি		জামিউল উসূলিত তিসআ	আল-মাকতাবুল ইসলামি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইনডেক্স/ নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্টটিকে
এ-গ্রন্থের প্রাণ
আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।
কোন হাদীসগ্রন্থের কোন কোন হাদীস
এ-গ্রন্থের কোথায় কোথায় স্থান পেয়েছে—
এসব তথ্য নির্ঘণ্ট অংশে প্রত্যেকটি হাদীসগ্রন্থের
শিরোনামের পর হাদীস-নম্বরের ক্রমধারা
অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। একজন পাঠক
প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থের কোনও নির্দিষ্ট হাদীস
সম্পর্কে জানতে চাইলে, নির্ঘণ্ট অংশ
থেকে তা সহজে খুঁজে নিতে
পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মূল গ্রন্থাবলির যেসব হাদীস অনুবাদ করা হলো

১. বুখারি, সহীহ (মোট হাদীস সংখ্যা ১৫৬৩)

[১] ৮ ৫১
[২] ৮ নং হাদীসের আগে ১৪৪
[৩] ৮ নং হাদীসের আগে (হুবহু) ১৪৭
[৪] ৯ ৭৭
[৫] ১০ ..... ১৬৩
[৬] ১১ ..... ১৬৩
[৭] ১২ (হুবহু) ১৬৪
[৮] ১৩ (হুবহু) ১৬৭
[৯] ১৪ ..... ১৬০
[১০] ১৫ (হুবহু) ১৬০
[১১] ১৬ (হুবহু) ১৫৬
[১২] ১৭ (হুবহু) ১৬৮
[১৩] ১৮ (হুবহু) ২০৯
[১৪] ২১ ..... ১৫৬
[১৫] ২২ (হুবহু) ৬৯
[১৬] ২৪ ..... ১৪২
[১৭] ২৫ (হুবহু) ১৭১
[১৮] ২৬ ..... ৩৭৩
[১৯] ২৭ (হুবহু) ৩৮
[২০] ২৮ ..... ১৬৪
[২১] ২৮, ভূমিকা (হুবহু) ১৪৭
[২২] ৩১ (হুবহু) ৩৪৭
[২৩] ৩২ ..... ৩৫১
[২৪] ৩৩ ..... ২৫৬
[২৫] ৩৪ ..... ২৫৬
[২৬] ৩৯ নং হাদীসের আগে ২২১
[২৭] ৩৯ (হুবহু) ২৩৭
[২৮] ৪১ ..... ১৮৬
[২৯] ৪২ (হুবহু) ১১১
[৩০] ৪৩ ..... ২২১
[৩১] ৪৪ (বর্ধিত অংশ) ৬৮
[৩২] ৪৫ (হুবহু) ৬৮
[৩৩] ৪৬ (হুবহু) ১২২
[৩৪] ৪৮ ..... ৩৮৫
[৩৫] ৪৮ নং হাদীসের আগে (হুবহু) ২৬৬
[৩৬] ৫০ ..... ৪৮
[৩৭] ৫১ (হুবহু) ১৬৯
[৩৮] ৫২ (হুবহু) ২৪২
[৩৯] ৫৩ ..... ১৩২
[৪০] ৫৭ ..... ২২৮
[৪১] ৫৭-এর আগে মুআল্লাক ২২৭
[৪২] ৬১ ..... ২৪৭
[৪৩] ৬২ ..... ২৪৭
[৪৪] ৬৩ ..... ৫৮
[৪৫] ৬৩ (হুবহু) ৫৩
[৪৬] ৬৭ ..... ২২০
[৪৭] ৬৯ ..... ২৩০
[৪৮] ৭২ ..... ২৪৭
[৪৯] ৮৭ ..... ১৩২
[৫০] ১০৫ ..... ২২০
[৫১] ১২১ ..... ২২০
[৫২] ১২৮ ..... ১৩৪
[৫৩] ১২৯ ..... ৯০, ১৩৪
[৫৪] ১৩১ ..... ২৪৭
[৫৫] ২১৯ ..... ২৩৫
[৫৬] ২২০ ..... ২৩৫
[৫৭] ২২১ ..... ২৩৫
[৫৮] ২২১ (অতিরিক্ত সংখ্যা) ২৩৫
[৫৯] ৩৪৯ (হুবহু) ২১৫
[৬০] ৩৯১ ..... ১৭৩
[৬১] ৩৯১ (হুবহু) ১৭৩
[৬২] ৩৯২ ..... ১৭৩
[৬৩] ৩৯২ (হুবহু) ১৭৩
[৬৪] ৩৯৩ ..... ১৭৩
[৬৫] ৫২৩ ..... ১৩২
[৬৬] ৫২৪ ..... ২২৮
[৬৭] ১১৫১ (হুবহু) ২২১
[৬৮] ১১৮৯ (হুবহু) ৮২
[৬৯] ১২১১ ..... ২৩৩
[৭০] ১২৩৭ ..... ৭৯, ৩৬৮
[৭১] ১২৩৭, ভূমিকা (হুবহু) ২৪
[৭২] ১৩৫৮ ..... ৪০
[৭৩] ১৩৫৯ ..... ৪০
[৭৪] ১৩৬০ ..... ৩৩৭
[৭৫] ১৩৮৩ ..... ৪০
[৭৬] ১৩৮৪ ..... ৪০
[৭৭] ১৩৮৫ ..... ৪০
[৭৮] ১৩৯৫ ..... ২৫০
[৭৯] ১৩৯৬ ..... ১১০
[৮০] ১৩৯৭ ..... ১১০
[৮১] ১৩৯৮ ..... ১৩২
[৮২] ১৩৯৯ ..... ৩৭৬
[৮৩] ১৪০০ ..... ৩৭৬
[৮৪] ১৪০১ ..... ২২৮
[৮৫] ১৪৫৬ ..... ৩৭৬
[৮৬] ১৪৫৭ ..... ৩৭৬
[৮৭] ১৪৫৮ ..... ২৫০
[৮৮] ১৪৭৮ ..... ৩৮
[৮৯] ১৪৯৬ ..... ২৫০
[৯০] ১৫১৯ ..... ৩৭৩
[৯১] ১৬৩৬ ..... ২২৪
[৯২] ১৭৩৯ ..... ২২০
[৯৩] ১৭৪১ ..... ২২০
[৯৪] ১৭৪২ ..... ২২০
[৯৫] ১৮৭৬ ..... ৪০১
[৯৬] ১৮৯১ ..... ১২২
[৯৭] ২০৫১ ..... ২৪২
[৯৮] ২১০১ ..... ২৪২
[৯৯] ২১৫৭ ..... ২২৮
[১০০] ২২০৯ ..... ২৪৭
[১০১] ২৩৮৮ ..... ৩৬৮
[১০২] ২৪৪৮ ..... ২৫০
[১০৩] ২৪৫৯ ..... ২৬৬
[১০৪] ২৪৭৫ ..... ৩৬৮
[১০৫] ২৫০১ ..... ২১৫
[১০৬] ২৫০২ (প্রথমাংশ) ২১৫
[১০৭] ২৬৭৮ ..... ১২২
[১০৮] ২৬৮২ ..... ২৬৬
[১০৯] ২৭১৩ (হুবহু) ২১৩
[১১০] ২৭১৪ ..... ২২৮
[১১১] ২৭১৫ ..... ২২৮
[১১২] ২৭৪৯ ..... ২৬৬
[১১৩] ২৮৫৬ ..... ১৩৪
[১১৪] ২৯৪২ (হুবহু) ২১৫
[১১৫] ২৯৪৬ ..... ১৭১
[১১৬] ২৯৬২ (হুবহু) ২১২
[১১৭] ২৯৬৩ ..... ২১২
[১১৮] ৩০০৮ ..... ২৩১
[১১৯] ৩০৭৮ ..... ২১২
[১২০] ৩০৭৯ ..... ২১২
[১২১] ৩০১৫ ..... ১৩২
[১২২] ৩১৭৮ ..... ২৬৬
[১২৩] ৩১৯৭ ..... ২২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩২২২ .... ৩৬৮
৩২৩৪ .... ৩০৯
৩২৩৫ .... ৩০৯
৩৩৪২ .... ১১৪
৩৩৬০ (হবহু) ৩৫৯
৩৩৯৪ .... ১১৬
৩৪২৮ .... ৩৫৯
৩৪২৯ .... ৩৫৯
৩৪৩২ (হবহু) ৭০
৩৪৩৭ .... ১১৬
৩৫১০ .... ১৩২
৩৫৬০ .... ২৩২
৩৭৭৯ .... ১৩৯
৩৭৮০ (হবহু) ১৬৮
৩৭৮৪ .... ১৬৮
৩৮৮৪ .... ৩৩৭
৩৮৮৬ .... ৩১২
৩৮৮৬ (হবহু) ৩১১
৩৮৮৮ (হবহু) ৩৩৭
৩৮৯২ .... ২০৯
৩৮৯৩ .... ২০৯
৩৯৯৯ .... ২০৯
৪০১৯ .... ১১৫
৪১৮২ (প্রথমাংশ) ২১০
৪১৮৭ (হবহু) ২১৫
৪২৬৯ .... ১১৫
৪৩০৫ .... ২১২
৪৩০৬ .... ২১২
৪৩০৭ .... ২১২
৪৩০৮ .... ২১২
৪৩২৬ .... ৩৭৭
৪৩২৭ .... ৩৭৭
৪৩৩৯ .... ২০১
৪৩৪১ .... ২৩১
৪৩৪২ .... ২৩১
৪৩৪৪ (হবহু) ২৩১
৪৩৪৫ (হবহু) ২৩১
৪৩৪৭ .... ২৪০
৪৩৬৮ .... ১৩২
৪৩৬৯ .... ১৩২
৪৪০০ .... ২২০
৪৪০৫ .... ২২০
৪৪০৬ (হবহু) ২২০
৪৬১২ .... ৩১০
৪৬২৯ .... ৩৫৯
৪৬৬২ .... ২২০
৪৬৭৫ .... ৩৩৭
৪৬৯৮ .... ২৪৭
৪৬৯৮ (হবহু) ২৪৭
৪৭০৯ .... ১১৬
৪৭১০ .... ৩১২
৪৭১৬ .... ৩৩৭
৪৭৭২ .... ৩৩৭
৪৭৭৫ .... ৪০
৪৭৭৬ .... ৩৫৯
৪৭৭৭ .... ৪৮
৪৮৫৫ .... ৩১০
৪৮৯১ .... ২১০
৪৮৯৪ .... ২০৯
৫০২০ .... ২৩২
৫০২৯ .... ২৩২
৫১৮৫ .... ১৬৫
৫২৮৮ .... ২১০
৫৪২৭ .... ২৩২
৫৪৪৪ .... ২৪৭
৫৪৪৮ .... ২৪৭
৫৫০৪ .... ২৩২
৫৫৫০ .... ২২০
৫৫৭৬ .... ১১৬
৫৫৭৮ .... ৩৮৮
৫৬০৬ .... ১১৬
৫৬৪০ .... ২৫০
৫৬৪৪ .... ২৫০
৫৮২৭ .... ৭৯, ৩৬৮
৫৯৫৭ .... ১০৪
৫৯৮২ .... ১১০
৫৯৮৩ (হবহু) ১১০
৬০১০ .... ২০৫
৬০১৯ .... ১৬৪
৬০১৮ .... ১৬৫
৬০২৫ .... ২৩৫
৬০৪১ .... ১৫৯
৬০৪৬ .... ২২০
৬০৪৪ .... ৩৬৫
৬০৫২ .... ২৫৯
৬১১৮ (হবহু) ১৪২
৬১২২ .... ২৪৭
৬১২৪ .... ২৩১
৬১২৫ .... ২৩০
৬১২৬ .... ২৩২
৬১২৭ (হবহু) ২৩০
৬১২৮ .... ২৩৫
৬৩০৬ .... ১৬৫
৬৩৬৮ .... ১৬৫
৬৩৪৪ .... ২৪৭
৬৩৬৬ .... ২২০
৬৩৭৬ .... ১৩২
৬২০৬ .... ১৬৪
৬২৬৭ .... ১০৪
৬২৬৮ .... ৩৬৮
৬৩৬১ .... ২৯৬
৬৪১৬ .... ১৫১
৬৪৪০ (হবহু) ৩৬৮
৬৪৪৪ .... ৩৬৮
৬৪৭৫ .... ১০৫
৬৪৮৪ .... ১৬৩
৬৪৯৮ .... ২৫৩
৬৫০০ .... ১০৪
৬৫৬০ .... ৬৯
৬৫৭০ (হবহু) ১৪
৬৫৯৮ .... ৪০
৬৫৯৯ (হবহু) ৪০
৬৬০০ (হবহু) ৪০
৬৬১০ .... ৩৩৭
৬৬৮১ .... ৩৩৭
৬৭৬৬ .... ৩৭৭
৬৭৬৭ .... ৩৭৭
৬৭৬৮ .... ৩৭৮
৬৭৭২ .... ৩৮৮
৬৭৮২ .... ৩৮৮
৬৭৮৪ .... ২০৯
৬৭৮৫ .... ২২০
৬৭৮৬ .... ২৩২
৬৮০১ .... ২০৯
৬৮০৯ .... ৩৮৮
৬৮১০ .... ৩৮৮
৬৮৫৫ .... ২৩২
৬৮৬২ .... ১১৫
৬৮৬৬ .... ২২০
৬৮৬৯ .... ২২০
৬৮৭২ .... ১১৫
৬৮৭৩ .... ২০৯
৬৮৭৫ .... ৩৩৭
৬৯১৮ .... ৩৫৯
৬৯২১ (হবহু) ১৬০
৬৯২৪ .... ৩৭৬
৬৯২৫ .... ৩৭৬
৬৯৫৭ .... ৩৫৯
৬৯৬১ .... ১৫৬
৬৯৬৬ .... ১২২
৭০৫৫ (হবহু) ২০৬
৭০৫৬ (হবহু) ২০৬
৭০৭৬ .... ৩৬৫
৭০৭৭ .... ২২০
৭০৭৮ .... ২২০
৭০৭৯ .... ২২০
৭০৮০ .... ২২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০৮৩	৩৮৭
১১৭২	২৩১
১১৮৯	২৩১
১১৯৯	২০৬
১২০০	২০৬
১২০২ (হুবহু)	২০৫
১২০৩ (হুবহু)	২০৬
১২০৫	২০৬
১২১০	২১৫
১২১৩	২০১
১২১৪	২১৩
১২৪৪	১৬৬
১২৬৬	১৩২
১২৭২	২০৬
১২৮৪ (হুবহু)	৩৭৬
১২৮৫ (হুবহু)	৩৭৬
১৩৭১	২৪০
১৩৭২	২৪০
১৩৭৩	১০৪
১৩৮০	৩১০
১৪৩৯ (দীর্ঘ বিবরণীর অংশবিশেষ)	৬৭
১৪৪৭	২২০
১৪৬৬ (হুবহু)	২৫৩
১৪৬৮	২০১
১৪৮৭	৩৬৮
১৫৩১	৩১০
১৫৫৬	১৩২
১৫৬০	২৫২

২. মুসলিম, সহীহ (মোট হাদীস সংখ্যা ১৫৬৩)

৯৩/১ (৮) (হুবহু)	৪৪
৯৪/২ (...)	৪৪
৯৫/৩ (...)	৪৪
৯৬/৪ (...)	৪৪
৯৭/৫ (৯)	৪৮
৯৮/৬ (...)	৪৮
৯৯/৭ (১০)	৪৮
১০০/৮ (১১)	১২২
১০১/৯ (...)	১২২
১০২/১০ (১২) (হুবহু)	৫৮
১০৩/১১ (...)	৫৮
১০৪/১২ (১৩)	১১০
১০৫/১৩ (...)	১১০
১০৬/১৪ (...)	১১০
১০৭/১৫ (১৪)	১১০
১০৮/১৬ (১৫)	১০৭
১০৯/১৭ (...)	১০৭
১১০/১৮ (...) (হুবহু)	১০৭
১১১/১৯ (১৬) (হুবহু)	৫১
১১২/২০ (...)	৫১
১১৩/২১ (...)	৫১
১১৪/২২ (...)	৫১
১১৫/২৩ (১৭)	১০২
১১৬/২৪ (...)	১০২
১১৭/২৫ (...)	১০২
১১৮/২৬ (১৮) (হুবহু)	১০২
১১৯/২৭ (...)	১০২
১২০/২৮ (...)	১০২
১২১/২৯ (১৯) (হুবহু)	২৪০
১২২/৩০ (...)	২৪০
১২৩/৩১ (...)	২৪০
১২৪/৩২ (২০)	৩৭৬
১২৫/৩৩ (২১)	১৭১
১২৬/৩৪ (...)	১৭১
১২৭/৩৫ (...)	১৭১
১২৮	১৭১
১২৯/৩৬ (২২)	১৭১
১৩০/৩৭ (২৩) (হুবহু)	১৭২
১৩১/৩৮ (...)	১৭২
১৩২/৩৯ (২৪) (হুবহু)	৩৩৭
১৩৩/৪০ (...)	৩৩৭
১৩৪/৪১ (২৫)	৩৩৭
১৩৫/৪২ (...)	৩৩৭
১৩৬/৪৩ (২৬)	৯০
১৩৭	৯০
১৩৮/৪৪ (২৭)	৯০
১৩৯/৪৫ (...) (হুবহু)	৯০
১৪০/৪৬ (২৮)	৭০
১৪১ (...)	৭০
১৪২/৪৭ (২৯) (হুবহু)	৮০
১৪৩/৪৮ (৩০) (হুবহু)	১০৩
১৪৪/৪৯ (...)	১০৩
১৪৫/৫০ (...)	১০৩
১৪৬/৫১ (...)	১০৩
১৪৭/৫২ (৩১) (হুবহু)	৮৬
১৪৮/৫৩ (৩২)	১০৩
১৪৯/৫৪ (৩৩)	৮২
১৫০/৫৫ (...)	৮২
১৫১/৫৬ (৩৪) (হুবহু)	১৪০
১৫২/৫৭ (৩৫)	৭৭
১৫৩/৫৮ (...) (হুবহু)	৭৭
১৫৪/৫৯ (৩৬)	১৪২
১৫৫ (...)	১৪২
১৫৯/৬২ (৩৮)	৩১৯
১৬০/৬৩ (৩৯)	১৬৪
১৬১/৬৪ (৪০)	১৬০
১৬২/৬৫ (৪১)	১৬০
১৬৩/৬৬ (৪২)	১৬০
১৬৪	১৬০
১৬৫/৬৭ (৪৩)	১৬৫
১৬৬/৬৮ (...)	১৬৫
১৬৭ (...)	১৬৫
১৬৮/৬৯ (৪৪)	১৬০
১৬৯/৭০ (...)	১৬০
১৭০/৭১ (৪৫)	১৬৭
১৭১/৭২ (...)	১৬৭
১৭২/৭৩ (৪৬)	৩৮৪
১৭৩/৭৪ (৪৭)	১৬৫
১৭৪/৭৫ (...)	১৬৫
১৭৫/৭৬ (...)	১৬৫
১৭৬/৭৭ (৪৮)	১৬৫
১৯৬/৯৫ (৫৫) (হুবহু)	২২৭
১৯৭/৯৬ (...)	২২৭
১৯৮ (...)	২২৭
১৯৯/৯৭ (৫৬)	২২৮
২০০/৯৮ (...)	২২৮
২০২/১০০ (৫৭)	৩৮৮
২০৩/১০১ (...)	৩৮৮
২০৪/১০২ (...)	৩৮৮
২০৫/১০৩ (...)	৩৮৮
২০৬ (...)	৩৮৮
২০৭ (...)	৩৮৮
২০৮/১০৪ (...)	৩৮৮
২০৯/১০৫ (...)	৩৮৮
২১০/১০৬ (৫৮) (হুবহু)	২২৬
২১১/ ১০৭ (৫৯)	২২৬
২১২/১০৮ (...)	২২৬
২১৩/১০৯ (...)	২২৬
২১৪/১১০ (...)	২২৬
২১৮/১১৩ (৬২)	৩৭৮
২১৯/১১৪ (৬৩) (হুবহু)	৩৭৭
২২০/১১৫ (...)	৩৭৭
২২১/১১৬ (৬৪)	৩৮৫
২২২/১১৭ (...)	৩৮৫
২২৩/১১৮ (৬৫)	২২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২২৪/১১৯ (৬৬) ২২০
২২৫/১২০ (...) ২২০
২২৬ (...) ২২০
২৩৫/১২৮ (৭৪) ১১৮
২৩৬ (...) ১১৮
২৩৭/১২৯ (৭৫) ১১৮
২৩৮/১৩০ (৭৬) ১১৯
২৩৯ (৭৭) ১১৯
২৪০/১৩১ (৭৮) (হুবহু) ১১৯
২৪৮/১৩৫ (৮৩) ৩৭৩
২৪৯ .... ৩৭৩
২৬৯/৫১ (৯০) (হুবহু) ৩৩০
২৭২/১৫৩ (৯৪) ৩৩৮
২৭৩/১৫৪ (...) (হুবহু) ৭২
২৭৪/১৫৫ (৯৫) (হুবহু) ১১৫
২৭৫/১৫৬ (...) ১১৫
২৭৬/১৫৭ (...) ১১৫
২৭৭/১৫৮ (৯৬) (হুবহু) ১১৫
২৭৮/১৫৯ (...) ১১৫
২৭৯/১৬০ (৯৭) (হুবহু) ১১৭
৩১৮/১৮১ (১২০) ১২০
৩১৯/১৯০ (...) ১২০
৩২০/১৯১ (...) ১২০
৩২৭/১৯৭ (১২৪) ৩৩২
৩২৮/১৯৮ (...) ৩৩২
৩৩৬/২০৫ (১২৯, তৃতীয় বিবরণী) ১১১
৩৪০/২০৯ (১৩২) (হুবহু) ৩১৫
৩৪১/২১০ (...) ৩১৫
৩৪২/২১১ (১৩৩) ৩১৫
৩৭২/২৩২ (১৪৫) ৪০১
৩৭৩/১৪৪ .... ৪০১
৩৭৪/২৩৩ (১৪৭) ৪০১
৩৭৮/২৩৬ (১৫০) ৩৮
৩৭৯/২৩৭ (...) ৩৮
৩৮০ (...) ৩৮
৩৮১ (...) ৩৮
৩৮৬/২৪০ (১৫৩) (হুবহু) ১১৫
৪১৫/২৬৩ (১৬৬) ২২৫
৪২৩/২৭১ (১৬৭) ২২৬
৪২৪/২৭২ (১৬৮) ২২৬
৪২৮/২৭৬ (১৭০) ৩৩২
৪৩৫/২৮৩ (১৭৫) ৩০৯
৪৩৬/২৮৪ (১৭৬) ৩০৯
৪৩৭/২৮৫ (...) (হুবহু) ৩০৯
৪৩৮/২৮৬ (...) ৩০৯
৪৩৯/২৮৭ (১৭৭) (হুবহু) ৩০৯
৪৪০/২৮৮ (...) ৩০৯
৪৪১/২৮৯ (...) ৩০৯
৪৪২/২৯০ (...) ৩০৯
৪৪৫/২৯৩ (১৭৯) (হুবহু) ৩১৫
৪৫৪/৩০২ (১৮৩, দীর্ঘ বিবরণীর অংশবিশেষ) ৬৭
৪৫৭/৩০৪ (১৮৪) ৬৯
৪৫৮/৩০৫ (...) ৬৯
৪৭৮/৩২৫ (...) ৬৮
৫০০/৩৪৭ (২০৩) (হুবহু) ৩০৫
৫৫৩/১৭ (২০৪) (হুবহু) ৩৬৮
৫৫৪ (...) ৩৬৯
৬৫৯/১৮ (২৪৪) ২০৫
৬৬০/১৯ (...) ২০৫
৬৬১/১০০ (২৪৫) (হুবহু) ২০৫
১১১৯/৩৩ (৫০৭, শেষাংশ) ১০৫
১৪১৬/২৫৩ (৩৩) ৮২
১৪১৭/২৫৪ (...) ৮২
১৪১৮/২৫৫ (...) ৮২
১৮৩৩/২২০ (৭৮৫) ২২১
১৮৩৪/২২১ (...) ২২১
১৮৬০/২৪৩ (৭৯৭) ২২২
১৮৬১ (...) ২২২
১৯৩০/২৯৪ (৮৩২) (হুবহু) ১১৮
২২২৮/১০৫ (৯৭৬) ৩৩৩
২২২৯ (...) ৩৩৩
২২৬০/১০৬ (৯৭৭) ৩৩৩
২২৬১ (...) ৩৩৩
২৪০৩/১০৮ (১০৪৩) (হুবহু) ২১১
২৪০৩/১৩১ (১২০) ৩৮
২৪০৪ (...) ৩৮
২৪০৫ (...) ৩৮
৪০১৪/১০৭ (১৬১১) ২৪২
৪০১৫ (...) ২৪২
৪০১৬ (...) ২৪২
৪০১৭/১০৮ (...) ২৪২
৪০৮৩/২৯ (১৬৭২) ২২০
৪০৮৪/৩০ (...) ২২০
৪০৮৫ (...) ২২০
৪০৮৬/৩১ (...) ২২০
৪৪৬১/৪১ (১৭০৯), ... ২০৯
৪৪৬২/৪২ (...) ২০৯
৪৪৬৩/৪৩ (...) ২০৯
৪৪৬৪/৪৪ (...) ২০৯
৪৫২৫/৬ (১৭৫২) (হুবহু) ২০০
৪৫২৬/৭ (১৭৫৩) ২০১
৪৫২৭ (...) ২০১
৪৫২৮/৮ (১৭৫৪) ২০০
৪৭৫৪/৫৫ (১৮৩৬) ২০৬
৪৭৬৮/৪১ (১৭০৯) ২০৬
৪৭৬৯ (...) ২০৬
৪৭৭০ (...) ২০৬
৪৭৭১/৪২ (...) ২০৬
৪৮২৬/৮৩ (১৮৬৩) ২১২
৪৮২৭/৮৪ (...) ২১২
৪৮২৮ (...) ২১২
৪৮৩৪/৮৮ (১৮৬৬) ২১৩
৪৮৩৫/৮৯ (...) ২১৩
৪৮৩৬/৯০ (১৮৬৭) ২০৫
৪৮৭৯/১১৬ (১৮৮৪) ২১৪
৫১১৪/৩৭ (১৯৭৭) ৩৩৩
৫২০৭/৬৩ (৯৭৭) ৩৩৩
৫২০৮/৬৪ (...) ৩৩৩
৫২০৯/৬৫ (...) ৩৩৩
৫২১৪/৭০ (১৭০০) ২০১
৫২৪০/১৬৮ (৯২) ২১৬
৫২৪১ (...) ২১৬
৬০৪৫/৭৭ (২০২৭) ২০২
৬০৪৬ (...) ২০২
৬০৪৭ (...) ২০২
৬০৪৮/৭৮ (...) ২০২
৬০৪৯ (...) ২০২
৬০৫০/৭৯ (২০২৮) ২০২
৬০৫১ (...) ২০২
৬৪১৯/২০২ (২৫৪৭) ২৩৬
৬৬১৬/৮৯ (২৬০১) ২৩৬
৬৬৮০/১০৬ (২৬২০) (হুবহু) ৩৮০
৬৬৯২/১৪৬ (২৬২৮) ২৪২
৬৭৫৫/২২ (২৬৫৮) ৪০
৬৭৫৬ (...) ৪০
৬৭৫৭ (...) ৪০
৬৭৫৮/২৩ (...) ৪০
৬৭৫৯ (...) ৪০
৬৭৬০/২৪ (...) ৪০
৬৭৬১/২৫ (...) ৪০
৬৭৬২/২৬ (২৬৫৯) ৪০
৬৭৬৩ (...) ৪০
৬৭৬৪/২৭ (...) ৪০
৬৭৬৫/২৮ (২৬৬০) ৪০
৭০৫৫/৯ (২৭৭৯) (হুবহু) ২১৮
৭০৫৬/১০ (...) ২১৮
৭০৫৭/১১ (...) ২৬১
৭০২১/২৪ (২৭৬৮) ৩৭০
৭০২২/২৫ (...) ৩১৯
৭০২৩/২৬ (...) ৩১৯
৭০৯২/৫৮ (২৮০৯) ২৫০
৭০৯৩ (...) ২৫০
৭০৯৪/৫৯ (২৮১০) ২৫০
৭০৯৫/৬০ (...) ২৫০
৭০৯৬/৬১ (...) ২৫০
৭০৯৭/৬২ (...) ২৫০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭০৯৮/৬০ (২৮১১)	২৫৭	৭১০৫/৬৬ (২৮১৩)	৩৬৯	৭২৫২/১৪ (২৮৮৮)	৩৪৭
৭০৯৯/৬৪ (...)	২৫৭	৭১০৬/৬৭ (...) (হুবহু)	৩৬৯	৭২৫৩/১৫ (...)	৩৪৭
৭১০০ (...)	২৫৭	৭১০৭/৬৮ (...)	৩৬৯	৭২৫৪ (...)	৩৪৭
৭১০১ (...)	২৫৭	৭২৩২/৮৩ (২৮৭৮) (হুবহু)	২৬৯	৭২৫৫/১৬ (...)	৩৪৭
৭১০২ (...)	২৫৭	৭২৩৩ (...)	২৬৯	৭৫০০/৬৪ (২৯৯৯)	২৫৮

৩. আবূ দাউদ, সুনান (মোট হাদীস সংখ্যা ৫২৭৪)

১৬৯	৩৬৯	৩২৮৩	১৩৪	৪৬৯৮	৪৮
১৭০	৩৬৯	৩২৮৪	১৩৪	৪৭১১	৪০
৩৯১	১২২	৩৩২৯	২৬২	৪৭১২	৪০
৪২৯ (হুবহু)	৫২	৩৩৩০	২৬২	৪৭১৪	৪০
৪৮৬	৫৭, ৫৮	৩৬৯২	১৩২	৪৭১৭	৩৪১
৪৮৭	৬০	৩৬৯৩	১৩২	৪৭২৭	৩৭৫
৯০৬	৩৬৯	৩৬৯৪	১৩২	৪৭৩২	৩৭০
৯০০ এর শেষাংশ	১৩৫	৩৬৯৫	১৩২	৪৭৯০	২৪০
১২২৯ (হুবহু)	১১৫	৩৬৯৬	১৩২	৪৭৯৫	১৩২
১৫৫৬	৩৭৬	৩৬৯৭	১৩২	৪৮২৯ (হুবহু)	২৬২
১৫৫৭	৩৭৬	৩৬৯৮	১৩২	৪৮৩০	২৬২
১৫৮২ (হুবহু)	১১৯	৩৬৯৯	১৩২	৪৮৩১	২৬২
১৫৮৪	২৪০	৩৭০০	১৩২	৪৮৩৬	১৬৮
১৬৪২	২১১	৩৭০১	১৩২	৪৯৪৪	২২৭
১৯৪৭	২২০	৩৭০২	১৩২	৪৯৪৫ (প্রথম অংশ)	২২৮
২৫২১	৩৪২	৪০৯০	৩৮০	৫০৭৯	২০৫
২৫৩২ (হুবহু)	১৬৬	৪০৯৯	১৪৬	৫০৮০	২০৫
২৬৪০	১৭১	৪৬৭৬	৭৭	৫১১১	৩৯৫
২৬৪১	১৭৫	৪৬৭৭	১৩২	৫১১২	৩৯৫
২৬৪২	১৭৫	৪৬৮১	১৪০	৫১১৩	৩৭৭
২৯৪০	২০৫	৪৬৮৬	২২০	৫১৩৪	১৬৫
২৯৪১	২১৫	৪৬৮৯	৩৮৮	৫১৭৭	৫৫
২৯৪২	২১৫	৪৬৯০ (হুবহু)	৩৮৯	৫১৭৮	৫৫
৩২৫২	১২২	৪৬৯৫	৪৪	৫১৭৯	৫৫
৩২৮২	১৩৫	৪৬৯৭	৪৪	৫১৯৪	১৬৪

৪. তিরমিযি, সুনান (মোট হাদীস সংখ্যা ৩৯৫৬)

৬১৯	৫৭, ৫৮	২০১৪	২৫০	২৫২১	১৫০
৬২৫	২৪০	২০২৭	১৪২	২৫৩০ (হুবহু)	১২১
১১৬০	২১৭	২১৩৮	৪০	২৫৯৩	৬৮
১২০৫	২৪২	২১৪৫ (হুবহু)	১৩৩	২৫৯৮ (হুবহু)	৬৭
১৪০৯	২০৯	২১৫৯ (হুবহু)	২১৭	২৬০৬	১৭১
১৫৯৩	২০৫	২৩৩৩	১৪১	২৬০৭	৩৭৬
১৫৯৭	২১৫	২৪১০	৩৯৯	২৬০৮	১৭৫
১৯২৫	২২৮	২৪৮১	১৬৩	২৬০৯	৫১
১৯২৬	২২৭	২৫০০	১৩৫	২৬১০	৪৪
১৯৬৪	২৫০	২৫০৪	১৬৩	২৬১১	১৩২
১৯৭৭ (হুবহু)	১৩৫	২৫১৩	১৬৭	২৬১৪	৭৭
২০০৯	১৪১	২৫১৮	২৫৩	২৬১৫	১৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৬১৬ (হুবহু) ১০১
২৬১৭ (হুবহু) ১৬৬
২৬২৩ ..... ১৪০
২৬২৪ ..... ১৫৬
২৬২৫ ..... ৩৮৮, ৩৮৯
২৬২৫ (শেষাংশ) ২০১
২৬২৭ ..... ১৬৩
২৬২৮ ..... ১৬৩
২৬২৯ ..... ৪০১
২৬৩০ ..... ৪০১
২৬৩১ ..... ২৫৩
২৬৩২ ..... ২৫৬
২৬৩৮ ..... ৮৩
২৬৩৯ (হুবহু) ১০২
২৬৪৪ ..... ৭১
২৬৫৮ ..... ২১১
২৮৫৯ ..... ২৭১
২৮৬৩ ..... ৩৬৪
২৮৬৩ (হুবহু) ৩৬৭
২৮৬৪ ..... ৩৬৭
২৮৬৫ ..... ২৫২
২৮৬৬ ..... ২৫৩
২৮৬৭ ..... ২৬৭
২৮৭২ ..... ২৫৬
৩০২১ ..... ৩৫৫
৩০৮৭ (হুবহু) ২১৭
৩১৮৮ ..... ৩৩৭
৩২৯৮ ..... ৩২৫
৩৩০৬ ..... ২১৩
৩৭৫৮ ..... ১৬১
৫০২৩ ..... ২১১

৫. নাসাঈ, সুনান (আল-মুজতাবা) (মোট হাদীস সংখ্যা ৫৭৫৮)

১৪০ ..... ৩৬৯
৪৫৮ ..... ১২২
৪৬০ ..... ২১১
৪৬৮ ..... ১১০
১২১৮ (শেষাংশ) ১৩৫
১৩০৯ ..... ২২১
১৬৪২ ..... ২২১
২০০৫ ..... ৩৩৭
২০৯০ ..... ১২২
২০৯১ ..... ৫৮
২০৯২ ..... ৫৩
২০৯৩ ..... ৫৩
২০৯৪ ..... ৫৩
২৪০৫ ..... ২৪০
২৪০৬ ..... ৬১
২৪৪৩ ..... ৩৭৬
২৫২২ ..... ২৪০
২৫৬৮ (হুবহু) ৬১
৩০৯১ ..... ৩৭৬
৩০৯২ ..... ৩৭৬
৩০৯৩ ..... ৩৭৬
৩০৯৪ ..... ৩৭৬
৩৬৫৩ (হুবহু) ১৩৪
৩৯৬৬ ..... ১৭৩
৩৯৬৭ ..... ১৭৩
৩৯৬৯ ..... ৩৭৬
৩৯৭০ ..... ৩৭৬
৩৯৭১ ..... ৩৭৬
৩৯৭৩ ..... ৩৭৬
৩৯৭৫ ..... ৩৭৬
৩৯৭৯ ..... ১৭১
৩৯৮০ ..... ১৭১
৩৯৮১ ..... ১৭১
৩৯৮২ ..... ১৭১
৩৯৮৩ ..... ১৭১
৪১১৩ ..... ৩৫৭
৪১১৭ ..... ৩৫৭
৪১১৮ ..... ৩৫৭
৪১১৯ ..... ৩৫৭
৪১২০ ..... ৩৫৭
৪১২১ ..... ৩৫৭
৪১২২ ..... ৩৫৭
৪১২৩ ..... ৩৫৭
৪১২৪ ..... ৩৫৭
৪১২৫ ..... ২২০
৪১২৬ ..... ২২০
৪১২৭ ..... ২২০
৪১২৮ ..... ২২০
৪১২৯ ..... ২২০
৪১৩০ ..... ২২০
৪১৩১ ..... ২২০
৪১৩২ ..... ২২০
৪১৪৯ ..... ২০৬
৪১৫০ ..... ২০৬
৪১৫১ ..... ২০৬
৪১৫২ (হুবহু) ২০৬
৪১৫৩ ..... ২০৬
৪১৫৪ ..... ২০৬
৪১৫৫ ..... ২০৬
৪১৫৬ ..... ২২৮
৪১৬১ ..... ২০৯
৪১৬২ ..... ২০৯
৪১৭৫ ..... ২২৮
৪১৭৬ ..... ২২৮
৪১৭৮ ..... ২০৯
৪১৮১ ..... ২২৫
৪১৮৩ (হুবহু) ২২৫
৪১৮৭ ..... ২০৫
৪১৮৮ ..... ২০৫
৪১৯০ ..... ২২৫
৪১৯৭ ..... ২২৭
৪১৯৮ ..... ২২৭
৪১৯৯ ..... ২২৭
৪২০০ ..... ২২৭
৪২১০ ..... ২০৯
৪৪৫৩ ..... ২৫২
৪৮৭০ ..... ৩৮৮
৪৮৭১ ..... ৩৮৮
৪৯৮৭ ..... ১৫৬
৪৯৮৮ ..... ১৫৬
৪৯৮৯ ..... ১৫৬
৪৯৯০ ..... ৪৪
৪৯৯১ (হুবহু) ৪৮
৪৯৯৫ ..... ১৬৩
৪৯৯৬ ..... ১৬৩
৪৯৯৭ ..... ১৭৩
৪৯৯৮ (হুবহু) ১৮৬
৪৯৯৯ ..... ১৬৩
৫০০০ ..... ১৩৪
৫০০১ ..... ৫১
৫০০২ ..... ২০৯
৫০০৩ ..... ১৭৩
৫০০৪ ..... ৭৭
৫০০৫ ..... ৭৭
৫০০৬ ..... ৭৭
৫০১৩ ..... ১৬০
৫০১৪ ..... ১৬০
৫০১৫ ..... ১৬০
৫০১৬ ..... ১৬৭
৫০১৭ ..... ১৬৭
৫০১৮ ..... ১৬৯
৫০১৯ ..... ১৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫০২০ .... ২৫৬
৫০২১ .... ২৫৬
৫০২২ .... ১৬৯
৫০২৩ .... ২৫৬
৫০২৮ .... ১২২
৫০৩১ .... ১৩২
৫০৩৩ .... ১৫২
৫০৩৪ .... ২৫৭
৫০৩৮ .... ২৫২
৫০৩৯ .... ১৬৭
৫৪০৫ .... ২০১
৫৬৫৯ .... ৩৮৮
৫৬৬০ .... ৩৮৮
৫৬৯২ .... ১৩২
৫৭১০ .... ২৫২
৫৭১১ .... ২৫৩

৬. ইবনু মাজাহ, সুনান (মোট হাদীস সংখ্যা ৪৩৪১)

৫৭ .... ৭৭
৫৮ .... ১৬২
৬৪ .... ৫৮
৬৫ (হুবহু) ১২৮
৬৬ .... ১৬৭
৬৭ .... ১৬০
৮১ .... ১৩৩
১৪০ .... ১৬১
১৯৮ .... ৩১৯
২১৪ .... ২৫২
২৩৩ .... ২২০
৪৭০ .... ৩৬৯
৮০২ .... ১৬৬
১৩৬৭ .... ৭৯
১৪০২ .... ৫৮
১৭৮৩ .... ২৪০
১৮৫১ .... ২১৭
২২৭৩ .... ২২৮
২২৮৭ .... ১২৮
২৫৩৬ .... ৬১
২৬০৩ .... ২০৯
২৬১০ .... ৩৭৭
২৬১১ (হুবহু) ৩৭৮
২৭৪৪ (হুবহু) ৩৭৬
২৮৬৬ .... ২০৬
২৮৬৭ .... ২১১
২৮৭৪ .... ২১৫
২৮৭৫ .... ২১৩
২৯৩৬ .... ৩৮৮
৩০৫৫ .... ২১৭
৩২৫৩ .... ১৬৪
৩৩৬৮ .... ১৭০
৩৬৭২ .... ১৬৫
৩৯২৭ .... ১৭১
৩৯২৮ .... ১৭১
৩৯২৯ .... ১৭১
৩৯৩০, অতিরিক্ত সংখ্যা ২০১
৩৯৩০ (হুবহু) ১৯৯
৩৯৩৪ .... ১৯০
৩৯৪০ .... ২২০
৩৯৪৭ .... ১৮১
৩৯৭১ .... ১৬৫
৩৯৭২ .... ৩৯৯
৩৯৭৩ .... ১০৯
৩৯৮৪ .... ২৫২
৩৯৮৬ .... ৪০১
৩৯৮৭ .... ৪০১
৩৯৮৮ .... ৪০১
৩৯৯০ .... ২৬৬
৪০৩৩ .... ১৬৬
৪০৪৪ .... ৪৮
৪১৩১ .... ১০৬
৪১৭৪ .... ৩৮০
৪১৭৫ .... ৩৮০
৪১৮৪ .... ১৮১
৪২০৮ .... ২২১
৪২৪২ .... ১৯০
৪২৭৫ .... ৩১৯
৪২৮৫ .... ৭৯
৪৩০০ .... ১০২

৭. মালিক, মুওয়াত্তা (মোট হাদীস সংখ্যা ১৯৫২)

১/৩৪৬ (৮৯৮) (মুহরিব রিওয়ায়াত) ২০৬
৪২৪ (হুবহু) ২৬৫
৪৩৫ .... ১২২
৫৮২ .... ৪০
১০০৫ .... ২০৬
১৫৪৪ (হুবহু) ১০৫
১৭৩৫ .... ১৫২
১৯০২ .... ২০৫
১৯০৩ (হুবহু) ২১৫

৮. আহমাদ, মুসনাদ (মোট হাদীস সংখ্যা ২৭৬৪৭)

১/৬ (২০) (হুবহু) ১৮
১/৬ (২৪) ১৮
১/৭–৮ (৩৭) ১৮
১/৭–৮ (৩৭) (হুবহু) ৩৬৬
১/১১ (৬৭) ৩৭৬
১/১৬ (৯৭) (হুবহু) ৩৯৯
১/১৮ (১১৪, শেষ বাক্য) ৬২
১/১৯ (১১৭) ৩৭৬
১/২৭ (১৮৪) ৪৪
১/২৮ (১৮৭) (হুবহু) ১৬
১/২৮ (১৯১) ৪৪
১/৩৫–৩৬ (২৩৯) ৩৭৬
১/৪৭–৪৮ (৩৩৫) ৩৭৬
১/৫১–৫২ (৩৬৭) ৪৪
১/৫২–৫৩ (৩৭৪) ৪৪
১/৫২ (৩৬৮) ৪৪
১/৬০ (৪৪৭) (হুবহু) ৮০
১/৬৫ (৪৬৪) ১০
১/৬৯ (৪৯৮) ৯০
১/৮৪ (৬৪২) ১৬৬
১/৯৫ (৭৩১) ১৬৯
১/৯৭ (৭৫৮) ১৩৩
১/১২১–১২২ (১০৬) ৩৯৯
১/১২৮ (১০৬২) ১৬৬
১/১৩৩ (১১১২) ১৩৩
১/১৬১ (১৩৮৪) ৯৩
১/১৬১ (১৩৮৬) ৯৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইনডেক্স/ নির্ঘণ্ট

১/১৬২ (১৬৯০) ১২২
১/১৬৬ (১৮২৬) (হুবহু) ১৭৫
১/১৬৬ (১৮২৭) ১৭৫
১/১৬৭ (১৮৩৩) ১৭৫
১/১৬৯ (১৮৫৪) ৩৭৭
১/১৭৪ (১৮৯৭) ৩৭৭
১/১৭৪ (১৮৯৯) ৩৭৭
১/১৭৪ (১৫০৪) ৩৭৭
১/১৭৬ (১৫২২) ৩৮
১/১৭৯–১৮০ (১৫৫৩) ৩৭৭
১/১৮২ (১৫৭৯) ৩৮
১/১৮৪ (১৬০৪) (হুবহু) ৪০১
১/২০০ (১৭২৩, মাকখানের অংশ) .. ২৪৩
১/২০০ (১৭২৭, মাকখানের অংশ) .. ২৪৩
১/২০৭–২০৮ (১৭৭৭) ১৬১
১/২০৭ (১৭৭২) ১৬১
১/২০৭ (১৭৭৩) ১৬১
১/২০৮ (১৭৭৮) ১৪০
১/২০৮ (১৭৭৯) ১৪০
১/২১৫ (১৮৪৫) ৪০
১/২১৭ (১৮৭৫) ৩৫৩
১/২২১ (১৯১৬) ৩০৭
১/২২৩ (১৯৫৬) ৩০৬
১/২২৮ (২০২০) ১০২
১/২৩০ (২০৬৬) ২২০
১/২৩৩ (২০৭১) ২৪০
১/২৩৫ (২০৯৭) ৩১৫
১/২৩৬ (২১০৭) (হুবহু) ২২১
১/২৩৯ (২১৩৬) ২৮০
১/২৪৫ (২১৯৭) ২২৭
১/২৪৫ (২১৯৮) ২২৭
১/২৫০ (২২৫৪) ৬০
১/২৫৯ (২৩৪৭) ২২৭
১/২৬৪–২৬৫ (২৩৮০) (হুবহু) .. ৬০
১/২৬৫ (২৩৮১) ৬০
১/২৮৩ (২৫৫৬) ২৮০
১/২৮৫ (২৫৮০) (হুবহু) ৩০৬
১/২৯০ (২৬০৪) ৩০৬
১/২৯৬ (২৬৯৭) ২২৭
১/৩০৯–৩১০ (২৮২১) (হুবহু) ৩০০
১/৩০৯ (২৮১৬) (হুবহু) ৩৫৩
১/৩০৯ (২৮১৯) (হুবহু) ৩১২
১/৩১০ (২৮২২) ৩০০
১/৩১০ (২৮২৩) ৩০০
১/৩১০ (২৮২৪) ৩০০
১/৩১৭ (২৯১৩) ৩৫৩
১/৩১৭ (২৯১৪) ৩৫৩
১/৩১৭ (২৯১৫) ৩৫৩
১/৩১৯ (২৯২৪) ৪৪, ৪৮
১/৩২৮ (৩০০৪) ৪০
১/৩৪০ (৩১৬১) ৩১৫
১/৩৪১ (৩১৬৫) ৪০
১/৩৪২ (৩১৭৯) দ্বিতীয় অংশ ২২৭
১/৩৪২ (৩১৮০) দ্বিতীয় অংশ ২২৭
১/৩৫১ (৩২৮১) ২২৭
১/৩৫৮ (৩৩৬৭) ৪০
১/৩৬১ (৩৪০৬) ১০২
১/৩৬৫ (৩৪৪৮) ২৮০
১/৩৭০ (৩৫০০) ৩০৭
১/৩৭৪ (৩৫৪৬) (হুবহু) ২২৭
১/৩৭৮ (৩৫৮৯) ৩৫৩
১/৩৭৯–৩৮০ (৩৬০৪) ১১০
১/৩৭৯ (৩৫৯৬) ১১০
১/৩৮৫ (৩৬৪৭) ৩৮৫
১/৩৮৭ (৩৬৭২) (হুবহু) ৩৮৫
১/৩৯৮ (৩৭৮৪) ৪০১
১/৪০২ (৩৮১৫) ২২০
১/৪০৪–৪০৫ (৩৮৩৯) ১০৫
১/৪০৯ (৩৮৮৬) ১১০
১/৪১১ (৩৯০৫) ৩৮৫
১/৪১৬ (৩৯৪৮) ১০৫
১/৪১৭ (৩৯৫৭) ৩৮৫
১/৪২৪ (৪০৩১) ৩৫৩
১/৪২৯ (৪০৮৬) ১১০
১/৪৩১ (৪১০০) ১১০
১/৪৩৩ (৪১২৬) ৩৮৫
১/৪৩৫ (৪১৪২) ৪৫, ২৭২
১/৪৩৭ (৪১৫৭) ২২৩
১/৪৩৯ (৪১৭৮) ৩৮৫
১/৪৪৪ (৪২৪০) ৩৫৩
১/৪৪৬ (৪২৫৮) (হুবহু) ৩০৫
১/৪৪৬ (৪২৫৯) ৩০৫
১/৪৪৬ (৪২৬২) (হুবহু) ৩৮৫
১/৪৫৪–৪৫৫ (৪৩৪৫) ৩৮৫
১/৪৬০ (৪৩৯৪) ৩৮৫
১/৪৬২ (৪৪০৮) ১১০
১/৪৬৫ (৪৪৩৭) (হুবহু) .. ৪৫, ২৭২
২/৭ (৪৫১৬) ২৩৬
২/৯ (৪৫৫৪) ১৪২
২/৯ (৪৫৬৫) ২০৫
২/১২ (৪৫৯৯) ২৪৭
২/২৪ (৪৭৬৪) ১৪১
২/২৬ (৪৭৯৮) ৫১
২/৩১ (৪৮৫৯) ২৪৭
২/৪১ (৫০০০) ২৪৭
২/৫৬ (৫১৮৩) ১৪২
২/৬১ (৫২৭৪) ২৪৭
২/৬২ (৫২৮২) ২০৫
২/৭০ (৫৩৮৭) ২৩৬
২/৭২ (৫৪১৪) (হুবহু) ৩১৯
২/৮১ (৫৫৩১) ২০৫
২/৮৫ (৫৫৭৮) ২২০
২/৮৮ (৫৬০৮) ৩১৯
২/৮৮ (৫৬১৯) ২৩৬
২/১০১ (৫৭৭১) ২০৫
২/১০৯ (৫৮৮২) (হুবহু) ২৩৬
২/১১৫ (৫৯৫৫) ২৪৭
২/১১৮ (৫৯৯৫) (হুবহু) ৩৮১
২/১২০ (৬০১৫) ৫১
২/১২১ (৬০৩০) ২৩৬
২/১২২ (৬০৪৪) ২৩৬
২/১২৩ (৬০৪৯) ২৩৬
২/১২৩ (৬০৫২) ২৪৭
২/১৩৯ (৬২০৭) ২৩৬
২/১৩৯ (৬২৪৩) ২০৫
২/১৪৩ (৬৩০১) ৫১
২/১৪৭ (৬৩৪১) ১৪২
২/১৫০–১৫১ (৬৩৮২) (হুবহু) ২০১
২/১৫৭ (৬৪৬৮) ২৪৭
২/১৫৯–১৬০ (৬৪৮৭ শেষের অংশবিশেষ) ১৬৩
২/১৬০ (৬৫১৫) ১৬৩
২/১৬৩ (৬৫২০) (হুবহু) ২৬৫
২/১৬৪ (৬৫২৬) ৩৭৯
২/১৬৯ (৬৫৮১) ১৬৫
২/১৭০ (৬৫৮৬) (হুবহু) ৩৬২
২/১৭১ (৬৫৯২, প্রথম অংশ) . ৩৭৮
২/১৭২ (৬৬০৪) (হুবহু) ২৪৪
২/১৭৪ (৬৬২১) ১৬৫
২/১৭৬ (৬৬৪১) (হুবহু) ১৪৫
২/১৭৭ (৬৬৫০) ৪০১
২/১৮৯ (৬৭৬৮) ২৩৬
২/১৯৪ (৬৮০৪) ৩৭৮
২/১৯৬ (৬৮৫০) ২১৪
২/২০০ (৬৮৭৯) ২৩৬
২/২০১ (৬৮৮৪) ৩৩৬
২/২০৬ (৬৯২৫) ১৬৩
২/২১২ (৬৯৮২) ১৬৩
২/২১২ (৬৯৮৩) ১৬৩
২/২১৩ (৬৯৯৪) ১০২
২/২১৩ (৬৯৯৮) ২১৩
২/২১৪ (৭০১৫) (হুবহু) ৩৭৯
২/২১৫ (৭০১৭) ১৬৩
২/২১৫ (৭০১৯) ৩৭৬
২/২২২ (৭০৭২ (হুবহু) ৪০২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২/২২৬ (৭১০৭) ২১৭
২/২৩৩ (৭১৮১) ৪০
২/২৩৪ (৭১৯২) ২৫৩
২/২৩৯ (৭২৫৫) (স্বল্প) ২৩৪
২/২৪৩ (৭৩১৮) ৩৮৮
২/২৪৪ (৭৩২৫) ৪০
২/২৪৮ (৭৩৮২) ৩৮০
২/২৫৩ (৭৪৪৩) ৪০
২/২৫৩ (৭৪৪৪) ৪০
২/২৫৩ (৭৪৪৫) ৪০
২/২৫৮ (৭৫১১) ৩৭৩
২/২৫৯ (৭৫২০) ৪০
২/২৬৪ (৭৫৯০) ৩৭৩
২/২৬৭ (৭৬২৬) ১০৫
২/২৬৮–২৬৯ (৭৬৪১) ৩৭৩
২/২৬৮ (৭৬৩৭) ৪০
২/২৬৯ (৭৬৪৫) ১০৫
২/২৭৫ (৭৭১২) ৪০
২/২৮২ (৭৭৮৯) ২১৬
২/২৮২ (৭৭৯৫) ৪০
২/২৮২ (৭৭৯৯) ২৩৪
২/২৮২ (৭৮০০) ২৩৪
২/২৮৩–২৮৪ (৭৮১৪) ২৫৩
২/২৮৩ (৭৮০২) ২৩৫
২/২৮৬ (৭৮৪৬) ৪০১
২/২৮৮ (৭৮৭৮) ১০৪
২/২৯১ (৭৯০৬) ১০৪
২/২৯৩ (৭৯২৬) (স্বল্প) ২৫৫
২/২৯৭ (৭৯৫৪) ২২৭
২/২৯৮ (৭৯৬৭) ১০৬
২/৩০৭ (৮০৭০) ৯৪
২/৩০৯ (৮০৮৫) (স্বল্প) ১০৬
২/৩১৪ (৮১৬৩) ১৭১
২/৩১৫ (৮১৬৯) ১৬৯
২/৩১৫ (৮১৭৯) ৪০
২/৩১৭ (৮২০২) (স্বল্প) ৩৮৮
২/৩১৭ (৮২০৩) ১১৫
২/৩১৭ (৮২১৭) ১১১
২/৩৩৬ (৮৪০২) (স্বল্প) ১৬৫
২/৩৪০ (৮৪৮২) ১০৬
২/৩৪২–৩৪৩ (৮৫১৫) ১১০
২/৩৪৫ (৮৫৪৪) ১৭১
২/৩৪৬–৩৪৭ (৮৫৬২) ৪০
২/৩৪৯ (৮৫৯৩) (স্বল্প) ১৪৫
২/৩৫০ (৮৬০৯) ১১৫
২/৩৫২–৩৫৩ (৮৬৩০) (স্বল্প) ১৪৬
২/৩৫৩ (৮৬৪০) (স্বল্প) ২৩৮
২/৩৫৭ (৮৬৮৫) ২৫৬
২/৩৫৯ (৮৭১০) ৩৯৯
২/৩৬১–৩৬২ (৮৭৩৭) (স্বল্প) ৩৬১
২/৩৬৩ (৮৭৫৭) ২১৮
২/৩৬৪ (৮৭৬৬) ১৪৬
২/৩৭০ (৮৮২৮) (স্বল্প) ৩২৪
২/৩৭২–৩৭৩ (৮৮৫৫) ৩৮৪
২/৩৭৩ (৮৮৫৮) ৮২, ৯৪
২/৩৭৬ (৮৮৯৪) ৩৮০
২/৩৭৬ (৮৮৯৫) ৩৮৮
২/৩৭৭ (৮৯০৪) ১৭১
২/৩৭৯ (৮৯২৬) ৭৭
২/৩৭৯ (৮৯৩১) ১৬৩
২/৩৮০ (৮৯৪০) (স্বল্প) ৩৫০
২/৩৮১ (৮৯৫৩) ২০৬
২/৩৮৬ (৯০০৭) ৩৮৮
২/৩৮৯ (৯০৫৪) ৪০১
২/৩৯৩ (৯১০২) ৪০
২/৩৯৩ (৯১০৩) ৪০
২/৩৯৪–৩৯৫ (৯১২৮) ৪৮
২/৩৯৪ (৯১১৮) ২৫০
২/৩৯৭ (৯১৪৬) ৩১৫
২/৩৯৭ (৯১৫৮) ২৫৬
২/৪১০ (৯৩০৯) ১৬৯
২/৪১৪ (৯৩৫৯) ৩৮০
২/৪১৪ (৯৩৬১) ৭৭
২/৪১৯ (৯৪৩৪) (স্বল্প) ১৬৯
২/৪২১–৪২২ (৯৪৬৩) ৯৩
২/৪২২ (৯৪৭১) ৪০১
২/৪২৩ (৯৪৭৫) ৩৭৬
২/৪২৬ (৯৫০১) ৪৮
২/৪২৭ (৯৫০৮) ৩৮০
২/৪২৮ (৯৫২৩) ১০৬
২/৪৩১ (৯৫৬৬) ৩৬৭
২/৪৩৩ (৯৫৯৫) ১৬৫
২/৪৩৪ (৯৬১০) ৩৩৭
২/৪৪১ (৯৬৮৮) ৩৩৩
২/৪৪১ (৯৬৯৪) ৩১৫
২/৪৪২ (৯৭০৬) ৩৮০
২/৪৪২ (৯৭১০) ৭৭
২/৪৪৫ (৯৭৪৮) ৭৭
২/৪৫৬ (৯৮৭৬) ৩১৫
২/৪৫৬ (৯৮৭৭) ৩১৫
২/৪৬৩ (৯৯৬৭) ১৬৫
২/৪৬৫ (৯৯৭০) ১০৫
২/৪৭৫ (১০১৫৮) ১৭১
২/৪৭৯ (১০২১৬) ৩৮৮
২/৪৮২ (১০২৫৪) ১৭১
২/৪৯১ (১০৩৭৩) ১০২
২/৪৯৬ (১০৪৪০) ৪০১
২/৫০১ (১০৫১২) (স্বল্প) ২৮১
২/৫০২ (১০৫১৮) ১৭১
২/৫০৩ (১০৫৩৩) ২৩৪
২/৫১২ (১০৬৪৭) ২১৬
২/৫১৮ (১০৭১৩) ৯৪
২/৫১৯ (১০৭২৭) (স্বল্প) ১৮৩
২/৫২০ (১০৭৩৮) ১৪৬
২/৫২৩ (১০৭৭৫) ২৫৩
২/৫২৫ (১০৭৯৫) ১০৬
২/৫২৬ (১০৮১৩) ৩৭৮
২/৫২৭ (১০৮২২) ১৭১
২/৫২৮–৫২৯ (১০৮৪০) ৩৭৬
২/৫২৮ (১০৮৩০) (স্বল্প) ২১৬
২/৫৩৬ (১০৯২৫) ২৪৬
৩/৩ (১০৯৯৫) (স্বল্প) ৩৪৪
৩/৮ (১১০৫০) (স্বল্প) ১৩৬
৩/১১ (১১০৮০) ৯৩
৩/১৪ (১১১০২) ১১৪
৩/১৬–১৭ (১১১২৭, মাঝখানের অংশবিশেষ) ৬৭
৩/১৭ (১১১২৯) (স্বল্প) ২৪৪
৩/২২–২৩ (১১১৭৫) ১০২
৩/৪৫ (১১৪০৭) ১০৯
৩/৫৬ (১১৫৩৩) ৬৯
৩/৫৭ (১১৫৪৪) ১০২
৩/৬৭ (১১৬৩৬) ১৬৯
৩/৬৮ (১১৬৫১) ১৬৬
৩/৭৬ (১১৭২৫) ১৬৬
৩/৭৯ (১১৭৫১) ৩৭২
৩/৮০ (১১৭৬২) ২২০
৩/৮০ (১১৭৬৩) ২২০
৩/৯৪ (১১৮৯৮, মাঝখানের অংশবিশেষ) ৬৭
৩/১০২ (১১৯৯৫) (স্বল্প) ৩৫৭
৩/১০৩ (১২০০২) ১৪৬
৩/১১০–১১১ (১২০৮২) ২৩৫
৩/১১৩–১১৪ (১২১২২) (স্বল্প) ১১৫
৩/১১৪ (১২১০২) ২৩৪
৩/১১৬ (১২১৫৩, শেষাংশ) ৬৮
৩/১১৯ (১২১৯২) ৩৩৪
৩/১৩০ (১২৩১৬) ১৬৮
৩/১৩১ (১২৩০২) ৯০
৩/১৩১ (১২৩৩৩) ২৩০
৩/১৩৪ (১২৩৬৯) ১৬৮
৩/১৩৫ (১২৩৮৩) (স্বল্প) ৩৮৬
৩/১৪৩ (১২৪৫৭) ৫৮
৩/১৫৪ (১২৫৬১) ১৬৩, ৩৮২
৩/১৫৪ (১২৫৬২) ১৬৩, ৩৮২
৩/১৫৪ (১২৫৬৭) ৩৮৬
৩/১৫৭ (১২৬০৬) ১০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩/১৬৮ (১২৭৬৬) ৫৩
৩/১৭২ (১২৭৬৫) ১৩৩
৩/১৭৩ (১২৭৭২) ৩৮
৩/১৭৪ (১২৭৮০) ১৩৩
৩/১৭৬ (১২৮০১) ১৩৭
৩/১৭৭ (১২৮১৪) ১৬০
৩/১৯১ (১২৯৮৪) ২০৫
৩/১৯৩ (১৩০১১) ৫৮
৩/১৯৮–১৯৯ (১৩০৫২) ২০৬
৩/১৯৮ (১৩০৪৮) (হুবহু) ৩৮৫
৩/১৯৯ (১৩০৫৬) ১৭৫
৩/২০৬ (১৩১৪৬) ১৩৭
৩/২০৭ (১৩১৫১) ১৩৩
৩/২০৭ (১৩১৫১, শেষাংশ) ১৬০
৩/২০৭ (১৩১৫২) ১৩৩
৩/২০৯ (১৩১৭৫) ২০০
৩/২১০ (১৩১৯৯) ৩৮৩
৩/২২৪–২২৫ (১৩০৪৮) ১৭৫
৩/২২৫ (১৩৩৫০) (হুবহু) ২৬
৩/২২৬ (১৩৩৬৮) ২০৫
৩/২৩০ (১৩৪০৭) ১৩৩
৩/২৪৮ (১৩৫৯২) ১৩৩
৩/২৪৯ (১৩৬০৭) ১৩৮
৩/২৫১ (১৩৬২৯) ১৩৭
৩/২৫১ (১৩৬৩৭) ৩৮৩
৩/২৬৮ (১৩৮৩৪) ৩৩৫
৩/২৭২ (১৩৮৭৪) ১৩৭
৩/২৭২ (১৩৮৭৫) ১৩৭
৩/২৭৫ (১৩৯১১) ১৬০
৩/২৭৫ (১৩৯১২) ১৩৩
৩/২৭৬ (১৩৯২৮) ৩৮
৩/২৭৬ (১৩৯২৯) ৩৮
৩/২৭৮ (১৩৯২৩, প্রথম অংশ) ...১৩৩
৩/২৭৮ (১৩৯৩৩, শেষাংশ) ১৬০
৩/২৭৮ (১৩৯৬৩) ১৩৭
৩/২৮৮ (১৪০৭০) ১৩৩
৩/২৮৯ (১৪০৮২) ১৩৭
৩/২৯৫ (১৪১৪১) ১৭১
৩/৩০০ (১৪২০৯) ১৭১
৩/৩১৪ (১৪৩৭৩) ২৬১
৩/৩১৪ (১৪৩৭৭) ৩৬১
৩/৩১৬ (১৪৩৯৪) ১৩৭
৩/৩২৫ (১৪৪৮৮) ৩৬০
৩/৩৩১ (১৪৫৪০) ২৬১
৩/৩৩২ (১৪৫৫৪) ৩৬১
৩/৩৩২ (১৪৫৬২) (হুবহু) ৩৭১
৩/৩৩৪ (১৪৫৮৯) ২৬৬
৩/৩৩৬ (১৪৬০৫) ৩৫৫
৩/৩৪৬ (১৪৭৩১) ৩৮৮
৩/৩৪৮ (১৪৭৪৭) ১৩৭
৩/৩৪৯ (১৪৭৬০) ৩৭
৩/৩৪৯ (১৪৭৬৪) (হুবহু) ৩৭
৩/৩৭২ (১৪৯৯৫) ১৬০
৩/৩৭৪ (১৫০১৬) ৩৩০
৩/৩৭৭ (১৫০৩৪) ৩১২
৩/৩৮৪ (১৫১১৯) ৩৬১
৩/৩৯১ (১৫২০০) ৩৩০
৩/৩৯১ (১৫২১০ মারওয়ানের অংশবিশেষ) ১৬৫
৩/৩৯৪ (১৫২৫৮) (হুবহু) ৩৫৫
৩/৪১৩ (১৫৪১৬) ৩৬১
৩/৪১৩ (১৫৪১৭) (হুবহু) ৩৬১
৩/৪১৩ (১৫৪১৮) ৩৬১
৩/৪১৩ (১৫৪১৯) ৩৬১
৩/৪১৭–৪১৮ (১৫৪৪৯) ১৫
৩/৪২৫ (১৫৫০২) ১৮৮
৩/৪২৫ (১৫৫০৩) ১৮৮
৩/৪২৫ (১৫৫০৪) (হুবহু) ৭৪
৩/৪২৫ (১৫৫০৫) (হুবহু) ১৮৮
৩/৪২৬ (১৫৫০৭) ২১৭
৩/৪৩০ (১৫৫৪৯) (হুবহু) ১৩৫
৩/৪৩৮ (১৫৬১৭) ১৬০
৩/৪৪০ (১৫৬৫৫) ১৬৫
৩/৪৪০ (১৫৬৫৮) ১৬০
৩/৪৪০ (১৫৬৬৪) ১৬৫
৩/৪৪১ (১৫৬৫৩) ২০৬
৩/৪৪৩ (১৫৬৬২) (হুবহু) ২২৬
৩/৪৪১–৪৪২ (১৫৭৪৩) ১৩৫
৩/৪৪১ (১৫৭৫৮) ৮৫
৩/৪৪১ (১৫৭৫৯) ৮৫
৩/৪৪৪ (১৫৭৬১) ১৩৩
৩/৪৪৬–৪৪৭ (১৫৮৫১) ৮৫
৩/৪৪৭ (১৫৮৩০) ৮৫
৩/৪৪৮ (১৫৮৪৭) ২১২
৩/৪৪৮ (১৫৮৪৮) ২১২
৩/৪৪৯ (১৫৮৪৯) ২১২
৩/৪৪৯ (১৫৮৫০) ২১২
৩/৪৪৯ (১৫৮৫১) ২১২
৩/৪৭২–৪৭৩ (১৫৮৮৫) ১১২
৩/৪৭২ (১৫৮৭৫) ১৭২
৩/৪৭২ (১৫৮৭৮) ১৭২
৩/৪৭২ (১৫৮৮০) ১১২
৩/৪৭২ (১৫৮৮৪) ১১২
৩/৪৭৮ (১৫৯২০) ৩৫১
৩/৪৭৯ (১৫৯৩৬) ২৫০
৩/৪৯৫ (১৬০৪০) ৩৫৪
৩/৪৯৮–৪৯৯ (১৬০৬৪) ২১৭
৪/৮–৯ (১৬১৬০) ১৭১
৪/৮ (১৬১৬০) ১৭১
৪/৯ (১৬১৬৪) ১৭১
৪/১১–১২ (১৬১৯৪) ৩৬১
৪/১১–১২ (১৬১৯৪) (হুবহু) .১৩১
৪/১১ (১৬১৮৯) (হুবহু) ৩৩১
৪/১২ (১৬১৯৬) ১৩১
৪/১৬ (১৬২১৫) (হুবহু) ৭১
৪/১৬ (১৬২১৬) ৭১
৪/১৬ (১৬২১৭) ৭১
৪/১৬ (১৬২১৮) ৭১
৪/৩১ (১৬৩৭০) ১৩৫
৪/৩১ (১৬৩৭২) ১৩৫
৪/৪৩–৪৪ (১৬৪৮১) ৮২
৪/৪৪ (১৬৪৮২) ৮২
৪/৭৩–৭৪ (১৬৬১০) ৪০১
৪/৭৬–৭৭ (১৬৭০৫) ১১২
৪/৭৮ (১৬৭১৯) ২০২
৪/৭৯ (১৬৭২৮) ১১৩
৪/৯৯ (১৬৮০১) ১৭৫
৪/১০২–১০৩ (১৬৯৪৭) ২২৭
৪/১০২ (১৬৯৪০) ২২৭
৪/১০২ (১৬৯৪১) ২২৭
৪/১০২ (১৬৯৪২) ২২৭
৪/১০২ (১৬৯৪৫) ২২৭
৪/১০২ (১৬৯৪৬) ২২৭
৪/১১০ (১৭০০৮) ২০৪
৪/১১০ (১৭০০৯) ২০৪
৪/১১১–১১২ (১৭০১৮) ১২৮
৪/১১১ (১৭০১৪) ১২৮
৪/১১১ (১৭০১৬) ১২৮
৪/১১২ (১৭০১৯) ১২৮
৪/১১৪ (১৭০২৭) ৪১
৪/১১৪ (১৭০২৮) ১২৮
৪/১২৪ (১৭১২১) (হুবহু) ১৫
৪/১২৯ (১৭১৬৭) ৪৮
৪/১৩০ (১৭১৭০) ৩৩৭
৪/১৩৩–১৩৪ (১৭২০৬) ৩৮১
৪/১৩৪ (১৭২০৭) ৩৮১
৪/১৪৪–১৪৬ (১৭৩১৪) ৩৬৬
৪/১৫০–১৫১ (১৭৩৬৬) ৩৬৬
৪/১৫১ (১৭৩৬৯) (হুবহু) ৩৮১
৪/১৫৫ (১৭৩৯৩) ৩৬৬
৪/১৪৪ (১৭৪০২) ৪৮
৪/১৫৫ (১৭৪৫১) ১৬১
৪/১৫৫ (১৭৪৫৬) ১৬১
৪/১৮২–১৮৩ (১৭৬৩৪) (হুবহু) ২০, ২৭১
৪/১৮৩ (১৭৬৩৬) ২৭১
৪/১৮৫ (১৭৬৪৯) (হুবহু) ২৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

৪/১৮৫ (১৭৬৫০) ২৫৫
৪/২০০–২০১ (১৭৭৮৯) (হাসান) ৫১
৪/২০২ (১৭৮০০) ৩৬৭
৪/২০৪ (১৭৮১৪) (হাসান) ৬৫
৪/২২২ (১৭৯৪৫) ১০৪
৪/২৩৩ (১৮০৪৬) ২১৫
৪/২৩৪ (১৮০৫৪) ২০৩
৪/২৩৭ (১৮০৭৬) ২২৬
৪/২৫৮ (১৮২৬২, প্রথম অংশ) ৩৩৮
৪/২৬০ (১৮২৮৪) ৩৩৮
৪/২৬৭ (১৮৩৪৭) ২৫২
৪/২৬৯ (১৮৩৬৮) ২৫২
৪/২৭০ (১৮৩৭৪) ২৫২
৪/২৭১ (১৮৩৮৪) ২৫২
৪/২৭৪ (১৮৪১২) ২৫২
৪/২৭৫ (১৮৪১৮) ২৫২
৪/২৮৩ (১৮৫০০) ১০৮
৪/২৮৬ (১৮৫২৪) (হাসান) ১৫২
৪/৩১৯–৩২০ (১৮৮৮২) ২১৮
৪/৩২১–৩২২ (১৮৯০০) (হাসান) ২৫৯
৪/৩৩২ (১৮৯৩৪) ২১৮
৪/৩৩৩ (১৮৯৩৫) ২১৮
৪/৩৪৫ (১৯০৫৫) ২৫৯
৪/৩৪৬ (১৯০৫৯) ২৫৯
৪/৩৫২–৩৫৩ (১৯১০২) ৩৮৮
৪/৩৫৭ (১৯১৫৮) ৩৫১
৪/৩৫৮ (১৯১৬২) ২১৮
৪/৩৫৮ (১৯১৬৭) ২২০
৪/৩৫৯ (১৯১৭৬) (হাসান) ৩৭১
৪/৩৫৯ (১৯১৭৭) ৩৭২
৪/৩৬১ (১৯১৯১) ২১৮
৪/৩৬২–৩৬৩ (১৮৩১৩) ২৩৮
৪/৩৬৩ (১৯২১৭) ২২০
৪/৩৬৩ (১৯২২০) ৫১
৪/৩৬৪ (১৯২২৬) ৫১
৪/৩৬৪ (১৯২২৮) ২১৮
৪/৩৬৫ (১৯২৪৫) ২১৮
৪/৩৬৫ (১৯২৪৮) ২১৮
৪/৩৬৬ (১৯২৫৮) ২১৮
৪/৩৬৬ (১৯২৫৯) ২২০
৪/৩৬৬ (১৯২৬০) ২২০
৪/৩৮৪–৩৮৫ (১৯৪৩১) ৩৯৯
৪/৩৮৫ (১৯৪৩২) (হাসান) ১৮৫
৪/৩৮৫ (১৯৪৩৫) (হাসান) ১২৫
৪/৩৮৮ (১৯৪৫৫) ১০৪
৪/৩৮৯ (১৯৪৬৬) ১০৪
৪/৩৯৫ (১৯৫৩০) ৩১৫
৪/৩৯৭ (১৯৫৪৯) ২৫২
৪/৩৯৮ (১৯৫৬৫) ৬২

৪/৩৯৯ (১৯৫৭২) ২০০
৪/৪০১ (১৯৫৮৭) ৩১৫
৪/৪০২ (১৯৫৯৭) (হাসান) ৮৮
৪/৪০৪ (১৯৬১৪) ২৫২
৪/৪০৫ (১৯৬০২) ৩১৫
৪/৪০৮ (১৯৬৬৪) ২৫২
৪/৪১০ (১৯৬৭৩) ২৫১
৪/৪১১ (১৯৬৮৯) ৮৮
৪/৪১২ (১৯৬৯৯) ২৫১
৪/৪১৭ (১৯৭৪২) ২৫১
৪/৪২০ (১৯৭৭০) ২৩৩
৪/৪২২ (১৯৭৮৬) ২৩৭
৪/৪২৩ (১৯৭৯০) ২৩৩
৪/৪৩৮–৪৩৯ (১৯৯৩৭) (হাসান) ২৫১
৪/৪৪৯ (২০০১১ প্রথমাংশে) ৬১
৫/৪ (২০০৩৭ প্রথমাংশে) ৬১
৫/২৪ (২০২৮৫) (হাসান) ১০৫
৫/৩৭ (২০৩৮৯) ২২০
৫/৩৭ (২০৩৮৭) ২২০
৫/৩৯ (২০৪০৭) ২২০
৫/৪১ (২০৪২৪) ৩৫৭
৫/৪৩ (২০৪৩৯) ৩৫৭
৫/৪৬ (২০৪৬৬) ৩৭৭
৫/৪৯ (২০৪৯৮) ২২০
৫/৫৮ (২০৫৮৩) ৩৫২
৫/৫৮ (২০৫৮২) ৩৫২
৫/৬৯ (২০৬৯৯) ২০৫
৫/১২২ (২১১৫৫) ২১৫
৫/১৪৩–১৪৪ (২১২৯৮) ২১৫
৫/১৪৫ (২১৩২৩) (হাসান) ২০৮
৫/১৪৬ (২১৩০৩) (হাসান) ১২৫
৫/১৫০–১৫১ (২১৩৫৯) (হাসান) ... ১১৫
৫/১৫২ (২১৩৫৭) ৩৩৮
৫/১৫৯ (২১৪১৪) ৩৩৮
৫/১৬৪ (২১৪৭৬) ১০৫
৫/১৬৬ (২১৪৬৬) ৯৯
৫/১৮৩ (২১৫৫০) ২৯৯
৫/১৯৯ (২১৭৩৪) (হাসান) ১৮৩
৫/২০০ (২১৭৪২) ১১৫
৫/২০৭ (২১৮০২) ১১৫
৫/২১৪ (২১৮৬৭) (হাসান) ৩৫৮
৫/২২৪ (২১৯৫২) (হাসান) ২৩০
৫/২২৮ (২১৯৯১) ১০৩
৫/২২৮ (২১৯৯৩) ১০৪
৫/২২৮ (২১৯৯৪) ১০৪
৫/২২৮ (২১৯৯৫) ১০৪
৫/২২৯–২৩০ (২২০০৪) ১০৪
৫/২২৯ (২১৯৯৮) (হাসান) ২০

৫/২৩০ (২২০০৬) ১০৪
৫/২৩১ (২২০১৬) ১০৯
৫/২৩২ (২২০২৮) ১০৪
৫/২৩৪ (২২০০৯) ১০৪
৫/২৩৪ (২২০৪০) ১০৪
৫/২৩৪ (২২০৪১) ১০৪
৫/২৩৬ (২২০৫৮) ১০৪
৫/২৩৮ (২২০৭০) ১০৪
৫/২৩৮ (২২০৭৫) ৩৩৮
৫/২৪০–২৪১ (২২০৮৭) ১২১
৫/২৪২ (২২০৯৬) ১০৪
৫/২৪২ (২২০৯৭) ১০৪
৫/২৪২ (২২০৯৮) ১০৪
৫/২৪২ (২২১০২) (হাসান) ৯৪
৫/২৪৭ (২২১০০) ১৫২
৫/২৪৭ (২২১০২) (হাসান) ১৫২
৫/২৫১ (২২১৫৯) (হাসান) ৬২
৫/২৫২ (২২১৬৫) ৮২
৫/২৫২ (২২১৭০) (হাসান) ১০৬
৫/২৫৪ (২২১৯১) ২২৬
৫/২৫৫–২৫৬ (২২১৯৯) ৬২
৫/২৫৯ (২২২৩৪) (হাসান) ১৯০
৫/২৬৭ (২২২৯৯) (হাসান) ২০৮
৫/২৬৯ (২২৩১২) ১৪২
৫/২৭০ (২২৩৪৮) ২৫৯
৫/২৭০ (২২৩৪৯) ২৫৯
৫/২৮৫ (২২৪৬৪) ৩৩৮
৫/২৮৮–২৮৯ (২২৪৯০) ২০৪
৫/৩১৩–৩১৪ (২২৬৭৫) ৭০
৫/৩১৩ (২২৬৬৮) ২০৯
৫/৩১৪ (২২৬৭৬) ৭০
৫/৩১৪ (২২৬৭৮) ২০৯
৫/৩১৪ (২২৬৭৯) ২০৬
৫/৩১৬ (২২৭০০) ২০৬
৫/৩১৮–৩১৯ (২২৭১৭) (হাসান) ৬৪
৫/৩১৮ (২২৭১১) ৮০
৫/৩১৮ (২২৭১২) ৮০
৫/৩২০ (২২৭৩৩) ২০৯
৫/৩২১ (২২৭৩৫) ২০৬
৫/৩৩০ (২২৯২৮) ৩৩৩
৫/৩৩০ (২২৯৬০) (হাসান) ২৩৭
৫/৩৫৫ (২৩০০০) (হাসান) ৩৩৩
৫/৩৫৫ (২৩০০৫) ৩৩৩
৫/৩৫৬–৩৫৭ (২৩০১৭) ৩৩৩
৫/৩৫৬ (২৩০১৬) ৩৩৩
৫/৩৫৯ (২৩০৩৮) ৩৩৩
৫/৩৬১ (২৩০৫৩) ২৩৭
৫/৩৬২–৩৬৬ (২৩১০০) ২২৬
৫/৩৬৮–৩৬৯ (২৩১২৭) (হাসান) ৫৪

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫/৩৭২–৩৭৩ (২৩১৬৪) ১১২
৫/৩৯০–৩৯১ (২৩৩২১) ২৮১
৫/৩৯০ (২৩৩১৯) ২৬৮
৫/৪০৯ (২৩৪৭৬) ৩৫২
৫/৪১২ (২৩৪৯৬) ১০৫
৫/৪১৭ (২৩৫০৮) ১১০
৫/৪১৮ (২৩৫৫০) ১১০
৫/৪২৮ (২৩৬৬০) (হবহু) ৩৯১
৫/৪২৮ (২৩৬৬১) ৩৯১
৫/৪৩০ (২৩৬৫১) (হবহু) ১৮২
৫/৪৩২–৪৩৩ (২৩৬৭০) ২৬৫
৫/৪৩৩ (২৩৬৭৪) ৩৩৭
৫/৪৪৭ (২৩৭৬২) ১০৫
৫/৪৪৮ (২৩৭৬৭ (শেষাংশ) ১০৫
৫/৪৫১ (২৩৭৮০) (হবহু) ৩৭৩
৫/৪৫৩–৪৫৪ (২৩৭৯২) (হবহু) ২৮১
৫/৪৫৪ (২৩৭৯৩) (হবহু) ২৩৬
৬/৩ (২৩৮১১) ১১৫
৬/৫–৬ (২৩৮৩১) ১১৫
৬/৬ (২৩৮৩২) ১১৫
৬/১৯ (২৩৯৪১) ২৭০
৬/১৯ (২৩৯৪৩) ৩৫৩
৬/১৯ (২৩৯৪৫) ২৭০
৬/২০ (২৩৯৫০) ২৭০
৬/২০ (২৩৯৫১) ১৩৩
৬/২১ (২৩৯৫৮) ১৩৩
৬/২২ (২৩৯৬৫) ১৩৩

৬/২২ (২৩৯৬৭) ১৩৩
৬/২৭ (২৩৯৯৩) ২১১
৬/৩১–৩২ (২৪০৩৪) (হবহু) ২৩২
৬/৪৯–৫০ (২৪২২৭) ৩১০
৬/৫১ (২৪২৪৫) ২১১
৬/৬৯ (২৪৪০৪) ১৩৫
৬/১০৬ (২৪৭৫২) ৩৯৫
৬/১১৪ (২৪৮২৯) ২১৩
৬/১১৪ (২৪৮৩০) ২৩২
৬/১১৫–১১৬ (২৪৮৪৬) ২৩২
৬/১২০ (২৪৮৮৫) ৩১০
৬/১৩০ (২৪৯৮৫) ২৩২
৬/১৩৯ (২৫০৮৮) ৩৮৮
৬/১৪৫ (২৫১২১) (হবহু) ১১৩
৬/১৫৩ (২৫১১৮) ২১৩
৬/১৬০ (২৫২৭১) ১১৩
৬/১৬২ (২৫২৮৮) ২৩২
৬/১৬২ (২৫২৮৯) ২৩২
৬/১৮১–১৮২ (২৫৪৮৫) ২৩২
৬/১৮৯ (২৫৫৫৭) ২৩২
৬/১৯১ (২৫৫৭৯) ২৩২
৬/২০৬ (২৫৭১৫) ২৩২
৬/২০৯ (২৫৭৫৬) ২৩২
৬/২২৫ (২৫৮৭১) ২৩২
৬/২২৯ (২৫৯২৫) ২৩২
৬/২৫২ (২৬১৩৬) ২৩২
৬/২৩৬ (২৫৯৯৫) ৩১০

৬/২৪১ (২৬০৪০) ৩১০
৬/২৪১ (২৬০৪১) ৩১০
৬/২৪৭ (২৬০৯৫) ২১১
৬/২৫৭ (২৬২০৩) ৩১৮
৬/২৬২–২৬৩ (২৬২৬২) ২৩২
৬/২৬৬ (২৬২৯৫) ৩১০
৬/২৭০ (২৬৩২৬) ২১৩
৬/২৮১ (২৬৪০৪) ২৩২
৬/২৯০ (২৬৪৮৯) ২৩৭
৬/২৯৮ (২৬৫৪৯) (হবহু) ২৩৬
৬/৩০৭ (২৬৬২১) ২৩৭
৬/৩১৭ (২৬৬৯৪) ২৩৭
৬/৩৫৭ (২৭০০৬) ২১৫
৬/৩৫৭ (২৭০০৭) ২১৫
৬/৩৫৭ (২৭০০৮) ২১৫
৬/৩৫৭ (২৭০০৯) ২১৫
৬/৩৫৭ (২৭০১০) ২১৫
৬/৩৮৩–৩৮৪ (২৭১৫৪) ১১২
৬/৩৮৩ (২৭১৫৫) (হবহু) ১১২
৬/৩৮৪ (২৭১৫৫) ১১২
৬/৩৮৪ (২৭১৫৬) ১০৫
৬/৩৮৫ (২৭১৬৯) ১০৫
৬/৩৯৯–৪০০ (২৭২৬৫) ১৭২
৬/৪০৯ (২৭৩২৯) ১৭২
৬/৪৪১–৪৪২ (২৭৬৯০) ১০৯
৬/৪৪২ (২৭৬৯১) ৭১
৬/৪৪২ (২৭৬৯৭) (হবহু) ৩৭২

৯. দারিমি, সুনান (মোট হাদীস সংখ্যা ৩৫৩০)

৩ (প্রথম অংশ) ৭৩
২০৯ .... ২৭২
২১১ .... ২৮৭
৬৬৮ .... ৫৮
৬৬৯ .... ৫৮
৬৭০ .... ৬০
১২৪৩ .... ১৬৬
১৬০৪ .... ১২২
১৬৪০ .... ২৫০
১৬৫৭ .... ২৫০
১৯৪০ .... ২২০

২০৬১ .... ১৩৫
২১৩৩ .... ৩৮৮
২২৮৪ .... ২০১
২৫৫৯ .... ৩৭৭
২৩৬৬ .... ২৮১
২৩৫১ .... ২৫০
২৭৫৯ .... ৩৯১
২৭৪৩ .... ৩৯১
২৭৪১ .... ১৬৩
২৭৫৫ .... ১৬৩
২৭৭০ .... ১৩৭

২৭৭১ .... ১৬০
২৭৭২ .... ২৫০
২৭৮৪ .... ২২৭
২৭৮৫ .... ৪০১
২৮৮৯ .... ৩৭৭
২৮৯০ .... ৩৭৬
২৮৯১ .... ৩৭৬
২৮৯২ .... ৩৭৬
৩৫৯০ .... ২৫২

১০. বাযযার, আল-বাহরুয যাখখার (মোট হাদীস সংখ্যা ১০০৮২)

১/৯৮ (৩৮) ১৭৩
১/২৭৬ (১৭৪) ৮৮
১/৪৫৭ (৩২৫) (হবহু) ৩১৮
৩/২২৩ (১১১৯) ৪০১

৩/৩৩৯ (১১৩৭, শেষাংশ) ৩৭৭
৪/৫৬ (১২২১) ৩৭৭
৪/১৭৫ (১৩৩৬, মাঝখানের অংশ) ... ২৫০

৪/২৩২ (১৩৯৬) ১৮৭
৫/৩৬ (১৫৯৬) ৩৮১
৭/১০৭–১০৮ (২৬৬৪) (হবহু) ৩৫৬
৭/৩৩০–৩৩১ (২৯২৮) ২১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭/৩৩৩ (২৯২৭) ২২৫
৮/১৯২ (৩২২৭) ১৭২
৮/২১৯ (৩২৬৮) ২৫২
৮/২২০–২২১ (৩২৭০) ২৫২
৮/২২০ (৩২৬৯) ২৫২
৮/২২১ (৩২৭১) ২৫২
৮/২২৩ (৩২৭৩) ২৫২
৮/২২৩ (৩২৭৪) ২৫২
৮/২২৪ (৩২৭৬) ২৫২
৮/২২৪ (৩২৭৭) ২৫২
৯/৩৭–৩৮ (৩৫৫৫) (হুবহু) ১১৫
১২/১৫–১৬ (৫০৮০) (হুবহু) ৬৩
১৩/২১৬ (৬১৯০) ১০৫
১৫/১৮২ (৮৫৫৫) ৫৬
১৫/২১১ (৮৬২১) ২৫০

১১. বাযযার (সূত্র: কাশফুল আসতার) (মোট হাদীস সংখ্যা ৩৬৯৮)

১/৮ (১) ২৮
১/৯ (২) ২৫
১/১০ (৩) ২৮
১/১০ (৪) (হুবহু) ২৮
১/১১ (৫) ৭১
১/১১ (৬) ৩৭২
১/১১–১২ (৭) ৮১
১/১২ (৮) (হুবহু) ৮৮
১/১৩ (১০) ২৩
১/১৩ (১১) ৬৩, ৮৮
১/১৪ (১২) (হুবহু) ৮২
১/১৫ (১৪) ১১৫
১/১৫ (১৫) ১৭২
১/১৭ (১৭) ১০৫
১/১৭–১৮ (১৮) ১০৫
১/১৮ (১৯) ১০৫
১/১৯ (২১) ১৬৩
১/২০ (২২) ৫৮
১/২১–২২ (২৪) ৫৮
১/২১ (২৩) ৫৮
১/২২–২৩ (২৫) (হুবহু) ১২০
১/২৩ (২৬) ১২১
১/২৪ (২৮) ১২২
১/২৫ (২৯) (হুবহু) ৬৩
১/২৫ (৩০) ১৫৭
১/২৬ (৩১) (হুবহু) ১৫৮
১/২৬ (৩২) ১৫৭
১/২৭ (৩৩) (হুবহু) ১৩৬
১/২৭ (৩৪) (হুবহু) ১৫৮
১/২৭ (৩৫) (হুবহু) ১৫৮
১/২৮–২৯ (৩৭) ১৩৫
১/২৮ (৩৬) (হুবহু) ২২৩
১/২৯–৩০ (৩৯) (হুবহু) ৩১৮
১/২৯ (৩৮) ১৩৫
১/৩০ (৪০) (হুবহু) ৩২০
১/৩০ (৪১) (হুবহু) ৩২০
১/৩১ (৪২) (হুবহু) ১৮২
১/৩১ (৪৩) ২৪৩
১/৩৩–৩৪ (৪৯) ৩২৫
১/৩৪–৩৫ (৫২) ৩২৩
১/৩৪ (৫০) ৩১৮
১/৩৪ (৫১) (হুবহু) ৩২৭
১/৩৫–৩৭ (৫৩) (হুবহু) ২৮১
১/৩৭–৩৮ (৫৪) ৩০০
১/৩৮–৪৫ (৫৫) (হুবহু) ২৮৩
১/৪৫–৪৬ (৫৬) ৩১২
১/৪৭ (৫৮) (হুবহু) ২১৫
১/৪৮ (৫৯) (হুবহু) ২১১
১/৪৯–৫০ (৬১) ২২৭
১/৪৯ (৬০) (হুবহু) ৩০৬
১/৫০ (৬২) ২২৭
১/৫০ (৬৩) ১৫৩
১/৫১ (৬৪) ১৬২
১/৫২–৫৩ (৬৮) (হুবহু) ১১৮
১/৫৫–৫৬ (৭২) ১২০
১/৫৬ (৭৩) ১২০
১/৫৭ (৭৪) (হুবহু) ২০৩
১/৫৭ (৭৫) ২০০
১/৫৮–৫৯ (৭৬) ২২১
১/৫৮ (৭৬) (হুবহু) ২০৮
১/৫৮ (৭৭) ২২১
১/৫৯–৬০ (৮০) ৩৫৮
১/৫৯ (৭৯) ৯২
১/৬০ (৮১) ৩৫৮
১/৬০ (৮২) ৩৫৮
১/৬০ (৮৩) ৩৫৮
১/৬১–৬২ (৮৫) ২৫৫
১/৬১ (৮৪) ৩৫৩
১/৬২–৬৩ (৮৭) ২৫৩
১/৬২ (৮৬) ২৫৩
১/৬৩ (৮৮) (হুবহু) ২৯৮
১/৬৩ (৯০) (হুবহু) ২৬৪
১/৬৪–৬৫ (৯৩) ৩৪১
১/৬৪ (৯২) ৩৩৮
১/৬৫ (৯৪) ৩৫৩
১/৬৬ (৯৬) (হুবহু) ৩৩৩
১/৬৬ (৯৭) ৩৫৩
১/৬৭ (৯৮) ৩৩৩
১/৬৮ (১০০) ৩৮৬
১/৬৮ (১০১) ১৩৫
১/৬৯ (১০২) ১৪৬
১/৬৯ (১০৩) (হুবহু) ৩৯২
১/৭০ (১০৪) ৩৭৩, ৩৮১
১/৭১–৭২ (১০৭) (হুবহু) ৩৫৫
১/৭১ (১০৬) (হুবহু) ৩৫৪
১/৭২ (১০৮) ৩৫৫
১/৭২ (১০৯) (হুবহু) ৩৫৯
১/৭৩ (১১০) ৩৮৬
১/৭৩ (১১১) ৩৮৮
১/৭৩ (১১২) ৩৮৮
১/৭৪ (১১৪) ৩৮৮
১/৭৪ (১১৫) ৩৮৮
১/৭৫ (১১৬) ৩৮৮
১/১০১–১০২ (১৭৭) ৩৯১
১/১১০–১১১ (২২৭) (হুবহু) ৩৬৫
১/১১০ (২২৬) ২২৫
১/১১০ (২২৭) ২২৫
১/৩১৯ (৬৬৪) ৩৯১
১/৪১৫ (৮৭৫) ২২৫
১/৪১৬–৪১৭ (৮৭৮) (হুবহু) ১২০
২/৩৫ (১১৪০ দ্বিতীয় ভাগ) (হুবহু) ১৩৩
২/২৪৭ (১৬২৫) ২৬৫
২/৫২০–৫২১ (১৯২৫) ১৬৫
২/৫২১ (১৯২৬) ১৬৫
২/৫২১ (১৯২৭) ১৬৫
৩/২৮ (৪) ৩৭৩
৩/৫০–৫১ (২১৬৮) (হুবহু) ৩৪২
৩/৫১ (২১৬৯) ৩৪২
৩/১৭২ (২৪৯৬) ২৬৭
৪/৯ (৩৩৭২) ২২৬
৪/১৬ (৩৩৮৮) ১০৬
৪/১৬ (৩৩৮৯) ১০৬
৪/৬৭ (৩২১৩) ২৪৫
৪/৭৯ (৩২৪৪) ১৬৭
৪/১২১ (৩৩৪৫) ২৬৫
৪/২০৬ (৩৫৪৩) ৭৯
৪/২১৬ (৩৫৬২) (হুবহু) ৩৮৫
৪/২২০–২২১ (৩৫৭৫) ১৬৫
৪/২২২ (৩৫৭৯) ৩৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১২. আবূ ইয়া'লা, মুসনাদ (মোট হাদীস সংখ্যা ৭৫৫০)

১/২০–২১ (৯) ১৮
১/২১–২২ (১০) ১৮
১/২৮ (১৯) ১৮
১/৬৯ (৬৮) ১৭৩
১/৯৯ (১০২) (হুবহু) ৮০
১/১০০–১০১ (১০৪) (হুবহু) ৮৭
১/১২১–১২২ (১৩৫) ১৮
১/১৯৯–২০০ (২৩০) ৬০
১/১৯৯ (২৩০) ২৩
১/৪০০ (৫২৩) ২২৫
২/১৩ (৬৪০) ৮৩
২/১৪–১৫ (৬৪২) ৮৩
২/১৪ (৬৪১) ৮৩
২/২২–২৩ (৬৫৫) ২৩
২/৫৯ (৭০০) ৩৭৭
২/৬৫ (৭০৬) ৩৭৭
২/৬৭–৬৮ (৭১১) ১৪৬
২/৮৯–৯০ (৭৪৪, শেষাংশ) ৩৭৭
২/৯৯ (৭৫৬) ৪০১
২/১০৬ (৭৬৫) ৩৭৭
২/২১৯–২২০ (৯১৮) (হুবহু) ১৮৩
২/৩০২ (১০২৯) ৩৭২
২/৩১৫ (১০৪৯) (হুবহু) ৩৫৩
২/৪১১–৪১২ .... ২৫
২/৪৮৪ (১১৩৪) ২২২
৩/৯১–৯২ (১৫২২) (হুবহু) ১১৮
৩/১৪০–১৪২ (১৫৭১) ৩৬৫
৩/২১৩ (১৬৫৩) ৪৫২
৩/৩৫২ (১৮২০) (হুবহু) ৪০০
৩/৩৮০ (১৮৫৪) ১২৫
৩/৪১৫ (১৯০১) ২৩৩
৩/৪৪৫ (১৯৪০) ১০৭
৪/১৮৪ (২২৫৯) ২৩৩
৪/১৯৫ (২২৬৫) ১০৭
৪/২০৭ (২০১৭) (হুবহু) ১০০
৪/২০৬ (২০৪৯) (হুবহু) ৩৭৪
৪/২৫৯ (২৩৭২) ২২৭
৪/৪০০ (২৫২১) ৩৫০
৪/৪১১–৪১২ (২৫৩৫) ২২৬
৪/৪১৪–৪১৫ (২৫৩৯) ৩৫০
৪/৪২৯ (৩১৮০) ১৩৭
৫/৮১ (২৬৫৩) (হুবহু) ৯১
৫/১০৮ (২৭২০) ২২৭
৫/১৪৩ (২৭৫৭) (হুবহু) ১০৫
৫/২৪৬–২৪৭ (২৮১৩) ৩৮৩
৫/২৬৮ (২৮৮৭) ১০৭
৫/২৭০ (২৮৮৯) ৩৮
৫/৩০১–৩০২ (২৯২৩) (হুবহু) ৩৭
৫/৩০৫ (২৯২৭) ৩৮
৫/৩২৭ (২৯৫০) ১০৭
৫/৩৩১ (২৯৫৫) ৩৮
৫/৩৩২ (২৯৫৬) ৩৮
৫/৩৩২ (২৯৫৭) ৩৮
৫/৩৩৯ (২৯৬৭) ১০৭
৫/৩৪০ (২৯৭৭) ৩৮
৫/৩৫০–৩৫১ (২৯৯৩) ৩৮
৫/৩৮৭ (৩০৪৯) ১৩০
৫/৪০৭ (৩০৮১) ১০৭
৫/৪৪৪ (৩১৩১) ১০৭
৫/৪৫৮–৪৫৯ (৩১৮২) ১০৭
৬/২৩ (৩২০৭) ১০৭
৬/২৫ (৩২৪৮) ১৩০
৬/৫০–৫১ (৩২৭৫) ৩৮
৬/৫৪ (৩২৭৯) ৩৮৩
৬/৫৫ (৩২৭৯) ১৮৩
৬/১০৫ (৩৩৬৯) (হুবহু) ৩৯৩
৬/১২৬–১২৫ (৩৪৩৭) ৩৮৩
৬/২০৯ (৩৫৮৮) (হুবহু) ২৩২
৬/২১৯ (৩৬১৪) ২২৭
৬/২১৭–২১৮ (৩৬১১) ২২৫
৭/৮ (৩৮১৫) ১৩০
৭/১৫ (৩৯২৯) ১৩০
৭/১৫৩ (৪০১৮) ২৮৩
৭/১২৬ (৪১২৮) ৩৯৫
৭/১৮৪ (৪১৬৯) ১৪৮
৭/১৮৭ (৪১৭২) ২৩০
৭/১৯০–১৯১ (৪১৭৫) ১৩৮
৭/১৯৯ (৪১৮৭) (হুবহু) ১৩৫
৭/২০৬–২০৭ (৪২৩৯) ১৩৪
৭/২৬৬ (৪২৮২) ১১৫
৭/২৭৪ (৪২৯৫) ২৫২
৭/২৮৫–২৮৬ (৪৩০৮) ১১৮
৭/২৮৭–২৮৮ (৪৩১১) ১৬৬
৭/২৮৭ (৪৩১১) ১৬৬
৮/৪৯–৫০ (৪৩৬৬) ১১৩
৮/৫০ (৪৩৬৭) ১১৩
৮/১০৯ (৪৪৪৯) (হুবহু) ৩৯৫
৮/১৬০–১৬১ (৪৭০৪) ৩৯৮
৮/৪৪৯–৪৫০ (৫০০৬) ২৯১
৯/৯ (৫০৭১) ১১০
৯/২০ (৫০৮৮) ১০৫
৯/৫০ (৫১১৩) ১১০
৯/৬৫ (৫১৩৫) ১১০
৯/২৫০ (৫৩৬৯) ১০৫
৯/২৫৮ (৫৩৭৯) ১০৫
৯/৩০২ (৫৪২৪) ১৯২
৯/৩২৪ (৫৪৫৬) ১৬৬
৯/৩৪৬ (৫৪৫৭) ১৬৬
৯/৪১০–৪১১ (৫৫৫৮) ৩৭০
১০/৪০১ (৮০০৭) ২৭০
১০/৪০৫ (৮০০৮) (হুবহু) ২৭০
১১/৮২–৮৩ (৮২১৮, প্রথম অংশ) ১৩৫
১১/১৮৮ (৮৯১১) ৩৮৮
১১/১১১–১১২ (৮৫০১) ৩৮৮
১১/১১১ (৮৫০০) ৩৮৮
১১/২৫৮ (৮৫২৬) (হুবহু) ২২৭
১১/২৪৬–২৪৭ (৮৬৬৪) ৩৮৮
১১/৩২৭ (৮৪৪৩) ৩৮৮
১১/৪৯৬ (৯৯১১) ৩৯৮
১২/৪১ (৬৬৬১) (হুবহু) ৩১৮
১২/১৫৩ (৯৭৬২, মাঝখানের অংশ) ২৫৩
১২/১৫৮–১৫৯ (৯৭৬৯) (হুবহু) ২৬৫
১২/১৫৯ (৯৭৭০) ২৬৫
১২/২১০–২১২ (৯৮২৯) ২০৪
১২/২৭৪ (৯৮৬৫) (হুবহু) ২০৪
১২/৪০১–৪০২ (৯৯৬৪) ৩৫০
১২/৪০৯ (১০০৩) (হুবহু) ২৯৭
১৩/১০০ (৭১৬৪) ২৯৭
১৩/১০১–১০২ (৭১৭৯) (হুবহু) ২২৫
১৩/২৫৩ (৭২৭০) ২৫২
১৩/৩৭১ (৭৩৮১) (হুবহু) ৩৭০
১৩/৪৬৬ (৭৪০১) ১৪১
১৩/৪৮৯ (৭৪০২) ৫১
১৩/৪৯০–৪৯১ (৭৪০৩) ২২৮
১৩/৪৯৬ (৭৪০৭) ৫১
১৩/৫২০ (৭৫২৫) (হুবহু) ৩৫৬
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৪১৪ (হুবহু) ১০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৩. তাবারানি, আল-মু'জামুস সগীর (মোট হাদীস সংখ্যা ১১৯৮)

১০ (হুবহু) ৫০
৩২ .... ২৫২
১৩৬ (হুবহু) ১১৮
১৬২ .... ৩৮৩
১৬৪ (হুবহু) ৬৬
২৮৪ .... ২৫০
২৯০ .... ৪০১
৩৩১ .... ৩৮০
৩৫৬ .... ৩৯৬
৩৯৩ (হুবহু) ১৮
৪১২ .... ২৫৬
৪৩৯ .... ১৮৩
৫২২ (হুবহু) ২২৮
৫৫৫ .... ১১৯
৫৭৮ .... ২১৮
৬২২ .... ১৪০
৬২৪ .... ১০৫
৭০০ .... ১৬৭
৭২৮ .... ১৫৭
৭৩৩ .... ৯০
৭৪৪ .... ১৪২
৭৭২ .... ৫২
৭৮২ .... ৫১
৮১৭ .... ১৮০
৯০৬ (হুবহু) ৩৯১
৯০৭ .... ২২৮
৯০৮ (হুবহু) ২৪৪
৯০৯ .... ২৪৪
৯২৮ .... ৩৭৬
১০০৭ .... ১৬১
১০৬৬ (হুবহু) ২৩০
১০৭২ .... ৩৭৩
১০৭৫ .... ২৫৪
১০৯০ .... ৩১৫
১০৯১ .... ১৬১

১৪. তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত (মোট হাদীস সংখ্যা ৯৪৮৯)

১/৩০–৩১ (৬৩) ১৩
১/৩৩ (৬৯) ২০৪
১/৭২–৭৩ (২০১) ৩০৫
১/৭৩ (২০৩) (হুবহু) ১৪২
১/৮১ (২২৯) (হুবহু) ২৫৮
১/১৬৪ (৫৩৪) ৩৮৮
১/১৬৫ (৫৩৬) ১০৩
১/১৯৪–১৯৫ (৬৫১) ১০৫
১/২০৫ (৬৯৫) ১৮১
১/২৫১–২৫২ (৮৩৫, বাক্যখানের অংশবিশেষ) ৩৬০
১/২৬৩–২৬৬ (৯১৭) ৩৫৩
১/২৬৭ (৯২৩) (হুবহু) ৩৫১
১/২৮৫–২৮৬ (১০০৬) ২৩১
১/৩০৭ (১০৯৩) (হুবহু) ২২২
১/৩১৫ (১১২৬) ২১০
১/৩২০ (১১৪৯) ১০৭
১/৩৩৯ (১২৩১) ৩৮৮
১/৩৪০ (১২৩৫) (হুবহু) ৮৯
১/৪০৮ (১৪৯৫) ৮৯
১/৪০৮ (১৪৯৬) (হুবহু) ৮৯
১/৪৫১ (১৬৫৯, শেষ বাক্য) ৮২
১/৪৬৫ (১৭০৯) ৩২৫
১/৪৭০ (১৭০৫) ২৪২
১/৫১৪ (১৮৯৬) ৩২৮
১/৫১৫ (১৮৯৯) (হুবহু) ১৭০
১/৫২২ (১৯২৫) ৪০১
১/৫৫৩ (২০০৪) ১১৮
১/৫৫৬ (২০৪৮) (হুবহু) ২৬৮
১/৫৭৩ (২১০৬) ১২৩
১/৬১৭ (২২৬৪) ২৫২
১/৬২৬ (২২৯২) (হুবহু) ৩৮৬
২/৮ (২৩০৯) ২৬৩
২/১৫ (২৩৩২) ৩৮১
২/৫০ (২৪৭২) ২৫২
২/৬৬ (২৫৩৭) (হুবহু) ১৯২
২/৬৭ (২৫৪০) ১৫৭
২/৭৭ (২৫৮০) ৩৬০
২/৮২ (২৫৯৮) ১০৪, ১০৫
২/৮৫ (২৬০৬) ৩৮৩
২/১৫২–১৫৩ (২৭৮১) ১৭২
২/১৫৫ (২৭৭৭) ৪০১
২/১৪৪ (২৮১৮) ৩৭৬
২/১৫০ (২৮৩১) ১৮
২/১৫১ (২৮৪৪) (হুবহু) ১০১
২/১৫৮ (২৮৬৮) ২৫২
২/১৭৯ (২৯৫২) ৭৯
২/১৮২ (২৯৫০) ২৫৩
২/২১৪ (৩০৪৯) ৪০১
২/২২২ (৩০৭৮) ২৫৭
২/২৫১ (২৮৪৩) ৩৯২
২/২৬১ (৩২২১) ১৭২
২/২৬৫ (৩২৩৭) (হুবহু) ৩৫৪
২/২৯৪ (৩৩২৭) ২৫৬
২/৩০৮ (৩৩৮০) ৩৮০
২/৩২৪ (৩৪৩০) (হুবহু) ৩৯৬
২/৩৪২ (৩৪৮৬) ১৮
২/৩৪৬ (৩৫০০) ২৫৬
২/৩৬২–৩৬৩ (৩৫৪৬) ১৮৩
২/৩৬৯–৩৭০ (৩৫৬৮) ২৫৫
২/৩৯২ (৩৬২৫) ১৭২
২/৪১২ (৩৬৮০) ৩৭৭
৩/১৯ (৩৭৪২) (হুবহু) ৩০৫
৩/৪৯ (৩৮৩১) (হুবহু) ২৬২
৩/৫২ (৩৮৪৩) ৩২৪
৩/৬৫–৬৬ (৩৮৭৯) ৩০৪
৩/৮২ (৩৯৩১) ৩৭৭
৩/১২৯–১৩০ (৪০৮১) (হুবহু) ১৭৮
৩/১৯০ (৪২৮৬) ১৭২
৩/১৯৯ (৪৩২১) ২৫১
৩/২২৮ (৪৪১৮) ৩৮৯
৩/২২৯ (৪৪১৯) ৩৯৫
৩/২২৯ (৪৪২০) ১৪৮
৩/২২৯ (৪৪২১) ৩৯৫
৩/২২৯ (৪৪২২) ১৪৯
৩/২৫২ (৪৪৩৩) (হুবহু) ১০০
৩/২৪৩–২৪৪ (৪৪৭১) (হুবহু) ১৪৩
৩/২৪৬ (৪৪৭৯) ১৫৫
৩/২৯৯ (৪৬৪৭) (হুবহু) ১৬১
৩/৩০১ (৪৬৫৩) ৩৯২
৩/৩০৯–৩১০ (৪৬৭৯) (হুবহু) ২১৫
৩/৩২৫ (৪৭৩২) ৩৮৯
৩/৩২৯ (৪৭৪৮) ৩৮৯
৩/৩৩৭–৩৩৮ (৪৭৭৫) (হুবহু) ১০০
৩/৩৭৮–৩৭৯ (৪৮৮৫) (হুবহু) ৩৯০
৩/৩৮৬ (৪৯০৫) ১৫৭
৩/৩৯১ (৪৯১৫) ৪০১
৩/৩৯৮ (৪৯৩২) ১৪২
৪/১৬ (৫০৫৫) ১৪১
৪/৩০ (৫১০০) ১৩৬
৪/৬৬ (৫২৩০) ৩৫৩
৪/১২৯ (৫৪৫২) ৩৫৮
৪/১৬৫ (৫৫৮৫) ৩৬০
৪/১৮১ (৫৬৪৭) ৩৮৯
৪/২০০ (৫৭০৯) ৩৮৪
৪/২০৩ (৫৭১৯) (হুবহু) ১৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

৪/২১২–২১৩ (৫৭৫৪) (হুবহু) ৩৫৮
৪/২১৫ (৫৭৬১) (হুবহু) ৩০৭
৪/২২৩ (৫৭৯০) (হুবহু) ১৬০
৪/২২৮ (৫৮০৬) ৪০১
৪/২৬০ (৫৯২৩) ৩৮৬
৪/২৭৩ (৫৯৬৬) (হুবহু) ৩৫৭
৪/২৮২ (৫৯৯৩) (হুবহু) ৩৫০
৪/৩১০ (৬০৮৪) (হুবহু) ১৮০
৪/৩৩৯ (৬১৭৩) ১৮২
৪/৩৫১–৩৫২ (৬২১৪) ২২৫
৪/৩৫৫ (৬২২২) ১৭২
৪/৩৬৪ (৬২৫৪) ১৫৮
৪/৩৬৭ (৬২৬৪) ৫১
৪/৩৮৩ (৬৩১৯) (হুবহু) ৩৯০
৫/৬ (৬৪০৭) (হুবহু) ৩১৬
৫/১৬–১৭ (৬৪৪২) ৩২৫
৫/২৪ (৬৪৬৫) ১৭২
৫/৩৬ (৬৫০৩) ৩২৫
৫/৪২ (৬৫২২) (হুবহু) ৩৯১
৫/৪৫ (৬৫৫৩) ৫১
৫/৪৬ (৬৫৩৮) (হুবহু) ৮৩
৫/৫১ (৬৫৫৪) ৩৭৬
৫/৭৯ (৬৬৩৪) (হুবহু) ১৮১
৫/৮৮ (৬৬৭২) ৩৫৩
৫/৯২ (৬৬৮৯) (হুবহু) ৩২৬
৫/১২৬ (৬৭৯৮) ১৮৩
৫/১২৮ (৬৮০৬) (হুবহু) ১১০
৫/১৩২ (৬৮১৯) (হুবহু) ১৭৬
৫/১৪০–১৪১ (৬৮৪৯) (হুবহু) ১৭৬
৫/১৪৫ (৬৮৬২) (হুবহু) ৩৯০
৫/১৬২ (৬৯২৩) ১৭২
৫/১৭২ (৬৯৬২) ৭৭
৫/২০৯ (৭০৯৭) (হুবহু) ৩২৬
৫/২২৮ (৭১৫৫) ২৬৫
৫/২৩৮ (৭১৯২) ১৮০
৫/২৬৬–২৬৭ (৭২৮০) ৪০১
৫/২৭৪ (৭৩১০) (হুবহু) ২২২
৫/২৮৬ (৭৩৫১) ২২৩
৫/২৮৭ (৭৩৫৪) ১০০
৫/২৯৭ (৭৩৮৯) ৩৩৮
৫/৩২১ (৭৪৭২) (হুবহু) ৯৫
৫/৩২১ (৭৪৭৩) (হুবহু) ২২৮
৫/৩২১ (৭৪৭৪) ৯২
৫/৩২৪ (৭৪৮২) ৩৮১
৫/৩৪৯ (৭৫৬৪) ১৫৫
৫/৩৯৪–৩৯৫ (৭৭২১) ২৫২
৫/৪৩৫ (৭৭৯১, সংক্ষেপে) ১৮১
৬/৩২–৩৩ (৭৮৯৫) (হুবহু) ২২৫
৬/৩৯–৪৩ (৭৯১১) ৩৭৩
৬/৫৯ (৭৯১৬) ২২৩
৬/৪৬ (৭৯৪৭) (হুবহু) ৩৯১
৬/৪৯–৫০ (৭৯৫৬) ৩৫৮
৬/৮৭ (৮১০০) (হুবহু) ২৯২
৬/১৪ (৮১২৫) ১৫৮
৬/১০১ (৮১৪৯) ১৭২
৬/১১২ (৮১৮৭) ২৫৬
৬/১৪০ (৮১৬০) (হুবহু) ৩৯২
৬/১৪১ (৮২২২) ১৬৭
৬/১৪৭ (৮৩১০) ১৪৩
৬/১৫৯–১৬০ (৮৩৫৬) ১৮০
৬/২০২ (৮৫১০) ১৭২
৬/২১২ (৮৫৪২) ৩৯৫
৬/২১৬–২১৭ (৮৫৫৯) (হুবহু) ১১
৬/২২১ (৮৫৭৫) (হুবহু) ৩৭৬
৬/২৫০ (৮৬০৭) ১৫১
৬/২৯২ (৮৭১১) ৪০১
৬/২৮৭ (৮৭৯৬) (হুবহু) ৩৫
৬/৩০৪–৩০১ (৮৮৫৯) ১৬০
৬/৩০৯ (৮৮৬১) ১৬৭
৬/৩০৮ (৮৮৯৯) (হুবহু) ১৪৫
৬/৩২৯–৩৩০ (৮৯৪২) ৩১৭
৬/৩৩৯ (৮৯৭৭) ৪০১
৬/৩৫৯ (৮৯৭৮) ২৬৬
৬/৩৪০ (৮৯৮৬) ৪০১
৬/৩৪২ (৯০০৪) ৭৭
৬/৩৯৩ (৯০৮৩) ১৫০
৬/৪১৫ (৯২২৩) ৩৮০
৬/৪৪৯ (৯৩৯৬) (হুবহু) ৩০৭
৬/৪৬৭ (৯৪২৭) (হুবহু) ৫৫
৬/৪৭২ (৯৪৪৪) ২২৩

১৫. তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর (১৪, ১৫ ও ১৬ খণ্ড বাদে মোট হাদীস সংখ্যা ২৩১৭১)

১/১৪৫ (৩২৬) (হুবহু) ৩৫১
১/২১১–২১২ (৫৭৫) ৯২, ৯০
১/২৫১–২৫২ (৭২৪) ১৮৬
১/২৮৬ (৮৩৮) ৩৫২
১/৩৬৬ (১১২৩) (হুবহু) ৮৮
১/৩৬৯–৩৭০ (১১৩৭) ১৬৪
২/৪৪–৪৫ (১২৩৩) ২১০
২/৪৫ (১২৩৪) ২১০
২/৫২–৫৩ (১২৬২) ২২৭
২/৫২ (১২৬০) ২২৭
২/৫২ (১২৬১) ২২৭
২/৫৩ (১২৬৩) ২২৭
২/৫৩ (১২৬৪) ২২৭
২/৫৩ (১২৬৫) ২২৭
২/৫৩ (১২৬৬) ২২৭
২/৫৪ (১২৬৭) ২২৭
২/৫৪ (১২৬৮) ২২৭
২/৯৫ (১৪২০) (হুবহু) ৩৮২
২/১৬২ (১৬৬৯) ১৭৫
২/১৭৬–১৭৭ (১৭২৫) ১৫৮
২/১৮৪ (১৭৫৩) (হুবহু) ২৫৫
২/২৬৮ (২১২৬) ১৮৬
২/২১৮ (২১২৭) ১৮৬
২/২১৮–২১৯ (২২৪৬) ২২৮
২/২১৮ (২২৪৪) ২২৮
২/২১৮ (২২৪৫) ২২৮
২/২১৯ (২২৪৭) ২২৮
২/২১৯ (২২৪৮) ২২৮
২/২১৯ (২২৪৯) ২২৮
২/৩০৪ (২২৬৬) ২১০
২/৩০৭ (২২৭৬) ১৭৫
২/৩০৯ (২২৮৫) (হুবহু) ৩৭২
২/৩১৮–৩১৯ (২৩২৭) (হুবহু) ১১৬
২/৩১৯ (২৩২৯) ৩৭২
২/৩২৬ (২৩৬০) ৫১
২/৩৩৪ (২৩৯২) (হুবহু) ১৭৫
২/৩৫৮–৩৫৯ (২৪১৪) ২২৮
২/৩৫৮ (২৪১৩) ২২৮
২/৩৫৯ (২৪১৫) ২২৮
২/৩৫৯ (২৪১৬) ২২৮
৩/৭৫–৭৬ (২৭০৮, প্রথম অংশ) ২৪০
৩/৭৬–৭৭ (২৭১১, প্রথম অংশ) ২৪০
৩/১২২–১২৩ (২৮৪৩) (হুবহু) ২২৫
৩/১৬৪ (৩০১০) (হুবহু) ২২৮
৩/১৬৫–১৬৬ (৩০১৬) (হুবহু) ২৯১
৩/১৬৬ (৩০১৭) (হুবহু) ২৬৩
৩/২৫২ (৩১৪৭) (হুবহু) ১১৭
৩/৩০২ (৩৩৬৭) (হুবহু) ১৩৭
৩/৩২৩ (৩৪২৭) ৩৬৭
৩/৩৫২–৩৫৩ (৩৪৪০) (হুবহু) ১১৭
৪/৮৫ (৩৭১৯) ৩৬৮
৪/২০২–২০৩ (৪১৫১) ২৬৩
৪/২০৬–২০৭ (৪১৫৩) ২৬৩
৪/২০৬ (৪১৫২) ২৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner
Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মূল গ্রন্থাবলির যেসব হাদীস অনুবাদ করা হলো

৪/২০৭ (৪১০৪) ৩৫৩
৪/২০৭ (৪১০৫) ৩৫৩
৪/২৩৩ (৪২০১) ৩৪১
৫/৪৯–৫০ (৪৫৫৬) ৭১
৫/৫০–৫১ (৪৫৫৭) ৭১
৫/৫১–৫২ (৪৫৫৯) ৭১
৫/৫১ (৪৫৫৮) ৭১
৫/৫২ (৪৫৬০) ৭১
৫/১২১ (৪৮০৭) (হবহু) ৩৭৮
৫/১৯৭ (৫০৭৪) ৮৯
৫/২৩৩ (৫১৮৭) ১০৫
৫/২৪৪ (৫২৬২) (হবহু) ৯০
৬/৪৩ (৫৪৫৮) ১২৩
৬/৪৯–৫০ (৫৪৭৮) ১১২
৬/৭৩ (৫৫৫১) (হবহু) ২০৭
৬/১০৩ (৫৬০৬) ৩৩১
৬/১০২ (৫৭৪৬) ১৭৩
৬/১৪৮ (৫৮০২) ৩৩৬
৬/১৬৪ (৫৮৬৭) ৪০১
৬/১৮৫–১৮৬ (৫৯৪২) (হবহু) ২২৪
৬/১৯৭ (৫৯৮৭) (হবহু) ৩০৮
৬/২১০ (৬০৩৩) ৮৪
৬/২১০ (৬০৩৪) ৮৪
৬/২৫৩ (৬১৩৭) ১০৫
৬/২৫৬ (৬১৪৭) ৪০১
৬/২৭০ (৬১৮৬) (হবহু) ২৫৭
৬/২৭৬ (৬২১৩) (হবহু) ৩৩৬
৭/৩৯ (৬৩১৭) (হবহু) ৩৫০
৭/৪৪ (৬৩১৯) (হবহু) ৩৫১
৭/৪৫ (৬৩২০) ৩৫১
৭/৫৩–৫৪ (৬৩৬১) ১৮৭
৭/৫৫ (৬৩৪৭) ৩৬৮
৭/৫৫ (৬৩৪৮) ৩৬৮
৭/৭৮ (৬৩৯৬) ৩৯৯
৭/৭৯ (৬৩৯৭) ৩৯৯
৭/৭৯ (৬৩৯৮) ৩৯৯
৭/৮৬ (৬৪১৬) ১৬০
৭/১৩৯ (৬৬১৭) (হবহু) ৭৬
৭/১৫৫ (৬৬৬৮) (হবহু) ৩৮৩
৭/১৬৫–১৬৬ (৬৬২০) ১৮৮
৭/১৬৫ (৬৬১৮) ১৮৮
৭/১৬৫ (৬৬১৯) ১৮৮
৭/২১৬ (৬৮৯৭) ১১৮
৭/২৮২–২৮৩ (৭১৪২) ২৮৬
৭/৩১৪ (৭২৩৫) (হবহু) ১৮৭
৭/৩২২ (৭০৬৪) ২০৮
৭/৩৪৭ (৭১৬০) ৯৩
৭/৩৭১ (৭২২৪) (হবহু) ৩৮৯
৮/৫১–৫২ (৭২৮৪) ১১২
৮/৪৯ (৭৩১৩) (হবহু) ৩০৫
৮/৯১–৯২ (৭৪১২) (হবহু) ১৪০
৮/১১৪ (৭৪৮১) ১৪১
৮/১২২ (৭৪৯৯) ২৫৮
৮/১৩৮ (৭৫৪০) ৯২
৮/১৭৬–১৭৭ (৭৬৫৫) ২৫৮
৮/১৭৮ (৭৬৫৯, দেখাশে) ৪০১
৮/১৮২–১৮৩ (৭৬৬৬) (হবহু) ৩৩৪
৮/১৮৪ (৭৬৬৭) ৩৩৩
৮/১৮৯–১৯০ (৭৬৭৮) (হবহু) ১২০
৮/২০৮ (৭৬১৩) ১৪০
৮/২০৮ (৭৭৩৭) (হবহু) ১৪০
৮/২২৪–২২৫ (৭৭৮৬) ১২৩
৮/২৩০ (৭৭৯৮) ৩৮৬
৮/২৯৪ (৭৯৭২) ৩৮৬
৮/৩০৫ (৭৯৯৩) (হবহু) ১১৮
৮/৩১৪ (৮০১৯) ১৫৭
৮/৩১৫ (৮০২১) ১৬৪
৮/৩১৫ (৮০২৩) ১১৩
৮/৩৩৪–৩৩৫ (৮১৪৯) ৬০
৮/৩৮২ (৮১৯১) ১৭৩
৯/১৯ (৮৩১২) (হবহু) ১৫৮
৯/১০৭ (৮৫৪৪) (হবহু) ১৪৪
৯/১৭১ (৮৭৮৩) ৩২৪
৯/১৭১ (৮৭৮৪) (হবহু) ৩২৪
৯/১৭১ (৮৭৮৫) ৩২৪
৯/১৭৩ (৮৭৯০) (হবহু) ১৪০
৯/১৭৩ (৮৭৯২) (হবহু) ৬৫
৯/১৭৫–১৭৬ (৮৭৯৯) ১১৩
৯/১৭৬ (৮৮০০) ১১৩
৯/১৯৩ (৮৮৬০) (হবহু) ১৪০
৯/২০০ (৮৮৮৬) (হবহু) ৩২২
৯/২০১ (৮৮৯১) (হবহু) ২৬৬
৯/২০৭ (৮৯০৬) ১৪৬
৯/২২৮ (৮৯৮৭) (হবহু) ৩৪৪
৯/২২৯ (৮৯৯০) ৩৬৫
৯/২৫২ (৯০৭২) (হবহু) ২৫৭
১০/১০১ (১০০২৪) ৩৫৫
১০/১১৪ (১০০৫৯) ৩৫১
১০/১৭০ (১০২০৬) ৩৫১
১০/১৮৮–১৮৯ (১০২৯১) ১৭৩
১০/১৮৯ (১০২৯২) (হবহু) ২০৪
১০/২১১–২১২ (১০৩৫৭) (হবহু) ১৪৫
১০/২৫৫–২৫৬ (১০৪৮৩) ১৩৫
১০/২৬৬ (১০৫০১) (হবহু) ১৪১
১০/২৭১–২৭২ (১০৫৩১) ১৪৫
১০/২৮০ (১০৫৫০) (হবহু) ৪৮, ৩৪৭
১০/৩৩৮ (১০৮০৮) ৩৪৫
১০/৩৪৯ (১০৮৮০) (হবহু) ৩০৫
১০/৩৯৮ (১০৮৩৮) ৩০৫
১০/৪০৪–৪০৫ (১০৮২৪) ৪৫২
১০/৪১২–৪১৩ (১০৮৫৪) ১৬৫
১১/৫১ (১০৯৪৯) (হবহু) ১৫১
১১/৭০ (১১০৭৪) ৪০১
১১/১০০–১০৪ (১১১৮১) (হবহু) ৩৫৭
১১/১০৯ (১১১৯২) ৩৭২
১১/১০৮ (১১১৯৮) ২৫৭
১১/১৫৩ (১১৩০৬) ৪৫
১১/১৯৫ (১১৪৭৬) (হবহু) ৩৯৮
১১/২০০ (১১৪৮৭) ১৭০
১১/২১৮ (১১৫৪৬) ৩৫০
১১/২২৭ (১১৫৭১) ২৫১
১১/২২৭ (১১৫৭২) ২৫১
১১/৩৪৪ (১১৯৫৮) ২৪৪
১১/৩৭৪–৩৭৫ (১২০৪৯) (হবহু) ৩৩৪
১১/৪২৬ (১২২০৭) ২৫০
১১/৪২৬ (১২২০৮) ২৫০
১১/৪৩৫ (১২২৩৫) ৩৮১
১১/৪৫০–৪৫১ (১২২৭৯) ৩০০
১১/৪৫১ (১২২৮০) ৩০০
১২/১২৭ (১২৬৬৮) (হবহু) ২৫৪
১২/১৩৬–১৩৭ (১২৬১২) (হবহু) ১১৮
১২/১৬৭–১৬৮ (১২৭৮২) ৩১২
১২/১৭৪ (১২৮০০) ৩৭৪
১২/২১২ (১২৯২২) (হবহু) ১০৬
১২/২৪৩–২৪৪ (১৩০০৪) (হবহু) ৩৫৩
১২/২৭২ (১৩০৮৯) (হবহু) ৯৯
১২/২৭৭ (১৩১০৫) ২৯৬
১২/৩০৯ (১৩২০০) ৫১
১২/৩১৯ (১৩২৪১) (হবহু) ২৫০
১২/৩২২ (১৩২৪০) ২৯৬
১২/৩৪৬ (১৩৩০৪) ৩৮১
১২/৩৫৫ (১৩৩২৭) ৩১১
১২/৩৮৯ (১৩৪৩৭) ৩১১
১২/৪০৯ (১৩৫০৮) ২৫৭
১২/৪১০–৪১১ (১৩৫১৩) ২৯৮
১২/৪১১–৪১২ (১৩৫১৭) ২৯৮
১২/৪১২–৪১৩ (১৩৫২১) ২৯৮
১২/৪১২ (১৩৫১৮) ৫১
১২/৪১৭ (১৩৫৩৭) (হবহু) ১৫১
১২/৪৪০–৪৪১ (১৩৫৮১) ৯৯
১৩/১/৩৭ (৮১) (হবহু) ৩৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

১৩/১৪০ (১৩৮১৪) ১৯৬
১৩/২৩৩ (১৩৯১৮) (হবহু) ১৫৮
১৩/৪৯৯ (১৪৩৩৬) (হবহু) ৩১১
১৩/৪৮৫ (১৪৩৫৫) ২৮৫
১৩/৪৮৬ (১৪৩৫৬) ২৮৫
১৩/৫২৮ (১৪৪১৩) (হবহু) ২৬৮
১৩/৫৯৪ (১৪৫০৯) (হবহু) ১৮১
১৩/৬৫৮ (১৪৫৮৬) (হবহু) ১৮২
১৪/৬ (১৪৫৮৯) (হবহু) ৩৪৫
১৪/৭৩ (১৪৬৭৭) ১৩৫
১৪/৮৮ (১৪৭০১) (হবহু) ১১৩
১৪/৩০৮ (১৪৯৪৬) (হবহু) ৩৮৩
১৭/২৩ (৩২) (হবহু) ২২২
১৭/৪৭–৪৮ (১০১) ৩৪৩
১৭/৪৮ (১০৩) (হবহু) ১৫৮
১৭/৫০ (১০৭) (হবহু) ১৭১
১৭/১০৪ (২৫০) ৩৩৮
১৭/১২২–১২৩ (৩০৩) ২৬৫
১৭/১৪৬–১৪৭ (৩৭২) ২৩৫
১৭/২৪৬ (৬৮৭) ২৫১
১৭/২৮২ (৭৭৫) ৩২১
১৭/২৮২ (৭৭৬) (হবহু) ৩২১
১৭/২৮৫ (৭৮৬) (হবহু) ১৮৩
১৭/৩২৫–৩২৬ (৯৮০) (হবহু) ২০৪
১৭/৩৫৬ (৯৮১) ২০৪
১৮/১০০ (১৮০) (হবহু) ৩৩১
১৮/১২৪ (২৫৩) ১১৪
১৮/১৪০ (২৯৩, শেষাংশ) ৩৪৪
১৮/১৪০ (২৯৩) (হবহু) ৩৪২
১৮/১৭৮ (৪০৯) ১৩১
১৮/২২০ (৫৪৮) ৩৪০
১৮/২২০ (৫৪৯) (হবহু) ৩৪০
১৮/২২৬ (৫৬২) ২০১
১৮/২৪৩ (৬০৯) ২০১
১৮/৩০৫ (৭৮৪) ২৭০
১৮/৩০৫ (৭৮৫) ২৭০
১৮/৩০৬ (৭৮৮) ৩৫৬
১৮/৩০৬ (৭৮৯) ৩৫৬
১৮/৩০৬ (৭৯০) ৩৫৬
১৮/৩২১ (৮৩০) (হবহু) ১৮০
১৯/২০ (৩৭) (হবহু) ২০২
১৯/৩১–৩২ (৬৭) (হবহু) ৩৫০
১৯/৮২ (১৬৫) ১৮২
১৯/৮২ (১৬৬) ২৫০
১৯/২০৮ (৪৭০) (হবহু) ৩২১
১৯/২০৮ (৪৭১) ৩৩১
১৯/২০৯–২১০ (৪৭৩) ১১২
১৯/২১০ (৪৭৪) ১১২
১৯/২১০ (৪৭৫) ১১২
১৯/২১১ (৪৭৬) ১১২
১৯/২৪৯ (৫৬২) ২৪৫
১৯/৩১৯ (৭২৩) (হবহু) ১৭৫
১৯/৩৬৯–৩৭০ (৮৬৮) ৩২০
১৯/৩৮১ (৮৯৪) ১৪৫
১৯/৪৩৪ (১০৫২) (হবহু) ২০০
১৯/৪৪০–৪৪১ (১০৬৯) ১১২
২০/৮২ (১৫৬) (হবহু) ৩৪৮
২০/১৭২ (৩৬৭) ৩৩৫
২০/১৯১ (৪২৫) ১৫২
২০/১৯১ (৪২৬) ১৫২
২০/১৯৭ (৪৪৪) ১৩৪
২০/২৫৭ (৬০৬) (হবহু) ১৬২
২০/৩৩০ (৭৮২) (হবহু) ২৬৫
২০/৩৩৭ (৭৯৮) ১৩৫
২০/৩৪৯ (৮২০) ৩৩৭
২২/১৮৭ (৪৮৭) ১৩৬
২২/১৯২ (৫০১) ১৩৬
২২/৩১৩ (৭৯০) ৭১
২২/৩৪৮ (৮৭৩) ২২৬
২২/৪২৪–৪২৫ (১০৪৯) (হবহু) ১১১
২৩/৩১৭–৩১৮ (৭১৯) ২৬৬
২৩/৩১৮ (৭২০) ২৬৬
২৩/৩১৮ (৭২১) ২৬৬
২৩/৩১৯ (৭২৪) ২৬৭
২৩/৩২৯ (৭৫৫) ২৬৭
২৩/৩৯১ (৯৩২) (হবহু) ৩৪০
২৩/৪০৫ (৯৭২) (হবহু) ৩৩৮
২৪/৪৩২–৪৩৪ (১০৫৯) (হবহু) .. ৩১৪
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৭ ....৮৮
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৬৭ (হবহু) ১১২
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৭৩ (হবহু) ১১২
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৭৮ ....১৮৫
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১১২ ....৬২
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১২৭ (হবহু) ৫২
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১৩৯ ....৫১
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১৪০ ....৫২
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১৭৩ (হবহু) ৬৫
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ১৮৫ ....১৪৭
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ২০০, ২১০ (হবহু) ৫১
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ২০৫ ....৬৫
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ২২৩ (হবহু) ২০৮
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ২৪৪ ....৩০৫
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৬৩ (হবহু) ৩৮২
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র: মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৬৫ ....৩৮২
অনাবিষ্কৃত খণ্ড (সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৮৬) (হবহু) ৩৫১
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৩২ ....২৬১
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৪৯ (হবহু) ২৬৮
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৫৩ (হবহু) ৩২৮
অনাবিষ্কৃত খণ্ড, সূত্র মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৫৪ (হবহু) ৩২৮

১৬ (ক.) তাবারানি, আল-আহাদীসুত তিওয়াল

২০/২৯৪ (১১) ১২৩

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৬. তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন (মোট হাদীস সংখ্যা ৩৬৩৭)

৪/১৭৫ (৪০৫৫)	৩৩৭
৬২	২২৭
২৫৭	৩২০
৪২৮	৩২০
৫১১	২৫২
৬৫৫	৫০
৬৬৪	১১০
৬৭১	৫০
৮৫০	২৫৮
১০৭১	৩৮১
১১০৪	৯০
১১০৮	২৫৫
১৪৮৭	১৭০
১৭৬৫	২৮৯
১৮৯৪	২৮১
২২১৪	১৩৯

১৭. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা (মোট হাদীস সংখ্যা ১১৯৪৯)

১৪০	৩৬৬
৩১৫	১২২
৩১৬	২১১
৩২৫	১১০
৫৬১	১৩৪
১১৪২	১৩৪
২১৭৩	৩৩৭
২২২৬	২৪০
২২২৭	৬১
২২০৫	৩৭৬
২৩১৩	২৪০
২৩৬০	৬১
২৪১১	১২২
২৪১২	৫৮
২৪১৩	৫৬
২৪১৪	৫৬
২৪১৫	৫৬
৩২৭৩	৩০৩
৩৪১৪	১৭৩
৩৪১৫	১৭৩
৩৪১৭	৩৭৬
৩৪১৮	৩৭৬
৩৪১৯	৩৭৬
৩৪২১	৩৭৬
৩৪২৩	৩৭৬
৩৪২৭	১৭১
৩৪২৮	১৭১
৩৪২৯	১৭১
৩৪৩০	১৭১
৩৪৩১	১৭১
৩৫৬৮	৩৫৭
৩৫৬৯	৩৫৭
৩৫৭০	৩৫৭
৩৫৭১	৩৫৭
৩৫৭২	৩৫৭
৩৫৭৩	৩৫৭
৩৫৭৪	৩৫৭
৩৫৭৫	৩৫৭
৩২৭৬	৩৫৭
৩২৭৭	২২০
৩২৭৮	২২০
৩২৭৯	২২০
৩২৮০	২২০
৩২৮১	২২০
৩২৮২	২২০
৩২৮৩	২২০
৩২৮৪	২২০
৪০৮৫	২১৭
৪২৭৬	৩৭৬
৪২৮৪	৩৭৬
৪২৮৫	৩৭৬
৪২৮৬	৩৭৬
৪২৮৭	৩৭৬
৫১৪৯	৩৮৮
৫১৫০	৩৮৮
৫১৮২	১৩২
৫২০০	২৪২
৫২০১	২৪০
৫২১৯	২৪২
৫৮৫২	৪৪
৫৯২২	২০১
৫৯২৭	২৪২
৬০৪০	২৪২
৬৪৪৭	১৩৪
৬৬৯৯	২৪২
৬৭০০	২৪২
৭০৯০	৩৮৮
৭০৯১	৩৮৮
৭০৯২	৩৮৮
৭০৯৩	৩৮৮
৭২৫২	২০৯
৭০১৫	৩৮৮
৭৭২২	২০৬
৭৭২৩	২০৬
৭৭২৪	২০৬
৭৭২৫	২০৬
৭৭২৬	২০৬
৭৭২৭	২০৬
৭৭২৮	২০৬
৭৭৩৬	২০৬
৭৭৫৬	২১৪
৭৭৫৮	২১৪
৭৭৬২	২০৫
৭৭৬৩	২০৫
৭৭৬৫	২১৪
৭৭৭২	২২৭
৭৭৭৩	২২৭
৭৭৭৪	২২৭
৭৭৭৫	২২৭
৭৭৮৭	২০৯
৮১২০	১৬১
৮৩৩১	১৬৮
৮৪৩২	১৬৬
৮৪৩৩	১৬৬
৮৬৬৪	২৫৩
৮৬৮১	২৫৬
৮৭০০	২২৭
৮৭০১	১৬৩, ২২৭
৯১০৭	১৮৫
৯১২৪	২১৭
৯৮৫৯	২০০
১০০৭১	১৮৮
১০০৭৫	৫৩
১০২৩৬	৭৯
১০৪৩৫	৩৫২
১১১০৯	২৭২
১১১১০	২৭২
১১১৬৯	২৭১
১১১৯৭	২৫৭
১১২২১	৩১২
১১৩৩৩	১৬৯
১১৪২৫	৩৬৬
১১৫২৪	২৬৬
১১৫৮৫	৩৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১১৭৭৬ .... ৩১১
১১৭৭৯ .... ১৬৫
১১৭৮০ .... ১৬৫
১১৭৮১ .... ১৬৫
১১৭৮২ .... ১৬৫
১১৭৮৩ .... ১৬৫

১৮. রুয়ানি, মুসনাদুস সাহাবা (মোট হাদীস সংখ্যা ৩২৮)

৫১১ .... ১৫২

১৯. তায়ালিসি (মোট হাদীস সংখ্যা ২৮৯০)

৪/১০৬ (২৪৬৮) ১৬৫
৩০ .... ৩৬১
৫৬ .... ৩৭৮
১২৬ .... ৩৭৭
৩৭৬ .... ১৬৫
৪১৩ .... ২২৫
৬২৬ .... ২৫২
৭৮৩ .... ১৫২
৮২৫ .... ২৫২
৯২৬ .... ৩৭৭
১১৮৫ .... ৩২১
১২৭৪ .... ২৫৩
১৩২৭ .... ৩২১
১৩৮৭ .... ৭১
১৩৮৮ .... ৭১
২০৭৮ .... ৬৮
২১১৬ .... ১৫৭
২৩৮৮ .... ৩৭৮
২৪৪৯ .... ৫৬
২৬১৭ .... ১২৬

২১. আবদ ইবনু হুমাইদ, আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদ (মোট হাদীস সংখ্যা ১৫৯৪)

১৩৫ .... ৩৭৭
২১৫ .... ৩১৮
৩৮৯ .... ৩৬৮
৪৪৫ .... ১৩৭
৪৭২ .... ৮৪
৪৯৩ .... ২৬৫
৫৫৯ .... ৬২
৫৬৩ .... ২৫২
৫৬৯ .... ২২১
৭২৪ .... ২৬৬
৭২৫ .... ১৫২
৭৯০ .... ২৫৮
৯৬৮ .... ২২২
১০৩৮ .... ৪০০
১১৯৮ .... ৩৮৬
১৩২৮ .... ১৫৭
১৪২৪ .... ৩১১

২২. ইবনুল জারূদ, আল-মুনতাকা (মোট হাদীস সংখ্যা ১১৩১)

৫৫৫ .... ২৫২

২৩ (ক). তাবারি, তাফসীর

১১/৪১ .... ৩৩৭
১১/৪২ .... ৩৩৭
২০/৯২ .... ৩৩৭

২৩. তাবারি, তাহযীবুল আসার (মোট হাদীস সংখ্যা ৩৭০১)

২/৬০৫–৬৫২ (২৪/৮৯৯–৯৬৭) . ৩৮৯
২/৬৮১–৬৮২ (১০২৭) ৬৬

২৪. ইবনু খুযাইমা, সহীহ (মোট হাদীস সংখ্যা ৩০৭৯)

১১৭৯ .... ২৩৭
১৯৮৬ .... ৩০৩
২২১১ .... ১২০
২২৪৭ .... ৩৭৬
২২৭৫ .... ২৫০
২৩৩৫ .... ৩৮৬
২৩৪৬ .... ২৫০
২৩৪৮ (শেষাংশ) ২৫৩

২৫. আবু আওয়ানা, মুসনাদ (মোট হাদীস সংখ্যা ৮৭১৮)

৫ .... ১০৭
৯ .... ১০৭
২২ .... ৩৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১২ .... ৩৩৭
১৩ .... ৩৩৭
১৪ .... ১৩৫
১৫ .... ১৩৫
১৬ .... ১৩৫

২৭. তহাভি, শারহু মুশকিলিল আসার (মোট হাদীস সংখ্যা ৬১৭৯)

১/২৫২ (৫০২) ২৭০
২/১৬৯–১৭২ (৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১) ৪০১
২/২১৯–২২০ (৭৫০) ২৮২
২/২১৯ (৭৪৯) ২৮২
২/২২০ (৭৫১, ৭৫২) ২৮২
২/৩৩২ (৮৯৮) ৩৫৬
৩/২৬২ (১২৩৫) ২৩৭
৪/৭৩–৮০ (১৪৩৯, ১৪৪০, ১৪৪১, ১৪৪২, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৪৪৫, ১৪৪৬, ১৪৪৭) ২২৭
৪/১৩৪–১৩৮ (১৪৬৭, ১৪৬৮, ১৪৬৯, ১৪৭০, ১৪৭১) ২৩৬
৬/২৮৩–২৮৪ (২৮৮৪) ৩৩৭
৬/২৮৪ (২৮৮৫) ৩৩৭
৬/২৮৫ (২৮৮৬) ৩৩৭
৭/২০৮ (২৭৭৪) ১৩৫
৭/২০৯–২১০ (২৭৭৬) ১৩৫
৭/২০৯ (২৭৭৫) ১৩৫
৭/২১০ (২৭৭৭, ২৭৭৮) ১৩৫
৭/২১১ (২৭৮১) ১৩৫
৮/১৪০–১৪২ (৩১২৭, ৩১২৮, ৩১২৯) ২৫০
৮/২০৪ (৩২০৬) ১৫১
৮/২৭৭–২৭৯ (৩২০৪, ৩২০৫) ২০১
১০/১৬৯ (৩৯৯৯) ৩৩৮
১০/১৬৮ (৪০০০) ৮৮
১৫/৮৩ (৫৮৫২) ৩৭৬

২৮. ইবনু হিব্বান, সহীহ (মোট হাদীস সংখ্যা ৭৪৯১)

১/৩৫৯ (১৪৬) ৩৩৫
১/৩৬২ (১৫০) ৩৩৮
১/৩৭০–৩৭১ (১৫৩) ২৪০
১/৩৭৬–৩৭৭ (১৬০) ৬১
১/৪০১ (১৭৫) ১৭২
১/৪০২ (১৭৬) ৬২
১/৪০৫–৪০৬ (১৭৯) ১৬০
১/৪১৪ (১৮৩) ৩৮৯
১/৪২১ (১৯২) ১৩৫
১/৪২২–৪২৩ (১৯৪) ৩৮৩
১/৪২৮ (১৯৯) ৮৪
১/৪৩৪ (২০৪) ৮৩
১/৪৪৪–৪৪৫ (২১২) ৭৯
১/৪৪৯ (২১৬) ৩৭৬
১/৪৫০–৪৫১ (২১৭) ৩৭৬
১/৪৫৪–৪৫৫ (২২১) ৯৩
১/৪৭০ (২৩৪) ১৬৭
১/৪৭১ (২৩৫) ১৬৭
১/৪৭৩ (২৩৭) ১৬৭
১/৪৭৮ (২৪০) ২৩৮
১/৪৭৯–৪৮০ (২৪৪) ২৩৮
১/৪৮০–৪৮১ (২৪৫) ২৩৮
১/৪৮১ (২৪৬) ২৩৮
১/৪৮৬–৪৮৭ (২৫২) ৩৫০
১/৪৯০ (২৫৭) ২৭৬
২/৩৫ (৩২৮, প্রথম অংশ) ৩৮০
২/৬৩–৬৪ (৩২১) ২৩৭
২/১২১–১২২ (৩৯৬) ১১০
২/১৫৮–১৫৯ (৪১৫) ৩৭৭
২/১৫৯ (৪১৬) ৩৭৭
২/২৫৯ (৫০৬) ১৩৫
২/২৬৪ (৫১০) ১৩৫, ৩৮৫
২/২৭০–২৭৪ (৫১৬) ১৩৫
২/৩২০–৩২১ (৫৬১) ২৫২
২/৩৫১ (৫৭৯) ২৫২
২/৩৭২–৩৭৩ (৬০৮) ১৫১
২/৩৭৪–৩৭৫ (৬১০) ১৫২
২/৩৭৪ (৬০৯) ১৫১
২/৪১৭ (৭২১) ২৫২
২/৪১৮ (৭২২, প্রথম অংশ) (হুবহু) ২৪৩
৩/৪৭ (৭৭০) ২৫২
৩/৪৮ (৭৭১) ২৫২
৩/১১৪–১১৫ (৮৩৩) ২২৬
৩/২২১–২২২ (৯৪২) ৩১১
৩/২৬২–২৬৩ (৯৮২) ৩৩৭
৭/১৬৩–১৬৪ (২৯০৩) ৩০০
৭/১৬৪–১৬৫ (২৯০৪) ৩০০
৮/২২৩–২২৪ (৩৩৩৮) ১৭০
১০/২৬৫–২৬৬ (৪৪১৭) ৩৫০
১০/৪১১ (৪৫৪৫) ২২৮
১০/৪১২ (৪৫৪৬) ২২৮
১০/৪২২–৪২৩ (৪৫৫৯) (হুবহু) ৩৫৬
১০/৪৩৫–৪৩৬ (৪৫৭৫) ২২৭
১০/৪৩৫ (৪৫৭৪) ২২৭
১০/৪২৫–৪২৬ (৪৫৬৫) ৩৭০
১১/২০৩–২০৪ (৪৮৬২) ১৬৫
১১/২৭২–২৭৬ (৫১৭২) ৩৮৯
১২/২১২–২১৩ (৫৩৯০) ৩৩৩
১২/২১৩–২১৪ (৫৩৯১) ৩৩৩
১২/৪৮৬–৪৮৭ (৫৬৭২) ৩৮০
১২/৪৮৬ (৫৬৭১) ৩৮০
১৩/১১৩–১১৪ (৫৭৯৭) ২৪৬
১৪/৪২–৪৬ (৬১৭১) ২৪৫
১৪/১২৪–১২৬ (৬২৩৩) ৩৩৭
১৪/১৬৭ (৬২৭০) ৩৩৭
১৬/৫২১–৫২৩ (৭৪৮০) ৩৪১
১৬/৫২৮–৫২৯ (৭৪৮৪) ৬৮
১৬/৫৩৬ (৭৪৯১) ৩০৩
১৮/৩০৯ (৭৯৬) ১৬৬

২৯. হাকিম, আল-মুসতাদরাক (মোট হাদীস সংখ্যা ৮৮০৩)

১/৩ (৩) ১৫৭
১/৪ (৪) ৩৩৮
১/৬ (৯) ১০২
১/৮–৯ (১৭) (হুবহু) ১০২
১/১০–১১ (২৪) ১৩৬
১/১০ (২১) ১৩৬
১/১১ (২৫) ১৩৬
১/১২–১৩ (৩১) ১৩৬
১/১২ (২৯) ১৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১/১২ (৩০) ১৩৫
১/১৩–১৪ (৩২) ৬২
১/১৪ (৩৩) ৬২
১/১৪ (৩৪) ৬২
১/১৪ (৩৫) ৬২
১/১৯ (৪৯) ১১৩
১/২০–২১ (৫২) ৬২
১/২২ (৫৬) ৩৮৯
১/২২ (৫৮) (হুবহু) ১৩৩
১/৩২–৩৩ (৯০) ১৩৩
১/৩৩–৩৪ (৯৪) (হুবহু) ৩৮৫
১/৩৩ (৯২) ১৩৩
১/৪৩ (১২৮) ২৫০
১/৪৩ (১২৯) ২৫০
১/৪৩ (১৩০) ২৫০
১/৪৩ (১৩১) ২৫০
১/৪৪ (১৩২) ২৫০
১/৫২–৫৩ (১৭২) ১৪১
১/৫২ (১৭০) ১৪২
১/৫২ (১৭১) ১৪১
১/৫৪ (১৭৭) ৬২
১/৫৯ (১৯৭) ৩৩৬
১/৬০ (২০১) ৩৮১
১/৬১ (২০৩) ৩৮০
১/৬৪–৬৫ (২১৬) ৩০৭
১/৭২ (২৪২) ৮৩
১/১১৯ (৪১১) ৩৫৬
১/৩১২ (১১৭৬) ২০৭
১/৩৪০ (১২৫৯) ২১১
১/৩৪০ (১২৬০ (ক)) ২৭০
১/৩৮৬–৩৮৭ .... ১৭৩
১/৩৮৬–৩৮৭ (১৪২৭) ৩৭৬
১/৪০০ (১৫৬৮) ৩০৩
১/৫০১ (১৮৪৪) ৯৩
১/৫১১–৫১২ (১৮৮৫) ২২৬
১/৫১৭ (১৯০১) ১০৬
২/১৩ (২১৬৯) ২৫৩
২/১৩ (২১৭১) ৬২
২/৬১ (২৩৫৭) ১৬৮
২/৭৯–৮০ (২৪২১) ২১০
২/৮৭ (২৪৪২) ২৫০
২/১৪৪ (২৬০৭) (হুবহু) ২৭০
২/৩১৮ (৩২৪১) ২৭২
২/৪৪৫ (৩৬৬৪) ২০১
২/৪৪৬ (৩৬৬৬) ১৪৪
২/৪৪৭ (৩৬৭১) ৩৮৫
২/৪৬৯ (৩৭৪৭) ৩০৭
২/৪৮০ (৩৭৯০) ১৩৫
২/৪৯৬–৪৯৭ (৩৮৩৫) ৩০০
২/৬১৮–৬১৯ (৪২৩৪) ৯৩
৩/২৪৭ (৫০৭৯) ৩৭২
৩/৩৩৩ (৫৪৩১) ১৬১
৩/৪১৬ (৫৭৫৭) ৩৮৩
৩/৫৬৮ (৬৪১৮, শেষাংশ) ১৬১
৩/৬০০ (৬৬৪৬) ৮৪
৪/৯৯ (৭০৪৬) ২৫০
৪/১৬৪ (৭২৯৭) ১৬৫
৪/১৬৫ (৭২৯৯) ১৬৫
৪/১৬৮ (৭৩১২) ১৬৭
৪/২৫৬ (৭৬৫৭) (হুবহু) ৩১১
৪/২৬০ (৭৬৬৬) ৩৫৬
৪/২৮০ (৭৭৪৯) ২২২
৪/২৯৬ (৭৮০৮) ৩৩৫
৪/৩১৩ (৭৮৭২) ২৬১
৪/৩১৭ (৭৮৮৯, শেষ বাক্য) ২২৮
৪/৩৫০ (৮০২৭) ৩২৮
৪/৩৫১–৩৫২ (৮০৩৪) ৩৭২
৪/৩৫২–৩৫৩ (৮০৩৮) ১৭৫
৪/৩৫২ (৮০৩৭) ১৭৫
৪/৩৫৬ (৮০৫২) ৩৫৩
৪/৩৫৬ (৮০৫৩) ৩৫৩
৪/৩৮৪ (৮১৬১) ১১৩
৪/৫৮৭–৫৮৮ (৮৭৪৬) ৩৫৩
৪/৫৮৯ (৮৭৫০) (হুবহু) ৩৫৩
৪/৬০৬ (৮৭৯৩) ২২১

৩০. দারাকুতনি, সুনান (মোট হাদীস সংখ্যা ৪৮৩৬)

৩/৫৫–৫৬ (২০৫৮) ২৫০
৩/৫৬ (২০৫৯) ২৫০

৩১. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ (মোট হাদীস সংখ্যা ২১০৩৩)

৩/১১৭–১১৮ (৪৯৮৪, প্রথম অংশ) ২৫৩
৩/৩৮৭ (৬০৪৫) ৯৮
৪/৪৩–৪৪ (৬৯১৬) ৩৭৬
৫/২৯৮–২৯৯ (৯৬৭৬) ১৭৪
৫/২৯৯ (৯৬৭৭) ১৭৪
৭/৪১৪–৪১৫ (১৩৬৮০, শেষের অংশ) ৩৮৮, ৩৮৯
৭/৪১৫–৪১৬ (১৩৬৮৩) ৩৮৮
৭/৪১৫ (১৩৬৮১) ৩৮৮
৭/৪১৫ (১৩৬৮২) ৩৮৮
৭/৪১৬ (১৩৬৮৪) ৩৮৮
৭/৪১৬ (১৩৬৮৫) ৩৮৮
৭/৪১৬ (১৩৬৮৬) ৩৮৮
৭/৪১৭ (১৩৬৮৮) ৩৮৮
৯/৪৯–৫০ (১৬৩১০) ৩৭৭
৯/৫০ (১৬৩১১) ৩৭৮
৯/৫০ (১৬৩১৩) ৩৭৭
৯/৫১–৫২ (১৬৩১৮) ৩৭৮
৯/৫১ (১৬৩১৪) ৩৭৭
৯/৫১ (১৬৩১৫) ৩৭৬
৯/৫১ (১৬৩১৬) ৩৭৬
৯/৫১ (১৬৩১৭) ৩৭৮
৯/১৭৫ (১৬৮১৪) ১৩৫
১০/১৬০ (১৮৬৮৮) ২৩৫
১০/১৬৩ (১৮৬৮৯) ১৭২
১০/১৭২–১৭৩ (১৮৭১৮) ৩৭৬
১০/৩৮৬ (১৯৪০৯) ১৪৭
১০/৪১৬ (১৯৫৪৭) ৩৮০
১০/৪৫৪ (১৯৬৮৬) ১১০
১০/৪৫৯–৪৬০ (১৯৭০১) ৩৩৫
১১/৭ (১৯৭৪৬) ১৬৫
১১/১১৮ (২০০৮২) ১৪০
১১/১২৬ (২০১০৪) ৬২
১১/১২৭ (২০১০৭) ৫৯
১১/১২৯ (২০১১৪) ১০৭
১১/১৪২ (২০১৪৬) ১৩২
১১/১৯৯ (২০৩১৮) ১১৩
১১/২০১ (২০৩২৩) ১৫০
১১/২২১ (২০০৭৬) ২০২
১১/২৪৬ (২০৪৪৭) ২৫৩
১১/২৮৩ (২০৫৪৭) ১০৬
১১/২৮৫–২৮৬ (২০৫৫৪) ৯৮
১১/৪০৫ (২০৯৩৩) ৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩১ (ক). আবদুর রাযযাক, তাফসীর

১/২৮৮	৩৫৭

৩২. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ (মোট হাদীস সংখ্যা ৩৯০৯৮)

৩/১১৪ (৯৯২৪)	২৪০
৩/১২৬ (১০০১২)	২৪০
৩/১৪১–১৪২ (১০১৪৮)	১১৩
৪/২/৪০৪ (১৭৯৬০)	৩৮৮
৪/২/৪০৫ (১৭৯৬২)	৩৮৮
৫/৩০৯ (১৯৮০২)	৩৫২
৬/২৫০–২৫১ (২২৪০৫)	২৫২
৮/৩ (২৪০২৭)	৩৮৮
৮/৭ (২৪০২৮)	৩৮৮
৮/৩৩৮ (২৫৯২৭)	১০৫
৮/৪০৪ (২৬১১৭)	১৩০
৮/৫০৭ (২৬৬২৮)	৩৭৭
৯/৮৯–৯০ (২৭১১৩)	৩৭৯
৯/৮৯ (২৭১১০)	৩৭৯
৯/৮৯ (২৭১১১)	৩৮০
৯/৮৯ (২৭১১২)	৩৮১
১০/২৭৪ (২৯৯৮৪)	২৪০
১০/২৬৫ (৩০০৪৯)	২২৬
১০/৫২৯–৫৩০ (৩০৭৯৮)	১৫২
১১/১১ (৩০৯৫৬)	৩৮৯
১১/১৪ (৩০৯৬৭)	৩৮৮
১১/১৮ (৩০৯৭৪)	১০৫
১১/১৮ (৩০৯৭৫)	১৩৬
১১/৩০–৩১ (৩১০২৪)	৬৮
১১/৩২ (৩১০২৭)	৩৮৮
১১/৩২ (৩১০২৮)	৩৮৮
১১/৩৩ (৩১০২৯)	৩৮৮
১১/৩৩ (৩১০৩০)	৩৮৮
১১/৪১ (৩১০৫৯)	১৫২, ১৫৫
১১/৪১ (৩১০৬০)	১৫৫
১১/৪২–৪৩ (৩১০৬৪)	১৫৭
১১/৪৪ (৩১০৬৭)	১৫২
১১/৪৭–৪৮ (৩১০৮০)	১৫৭
১১/৪৮ (৩১০৮৩)	১৫৫
১১/৪৬১–৪৬২ (৩২০৫৮)	৩১২
১৩/২২৯ (৩৫৪৭৯)	১৫৫
১৪/১৪৬–১৪৭ (৩৭৯০১)	৩৭৭
১৪/৩০৭ (৩৭৭২৯)	৩৩৮
১৪/৫০৫ (৩৮১০৩)	১৮৮
১৫/১২২–১২৩ (৩৮৫৯০)	১৭৫
১৫/২৭৯ (৩৮৫৯১)	১৭৫

৩৩. ইবনু আবী শাইবা, আল-ঈমান (মোট হাদীস সংখ্যা ১৩৯)

৮০	১৮৬
৮১	১৮৬
৮২	১৫৬
১১০	১৫২
১৩৪	১৫৫

৩৪. ইবনু আবী আসিম, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী (মোট হাদীস সংখ্যা ৩১৭৫)

২/৪২ (৭২০)	৩৩৭
২/৪৩ (৭২১)	৩৩৭
২/১০৪–১০৫ (৮৫৪)	৮৫
২/২২৩ (১১২৪)	২৫৫
২/৩০০ (১০৬২)	১১১
২/৩১৭ (১১৯০)	২০৫
৪/৮০ (২০০৬)	৩৫৫
৪/৪২১ (২৪৭৪)	৩৫৩
৪/৪২২ (২৪৭৫)	৩৫৩

৩৫. কুদাঈ, মুসনাদুশ শিহাব (মোট হাদীস সংখ্যা ১৪৯৯)

১/৪৪ (১৭)	২২৭
১/৪৫ (১৮)	২২৭
১/৪৫–৪৬ (১৯)	২২৭
১/৫০–৫১ (২৭)	১৮১
১/১১১ (১৩৩)	২৪০
১/১২৪ (১৫৫)	১৫২
১/১২৪ (১৫৬)	১৫২
১/১২৬ (১৫৮)	১৫৪
১/১২৭ (১০২৯)	২৫২
১/১২৮ (১০৩০)	২৫২
১/১৪৬ (১৯৭)	২৫৬
১/১৮৬ (২৭৫)	২৪০
১/২১৪–২১৫ (৩২৫)	৩৪৮
১/২১৫ (৩২৬)	৩৪৮
১/২১২ (৩২৭)	৩৫৮
১/২৪৭ (৩৯৮)	২০৭
১/২৪৮–২৪৯ (৪০১)	৬২
১/২৪৮ (৪০০)	৬২
১/২৪৯–২৫০ (৪০৪, শেষ বাক্য)	৬২
১/২৪৯ (৪০২)	৬২
১/২৪৯ (৪০৩)	৬২
১/২৭০–২৭১ (৪৪০)	১২৭
১/২৮৮ (৪৭২)	১৮৩
১/৩৪৪ (৫৮৯)	১৮৩
১/৩৪৪ (৫৯০)	১৮৩
১/৩৪৫ (৫৯১)	১৮৩
১/৩৭৪ (৬৪৫)	২৪৩
১/৪৪৪–৪৪৫ (৭৬২)	২১০
২/৪৩ (৮৪৮)	৩৮৩
২/৪৩ (৮৪৯)	৩৮৩
২/৪৩ (৮৫০)	৩৮৩
২/৫০–৫১ (৮৬৩)	১৭৫
২/৬২–৬৩ (৮৮৭)	৩৩৪
২/৬৩ (৮৮৮)	১৫৭
২/৬৩ (৮৮৯)	১৫৭
২/৬৪ (৮৯০)	১০৬
২/৬৪ (৮৯১)	১০৬
২/১২৭ (১০২৮)	১৫৭
২/১৩৯ (১০৫৫)	৪০১
২/২১৯–২২০ (১২২৪)	২৫০
২/২২০ (১২২৫)	২৫০
২/২৮৭ (১৩৭৭)	৩৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২/২৮৮–২৮৯ (১৫৮০) ৭৭২
২/২৮৮ (১৫৭৮) ৭৭২
২/২৮৮ (১৫৭৯) ৭৭২
২/২৮৯–২৯০ (১৫৮২) ৭৭২
২/২৮৯ (১৫৮১) ৭৭২
৪৬৭ .... ১৬৫
৪৬৮ .... ১৬৫
৪৬৯ .... ১৬৫
৪৭০ .... ১৬৫

৩৬. বাইহাকি, আল-মাদখাল ইলাস সুনান (মোট হাদীস সংখ্যা ৮৬২)

৩১৪ .... ২৫০

৩৭. বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা (মোট হাদীস সংখ্যা ২১৮৪৪)

৩/১৭ (৪৭৯৯) ২২১
৩/১৮ (৪৮০৪) ২৩৭
৩/১৮ (৪৮০৫) ২৩৭
৩/১৮ (৪৮০৬) ২৩৬
৩/১৯ (৪৮০৭) ২৩৬
৩/৩৬৭ (৬৫৭৬) ২৬৫
৪/৯৫–৯৬ (৭০৫১) ১২১
৪/৯৬ (৭০৫২) ২৫০
৪/৯৭ (৭০৫৭) ৩৮৬
৪/৯৭ (৭০৫৮) ৩৮৬
৪/১০১ (৭০৭৯) ২৫০
৪/১০৪ (৭০৯৯) ৩৭৬
৪/১১৪ (৭৪৫২) ৩৭৬
৪/১২৭ (৭৫৩৬) ১১৩
৪/১৩৭ (৭৫৩৭) ১১৩
৪/১৩৭ (৭৫৩৮) ১১৩
৪/২১৬ (৮০৮৬) ৩০৩
৫/৬৮ (৯২৫১) ১৬৫
৫/২৬৪ (১০৪৯৮) ২৫৩
৫/২৬৪ (১০৪৯৯) ২৫৩
৫/৩৩৪ (১০৯১৮) ২৫৩
৫/৩৩৪ (১০৯১৯) ২৫৩
৫/৩৩৫ (১০৯২১) ২৫৩
৬/৭৮ (১১৫৩২) ১৮৮
৬/২৮৮ (১২৮১২) ২৫৬
৬/২৮৮ (১২৮১৩) ২৫৬
৬/২৮৮ (১২৮১৪) ২৫৬
৬/২৮৮ (১২৮১৫) ৩৮৬
৬/৩৩৬ (১৩০৬৩) ২২৫
৭/২ (১৩২৪১) ২৫০
৭/৩–৪ (১৩২৪৪) ১৭৩
৭/৩ (১৩২৪৪) ৩৭৬
৭/৪ (১৩২৪৫) ১৭৩, ৩৭৬
৭/৪ (১৩২৪৬) ১৭৩, ৩৭৬
৭/৪ (১৩২৪৭) ১৭৩
৭/৪ (১৩২৪৮) ১৭৩
৭/৭ (১৩২৫৬) ২৫০
৭/৮ (১৩২৬৪) ২৫০
৭/৩৮৮ (১৫০৬৩) ১৬৫
৭/৪০৩ (১৫৪২৪) ৩৭৭
৭/৪০৩ (১৫৪২৫) ৩৭৭
৮/১৬৩ (১৬৭৩৫) ২২৭
৮/১৬৪ (১৬৭৪১) ১৬৫
৮/১৭৬–১৭৭ (১৬৮০৯) ১৭৩, ৩৭৬
৮/১৭৬ (১৬৮০৮) ১৭৩, ৩৭৬
৮/১৭৭ (১৬৮১০) ১৭৩
৮/১৭৭ (১৬৮১১) ১৭৩
৮/১৭৭ (১৬৮১২) ১৭৩
৮/১৭৭ (১৬৮১৩) ১৭৩
৮/২০১ (১৭০৯৯) ৩৫৩
৮/২০১ (১৭১০০) ৩৫৩
৯/১৯ ১৭৮৪৮) ২৪৬
৯/১২৩ (১৮০০৮) ১১০
৯/১২৩ (১৮০০৯) ১১০
৯/১২৫ (১৮০২৩) ১৬৬
৯/১৫৩ (১৮২৬১) ৩৮২
৯/১৮২ (১৮৬৬৫) ৩৭৬
৯/২৩১ (১৮৮৮৪) ৩৮৬
১০/৫৭ (২০০০৮) ১৬৫
১০/৫৭ (২০০০৯) ১৬৫
১০/৫৭ (২০০১০) ১৬৫
১০/১৩৫ (২০৪৮৫) ২৬৬
১০/১৮৩–১৮৭ (২০৭৯১) ৩৮৬
১০/১৮৬ (২০৭৮৯) ৩৮৬
১০/১৮৬ (২০৭৯০) ৩৮৬
১০/১৯৩ (২০৮০১) ১৬৫
১০/১৯৫ (২০৮৪৬) ২৫০
১০/১৯৭ (২০৮৬৫) ১৬৬
১০/১৯৭ (২০৮৬৬) ১৬৬
১০/২৩৩ (২১১১১) ১৬৫
১০/২৪৩ (২১১৮০) ১৬৫

৩৮. হুমাইদি, মুসনাদ (মোট হাদীস সংখ্যা ১৩৩৭)

২/১১৪ (৫৮৫) ১৬৫
২/১৫৯ (৬৩৮) ১৬২
২/১৮৮ (৬৭৮) ২৪৬
২/১৯৯–২০০ (৬৯৩) ২৫৮
২/২০১ (৬৯৪) ২৫৮
২/২৯১ (৭৮৮) ২৫২
২/৩১৩–৩১৪ (৮১২) ২২৮
২/৩১৪ (৮১৩) ২২৮
২/৩৬৪–৩৬৫ (৮৫৯) ২২৭
২/৩৬৫ (৮৬০) ২২৭
২/৪৬৮–৪৬৯ (৯৪৩) ২৬২
২/৪৭৩ (৯৪৭) ২৬২
৩/১২৬ (১১২৮) ৩৮৮
৩/১৭৮–১৭৯ (১১৮৩) ৩৮০

৩৯. দাইলামি, মুসনাদুল ফিরদাউস (মোট হাদীস সংখ্যা ৯০৫৬)

২/৮৭ (২৪৬৬) ৩৩
৪/৫৮ (৬১৪৯) ২৪৪
৪/৯৪ (৬২৯৪) ১৪৪
৪/১০৫ (৬৩৩১) ১৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪০. জিয়াউদ্দীন মাকদিসি, আল-আহাদীসুল মুখতারা (মোট হাদীস সংখ্যা ৫৪৩১)

১/২৯৩–২৯৪ (১৫১) ৩১৮
৯/২০০ (২২১৯) ২৫২
৯/৪০২–৪০৩ (৪২৪) ৩৮৩
১২/২৫২–২৫৩ (২৫৬) ৩৩৩
১২/২৫৩ (২৫৭) ৩৩৩
১২/২৫৩ (২৫৮) ৩৩৩
১২/২৫৪ (২৫৯) ৩৩৩
১২/২৫৪ (২৬০) ৩৩৩

৪১. ইবনুল মুবারক, কিতাবুয যুহদ (মোট হাদীস সংখ্যা ২০৬৩)

২০৪ .... ২২৬
৩৬৮ .... ১৬৫
৩৭২ .... ১৬৫
৬৭৭ .... ১৬৭
৬৭৯ .... ২৫০
৮২৮ .... ১৫৩

৪২. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ (মোট হাদীস সংখ্যা ১৩২২)

১০২ .... ১৬৫
২৮৭ .... ২২১
৩১২ .... ১৬৫
৩৩২ .... ১৬৫
৩৬০ .... ২৫৮
৪১৮ .... ২৫০
৫৪৯ .... ৩৮১
৫৫২ .... ৩৮০
৫৯০ .... ৩৮৩
৬০২ .... ১৫২
১০১৪ .... ১৫১

৪৩. নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলা (মোট হাদীস সংখ্যা ১১৪১)

৩৯ .... ৩৭৫
১৬৭ .... ২২৬
৩১২ .... ১৮৮
৪৭৫ .... ৭১
৬৬২ .... ৩৬৫
৬৭২ .... ৩৬৫
১০৯৮–১১০২ .... ৮০
১১১০ .... ৯০
১১১১ .... ৯০
১১২৪ .... ৭১
১১২৫ .... ৭১
১১২৬ .... ৭১
১১২৭ .... ৭১
১১৩২ .... ৯০
১১৪০ .... ৯০

৪৪. ইবনু মানদাহ, কিতাবুল ঈমান (মোট হাদীস সংখ্যা ১০৮৯)

২৪ .... ৩৭৬
৩৭ .... ৩৩৭
৩৮ .... ৩৩৭
৩৯ .... ৩৩৭
১১৬ .... ২৫০
১১৭ .... ২৫০
১৩৭ .... ১৩৭
১৩৮ .... ১৩৭
১৩৯ .... ১৩৭
১৭৪ .... ১৫২
১৭৫ .... ১৫২
১৮৭ .... ২৫৮
১৮৮ .... ২৫৮
১৮৯ .... ২৫৮
১১০ .... ২৫৮
২১৩ .... ২৫০
২১৪ .... ২৫০
২১৫ .... ৩৭৬
২১৬ .... ৩৭৬
২৮৪ .... ১৬০
২৮৫ .... ১৬০
২৮৬ .... ১৬০
২৮৭ .... ১৬০
২৯৪ .... ১৬৭
২৯৫ .... ১৬৭
২৯৬ .... ১৬৭
২৯৭ .... ১৬৭
২৯৮ .... ১৬৫
২৯৯ .... ১৬৫
৩০০ .... ১৬৫
৩০১ .... ১৬৫
৩০৩ .... ১৬৫
৭৬২ .... ৩৩৭
৮৬৮ .... ৬৮
৮৬৯ .... ৬৮
৮৭০ .... ৬৮
৮৭১ .... ৬৮
৮৭২ .... ৬৮
১০৮৭ (শেষ বাক্য) ৬২
১০৮৮ .... ৬২
১০৮৯ .... ৬২

৪৫. ইবনু খুযাইমা, কিতাবুত তাওহীদ (মোট হাদীস সংখ্যা ৬২০)

১/২৪৪–২৪৫ .... ৩১৮
১/৩১২–৩১৫ (৩৭) ৬৯
২/৪৮৪–৪৮৫ (২৭৬) ৩৩৭
২/৪৮৫ (২৭৭) ৩৩৭
২/৭০০ (৪৪২) ৬৮
২/৭০০ (৪৪৬) ৬৮
২/৭০১ (৪৪৭) ৬৮
২/৭০২ (৪৪৭) ৬৮
২/৭৭৪ (৫০০) ৮৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

২/৭৯৪ (৫১৯) ৮৫
২/৮০৩-৮০৪ (৫২৭) ৮৮
২/৮১৪ (৫৩৬) ৭৯
২/৮২২ (৫৪২) ১১৮

৪৬. ইবনু আবী আসিম, কিতাবুস সুন্নাহ (মোট হাদীস সংখ্যা ১৫৫৯)

৮৯ .... ৩৫৬
৯৫ .... ২৩৭
৯৬ .... ২৩৭
৯৭ .... ২৩৭
১১৪ .... ১৬৬
১১৫ .... ১৬৬
১২৩ .... ৪৪
২৪৬ .... ১৩৩
৪৩৩ .... ৩০৬
৪৩৬ .... ৩০৭
৪৪০ .... ৩০৬
৫৭৪ .... ৩১৮
৬৩৮ .... ৩৩১
৬৩৯ .... ৩৯১
৬৫০ .... ৩১৮
৭৮১ .... ২২৬
৭৮৮ .... ৩১৬
৮৪৯ .... ৬৮
৮৫০ .... ৬৮
৮৫১ .... ৬৮
৮৫২ .... ৬৮
৯৭১ .... ৩৬৮

৪৭. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান (মোট হাদীস সংখ্যা ১১২৬৯)

১/৪১ (৮) ৩৮৪
১/৪৫-৪৬ (১৩) ১৫২
১/৪৬ (১৪) ১৫২
১/৪৭-৪৮ (১৬) ১৫৮
১/৫৭-৫৮ (২৩) ১২০
১/৬৩ (৩০, শেষাংশ) ১৪৪
১/৬৩-৬৪ (৩১, প্রথমাংশ) ১৪৪
১/৭৮ (৫৯) ১৫৭
১/১০৯ (৯৭) ৯৮
১/১০৯-১১০ (৯৮) ৯৮
১/১১০ (৯৯) ৯৮
১/১৩৬ (১২০) ৩৯৩
১/১৭৪ (১৫২) ১৮১
১/১৭৪ (১৫৩) ১৮১
১/১৭৫ (১৫৪) ১৮১
১/১৭৫-১৭৬ (১৫৫) ২২৫
১/৩৬৪ (৪০৪) ৭৯
১/৪২৫-৪২৬ (৬০৭) ৩৮৫
১/৪৭১ (৭৪৫) ৩৫৮
১/৪৭৯ (৭৬৭) ২৪৫
১/৪৭৯ (৭৬৮) ২৪৫
২/১৯১ (১৫১০) ১৬৮
২/২৪৫ (১৬০৬) ৩০০
৩/২১৮-২১৯ (৩৫৮৯, মাঝখানের অংশবিশেষ) ৩৬০
৩/৪০১ (৩৮৮২) ২০৭
৩/৪০১ (৩৮৮৩) ২০৭
৩/৪০১ (৩৮৮৪) ২০৭
৩/৪০২ (৩৮৮৫) ২০৬
৩/৪০২ (৩৮৮৬) ২০৬
৪/৭৮ (৪৪৫৪) ৩৮৬
৪/২০৭ (৪৮০৯) ১৬৬
৪/২০৭ (৪৮১০) ১৬৬
৪/২০৭ (৪৮১১) ১৬৬
৪/২৩৫ (৪৯১২) ১৬৫
৪/২৯৩ (৫১৪৯) ১৩৫
৪/২৯৩ (৫১৫০) ১৩৫
৪/৩২৩ (৫২৬৫) ২২৭
৪/৩২২ (৫৩৬৪) ৩৮৯
৪/৩৫৪ (৫৩৭৩) ৩৮৩
৪/৩৯৫-৩৯৬ (৫৫২৪) ৩৮৫
৫/৫০ (৫৭৪০) ২৪০
৫/৫০ (৫৭৪১) ২৪০
৫/৫১ (৫৭৪২) ২৪০
৫/৩৩৩ (৬৮৩১) ৩৯২
৫/৩৬৭ (৬৯১৮, দ্বিতীয় অংশ) ৩৯২
৫/৩৭১-৩৭২ (৬৯৯৩) ৬২
৫/৩৭১ (৬৯৮৯) ৬২
৫/৩৭১ (৬৯৯০) ৬২
৫/৩৭১ (৬৯৯১) ৬২
৫/৩৭১ (৬৯৯২) ৬২
৫/৪৪২-৪৪৩ (৭২৫২) ৩৫৮
৬/৯৪ (৭৫৮৫) ২২৪
৬/৯৪ (৭৫৮৬) ২২৪
৬/১৩৩-১৩৪ (৭৭০৮) ১৪১
৬/১৩৩ (৭৭০৬) ১৪২
৬/১৩৩ (৭৭০৭) ১৪১
৬/১৩৪ (৭৭০৯) ১৪১
৬/১৩৪ (৭৭১০) ১৪১
৬/১৪০ (৭৭২৫) ১৪০
৬/১৪০ (৭৭২৬) ১৪০
৬/১৪০ (৭৭২৭) ১৪০
৬/১৬৫ (৭৭৯৭) ৩৯৬
৬/২০২ (৭৯৮৩) ১৪৬
৬/২৬৯ (৮১১৫) ২৫০
৬/২৭০ (৮১১৬) ২৫০
৬/২৭০ (৮১১৭) ২৫০
৬/২৮৩ (৮১৬৭) ৩৮১
৬/২৯১-২৯২ (৮১৯৯) ৩৮৩
৬/৩৬৫ (৮৫৪৭) ২২২
৬/৩৬৬-৩৬৭ (৮৫৫০) ২২৩
৬/৩৬৬ (৮৫৪৮) ২২৩
৬/৩৬৬ (৮৫৪৯) ২২৩
৬/৩৬৭ (৮৫৫১) ২২২
৬/৪৮৯ (৯০১২) ১১৩
৬/৪৯০ (৯০১৪) ১১৩
৬/৪৯১-৪৯২ (৯০২০) ১৫৭
৬/৪৯১ (৯০১৮) ১৫৭
৬/৪৯২ (৯০২১) ১৫০
৭/৬৮ (৯৫০৯) ১৫৫
৭/৬৯-৭০ (৯৫১১) ১৫২
৭/৬৯ (৯৫১০) ১৫৫
৭/৭০ (৯৫১২) ১৫৭
৭/৭৪ (৯৫৩০) ১৬৫
৭/৭৫ (৯৫৩২) ১৬৫
৭/৭৫ (৯৫৩৩) ১৬৫
৭/৮৯ (৯৫৮২) ১৬৫
৭/৮৯ (৯৫৮৩) ১৬৫
৭/৮৯ (৯৫৮৪) ১৬৫
৭/৯২-৯৩ (৯৫৯৩) ১১৮
৭/৯৩ (৯৫৯৪) ১১৮
৭/১২২ (৯৭১১) ১৬৫
৭/৩৬৩ (১০৫৯১) ১৩৭
৭/৩৬৩ (১০৫৯২) ১৩৭
৭/৪৯৯ (১১১২৩) ১৬৫
৭/৪৯৯ (১১১২৪) ৭৮

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭/৫৫১–৫৫২ (১১১৫২) ১১২
৭/৫৫২ (১১১৫৫) ১১২
৭/৫৫৩ (১১১৫৪) ১১৭
৭/৫১৮ (১১১৮৬) ১০৫

৪৮. তহাভি, মুশকিলুল আসার

১/৩২২–৩২৩ .... ২৮২
২/৮৬ .... ২৩৭
২/১৮৯ .... ২২৭
৩/৫০ .... ১১০
৪/২০২ .... ২৮০
৪/২৩৭–২৩৮ .... ১৮১
১১৭১ .... ২৮৩

৪৯. বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ

১/১৯১–১৯২ .... ৩৮১
২/৩৪২–৩৪৩ .... ৩৩৭
২/৩৪৩ .... ৩৩৭
২/৩৪৪ .... ৩৩৭
২/৩৪৪–৩৪৫ .... ৩৩৭
২/৩৫৫–৩৫৭ .... ২৮৯
২/৩৬৩–৩৬৪ .... ৩১২
২/৩৬৮–৩৬৯ .... ২১৫
২/৩৮৯ .... ৩০০
২/৩৯৭–৪০৩ .... ২৮৬
৫/১১৩, ১১৪ .... ২৩১
৬/১২১ .... ১৫
৬/২৮৬ .... ২৮১

৫০. ইবনু হাযম আনদালুসি, আল-মুহাল্লা বিল-আসার

১/২৪–২৫ .... ২১৫
৫/২৩২ .... ১১৩
১১/১১৯–১২০ .... ৩৮৯

৫১. ইবনু আবদিল বার, আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিনাল আসানীদ

৯/১১৫ .... ১০৫
১০/১৫০ .... ২৬৫
১০/১৬৪ .... ২৬৫
১১/২৬৬ .... ১৮২
১৮/১১৬ .... ৩৯২

৫২. রামাহুরমুযি, আমসালুল হাদীস (মোট হাদীস সংখ্যা ১৩৪)

৩ (দ্বিতীয় অংশ) ২৮২
৪ .... ২৮৩

৫৩. আবুশ শাইখ, কিতাবুল আমসাল ফিল হাদীসিন নববি (মোট হাদীস সংখ্যা ৩৭৩)

৪০ (প্রথম অংশ) ২৮৩
১২১ .... ২৮২
২৬০ .... ২৮২

৫৪. ইবনু হাজার আসকালানি, আল-মাতালিবুল আলিয়া

২/৩৮৮ (২৫৪১) ১৪৮
৩/৪৫ (২৮০৭) ২১৫
৩/৫৭ (২৮৪১) ২০৫
৩/৪৮ (২৮৪২) ৮০
৩/৫২ (২৮২৪) ৩৪০
৩/৫৬ (২৮৬৪) ২২২
৩/৬৩ (২৮৮৫) ১৪১
৩/৬৬ (২৮৯১) ২৮০
৩/৯৫ (২৯৭৭) ১০০
৩/১০০ (২৯৯৪) ৩১১
৩/১৫১ (৩১২২) ১২৪
৩/১৮৯ (৩২১৫) ৩৮২
৩/২১১ (৩২৮৪) ২২৭
৩/২১২ (৩২৮৫) ২২৭
৩/২৬৭ (৩৪৪৯) ৩৯৫
৪/৩০৪ (৪২০৭) ২৬৫

৫৫. বূসীরি, ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা

১/৫৭ (১) ৬৫
১/৫৯–৫৮ (২) ৬৫
১/৪৯ (৫) ১৮
১/৫৩–৫৪ (১২) ১৮
১/৫৫–৫৬ (১৭) ১৮
১/৭০ (৪১) ১৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[illegible] ১/১১৪ (১৩০) ১৮৩
[illegible] ১/১২১–১২২ (১৪৪) ২৩৭
[illegible] ১/১২১ (১৪৩) ২৩৭
[illegible] ১/১২২ (১৪৫) ২৩৭
[illegible] ১/১২৮ (১৫৩) ৩১১
[illegible] ১/১২৮ (১৫৪) ৩১১
[illegible] ১/১৭১ (২২৯) ৩১৮
[illegible] ১/১৭১ (২৩০) ৩১৮
[illegible] ১/২৩৩ (৩৫৭) ৩১৬
[illegible] ১/২৩৩ (৩৫৮) ৩১৬
[illegible] ৮/২১ (৭৫৪১) ৩১৬
[illegible] ৮/৪৪৪ (৮৩৫৬) ৩১৮

ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবুস সাম্‌ত

[illegible] ৪০ .... ১৬৫
[illegible] ৫৫৭ .... ১৬৫
[illegible] ৫৫৯ .... ১৬৫

ইবনু আবিদ দুনইয়া, মাকারিমুল আখলাক

[illegible] ৩২৩ .... ১৬৫
[illegible] ৩২৪ .... ১৬৫

ওয়াহিদি, আসবাবুন নুযুল

[illegible] ৫৩০ .... ৩৩৭
[illegible] ৬৬১ .... ৩৩৭
[illegible] ৬৬২ .... ৩৩৭

খারাইতি, মাকারিমুল আখলাক

[illegible] ৯৯ .... ১৬৫
[illegible] ১৩৮ .... ১৬৫

তাবারানি, মাকারিমুল আখলাক

[illegible] ২১১–২৩৫ .... ১৬৫

বাইহাকি, আল-আদাব

[illegible] ৭৬ .... ১৬৫

মারওয়াযি, তা'যীমু কদরিস সলাত

[illegible] ৫ .... ৩৭৬

হান্নাদ ইবনুস সারি, কিতাবুয যুহদ

[illegible] ১০৫০ .... ১৬৫
[illegible] ১০৫১ .... ১৬৫
[illegible] ১১০৫ .... ১৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রিজাল-গ্রন্থাবলির যেসব হাদীস অনুবাদ করা হলো

আবু নুআইম ইসপাহানি, আখবারু আসবাহান

[illegible]	২/২৪৩	২৫৩

আবু নুআইম ইসপাহানি, হিলইয়াতুল আউলিয়া

[illegible]	১/২৭	১৫৭
[illegible]	১/১৪১	১৫৭
[illegible]	১/২২৬	৭৯, ১৮৩
[illegible]	১/২৪২	১০৮
[illegible]	১/২৭৬	২০৪
[illegible]	২/৭	৩০৫
[illegible]	২/২৩৪	৫২
[illegible]	২/২৮৮	১৫৭
[illegible]	২/২৯৬	৮৩
[illegible]	২/৩০০	৩৩০
[illegible]	২/৩৩৩	১৬২
[illegible]	২/৩৪৩	৩৫৮
[illegible]	২/৩৫৭	৩১১
[illegible]	৩/৫৯–৬০	১৫১
[illegible]	৩/৬০	১৫১
[illegible]	৩/১১০	২৫০
[illegible]	৩/১৫৮	৩১৮
[illegible]	৩/১৬৪	৩৮১
[illegible]	৩/২১৯	৩৫৮
[illegible]	৩/২৫৫	২৩৫
[illegible]	৩/২৭৭	৩১১
[illegible]	৩/৩০৭	৩১১
[illegible]	৩/৩১৮	৩১৪
[illegible]	৩/৩২২	৩৮১
[illegible]	৩/৩৩৯	৩৮১
[illegible]	৪/১২৩	২৬৮
[illegible]	৪/১৬৫	৩৮৫
[illegible]	৪/১৭৭	১৫৫
[illegible]	৪/২০৩	৩৭২
[illegible]	৪/২৩৫	১০৫
[illegible]	৪/২৬৯–২৭০	২৬২
[illegible]	৪/২৭০	৩৭৩
[illegible]	৪/২৯৭	১৪৩
[illegible]	৪/৩৩৬	২৬২
[illegible]	৪/৩৮৫	২৫৪
[illegible]	৫/৩৪	১৪৪
[illegible]	৫/৪৬	১৮, ৩৬৮
[illegible]	৫/৫৮	১০৫
[illegible]	৫/১০৫	২৬২
[illegible]	৫/১৬২–১৬৩	৩৯০
[illegible]	৫/১৬৬	৫২
[illegible]	৫/১৭৬	১৪৬
[illegible]	৫/২১৭–২১৮	৬২
[illegible]	৬/৬৬–৬৭ (হবহু)	৩১৪
[illegible]	৬/১৮২	১১৪
[illegible]	৬/২০৫–২০৬	২১০
[illegible]	৬/২৪২	২২৭
[illegible]	৬/২৫৬	৩৮৬
[illegible]	৬/২৮৬	৭৯
[illegible]	৬/২৯১	৩৮২
[illegible]	৬/৩৫২	১৪২, ২৪৩
[illegible]	৭/১২৫	১১০
[illegible]	৭/১৪২	২২৭
[illegible]	৭/২০৪	১৫৭
[illegible]	৭/২৩৮	৬৫
[illegible]	৮/১২৯	২৫০
[illegible]	৮/১৭৫	২২৬
[illegible]	৮/২৫৭	৩৮১
[illegible]	৮/২৬৪	২৪৩
[illegible]	৮/৩৭৯ (হবহু)	৩৫৩
[illegible]	৮/৩৯০	১১৫
[illegible]	৯/৩৪	২৫০
[illegible]	৯/২৪৮–২৪৯	৩৮১
[illegible]	৯/৩০৬	৩৫৮

ইবনু আদি, আল-কামিল ফী দুআফা-ইর রিজাল

[illegible]	১/৪৪, ৪/১৬৩০	১৪৬
[illegible]	২/৫০৪	২৫৮
[illegible]	২/৫০৯	২৫৮
[illegible]	২/৬৬১	১৫১
[illegible]	২/৮২১	১১৮
[illegible]	৪/১৩৫৬	১৪
[illegible]	৪/১৩৯২	৩২৬
[illegible]	৪/১৫৫৮	১৮
[illegible]	৪/১৬০৪	৩১২
[illegible]	৫/১৮৮২	৩৫৮
[illegible]	৬/২২০০–২২০১	৩৫১
[illegible]	৬/২২২১	৩৮৬
[illegible]	৬/২২২৪	২৬৬
[illegible]	৬/২৩৩০	২৩৮
[illegible]	৭/২৫৫৬	৩১৩
[illegible]	৭/২৬১৮	১৬৩
[illegible]	৭/২৭০৭	৩১১
[illegible]	৭/২৭২১	১৮১

ইবনু আবদিল বার, আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব,

[illegible]	৩/৫৯–৬০	১১৭
[illegible]	৪/১৪৪–১৪৫	১২৩
[illegible]	৫/৮৫	১৮৭
[illegible]	১১/৩১৯	১৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনু আসাকির, তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক

- ৮/১১২ .... ২২৫
- ১০/৫০৮–৫০৯ (২৫৭২, ২৫৭৩) ২১৩
- ১৪/৪২ .... ১৩৬
- ২৯/১৩২–১৩৩ (৫৯৯৫) ৩৮৩
- ২৯/১৩২ (৫৯৯৪) ৩৮৩
- ৪৩/৮ (৯০৭২) ১১১
- ৪৬/৩৩৮ .... ১২৩
- ৫২/৩১৯ .... ৩৮৩
- ৫৬/২০৯ .... ১৮৭
- ৫৯/৭ .... ২৩৮
- ৬৫/৩৭৩–৩৭৪ (১৩৩০৬) ১১৩
- ৬৬/২২৭ (১৩৩৭৭) ২৩৮
- ৬৭/৩৫১ .... ১৮৩

ইবনু কানি, মুজামুস সাহাবা

- ৩/১৪৫–১৪৬ .... ১০৭

ইবনুল আসীর, উসদুল গবাহ্‌

- ১/১১৪ .... ১০৭
- ১/২৩৩ .... ২১৩
- ১/৩৬০–৩৬১ .... ১১৮
- ২/৪৮ .... ১১৭
- ২/১৩১ .... ২৫৩
- ২/২৭৪ .... ৫১
- ২/৩২৭ .... ৬৭
- ২/৩৪৭ .... ১১৩
- ২/৪৩৪ .... ৩৬৮
- ২/৫২৫ .... ১৮৭
- ৩/১৪ .... ১১২
- ৩/১৭৪ (২৮১৪) ৩০৬
- ৩/৩৩৫–৩৩৬ .... ২৬৫
- ৩/৪৯০ .... ৩০৫
- ৩/৫২৬–৫২৭ .... ২৬৫
- ৩/৫৪৩ .... ২২৩
- ৪/৩০ .... ২০৫
- ৪/১৩৬ .... ১১২
- ৪/১৩৮ .... ৩১৫
- ৪/২৫১–২৫২ .... ১২৮
- ৪/২৯৭ .... ১৭৯
- ৪/৩২১–৩২২ .... ৯৮
- ৪/৩৫০ .... ১৮০
- ৫/৮ .... ১১২
- ৫/১৯ .... ১৭৬
- ৫/১০৯ .... ২০৫
- ৫/২৮৫ .... ৩৬৮
- ৬/১২৪ .... ২২৬
- ৬/১৬৩ .... ১৭৬
- ৬/১৬৯ .... ৭৯
- ৬/২৩১ .... ৯৩
- ৬/৩৪৭ .... ১১২
- ৭/১৫৯ .... ২৬৩

ইবনু সাদ, আত-তবাকাতুল কুবরা

- ১/১২২ .... ৩৩৭
- ৪/২/৬৪ .... ১১৩
- ৭/১/৫১ .... ১১২
- ৭/৪২১ .... ১১১

ইবনু হাজার আসকালানি, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা

- ২/২৮০ .... ১১৭
- ৩/১৩১–১৩২ .... ১১২
- ৪/১৪২ .... ১১৩
- ৪/২০৫ .... ৩৬৮
- ৪/২৮৩ .... ৮৫
- ৫/৭৮–৭৯ .... ১৮৭
- ৫/৩২৪–৩২৫ .... ৯৯
- ৬/১৪৩ .... ২৬৫
- ৬/২২৬ .... ১১২
- ৬/৩৬৯ .... ২২৩
- ৭/৬৬ .... ১১২
- ৭/৬৮ .... ৩১৫
- ৭/১৯০ .... ৯৮
- ৭/২৮৮ .... ১৭৯
- ৯/৩৩ .... ১৭৬
- ৯/৬৯ .... ১৭৯
- ৯/১২৮ .... ২৬৫
- ১১/১৯৭ .... ৭৯
- ১১/১৯৯ .... ১৭৬

উকাইলি, কিতাবুদ দুআফা আল-কাবীর

- ২/২২৮ .... ১১৩
- ২/২৫৫–২৫৩ .... ২৬৩
- ২/৫২০ .... ১১৩
- ৩/৪৫ .... ৩৫৬
- ৩/১৫২ (১১৩৮) ৩১৬
- ৩/৪০৯ .... ১০৫
- ৩/৪৪৭ .... ৩৫৮
- ৪/৩২৫ .... ১৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ

[illegible]	১/১৯৫	৪১০
[illegible]	২/১৪২	৩৮৬
[illegible]	২/১৯৯	১৫৭
[illegible]	২/২২০	৪৫০
[illegible]	২/৩৪৭	৩৭৮
[illegible]	২/৩৮৭	৪৫০
[illegible]	৩/১৪৪	৩৭৬
[illegible]	৩/৩৫২	১৮৭
[illegible]	৪/৪৫	১৮১
[illegible]	৪/৩০৮, ৯/১১২	১৮১
[illegible]	৫/২২৩	৩৮৯
[illegible]	৫/৩০৯	১০৫
[illegible]	৬/৩৮৯	৪৫০
[illegible]	৮/৯১	২৩৭
[illegible]	৮/৪০৭ (প্রথমাংশ)	৩৭০
[illegible]	৯/৩৮	৪৫০
[illegible]	৯/৭০	৪৮২
[illegible]	১০/৯৫	১৫৫
[illegible]	১০/১৯৫	৫১৮
[illegible]	১০/৪৫৯	৪৮১
[illegible]	১১/৩০৮	১১৮
[illegible]	১৩/৪৪	৩৭০
[illegible]	১৩/২২৬	১৫৫
[illegible]	১৪/২০৭	২২৭

বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর

[illegible]	১/১৫ (৫)	৯৪৫
[illegible]	১/২১৪ (৬৭৩)	৩৮০
[illegible]	১/২২৮	১৮১
[illegible]	১/২৯২ (৯৩৯)	৩৩৯
[illegible]	২/১০	২২৭
[illegible]	৩/১৪৩ (৪৮৬)	৩৭৯
[illegible]	৪/৪৬	১১৩
[illegible]	৪/৭১	৩৯৮
[illegible]	৪/৭২	৩৫১
[illegible]	৪/৭২–৭৩	৩৫১
[illegible]	৪/৭৩	৩৫১
[illegible]	৪/৯৭ (২০৯০)	২৩৭
[illegible]	৪/১৩৬	৩৩৯
[illegible]	৪/৩১১	১৭৮
[illegible]	৪/৩১৩ (২৯৫৭)	৩৮৫
[illegible]	৫/৩১–৩২ (৫৪)	১১৬
[illegible]	৫/১৩৭	২৬৬
[illegible]	৫/২৬৪	১৪৪
[illegible]	৬/৪৬০, ৪৬১	২২৭
[illegible]	৭/২২–২৩ (মওয)	২৫১
[illegible]	৭/৩০–৩১ (১৩৫)	২০৫
[illegible]	৭/১৯১	২০২
[illegible]	৮/৬৫	৭১
[illegible]	৮/২৫২	৩৭২
[illegible]	৮/৩৮৫–৩৮৬	২৫৯
[illegible]	৯/৬৩	১৮০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংকলন-গ্রন্থাবলির যেসব হাদীস অনুবাদ করা হলো

আলি মুত্তাকী হিন্দি, কানযুল উম্মাল

১/২৫ (৮) ৬৫
১/২৭ (১৯) ৬৭
১/২৭ (২০) ৬২
১/২৮ (২৩) ৩৭৫
১/৩০ (৩২) ২২৪
১/৩০ (৩৩) ৫১
১/৩২ (৩৯) ৪৮
১/৩৩ (৪৩) ২২৫
১/৩৩ (৪৪) ৬৭
১/৩৪ (৪৭) ১১৭
১/৩৫ (৫৫) ২২৫
১/৩৭ (৬৫) ৫০
১/৩৭ (৬৮) ৩৩
১/৩৯ (৭৯) ২২৫
১/৩৯ (৮০) ২২২
১/৩৯ (৮২) ২২২
১/৩৯ (৮৩) ২২৫
১/৪০ (৮৮, ৮৯) ১৪৭
১/৪১ (৯৩) ১৬০
১/৪১ (৯৫) ১৬৭
১/৪১ (৯৮) ১৩৫
১/৪২ (৯৯, ১০০) ১৩৫
১/৪২ (১০২) ১৩৬
১/৪৭–৪৮ (১০১) ৮৮
১/৪৯ (১০৭) ৯৩
১/৪৯ (১০৮) ৯৩
১/৫২ (১৩০) ৯৮
১/৫৪ (১৩৩) ৩৩১
১/৫৯ (১৯৪) ৯৮
১/৫৯ (১৯৬) ৮৯
১/৬১ (২০৫) ৮৯
১/৬১ (২০৭) ৭০
১/৬৩–৬৪ (২২৭) ৯৮
১/৬৪ (২৩১) ৮৮
১/৬৪ (২৩২) ৮৪
১/৬৬ (২৪৪) ২৩৮
১/৬৮ (২৬০) ১৫৮
১/৭২ (২৮১) ৩৫১
১/৭৩ (২৮৯, ২৯০) ২২১
১/৭৬ (৩০১) ৮২
১/৭৭ (৩০৮) ১৬২
১/৮০ (৩২৫) ৩৭২
১/৮১ (৩২৮) ৩৬২
১/৮১ (৩২৯) ৩৭২
১/৮১ (৩৩১) ৩৬২
১/৮১ (৩৩২) ৩৬৮
১/৮২ (৩৩৮) ১১৭
১/৮৩ (৩৪১) ৩৭২
১/৮৩ (৩৪৩) ৩৬০
১/৮৩ (৩৪৫) ৩৭০
১/৮৪ (৩৫১) ৪০০
১/৮৪ (৩৫২) ৩৬০
১/৮৭–৮৯ (৩৭০–৩৭৯) ১৭৩
১/৯১ (৩৮৯) ১০০
১/৯৩ (৪০৫) ১৭৫
১/৯৬ (৪২৬) ১১৩
১/৯৭ (৪৩০) ১১০
১/১৪৩ (৬৯৬) ১৭৫
১/১৪৪ (৭০০) ৬২
১/১৪৫ (৭০৬) ৩৩০
১/১৪৫ (৭১২) ১৮১
১/১৪৫ (৭১৩) ১৮০
১/১৪৬ (৭২২) ২৩৬
১/১৪৭ (২০০২) ৩৮৫
১/১৫০–১৫১ (৭৪৯) ১৩৪
১/১৫০ (৭৪৮) ১৩৪
১/১৬০ (৮০০) ১৩৯
১/১৬১ (৮০৬) ৬২
১/১৬৪ (৮১৭) ১৮১
১/১৬৫ (৮২৪) ১৩৬
১/১৬৬ (৭২৯) ১৪৯
১/১৬৬ (৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪) ১৪৬
১/১৬৭ (৮৩৫, ৮৩৬) ১৪৬
১/১৬৭ (৮৩৭) ২৩৮
১/১৬৭ (১০৩৯, ১০৪০) ৬৫
১/১৬৮ (৮৪৩) ২৩৬
১/১৬৯ (৮৫১) ২৩৬
১/১৬৯ (৮৫৫) ২৩৬
১/১৭১ (৮৬৭) ২২৭
১/১৭১ (৮১৫) ২৩৬
১/২১৫ (১০৭৮) ১০১
১/২৩৬ (১১৮৪) ৩২০
১/২৩৭ (১১৮৭) ৩২৪
১/২৪৪ (১২২৬) ২২৪
১/২৪৯ (১২৫৭, ১২৫৮) ৩২৫
১/২৫০ (১২৬০) ৩১৬
১/২৫৭ (১২৮৯) ৩২৮
১/২৫৭ (১২৯০) ৩২৮
১/২৬৬ (১৩০৫) ১৬২
১/২৭৭ (১৩৭০) ১০০
১/২৭৯ (১৩৭৫) ১১৬, ৩৭২
১/২৮০ (১৩৭৯) ১১২
১/২৮৭ (১৩৯২) ১২৪
১/২৯০ (১৪০৪) ১৮
১/২৯০ (১৪০৫) ৩১৬
১/২৯১ (১৪০৬) ১৮
১/২৯১ (১৪০৭) ৮৭
১/২৯২ (১৪১০) ১৮
১/৩০৮ (১৪৫৮) ২২৫
১/৪০০ (১৭১০) ৩১৬
১/৪১৮ (১৭৭৮) ১৮
১/৫৬২ (১০১৩) ৩১৮
২/৬৭ (৩১৪৯) ১০৫
৩/১২ (৫১৭৯) ১৪৩
৩/১২ (৫১৮৩) ১৪৮
৩/১৫ (৫২০২) ১৪৮
৩/২৩ (৫২৫৯) ৫২
৩/৩১ (৫৩০৫) ২৩৭
৩/৩৮ (৫৩৫২, ৫৩৫৩) ২৩০
৩/৪২ (৫৩৭৫) ২৩০
৩/৪২ (৫৩৭৭, ৫৩৭৮, ৫৩৭৯) ২৩৩
৩/৪৬ (৫৩৯৮) ২৩৮
৩/৪৮ (৫৪১২) ২৩৭
৩/৫১ (৫৪২৯) ২৩০
৩/৬৩ (৫৫০০) ৩৮৩
৩/৬৪ (৫৫০১) ৩৮৩
৩/৬৪ (৫৫০৩) ৩৮৭
৩/১০৮ (৫৭০৭) ৩২৫
৩/১২১ (৫৭৫৫) ১২৩
৩/১২১ (৫৭৫৯) ১২৩
৩/১২১ (৫৭৭৩) ১২২
৩/১২২ (৫৭৬৩, ৫৭৬৪) ১২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩/১২৩ (৫৭৮২) ১৩২
৩/২৮৩ (৬০৭১) ২২৬
৩/৩৩৫ (৬৮১০) ১৩৯
৩/৩৪৯ (৬৮৬৩) ১৪৫
৩/৩৭৫ (৬৯১৮) ১৪৪
৩/৪১২ (৭১১৮, ৭১১৭) ২২৭
৩/৪১২ (৭১১৯) ২২৬
৩/৪১৯ (৭২০৭) ২০৪
৩/৪০৭ (৭৩০১) ১৪৪
৩/৪০৭ (৭৩০২) ১৪৪
৩/৪৭৯ (৭৫১৩) ৩৮২
৩/৫২৭ (৭৭৪৬) ৩৮১
৩/৫৩৩ (৭৭৬৯) ৩৮১
৩/৫৩৪ (৭৭৭২) ৩৮৩
৩/৫৩৪ (৭৭৭৫) ৩৮১
৩/৫৩৪ (৭৭৭৬, ৭৭৭৭) ৩৮০
৩/৫৩৭ (৭৭৯০) ২০৮
৩/৫৪১–৫৪২ (৭৮০৯) ৩৫৫
৩/৫৪১ (৭৮০৩) ৩৫৫
৩/৫৪১ (৭৮০৫) ৩৫৯
৩/৫৪৩ (৭৮১১) ৩৫৯
৩/৫৪৬ (৭৮২৭) ৩২০
৩/৬২৪ (৮২২৯) ১৪৬
৩/৬৩৫ (৮২৭০) ৯৯
৩/৬৪৪–৬৪৫ (৮৩১২) ৪০১
৩/৬৪৬ (৮৩১৭) ১৪৬
৩/৭৩০ (৮৫৯৬) ১০৬
৩/৮৩২ (৮৮৮৫) ৩৪৪
৩/৮৩২ (৮৮৮৬) ৩৪২
৪/৩০৬ (১০৬২৯) ১৮০
৪/৩২৫ (১০৭২৭) ২৭০
৫/৭১২ (৮৫৪০) ৬৪
৬/৪১ (১৫১৭৩) ৩২৬
৬/১৩৬ (১৫১৫৩) ৩২৬
৬/১৩৬ (১৫১৫৪, ১৫১৫৫) ৩২৮
৬/১৩৮ (১৫১৬৩) ২৯৫
৬/১৪৮–১৪৯ (৫১৯০) ৩২৪
৬/১৯১ (১৫৩০১) ৩৭৬
৬/১৯৪ (১৫৩১৬) ৩৭৮
৬/১৯৫ (১৫৩১৯) ৩৭৬
৬/৩৭৯ (১৬১৪৩, মাকখানের অংশবিশেষ) ৩৬০
৬/৪৫১ (১৬৪১৫, ১৬৪১৬) ৩৩৮
৭/৯৪ (১৮১২৭) ২৩০
৭/২০২ (১৮৯৮৮) ৩৭০
৭/৩৮৪ (১৯৪০৯) ৩৩০
৮/৪৫২–৪৫৩ (২০৬২১, মাকখানের অংশবিশেষ) ৩৬০
৮/৪৮১ (২০৭২৬) ১২১
৯/১০ (২৪৬৭৯) ১৫৭
৯/১০ (৩৪৬৭৭) ১৫০
৯/৪৪ (২৪৮৫২) ২৯৯
৯/৫৬ (২৪৯২৫) ৩৮৫
৯/৬৬ (২৪৯৭২) ২৯৫
১০/৩২৪ (২৯৬২৭) ৩৯১
১০/৩৩৩ (২৯৬৮৭) ১৩৪
১০/৩৬৩ (২৯৮২৬) ৩৯০
১০/৩৬৭ (২৯৮৩৯) ২৪৫
১০/৩৬৮–৩৬৯ (২৯৮৪৫) ৩০৫
১০/৩৬৯ (২৯৮৪৬, ২৯৮৪৭) ৩১৬
১০/৩৭১ (২৯৮৫২) ৩১৮
১০/৪৭৭ (৩০১৪৭) ৭১
১১/১০৪ (৩০৮০৬) ১৩৯
১১/২৭০ (৩১৪৯১) ২৬৭
১১/৩৯০ (৩১৮৪১) ৩৩১
১১/৩৯৬–৩৯৭ (১৩১৫১) ৩১৫
১১/৩৯৬–৩৯৭ (৩১৮৫১) ৩০০
১১/৩৯৯–৪০০ .... ২৯৮
১১/৩৯৯ (৩১৮৫৯) ৩০৫
১১/৪৮৮ (৩২০০৩) ৩৫৩
১১/৪৮৯ (৩২০০৫) ৩৫৩
১১/৬২০ (৩৩০১১) ৩০৬
১২/৪১ (৩৩৯০৭) ১৬১
১২/৪৪ (৩৩৯২৫) ১৬২
১২/৮২ (৩৪০৮৯) ৩০৫
১২/৮৩ (৩৪০৯৬) ৩০৫
১২/১৫১ (৩৪৪৩৬) ৩৩৮
১২/১৯১ (৩৪৬১৬) ২৩৬
১২/১৯২ (৩৪৬১৯) ১৮২
১২/৪১০ (৩৫৪৫২) ২৮৩
১৩/৩২৭ (৩৬৯২৬) ২১০
১৩/৩৫১–৩৫৪ (৩৬৯৮৮, ৩৬৯৮৯, ৩৬৯৯০, ৩৬৯৯১) ১৫৭
১৪/৫৫ (৩৭৮৬৭) ৩৩৮
১৪/৩৯১ (৩৮৯৪০) ১৪৫
১৪/৩৮১ (৩৯০১৮) ৩২০
১৪/৪৪৮ (৩৯২১০) ৩১৬
১৪/৪৮৮ (৩৯২০৯) ৩৩৯
১৫/২৫–২৬ (৩৯৯১৩) ৩৫১
১৫/১৬৪–১৬৫ (৪০৪১৮) ৩০০
১৫/৬১২ (৩৭৫৮৫) ২০৮
১৫/৭৮৮ (৪৩১২০) ২০৫
১৫/৭৯৯ (৪৩১৭২) ১০৬
১৫/৮০৯ (৪৩২১৭) ১৪৮
১৫/৮১১ (৪৩২২৫) ৬৬
১৫/৮১২ (৪৩২২৯) ১৪৭
১৫/৮২৮ (৪৩২৯০) ১২১
১৫/৮৩৯–৮৪০ (৪৩৩৩৭) ৩৫০
১৫/৮৬০ (৪৩৪২২) ১১৩
১৫/৮৬২ (৪৩৪৩১) ৩৮৫
১৫/৮৭৮ (৪৩৪৮৮) ১০৫
১৫/৮৮৬–৮৮৭ (৪৩৫১০, ৪৩৫১১, ৪৩৫১২) ২২৬
১৫/৮৮৭ (৪৩৫১৩) ৫২
১৫/৮৮৮ (৪৩৫১৫) ১১৮
১৫/৮৯৪–৮৯৫ (৪৩৫৩৭) ১১৮
১৫/৯৪৩ (৪৩৬২৩) ১১২
১৬/৫ (৪৩৬৮৩) ২৪৪
১৬/১৯ (৪৩৭৫৩) ১৪৯
১৬/২৩ (৪৩৭৬৮) ৩৯২
১৬/৩৩ (৪৩৭৯৯, ৪৩৮০০) ৩৫৬
১৬/৩৫ (৪৩৮২৪) ৩৮২
১৬/৪৩ (৪৩৮৫২) ৩৫০
১৬/৪৫ (৪৩৮৬৬) ৩২৮
১৬/৬০ (৪৩৯৩৭) ৩৮২
১৬/৭৯ (৪৪০০৭) ৩৮২
১৬/৯১ (৫৪২) ৩৫৩
১৬/৯১ (৫৪৪) ৩৫৩
১৬/৯৪ (৪৪০৪৮) ৩৪৮
১৬/৯৮ (৪৪০৫৬) ৩২৭
১৬/৪০০ (৪৫১০৩) ৩৮২
১৬/৪০১ (৪৫১০৭) ৩৮৬

ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল

১ .... ৪১
২ .... ৪৪
৩ .... ৪৮
৪ (১ম বর্ণনা) ৫৬
৪ (২য় বর্ণনা) ৫৮
৫ .... ৬০
৬ .... ৫৩
৭ .... ১১২
৮ .... ১৫২
৯ .... ১৫৩
১০ .... ১৫৫
১১ .... ১৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১২ .... ১৩৫
১৩ .... ১৩৫
১৪ .... ১৪০
১৫ .... ১১১
১৬ .... ৬১
১৭ .... ৩১১
১৮ .... ১৭৩
১৯ .... ৭৭
২০ .... ১৫৭
২১ .... ১৬০
২২ .... ১৬০
২৩ .... ১৬৭
২৪ .... ১৫০
২৫ .... ১৫০
২৬ .... ১৬৫
২৭ .... ১৬৫
২৮ .... ১৬৫
২৯ .... ১৬৫
৩০ .... ১৬৫
৩১ .... ১৬৬
৩২ .... ১৬৬
৩৩ .... ৩৬৫
৩৪ .... ৩৬৫
৩৫ .... ১৭২
৩৬ .... ১৭২
৩৭ .... ১৭২
৩৮ .... ১৭৩
৩৯ .... ১৭২
৪০ .... ১৭২
৪১ .... ২৬৫
৪২ .... ১৭২
৪৩ .... ২০৯
৪৪ .... ২০৬
৪৫ .... ২১১
৪৬ .... ২৩৫
৪৭ .... ২০৫
৪৮ .... ২১২
৪৯ .... ২১৫
৫০ .... ২১৫
৫১ .... ২১৩
৫২ (১ম বর্ণনা) ২১৭
৫২ (২য় বর্ণনা) ২১৭
৫৩ .... ২২০
৫৪ .... ২২০
৫৫ .... ২২০, ২২১
৫৬ .... ৪০
৫৭ .... ২৫৩
৫৮ .... ২৫৩
৫৯ .... ২৫৩
৬০ .... ২৭১
৬১ .... ২৭১
৬২ .... ৪০১
৬৩ .... ৪০১
৬৪ .... ২২১

নাসিরুদ্দীন আলবানি, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা

৭৩ .... ১৫৭
৫৪১ .... ৩৮০
৮৮১ .... ২২১
১০৪৬ .... ১১১
১১৩২ .... ৯৮

নূরুদ্দীন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ

১/১৪ (১) ৯৮
১/১৫ (২) ৯৮
১/১৫ (৩) ৮০
১/১৫ (৪) ৮৭
১/১৫ (৫) ৮৩
১/১৫–১৬ (৬) ৮৪
১/১৬ (৭) ৮৮
১/১৬ (৮) ৭৯
১/১৬ (৯) ৩৭২
১/১৬ (১০) ৯৪
১/১৬–১৭ (১১) ৮৮
১/১৭ (১২) ৪০০
১/১৭ (১৩) ৯৮
১/১৭ (১৪) ৬০
১/১৭ (১৫) ৮৮
১/১৭ (১৬) ৮৯
১/১৭–১৮ (১৭) ৩৭২
১/১৮ (১৮) ৮৯
১/১৮ (১৯) ৮৮
১/১৮–১৯ (২০) ৯৩
১/১৮ (২০) ৯০
১/১৮ (২১) ৩৩৮
১/১৮ (২২) ৭৯
১/১৯–২০ (২৮) ৯৩
১/১৯ (২৪) ৩৬২
১/১৯ (২৫) ১১৫
১/১৯ (২৬) ৩৬০
১/১৯ (২৭) ৩৭২
১/২০–২১ (২৯) ৭৯
১/২১–২২ (৩৫) ৮২
১/২১ (৩০, ৩১) ৩৬০
১/২১ (৩২) ২৫০
১/২১ (৩৩) ৩৭২
১/২১ (৩৪) ৭০
১/২২–২৩ (৩৮) ৩৬১
১/২২ (৩৬) ১১৫
১/২২ (৩৭) ৩৬০
১/২৩–২৪ (৪২) ১০৫
১/২৩ (৩৯) ৩৭০
১/২৩ (৪০) ৩৬০
১/২৩ (৪১) ১০৫
১/২৪–২৫ (৪৭) ১৭৩
১/২৪ (৪৩) ৯১
১/২৪ (৪৪, ৪৫, ৪৬) ২৬৫
১/২৫–২৬ (৫৫) ১৭২
১/২৫ (৪৮, ৪৯, ৫০) ১৭৩
১/২৫ (৫১) ২০৪
১/২৫ (৫২, ৫৩, ৫৪) ১৭৩
১/২৬–২৭ (৬০) ২০৪
১/২৬ (৫৬) ৯৮
১/২৬ (৫৭) ৯৯
১/২৬ (৫৮) ১৭২
১/২৬ (৫৯) ২০৩
১/২৭–২৮ (৬৩) ২০২
১/২৭ (৬১) ১১৮
১/২৭ (৬২) ২০১
১/২৮–২৯ (৬৮) ১৭৬
১/২৮ (৬৪) ১১৩
১/২৮ (৬৫, ৬৬) ১৭৩
১/২৮ (৬৭) ১১২
১/২৯–৩০ (৭০) ১৭৮
১/২৯ (৬৯) ১৭৬
১/৩০–৩১ (৭৩) ১১২
১/৩০ (৭১) ১১৬
১/৩০ (৭২ .... ১৮০
১/৩১–৩২ (৭৭) ১৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১/৩১ (৭৪) ১৮৫
১/৩১ (৭৫) ১৮৩
১/৩১ (৭৬) ১৮৭
১/৩২–৩৩ (৮৩) ৩৯৮
১/৩২ (৭৮) ১৮৫
১/৩২ (৭৯) ১৮৬
১/৩২ (৮০) ৩৭০
১/৩২ (৮১) ৯৮, ৩৯৬
১/৩২ (৮২) ৩৯৮
১/৩৩–৩৪ (৮৬) ৩৯৫
১/৩৩ (৮৪ (প্রথমাংশ)) ৩৯৫
১/৩৩ (৮৪ (শেষাংশ)) ৩৯৬
১/৩৩ (৮৫) ৯৮
১/৩৪–৩৫ (৯০) ৩৯৫
১/৩৪ (৮৭) ৩৯৩
১/৩৪ (৮৮) ৩৯৫, ৩৯৮
১/৩৪ (৮৯) ৩৯৫
১/৩৪ (৯০) ৩৯৬
১/৩৪ (৯১, ৯২) ৩৯৫
১/৩৫ (৯৪) ৩৯৭
১/৩৫ (৯৫) ৩৯৭
১/৩৫ (৯৬) ১৫৮
১/৩৫ (৯৭) ২২২
১/৩৬–৩৭ (১০৪) ৭৭
১/৩৬ (৯৮) ২২২
১/৩৬ (৯৯) ২২৩
১/৩৬ (১০০) ২২৩
১/৩৬ (১০১) ২২২
১/৩৬ (১০২) ২২৩
১/৩৬ (১০৩) ২২৩
১/৩৭–৩৮ (১০৯) ২২৫
১/৩৭ (১০৫) ২২৪
১/৩৭ (১০৬, ১০৭, ১০৮) ১১৩
১/৩৮–৩৯ (১১৩) ৪৪, ৪৮
১/৩৮ (১১০, ১১১) ২২৫
১/৩৮ (১১২) ৬২
১/৩৯–৪০ (১১৪) ৪৮
১/৪০–৪১ (১১৬) ৪৪
১/৪০ (১১৫) ৫৮
১/৪১–৪২ (১১৭) ৩৭২
১/৪২–৪৩ (১২১) ৪৪
১/৪২ (১১৮) ২১০
১/৪২ (১১৯) ২১০
১/৪২ (১২০) ৮১
১/৪৩–৪৪ (১২৪) ১১২
১/৪৩ (১২২, ১২৩) ১১২
১/৪৪–৪৫ (১২৬) ১১২
১/৪৪ (১২৫) ৩৬৪
১/৪৫–৪৬ (১৩২) ১১৮
১/৪৫ (১২৭) ৫২
১/৪৫ (১২৮) ১১৩
১/৪৫ (১২৯) ১১৩
১/৪৫ (১৩০) ১১৭
১/৪৫ (১৩১) ১১৭
১/৪৬–৪৭ (১৩৭) ১১১
১/৪৬ (১৩৩) ১১৮
১/৪৬ (১৩৪) ১১৮
১/৪৬ (১৩৫) ১২০
১/৪৬ (১৩৬) ১২০
১/৪৭–৪৮ (১৪১) ৩৭৫
১/৪৭ (১৩৮) ৫১
১/৪৭ (১৩৯) ৫১
১/৪৭ (১৪০) ৫২
১/৪৮–৪৯ (১৪৪) ২২৫
১/৪৮ (১৪২) ১১২
১/৪৮ (১৪৩) ৩৪৩
১/৪৯–৫০ (১৪৮) ১৫৯
১/৪৯ (১৪৫) ৮৯
১/৪৯ (১৪৬) ২২৮
১/৪৯ (১৪৭) ৩৭০
১/৫০ (১৪৯) ১০৬
১/৫০ (১৫০, ১৫১) ১০৪
১/৫১–৫২ (১৫৭) ১৪৫
১/৫১ (১৫২, ১৫৩) ১০৫
১/৫১ (১৫৪) ১০৬
১/৫১ (১৫৫, ১৫৬) ১৪৫
১/৫২–৫৩ (১৬২) ১০৬
১/৫২ (১৫৮) ১৪৪
১/৫২ (১৫৯) ৩৯৮
১/৫২ (১৬০) ৩৯১
১/৫২ (১৬১) ৩৭
১/৫৩–৫৪ (১৬৭) ১০৯, ৩৯১
১/৫৩ (১৬৩) ৬৫
১/৫৩ (১৬৪) ৬৭
১/৫৩ (১৬৫) ৩৮৫
১/৫৩ (১৬৬) ৩৮৪
১/৫৪–৫৫ (১৭২) ৫৫
১/৫৪ (১৬৮) ১২৬
১/৫৪ (১৬৯, ১৭০, ১৭১) ১০৪
১/৫৫ (১৭৩) ৬৫
১/৫৫ (১৭৪) ৬৫
১/৫৫ (১৭৫) ১২৮
১/৫৫ (১৭৬) ১২৭
১/৫৫ (১৭৭) ১৪০
১/৫৫ (১৭৮) ১১৫
১/৫৬ (১৭৯) ১২৭
১/৫৬ (১৮০) ১২৬
১/৫৬ (১৮০, ১৮১, ১৮২) ১০৪
১/৫৬ (১৮৩) ৬৫
১/৫৬ (১৮৪) ১৪৭
১/৫৭ (১৮৫) ১৪৭
১/৫৭ (১৮৬) ১৪৮
১/৫৭ (১৮৭) ৩৮৫
১/৫৭ (১৮৮) ৩৮৭
১/৫৭ (১৮৯) ১৪৫
১/৫৭ (১৯০, ১৯১) ১৩৭
১/৫৮–৫৯ (১৯৮) ৬৩
১/৫৮ (১৯২) ১৩৩
১/৫৮ (১৯৩) ১৩৫
১/৫৮ (১৯৪) ১৪৮
১/৫৮ (১৯৫) ১৪৮
১/৫৮ (১৯৬) ১৪৮
১/৫৮ (১৯৭) ১৪৩
১/৫৯–৬০ (২০৩) ৬৫
১/৫৯ (১৯৯) ১২৫
১/৫৯ (২০০) ৪৩
১/৫৯ (২০১) ৩৭০
১/৫৯ (২০২) ৬৫
১/৬০–৬১ (২১১) ১২৫
১/৬০ (২০৪) ২১১
১/৬০ (২০৫) ৬৫
১/৬০ (২০৬, ২০৭) ২১১
১/৬০ (২০৮) ৫০
১/৬০ (২০৯) ২০০
১/৬০ (২১০) ৪৩
১/৬১–৬২ (২১৬) ২০৫
১/৬১ (২১২) ১৫২
১/৬১ (২১৩) ২০৪
১/৬১ (২১৪) ২০০
১/৬১ (২১৫) ২০০
১/৬২–৬৩ (২২২) ২০৮
১/৬২ (২১৭, ২১৮) ২০৬
১/৬২ (২১৯) ২০৭
১/৬২ (২২০) ২০৮
১/৬২ (২২১) ২০৭
১/৬৩–৬৪ (২২৭) ১০৬
১/৬৩ (২২৩) ২০৮
১/৬৩ (২২৪) ২০৫
১/৬৩ (২২৫) ২০৫
১/৬৩ (২২৬) ২০৮
১/৬৪–৬৫ (২৩০) ৩১২
১/৬৪ (২২৮) ১০৬
১/৬৪ (২২৯) ৬৬
১/৬৫–৬৬ (২৩২) ১১৫
১/৬৫ (২৩১) ৩০০
১/৬৬–৬৭ (২৩৫) ১১৭
১/৬৬ (২৩৩) ১১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১/৬৬ (২৩৪) ৩১৬
১/৬৭–৭২ (২৩৬) ২৮৬
১/৭৩–৭৪ (১৩৭) ২৮৬
১/৭৪ (২৩৮) ৩৩১
১/৭৫–৭৬ (২৪০) ৩১৪
১/৭৫ (২৩৯) ৩১৫
১/৭৬–৭৭ (২৪১) ৩০৩
১/৭৭–৭৮ (২৪২) ৩০৪
১/৭৮–৭৯ (২৪৯) ৩০৭
১/৭৮ (২৪৩) ৩০৫
১/৭৮ (২৪৪) ৩০৫
১/৭৮ (২৪৫) ৩০৫
১/৭৮ (২৪৬) ৩০৬
১/৭৮ (২৪৭) ৩১৫
১/৭৮ (২৪৮) ৩০৬
১/৭৯–৮০ (২৫৫) ৩১৭
১/৭৯ (২৫০) ৩০৭
১/৭৯ (২৫১) ৩০৭
১/৭৯ (২৫২) ৩১৬
১/৭৯ (২৫৩, ২৫৪) ৩১৬
১/৮০–৮১ (২৬১) ৩২৬
১/৮০ (২৫৬) ৩২৫
১/৮০ (২৫৭, ২৫৮, ২৫৯) ৩২৫
১/৮০ (২৬০) ৩২৬
১/৮১–৮২ (২৬৫) ৩৮১
১/৮১ (২৬২) ৩১৩
১/৮১ (২৬৩) ৩১৪
১/৮১ (২৬৪) ৩৮০
১/৮১ (২৬৫) ৩৮১
১/৮২ (২৬৭) ৩৮২
১/৮২ (২৬৮) ৩৮১
১/৮২ (২৬৯) ৩৮১
১/৮২ (২৭০) ৩৮২
১/৮২ (২৭১) ৩৮২
১/৮২ (২৭২) ৩২০
১/৮৩–৮৪ (২৭৬) ৩১৮
১/৮৩ (২৭৩) ৩২০
১/৮৩ (২৭৪) ৩২৩
১/৮৩ (২৭৫) ৩১৮
১/৮৪–৮৫ (২৮২) ৩২১
১/৮৪ (২৭৭) ৩১১
১/৮৪ (২৭৮) ৩২০
১/৮৪ (২৭৯) ৩২০
১/৮৪ (২৮০) ৩২০
১/৮৪ (২৮১) ৩২০
১/৮৫–৮৬ (২৮৫) ৩১৪
১/৮৫ (২৮৩) ৩২১
১/৮৫ (২৮৪) ৩২২
১/৮৬ (২৮৬) ৩১৪
১/৮৬ (২৮৭, ২৮৮, ২৮৯) ৩৫২
১/৮৭ (২৯০) ৩৫৬
১/৮৭ (২৯১) ৩৫৭
১/৮৭ (২৯২) ৩৫৭
১/৮৭ (২৯৩, ২৯৪) ৩৫৭
১/৮৭ (২৯৫) ৩৫৮
১/৮৭ (২৯৬) ৩৫৮
১/৮৮–৮৯ (৩০২) ৩৪৭
১/৮৮ (২৯৭) ৩৬০
১/৮৮ (২৯৮) ৩৬০
১/৮৮ (২৯৯) ৩৬১
১/৮৮ (৩০০) ৩৬২
১/৮৮ (৩০১) ৩৬২
১/৮৯–৯০ (৩০৭) ৩৪২
১/৮৯ (৩০৩) ৩৬২
১/৮৯ (৩০৪, ৩০৫) ৩৬৫
১/৮৯ (৩০৬) ৩৪২
১/৯০–৯১ (৩১৪) ৩৫৮
১/৯০ (৩০৮) ৩৪৬
১/৯০ (৩০৯) ৩৪৭
১/৯০ (৩১০) ৩৪৫
১/৯০ (৩১১) ৩৪০
১/৯০ (৩১২) ৩৪০
১/৯০ (৩১৩) ৩৪১
১/৯১–৯২ (৩২২) ৩৪১
১/৯১ (৩১৫, ৩১৬, ৩১৭) ৩৫৮
১/৯১ (৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১) ৩৪১
১/৯২ (৩২৩) ৩৪২
১/৯২ (৩২৪) ৩৪৩
১/৯২ (৩২৫) ৩৪৩
১/৯২ (৩২৬) ৩৪৫
১/৯২ (৩২৭, ৩২৮) ৩৪৬
১/৯২ (৩২৯, ৩৩০) ৩৪৬
১/৯৩ (৩৩১) ৩৪৬
১/৯৩ (৩৩২) ৩৪৫
১/৯৩ (৩৩৩) ৩৪৬
১/৯৩ (৩৩৪, ৩৩৫) ৩৪৫
১/৯৩ (৩৩৬) ৩৩৩
১/৯৩ (৩৩৭) ৩৩১
১/৯৪–৯৫ (৩৪০) ৩৩০
১/৯৪ (৩৩৮) ৩৮০
১/৯৪ (৩৩৯) ৩৮৮
১/৯৫ (৩৪১) ৩৩০
১/৯৫ (৩৪২) ৩৩৮
১/৯৬–৯৭ (৩৪৮) ৩৩৯
১/৯৬ (৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫) ৩৮৬
১/৯৬ (৩৪৬) ৩৭৪
১/৯৬ (৩৪৭) ৩৭৫
১/৯৭–৯৮ (৩৫৩) ৩৭৮
১/৯৭ (৩৪৯) ৩৫৫
১/৯৭ (৩৫০) ৩৭৩
১/৯৭ (৩৫১) ৩৭১
১/৯৭ (৩৫২) ৩৭৯
১/৯৮–৯৯ (৩৫৯) ৩৮৩
১/৯৮ (৩৫৪) ৩৭৮
১/৯৮ (৩৫৫) ৩৭৯
১/৯৮ (৩৫৬) ৩৮১
১/৯৮ (৩৫৭) ৩৮১
১/৯৮ (৩৫৮) ৩৮১
১/৯৯–১০০ (৩৬৫) ৩৮২
১/৯৯ (৩৬০) ৩৮০
১/৯৯ (৩৬১) ৩৮৬
১/৯৯ (৩৬২) ৩৮৩
১/৯৯ (৩৬৩) ৩৮২
১/৯৯ (৩৬৪) ৩৮২
১/১০০–১০১ (৩৭০) ৩৮৯
১/১০০ (৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯) ৩৮৯
১/১০১–১০২ (৩৭৭) ৩৯১
১/১০১ (৩৭১) ৩৮৯
১/১০১ (৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪) ৩৮৯
১/১০১ (৩৭৫) ৩৯১
১/১০১ (৩৭৬) ৩৮৯
১/১০২–১০৩ (৩৮২) ৩৪৪
১/১০২ (৩৭৮) ৩৯২
১/১০২ (৩৭৯) ৩৯২
১/১০২ (৩৮০) ৩৯২
১/১০২ (৩৮১) ৩৯২
১/১০৩–১০৪ (৩৮৯) ৩৯৫
১/১০৩ (৩৮৩) ৩৯২
১/১০৩ (৩৮৪) ৩৯৩
১/১০৩ (৩৮৫) ৩৯৯
১/১০৩ (৩৮৬) ৩৯১
১/১০৩ (৩৮৭) ৩৯২
১/১০৩ (৩৮৭, শেষাংশ) ৩৪৪
১/১০৩ (৩৮৮) ৩৯৯
১/১০৪–১০৫ (৩৯৬) ৩৯১
১/১০৪ (৩৯১) ৩৯০
১/১০৪ (৩৯২) ৩৯৩
১/১০৪ (৩৯৩) ৩৯৯
১/১০৪ (৩৯৪) ৩৯৫
১/১০৪ (৩৯৫) ৩৯৫
১/১০৫–১০৬ (৪০২) ৩৯৬
১/১০৫ (৩৯৭) ৩৯০
১/১০৫ (৩৯৮) ৩৯৫
১/১০৫ (৩৯৯) ৩৯৮
১/১০৫ (৪০০) ৩৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১/১০৫ (৪০১) ৩৫৩
১/১০৬–১০৭ (৪১৩) ১০১
১/১০৬ (৪০৩) ৩৫৩
১/১০৬ (৪০৪) ৩৩৫
১/১০৬ (৪০৫) ১১
১/১০৬ (৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯) ৪০১
১/১০৬ (৪১০, ৪১১) ১০০
১/১০৬ (৪১২) ১০০
১/১০৭–১০৮ (৪১৯) ২৫৩
১/১০৭ (৪১৪) ১০০
১/১০৭ (৪১৫) ১০০
১/১০৭ (৪১৬) ১৪৪
১/১০৭ (৪১৭) ১৭০
১/১০৭ (৪১৮) ২৫৫
১/১০৮ (৪২০, ৪২১) ২৫৩
১/১০৮ (৪২২) ২৫৭
১/১০৮ (৪২৩) ২৫৩
১/১০৮ (৪২৪) ২৫৭
১/১০৮ (৪২৫) ২৫৬
১/১০৯–১১০ (৪২৯) ২৬২
১/১০৯ (৪২৬) ২৫৪
১/১০৯ (৪২৭) ২৫৮
১/১০৯ (৪২৮) ২৫৮
১/১১০–১১১ (৪৩৩) ২৬৩
১/১১০ (৪৩০) ২৬২
১/১১০ (৪৩১, ৪৩২) ২৬১
১/১১১–১১২ (৪৩৫) ২৬৬
১/১১১ (৪৩৪) ২৬১
১/১১২ (৪৩৬) ২৬৩
১/১১২ (৪৩৭) ২৬৩, ২৬৭
১/১১২ (৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১) ২৬৫
১/১১৩ (৪৪২) ২৬৮
১/১১৩ (৪৪৩) ২৬৫
১/১১৩ (৪৪৪) ২৬৫
১/১১৩ (৪৪৫) ২৬৫
১/১১৩ (৪৪৬) ২৬৮
১/১১৩ (৪৪৭) ২৬৮
১/১১৩ (৪৪৮) ২৬৮
১/১১৩ (৪৪৯) ২৬৯
১/১১৩ (৪৫০) ২৭০
১/১১৪–১১৫ (৪৫৫) ৩৩০
১/১১৪ (৪৫১) ২৬৯
১/১১৪ (৪৫২) ৩৫৭
১/১১৪ (৪৫৩) ৩৫৮
১/১১৪ (৪৫৪) ৩৫৮
১/১১৫ (৪৫৬) ৩৩০
১/১১৫ (৪৫৭) ৭৬
১/১১৫ (৪৫৮) ৭৬
১/১১৬–১১৭ (৪৬৪) ৩৩০
১/১১৬ (৪৫৯) ৩৩০
১/১১৬ (৪৬০, ৪৬১) ৩৩৫
১/১১৬ (৪৬২) ১৮৩
১/১১৬ (৪৬৩) ৩৩১
১/১১৭–১১৮ (৪৬৮) ৩৪১
১/১১৭ (৪৬৫) ৩৩৩
১/১১৭ (৪৬৬) ৩৩৫
১/১১৭ (৪৬৭) ৩৪০
১/১১৮ (৪৬৯) ৩৩৫
১/১১৮ (৪৭০) ৩৩৫
১/১১৮ (৪৭১) ৩৩৮
১/১১৮ (৪৭২) ৩৪০
১/১১৮ (৪৭৩) ৩৪১
১/১১৯ (৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬) .. ৩৩৮
১/১১৯ (৪৭৭) ৩৩৯
১/১১৯ (৪৭৮) ৩৩৯
৪/৭৩ (৩০৬৬, ৩০৬৭, ৩০৬৮) ২৪৩
৭/২১৯ (১১৯৯৬, ১১৯৯৭, ১১৯৯৮) ৩৪২
৮/১৬৬–১৬৭ (১৩৫৭৫) ১৩৫
৮/১৬৬ (১৩৫৭৪) ১৩৫
৮/১৬৭ (১৩৫৭৬) ১৩৫
৮/১৬৭ (১৩৫৭৭) ১৩৫
৮/১৭৬–১৭৭ (১৩৬৪৫) ১৩৫
৮/১৭৬ (১৩৬৪৩) ১৩৫
৮/১৭৬ (১৩৬৪৪) ১৩৫
৮/১৭৭ (১৩৬৪৬) ১৩৫
৯/২১২ (১৫২২৩) ১১১
১০/২০২ (১৭৪৮৯) ১১০
১০/৩০০–৩০১ (১৮১০৭) ১৩৫
১০/৩০০ (১৮১০৬) ১৩৫

বাগাবি, মাসাবীহুস সুন্নাহ

১১২ .... ২৬৬

বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ

২১ .... ১৫৭
২২ .... ১৬০
২৮ .... ১১০
৩৩ .... ১৭২
৩৫ .... ২৫৩
৩৬ .... ২৫৬
৩৮ .... ৩৮৬
৪৬ .... ৩৮৬
৪৭ .... ৩৮৬
৬৪ .... ৪০১
৬৫ .... ৪০১
১৬৫ .... ২৯৮
১৩৫ .... ২৩৭
১৩৬ .... ২৩৭
১১৭৫ .... ২৫২
১২৭৪ .... ৩৩৭
১৫৫৭ .... ২৪০
২০৩০ .... ৩৮৫
২০৩১ .... ২৪০
২০৩২ .... ২৪০
২৩৩২ .... ১৩৫
২৩৭৬ .... ৩৭৭
৩০০১ .... ১৩৫
৩৪৭৪ .... ১৩৭
৩৪৮০ .... ২৫২
৩৫১৪ .... ২৭৭
৩৫১৫ .... ২৭৬
৩৫৫৫ .... ১৩৫
৩৫৬২ .... ৩৮০
৩৫৯৪ .... ১৯২
৩৭২৪ .... ২২৩
৩৯৬৬ .... ১৮৮
৪১২১ .... ১৩৫
৪১৩৭ .... ৩৯২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিযযি, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতিল আতরাফ

৩/১২২ .... ২৫০
৪/৩৫৫ (৫৩৩৭) ৩৭৩
৪/৩৬৯ (৫৪৩০) ৩৭২
৬/২৩৬ (১২০৭৩) ৯০
৮/২২১ (১০৯৩০) ৫২
৮/২২২ (১০৯৩৪) ৭১
৯/৩১ .... ১৭২
৯/২২০ (১২০৪৯) ২২৬
১২/৮ (১৬০৪৬) ১১৩

মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব

১/২৩৬ (১১) ১২০
১/২৪৪–২৪৫ .... ১১৩
১/২৪৬ .... ৫২
১/৩৮২ .... ৩৭৪
১/৩৮৪ .... ৫১
১/৫১৬ .... ৫২
১/৫১৮–৫১৯ .... ২২৪
১/৫২৩ .... ১১৮
১/৫৩৩–৫৩৪ (১৯) ১২০
২/৩০২ (২) ৩৬২
২/৩০২–৩০৩ (৩) ৩৬১
২/৩০৩ (৪) ৩৫৫
২/৪১৪ (৫) ৮৯
২/৪১৪ (৮) ৯৮
২/৪১৫ .... ৯৩
২/৪১৫ (১২) ৩১১
২/৪১৬ (১৬) ৯৫
২/৪৬১ .... ৩১৮
২/৫৪৯–৫৫০ (১৫) ৩৮৫
২/৫৬০ (১০) ১৪৮
২/৫৭৭ (১৬) ২২৬
২/৫৭৭ (১৭) ২২৮
৩/৭৪ .... ৩৭৮
৩/৩১৩ (৮) ৩৫৫
৩/৩২৩ (১০) ৩৮৪
৩/৩২৩–৩২৪ (১১) ১৬৫
৩/৩৯৭ (১) ১৫১
৩/৩৯৮ (২) ১৫১
৩/৩৯৮ (৬) ১৫২
৩/৪০০ (১১) ১৪৩
৩/৪১৭ (১২) ২৩৫
৩/৪১৭ (১৩) ২৩০
৩/৪১৭ (১৪) ২৩২
৩/৪৬১ (২৩) ৩৫৩
৩/৪৯৮ (৫) ৩৯২
৩/৫১৬ (৩৫) ৩৬১
৩/৫২৭–৫২৮ (২২) ৩৮৪
৩/৫৬৬ (২৬, ২৭) ৩৭৯
৩/৫৬৬ (২৮) ৩৮১
৩/৫৬৬ (২৯) ৩৮৩
৩/৫৬৯ (৩৮) ৩৮১
৩/৫৯২ (১২, ১৩) ১৪৫
৩/৫৯৪ (১৯, ২০) ১৬৬
৩/৫৯৪–৫৯৫ (২১) ১৬৩
৩/৫৯৫ .... ১৪৫
৩/৫৯৫ (২২) ১৪৬
৪/২৪ (৩০) ১৫২
৪/৩৯৭ (৪০, ৪১) ২৪৫
৫১৭–৫১৮ .... ১১৩

শামসুদ্দীন মাগরিবি, জামউল ফাওয়াইদ

১–২ .... ৭০
৩ .... ৮০
৪ .... ৮৪
৫ .... ৬৭
৬ .... ১১৪
৭ .... ১৮৩
৮ .... ৮৩
৯ .... ৮৮
১০ .... ৮৮
১১–১২ .... ৮৮
১৩ .... ১০৪
১৪ .... ৩৬৮
১৫ .... ৭১
১৬ .... ৩৬০
১৭–১৮ .... ৮২
১৯ .... ৯৪
২০ .... ১১৫
২১ .... ২৪৮
২২ .... ৯৫
২৩ .... ৯৬
২৪ .... ৯৮
২৫ .... ৩৭২
২৬ .... ৭১
২৭ .... ১১৪
২৮ .... ৯৮
২৯ .... ১০১
৩০ .... ১১০
৩১ .... ১০২
৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ .... ৫১
৩৬ .... ৪৪
৩৭ (দ্বিতীয়াংশ) ৩৭৪
৩৭ (প্রথমাংশ) ৪৪
৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ .... ৪৮
৪৪ .... ১০৫
৪৫ .... ৫৬
৪৬, ৪৭ .... ৫৮
৪৮ .... ৬০
৪৯ .... ১২২
৫০ .... ১০২
৫১ .... ১০৩
৫২ .... ১০৪
৫৩ .... ১৪০
৫৪ .... ১১১
৫৫ .... ৬১
৫৬ .... ৩১১
৫৭ .... ১৭০
৫৮ .... ৬২
৫৯ .... ১২৮
৬০, ৬১, ৬২ .... ৭৭
৬৩ .... ২২২
৬৪ .... ১১৪
৬৫, ৬৬ .... ১২৭
৬৭ .... ১৪০
৬৮ .... ১২৭
৬৯ .... ১২৮
৭০ .... ১৬০
৭১ .... ১০৭
৭২ .... ১২০
৭৩ .... ১৬০
৭৪ .... ১০৫
৭৫ .... ১৩৪
৭৬ .... ১৩৫
৭৭ .... ১৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংকলন-গ্রন্থাবলির যেসব হাদীস অনুবাদ করা হলো

[illegible]	৭৮	১০৩
[illegible]	৭৯	১০৬
[illegible]	৮০, ৮১	৩৫৫
[illegible]	৮২	২৬৪
[illegible]	৮৩	১৭২
[illegible]	৮৪	১৯৫
[illegible]	৮৫	১৪৪
[illegible]	৮৬	১৭২
[illegible]	৮৭, ৮৮	২০৯
[illegible]	৮৯	২০৩
[illegible]	৯০	২০৭
[illegible]	৯১	২১১
[illegible]	৯২	২২৫
[illegible]	৯৩	২২৫
[illegible]	৯৪	২২৫

[illegible]	৯৫	২১৫
[illegible]	৯৬	২১৫
[illegible]	৯৭	২০৬
[illegible]	৯৮	২১৭
[illegible]	৯৯	২১৭
[illegible]	১০০	২২০
[illegible]	১০১	২২১
[illegible]	১০২, ১০৩	৪০
[illegible]	১০৪	১৭৬
[illegible]	১০৫	১৫৮
[illegible]	১০৬	৩৮৯
[illegible]	১০৭, ১০৮	৩৮৯
[illegible]	১০৯	৪০১
[illegible]	১১০	৩৯৮
[illegible]	১১১	৩৯৯

[illegible]	১১২	৩৮৮
[illegible]	১১৩	১৫৭
[illegible]	১১৪	২৫১
[illegible]	১১৫	২৫৫
[illegible]	১১৬	২৫৫
[illegible]	১১৭, ১১৮	২৫৬
[illegible]	১১৯	২৫৩
[illegible]	১২০, ১২১	২৯১
[illegible]	১২২	২৭০
[illegible]	১২৩	৩৬৫
[illegible]	১২৪	৩৫৫
[illegible]	১৪৯	২৭২
[illegible]	১৫০	২৫১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CS CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশনাসমূহ

	বই	লেখক
০১	রাসূলের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
০২	সাহাবিদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
০৩	তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
০৪	সীরাতুন নবি ﷺ -১	শাইখ ইবরাহীম আলি ﷺ
০৫	সীরাতুন নবি ﷺ -২	শাইখ ইবরাহীম আলি ﷺ
০৬	সীরাতুন নবি ﷺ -৩	শাইখ ইবরাহীম আলি ﷺ
০৭	সীরাতুন নবি ﷺ -৪	শাইখ ইবরাহীম আলি ﷺ
০৮	মৃত্যু থেকে কিয়ামাত	ইমাম বাইহাকি ﷺ
০৯	আত্মশুদ্ধি	আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী ﷺ
১০	আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া ﷺ
১১	জীবিকার খোঁজে	ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ
১২	আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন	ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ
১৩	বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া	শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহতানি ﷺ
১৪	মুমিনের পাথেয়	ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ
১৫	সুন্দর সম্পর্ক : বিনিময়ে জান্নাত	ইমাম ইবনুল জাওযি ﷺ
১৬	সবার ওপরে ঈমান	জিয়াউর রহমান মুন্সী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

- বইটিতে ঈমানবিষয়ক প্রায় সকল হাদীস একত্র করা হয়েছে। এ রকম সংকলন বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম।
- হাদীসগুলোকে প্রায় ৯০টি সুবিশাল হাদীসগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সুতরাং একটি বই পড়লেই পড়া হয়ে যাবে প্রায় ৯০টি কিতাবের ঈমানসংক্রান্ত সকল হাদীস।
- ঈমানসংক্রান্ত ৪৪৬২টি হাদীস একত্র করে মাত্র ৪৬৯টি হাদীসে পরিণত করা হয়েছে।
- প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রেই ঈমানবিষয়ক একটি প্রামাণ্য-হাদীসের টেক্সট উল্লেখ করার পর প্রাসঙ্গিক বাকি হাদীসগুলোকে টীকা আকারে একত্র করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভিন্নপাঠও তুলে ধরা হয়েছে।
- প্রিয় নবি ﷺ-এর কথাগুলো হাইলাইট করতে রঙিন কালিতে ছাপানো হয়েছে।
- বিস্তারিত রেফারেন্স, তাহকীক ও টীকা যুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের অস্পষ্টতা টীকার মাধ্যমে দূর করা হয়েছে।
- স্বয়ং নবি ﷺ-এর জবানিতে ঈমানের পরিপূর্ণ ধারণা পেতে বইটি এককভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইন শা আল্লাহ।

লেখক পরিচিতি

শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী। জন্ম ১৯৮৪ সালে, কুমিল্লায়। ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন তিনি। তারপর হিফযুল কুরআন সম্পন্ন ও কওমি নেসাবের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আলিয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় ২য় স্থান, ফাজিল পরীক্ষায় ১৪তম স্থান অর্জন-সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণী পেয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবি, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী তিনি। বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামের কালজয়ী গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তার অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে *রাসূলের চোখে দুনিয়া, সীরাতুন নবি ﷺ-১, ২, ৩, ৪, জীবিকার খোঁজে, মৃত্যু থেকে কিয়ামাত, আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া।*

এ ছাড়াও কুরআনের বাংলা অনুবাদের একটি স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন, নবি ﷺ থেকে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের অনুবাদ নিয়ে *সুন্নাহ সমগ্র*, বিশদ ব্যাখ্যা ও বিপুল পরিমাণ আয়াত-হাদীস-প্রাচীন আরবি কবিতার উদাহরণ-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ *'আরবি-বাংলা প্রামাণ্য অভিধান'* এবং সীরাতের ক্রমধারা অনুযায়ী একটি বৃহদায়তন তাফসীর-গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আল্লাহ তাআলা তার কাজে বারাকাহ দান করুন। আমীন।

মাকতাবাতুল বায়ান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

CamScanner